॥ श्रीहरिः ॥

2040

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ

श्रीविष्णुपुराण (बँगला)

गीताप्रेस गोरखपुर
GITA PRESS, GORAKHPUR [SINCE 1923]

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর

সূচীপত্র

সৃষ্টি পর্ব্ব

প্রকৃতি পর্ব্ব

নিত্যকর্ম্ম পর্ব্ব

যদুবংশ পর্ব্ব

কল্কি পর্ব্ব

সপ্ত পর্ব্ব বিষ্ণুপুরাণের সংক্ষিপ্তসার

সৃষ্টি পর্ব্ব

সৃষ্টি-পর্ব্বে ব্রহ্মাশক্তি ব্রহ্মার কাহিনী।
দেবসৃষ্টি কল্লান্ত সৃষ্টি নারায়ণী।।
সমুদ্রমন্থন-কথা অতি চমৎকার।
ভৃগু ও মহর্ষিগণ বংশের বিস্তার।।
ধ্রুব ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণন।
কশ্যপ হইতে জাত পশু-পক্ষীগণ।।

প্রকৃতি পর্ব্ব

প্রকৃতি-পর্ব্বেতে প্রিয়ব্রত বংশকথা।
জম্বুদ্বীপ সাগরাদি ভারতবর্ষ যথা।।
সপ্তদ্বীপ পাতালাদি অনন্ত কাহিনী।
নরক বর্ণন লোক পরিমাণ গণি।।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা শিশুমার কথা।
জড়ভরতাদি যত ভক্তের বারতা।।

নিত্যকর্ম্ম পর্ব্ব

মন্বন্তর সাবর্ণাদি কল্প পরিমাণ।
যুগভেদে ব্যাসদেবে ভিন্ন অবস্থান।।
বিষ্ণুপূজা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কীর্ত্তন।
জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া বিবাহলক্ষণ।।
গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম সদাচার বিধি।
শ্রাদ্ধবিধি নিরূপণ মায়ামহোৎপত্তি।।

রাজ পর্ব্ব

রাজ-পর্ব্বে রাজগণের মাহাত্ম্য কথন।
সর্পবিনাশ মন্ত্র গঙ্গা আনয়ন।।
চন্দ্রবংশ পুরূরবা জহ্নুবংশ-কথা।
যযাতি ও নহুষের অবস্থান যথা।।
শিশুপাল মুক্তিকথা শ্রীকৃষ্ণাবতার।
তুর্ব্বসু দ্রুহ্যবংশ ভরতাদি আর।।

শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্ব

শ্রীকৃষ্ণ-পর্ব্বেতে ধরা ব্রহ্মা পাশে যায়।
দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ উদয়ন হয়।।
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অপূর্ব্ব কথন।
কালীয় দমন ধরে গিরি গোবর্দ্ধন।।
মথুরায় যান কৃষ্ণ কংসের সংলাপ।
বিরহিনী গোপবালা করেন বিলাপ।।

যদুবংশ পর্ব্ব

যদুবংশ-পর্ব্বে যত যাদব কাহিনী।
শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় সহিত রুক্মিণী।।
প্রদ্যুম্ন হরণ আর সম্বর নিধন।
পারিজাত পুষ্প লাগি ইন্দ্র-কৃষ্ণ রণ।।
যদুবংশ হতে মূষল উৎপত্তি হয়।
মূষল হইতে যদুবংশ হল ক্ষয়।।

কল্কি পর্ব্ব

কল্কি-পর্ব্বে কলিধর্ম্ম কলির মাহাত্ম্য।
প্রলয় বর্ণন প্রাকৃতিক কর্ম্ম যত।।
গর্ভবাসে জীবের কি যন্ত্রণাদি হয়।
ব্রহ্মজ্ঞান ভগবৎ শব্দের সঞ্চয়।।
যোগ-বিষয়ক প্রশ্ন কেশিধ্বজ কথা।
কলিতে জীবের দুরবস্থার বারতা।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
প্রকাশিয়া ধনপতি আনন্দ অন্তর।।

সৃষ্টি পর্ব্ব

পরাশর ও মৈত্রেয়র প্রশ্নোত্তর

অনাদি পুরুষ ভগবানে নমস্কার।
লিখিতে পুরাণকথা লেখনি যে ধরি।।
মহামুনি ব্যাসদেব মুনির নন্দন।
একাগ্র মনেতে বন্দি তাঁহার চরণ।।
পরম ধার্ম্মিক পরাশর মহামতি।
ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ অতীব সুকৃতি।।
একদিন পরাশর প্রথম প্রহরে।
বসিয়া আছেন সুখে আশ্রম ভিতরে।।
হেনকালে আসে শিষ্য মৈত্রেয় তাঁহার।
গুরুপদে নমি করি ভক্তির আচার।।
মৈত্রেয় কহেন গুরু নিবেদি তোমায়।
ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করি আপনার ঠাঁয়*।।
পাঠ করিয়াছি সাঙ্গ বেদ কত আর।
বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র বিবিধ প্রকার।।
ধর্ম্মাবতার গুরু জিজ্ঞাসি তোমায়।
বিশ্বসৃষ্টি-কথা আজ বলহ আমায়।।
কোথা হতে আসে আর কোথায় গমন।
শুনিতে বাসনা বড় হইয়াছে মন।।
চরাচর যাহা কিছু আছে উপাদান।
কিসে বা উৎপত্তি এত হয় দৃশ্যমান।।
কিসে বিশ্ব উৎপত্তি কিসে লয় হয়।
দেব আদি সৃষ্টি কিসে কহ মহাশয়।।
সমুদ্র ও পর্ব্বতাদির কোথা অবস্থিতি।
আকাশাদি পরিমাণ গ্রহের সংস্থিতি।।
চন্দ্র সূর্য্য কিবা রূপে করে অবস্থান।
তাহাদের কিবা বর্ণ কিবা পরিমাণ।।
মনু মন্বন্তর আর দেবতার বংশ।

* ঠাঁয়—নিকটে।

রাজগণ চরিত্র আর কিসে অবতংস।।
কল্পান্ত কথা চতুর্যুগ বিবরণ।
কল্প ও বিকল্প কথা যুগের করণ।।
চতুর্ব্বিধ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সমুদয়।
দেবর্ষি নারদ কথা কহ মহাশয়।।
বিদিত ভুবন ব্যাস শুদ্ধ ধর্ম্মমতি।
বেদের বিভাগ কীর্ত্তি যাঁহার প্রণীতি।।
আঠার পুরাণ কথা যাঁহার রচনা।
সেইসব শুনিবারে আমার বাসনা।।
শক্তির নন্দন গুরু কামনা পুরাও।
অধমের প্রতি আজ সুপ্রসন্ন হও।।
কৃপাবান হও প্রভু আমার উপরে।
তোমার কৃপায় ইচ্ছা সব জানিবারে।।
মৈত্রেয় প্রশ্ন শুনি বলে পরাশর।
পরম ধার্ম্মিক মৈত্রেয় মুনিবর।।
শাস্ত্রকথা হয় জ্ঞান অতীব নির্ম্মল।
সুকৃতি সম্ভবে যাহে কহিব সকল।।
সুফল দানিলে তুমি বলিতে বিষয়।
বশিষ্ঠের উক্তি মোর মনেতে উদয়।।
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে নিয়ত দ্বন্দ্ব হয়।
এককালে বিশ্বামিত্র হইল নির্দ্দয়।।
বিশ্বামিত্রের প্রেরিত রাক্ষস যখন।
পিতৃদেবে হত্যা করে করিনু শ্রবণ।।
মহাক্রোধ মনে মোর জন্মিল তখন।
রাক্ষসে বধিতে যজ্ঞ করি আরম্ভন।।
যজ্ঞে ভস্ম হল রাক্ষস অগণিত।
বশিষ্ঠ ডাকিয়া মোরে কহিল ত্বরিত।।
অতি ক্রোধী হলে হয় চণ্ডাল সমান।
অতএব ক্রোধ তব কর সম্বরণ।।
কোন দোষ নাহি হেরি এই রাক্ষসের।
দোষ বুঝিলাম তব পিতার ভাগ্যের।।
ক্রোধে বশীভূত হন পাষণ্ডের গণ।
সেরূপ নহেক কভু যিনি জ্ঞানী জন।।
কে কারে মারিতে পারে বুঝহ আপনে।
কর্ম্মফল ভুঞ্জে সবে আপনার গুণে।।
বহু ক্লেশে পৃথিবীর মানব নিচয়।
যশ তপ আদি সব করেন সঞ্চয়।।
ক্রোধে সব নষ্ট কিন্তু হয় অনায়াসে।
স্বর্গে মোক্ষে বাধা দেয় ক্রোধ যে বিশেষে।।
অবশ্যই ক্রোধ তব করিবে বর্জ্জন।
এই কথা বলে সদা মহাজ্ঞানী জন।।
অতএব ক্রোধ আর নাহি কর তুমি।
রাক্ষসেরা অপরাধী নাহি গণি আমি।।
তাহাদের বধ করা কেবল বিফল।
যজ্ঞ শান্ত করি কর শান্ত ক্রোধানল।।
ক্ষমা হতে সার বস্তু নাহি কিছু আর।
জ্ঞানীগণ ভাবে যাহা সার হতে সার।।
হেনমতে পিতামহ দিল উপদেশ।
তাঁর বাক্যে যজ্ঞকার্য্য করিলাম শেষ।।
যজ্ঞ ক্ষান্ত হতে পিতামহ তুষ্ট হল।
হেনকালে পুলস্ত্যমুনি উপনীত হল।।
হেরিয়া ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ তখন।
পাদ্য অর্ঘ্য দান করে মনের মতন।।
ব্রহ্মাত্মজ পুলস্ত্য বসিয়া আসনে।
কহিলেন ধীরে ধীরে আমার সদনে।।
অতি বড় শত্রুরেও ক্ষমাদান দিলে।
গুরুবাক্যে রাক্ষসেরে প্রাণরক্ষা কৈলে।।
সেই হেতু আশীর্ব্বাদ করিনু তোমারে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইবে সংসারে।।
মম বরে অবশ্যই লভিবে বিজ্ঞান।
অপর বরেতে তুমি হইবে প্রধান।।
রোষযুক্ত হয়ে নাহি নাশ এ সংসার।
সেই হেতু তব প্রতি *প্রতীতি আমার।।
পুরাণ সংহিতা কর্ত্তা অবশ্য হইবে।
সর্ব্ব পরমার্থ তত্ত্ব যথার্থ জানিবে।।
দেবতত্ত্বে হবে তুমি অতি জ্ঞানবান।
কদাচ আমার বাক্য নাহি হবে আন।।
আরো উপদেশবাক্য কহিব এখন।
যাহা বলি মন দিয়া করহ শ্রবণ।।
যে সকল কর্ম্ম ইহ-পরকালে হয়।
তাহা যদি বিশেষিত কামনা বিষয়।।

---

*প্রতীতি—বিশ্বাস।

তাহাকে প্রবৃত্তি কর্ম্ম কহে অনিবার।
জ্ঞান বৈরাগ্য সহ যত কর্ম্ম আর।।
নিবৃত্তি কর্ম্ম তাহা শুন সারোদ্ধার।
যাহা দ্বারা পায় জীব দেব সারাৎসার।।
একমাত্র জানিবেক নিবৃত্তি করমে।
শুভবুদ্ধি জন্মিবেক কহি তব স্থানে।।
তাহা শুনি বশিষ্ঠ পিতামহ যিনি।
আমারে কহিলেন শুন বাছাননী।।
মহামুনি পুলস্ত্য যে কথা কহিল।
সত্য সমুদয় তাহা জানিবেক ভাল।।
সুবুদ্ধি পুলস্ত্য আর বশিষ্ঠ ধীমান।
তাহাদের মুখে যাহা করিনু শ্রবণ।।
মৈত্রেয় তোমার প্রশ্নে সেই কথা রয়।
শুনি তব বাক্য মনে হতেছে উদয়।।
আকাঙ্ক্ষা জানিতে তব পুরাণ সংহিতা।
বিশদ করিয়া বলি সেই পুণ্যকথা।।
ভগবান বিষ্ণু হতে এ বিশ্ব সৃজন।
বিষ্ণুতে সংস্থিতা ইহা জানিবে কারণ।।
স্থিতি সৃষ্টি প্রলয়ের তিনি হন কর্ত্তা।
জগৎরূপী বিষ্ণু তিনি ত্রিভুবন ত্রাতা।।
তিনি যাহা করেন মনে শুন মহাত্মন।
অবশ্য ঘটায় তাহা প্রকৃতি ঘটন।।
পুরুষ ও প্রকৃতি দুই সংসার মাঝারে।
নিত্যকাল থাকি তারা নিত্যলীলা করে।।
অনাদি পুরুষ ভগবান সারাৎসার।
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নাহি কিছু তাঁর।।
বার্দ্ধক্য নাহিক তাঁর যুবক সদাই।
দেব ঋষিগণ সদা যাঁর গুণ গাই।।
নিরাকার নির্ব্বিকার তিনিই সাকার।
মহামহোজ্জ্বল রূপ মানব আকার।।
দয়াময় গুণনিধি মহা অনুভব।
নিজের আকারে সৃষ্টি করিল মানব।।
বিষ্ণুপুরাণ কথা অমৃত সমান।
শ্লোকছন্দে বেদব্যাস করিলেন গান।।

সৃষ্টিপ্রকরণ

পরাশর বলে শুন সৃষ্টির কথন।
যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা দেব নিরঞ্জন।।
সর্ব্বশক্তিমান তিনি হন নিরাকার।
কোন কালে নাহি হয় বিনাশ তাঁহার।।
তিনি পরমাত্মা সদা একরূপে স্থিত।
সকল বিজয়ী তিনি হরি নামে খ্যাত।।
ব্রহ্মারূপে তিনি বিশ্ব করেন সৃজন।
বিষ্ণুরূপে সবাকারে করেন পালন।।
শিবশম্ভুরূপে তিনি করেন সংহার।
মহামায়া রূপে হরি সৃজে কারাগার।।
সৃষ্টি স্থিতি নাশকারী শিব অভিরাম।
তিনি বাসুদেব হরি তাঁহারে প্রণাম।।
এক তিনি বহুরূপী স্থূল সূক্ষ্মময়।
হিরণ্যগর্ভ যিনি অতি সদাশয়।।
সর্ব্বকার্য্যে তিনি হন সকল কারণ।
সেই মুক্তিদাতা বিষ্ণু তাঁহারে বন্দন।।
বিশ্বের আধার যিনি সর্ব্ব প্রাণিস্থিত।
সর্ব্বময় দৃশ্যরূপে তিনি প্রকাশিত।।
উত্তম পুরুষ তিনি জ্ঞানের স্বরূপ।
অতীব নির্ম্মল যিনি পৃথিবীর ভূপ।।
বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি অচ্যুত আখ্যান।
জ্ঞানশূন্য বলি যাঁর আছে অভিধান।।
সেই বিষ্ণুপদে অগ্রে করিয়া বন্দন।
শুন শুন যথাযথ পুরাণ কীর্ত্তন।।

আদিকালে দক্ষ আদি মুনি ঋষিগণ।
একদা আসিল সবে ব্রহ্মার সদন।।
আসিলেন জানিবারে সৃষ্টির কারণ।
কোন্ জন কি ভাবেতে করেন রক্ষণ।।

দেবঋষিগণ প্রতি বলে পদ্মযোনি।
সেই সব হরিকথা কহিব এখনি।।
দেবতাদি করি যত মুনিঋষিগণ।
পদ্মযোনি মুখে যাহা করেন শ্রবণ।।
আর পুরুকুৎস রাজা নর্ম্মদার তীরে।
বর্ণনা করেন যাহা অতীব সাদরে।।
নৃপবর কহিলেন সারস্বত পাশে।
সারস্বত সেই কথা আমারে প্রকাশে।।
যিনি পরমাত্মা সদা আত্মাতে সংস্থিত।
রূপ বর্ণ জন্ম বৃদ্ধি সকলি বর্জ্জিত।।
বৃদ্ধি নাই ক্ষয় নাই নাহি পরিণাম।
পরাৎপর সনাতন তিনি ভগবান।।
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তিনি অধিষ্ঠিত রয়।
সর্ব্বত্র সংস্থিত যিনি বিদিত ধরায়।।
সব কিছু বিশ্বময় বিশ্বে করে বাস।
সেকারণ বাসুদেব নামের প্রকাশ।।
নিত্য সনাতন হরি তিনিই অক্ষয়।
পরব্রহ্ম বহুরূপে অনাদি অব্যয়।।
মায়া বা মায়ার কার্য্য নাহিক তাহাতে।
সে হেতু নির্ম্মল তিনি জানিবেক চিতে।।
চতুর্ব্বিধ রূপাত্মক সেই ব্রহ্ম হরি।
প্রকাশ করিব তাঁর যেই রূপ চারি।।
ব্যক্ত একরূপ তাঁর বেদের বচন।
অন্য রূপ মহদাদি কহে সর্ব্বজন।।
অপর অব্যক্ত রূপ মায়া আখ্যা রয়।
পুরুষ মহান রূপ জানিবে নিশ্চয়।।
বেদোক্ত ঈক্ষণাদি কর্ত্তা যেইজন।
পুরুষ তাহার নাম নিগূঢ় বচন।।
চতুর্থ রূপে নাম হয় জান কাল।
এই চারি রূপ ব্রহ্ম তিনি মহাকাল।।
এই চারি রূপ মধ্যে যে বস্তু উত্তম।
সেই শুদ্ধ হেরে যত জ্ঞানী জন।।
বিষ্ণুর করুণা তাহা জানিবে নিশ্চয়।
অথবা পরম রূপ সামবেদে কয়।।
এ সকল রূপ মাত্র হয়েছে প্রকাশ।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কেবল আভাস।।

শিশুসম ক্রীড়ারত বিষ্ণু মহাত্মন।
পুরুষাদি রূপ ধরি প্রকাশিত হন।।
কার্য্য-কারণাদি শক্তি অব্যক্ত রূপেতে।
সূক্ষ্ম প্রকৃতি যাহা ঋষির কর্ম্মেতে।।
অক্ষয় সে রূপ আর অনন্য আশ্রয়।
অজর অমর রূপবিহীন নিশ্চয়।।
ত্রিগুণ অনাদি উহা ইয়ত্তাবিহীন।
বিশ্বের উৎপত্তিস্থল শব্দস্পর্শহীন।।
কার্য্যসমূহের সেই স্থান লয় হয়।
হেনরূপে সেইরূপ শাস্ত্রের বিষয়।।
প্রলয়ের পরে আর সৃষ্টির কারণে।
ব্যাপ্ত ছিল এইরূপ সমগ্র ভুবনে।।
শুন শুন বেদজ্ঞ ব্রহ্মবাদীগণ।
সেই রূপ লক্ষ্য করি করেন কীর্ত্তন।।
বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শ্লোক হতেছে প্রচার।
জানিবে ক্রমেতে তাহা ওহে গুণাধার।।
প্রলয়ে ছিল না দিবা রাত্রি ও আকাশ।
নাহি ছিল অন্ধকার না ছিল প্রকাশ।।
ভূমি আদি কোন দ্রব্য কিছু নাহি ছিল।
প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্ম আছিল কেবল।।
পুরুষ হইতে করে প্রকৃতি প্রধান।
প্রকৃতির সৃষ্টি করি করে সমাধান।।
পুরুষ ও প্রকৃতি হয় জান দুই রূপ।
কিন্তু নিরূপণ নহে বিষ্ণুর স্বরূপ।।
বিষ্ণুর সে রূপ দ্বারা সৃষ্টির সময়।
এই দুই রূপ যুক্ত পরস্পর রয়।।
পুনরায় বিযুক্ত প্রলয়ের কালে।
কাল নামে সেইরূপ বিদিত ভূতলে।।
মহাপ্রলয়ের কালে এ বিশ্ব-সংসার।
লীন হয় প্রকৃতিতে ওহে গুণাধার।।
প্রাকৃতি প্রলয় বলে এই হেতু তাঁরে।
কালরূপ ভগবান অনাদি সংসারে।।
অনন্ত বলিয়া তিনি বিদিত ভুবন।
সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সে হেতু তেমন।।
প্রবাহ রূপেতে সব চলে যথাক্রমে।
কভু নাহি হয় ছেদ জানিবেক মনে।।

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ প্রলয়ের কালে।
সমভাবে থাকে তিন জানেন সকলে।।
পুরুষ ও প্রকৃতি হতে পৃথক যে রয়।
বিষ্ণুর সে কাল রূপ থাকয়ে নিশ্চয়।।
সৃষ্টিকাল পরে যবে হয় উপস্থিত।
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে হয় যে ক্ষোভিত।।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর।
জগন্ময় সর্ব্ব আত্মা পরম ঈশ্বর।।
প্রকৃতি পুরুষে প্রবেশিয়া ইচ্ছাবশে।
ক্ষোভিত করেন দোঁহে মনের হরিষে।।
প্রকৃতি পুরুষ দুই এই সে কারণ।
সৃষ্টি হেতু পুনরায় সমুদ্যত হন।।
কিন্তু সে ব্রহ্মের তাতে ক্রিয়া কিছু নাই।
তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহ সবাই।।
সৌগন্ধ সকাশে এলে মানস যেমন।
চঞ্চলা হইয়া উঠে ওহে মহাত্মন।।
সেরূপ পরমেশ্বর নিজে ক্ষোভহীন।
এই সব ভাব বুঝে যতেক প্রবীণ।।
সঙ্কোচ বিকাশ দ্বারা সে পুরুষোত্তম।
ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক রূপে অবস্থিতি হন।।
প্রধান রূপেতে তিনি করেন বসতি।
ব্যক্তরূপে আকাশাদি ভূতে অবস্থিতি।।
ব্রহ্মা আদি জীবরূপে ব্যক্তের স্বরূপ।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর তিনি নাহি তাঁর রূপ।।
সে প্রধান তত্ত্ব হতে সৃষ্টির সময়ে।
জন্মিল মহতত্ত্ব জানিবে হৃদয়ে।।
আচ্ছাদিত থাকে বীজ ত্বকেতে যেমন।
প্রধান তত্ত্বেতে ঢাকা মহৎ তেমন।।
মহতত্ত্বে জন্মে অহঙ্কার জানি পরে।
অহঙ্কার হতে ভূত ইন্দ্রিয় সঞ্চারে।।
প্রধানে আবৃত যথা মহতত্ত্ব রয়।
মহতে আবৃত তথা অহঙ্কার হয়।।
সাত্ত্বিক রাজস আর তামস আখ্যানে।
তিন রূপ অহঙ্কার জানিবেক মনে।।
তামসাহঙ্কার ক্ষুব্ধ হয়ে তার পর।
সৃজিল শব্দ তন্মাত্র সংসার ভিতর।।

শব্দ তন্মাত্র হতে আকাশ সৃজন।
শব্দ গুণযুত উহা জানে সর্ব্বজন।।
শব্দ তন্মাত্র আর এই আকাশেরে।
রহিয়াছে অহঙ্কার আবরণ করে।।
আকাশ ক্ষোভিত হয়ে ওহে মহাত্মন।
স্পর্শ তন্মাত্রেরে পরে করিল সৃজন।।
স্পর্শগুণযুত বায়ু জন্মে তাহা হতে।
অতি বলবান ইহা বিদিত যাহাতে।।
বায়ুকে আকাশ পরে করে আবরণ।
বায়ুক্ষোভে রূপমাত্র শেষে উৎপাদন।।
জন্মে আরো জ্যোতি যার রূপ গুণ হয়।
বায়ু দ্বারা সেই জ্যোতি আচ্ছাদিত রয়।।
ক্ষোভিত হইলে জ্যোতি রসমাত্র জন্মে।
রসগুণযুত জল জনমিল ক্রমে।।
জ্যোতি আসি সেই জল করে আবরণ।
জল ক্ষোভে গন্ধমাত্র হইবে সৃজন।।
গন্ধমাত্র হতে পৃথ্বী জনমিল পরে।
একমাত্র গন্ধগুণ প্রকাশ সংসারে।।
তন্মাত্রা রয়েছে সেই দ্রব্যের ভিতর।
তাই তন্মাত্রতা কহে তারে যত নর।।
রাজসাহঙ্কার হতে ইন্দ্রিয় জনম।
দশেন্দ্রিয় যারে কহে জগতের জন।।
সাত্ত্বিকাহঙ্কার হতে সংসার ভিতরে।
দশেন্দ্রিয় দেবতারা আত্মজন্ম ধরে।।
একাদশেন্দ্রিয় বলি মনের আখ্যান।
চারিজন মন দেব জানিবে সন্ধান।।
তাহাদের নাম কিবা করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মা চন্দ্র রুদ্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ হন।।
এই চারিজন হন সাত্ত্বিক দেবতা।
চারি অংশ হয় জান সেই মনঃসত্ত্বা।।
অহঙ্কার মন বুদ্ধি চিত্ত এই চারি।
চারি ভাগ এইরূপ শাস্ত্রের বিচারি।।
জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পাঁচে ইন্দ্রিয় মাঝারে।
কর্ম্মেন্দ্রিয় আর পঞ্চ কহে সর্ব্ব নরে।।
শোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা যে আর।
জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি পঞ্চ শাস্ত্রের বিচার।।

বায়ু পস্থ কর পদ বাক্ এই পাঁচে।
কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে থাকে পণ্ডিত সমাজে।।
জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দ আদি গ্রহণ করয়ে।
মলত্যাগ আদি করম কর্ম্মেন্দ্রিয়ে।।
আকাশেতে শব্দ গুণ স্পর্শ বায়ু পরে।
তেজে রূপ জলে রস গন্ধ পৃথ্বী ধরে।।
এই পঞ্চ পৃথক রহে সর্ব্বক্ষণ।
পরস্পর হয় নাই সম্পূর্ণ মিলন।।
তাহার ফলেতে প্রজাসৃষ্টি নাহি হয়।
বর্ণিব পরেতে যাহা শুন মহাশয়।।
মহতত্ত্ব হতে মহাভূতাবধি করি।
অপর সংযোগ হেতু ঐক্য লাভ করি।।
প্রধানের অনুগ্রহে পুরুষাধিষ্ঠানে।
অণ্ড উৎপাদন করে সকল মিলনে।।
অণ্ড জলবিম্ব সম হয় গোলাকার।
ব্রহ্মারূপী বিষ্ণু তাহে রহে অনিবার।।
বারিমধ্যে সেই অণ্ড করি অবস্থান।
ভূতের সহায়ে বাড়ে ক্রমে তাহা জান।।
অব্যক্ত জগৎপতি বিষ্ণু সনাতন।
ব্যক্ত হয়ে ব্রহ্মারূপে অণ্ডমধ্যে রন।।
গর্ভবেষ্টনের চর্ম্ম সুমেরু তাঁহার।
অপর জরায়ু গিরি হইল মহাত্মার।।
গর্ভোদক হইল তাঁর যতেক সাগর।
অণ্ডমধ্যে জন্মে দ্বীপ সাগর ভূধর।।
দেব দৈত্য নর জ্যোতি যত লোক আছে।
বৃহৎ অণ্ডের মধ্যে সকলি বিরাজে।।
পূর্ব্বাপেক্ষা দশ দশ গুণ বেশি বারি।
বহ্নি বায়ু শূন্য আর ভূত আদি করি।।
এ সবে অণ্ডের বাহ্য করে আবরণ।
মহতত্ত্ব ভূতাদিরে করে আচ্ছাদন।।
মহতত্ত্ব সমাবৃত অব্যক্ত দ্বারায়।
বিচারে বুঝহ ইহা কহিনু তোমায়।।
বাহ্য ত্বকে নারিকেল আবৃত যেমন।
উক্ত সপ্তে সমাবৃত ব্রহ্মাণ্ড তেমন।।
রজোগুণধারী হয়ে বিশ্বেশ্বর হরি।
অণ্ডের মাঝারে থাকি ব্রহ্মারূপ ধরি।।

সতত নিযুক্ত থাকি সৃষ্টির বিধানে।
অমিত বিক্রম বিষ্ণু জানে সর্ব্বজনে।।
সত্ত্বগুণ ধরি হরি সৃষ্টি সমুদয়।
যুগে যুগে করে রক্ষা ওহে মহোদয়।।
ব্রাহ্ম দিন অবসান হয় যত দিনে।
তত দিন করে রক্ষা অতীব যতনে।।
কল্পশেষে তমগুণী হয়ে জনার্দ্দন।
রুদ্ররূপে সর্ব্বভূতে করেন ভক্ষণ।।
একার্ণব হলে বিশ্ব পরম ঈশ্বর।
শয়ন করিয়া রহে নাগশয্যাপর।।
প্রবুদ্ধ হইয়া পুনঃ ব্রহ্মারূপ ধরি।
আবার করেন সৃষ্টি ভবের কাণ্ডারী।।
একমাত্র ভগবান সেই জনার্দ্দন।
ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু নাম করেন ধারণ।।
স্রষ্টা হয়ে বিষ্ণু দেব করেন সৃজন।
পালক ও পাল্য হয়ে করেন পালন।।
সংহর্ত্তা সংহার্য্য হয়ে অন্তিম সময়ে।
সংহৃত হইয়া থাকে আপন হৃদয়ে।।
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু আর যে গগন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় আদি আর অন্তর করণ।।
এ সব জগৎ হয় পুরুষ আখ্যান।
সর্ব্বভূতেশ্বর হরি গুণের নিদান।।
বিশ্বরূপ হন তিনি ওহে মহাত্মান।
স্বর্গাদি বিভূতি তাঁর বেদের বচন।।
তিনিই করেন সৃষ্টি তাই স্রষ্টা হন।
তাঁহার অপর শক্তি করেন পালন।।
সৃষ্টি ও পালন যেমত কার্য্য হয়।
তেমতি অপর কার্য্য করেন প্রলয়।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলাধার তাই।
বিশ্বরূপে বিরাজিত জগৎ গোসাঞি।।
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু শিব মহোদয়।
মুনিমধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি গণ্য সুনিশ্চয়।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা বিষ্ণুতে বিচারি।
ভক্তিতে শুনিলে পার হয় ভব বারি।।

ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মার পরমায়ু বর্ণন

তারপর মৈত্রেয়বর কি কর্ম্ম করিল।
ব্রহ্মশক্তি বিবরণ বিজ্ঞান লভিল।।
সম্বোধিয়া পরাশরে মৈত্রেয় মহাশয়।
মনেতে উদয় যাহা জিজ্ঞাসা করয়।।
নির্গুণ সে শুদ্ধ ব্রহ্ম অজর অমর।
হেনরূপ জানি হৃদে ওহে বিজ্ঞবর।।
স্বর্গাদি কর্ত্তৃত্ব হয় কিরূপে তাঁহার।
কেমন করিয়া তাহা করিব স্বীকার।।
মৈত্রেয়র প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন পরাশর সুমিষ্ট বচন।।
ব্রহ্মাণ্ডেতে যত কিছু আছে বর্ত্তমান।
অচিন্ত্য তাদের শক্তি জান নিত্য জ্ঞান।।
অগ্নিযোগ্য দ্রব্যাদিতে দাহিকা শকতি।
স্বভাবত আছে ঋষি যথা নিরবধি।।
সৃষ্টিশক্তি সর্ব্বদাই ব্রহ্মে বিদ্যমান।
তাহে আন নাহি কিছু শুন মতিমান।।
সৃষ্টিকার্য্য হেতু যাহা করেন ঈশ্বর।
বলিতেছি সেই কথা শুন ঋষিবর।।
পিতামহ ব্রহ্মা জন্ম হতে নারায়ণ।
জন্ম লভয়ে এইভাবে মতিমান।।
প্রকৃতি প্রমাণে আয়ু শত বর্ষ তাঁর।
শাস্ত্রের বিধান যাহা শুন গুণাধার।।
পঞ্চদশ নিমিষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা হয় পরিচয়।।
ত্রিংশৎ কলাতে হয় ঘটিকা আখ্যান।
দুই ঘটিকাতে হয় মুহূর্ত্ত বিধান।।
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সেথা অহোরাত্র হয়।
ত্রিংশৎ অহোরাত্র মাসমধ্যে রয়।।
এক মাসে দুই পক্ষ অবশ্য গণন।
ছয় মাসে হয় জান একটি অয়ন।।
দুইটি অয়ন হয় দক্ষিণ উত্তর।
দুই অয়নেতে মিলি একটি বৎসর।।
দক্ষিণ অয়নে হয় দেবতার রাতি।
উত্তর অয়নে দিবা আছে হেন গতি।।
দেব পরিমাণে বার হাজার বৎসরে।
তাহে সত্য ত্রেতা আদি চারি যুগ ধরে।।
কিরূপেতে যুগ ভাগ হয় নিরূপণ।
শুন মুনিবর তাহা করিব বর্ণন।।
চারি সহস্র বর্ষ হয় সত্য পরিমাণ।
বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ করেন গণন।।
তিন সহস্র বর্ষে ত্রেতাযুগ হয়।
দ্বি সহস্র বর্ষে দ্বাপর নির্ণয়।।
একক সহস্র বর্ষ কলির প্রমাণ।
শুন এবে কেমনেতে সন্ধ্যার প্রমাণ।।
চারি তিন দুই এক শত সম্বৎসর।
পূর্ব্বসন্ধ্যা পরিমাণ চারি যুগে ধর।।
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্ত্তী কাল।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি বলি চিরকাল।।
সহস্র চারি যুগে হয় যে সময়।
একদিন হয় ব্রহ্মার জান সুনিশ্চয়।।
চতুর্দ্দশ মনু হয় তাঁর এক দিনে।
তাঁহাদের কাল মান শুনহ এক্ষণে।।
সপ্ত ঋষি ইন্দ্র মনু আর দেবগণ।
মনুপুত্র যত নৃপ সমকাল পান।।
অধিকার প্রাপ্ত হন সবে এক মানে।
হৃতরাজ্য এককালে সকলে সে মানে।।
কিঞ্চিৎ অধিক দুই শত পঞ্চাশীতি।
চারি যুগে মন্বন্তর শুন মহামতি।।
মনু দেব তাঁহাদের কাল যাহা হয়।
একমনে শুন মন্বন্তরের নির্ণয়।।
আট লক্ষ বাহান্ন হাজার বৎসরে।
মন্বন্তর পরিমাণ যেইরূপ ধরে।।
এক বর্ষ মানবের যেরূপ প্রমাণ।
বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিব এখন।।

ত্রিশ কোটি সপ্তষষ্ঠি লক্ষ নিরূপণ।
বিংশতি সহস্র বর্ষ সংখ্যাতে গণন।।
তারে মন্বন্তর বলে শুনহ বিচারে।
ব্রহ্মার একদিন তাহাতেই ধরে।।
তাহার চৌদ্দ গুণ কাল যদি ধরি।
ব্রহ্মার দিন হয় জানিবে বিচারি।।
ব্রহ্মনিদ্রা হলে জান ঘটিবে প্রলয়।
তখন এ ত্রিভুবন দগ্ধ হয়ে যায়।।
মহলোকবাসীগণ তাপদগ্ধ হলে।
সেই কালে যায় সবে জনলোকে চলে।।
একার্ণব হয় যবে ত্রিলোক পরেতে।
ব্রহ্মার আশ্রয় তবে শেষের শয্যাতে।।
জনলোক যোগী চিন্ত্য ব্রহ্মা মহাশয়।
শেষ পরে শয়নেতে রজনী যাপয়।।
তারপর পুনরায় সৃষ্টি পূর্ব্বমতে।
নিশ্চয় ধরিবে বর্ষ ব্রাহ্ম গণনাতে।।
ব্রহ্মার পরমায়ু শতবর্ষ হয়।
হইলে পরার্দ্ধ গত জানিবে তাঁহায়।।
যেই মহাকল্প হয় পরার্দ্ধের পরে।
পাদ্ম কল্প নাম তার জানিবে অন্তরে।।
বর্ত্তমানে তাহা কিন্তু অতীত হয়েছে।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ কল্প এখন চলিছে।।
বরাহ কল্প ইহা শুন পরম্পরে।
গণনাতে তত্ত্ব যাহা বলিনু তোমারে।।
প্রতি কল্প পরে হয় সৃষ্টি প্রকরণ।
বিষ্ণুপুরাণে ব্যাস করিল গণন।।

কল্প ও সৃষ্টি বিবরণ

শুনিয়া ব্রহ্মার পরমায়ুর বর্ণন।
তারপর জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুজন।।
ধন্য ধন্য শাস্ত্রবেত্তা ধন্য মহাত্মন।
এক নিবেদন মম করহ শ্রবণ।।
নারায়ণাত্মজ হন ব্রহ্মা মহাশয়।
কল্পের আদিতে সৃষ্টি বিধান করয়।।
সৃষ্টিকার্য্য কেমনে করেন ভগবান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় সত্বরে বাখান।।
ঋষিবাক্য শুনি তবে পরাশর মুনি।
মধুর বচনে বলে শুন গুণমণি।।
প্রজা সৃষ্টি যেইরূপে করে প্রজাপতি।
কীর্ত্তন করিব তাহা শুন মহামতি।।
কল্প শেষে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মণ।
শূন্যময় সর্ব্বদিক করে নিরীক্ষণ।।
মহান অচিন্ত্য প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি।
অনাদি অপর অন্তর্যামী যিনি।।
নার অর্থে জল আর স্থানার্থ অয়ন।
সুতরাং সেই হেতু নাম নারায়ণ।।
একার্ণব হলে এই জগৎ সংসার।
ইচ্ছা জাগে পৃথিবীরে করিতে উদ্ধার।।
জলমধ্যে আছে ধরা এই মনে করি।
উদ্ধারিতে বাসনা করেন শ্রীহরি।।
সর্ব্বাত্মা-স্থিরাত্মা-পরমাত্মা তিনি।
আত্মাধার ধরাধর তিনি অন্তর্য্যামী।।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পমতে প্রভু নারায়ণ।
করেছিল নানা রূপ যেমন ধারণ।।
সেরূপ ধরিয়া তবে বরাহের রূপ।
জলমধ্যে পশিলেন ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ।।
প্রবেশ করেন যবে সলিল মাঝারে।
বেদবাক্যে সনকাদি স্তুতিবাদ করে।।
পাতালেতে বসুন্ধরা হেরিয়া প্রভুরে।
প্রণমিয়া ভক্তিভাবে স্তবস্তুতি করে।।
সর্ব্বময় দেব হরি করি নমস্কার।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দয়াধার।।
পূর্ব্বে তোমা হতে আমি হয়েছি উত্থিত।
পুনরায় রসাতলে করি অবস্থিত।।
পাতাল হইতে আজি উদ্ধার আমারে।
যথা পূর্ব্বে উদ্ধারিলে প্রভু হে আমারে।।

জগৎ আকাশ আদি যত কিছু আছে।
তন্ময় হইয়া সব জগতে বিরাজে।।
তুমি পরমাত্মা তব করি নমস্কার।
পুরুষ রূপেতে তুমি হও কৃপাধার।।
সর্ব্বাধারে শ্যামরূপ তুমিই প্রধান।
তোমার চরণ যুগে সতত প্রণাম।।
আমি কি বলিতে পারি ওহে ভগবন।
তব সৃষ্টি মধ্যে যাহা করি দরশন।।
তুমি তাহে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের আকারে।
সর্ব্বভূত কর্ত্তা হও খ্যাত চরাচরে।।
তুমি পিতা মাতা তুমি কর্ত্তা ভগবন।
নিয়ত বন্দনা করি তোমার চরণ।।
সর্ব্বজলময় যবে হইবে জগৎ।
ভক্ষণ করিয়া তুমি থাকহ তাবৎ।।
মনীষীগণের দ্বারা হয়ে চিন্ত্যমান।
সলিল উপরে তুমি শেষেতে শয়ান।।
পরমতত্ত্ব তব কেহ নাহি জানে।
অবতার হলে পায় জ্ঞান জ্ঞানীজনে।।
সেইরূপ সুরগণ করেন অর্চ্চন।
এক ও অদ্বিতীয় মাত্র তুমি ভগবন।।
মুমুক্ষু জনেরা তব করি আরাধনা।
মুক্তিলাভ করি পূর্ণ করেন কামনা।।
বাসুদেবে পূজা নাহি করে যেইজন।
কোনদিন মুক্তি নাহি পায় সেইজন।।
চক্ষু বুদ্ধি আর মন এই তিন গুণে।
যাহা কিছু গ্রহণীয় এ তিন ভুবনে।।
জগতের যত রূপ তব দয়াময়।
তব কার্য্যকারণেতে আমিও তন্ময়।।
তব সৃষ্ট হই আমি আশ্রিত তোমার।
জানি আমি অতি প্রিয় তোমার আধার।।
জগতে মাধবী নাম কহে যে আমার।
সেকারণে হই প্রিয় মাধব তোমার।।
আমি মাধবের তাই শুন সে কারণে।
মাধবী বলিয়া মোরে সর্ব্বজনে ভনে।।
সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভু করি নমস্কার।
জয় জয় সদা জয় হউক তোমার।।

তুমি দেব স্থূলময় অনন্ত অব্যয়।
জয় জয় তব জয় সদা হোক জয়।।
ব্যক্ত ও অব্যক্তময় তুমি পরাত্মন।
জয় যুক্ত হও তুমি ওহে বিশ্বাত্মন।।
তুমিই অনঘ যজ্ঞপতি বষট্‌কার।
যজ্ঞ-অগ্নি হও তুমি তুমিই ওঙ্কার।।
তুমি বেদ হও আর বেদাঙ্গও তুমি।
গ্রহ তারা আদি তুমি হও দিনমণি।।
যজ্ঞের পুরুষ তুমি নক্ষত্রাদিময়।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি মাত্র দয়াময়।।
তুমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ উত্তম।
সত্য যাহা সত্যময় করিনু কীর্ত্তন।।
অদৃশ্য কঠিন আর মূর্ত্তামূর্ত্ত আদি।
কি আর বলিব আমি ওহে গুণনিধি।।
তুমি সর্ব্বময় দেব বিশ্বের মাঝার।
পুনঃ পুনঃ তব পদে করি নমস্কার।।
এত বলি কহে পুনঃ ঋষি পরাশর।
পৃথিবী এভাবে স্তব করিলে বিস্তর।।
শ্রীমান ধরণীধর প্রভু নিরঞ্জন।
ঘড় ঘড় সামস্বরে করেন গর্জ্জন।।
শ্যাম শান্ত পদ্মনেত্র বরাহ মূরতি।
স্ব-দশন পরে ধরিলেন ক্ষিতি।।
নীলাচল সম প্রভু রসাতল হতে।
উঠিলেন বিশ্বোপরি আনন্দিত চিতে।।
পাতাল হইতে প্রভু উঠিল যখন।
মুখ হতে অনর্গল বায়ু নিঃসরণ।।
আহত হইয়া তাহে প্রলয়ের বারি।
প্রক্ষালিত করি দিল ঋষি দেহ'পরি।।
সনন্দাদি ঋষি যারা জনলোকে ছিল।
তাহাদের কলেবর বিশুদ্ধ করিল।।
অধঃস্থিত বারি সেথা ক্ষুরাগ্রে ক্ষুভিত।
রসাতলে মহাবেগে পশিল ত্বরিত।।

পুণ্যবান সিদ্ধগণ জনলোকে ছিল।
শ্বাসবায়ুরোধে সর্ব্ব বিচলিত হল।।
ধরাকে ধরিয়া যবে উঠে ধরাধর।
জলস্পর্শ হলে কুক্ষি কম্পে কলেবর।।
তাঁর রোমে আচ্ছাদিত হয়ে মুনিবর।
বেদময় দেহে হরি ভাবেন অন্তর।।
সনন্দাদি যোগী যত জনলোকে ছিল।
সানন্দে বিমুগ্ধচিত্ত সকলে হইল।।
হেঁটমাথে করযোড়ে তাঁহারা সকলে।
আরম্ভিল স্তুতিবাদ সেই মহাবলে।।
বিশঙ্ক হৃদয় প্রভু উদার লোচন।
তাঁহারে করেন স্তব যত যোগীজন।।
জগতে সবার কর্ত্তা তুমিই ঈশ্বর।
সৃষ্টি স্থিতি রক্ষাকারী তুমি গদাধর।।
একমাত্র তুমি হও সংসারের সার।
তুমি বিনা ত্রিভুবনে নাহি কেহ আর।।
অগতির গতি তুমি জগতের পতি।
দেব ঋষিগণ গাহে তব ভক্তি স্মৃতি।।
তাই তুমি ভগবান পরম ঈশ্বর।
পর পদ তোমা বিনা নাহি কেহ আর।।
তুমি প্রভু যুপদ্রংষ্ট্র* কি বলিব আমি।
নমস্কার করি তব জগতের স্বামী।।
তব পাদ চতুষ্টয়ে বেদ অবস্থিত।
মুখে অগ্নি দন্তে যজ্ঞ কহিনু নিশ্চিত।।
রোম রাজি দর্ভ** তব জিহ্বা হুতাশন।
দিবারাত্রি হয় তব যুগল লোচন।।
সর্ব্বশ্রেয় ব্রহ্মপদ মস্তক তোমার।
স্কন্ধের কেশর সুক্ত ওহে গুণাধার।।
সনাতনাত্মন দেব ওহে ভগবন।
প্রসন্ন মোদের পরে থাক সর্ব্বক্ষণ।।
হে অক্ষয় বিশ্বমূর্ত্তি তব পদভরে।
রহিয়াছে ধরা ব্যাপ্ত তব চরাচরে।।
আদি স্থিতি পালক তোমাকেই মানি।
অধিক বলিব কিবা ওহে চক্রপানি।।

কমলদল দলিত করি করে সে যেমন।
দন্তে ধরে পদ্মপত্র পঙ্কিল যেমন।।
সেইরূপ তব দন্তে থাকি ভূমণ্ডল।
শোভামান হয় অতি সুন্দর মঙ্গল।।
দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ হেরি।
তোমার শরীরে উহা ব্যাপ্ত যে শ্রীহরি।।
ওহে বিভো তব দীপ্তি ব্যাপিছে সংসার।
বিশ্বহিতের তরে তুমি ওহে গুণাধার।।
একমাত্র পরমার্থ তুমি বিশ্বপতে।
দ্বিতীয় নাহিক কেহ নমি ও পদেতে।।
যাহা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে বিশ্বচরাচর।
তাহাই মহিমা তব শুন দণ্ডধর।।
মূর্ত্ত রূপ দৃষ্ট যাহা হতেছে তোমার।
জ্ঞানময় রূপ ইহা শুন গুণাধার।।
জ্ঞানাত্মা তুমিই পরমাত্মা নিরঞ্জন।
ভূতময় হেরে বিশ্ব সাধারণ জন।।
অজ্ঞানী জ্ঞানরূপ নিখিল বিশ্বেরে।
নিরন্তর স্থূলরূপে দরশন করে।।
অনিত্য সংসারে তাই করয়ে ভ্রমণ।
না বুঝিয়া না ভজিয়া তোমার চরণ।।
জ্ঞানবেত্তা শুদ্ধ চেতা যাহারা সংসারে।
তব জ্ঞানরূপ বলি জগতে নেহারে।।
সর্ব্বাত্মন সর্ব্ব তুমি পরম ঈশ্বর।
সতত প্রসন্ন থাক আমাদের 'পর।।
অমিয় আত্মন হরি কমললোচন।
উদ্ধার করহ ভূমি বাসের কারণ।।
কৃপা কর কৃপাময় গোবিন্দ মুরারী।
সত্যময় তুমি দেব জগতবিহারী।।
ধরারে উদ্ধার কর উদ্ভবের তরে।
আশীষ করহ দান আমা সবাকারে।।
নিবেদন ভগবান জগৎ কারণ।
সৃষ্টির প্রবৃত্তি তব হইবে এখন।।
এমন প্রবৃত্তি তব হোক বিশ্ব তরে।
তব ইচ্ছামত সৃষ্টি সৃষ্টিকার্য্য করে।।
তারপর কহিলেন শক্ত্রির নন্দন।
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে দেব জনার্দ্দন।।

* যুপদংষ্ট্র—যজ্ঞেশ্বর। ** দর্ভ—তৃণ।

বিলম্ব না করি তবে তুলিল ধরারে।
অবস্থান করে তাহা মহার্ণবোপরে।।
দেহের বিস্তার হেতু ধরণী তখন।
সলিল মাঝারে কিন্তু না হয় মগন।।
বিশাল নায়ের ন্যায় সাগর উপরে।
ভাসমান হয় তাহা শ্রীহরির বরে।।
ধরা সমতল করি আপনি ঈশ্বর।
যথাযথ স্থাপিলেন পর্ব্বত নিকর।।
পূর্ব্ব সৃষ্টিকালে যত পর্ব্বত নিকর।
হয়েছিল ভস্মসাৎ জানে সর্ব্ব নর।।
অতীব মহান সেই দেব নিরঞ্জন।
পৃথিবীতে তাহাদের করিল সৃজন।।
সপ্তদ্বীপে ভূবিভাগ করি তারপরে।
পূর্ব্বভাবে ভূবাদি কল্পনা যে করে।।
হেনমতে চতুর্লোক কল্পনা করিয়া।
ভগবান নিরঞ্জন মনেতে ধরিয়া।।
রজোগুণী চতুর্ম্মুখ এক এক করি।
সৃজন করেন সব বিশ্বের উপরি।।
কারো তরে অপেক্ষা না করি জনার্দ্দন।
স্বীয় শক্তিবলে সদা করেন সৃজন।।
ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা কে পারে বুঝিতে।
ব্রহ্মা আদি মহানের না হয় জ্ঞানেতে।।
কখন কি প্রয়োজনে কিবা কার্য্য করে।
কত ভাবে সৃষ্টি করে দেব সৃষ্টিধরে।।
করুণার সিন্ধু তিনি হন মায়াধীশ।
অনন্ত যাঁহার লীলা জ্ঞানের নবীশ।।
বস্তু সৃষ্টি করি তার বস্তুতা রাখয়।
সংসার কারণ তিনি কৃষ্ণ দয়াময়।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণকথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া কবিবর প্রফুল্ল অন্তর।।

দেবতা ও দানবাদির সৃষ্টিকথা

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করে শুন মহাত্মন।
কিরূপে সৃজন করে দেব পদ্মাসন।।
দেব দৈত্য তির্য্যক্ নর পিতৃ দেব ঋষি।
বৃক্ষাদি ভূবাসী ব্যোম সলিল নিবাসী।।
সবারে কিরূপে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
সেই কথা বিস্তারিয়া বলহ এখন।।
সর্ব্বগুণ আকর্ষণ করিয়া আদিতে।
স্বরূপ স্বভাব আদি লয়ে বিধিমতে।।
সবাকারে সৃষ্টি করে সেই পদ্মাসন।
বিবরিয়া বল তাহা আমার সদন।।
শুনি পরাশর বলে শুন মৈত্রবর।
বলিতেছি যেই ভাবে সৃজে পদ্মাকর।।
অবধানে মোর পাশে করহ শ্রবণ।
কল্পের আদিতে সৃষ্টি আছিল যেমন।।
মনে মনে চিন্তা তবে করি পদ্মযোনি।
তমোময় সৃষ্টি তাহা জনমে তখনি।।
বুদ্ধিযুক্ত হয়ে তাহা হইল সৃজন।
তারপর কি ঘটিল করহ শ্রবণ।।
তাহাই পঞ্চধা সৃষ্টি জানিবে আভাষ।
অন্তরে বাহিরে তার নাহিক প্রকাশ।।
ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি স্থাবর সে হয়।
মুখ্য স্বর্গ তাহারেই সেই হেতু কয়।।
নাহি হয় কার্য্য সিদ্ধ এরূপ সৃজনে।
তাহা হেরি ব্রহ্মা পুনঃ চিন্তা করে মনে।।
তাহাতে তির্য্যক্ স্রোত সৃষ্টি উৎপাদন।
দ্বিতীয় এ সৃষ্টি বলি বিদিত ভুবন।।
সে সৃষ্টি জীবিত থাকে আহার সঞ্চারে।
তির্য্যক্ সে স্রোত হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
সে সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী অবেদী* হইল।
তমঃপ্রায় অহম্মান হইয়া পড়িল।।
অন্তরে প্রকাশমান এই সৃষ্টি হয়।
পরস্পর সমাবৃত পর্ব্বাদি নিশ্চয়।।

* অবেদী—অনুসন্ধানবিহীন।

অজ্ঞানেতে জ্ঞান মানি অহঙ্কৃত সবে।
তির্য্যকস্রোত সৃষ্টি হয় এই ভাবে।।
সে সৃষ্টি ও অসাধক ভাবিয়া অন্তরে।
পুনঃ মনে বিধি নিজে সৃষ্টি ধ্যান করে।।
তৃতীয়ে সাত্ত্বিক সৃষ্টি তাহাতে হইল।
ঊর্দ্ধবাসী ঊর্দ্ধস্রোতা সকলে জন্মিল।।
অন্তরে বাহিরে হয় সবার প্রকাশ।
সর্ব্বদা আনন্দময় কারণ আভাষ।।
তাহাতে সন্তুষ্ট অতি দেব পদ্মাসন।
ভুবনে বিখ্যাত তাহা নামে দেবস্থান।।
সম্ভবে সম্ভবাদি অসাধক জানি।
উত্তম সাধক সর্গ ভাবে পদ্মযোনি।।
সত্যানুধ্যায়ী ব্রহ্মা করিলে চিন্তন।
মায়া দ্বারা সম্ভবিত মানবের গণ।।
অর্ব্বাকস্রোত হয় নাম যে তাহার।
জীবিত হইয়া থাকে করিয়া আহার।।
বহুল প্রকাশ দ্বিজ এই সৃষ্টি হয়।
রজোধিক তমোগুণী জানিবে নিশ্চয়।।
সেই হেতু কত কষ্ট পায় নরগণ।
পুনঃ পুনঃ করে কর্ম্ম বিদিত ভুবন।।
প্রকাশ সংযুক্ত হয় বাহিরে অন্তরে।
সাধক নামেতে সেই খ্যাত চরাচরে।।
ষড়বিধ সৃষ্টিকথা করিলে শ্রবণ।
হইবে সে মহতত্ত্ব প্রথম সৃজন।।
তন্মাত্রা দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূতসর্গ নাম।
বৈকারিক তৃতীয় ঐন্দ্রিয় আখ্যান।।
অবিদ্যা প্রকৃতি হতে এই সৃষ্টিত্রয়।
জন্মিয়াছে সমুদয় জ্ঞাত মহোদয়।।
চতুর্থ সৃষ্টির নাম জানিবে স্থাবর।
মুখ্য সৃষ্টি বলি যাহা খ্যাত চরাচর।।
তির্য্যকস্রোত নাম শুনিলে পূর্ব্বেতে।
তির্য্যকযোনি নাম জানিবে মনেতে।।
এই যে পঞ্চম সৃষ্টি শুন মহাত্মন।
ষষ্ঠসৃষ্টি ঊর্দ্ধস্রোত জানিবে সুজন।।
দেব সর্গ বলি খ্যাত তাহাই ভুবনে।
সপ্তম মানুষ সর্গ অর্ব্বাকস্রোত নামে।।

অষ্টম সৃষ্টির নাম অনুগ্রহ হয়।
সাত্ত্বিক তামস তাহা নাহিক সংশয়।।
পূর্ব্ব উক্ত তিন সৃষ্টি জানহ প্রাকৃত।
সে পঞ্চ সৃষ্টিরে সবে কহেন বৈকৃত।।
প্রাকৃত বৈকৃত মিলি আট সৃষ্টি হয়।
কৌমার নবম সৃষ্টি শাস্ত্রমতে হয়।।
সনত-কুমার সৃষ্টি তাহার আখ্যান।
সেই সব সৃষ্টি হয় বিশ্বের নিদান।।
নব সৃষ্টি তব পাশে করিনু কীর্ত্তন।
আর কিবা আশা তব করিতে শ্রবণ।।
বলেন মৈত্রেয় শুন শক্তির নন্দন।
দেবাদি সৃষ্টিকথা করিলে বর্ণন।।
সকল শুনিতে ইচ্ছা হতেছে আমার।
শুনি তবে পরাশর বলে আরবার।।
পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতের ফলে।
হয়ে পরাভূত নর রয়েছে সকলে।।
তাই সে সংহারকালে যত প্রজাগণ।
সংহৃত হইয়া থাকে শুন মহাত্মন।।
কর্ম্ম অনুসারে বুদ্ধি সকল প্রাণীরে।
নাহি করে পরিত্যাগ শুন একেবারে।।
দেবাদি স্থাবর অন্ত শুন মহাশয়।
শুনিয়াছি চতুর্ব্বিধ প্রজানু যাহায়।।
সংস্কার সহকারে জন্ম সৃষ্টিকালে।
মানস নামেতে হয় জানিবে সকলে।।
ব্রহ্মা ধ্যান করে যবে সেইকালে জান।
তাহারা লভিছে জন্ম জানিবে তখন।।
দেব দৈত্য পিতৃ নর জন্মিবার কালে।
শরীর যোজনা বিধি করেন সকলে।।
তখনই তমোমাত্রা সমুদ্রিত হয়।
জঘন হইতে দৈত্য প্রথম জন্মায়।।
অনন্তর মৈত্রবর করহ শ্রবণ।
তমোময়ী তনু ত্যাগ করে পদ্মাসন।।
তাই নিশাকাল সৃষ্টি হয়েছে সংসারে।
সেইকালে থাকে ব্রহ্মা সাত্ত্বিক আকারে।।
সাত্ত্বিক আকারে স্থিত হলে পদ্মাসন।
বদন হইতে সত্ত্ব জন্মে সুরগণ।।

পরে সেই সেই ভাব ত্যজিলেন বিধি।
দিবাকাল জন্মে তায় শুন সে অবধি।।
রাত্রিকালে জন্মে জান অসুর সকল।
দিবাকালে আবির্ভাব দেবতার বল।।
তারপর অন্য দেহ লয় পদ্মাসন।
সত্ত্বমাত্রাত্মিক তাহা জানিবে সৃজন।
সব পিতৃগণ জন্মে ব্রহ্মা পার্শ্ব হতে।
পুনরায় দেহ বিধি বঞ্চে সে ত্যজিতে।।
দিবারাত্রি মধ্যবর্ত্তী সন্ধ্যাকাল হৈল।
পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করিল।।
রজোমাত্রাত্মিক জান সেই দেহ হয়।
তাহাতেই জন্ম নিল মানব নিচয়।।
রজোমাত্রাত্মিক হয় সেই নরগণ।
পুনরায় সেই দেহ ত্যজে পদ্মাসন।।
প্রাতঃ বলি জ্যোৎস্না জন্মিল তাহাতে।
মানব বলিষ্ঠ হয় প্রাতঃ কালেতে।।
সন্ধ্যাকালে বলশালী পিতৃগণ হয়।
তারপর গুহ্য বাক্য শুন মহাশয়।।
ত্রিগুণে আশ্রয় জ্যোৎস্না সন্ধ্যা দিবা রাতি।
চারিটি ব্রহ্মার দেহ জানিবে সুমতি।।
আবার সে অন্য দেহ ধরে পদ্মাসন।
রোষ ক্ষুধা তাঁর হৃদে জন্মিল তখন।।
ক্ষুধাব্যাপ্ত হয়ে তায় সেই ভগবান।
ক্ষুৎক্ষামগণেরে সৃষ্টি করেন তখন।।
তাহারা ধরিয়া তবে বিরূপ আকার।
প্রভুরে গ্রাসিতে ত্বরা হয় আগুসার।।
সবে মিলি সেইকালে কহিল বচন।
"ধর ধর অবিলম্বে করহ ভক্ষণ।।"
এইরূপে যাহারাই কহিল বচনে।
খ্যাত তারা যক্ষ নামে হয় ত্রিভুবনে।।
এ সব অপ্রিয় জনে করিয়া দর্শন।
বিধির মস্তক কেশ হয় নিপাতন।।
পুনরায় ওঠে কেশ মস্তক উপর।
তাহাতে সর্পের সৃষ্টি পৃথিবী ভিতর।।
সর্পণ বলিয়া ধরে সর্প অভিধান।
হীনত্ব বলিয়া তাই ধরে অহি নাম।।
তাহা হেরি পদ্মাসন অতি রোষভরে।
হইলেন অতি ক্রোধী ভুজঙ্গ উপরে।।
মাংসাশী কপিশবর্ণ যত সর্পগণ।
উগ্র হয়ে বিশ্বমাঝে করে বিচরণ।।
অবিলম্বে ব্রহ্মার সে শরীর হইতে।
গন্ধর্ব্ব নিচয় যত জন্মিল ধরাতে।।
গোধয়ন সহ জন্ম তাহারা সকলে।
সে হেতু গন্ধর্ব্ব নাম খ্যাত মহীতলে।।
নিজ শক্তিবলে সেই দেব পদ্মাসন।
সেইরূপে সবাকারে করেন সৃজন।।
বয়স হইতে সৃষ্ট যত পক্ষীজাতি।
বক্ষঃ হতে সৃজে ব্রহ্মা যত মেষজাতি।।
মুখ হতে অজ সৃষ্টি করে পদ্মাসন।
সেইরূপে সবাকারে করেন সৃজন।।
ব্রহ্মার উদর হতে যাহারা জন্মিল।
পার্শ্ব হতে সেই সব গোজাতি হইল।।
অশ্ব গজ মৃগ উষ্ট্র শরভ নিচয়।
ন্যঙ্কু আর তির্য্যক অশ্বজাতিচয়।।
পদদ্বয় হতে ব্রহ্মা আরো সৃষ্টি কৈল।
তাঁহার রোমেতে যত ঔষধি জন্মিল।।
কল্পারম্ভে পশ্বৌষধি করিয়া সৃজন।
ত্রেতাযুগে করিলেন যজ্ঞে নিয়োজন।।
গরু অজ মেষ অশ্ব খর অশ্বতর।
গ্রাম্য পশু তারা সবে শুন মুনিবর।।
অরণ্যের পশু যারা করহ শ্রবণ।
ব্যাঘ্রাদি দ্বিক্ষুর হস্তী কপি বিহঙ্গম।।
কূর্ম্ম আদি সরীসৃপ তাহারা সকলে।
আরণ্য বলিয়া খ্যাত জ্ঞাত মহীতলে।।
বিধির প্রথম মুখে শুন মুনিবর।
সৃজিল গায়ত্রী ঋক্ আর রথন্তর।।
অগ্নিষ্টোম ত্রিবৃৎ স্তোম করেন সৃজন।
আর সৃজে যজুর্ব্বেদ দক্ষিণ বদন।।
বৃহৎ সাম উৎপন্ন দক্ষিণ বদনে।
পঞ্চ দশা ত্রৈষ্টু পছন্দ হয় সেই স্থানে।।
পশ্চিম বদন হতে জনমিল সাম।
সপ্তদশ জগতী ছন্দেতে মতিমান।।

বিরূপ ও অতি রাত্র হইল সৃজন।
পশ্চিম বদনে সব হয় উৎপাদন।।
একবিংশ অনুষ্টুপ উত্তর বদনে।
অথর্ব্ব ও সোমসংস্থা জনমিল ক্রমে।।
সেই মুখ হতে আর বৈরাজ সৃজন।
হেনমতে চারিমুখে হয় উৎপাদন।।
উচ্চবচ ভূত যত জন্মে গাত্র হতে।
সেইরূপে সৃষ্টি সব হয়েছে জগতে।।
প্রজাপতি দেব দৈত্য পিতৃ নরগণ।
সবাকারে অগ্রে বিধি করিল সৃজন।।
কল্পের আদিতে পুনঃ সৃজিল সকল।
পিশাচ গন্ধর্ব্ব আদি অপ্সরা সকল।।
রাক্ষস কিন্নর পশু পক্ষী মৃগ আদি।
উরগ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন বিধি।।
স্থাবর জঙ্গম সব করেন সৃজন।
সৃষ্টির বিধান যাহা করিনু বর্ণন।।
প্রাক্ সৃষ্টিকালে যার যেই কর্ম্ম ছিল।
পুনঃ সৃষ্ট হয়ে সেই তাহাই করিল।।
হিংস্রাহিংস্র মৃদু ক্রূর অধর্ম্ম ধরম।
সত্য মিথ্যা আদি ভাব করিল ধারণ।।
সেই সেই ভাবে রুচি হইল সবাকার।
বিধির বিধান যাহা ওহে গুণাধার।।
দেহের বিষয়ে বিধি এ হেন প্রকারে।
বহুবিধ যোজনাতে সৃজেন সবারে।।
দেবাদি ভূতের নাম বেদমতে করি।
কার্য্য ভাগ দিল করি মনেতে বিচারি।।
বেদশ্রুত নাম দিল মুনি সবাকারে।
যথাযথ কার্য্যে যুক্ত করিল সবারে।।
ঋতুর পুনরাবৃত্তি হইলে যেমতি।
ঋতুচিহ্ন পূর্ব্ববৎ হইবেক দৃষ্টি।।
যুগের আদিতে দেবাদি হয় উৎপত্তি।
কল্পপত্র মধ্যে যাহা পাই মহামতি।।
কল্পের আদিতে শক্তি পেয়ে পদ্মাসন।
সৃষ্টি ইচ্ছা হেতু সব করেন সৃজন।।
গন্ধর্ব্বের জন্মকথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
শ্রবণ করহ মৈত্রেয় মহামুনি।।

গোধয়ন সহ জন্ম লইল সকলে।
তাই সে গন্ধর্ব্ব নাম হয় ধরাতলে।।
অতএব তাহাদের সহজাত গান।
গানে জন্ম হয়ে রত সকলে জন্মান।।
করিতে করিতে গান জন্ম হয়েছিল।
তাই সে গন্ধর্ব্ব নামে আখ্যায়িত হল।।
ব্রহ্মার সকল সৃষ্টি হইল এমতে।
শ্রীকবি গাহে বিষ্ণুপুরাণের মতে।।

চতুর্ব্বর্ণ কথা

মুনিবর শ্রীমৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিল।
মানুষের কথা যাহা শুনিলাম ভাল।।
পুনরায় বিস্তারিয়া বল ভগবন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় হতেছে এখন।।
যে যে গুণে যুক্ত করি বর্ণ সমুদয়।
বিশ্বমাঝে সৃষ্টি করে স্রষ্টা মহোদয়।।
বিপ্রাদি বর্ণের সেই কর্ত্তব্য করম।
বিস্তার করিয়া কহ ওহে মহাত্মন।।
শুনি কহিলেন তবে ঋষি পরাশর।
অতি সত্য মহান সেই বিশ্বসৃষ্টিকর।।
আদিতে সত্ত্ব সৃক্ত যত প্রজাগণ।
তাঁহার বদন হতে লভিল জনম।।
জন্মে রজোযুক্ত প্রজা বক্ষদেশ হতে।
উরুতে বৈশ্যের জন্ম শূদ্রেরা পদেতে।।
রজঃ আর তমোগুণে তাদের জনম।
কর্ম্মগুণে তাহাদের কেহ বা উত্তম।।
তারপর এক কথা শুন তপোধন।
পাদদ্বয়ে অন্য প্রজা সৃজে পদ্মাসন।।
তাহারাই হয় জান তামস-প্রধান।
চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি কথা এরূপ বিধান।।

বিপ্রগণ মুখ হতে ক্ষত্রিয় বক্ষেতে।
উরুতে বৈশ্যের জন্ম শূদ্রেরা পদেতে।।
যজ্ঞ নিষ্পাদন হেতু দেব পদ্মাসন।
চাতুর্ব্বর্ণ্য হেনমতে করেন সৃজন।।
যজ্ঞে আপ্যায়িত হয়ে যত দেবগণ।
প্রজাদের তুষ্ট করে করিয়া বর্ষণ।।
জগৎ কল্যাণ হেতু যজ্ঞ প্রয়োজন।
সৎ ব্যক্তি সেই কার্য্য করে আয়োজন।।
সৎ পথে থাকে যারা থাকেন স্বধর্ম্মে।
সতত রহিবে যারা শুদ্ধ আচরণে।।
যজ্ঞ কর্ম্ম তাহারাই করে সম্পাদন।
স্বর্গ অপবর্গ লাভ যজ্ঞের কারণ।।
যজ্ঞ হেতু যায় নর মনোমত স্থানে।
সর্ব্বত্র কল্যাণ লভে যজ্ঞের কারণে।।
চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থিত করিবার তরে।
সেই সব প্রজাগণে ব্রহ্মা সৃষ্টি করে।।
যথা ইচ্ছা অবস্থান সেই সব জন।
শ্রদ্ধাচার সমাযুক্ত শুদ্ধান্তঃকরণ।।
সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত তাহারা সকলে।
সর্ব্ব অনুষ্ঠানে রত থাকে সর্ব্বকালে।।
বিশুদ্ধ হইবে যবে তাহাদের মন।
শ্রীহরিরে সংস্থিত অন্তর তখন।।
শুদ্ধ জ্ঞান জন্মিবেক সেই শুদ্ধকালে।
বিষ্ণুপদ পায় তারা সেই জ্ঞানবলে।।
শ্রীহরির কালান্তক অংশের কাহিনী।
সেই সব কথা পূর্ব্বে বলেছি হে মুনি।।
প্রজাতে পাপ যোগ সেই অংশ করে।
তমোগুণ হতে জন্ম সে পাপ সংসারে।।
অধর্ম্ম বীজেতে হয় পাপের জনম।
রাগ আদি সেই পাপ অতীব ভীষণ।।
তাহাতেই কোনমতে সিদ্ধি নাহি হয়।
নাহি জন্মে অষ্টসিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।।
পাপী বৃদ্ধি হলে সিদ্ধি হইবেক ক্ষীণ।
প্রজাগণ দুঃখে আর্ত্ত হয় দিন দিন।।
শুনিবেন মহামুনি বলি তার পরে।
আর যে সকল সৃষ্টি পদ্মযোনি করে।।

বৃক্ষ জলাশয় গিরি পুর দুর্গ আদি।
স্থাপন করিয়া পরে তবে ব্রহ্মা বিধি।।
শীত আতপাদি বাধা প্রশান্তির তরে।
যথাবিধি গৃহ আদি সুনির্ম্মাণ করে।।
শীতাদির প্রতিকার করি প্রজাগণ।
কৃষাদির সৃষ্টি পরে করে উৎপাদন।।
ভৃতি জীবিকার সৃষ্টি করে ক্রমে ক্রমে।
বলিতেছি পরস্পর শুন ধীর মনে।।
ধান্য যব গম অনু প্রিয়ঙ্গু উদার।
কোরদুষ তিল মাষ শণ মুগ আর।।
চীনক মসুর কুলত্থক নিষ্পাবাদি।
আঢ়ক্য চনক এই সপ্তদশ জাতি।।
যে সকল ঔষধি সব গ্রাম্য পরিচয়।
চতুর্দ্দশ গ্রামারণ্য শুন মহাশয়।।
যজ্ঞকার্য্যে এই সব লাগিবে নিশ্চয়।
সে কারণ যজ্ঞ হয় শুন মহাশয়।।
বীজ বৃদ্ধি হেতু সব যজ্ঞের সহিত।
সুধীগণ করে তাই যজ্ঞ বিস্তারিত।।
প্রত্যহ যজ্ঞ যদি করে অনুষ্ঠান।
অবশ্য সফল কার্য্য তাহে মতিমান।।
পঞ্চপাপ তাহাতেই শান্তিলাভ করে।
সেই হেতু সাধুগণ সদা যজ্ঞ করে।।
কালরূপ পাপ হয় মনেতে যাহার।
নাহি থাকে মনোযোগ যজ্ঞেতে তাহার।।
বেদ শাস্ত্র আদি তারা সদা নিন্দা করে।
যজ্ঞ সম্পাদন কর্ম্ম নিন্দে অহঙ্কারে।।
বিঘ্ন করে যজ্ঞ কর্ম্ম সেই দুরাচার।
সদাই দুরাত্মা কর্ম্ম কুটিল আচার।।
হেনমতে প্রজাসৃষ্টি করি প্রজাপতি।
জীবিকা সংসিদ্ধ হলে সেই দেবপতি।।
যথাস্থান যথাগুণ মর্য্যাদা স্থাপন।
পদ্মযোনি কার্য্য তাহা শুন তপোধন।।
বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম স্থাপি তারপরে।
বর্ণের উচিত স্থান নিরূপণ করে।।
প্রাজাপত্য হৈল লোক বিপ্রের কারণ।
বিপ্রগণ ক্রিয়াবান শুন মহাজন।।

ক্ষত্রিয়েরা সংগ্রামেতে বিমুখ না হয়।
সেই হেতু ঐন্দ্রলোক তাদের নিশ্চয়।।
স্বধর্ম্মেতে রত সদা যে বৈশ্যগণ।
তার তরে দেবলোক হয় নিরূপণ।।
যেই শূদ্রজাতি পরিচর্য্যা অনুবর্ত্তী।
গান্ধর্ব্ব তাহার জন্য করে প্রজাপতি।।
ঊর্দ্ধরেতা মুনি যারা সংসার মাঝারে।
অবস্থান জনলোকে খ্যাত চরাচরে।।
গুরুবাসী ব্রহ্মচারীগণ নিষ্ঠাবান।
নিরূপণ হয় সেই লোকে অবস্থান।।
সপ্তর্ষিগণের স্থান তপোলোক জানি।
বানপ্রস্থ হেতু তাহা করে পদ্মযোনি।।
গৃহস্থের তরে হয় প্রাজাপত্য স্থান।
সন্ন্যাসীর হেতু নির্ম্মিল ব্রহ্মধাম।।
যোগীর বসতি হয় অমৃত স্থানেতে।
বিষ্ণুপদ বলি যার খ্যাতি এ ভবেতে।।
সতত একান্তে ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী যারা।
সে পরম স্থানে বাস করিবে তাহারা।।
সেই স্থান জ্ঞানীগণ করে দরশন।
তাহাপেক্ষা নাহি স্থান এ তিন ভুবন।।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহচয়।
উদয় ও অস্ত তাহা প্রত্যক্ষিত হয়।।
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র* করিলে চিন্তন।
নাহি হয় আরবার ভবের বন্ধন।।
নরক যে বহুবিধ শুন মহামতি।
কিছু উচ্চারণ করি শুনহ সম্প্রতি।।
তামিস্র অন্ধতামিস্র ও মহারৌরব।
কালসূত্র অসিপত্র বন ও রৌরব।।
অবিচীমৎ আদি হয় নিরূপণ।
স্বধর্ম্মত্যাগীরা তাহে হয় নিপাতন।।
যজ্ঞ বিঘ্ন আর যারা বেদনিন্দা করে।
তাহারা পতিত হয় নরক ভিতরে।।
ধার্ম্মিক জনেরে যারা করে নিন্দাবাদ।
সমাজ হইতে তারা অবশ্যই বাদ।।

* দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অসিপত্র নরকেতে তাদের পতন।
সেই নরকেতে অন্য নিন্দুকের স্থান।।
গুণীজনে যেই জন সম্মান না করে।
তাহাদের গতি বিষ্ঠা মূত্রের বিবরে।।
নিন্দাবাদ করে যারা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে।
অবশ্যই যায় তারা অবীচিমতেতে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্যাস করিল নির্ণয়।
পয়ার প্রবন্ধে যাহা দ্বিজকালী কয়।।

রুদ্রাদি সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ণন

কহিলেন পরাশর শুন তপোধন।
ধ্যানেতে বসিয়া ব্রহ্মা করেন চিন্তন।।
তাঁহার শরীর দেহ ইন্দ্রিয় হইতে।
মানসী প্রজার সৃষ্টি হইল জগতে।।
স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞ তাঁহার শরীরে।
জন্মলাভ করে সবে বলেছি তোমারে।।
ত্রৈগুণ্য বিষয়স্থিত দেবাদি সকল।
শুন মুনিবর তারা জন্মিল কেবল।।
চরাচর সৃষ্টি জন্মে এ হেন প্রকারে।
পরে যাহা ঘটিয়াছে বলিব তোমারে।।
পুত্র পৌত্র যত জন্মিল বিধির।
নাহি হৈল বৃদ্ধি প্রাপ্ত দেখি তাহা ধীর।।
পরেতে মানসপুত্র করেন সৃজন।
সবে আত্ম তুল্য হয় শুন মহাত্মন।।
পুলস্ত্য ও পুলহ ক্রতু ভৃগু দক্ষ আর।
অঙ্গিরা মরীচি অত্রি গুণের আধার।।
বশিষ্ঠ নামেতে হয় শুন তপোধন।
তাঁহারা মানসপুত্র লভিল জনম।।
এই নয় জন হয় বিদিত ভুবনে।
ব্রহ্মা সম শক্তি ধরে জ্ঞাত সর্ব্বজনে।।

পূর্ব্বে সৃষ্ট সনন্দাদি পুত্র বিধাতার।
ছিল তাঁরা অনাসক্ত জ্ঞানের আধার।।
নিরপেক্ষ প্রজাসৃষ্ট তাহারা সকলে।
বীতরাগ বিমৎসর জানিবে কৌশলে।।
প্রজাসৃষ্টি কারণেই নিরপেক্ষ হয়।
কুপিত হইলে তবে ব্রহ্মা মহোদয়।।
মহাক্রোধ পদ্মযোনি হৃদে জন্মাইলে।
সেই ক্রোধ দহিবারে পারে ভূমণ্ডলে।।
তারপর শুন মৈত্রেয় অপূর্ব্ব ঘটন।
ব্রহ্মার অন্তরে যদি ক্রোধ উৎপাদন।।
ব্রহ্মা ক্রোধাগ্নিতে দীপ্ত ত্রিলোক হইল।
ক্রোধে ব্রহ্মা ললাটেতে ভ্রূকুটি জন্মিল।।
রুদ্রদেব জন্ম নিল ললাট হইতে।
অর্দ্ধ নারী নরবপু মহা আচম্বিতে।।
মধ্যাহ্ন তপন সম অঙ্গের কিরণ।
ভীষণ আকার দেহ ভীম দরশন।।
তাঁহারে সম্বোধি কহে দেব গদাধর।
আত্মারে উপলব্ধি কর পুত্রবর।।
এত বলি মহামতি দেব পদ্মাসন।
রুদ্রের সকাশে সদ্য তিরোহিত হন।।
হেন ভাবে পদ্মাসন যখন কহিল।
রুদ্রদেব নিজ দেহ বিভাজন কৈল।।
এক ভাগে নর আর অন্য ভাগে নারী।
আশ্চর্য্য ঘটনা যাহা বলিব বিবরি।।
একাদশ ভাগে নরে বিভক্ত করিল।
নারীগণে বহুবিধ রূপেতে রাখিল।।
প্রজা পালনের তরে ব্রহ্মা পদ্মযোনি।
মনুরূপে লভিলেন জনম আপনি।।
স্বায়ম্ভুব মনু নামে হলেন ধরায়।
তপ হেতু ধৃতপাপ জানিবে তাঁহায়।।
প্রীতি সহকারে মনুরূপী ব্রহ্মা পরে।
শতরূপা রমণীরে ভার্য্যারূপে ধরে।।
মনুর ঔরসে ক্রমে শতরূপা নারী।
প্রসব করিল পরে দিব্য গর্ভ ধরি।।
দুই পুত্র দুই কন্যা জন্মিল তাঁহার।
তাহাদের নাম বলি শুন গুণাধার।।

প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ পুত্র শুন মুনিবরে।
দ্বিতীয় উত্থানপাদ জানিবে অন্তরে।।
এই দুই পুত্র আর দুই কন্যা হয়।
প্রসুতি আকুতি নাম জানিবে নিশ্চয়।।
প্রসুতিরে দক্ষকরে প্রদান করিল।
রুচি মহাশয় আকুতিরে ভার্য্যা কৈল।।
আকুতি হইতে জন্মে শুন মুনিবর।
দাম্পত্য যুগল যজ্ঞ ও দক্ষিণাবর।।
যজ্ঞের ঔরসে আর দক্ষিণা জঠরে।
দ্বাদশ সন্তান জন্মে শুন মুনিবরে।।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই পুত্রগণ।
যাম নামে খ্যাত হয় এ তিন ভুবন।।
দক্ষের ঔরসে আর প্রসুতি উদরে।
চব্বিশ কন্যার সংখ্যা কাল সহকারে।।
তাহাদের নাম আমি বলিব এখন।
অবধানে তপোধন করহ শ্রবণ।।
শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতি মেধা ক্রিয়া বুদ্ধি তুষ্টি।
লজ্জা বপু শান্তি সিদ্ধি কীর্ত্তি আর পুষ্টি।।
সেই ত্রয়োদশ কন্যা দক্ষ মহাশয়।
ধর্ম্মেরে করেন দান আছে পরিচয়।।
খ্যাতি নামে কন্যা লয় ভৃগু মহামতি।
সতীরে বিবাহ করে দেব পশুপতি।।
মরীচি সহিত সম্ভূতির পরিচয়।
অঙ্গিরা করেন বিয়ে স্মৃতিরে নিশ্চয়।।
প্রতি নাম্নী কন্যা লয় মুনি মহামতি।
ক্ষমারে করেন বিয়ে পুলস্ত্য সুমতি।।
সন্নিতি সহিত পুলহের পরিণয়।
অনুসূয়া কন্যা লয় ক্রতু মহাশয়।।
উর্জ্জারে বিবাহ করে অত্রি মহামুনি।
স্বাহা নামে কন্যা লয় বশিষ্ঠগৃহিণী।।
স্বধারে গ্রহণ করে যত পিতৃগণ।
এইরূপে করে সবে কন্যারে গ্রহণ।।
কাম মহাশয় জন্মে শ্রদ্ধার উদরে।
লক্ষ্মীর গর্ভেতে দর্প জন্মলাভ করে।।
ধৃতির উদরে নিয়ম উদয় হইল।
তুষ্টি গর্ভে সন্তোষ জন্ম লয় ভাল।।

পুষ্টি হতে জন্ম লয় লোভ মহামতি।
শ্রুত জন্মে মেধা হতে খ্যাত বসুমতী।।
ক্রিয়ার উদরে দণ্ড জনম লভিল।
নয় নামে আরো পুত্র জনম লইল।।
বোধের জননী বুদ্ধি জানিবে মনেতে।
বিনয়ের মাতা লজ্জা খ্যাত ত্রিজগতে।।
বপুর আত্মজ জানি রত ব্যবসায়।
শান্তি গর্ভে ক্ষেমোদয় জানাই তোমায়।।
সিদ্ধিতে সুখের জন্ম মনেতে জানিবে।
কীর্ত্তিতে জনমে যশ খ্যাত এই ভবে।।
ধর্ম্মপুত্র তাঁহারাই জানিবে সুজন।
তারপর অন্য কথা করিব বর্ণন।।
নন্দা নামে নারী হয় কামের রমণী।
তার গর্ভে জন্মে হর্ষ সেইমাত্র জানি।।
অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা আছে পরিচয়।
তার এক পুত্র এক কন্যা জন্ম লয়।।
অমৃত পুত্রের নাম তনয়া নিষ্কৃতি।
নিষ্কৃতি হইতে হয় যুগল সন্ততি।।
ভয় নামে প্রথম নন্দন খ্যাত হয়।
নরক নামেতে জান অপর তনয়।।
ভয় ভার্য্যা হইলেন মায়া মহাশয়।
নরক রমণী কথা কহিব নিশ্চয়।।
নরকের ভার্য্যা হয় বেদনা সুন্দরী।
তারপর শুন মুনি কহি বরাবরি।।
মৃত্যু জন্ম নিল জানি মায়ার জঠরে।
ভূত অপহরি মৃত্যু জানিবে সংসারে।।
বেদনার গর্ভে দুঃখ জনম লভিল।
মৃত্যু হতে জরা ব্যাধি শোক জন্ম নিল।।
তৃষ্ণা ক্রোধ নামে আরো জনমে সন্ততি।
দুঃখোত্তর বলি সবে খ্যাত বসুমতী।।
অধর্ম্ম লক্ষণ সবে ওহে তপোধন।
ভার্য্যাহীন পুত্রহীন সেই সর্ব্ব জন।।
তারা সবে উর্দ্ধরেতা জানিবে মনেতে।
শুন বলি মুনিবর তোমার সাক্ষাতে।।
সেইসব ঘোর রূপ যত পুত্রগণ।
প্রলয় কারণ মাত্র শুন তপোধন।।

মরীচি ভৃগু আদি অত্রি দক্ষগণ।
জগতের নিত্য সর্গে বসতি কারণ।।
মনু আর মনুপুত্র যাঁরা রাজগণ।
সৎপথে রত যাঁরা যাঁরা বীর্য্যবান।।
মহাবলবান তাঁরা বিদিত সংসারে।
নিত্য স্থিতিকারী তাঁরা জানহ অন্তরে।।
জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় শুন তপোধন।
নিত্যস্থিতি নিত্যসর্গ করিনু শ্রবণ।।
নিত্য ভাব কথা যাহা কহিলে আমারে।
তাদের স্বরূপ কহ নিবেদি তোমারে।।
পরাশর কহিলেন ওহে তপোধন।
অচিন্ত্য অব্যয় হরি শ্রীমধুসূদন।।
দক্ষাদি মন্বাদি রূপে অব্যাহতা করে।
মনেতে জানিবে সর্গ স্থিতি লয় করে।।
তারপর শুন বলি ওহে তপোধন।
প্রলয়ের চতুর্ব্বিধ করহ শ্রবণ।।
নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক আত্যন্তিক আর।
নিত্য এই তপোধন চারিটি প্রকার।।
ব্রাহ্ম্য প্রলয়ের হয় নৈমিত্ত আখ্যান।
বিশ্বপতি নিদ্রাগত তাহে ভগবান।।
জগতে যখন হয় প্রাকৃত প্রলয়।
প্রকৃতিতে ব্রহ্মাণ্ড লয় সুনিশ্চয়।।
জ্ঞান হেতু যোগিগণ ওহে তপোধন।
পরম আত্মাতে লয় করয়ে ধারণ।।
মহদাদি সৃষ্টি যাহা প্রকৃতি হইতে।
তাহার প্রাকৃতি নাম জানিবে মনেতে।।
অবান্তর লয় হলে ওহে মহাত্মন।
চরাচর সৃষ্টি যাহা জনমে তখন।।
দৈনন্দিনী সৃষ্টি হয় তাহার আখ্যান।
তারপর শুন বলি ওহে মতিমান।।
যাহাতেই জন্মে অনুদিন ভূতগণ।
তারে বলে নিত্যসর্গ পুরাবিদগণ।।
হেনমতে ভগবান বিষ্ণু মহামতি।
হেনমতে সর্ব্বদেহে করি অবস্থিতি।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি করেন সাধন।
ঐশিকী শক্তি তাঁর করিনু বর্ণন।।

ত্রিগুণ শকতি যেই করে অতিক্রম।
পান তিনি পরপদ বেদের বচন।।
সংসারে তাঁহার গতি কোনমতে নয়।
পূর্ণসত্য বাক্য যাহা কহিনু নিশ্চয়।।
সে সকল তত্ত্ব যিনি সম্যক জানিবে।
অবশ্যই সশরীরে মায়ামুক্ত হবে।।
ঈশ্বর তত্ত্বের কথা জ্ঞাত যেইজন।
বিষ্ণুপুরাণ মতে সেই মহাত্মন।।

লক্ষ্মীর উৎপত্তি কথা

তদন্তরে কহিলেন শক্তির নন্দন।
মানস সৃষ্টির কথা করিলে শ্রবণ।।
এবে রুদ্র সৃষ্টিকথা করিব কীর্ত্তন।
বিস্তারি বলিব তাহা করহ শ্রবণ।।
কল্পের প্রথম ভাগে দেব পদ্মাসন।
চিন্তান্বিত পুত্র তরে শুন মহাত্মন।।
অপূর্ব্ব সুন্দর এক পুত্র সেইকালে।
আবির্ভাব হইলেন পদ্মযোনি কোলে।।
অদ্ভুত নন্দন নীল লোহিত বরণ।
ব্রহ্মার কোলেতে শুয়ে করেন ক্রন্দন।।
তাহা হেরি ব্রহ্মা তারে জিজ্ঞাসা করিল।
কাঁদিতেছ কেন তুমি শুনি দেখি বল।।
ব্রহ্মাবাক্যে কহিলেন সে শিশু কুমার।
কহিলেন শুন পিতা বচন আমার।।
কি কারণে কাঁদিতেছি কহি তব স্থানে।
জন্ম লই নাম কিন্তু নাহি সে কারণে।।
যদ্যপি আমার নাম কর নির্ব্বাচন।
ক্রন্দন আমার তবে হবে নিবারণ।।
এত শুনি সম্বোধিয়া কহে পদ্মযোনি।
ক্রন্দন না কর নাম কহিব এখনি।।
তব নাম রুদ্রদেব করিনু প্রদান।
সেইকালে সর্ব্বলোকে হবে খ্যাতিমান।।
নাম শুনি সেই শিশু কান্দে পুনর্ব্বার।
এক এক করি ক্রমে কান্দে সাত বার।।
তাহা হেরি পুনঃ নাম দেন পদ্মাসন।
সেই সাত নাম বলি করহ শ্রবণ।।
ভব শর্ব্ব ঈশান ও হও পশুপতি।
ভীম উগ্র মহাদেব শুন মহামতি।।
হেনমতে যথাক্রমে পেয়ে অষ্টনাম।
ব্রহ্মা বরে অষ্ট মূর্ত্তি হয়ে তিনি যান।।
সূর্য্য জল মহী বহ্নি অনিল আকাশ।
যজমান সোম অষ্টমূর্ত্তির প্রকাশ।।
তাহাদের আটজনের ভার্য্যা নিরূপণ।
অষ্ট ভার্য্যা হন যাঁরা শুনহ এখন।।
সুবর্চ্চলা উমা পরে তৃতীয়া সুকেশী।
শিবা স্বাহা দিক দীক্ষা রোহিণী রূপসী।।
সেই আটজন কন্যা লভিল সন্তান।
তাহাদের নাম যথাক্রমে শুনে যান।।
শনৈশ্চর শুক্র লোহিতাঙ্গ তার পরে।
মনোজব স্কন্ধ সর্গ জানিবে অন্তরে।।
সন্তান ও বুধ নামে আটটি তনয়।
অষ্ট ভার্য্যা গর্ভে ক্রমে সমুৎপন্ন হয়।।
অষ্টমূর্ত্তিধারী রুদ্র ক্রমে তারপরে।
সতীকে বিবাহ করে কহিনু তোমারে।।
দক্ষকন্যা হন সতী শুন মহাভাগ।
দক্ষে রোষ করি দেবী করে দেহত্যাগ।।
মেনকার গর্ভে পরে লভিল জনম।
গিরিরাজ ঔরসেতে জানেন সর্ব্বজন।।
অনুরাগ ছিল তাঁর শিবের উপরে।
সে জন্মেও পান তিনি দেবতা শিবেরে।।
রুদ্র অবতার কথা করিনু কীর্ত্তন।
আর আর সৃষ্টিবার্ত্তা করহ শ্রবণ।।
ভৃগুর রমণী খ্যাতি শুন মতিমান।
তাঁহার গর্ভেতে হয় যুগল সন্তান।।
ধাতা বিধাতা নাম ধরে দুইজন।
অনন্তর কন্যা এক লভিল জনম।।

নারায়ণ-পত্নী তিনি লক্ষ্মী নাম ধরে।
প্রকাশ করিনু কথা তোমার গোচরে।।
এত শুনি জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুমতি।
সন্দেহ হইল এক ওহে মহামতি।।
সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী হইল উৎপত্তি।
শুনিয়াছি এই কথা শুন মহামতি।।
কি ভাবেতে সেই লক্ষ্মী ভৃগুর ঔরসে।
জন্ম নিল খ্যাতি গর্ভে বলহ বিশেষে।।
পরাশর কহিলেন শুন তপোধন।
যাহাতে হইবে তব সন্দেহ ভঞ্জন।।
নিত্যরূপা লক্ষ্মীদেবী জগতজননী।
বিনাশ নাহিক তাঁর শুন মহামুনি।।
শ্রীহরি যে সর্ব্বভূতে হন বিদ্যমান।
সেই রূপে লক্ষ্মীদেবী করে অবস্থান।।
নিজে অর্থরূপী হন দেব নারায়ণ।
বাণীরূপা হন দেবী জানিবে তখন।।
নয় রূপ হলে বিষ্ণু নীতিরূপা তিনি।
বোধরূপ হলে লক্ষ্মী বুদ্ধির রূপিণী।।
ধর্ম্মরূপ হন যবে দেব ভগবান।
সৎক্রিয়া রূপে দেবী করে অধিষ্ঠান।।
স্রষ্টারূপ হলে বিষ্ণু সৃষ্টিরূপা তিনি।
ভূধর হইলে বিষ্ণু লক্ষ্মী হন ভূমি।।
সন্তোষ স্বরূপ যবে হন নারায়ণ।
ইচ্ছারূপা হন দেবী জানিবে তখন।।
হলে যজ্ঞরূপ হরি কমলা দক্ষিণা।
হবনীয় হলে হন আহুতি ললনা।।
যজ্ঞীয় স্তম্ভের রূপ করিলে ধারণ।
পত্নীশালারূপা দেবী হবেন তখন।।
যূপ হলে চিতিরূপ ধরেন জননী।
কুশ হলে হন দেবী সমিধ রূপিণী।।
সামবেদরূপ যবে হন নারায়ণ।
উদ্গাতিরূপিণী দেবী হবেন তখন।।
যদি হুতাশনরূপ ধরে ভগবান।
লক্ষ্মীদেবী স্বাহারূপে করে অবস্থান।।
শঙ্করের রূপ প্রভু করিলে ধারণ।
গৌরীরূপে তাঁর পাশে লক্ষ্মীদেবী রন।।

সূর্য্যরূপ হলে প্রভু প্রভারূপা তিনি।
বায়ুরূপ হলে হন ধৃতি স্বরূপিণী।।
সমুদ্র স্বরূপ যবে হন নারায়ণ।
তটরূপা লক্ষ্মীদেবী জানিবে তখন।।
হলে ইন্দ্ররূপ শচীরূপ নারায়ণী।
যমরূপ হলে হন ধূমোর্ণা রূপিণী।।
কুবের হইলে লক্ষ্মী ঋদ্ধিরূপা হন।
লতারূপা হলে লক্ষ্মী বৃক্ষ নারায়ণ।।
বরুণ হবেন যবে দেব চক্রপানি।
সেইকালে লক্ষ্মীমাতা হন বরুণানী।।
কুমার কার্ত্তিক যবে হন নারায়ণ।
দেবসেনা লক্ষ্মীদেবী জানিবে তখন।।
আধার স্বরূপ হলে বিশ্বপিতা হরি।
সেইকালে শক্তিরূপা কমলা সুন্দরী।।
শ্রীহরি নিমেষ হলে লক্ষ্মী কাষ্ঠারূপা।
মুহূর্ত্ত স্বরূপ হলে হন কলারূপা।।
যদ্যপি প্রদীপরূপ ধরে জনার্দ্দন।
জ্যোৎস্না স্বরূপা দেবী জানিবে তখন।।
যদি দেব নারায়ণ দিনরূপ হন।
রাত্রিরূপা হন দেবী জানিবে তখন।।
বররূপ ধরে যবে দেব নারায়ণ।
বধূরূপে লক্ষ্মীদেবী অধিষ্ঠিত হন।।
নদরূপ হলে হরি নদীরূপা তিনি।
ধ্বজরূপ হলে তিনি পতাকা রূপিণী।।
লোভরূপ হলে পরে দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মীদেবী তৃষ্ণারূপা জানিবে তখন।।
নারায়ণ রূপ যবে ধরেন শ্রীহরি।
লক্ষ্মীরূপা হন দেবী জগতসুন্দরী।।
রাগরূপ হন যদি দেব নারায়ণ।
রতিরূপা হন দেবী শুন মহাত্মন।।
বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ভিন্ন কিছু নাহি আর।
তব পাশে কহিলাম ওহে গুণাধার।।
মনুষ্য তির্য্যক কিম্বা অমর নিকর।
দৃষ্ট হয় যাহা কিছু এই চরাচর।।
পুরুষ মাত্রেই হয় দেব নারায়ণ।
নারী মাত্রে লক্ষ্মী অংশ শুন মহাত্মন।।

লক্ষ্মী-নারায়ণ বার্ত্তা কহিনু তোমায়।
ভক্তিতে শুনিলে জ্ঞান পাইবে নিশ্চয়।।
নিজে হরি জনার্দ্দন হলে প্রয়োজন।
সর্ব্বভূতে সর্ব্বরূপ করেন ধারণ।।
অতএব আমাদের ছাড়া তিনি নন।
তিনি ছাড়া হলে কিসে ধরি এ জীবন।।
গোপন ও প্রকাশ্যে মোরা যেই কর্ম্ম করি।
নিকটে থাকিয়া সদা দেখেন শ্রীহরি।।
তাই সর্ব্ব মায়া মোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্য তত্ত্ব হরিভক্তি করেন সন্ধান।।
কবি বলে কৃষ্ণপদে মতি যেন থাকে।
কৃষ্ণ বিনা বিপদেতে আর কেবা রাখে।।

ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর স্তব

পরাশর কহিলেন শুন তপোধন।
সন্দেহ যেরূপ তব হতেছে এখন।।
লক্ষ্মীর জনমে আমি ছিনু যে প্রকার।
মরীচি ভঞ্জন করে সন্দেহ আমার।।
বিস্তারিয়া তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
শুন মন দিয়া তাহা ওহে তপোধন।।
দুর্ব্বাসা রুদ্রের অংশ খ্যাত চরাচরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসে কানন ভিতরে।।
ক্রমে নানা স্থান তিনি করি পর্যটন।
সুরম্য কাননে আসি সমাগত হন।।
সেইখানে দিব্যরূপা এক বিদ্যাধরী।
মন্থর গমনে তথা যান ধীরি ধীরি।।
পারিজাত মালা তার করে আন্দোলিত।
মাল্যের সৌরভে মন হয় আমোদিত।।
সৌরভে বিমুগ্ধ যত কানন নিবাসী।
অপূর্ব্ব সে মালা হেরে ভগবান ঋষি।।

দুর্ব্বাসা দিব্যমাল্য করি দরশন।
সেই মালা মাগিলেন রমণী সদন।।
বিশালনয়না সেই রমণী সুন্দরী।
ভক্তি ভাবে দুর্ব্বাশারে প্রণিপাত করি।।
দেবতার তুল্য মাল্য সমর্পিল তাঁরে।
মালা লভি মুনিবর সানন্দ অন্তরে।।
মস্তকেতে মাল্য ঋষি করিয়া ধারণ।
উন্মত্ত বেগেতে তিনি করেন পর্যটন।।
মধুলোভে মত্তপ্রায় যত মধুকর।
পুষ্পমাল্য পরে আসি বসে বারংবার।।
হেনমতে ঋষিবর করে বিচরণ।
দৈবের ঘটন এবে করহ শ্রবণ।।
একদা দেবতা ইন্দ্র ঐরাবতোপরে।
সহসা আসিয়া সেথা পৌছে বরাবরে।।
তাঁহারে হেরিয়া ঋষি আনন্দে মগন।
নিজ শির হতে মালা করিল গ্রহণ।।
সেই মাল্য দেবরাজে অর্পণ করিল।
মূঢ়মতি দেবরাজ কি কর্ম্ম করিল।।
সেই মালা দিল ইন্দ্র ঐরাবত শিরে।
অতি শোভমান হস্তী মস্তক উপরে।।
যেমন জাহ্নবী শোভে কৈলাসশিখরে।
পারিজাত মাল্য তেন শোভে গজশিরে।।
ইন্দ্রের বাহন কিন্তু পশুজাতি ছিল।
পারিজাত গন্ধ গজ সহিতে নারিল।।
শুণ্ড দ্বারা সেই মাল্য করি আকর্ষণ।
সেইস্থলে ভূমিপরে ফেলিল তখন।।
তাহা হেরি ক্রোধান্বিত হয়ে মুনিবর।
সম্বোধিয়া দেবরাজে কহিলেন পর।।
শোন হে দুরাত্মা তুমি আমার বচন।
ঐশ্বর্য্য মদেতে মত্ত হয়েছ এখন।।
এই মাল্য আছিল সে লক্ষ্মীর আগার।
অনাদর কামবশে করিলে তাহার।।
মম দত্ত মাল্য নাহি রাখি শিরোপরে।
ভক্তিভাবে প্রণিপাত না করি আমারে।।
ভাবিয়াছ মোরে তুমি সামান্য ব্রাহ্মণ।
অবহেলা করি মাল্য করিলে ক্ষেপণ।।

তাহার উচিত ফল অবশ্য পাইবে।
মম শাপে সর্ব্বশ্রী ছারখার হবে।।
মম ক্রোধ হেরি এই বিশ্ব চরাচরে।
নাহি হয় ভয়ত্রস্ত না হেরি কাহারে।।
ঋষির প্রদত্ত শাপ করিয়া শ্রবণ।
হস্তীপৃষ্ঠ হতে ইন্দ্র নামিয়া তখন।।
ঋষিপদে প্রণতি করেন ভক্তিভরে।
স্তুতিবাদ করে কত বিবিধ প্রকারে।।
স্তব শুনি ঋষিবর কহেন তখন।
শুন দেবরাজ তবে আমার বচন।।
দুর্ব্বাসা আমার নাম জানিবে মনেতে।
দয়া মায়া নাহি ক্ষমা আমার দেহেতে।।
গৌতমাদি আছে যত শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।
করিয়াছে তারা তব গর্ব্ব উৎপাদন।।
দয়ার আধার বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ।
স্তুতিবাদ তারা তব করে অগপন।।
সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া রাজন।
আমারে অবজ্ঞা তুমি করিলে এখন।।
যবে মম ক্রোধ হয় এই মহীতলে।
কুটীলা ভ্রুকুটী হয় বদনমণ্ডলে।।
বিচলিত হয় মম দীর্ঘ জটাজাল।
কেবা নাহি ভয় পায় ব্রহ্মাণ্ডেতে ভাল।।
আমি আজ ক্ষমা নাহি করিব তোমারে।
বৃথা স্তুতিবাদ কেন করিছ আমারে।।
ক্রোধ করি ঋষিবর করিলে প্রস্থান।
সুররাজ সুরপুরে করিল পয়ান।।
দুর্ব্বাসার শাপে সর্ব্ব শ্রীভ্রষ্ট হইল।
যাজ্ঞিক যজ্ঞের কর্ম্ম সকলি ত্যজিল।।
তপস্যা বিরত হয় তাপসের গণ।
ঔষধ উচ্ছিন্ন হয় আর লতাগণ।।
ভক্তি শ্রদ্ধা নাহি আর দানাদি ধরমে।
লোভ ও দৌর্ব্বল্য আসি ঘেরে সর্ব্বজনে।।
ধীরে ধীরে লুপ্ত হয় গুণ সমুদয়।
বিশ্বমাঝে সত্ত্বগুণ নাহি দেখা যায়।।
বলবীর্য্যহীন হয়ে সকলি পড়িল।
ক্ষমতা দক্ষতা কারো মনে না রহিল।।
হীন পাশে পরাজিত হয় শ্রেষ্ঠগণ।
ক্রমেতে একপ হয় দুর্দ্দৈব ঘটন।।
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয় যবে অমর নিকর।
হীনবীর্য্য হীনতেজা হয় কলেবর।।
দানবেরা সবাকারে পরাজিত করি।
আরম্ভিল অত্যাচার বিশ্বের উপরি।।
এত অমঙ্গল হেরি যত দেবগণ।
উপায় বুঝিতে সবে সমাগত হন।।
সেকারণ ডাকি সবে দেব হুতাশন।
তাঁহারেই অগ্রভাগে করিয়া গ্রহণ।।
উপনীত হন আসি ব্রহ্মার গোচরে।
দুর্দ্দশা যতেক গিয়া কহিল তাঁহারে।।
ব্রহ্মার শরণ লয়ে যত দেবগণ।
দুর্ব্বাশা হইতে যত ঘটিল ঘটন।।
আদ্যোপান্ত সব কথা কহিল তাঁহারে।
তাহা শুনি বলে ব্রহ্মা অমর নিকরে।।
কোন শক্তি নাহি ইথে কিছু করিবার।
বিষ্ণুর নিকট সবে হও আগুসার।।
বিশ্বের কারণ তিনি প্রভু সনাতন।
তাঁহার নিকট গিয়া লভহ শরণ।।
তিনি বিনা নাহি তাহে হবে প্রতিকার।
তিনি বিনা আর নাহি ক্ষমতা কাহার।।
এত বলি সঙ্গে লয়ে যত দেবগণে।
ক্ষীরোদ সাগরে ব্রহ্মা চলিল তখনে।।
জলধি উত্তরকূলে করি আগমন।
বিষ্ণুরে করেন স্তব দেব পদ্মাসন।।
"তুমি অজ আদি দেব অনন্ত অব্যয়।
পৃথিবী আধার তুমি সবার আশ্রয়।।
দুর্ভেদ্য প্রকাশ শূন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর।
গুরুতর দ্রব্য হতে তুমি গুরুতর।।
সর্ব্ব ভূতরূপ তুমি মুক্তির কারণ।
পরমাত্মা পরাৎপর নিত্য সনাতন।।
মুমুক্ষু যোগীগণ চিন্তেন তোমারে।
সত্ত্বাদিবিহীন তুমি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।।
শুদ্ধ হতে তুমি প্রভু হও শুদ্ধতর।
অনাদি পুরুষ তুমি পরম ঈশ্বর।।

সকল দেহীর আত্মা তুমিই কারণ।
কারণ কারণ হও ওহে ভগবন।।
কার্য্য তুমি হও দেব জানিহে অন্তরে।
কার্য্যের কার্য্য তুমি খ্যাত চরাচরে।।
কালসূত্রে নহে বদ্ধ তোমার শকতি।
ব্রহ্মাণ্ডের মূল তুমি শোন মহামতি।।
কিছুমাত্র নাহি আর কারণ তোমার।
তুমি ভোক্তা তুমি ভোজ্য কারণ সবার।।
স্রষ্টা তুমি সৃজ্য তুমি ওহে ভগবন।
তোমার পরম পদ বুঝে কোন জন।।
সে পদ বিশুদ্ধ অজ নিত্য ও অব্যয়।
অব্যক্ত ও নির্ব্বিকার যাহা সে অক্ষয়।।
কিবা সূক্ষ্ম কিবা স্থূল বুঝিবারে নারি।
কে বুঝিবে ওহে প্রভু ক্ষীরোদবিহারী।।
ধরা মাঝে হেন শক্তি ধরে কোন জন।
তব শক্তি বুদ্ধিবলে করে নিরূপণ।।
অসংখ্য তোমার মায়া ব্যাপিত সংসারে।
এক অংশ রজোগুণ জানি হে তোমারে।।
বিশ্বকারিণী শক্তি সেই গুণে হয়।
বিদ্যমান রহিয়াছে জানি মহোদয়।।
তুমি দেব পরব্রহ্ম দুর্জ্ঞেয় অব্যয়।
বুঝিবারে নাহি পারে তব দেবচয়।।
বুঝিবারে মহর্ষিগণ না পারে কখন।
নাহি পারে বুঝিবারে দেব ত্রিলোচন।।
পাপ পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায় যেই কালে।
হেরিয়া স্বরূপগণ যোগিগণ বলে।।
অচিন্ত্য শকতিবলে তুমি ভগবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রূপে লভিয়া জনম।।
করিতেছ সৃষ্টি স্থিতি আবার সংহার।
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি আশ্রয় সবার।।
এখন আমরা তব লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইয়া কর কৃপা বিতরণ।।"
হেনমতে স্তব করি দেব পদ্মাসন।
করিলেন সেই স্থানে মৌনাবলম্বন।।
তারপর দেবগণ করি সম্বোধন।
তবে বিষ্ণু প্রতি স্তব করে আরম্ভন।।

"নমি নমি ভগবান দেব সনাতন।
বিশ্বের কারণ তুমি সবার করণ।।
সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান।
তথাপি তোমার তত্ত্ব না পান সন্ধান।।
সর্ব্বব্যাপী তুমি হরি জগৎ আধার।
তব পদে পুনঃ পুনঃ করি নমস্কার।।
কৃপা করি কৃপাময় দেহ দরশন।
তোমার চরণে মোরা লইনু শরণ।।
হেনমতে স্তব করি অমর নিকর।
হরিরে করেন চিন্তা হৃদয় ভিতর।।
বৃহস্পতি আদি করি দেব ঋষিগণ।
বিষ্ণুরে সম্বোধি কহে ওহে নারায়ণ।।
তুমি যজ্ঞেশ্বর হরি পুরুষ প্রধান।
অনাদি জগৎ স্রষ্টা তুমি ভগবান।।
স্রষ্টার সৃজনকর্ত্তা তুমি মহামতি।
অব্যয় ও ত্রিকালজ্ঞ যজ্ঞীয় মূরতি।।
এই দেখ ভগবান দেব পদ্মাসন।
সহ রুদ্রগণ এই দেব ত্রিলোচন।।
আদিত্য গণসহ মহাত্মা ভাস্কর।
আসে অগ্নিগণ সহ প্রবল তৎপর।।
অষ্টবসু সাধ্যগণ অশ্বিনীনন্দন।
ত্রিলোকের অধিপতি অমর রাজন।।
সকলে শরণাপন্ন হইয়া তোমার।
তব পদে প্রণিপাত করে বার বার।।
আমরাও সেই মত লয়েছি শরণ।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দেহ দরশন।।
দেবগণ হতে স্তুতি করিয়া শ্রবণ।
ভগবান বিষ্ণু হন অতি প্রীতমন।।
আবির্ভাব হন আসি সবার সাক্ষাতে।
হেরি তাহা দেবগণ হন প্রণিপাতে।।
তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি সবে করি দরশন।
অপূর্ব্ব অঙ্গের শোভা করি নিরীক্ষণ।।
কতবার প্রণমিছে বিস্মিত লোচনে।
তারপর করে স্তব মধুর বচনে।।
ওহে প্রভু হও তুমি বিশ্বের ঈশ্বর।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।।

তুমি অগ্নি তুমি সূর্য্য তুমিই পবন।
বরুণ তুমিই দেব তুমিই শমন।।
অষ্টবসু মরুৎ সাধ্য বিশ্বদেব আদি।
তুমিই সকলি প্রভু ওহে বিশ্বপতি।।
তুমি দেব অন্তর্য্যামী সর্ব্বদেবময়।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি দয়াময়।।
যজ্ঞ বষট্‌কার তুমি অচিন্ত্য প্রণব।
নাহি কিছু তোমা বিনা ওহে মহাভব।।
তোমার স্বরূপ হয় বিশ্ব সমুদয়।
শরণ লভিনু মোরা এখন তোমায়।।
করিয়াছে পরাভূত অসুর সবারে।
তাই হে শরণ প্রভু লইনু তোমারে।।
মনঃপীড়া মোহ দুঃখ যাতে নষ্ট হয়।
কর তুমি সেই কাজ ওহে দয়াময়।।
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমা সবাপরে।
বিপদেতে উদ্ধারহ আমা সবাকারে।।
দেবের ব্যাকুল স্তব করিয়া শ্রবণ।
দেবগণে সম্বোধিয়া বলে ভগবন।।
মম বরে পূর্ণ হবে তেজ সবাকার।
অতএব সেকারণ চিন্তা নাহি আর।।
অসুরের দল সহ মিলিয়া সকলে।
বিবিধ ঔষধি আনি ক্ষীরোদের জলে।।
সেই সব জল গর্ব্ভে করহ ক্ষেপণ।
দণ্ড কর মন্দরে মন্থন কারণ।।
রজ্জু করি বাসুকীরে মিলিয়া সকলে।
সাগর মন্থন কর মন কুতূহলে।।
আমি শক্তি সহায়ক হইব সবার।
সকল ঐশ্বর্য্য ফিরে পাইবে আবার।।
ছলনায় সন্ধি কর অসুর সংহতি।
প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাবে সম্প্রতি।।
তাহাদের জানাইবে এরূপ বচন।
"সাগর মথিয়া পাব যে সব রতন।।
সমান সমান অংশ উভয়ে করিব।
সমভাবে দুই দলে বাঁটিয়া লইব।।"
তাহাতেই হয়ে লোভী অসুর নিকর।
অবশ্য সাহায্য হেতু হবে অগ্রসর।।
অসুর সাহায্য বিনা সর্ব্বদেব হতে।
নাহি হবে কৃতকার্য্য জানিবে মনেতে।।
অতএব তাহাদের করিয়া সহায়।
সমুদ্র মন্থন সবে করিবে ত্বরায়।।
সাগর মন্থন কৈলে অমৃত উঠিবে।
সে অমৃত পানে সুরের বল বৃদ্ধি হবে।।
অমরত্ব লাভ হবে শুন দেবগণ।
যাহা কহিতেছি মোর অকাট্য বচন।।
দৈত্যগণ তোমাদের সহকারী হবে।
কিন্তু এক কথা বলি শ্রবণ করিবে।।
অদ্ভুত কৌশল আমি করিয়া সৃজন।
অমৃতে বঞ্চিত দৈত্যে করিব তখন।।
নারায়ণ বাক্যে তবে যত দেবগণ।
দানব সহিত সন্ধি করি সংস্থাপন।।
ওষধি আনিয়া কত ক্ষীরোদ সাগরে।
দেবতা দানব মিলি আনন্দ অন্তরে।।
সমুদ্রের জলে সব করে নিক্ষেপণ।
মন্দর পর্ব্বতে করে মন্থন কারণ।।
বাসুকীরে রজ্জু করি মিলিয়া সকলে।
মন্থন আরম্ভ করে ক্ষীরোদ সলিলে।।
বিষ্ণুর চক্রান্তে কিন্তু যত দেবগণ।
বাসুকীর পুচ্ছদেশ করিল ধারণ।।
মুখভাগ অসুরেরা ধারণ করিল।
সর্পের বিষাক্ত শ্বাস বহিতে লাগিল।।
সর্পের বিষেতে নিস্তেজ দানবেরা।
ক্লেশ কিন্তু নাহি পান ধূর্ত্ত দেবতারা।।
বাসুকী নিঃশ্বাসে মেঘ চালিত হইয়া।
বর্ষণ করিছে বিশ্ব শীতল করিয়া।।
শান্তভাবে থাকে তাহে যত দেবগণ।
অনন্তর শুন কথা ওহে তপোধন।।
বিষ্ণু হন কূর্ম্ম যাহা মন্দর আধার।
ঘূর্ণমান হয় গিরি উপরে তাহার।।
সাগর সলিল যদি হইল মন্থন।
তাহাতে সুরভি ধেনু হয় উৎপাদন।।
দেবতা দানব তাহে আনন্দ পাইল।
তাহারে পাইতে সবে বাসনা করিল।।

দ্বিতীয়ে বারুণী দেবী হন সমুত্থিত।
দেবতা দানবে মথে সাগর ত্বরিত।।
মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনিই।
ভীষণ আবর্ত্ত উঠে সাগরে তখনি।।
বারুণী সৌরভে ধরা আমোদিত হয়।
এভাবে বারুণী জন্মে জানিবে নিশ্চয়।।
তারপর উঠে পারিজাত তরুবর।
অপ্সরা রূপবতী উঠে পর পর।।
উঠিলেন চন্দ্রদেব সাগর মন্থনে।
পরেতে শঙ্কর তারে লইল যতনে।।
নিজ শিরোপরে চন্দ্রে করেন স্থাপন।
মহেশ ভবানীপতি আনন্দে মগন।।
অবশেষে সমুত্থিত হইল গরল।
গ্রহণ করিল তাহা ভুজঙ্গের দল।।
এরূপে সকল দ্রব্য মন্থনে উঠিলে।
ভগবান ধন্বন্তরি উঠে অবহেলে।।
হস্তে সুধাপূর্ণ ভাণ্ড ধীরভাবে ধরি।
ধন্বন্তরি উঠিলেন শ্বেতাম্বরধারী।।
তাহা হেরি দেব দৈত্য আর ঋষিগণ।
আনন্দ সাগর মাঝে নিমজ্জিত হন।।
সবাকার হেরি আজি প্রসন্ন বদন।
পরের কাহিনী যাহা কর অবধান।।
করেতে ধরিয়া পদ্ম সুন্দর মূরতি।
অন্নদাত্রী লক্ষ্মীদেবী হন অধিষ্ঠাত্রী।।
আলোকিত হয় বিশ্ব তাঁহার কিরণে।
মুনি ঋষিগণ স্তব করে মনে মনে।।
বিশ্বাবসু আদি করি গন্ধর্ব্ব সকল।
ঘৃতাচী মেনকা আদি অপ্সরার দল।।
মধুর স্বরেতে সবে কত গান করে।
নৃত্য করে মনোহর সানন্দ অন্তরে।।
ভাগীরথী আদি যত নদ নদী ছিল।
তথায় আসিয়া সবে আবির্ভূত হল।।
উৎফুল্ল হইয়া সব আসে নদীগণ।
সেই জলে লক্ষ্মীদেবী করিবেক স্নান।।
আসি সব দিক হস্তী সুবর্ণ কলসে।
স্নান করাইয়া দিল লক্ষ্মীরে বিশেষে।।

ক্ষীরোদ সাগর তথা হয়ে মূর্ত্তিমান।
অম্লান কমলামালা করিল প্রদান।।
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আনি বিভূষণ।
দেবীর সর্ব্বাঙ্গে তিনি করেন অর্পণ।।
নারায়ণ বিমোহিনী এ হেন প্রকারে।
বিভূষিতা হয় মাল্য আর অলঙ্কারে।।
নারায়ণ বক্ষে যবে লভিল আশ্রয়।
তাহা হেরি সর্ব্বজন আনন্দিত প্রায়।।
কেবল অসুরগণ বিষাদে মগন।
বিস্ময় ভাবিয়া সব করেন চিন্তন।।
আবার হেরিল তারা ধন্বন্তরি করে।
অমৃতের ভাণ্ডখানি অবহেলে ধরে।।
দানবেরা বলে তারা করিলে গ্রহণ।
অন্তর্য্যামী ভগবান আবির্ভূত হন।।
সুন্দর রমণীরূপা মোহিনী আকারে।
বিমোহিত করিলেন দানব সবারে।।
নিজে সুধাভাণ্ড হরি করিয়া গ্রহণ।
কৌশলে অমরগণে করেন অর্পণ।।
সেই সে অমৃত পান করি দেবগণ।
অমরত্ব পেয়ে সবে শক্তিশালী হন।।
তাহা হেরি ক্রোধাবিষ্ট অসুরের গণ।
ক্রমে অসি চর্ম্ম সবে করিল ধারণ।।
আক্রমণ করে তবে দেবগণ পরে।
অসুরের সাধ্য নাই দেবে মারিবারে।।
দেবগণ সুধাপানে হয়েছে অমর।
বলিষ্ঠ হয়েছে তায় সর্ব্ব কলেবর।।
অতএব দৈত্যগণ হয়ে পরাজিত।
পলাইয়া চারিদিকে চলিল ত্বরিত।।
অসুর পলায়ে যায় পাতাল নগর।
হেরি তাহা দেবগণ প্রফুল্ল অন্তর।।
শ্রীহরির পদে সবে করিয়া প্রণাম।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে করিল পয়ান।।
দেবগণে লয় যে যাহার অধিকার।
অসুর হইতে ভয় না থাকিল আর।।
প্রসন্ন মূর্ত্তিতে তবে সূর্য্য দিনমণি।
আপন নির্দ্দিষ্ট পথে চলিল তখনি।।

গ্রহনক্ষত্রাদি যত জ্যোতিষ নিকর।
বিহিত বিধানে সবে চলে পর পর।।
সমুজ্জ্বল প্রভা অগ্নি করিল ধারণ।
সেইকালে ধর্ম্মকর্ম্মে রত জীবগণ।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মনে।
হেনমতে লক্ষ্মী যদি উদিল ভুবনে।।
ভুবনে মলিন ভাব আর না রহিল।
সবাকার মনে এবে আনন্দ জাগিল।।
অনন্তর ইন্দ্রদেব অমর রাজন।
পুনরায় স্বর্গাসনে করি আরোহণ।।
পুনশ্চ শ্রীপ্রাপ্ত হয়ে আনন্দ অন্তরে।
বিবিধ বিধানে স্তব করেন লক্ষ্মীরে।।
"প্রণমামি দেবী তব ভুবন ঈশ্বরী।
বাস কর নিরন্তর বিষ্ণু বক্ষোপরি।।
কমলে সম্ভব নাম কমলা তোমার।
তুমি সিদ্ধি সন্ধ্যা স্বাহা রাত্রি অন্ধকার।।
তুমি শ্রদ্ধা প্রভাবতী মেধা স্বরূপিণী।
যজ্ঞ বিদ্যা সরস্বতী তুমি হে জননী।।
মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা আত্মবিদ্যা আর।
সর্ব্বপরে দৃষ্টি তব শাস্ত্রের বিচার।।
কৃপাদৃষ্টি পাত কর যাহার উপরে।
সেইজন অন্তকালে মুক্তিলাভ করে।।
সর্ব্ব বস্তুপরি তব হয় অবস্থান।
তব আশ্রয়েতে তৃপ্ত বিষ্ণু ভগবান।।
তুমি বিনা কোন নারী অবনী ভিতরে।
যজ্ঞময় হরি দেহ লভিবারে নারে।।
যদ্যপি ত্যজিয়া ছিলে এ তিন ভুবন।
শ্রীহীন হইয়াছিল শুনহ কারণ।।
পুনঃ শ্রী স্থাপিত হয় সমগ্র ধরায়।
অসাধ্য সাধিতে পারে তোমার কৃপায়।।
দারা পুত্র গৃহ বন্ধু ক্ষেত্র ধান্য ধন।
তোমার কটাক্ষে সব হয় উৎপাদন।।
তোমা কৃপা নাহি হয় যাহার উপরে।
আরোগ্য ঐশ্বর্য্য তার না হয় সংসারে।।
ইহকালে সুখ নাহি পায় সেইজন।
শত্রু কিন্তু বাড়ে তার শ্রীহীন কারণ।।

সমগ্র জগৎবাসীর হও হে জননী।
সবাকার পিতা সেই হরি চিন্তামণি।।
নারায়ণ সহ ব্যাপী আছ এ সংসার।
যদি তুমি আমাদের কর পরিহার।।
দারা পুত্র কন্যা ধন আছয়ে সবার।
যত কিছু নষ্ট হবে জানিবে আবার।।
যদি তুমি পরিহার কর সবাকারে।
দয়া ধর্ম্ম সত্য নাহি থাকিবে সংসারে।।
সুশীলতা দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ আর।
কিছু না রহিবে আর সংসার মাঝার।।
প্রসন্না হইয়া যদি কর কৃপাদান।
নির্গুণ ব্যক্তিরা হয় সদগুণে প্রধান।।
একবার কৃপা বর্ষ যাহার উপরে।
ধনী মানী বুদ্ধিমান সে জন সংসারে।।
কুলীন বিক্রমশালী পূজনীয় হয়।
তাহার সমান নাহি ত্রিভুবনে রয়।।
তুমি হও পরামুখী যাহার উপরে।
বহুগুণে গুণী হলে সে জন সংসারে।।
নির্গুণ হইয়া যায় প্রতিষ্ঠা না পায়।
তাহার সমান দুঃখী না রহে ধরায়।।
তোমার মাহাত্ম্য দেবী কে করে বর্ণন।
বিধাতা বলিতে নাহি হইবে সক্ষম।।
তোমার চরণে দেবী করি নমস্কার।
করযোড়ে ভিক্ষা মাগি সবে বার বার।।
আর যেন আমা সবে না কর বর্জ্জন।
নয়ন না হেরে যেন তব অদর্শন।।
হেনরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ।
সন্তুষ্ট হইয়া দেবী কহিলা তখন।।
লহ মনোমত বর ওহে সুরপতি।
তোমার উপরে তুষ্ট হইয়াছি অতি।।
সুরপতি কহে শুন জগৎ জননী।
তুষ্ট যদি আমা প্রতি হলেন আপনি।।
নাহি পরিত্যাগ কর এই ত্রিভুবন।
তব প্রতি আছে আর এক নিবেদন।।
আমার এই স্তব যেই ভক্তিযুত মনে।
পঠন করিবে তারে রাখিবে যতনে।।

এত শুনি লক্ষ্মী কহে শুনহ রাজন।
আমি না ত্যজিব আর এ তিন ভুবন।।
প্রাতে উঠি স্তব পাঠ যে জন করিবে।
মনের বাসনা তার অবশ্য পুরিবে।।
হেনমতে লোকমাতা দেবী নারায়ণী।
খ্যাতি গর্ভে জন্ম লয় শুন মহামুনি।।
একবার অন্তর্হিত হয়ে তার পরে।
পুনশ্চ জনম লভে ক্ষীরোদ সাগরে।।
অবতীর্ণ হন যবে দেব নারায়ণ।
লীলা সহায়ক হয়ে লভেন জনম।।
অতএব ভগবান দেবরূপ হলে।
লক্ষ্মীমাতা দেবী মূৰ্ত্তি ধরে সেইকালে।।
মনুষ্য মূরতি যবে হয় নারায়ণ।
মানবী আকার লক্ষ্মী করেন ধারণ।।
কমলার জন্ম যদি অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে।।
লক্ষ্মীকৃপা রহে সদা তাহার আগারে।
তিন কুল সমুজ্জ্বল সেইজন করে।।
যাহার গৃহেতে হয় পঠন পাঠন।
লক্ষ্মী আবির্ভাব তথা জানিবে কারণ।।
প্রত্যহ লক্ষ্মীস্তুতি যেবা পাঠ করে।
শুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে মন ভক্তি সহকারে।।
লক্ষ্মীদেবী সহযোগে দেব নারায়ণ।
সে ভক্তের গৃহ ত্যজি না যান কখন।।
যেই নারী স্বামীবাক্য করয়ে পালন।
সদা দেবী তার গৃহে করে আগমন।।
স্বামীর সুখেতে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়।
তেমন সতীরে লক্ষ্মী সৰ্ব্বদা দেখয়।।
ভদ্রাসনে ঝাঁট দেয় সন্ধ্যাকালে বাতি।
সেই ঘরে মা লক্ষ্মীর হয় সদা স্থিতি।।
শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান সিন্দুর কপালে।
হেন নারী ত্যাগ নাহি করে কোনকালে।।
পতি বিনা রমণীর নাহিক দেবতা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য হয় শাস্ত্রকথা।।
দান লজ্জা দয়া মায়া বিনয় নম্রতা।
রমণীর এই সব গুণ রয় যথা।।

স্বর্গসম সেই গৃহে আপনি কমলা।
সতত থাকেন মাতা হয়ে অ-চঞ্চলা।।
প্রতি গুরুবারে যেবা লক্ষ্মীপূজা করে।
তার গৃহ নাহি ছাড়ে ক্ষণেকের তরে।।
লক্ষ্মী আবির্ভাব কথা হইল কীৰ্ত্তন।
ভক্তিভাবে শুনে যত শুদ্ধ ভক্তগণ।।
দীন হীন এ অধমে কর দেবী দয়া।
গোলোকে গোলোকেশ্বরী দেহ পদছায়া।।

ভৃগু আদি ঋষিগণের বংশ

পরাশর বাক্য শুনি হয়ে আনন্দিত।
কহিল মুনির প্রতি মৈত্রেয় ত্বরিত।।
জানিতে আকাঙ্ক্ষা যাহা তোমার সদন।
সকল কহিলে ঋষি করিনু শ্রবণ।।
প্রকাশিলে বিস্তারিয়া পরম যতনে।
পুনঃ নিবেদন করি তোমার চরণে।।
ভৃগু আদি যত ছিল তাপস নিকর।
তাহাদের বংশকথা কহ দ্বিজবর।।
তবে পরাশর কহে শুন মহামুনে।
প্রকাশিয়া কহি এবে শুন অবধানে।।
ভৃগুমুনি ঔরসেতে খ্যাতির উদরে।
যুগল তনয় এক কন্যা জন্মে পরে।।
ধাতা ও বিধাতা হয় পুত্রদের নাম।
এক কন্যা লক্ষ্মী দেবী খ্যাত সৰ্ব্বস্থান।।
মেরুর আছিল তবে যুগল নন্দিনী।
নিয়তি আয়তি তারা যুগল ভগিনী।।
ধাতা সহ নিয়তির হৈল পরিণয়।
বিধাতা সহিত বিভা আয়তির হয়।।
ধাতার ঔরসে ক্রমে নিয়তি উদরে।
প্রাণ নামে পুত্র এক জনমে সংসারে।।

আয়তি তনয় হন মৃকুণ্ডু নামেতে।
বিধাতা ঔরসে জন্ম জানেন জগতে।।
মৃকুণ্ডুমুনির এক পুত্র জনমিল।
মার্কণ্ডেয় নাম তার জগৎ ব্যাপিল।।
প্রাণের হৈল পুত্র শুন মৈত্রেয় মুনি।
নাম তার বেদশিরা শ্রুতি হতে শুনি।।
আরো কত পুত্র সে প্রাণের জন্মিল।
কৃতিমান আদি করি জানেন সকল।।
কৃতিমান লভে পুত্র নাম রাজবান।
বংশের মর্য্যাদা রাখে সেই মহাজ্ঞান।।
সেই রাজবান হতে ভৃগুবংশ হয়।
বংশ বিস্তারিল যথা শুন মহাশয়।।
ভৃগুবংশ আদিকথা শুনিলে এখন।
মরীচি বংশের কথা করিব কীর্ত্তন।।
মরীচির পুত্র হয় পৌর্ণমাস নামে।
সম্ভূতির গর্ভে পৌর্ণমাস যে জনমে।।
ক্রমে পৌর্ণমাস লভে যুগল নন্দন।
বিরজা সর্ব্বগ নাম জ্ঞাত সর্ব্বজন।।
তাহাদের বংশকথা কহিব ক্রমেতে।
অঙ্গিরার বংশ এবে শুন এক চিতে।।
নামে স্মৃতি রূপবতী অঙ্গিরা রমণী।
তাঁহার জন্মিল কিন্তু পাঁচটি নন্দিনী।।
সিনীবালী কুহূ রাকা অনুমতি আর।
অনসূয়া নামে পাঁচ শুন গুণাধার।।
অত্রি ঋষি অনসূয়া বিবাহ করিল।
তাঁর গর্ভে তিন পুত্র জনম লভিল।।
সোম জ্যেষ্ঠ পুত্র হন দুর্ব্বাসা দ্বিতীয়।
দত্তাত্রেয় মহামতি জানিবে তৃতীয়।।
পুলস্ত্যের পত্নী ছিল প্রীতি অভিধান।
তাহার উদরে হন দত্তোলি ধীমান।।
পূর্ব্বের জনমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে।
দত্তোলি বিখ্যাত ছিল জগৎ ভিতরে।।
ক্ষমা নামে রূপবতী পুলহ গৃহিণী।
তিন পুত্র প্রসবিল ক্রমে ক্রমে শুনি।।
কর্দ্দম অবরীয়ান সহিষ্ণু আখ্যান।
এই তিন পুত্র খ্যাত শুন মতিমান।।

ক্রতুর গৃহিণী ভাল সন্নিতি নামেতে।
বালখিল্য ঋষিগণ সন্ততি তাহাতে।।
মহাতেজা ঊর্দ্ধরেতা বালখিল্যগণ।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেহ করেন ধারণ।।
বশিষ্ঠ ঔরসে আর উর্জ্জরি জঠরে।
সাতজন পুত্র ক্রমে জন্মলাভ করে।।
বজ্রগাত্র ঊর্দ্ধবাহু অনঘ বসন।
সুতপা ও শুক্র সহ সাতটি নন্দন।।
তাহারা তৃতীয় মন্বন্তরের সময়।
সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত শুন মহাশয়।।
সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টিকর্ত্তা দেব পদ্মযোনি।
জন্ম দিল পুত্র এক অগ্নি অভিমানী।।
তাহার ঔরসে আর স্বাহা গর্ভে পরে।
তিন পুত্র ক্রমে ক্রমে জন্মলাভ করে।।
পাবক ও পাবমান শুচি তার পর।
এই তিন পুত্র হয় শুন বিজ্ঞবর।।
প্রত্যেকের হয় সেথা পনের নন্দন।
পঞ্চচত্বারিংশ হয় সে কারণ।।
একোনপঞ্চাশ অগ্নি হেনরূপে হয়।
সে সব অপূর্ব্ব কথা শুনিলে নিশ্চয়।।
অগ্নিস্বত্তা বর্হিষদ আদি পিতৃগণ।
দুই কন্যা স্বধা গর্ভে লভিল জনম।।
মেনা ও বৈধারিণী কন্যার সে নাম।
অনূঢ়া হইয়া দোঁহে করে অবস্থান।।
ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধরি দুই জ্ঞানবতী।
চিরকাল আনন্দেতে করেন বসতি।।
দক্ষকন্যাগণ যথা লভে পুত্রগণ।
প্রকাশিব সমুদয় তোমারে এখন।।
যেবা শুনে হেন বার্ত্তা শ্রদ্ধা সহকারে।
পুত্রহীন নাহি হয় এ ভব সংসারে।।
ধনলাভ যশোলাভ সৌভাগ্য নিশ্চয়।
একাধারে সুখবৃদ্ধি শুন মহাশয়।।
মুনি ঋষি হতে যত প্রজার সৃজন।
তাঁহারাই ত্রিসংসার করিল পত্তন।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত আখ্যান।
ভক্তিতে শুনিলে নর গোলোকেতে যান।।

ধ্রুবের কাহিনী

পরাশর বলিলেন মৈত্রেয় সুজন।
স্বায়ম্ভুব মনু লভে যুগল নন্দন।।
প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ দুই নাম।
পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি শুন মতিমান।।
উত্তানপাদের শুন চরিত এবার।
দুই নারী ছিল তাঁর বিদিত সংসার।।
সুনীতি সুরুচি হয় সবাকার নাম।
সুরুচিতে বশীভূত উত্তান রাজন।।
সুনীতি গর্ভেতে পুত্র ধ্রুব নাম ধরে।
উত্তম সুরুচি গর্ভে জনমিল পরে।।
প্রাণপ্রেয়সীর গর্ভে উত্তম নন্দন।
উত্তানপাদের তাই অতি প্রিয়তম।।
সুরুচির প্রীতি হেতু তবে নরপতি।
সদা উত্তমেরে লয়ে করে মহাপ্রীতি।।
একদা বসিয়া রাজা রাজসিংহাসনে।
অঙ্কে লয়ে সমাদর করেন উত্তমে।।
মনের আনন্দে পুত্রে করেন আদর।
সেইকালে শিশু ধ্রুব আসিল সত্বর।।
শিশুমতি শিশু আসি পিতার সদন।
মনেতে বাসনা পিতৃ অঙ্কে আরোহণ।।
ধ্রুবের সে হাব-ভাব করি নিরীক্ষণ।
করুণায় ডুবে তাই নৃপতির মন।।
দ্বিতীয়া সুরুচি কিন্তু রহে সেইখানে।
ধ্রুবেরে না কোলে লয় রাজা সে কারণে।।
প্রিয়ার কটাক্ষ হেরি না করে আদর।
ধ্রুব কিন্তু আশা করে অঙ্কের উপর।।
ধ্রুবের আগ্রহ হেরি সুরুচি তখন।
গর্ব্বিত বচনে কহে করি সম্বোধন।।
আমার গর্ভেতে তুমি না লও জনম।
তবে কেন অঙ্কে যেতে আশা অকারণ।।
আমার তনয় যেথা লয়েছে আশ্রয়।
সেখানে যাইতে তুমি উপযুক্ত নয়।।
অজ্ঞানের পুত্র তুমি নিতান্ত অজ্ঞান।
দুরাশা করিছ বৃথা অবোধ সন্তান।।
রাজপুত্র কিন্তু তুমি অধিকারী নয়।
নহে কিন্তু মম গর্ভে তোমার উদয়।।
বিশাল প্রাসাদ আর এই সিংহাসন।
এই স্থানে যাহা কিছু করিছ দর্শন।।
মম পুত্র অধিকারী জানিবে সবার।
বৃথা কেন হেথা তুমি দাঁড়াইয়া আর।।
দুর্ল্লভ আশার প্রতি আশা কি কারণ।
কেন বা ভাবিছ মোর পুত্রের সমান।।
জনম ধরিলে তুমি সুনীতি উদরে।
তুমি কি জান না তাহা বলহ আমারে।।
সুরুচির বাক্য ধ্রুব করিয়া শ্রবণ।
মনে বড় দুঃখ পেয়ে করেন ক্রন্দন।।
অভিমানে দুঃখে ধ্রুব আকুল হইয়ে।
উপনীত হয় আসি জননী আলয়ে।।
কোপে বিষাদেতে তার কাঁপিছে অধর।
সুনীতি পুত্রেরে হেরি এরূপ কাতর।।
নিজ অঙ্কে লয়ে বৎস মনের মতন।
মধুর বচনে কহে করি সম্বোধন।।
রোষেতে আকুল কেন ওরে যাদুধন।
কেনবা আকুল হলে অন্তরে আপন।।
কে তোমারে অপমান করিয়াছে বাপ।
সত্য করি বল মোরে পাইতেছি তাপ।।
ধ্রুবে জিজ্ঞাসিলে মাতা দুঃখ কি কারণ।
জননীরে কহে পুত্র সব বিবরণ।।
সপত্নীর কথা শুনি বিমাতা সুন্দরী।
বিষাদে হলেন মগ্ন নিজ ভাগ্য স্মরি।।
দাবানলে দগ্ধ যথা হয় লতাকুল।
অন্তর দহনে তথা হইল আকুল।।
ধৈর্য্য নাহি মানি হৃদে করি উচ্চরব।
কাঁদিল সুনীতি সতী বৃথাই বিভব।।

নয়নে বহিল ধারা ঘন বহে শ্বাস।
পুত্রে কহিলেন তবে অতি সত্য ভাষ।।
ত্যজ দুঃখ পুত্র তুমি দোষ কি তোমার।
জন্মিয়াছ ভাগ্যদোষে গর্ব্ভেতে আমার।।
রাজার মহিষী আমি তুমিও কুমার।
আমাদের সুখদুঃখ দেওয়া বিধাতার।।
এই ভাবে বোঝালেন সুরুচি বিমাতা।
আমারে লইতে লজ্জা পান তব পিতা।।
এমন দুর্ভাগা মম গর্ভেতে জনম।
মম পয়োধর পানে বর্দ্ধিত যেমন।।
বিমাতার প্রতি ক্রোধ না আনিবে মনে।
ঘুচিবে সকল জ্বালা শ্রীহরি সাধনে।।
কর বাছা শ্রীহরির চরণ পূজন।
পরজন্মে পাবে তুমি অমূল্য রতন।।
সুরুচি সমান গর্ভে জন্ম হইবে।
রাজ্যপদ হরিকৃপায় অবশ্য লভিবে।।
কমলনয়ন যিনি ভকতবৎসল।
পূজিলে তাঁহারে লাভ হয় সর্ব্বফল।।
তোমাদের পিতামহ মনু ভগবন।
সুদক্ষিণা যজ্ঞে করে যাঁরে আহ্বান।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পূজে যে চরণ।
ভক্তিতে করহ পূজা সেই নারায়ণ।।
যাইবে সকল দুঃখ হবে নরপতি।
দুঃখ মনে নাহি কর দুঃখিনী সন্ততি।।
মায়ের বচন শুনি সে ধ্রুব কুমার।
বসন ভূষণ ত্যজি হলেন বিকার।।
নারায়ণ গুণকথা করিয়া শ্রবণ।
হরি লাগি ত্যজিলেন রাজগৃহ ধন।।
পুত্র তরে মাতা কত করিল ক্রন্দন।
কেহ করিবারে নারে ধ্রুবে আনয়ন।।
এদিকে নারদ ঋষি ভকত প্রধান।
বীণাযন্ত্রে গায় সদা হরি গুণগান।।
ধ্রুবের বৈরাগ্য হেরি হয়ে চমকিত।
তাঁহার নিকটে আসে বীণার সহিত।।
হেরিয়া ক্ষত্রিয়তেজ বিস্ময় তাঁহার।
বালকে না সয় কভু বাক্য বিমাতার।।

আশীর্ব্বাদ করি ঋষি কহেন বচন।
কোথা যাও ত্যজি বাছা নিজ গৃহ ধন।।
বয়সে শৈশব তব কিবা অভিমান।
কিসে অপমান আর কিসে বা সম্মান।।
সুখ দুঃখ বিরাজিত এ হেন সংসারে।
মোহবশে অহঙ্কার হয় সবাকারে।।
যেরূপ যে কর্ম্ম করে পায় সেই ফল।
সুখ দুঃখ বীজ কর্ম্ম হয় অবিরল।।
যার তরে করিয়াছি বৈরাগ্য ধারণ।
অসাধ্য সে বস্তু বাছা করিতে সাধন।।
তীব্রযোগে দেখে যাঁরে মহামুনিগণে।
শিশু হয়ে তাঁর দেখা পাইবে কেমনে।।
বয়স হইলে পরে করিবে সাধন।
এক্ষণে নারিবে তারে করিতে দর্শন।।
সুখ দুঃখ ফলাফল হয় এ সংসারে।
বিধির ঘটনা ইহা ঘটে বারে বারে।।
যেই ব্যক্তি পারে ইহা করিতে সহন।
অবশ্য সে পাইবেক মহামুক্তি ধন।।
ত্যজ হেন মহা আশা শৈশবে কুমার।
শুনহ উচিত বাক্য এখন আমার।।
সংসারে থাকিয়া কর পালন সংসার।
অভিমান ত্যজি কর পুণ্য ব্যবহার।।
জন্মে জন্মে মুনিগণ ভক্তিযুত হয়ে।
যাহারে না পায় কভু আপনার হিয়ে।।
সহজ কভু তো নয় তাহার দর্শন।
অতএব কষ্ট কেন কর অকারণ।।
মায়া ত্যজি সর্ব্বদাই গুরুজনে মান।
সুখে দুঃখে সর্ব্বদাই থাকিবে সমান।।
সমানের সঙ্গে সদা করিবে মিতালি।
মনেতে রাখিবে কিন্তু সেই বনমালী।।
হেনমতে ইহলোক করি সমাপন।
বার্দ্ধক্য বয়স যবে হবে আগমন।।
বিষয়ে বিরাগ বৎস তখন হইবে।
একচিত্ত হয়ে তপ করিবেক তবে।।
এত বলি দেবর্ষি হইল সুস্থির।
কহিলেন ধ্রুব তবে হয়ে মনস্থির।।

যা কহিলে সত্য তুমি ঋষি মহাশয়।
জগতে সর্ব্বত্র তুমি ব্রহ্মার তনয়।।
বিমাতার বাক্যবাণে দহিতেছে প্রাণ।
সেহেতু সংসারে মম এত অভিমান।।
বয়সে বালক আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়।
সহিবারে নাহি পারি নিন্দা পরকীয়।।
সেহেতু সংকল্প মোর হয় অতিশয়।
ত্যজিব সংসার এই ঘোর মায়াময়।।
পার্থিব রাজত্বে রাজা জনক আমার।
নাহি করে মোর প্রতি ভাল ব্যবহার।।
পিতা পিতামহ যাহা না পায় কখন।
লইতে আমার ইচ্ছা সে হেন রতন।।
নাহি চাই রাজ্য ধন বৈভব না চাই।
শ্রীহরিচরণ যেন দেখিবারে পাই।।
দেবর্ষি নারদ বটে জানি অনুমানে।
জগৎ মঙ্গল হেতু ব্যস্ত যে ভ্রমণে।।
আপনি হরির দাস দিন উপদেশ।
কেমনে সে ধনে মোর হইবে আবেশ।।
আমি প্রভু বড় দুঃখী সংসার যাতনে।
মোরে কৃপা কর ঋষি এ ভিক্ষা চরণে।।
এত বলি ধ্রুব হন বিনম্র বদন।
করজোড়ে বন্দিলেন ঋষির চরণ।।
সদা হরিপ্রেমে মত্ত নারদ সুজন।
আশ্চর্য্য হলেন শুনি বালক বচন।।
আশীর্ব্বাদ করি তাঁহে তুলি দুই করে।
কহিলেন সাধনের বচন বিস্তরে।।
যে রূপ কহিল বৎস জননী তোমার।
সেই বাসুদেব হন প্রভু সবাকার।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাঁহার কিঙ্কর।
তাঁহারে পূজিলে লাভ হইবে সত্বর।।
যেই জন সেই আশে পূজয়ে তাঁহারে।
ভক্তের পুরান বাঞ্ছা হরি নির্ব্বিচারে।।
কেমনে শ্রীহরিসাধন করিবারে হয়।
শুনহ কুমার তোমা কহিব নিশ্চয়।।
কালিন্দী নদীর তটে রম্য উপবন।
মধুবন বলি খ্যাত এ তিন ভুবন।।
সেই স্থানে হরি সদা করেন বিহার।
তথায় পূজিলে দেখা পাইবে তাঁহার।।
কালিন্দীর পুণ্য জলে করি পুণ্য স্নান।
প্রাণায়ামে কর রুদ্ধ কর নিজ প্রাণ।।
পূরক কুম্ভক আর রেচক সহায়ে।
চাঞ্চল্য করিবে দূর মন প্রাণেন্দ্রিয়ে।।
মধুবনে বসা বাছা করিয়া আসন।
তাহাতে ইন্দ্রিয় তব হবে নিরসন।।
ইন্দ্রিয় হইলে শুদ্ধ হবে শুদ্ধ মন।
ভেবো মনে বাছা সেই শ্রীহরিচরণ।।
তখন হেরিবে বৎস মদনমোহন।
কিবা সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি নলিন নয়ন।।
খগ চঞ্চু যিনি নাসা ভুরু মনোহর।
চরণে সরোজ রক্ত যুগ্ম ওষ্ঠাধর।।
ভক্তের আশ্রয় তিনি করুণাসাগর।
নবীন নীরদ সম বর্ণ শোভাকর।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে কিবা মনোহরে।।
মনোহর চূড়া শিরে সুপীত বসন।
বনমালা গলে দোলে কমল চরণ।।
কটিদেশে চন্দ্রহার নূপুর চরণে।
পীত পট্ট বস্ত্র তার সদা পরিধানে।।
মৃদু মৃদু হাস্য ভরে মুরলী বাজায়।
ত্রিভুবন সেই সুরে মুগ্ধ হয়ে যায়।।
হেনরূপে হেরি সেই দেব নারায়ণ।
এক এক অঙ্গ তাঁর করিবে চিন্তন।।
চিন্তিয়া করিবে পূজা শান্ত করি মন।
পূজিবার মন্ত্র শুন সুনীতিনন্দন।।
'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' জপিবে।
এই শুদ্ধ মন্ত্রে তব সর্ব্বসিদ্ধি হবে।।
স্মরি এই মন্ত্র আর লয়ে ফুল জল।
তুলসী ভূষণ বস্ত্র নানাবিধ ফল।।
করিবে প্রতিমা পূজা করিবে কল্পনা।
তাহাতে হৃদয়ে লাভ করিবে সান্ত্বনা।।
দ্রবময়ী পূজা শেষে করিবে যতনে।
ভূমি জল গুরু আর আকাশ অর্চ্চনে।।

পরিমিত বন্য ফলে সারিবে ভোজন।
ভজিবে গোবিন্দে সদা হয়ে একমন।।
রামকৃষ্ণ নৃসিংহ যাঁর অবতার।
করিবে তাহার ধ্যান আনন্দ অপার।।
বহুবিধ আছে পূজা জানিবেক মনে।
বাসুদেব মন্ত্র হয় শ্রেষ্ঠ সর্ব্বস্থানে।।
হেনমতে সিদ্ধি ক্রমে হইলে সাধন।
ক্রমে ক্রমে হবে সিদ্ধ যত ভক্তগণ।।
মুক্তির বাসনা যারা করে অবিরত।
ইন্দ্রিয়ের ভোগ হতে হইবে বিরত।।
ভক্তিযুক্ত হয়ে সবে এক মনপ্রাণে।
ভজন করিবে সদা নিত্য সনাতনে।।
কহিলাম মুক্তি প্রেম দুই উপদেশ।
বুঝিয়া করিবে বাছা সাধন আবেশ।।
নারদ এতেক বলি হইল সুস্থির।
সেই উপদেশে মুগ্ধ হন ভক্তবীর।।
ঋষিকে পূজিয়া ধ্রুব করেন গমন।
সাধনের পুত পুণ্য সে মধু কানন।।
দেবর্ষি আনন্দে দিয়া কুমারে বিদায়।
রাজার প্রাসাদে যান দেখিতে রাজায়।।
অপূর্ব্ব প্রেমের বাণী শুন ভক্তগণ।
ধ্রুবের চরিত্র-কথা মহতি মহান।।
বিষ্ণুপুরাণে মাত্র হরিকথা সার।
শুনিলে বিলোপ হয় যত পাপভার।।

ধ্রুবের তপস্যা ও বরলাভ

নারদের বাক্যে উত্থানপাদের কুমার।
মধুবন উদ্দেশ্যেতে হন আগুসার।।
কত বন কত নদী কত বা নগর।
ছাড়িয়া দেখেন ধ্রুব রম্য সরোবর।।
কালিন্দী তাহার নাম পবিত্র সে নীর।
কদম্ব তরুতে শোভে মনোহর তীর।।
কালিন্দীর তীরে শোভে রম্য বৃন্দাবন।
তথায় সর্ব্বদা লীলা করে কৃষ্ণধন।।
কালিন্দী হেরিয়া ধ্রুব মোহেতে আকুল।
চক্ষে প্রেমনীর বহে হৃদয় ব্যাকুল।।
কালিন্দীর কাল জলে বায়ুর হিল্লোল।
তুলিছে প্রভাব যেন মধুর কল্লোল।।
কল্লোলে উঠিছে ধ্বনি আয় পাপী আয়।
মোর নীরে করি স্নান ভজ শ্যামরায়।।
ধ্রুবের মনেতে যবে উদয় হইল।
সত্বরে কালিন্দী নীরে সিনান করিল।।
স্নান করি শোক মোহ করি বিসর্জ্জন।
শিশু ধ্রুব প্রবেশিল মধু বৃন্দাবন।।
আছিল কদম্ব বৃক্ষ বৃন্দাবন মাঝে।
ছয় ঋতু সমভাবে নবফুল সাজে।।
অতি মনোহর বৃক্ষ সদা পুষ্পময়।
উচ্চতায় মেঘ চুম্বে শাখা পত্রময়।।
পুষ্পের সৌরভে মত্ত যতেক ভ্রমর।
কোকিল কুহরে ডাকে গুঞ্জে মধুকর।।
ময়ূর করিছে নৃত্য শাখা 'পরে বসি।
অগণ্য প্রফুল্ল ফুল যেন বহু শশী।।
সেই পাদপের তলে করিয়া মনন।
হৃদয়ে করেন চিন্তা শ্রীমধুসূদন।।
অসাধ্য সাধন যোগ করিয়া আশ্রয়।
তরুতলে উপবিষ্ট ধ্রুব সদাশয়।।
বয়সে বালক ধ্রুব জ্ঞানেতে প্রবীণ।
ক্রমে ক্রমে আরম্ভিল সাধনা নবীন।।
অন্তরে সর্ব্বদা জাগে কৃষ্ণ দরশন।
ক্লান্তি নাহি ভাবে সদা যোগ আচরণ।।
যে দেহ কোমল অতি অলঙ্কারময়।
রাজার কুমার বলি সদা যত্ন হয়।।
সেই দেহে ধরিলেন বৈরাগীর বাস।
অঙ্গেতে হাড়ের মালা হইল প্রকাশ।।
রাজার কুমার শিশু দেখিতে কোমল।
শিরে মণিময় চূড়া শোভিত কেবল।।

দেবশিশু সম ধ্রুব আজি কেশহীন।
চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গ ধূলায় মলিন।।
দূরে গেল রাজবস্ত্র চর্ম্মময় বাস।
সুখাদ্য হইল দূর অনশনে আশ।।
রাজভোগ বিবর্জ্জিত সাধনায় মন।
জাগরণ অনশন হইল সাধন।।
এত কষ্ট আচরিয়া রাজার কুমার।
আনন্দে কদম্বতলে করেন বিহার।।
যোগানন্দে সদা মত্ত রেচক পূরক।
প্রাণায়ামে মুগ্ধ সদা মনেতে কুম্ভক।।
বালকের অঙ্গ একে অতি সুকোমল।
বালচন্দ্র সম রূপ প্রেমে ঢলঢল।।
অক্ষমালা শোভে গলে মস্তক মুণ্ডিত।
ললাটে ত্রিপুণ্ড্র কিবা অতি সুশোভিত।।
শৈশবে সন্ন্যাসী ধ্রুব অতি মনোহর।
দেবগণ সম রূপ সাধনে তৎপর।।
ক্রমেতে যোগের সিদ্ধি হইল প্রকাশ।
বালকের অঙ্গে হল জ্ঞানের আভাস।।
আনন্দে মাতিল অঙ্গ প্রেমামৃত পান।
নিমীলিত আঁখিযুগ পদ্মাসনে স্থান।।
তৃষ্ণা ক্ষুধা নাহি আর নাহি নিদ্রা ভয়।
হরিনামে সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট রয়।।
হৃদয়ে রাখিয়া সেই শ্রীমধুসূদন।
মনোহর শ্যামরূপ করেন চিন্তন।।
একমনে অনশনে দিবানিশি ধরি।
বলিতে থাকেন ধ্রুব সদা হরি হরি।।
হরিপ্রেমে গদগদ হরিময় হেরে।
বন্যপশু হেরি তারে হরি বলি ধরে।।
কোথা হরি এসো হরি হৃদয়কমলে।
অসংখ্য প্রণতি তব চরণযুগলে।।
মহতাদি তত্ত্ব সব যে করে ধারণ।
তাহারে অর্চ্চয়ে ধ্রুব হয়ে একমন।।
কঠোর তপেতে তবে মেদিনী কাঁপিল।
তাহাতেই দশদিক প্রকম্পিত হল।।
অনন্ত অসহ্য ধরি তপস্যার ভার।
সুচিন্তিত হন মনে সাধন প্রকার।।

ধ্রুবের তপস্যা হেরি যত দেবগণ।
পীড়িত হলেন সবে সাধন কারণ।।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সূর্য্য বরুণ পবন।
আপনি অনন্তদেব করিয়া মিলন।।
ধাইলেন ত্বরা করি বৈকুণ্ঠ ভিতরে।
শ্রীহরি যথায় সদা স্বরূপে বিহরে।।
বিনয়ে সকলে করি হরির বন্দন।
একে একে করিলেন আত্মনিবেদন।।
বয়সে বালক একে রাজার কুমার।
ধ্রুব নাম হয় তার করে যোগাচার।।
অতীব কঠোর তপ করে আচরণ।
অসাধ্য সাধিল শিশু না দেখি কখন।।
তপস্যার তেজে মোরা হইনু পীড়িত।
শীঘ্র করি কর নাথ ইহার বিহিত।।
তপস্যার বলে রুদ্ধ করিয়াছে শ্বাস।
তাহাতে না পারি মোরা ছাড়িতে নিঃশ্বাস।।
বড় কষ্ট দিল ধ্রুব আমা সবাকারে।
অসাধ্য সাধিল শিশু ভুবন মাঝারে।।
কর দেব যাহে হয় ভয় নিবারণ।
যাহা চায় সেই শিশু কর সমর্পণ।।
শুনিয়া সবার বাণী বৈকুণ্ঠের পতি।
মধুর হাসিয়া কন দেবগণ প্রতি।।
ধ্রুবের তপস্যা হেরি কেন কর ভয়।
আমার উপরে তার অভিমান হয়।।
আমার নিকটে বৎস শিশু বৃদ্ধ নাই।
যেবা ডাকে তার পাশে ত্বরা করে যাই।।
অসাধ্য সাধিল ধ্রুব কঠোর সাধন।
অতি শীঘ্র দিব আমি তারে দরশন।।
মম দরশন লাগি হেন তার আশ।
একান্ত আমায় তার হয়েছে বিশ্বাস।।
বিশ্বাস হয়েছে দৃঢ় আমাতে তাহার।
দূর হবে এইবার সাধন প্রকার।।
নাহি কর ভয় ওহে শুন দেবগণ।
এখনি ঘুচাব আমি ভয়ের কারণ।।
এত বলি দেবগণে করিয়া বিদায়।
গরুড়ে আরোহি হরি বৃন্দাবনে যায়।।

বনফুলমালা দোলে শ্যাম অঙ্গে তাঁর।
মস্তকে মুকুট শোভে কিবা চমৎকার।।
চারি বাহু শোভমান শঙ্খ-চক্রময়।
কটিতটে পীতবাস কিবা শোভা হয়।।
যুগল চরণে শোভে মধুর নূপুর।
অতি মনোহর রূপ প্রশান্ত প্রচুর।।
সেই বেশে যান হরি সেই মধুবন।
শুনহ কেমনে ধ্রুব পায় দরশন।।
ভয়হীন করে দেবে নিজে ভগবান।
প্রণমিয়া দেবগণ স্বর্গলোকে যান।।
ভক্তেরে হেরিতে তবে দেব নারায়ণ।
আসে মধুবনে করি গরুড়ারোহণ।।
যোগে চিত্ত করি স্থির ধ্রুব শান্তমতি।
ভাবিছে হৃদয়ে সদা কৃষ্ণের মূরতি।।
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম মুরলী অধরে।
পীত ধড়া বাঁকা আঁখি চূড়া শিরোপরে।।
কর্ণেতে কুণ্ডল আর চরণে নূপুর।
মধুমাখা হাসিমুখে শোভে সুপ্রচুর।।
শ্যামরূপে আলো করি সর্ব্বদিক বেশ।
পৃষ্ঠেতে দুলিছে সদা মনোহর কেশ।।
এ হেন মোহন রূপ হৃদয়েতে ধরি।
ভাবেন একান্তে ধ্রুব সর্ব্বেশ্বর হরি।।
হৃদয়েতে সেইমত হইয়া উদয়।
দেখায় আপন রূপ হরি সর্ব্বাশ্রয়।।
হৃদয় পথেতে হেরি ধ্রুব নারায়ণ।
প্রেমে পুলকিত হয়ে আনন্দে মগন।।
হৃদয় হইতে রূপ হইয়া প্রকাশ।
ধ্রুবের সম্মুখে আসি দিলেন আভাষ।।
এরূপ হেরিয়া ধ্রুব আনন্দে মাতিয়া।
চক্ষু মেলি দেখে হরি সম্মুখে থাকিয়া।।
মদনমোহনরূপে হেরি নারায়ণ।
একান্তে করিল ধ্রুব চরণ বন্দন।।
হরিরে হেরিয়া ধ্রুব আনন্দে পাগল।
সর্ব্বত্রই হরিময় দেখেন সকল।।
চক্ষে হেরে শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
জীবনের সখা যেন আপন গোচর।।

শিশু ধ্রুব দ্রুত গিয়া দেয় আলিঙ্গন।
আদরে হরিরে করে বদন চুম্বন।।
অতীব সরল শিশু স্তব নাহি জানে।
যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহে সেই স্থানে।।
মনে বড় ইচ্ছা হয় স্তব করিবারে।
বালক বলিয়া মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে।।
দেবর্ষি কারণে যার ভক্তির উদয়।
ধ্রুবলোকে হবে ঠাঁই অমর অক্ষয়।।
বুঝিয়া অন্তরে তার দেব নারায়ণ।
বালকের মুখে বাক্য দিলেন তখন।।
বাক্য লাভ করি ধ্রুব খুলিয়া হৃদয়।
নারায়ণে স্তব করে মনে যা উদয়।।
সবার দেবতা তুমি পরম ঈশ্বর।
মায়াশক্তিবলে সৃষ্টি কর নিরন্তর।।
তোমা হতে কেহ আর নহে শক্তিমান।
ভক্তজনে মুক্তি তুমি দাও ভগবান।।
আপন বান্ধব তুমি দয়ার সাগর।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তুমি হে ঈশ্বর।।
তুমি প্রভু পদ্মনাভ কি কহিব আর।
তোমার চরণে কোটি করি নমস্কার।।
পরম পুরুষ তুমি মায়াশক্তি তব।
কর তুমি বিশ্বসৃষ্টি নিত্য অভিনব।।
অগ্নি যথা এক হয়ে ভিন্ন রূপ ধরে।
তোমার বিচিত্র রূপ বোঝে কোন নরে।।
তোমার প্রদত্ত জ্ঞানে ব্রহ্মা তোমা পায়।
তুমি না শরণ দিলে কি হবে উপায়।।
প্রাকৃত পদার্থ লাগি ভজে তোমা যারা।
নরকের সুখ সদা বাঞ্ছয়ে তাহারা।।
তোমা প্রতি যেইজন ভক্তিমান হয়।
তার সঙ্গ লাভ যেন পাই হে আশ্রয়।।
তোমার চরণে যারা পাইয়াছে স্থান।
পত্নী পুত্র গৃহে সেই নয় যত্নবান।।
বৃক্ষ পক্ষী সরীসৃপ দেব দৈত্য আর।
বিবিধ রূপেতে হয় তোমার প্রকার।।
কিছুমাত্র তার আমি না জানি বিষয়।
তাই হে চরণে তব মেগেছি আশ্রয়।।

ত্রিলোক জঠরে ধরে কল্প অবসানে।
নমস্কার করি সেই প্রভু নারায়ণে।।
এইরূপ নানা বাক্য শিশু ধ্রুব কয়।
আনন্দে আপ্লুত তার হইল হৃদয়।।
ভক্ত অনুরক্ত সেই পরম ঈশ্বর।
ধ্রুবের তপেতে তুষ্ট হন তারপর।।
কিশোর রূপেতে হরি মদনমোহন।
সেই রূপে মুগ্ধ হল শিশু ধ্রুব মন।।
ধ্রুবের আনন্দ হেরি শ্রীমধুসূদন।
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচন।।
অসাধ্য সাধিলে বৎস আমার কারণ।
দেবের দুর্লভ হয় মম দরশন।।
ধন্য সে জননী তব ধরিল জঠরে।
যার পুণ্যে তব শক্তি জন্মিল অন্তরে।।
উঠ বৎস ত্যাগ কর পূর্ব্ব যোগাচার।
যোগের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে তোমার।।
যাহা ইচ্ছা মাগ বর আমি দিব তায়।
কি কাজ বিমর্ষভাবে থাকিয়া হেথায়।।
এত শুনি শিশু ধ্রুব হইয়া সত্বর।
প্রেম পুলকিত অঙ্গে হয়েন গোচর।।
করযোড়ে নারায়ণে কহেন বচন।
ধন্য ধন্য তুমি দেব সর্ব্বসনাতন।।
তুমি যে প্রাণের হরি ওহে নারায়ণ।
সুখ দুঃখ পায় জীব তোমার কারণ।।
তুমি হরি হও দেব শ্রীমধুসূদন।
বেদেতে তোমার গুণ করিছে কীর্ত্তন।।
হৃদয়ের ব্যথা মোর মিটাও মাধব।
এইমাত্র দাও বর সর্ব্বত্র বৈভব।।
ধ্রুবের বাসনা শুনি গোলোকের পতি।
অন্তরে হইল অতি হরষিত মতি।।
পদ্মকরে ধরি কর নেহারি নয়নে।
কহেন তাহার প্রতি মধুর বচনে।।
অভীষ্ট জেনেছি আমি আপন অন্তরে।
সেই স্থান লও যাহা নাহি পায় নরে।।
যাও বাছা সেই স্থান দিলাম এবার।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি নিম্ন হয় যার।।

প্রলয়েতে নাহি হবে তাহার বিনাশ।
বৈকুণ্ঠের জ্যোতি যথা সদা সুপ্রকাশ।।
ধর্ম্ম অগ্নি ইন্দ্র আর সপ্তর্ষি সুজন।
থাকিবে সে স্থান তব করিয়া বেষ্টন।।
যত গ্রহ এ ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ঘেরিয়া।
ভ্রমণ করিবে তারা তোমারে সেবিয়া।।
ধ্রুবলোক নাম তার তব নামে হয়।
পরলোকে হবে তব নিবাস নিশ্চয়।।
এবে ফিরে যাও বৎস আপন সদন।
তোমার সুধীর পিতা যাইবেন বন।।
তব পিতা বনমধ্যে করি আরাধন।
ত্যজিবেন আপনার মায়ার জীবন।।
রাজ্যেশ্বর হবে তুমি তাঁর সিংহাসনে।
ছত্রিশ সহস্র বর্ষ পাল প্রজাগণে।।
ইতিমধ্যে তব ভ্রাতা উত্তম সুধীর।
মৃগয়ায় গিয়ে প্রাণ হারাবেন বীর।।
সুরুচি জননী তার পুত্রের কারণে।
বনে বনে ভ্রমিবেন তার অন্বেষণে।।
সহসা হইবে তথা দাবাগ্নি উদয়।
করিবে তাহারে ভস্ম কহিনু নিশ্চয়।।
এই সব ফলাফল কহিনু তোমারে।
শুন কিছু উপদেশ কহিব এবারে।।
যজ্ঞই আমার মূর্ত্তি ভুবনে প্রকাশ।
যেই যজ্ঞ তুমি প্রিয় করিবে প্রয়াস।।
অন্তিমে করিবে তুমি আমায় স্মরণ।
পাইবে সে ধ্রুবলোক আমার বচন।।
সর্ব্বসুমঙ্গল ধাম পূজিত সকল।
ঋষি যোগী সেই স্থানে গমন কেবল।।
যেই জন একবার সেই স্থানে যায়।
নাহি ফিরে এ সংসারে কহিনু তোমায়।।
প্রলয়ে বিনাশ তার না হয় কখন।
দেহ অন্তে সেই স্থানে করিবে গমন।।
এত বলি হরি তবে করি আশীর্ব্বাদ।
যত ছিল ঘোচালেন ধ্রুবের প্রমাদ।।
স্বচ্ছন্দে উঠিয়া তবে গরুড় উপরে।
চলিলেন বৈকুণ্ঠেতে প্রসন্ন অন্তরে।।

অভিপ্রেত বরলাভ করি ধ্রুব বীর।
অন্তরে ব্যাকুল হয়ে হলেন অস্থির।।
যেই নারায়ণে ভক্তি লোকে মোক্ষ পায়।
অনিত্য এ রাজ্যলাভ ধ্রুবের তাহায়।।
এত ভাবি হন ধ্রুব বিষাদিত মতি।
নিজ গৃহ পানে তবে করিলেন গতি।।
ফুরাল আনন্দ তার হরি দরশনে।
তখন ভাবেন ধ্রুব নিজ মনে মনে।।
দাস্য মাত্র যাঁর আশা করে ভক্তজন।
তাঁর কাছে রাজ্যবাঞ্ছা বৃথাই গ্রহণ।।
মোক্ষপদ যেই পদে হয় দরশন।
অনিত্য এ রাজ্যলাভ এ কি বিড়ম্বন।।
আমার উৎসর্গ হেরি দেবতা নিচয়।
মতিভ্রম ঘটাইল অনুমান হয়।।
দরিদ্র রাজার কাছে শস্যকণা চায়।
আমার মূঢ়তা দেখি সেই পথে যায়।।
এত ভাবি ধ্রুব হয়ে বিষাদিত অতি।
রণ ত্যজি চলিলেন নগরের প্রতি।।
হেথায় উত্তানপাদ পুত্রের কারণ।
আছিলেন শোকাকুল বিষণ্ণ বদন।।
হা পুত্র হা পুত্র করে তাঁহার অন্তর।
সদাই পুত্রের লাগি অতীব কাতর।।
ধ্রুব আগমন কথা শুনিয়া রাজন।
বার্ত্তাবাহককে দিল বহুমূল্য ধন।।
জননী সুনীতি হয় স্নেহের মূরতি।
পুত্রশোকে সকাতর শোকযুক্ত মতি।।
শুনিয়া সকলে নিজ পুত্র আগমন।
অচেতন দেহে যেন পাইল জীবন।।
আনন্দে উঠিয়া রাজা লয়ে সৈন্যগণ।
রথ রথী হয় হস্তী বাদ্য অগণন।।
চলিলেন সমাদরে পুত্র আনিবারে।
স্নেহরসে গদগদ হইয়া অন্তরে।।
সুনীতি সুরুচি আর উত্তম সুজন।
রাজা সহ আগুসারি লন ধ্রুব ধন।।
ধ্রুবের পাইয়া দেখা আনন্দিত সবে।
কেহ চুম্বে কেহ কাঁদে শোকে উচ্চরবে।।
মস্তকের ঘ্রাণ লয় আনন্দিত মন।
বাহু বেড়ি ধ্রুব পুত্রে করে আলিঙ্গন।।
রাজা রাণী কোলে করি আপন তনয়।
মিটায় মনের খেদ যা ছিল সংশয়।।
ধ্রুব করি সবাকার চরণ বন্দন।
করিলেন উত্তমেরে সুখে আলিঙ্গন।।
মাতৃস্তন হতে ধীরে বাহিরায় ক্ষীর।
পুরনারীগণ ঘোষে মঙ্গল রাণীর।।
ধ্রুবের প্রশংসা করে সব জনগণ।
আনন্দে হইল মগ্ন পুরবাসীগণ।।
উত্তম সহিত ধ্রুব গজে আরোহিয়া।
পুরীর দিকেতে চলে ধাইয়া ধাইয়া।।
এইমত হর্ষে মতি লইয়া তনয়।
প্রবেশেন নগরেতে রাজা মহাশয়।।
নগরীর স্থানে স্থানে দ্বার বিদ্যমান।
কদলী বৃক্ষেতে তাহা হয় শোভমান।।
তোরণ মকরাকৃতি অতি রমণীয়।
প্রদীপ সহিত কুম্ভ হয় স্থাপনীয়।।
ধ্রুবের নিকট রাজা শোনে বিবরণ।
হরিকথা শুনি হন বিস্ময়ে মগন।।

বেণ ও পৃথু রাজার উপাখ্যান

শুন মুনি বলে সত্যবতীর নন্দন।
ধ্রুবের চরিত্র কথা করিলে শ্রবণ।।
দুইটি নন্দন তাঁর জানেন জগতে।
শিষ্টি আর ভব্য নাম হয় বিধিমতে।।
ভব্য আছিল বহু পুত্রের জনক।
পরিচয় আছে সবে শম্ভু বাচক।।
শিষ্টির ঔরসে আর সুচ্ছায়া উদরে।
ক্রমে পাঁচ পুত্র জন্মে কাল সহকারে।।

রিপু বিপ্র ও বৃকল বৃকতেজা আর।
রিপুঞ্জয় এই পাঁচ মহাবলাধার।।
রিপুর ঔরসে পরে বৃহতী উদরে।
চাক্ষুষ নামেতে মনু নিজ জন্ম ধরে।।
অষ্টম মনুর জন্ম বীরিণী জঠরে।
চাক্ষুসের ঔরসেতে খ্যাত চরাচরে।।
বৈরাজ নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
তাঁর কন্যা ছিল এক অতি রূপবতী।।
অষ্টম মনুর ভার্য্যা সেই কন্যা হয়।
তাহার গর্ভেতে জন্মে দশটি তনয়।।
উরু পুরু সত্যবাক কবি শতদ্যুম্ন।
অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র তপস্বী সদ্যুম্ন।।
অভিমন্যু এই দশ তাহাদের নাম।
মহাতেজঃ পুঞ্জ সবে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
তার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ উরু মহামতি।
আগ্নেয়ী নামেতে তার ভার্য্যা রূপবতী।।
ছয়টি তনয় জন্মে আগ্নেয়ী উদরে।
তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপরে।।
অঙ্গ সাতি ক্রতু শিব অঙ্গিরা সুমুনা।
এই ছয় পুত্র হয় অতি মহামনা।।
প্রভাব সম্পন্ন সবে খ্যাত চরাচর।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অঙ্গ হয় অতি মহাবল।।
সুনীথা অঙ্গের ভার্য্যা জানে ত্রিভুবনে।
পুত্র এক জন্মে তাঁর বেণ অভিধানে।।
বেণরাজার ডান বাহু করিয়া মন্থন।
পুত্র এক উৎপাদন করে মুনিগণ।।
সেই পুত্র পৃথু নামে জ্ঞাত সর্ব্বনরে।
দোহন করেন তিনি ধরণী দেবীরে।।
ধরা দেবী ধেনুরূপ করিলে ধারণ।
পৃথিবী দোহন করে পৃথু মহাত্মন।।
শাসন করিয়া পরে যত প্রজাগণে।
করিয়াছিলেন সুখী ভুবনের জনে।।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মৈত্রেয় সুজন।
বেণরাজ বাহু কেন হইল মন্থন।।
সেই কথা শুনিবারে বাসনা অন্তরে।
কীর্ত্তন করহ তাহা আমার গোচরে।।

পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সুনীথা অঙ্গের ভার্য্যা জানে সর্ব্বজন।।
তিনি মৃত্যুপতি কন্যা আছে পরিচয়।
বেণরাজা তাঁর গর্ভে দিব্য জন্ম লয়।।
দুশ্চরিত্র হন তবে বেণ নরপতি।
দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্দান্ত ছিল খ্যাত বসুমতী।।
যেইকালে অভিষিক্ত রাজপদে হন।
ঘোষণা করিয়া দিল সর্ব্বত্র তখন।।
যজ্ঞ হোম দান কার্য্য কেহ না করিবে।
যে করিবে সেইজন যোগ্য দণ্ড পাবে।।
আমি সবাকার প্রভু আমি যজ্ঞপতি।
আমারে সকলি পূজা দিবে নিরবধি।।
আমি ভিন্ন যোগ্য ভোক্তা আর কেহ নাই।
ঘোষণা করিল ইহা রাজ্যে সর্ব্ব ঠাঁই।।
ঘোষণা শুনিয়া যত মহাঋষিগণ।
বেণের নিকট আসি কহিল তখন।।
নিবেদন করি নৃপ তোমার গোচরে।
যাহা বলি শুন তব মঙ্গলের তরে।।
মোদের বচনে হবে প্রজার মঙ্গল।
সুখী হবে তুমি নৃপ সুস্থ কলেবর।।
দীর্ঘসত্র অনুষ্ঠান করিয়া সকলে।
করিব হরির পূজা ভেবেছি অন্তরে।।
থাকিবে সে যজ্ঞে এক অংশ আপনার।
আরো এক কথা বলি শুন গুণাধার।।
যদ্যপি তুষিতে পারি শ্রীহরি দেবেরে।
মনোরথ পূর্ণ তব হইবে অচিরে।।
যজ্ঞকর্ম্ম যেই রাজ্যে হয় অনুষ্ঠান।
হরিপূজা যেই রাজ্যে হয় বিদ্যমান।।
সেই রাজ্যে থাকে যেই প্রজা সমুদয়।
পূর্ণমনোরথ তারা হইবে নিশ্চয়।।
মহর্ষিগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
গর্ব্বিত বচনে বেণ কহেন তখন।।
কি কথা বলিলে মোরে তাপস নিকর।
কেবা শ্রেষ্ঠ আমা হতে জগৎ ভিতর।।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট সর্ব্বারাধ্য একমাত্র আমি।
আমার কে আরাধ্য তাহা নাহি জানি।।

যজ্ঞেশ্বর হরি যাহা করিবেন বর্ণন।
আমি নাহি জানি কেবা হয় সেই জন।।
আমি রাজা রাজ্যেশ্বর সর্ব্বদেবময়।
আমি ছাড়া কেবা আর পূজনীয় হয়।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র বায়ু যম মহেশ্বর।
অনল বরুণ ধাতা সূর্য্য শশধর।।
ইত্যাদি করিয়া যত আছে দেবগণ।
শাপদানে বরদানে যাহারা অক্ষম।।
তাহারা সকলে আছে আমার শরীরে।
সুতরাং মোর আজ্ঞা পালহ সকলে।।
যজ্ঞ দান আদি নাহি কর আচরণ।
মম আজ্ঞা রক্ষা করা সবার ধরম।।
নারীর প্রথম ধর্ম্ম পতির সেবন।
তোমাদের ধর্ম্ম যথা শুন দিয়া মন।।
তোমাদের ধর্ম্ম হয় শুন ঋষিগণ।
যতনে আমার আজ্ঞা করিবে পালন।।
গর্ব্বিত বেণের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
ঋষিগণ কহে পুনঃ বিনীত বচনে।।
দেহ সবে অনুমতি ওহে নররায়।
করি যজ্ঞ অনুষ্ঠান আমরা সবায়।।
উচিত নহেক তব ধর্ম্ম ক্ষয় করা।
এই যে দেখিছ নৃপ বিশাল এ ধরা।।
যজ্ঞ দ্বারা হইয়াছে ইহার সৃজন।
রহিয়াছে যজ্ঞ হেতু এ বিশ্বভুবন।।
এরূপে বলিল যদি তাপস নিকর।
যজ্ঞ করিবারে নাহি বলে নৃপবর।।
ক্রোধান্বিত হয়ে তবে যত ঋষিগণ।
পরস্পর কহে সবে এরূপ বচন।।
"নরাধম অতি পাপী এই নরপতি।
অবিলম্বে অভিশপ্ত করিব সম্প্রতি।।
অনাদি নিধনে যিনি নিত্য ভগবান।
যজ্ঞেশ্বর বলি যিনি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
তাঁর নিন্দাবাদ করে হেন দুরাচার।
উচিত তাহারে আজি করিতে সংহার।।
যে জন নহেক যোগ্য হতে রাজ্যেশ্বর।
সংহার করহ তারে অতীব সত্বর।।"

এত বলি মন্ত্রপূত কুশ লয়ে করে।
আঘাত করিল সবে বেণ কলেবরে।।
ইতিপূর্ব্বে হরিনিন্দা করেছে রাজন।
তাহাতেই কিছু তিনি হয়েছে নিধন।।
ঋষিগণ কুশাঘাত যেমন করিল।
তখন বিবশ রাজা ভূমিতে পড়িল।।
এই ভাবে বেণরাজ হইল নিধন।
অরাজক হয় রাজ্যে রাজার কারণ।।
সহসা একদা সেথা ধূলির পটল।
ঘেরিয়া ফেলিল ক্রমে গগনমণ্ডল।।
তাহা হেরি সমীপস্থ মানব নিকরে।
সম্বোধিয়া ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল পরে।।
ধূলিরাশি কি কারণে ছাইল গগন।
বল বল শীঘ্র বল করিব শ্রবণ।।
তাহারা শুনিয়া কহে ওহে ঋষিগণ।
অরাজক হেতু আসি যত দস্যুগণ।।
তাদের মনের মত করে অত্যাচার।
দলবদ্ধ হয়ে তারা করিছে বিস্তার।।
তাদের দলনে যত ধূলির পটল।
সমুত্থিত হয়ে থাকে গগনমণ্ডল।।
সে কারণে চারিদিক হেন অন্ধকার।
অরাজক হেতু রাজ্য হয় ছারখার।।
সবাকার হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মন্ত্রণা করেন যত মুনি ঋষিগণ।।
রাজার সৃজন হেতু অতীব যতনে।
মথিতে লাগিল উরু নৃপতির ক্রমে।।
যত্নে সবে বেণ উরু করে বিলোড়ন।
সহসা পুরুষ এক লভিল জনম।।
ভীষণ মূরতি তার বামন গঠন।
ঋষিগণে কহিছেন লইয়া জনম।।
শুন শুন ঋষিগণ করি হে মিনতি।
কি কারণে জন্ম মোরে দিলেন সম্প্রতি।।
কি কর্ম্ম ধরায় মোর কর অনুমতি।
পালিতে করিব চেষ্টা আমি মূঢ়মতি।।
আজ্ঞা কর ঋষিগণ নিবেদন করি।
আশীষ করহ যেন পালিবারে পারি।।

ঋষিগণ তার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
"নিষীদ"* বলিয়া বাক্য করে উচ্চারণ।।
তাই যে নিষাদ নাম হইল তাহার।
নিষাদ নামেতে পরিচয় সবাকার।।
পরেতে তাহার যত সন্তান জন্মিল।
নিষাদ নামেতে সবে খ্যাত হয়ে গেল।।
অদ্যাপি তাহারা ভূমে করে অবস্থিতি।
বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করে নিরবধি।।
নৃপতির উরুদেশ করিয়া মন্থন।
রাজ যোগ্য নাহি তাহে হয় উৎপাদন।।
তারপর ঋষিগণ করিয়া যতন।
যতনে দক্ষিণ বাহু করিল মন্থন।।
পৃথুর জনম তাহে তখনি হইল।
মহাতেজময় দেহ ধারণ করিল।।
মূর্ত্তিমান পৃথুরাজ অগ্নির সমান।
তারপর কি ঘটিল শুন মতিমান।।
ধরাতলে পৃথুরাজ লভিলে জনম।
শূন্য হতে কত দ্রব্য আসে অগণন।।
আজগব নামে ধনু নানাবিধ শর।
অক্ষয় কবচ আর আসে দ্রুততর।।
হেনমতে পৃথুরাজ লভিলে জনম।
প্রজাগণ হইল সবে আনন্দে মগন।।
পৃথুর প্রভাব পেয়ে বেণ নরপতি।
নরক হইতে ত্রাণ পায় দ্রুত গতি।।
পৃথুরাজ যেইকালে লভিল জনম।
সমুদ্র ইত্যাদি যত নদী অগণন।।
মূর্ত্তিমান হয়ে সবে আগমন করি।
নানাবিধ রত্ন ধন সমর্পণ করি।।
অভিষেক হেতু জল আনিল সত্বর।
একত্র হইয়া যত অমর নিকর।।
ব্রহ্মা সহ সেই স্থানে করে আগমন।
স্থাবর জঙ্গম আদি আসে সব জন।।
এ ভাবেতে একত্রিত হইয়া সকলে।
রাজ্যে অভিষিক্ত করে পৃথু নরবরে।।

তথা থাকি সেইকালে দেব পদ্মাসন।
পৃথু করে চক্রচিহ্ন করে দরশন।।
দক্ষিণ করেতে চিহ্ন হেরি পদ্মযোনি।
জানিলেন বিষ্ণু অংশ হয় নৃপমণি।।
আনন্দের সীমা তাহে না রহিল আর।
হেন চিন্তা মনে মনে করে গুণাধার।।
হেনরূপ চক্রচিহ্ন থাকে যার করে।
রাজা হয় একচ্ছত্র সে জন সংসারে।।
তাঁহার প্রভাব কেবা করিবে লঙ্ঘন।
দেবগণ কভু নাহি হইবে সক্ষম।।
রাজপদ এই ভাবে পেয়ে নরপতি।
ন্যায়মতে সুশাসন করে বসুমতী।।
সমভাবে সর্ব্বপ্রজা করেন পালন।
তাঁহে অনুরক্ত ক্রমে যত প্রজাগণ।।
প্রজানুরঞ্জন হেতু সেই নরপতি।
ন্যায়মতে সুশাসন করে বসুমতী।।
মহারাজ বলি ভূমে খ্যাতি লাভ করে।
নিত্যপ্রাতে গুণগান শুনে সমস্বরে।।
আর কি বলিব তার ওহে তপোধন।
প্রবল প্রতাপ তার করি দরশন।।
সাগরাভিমুখী যত সলিল নিকর।
স্তম্ভিত হইয়া রহে ওহে মুনিবর।।
ভীত হয়ে গিরিকুল অতীব যতনে।
পথ দান করে সদা নৃপতিনন্দনে।।
অসংখ্য বলবান ছিল যত সেনাগণ।
কভু তারা পরাজিত হতো না কখন।।
তাঁর রাজ্যে বসুমতী বিনা আকর্ষণে।
উৎপাদিত শস্যরাশি পরম যতনে।।
হয়ে কাম দুধা ভূমে যত গাভীগণ।
প্রজার কামনা যত করিত পূরণ।।
জনম লভিল যুবা পৃথু নররায়।
সে হেতু যজ্ঞেতে তাঁর সদা মতি যায়।।
জনমিয়া যজ্ঞকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
যজ্ঞ অধিষ্ঠাতা হন ব্রহ্মা ভগবান।।
যেদিন সে স্থান হতে সোমলতাগণ।
সে যজ্ঞে আকৃষ্ট হয় ওহে তপোধন।।

* নিষীদ—উপবিষ্ট হও।

সে দিন সে স্থান হতে মহাবুদ্ধিমান।
দুইটি পুরুষ জন্মে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
তাহা হেরি ঋষিগণ আনন্দ প্রকারে।
সূত ও মাগধ নাম দিলেন দোঁহারে।।
অনন্তর তাঁহাদের করি সম্বোধন।
কহিলেন কহি যাহা শুনহ বচন।।
এই যে পৃথিবী নাম পৃথু মহামতি।
তোমা দোঁহে স্তব কর হইয়া ভকতি।।
যেই কর্ম্ম পৃথুরাজ করিবে সাধন।
সেই গুণগান সদা করিবে কীর্ত্তন।।
সূত ও মাগধ ইহা শুনিয়া শ্রবণে।
করযোড়ে কহে পরে বিনয় বচনে।।
পৃথু কীর্ত্তি কর্ম্ম আর গুণ সমুদয়।
কিছু নাহি জানি মোরা ওহে ঋষিচয়।।
কীর্ত্তিমান হয়ে সেই পৃথু নরপতি।
প্রতিষ্ঠা না লভিয়াছে ইহাই প্রতীতি।।
কিরূপে করিব স্তব আমরা তাহার।
বল মহাশয় আজি উপায় উহার।।
দোঁহাকার বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ।
সম্বোধিয়া কহিলেন যত ঋষিগণ।।
বেণপুত্র মহারাজ পৃথু নরপতি।
সসাগরা ধরিত্রীর হন অধিপতি।।
অসংখ্য মহৎ কাজ এই মতিমান।
ধরামাঝে করিবেন ক্রমে অনুষ্ঠান।।
সদ্‌গুণ রহিবে যত তাঁহার শরীরে।
এখন তোমরা স্তব করহ তাঁহারে।।
ভবিষ্যৎ গুণকর্ম্ম করিয়া কীর্ত্তন।
নৃপতির স্তুতিবাদ করে দুইজন।।
এইরূপে মুনিগণ কহিল দোঁহারে।
পশিল রাজার তাহা শ্রবণ বিবরে।।
তাহা শুনি প্রীত হয়ে পৃথু মহাত্মন।
মনে মনে এই কথা করেন চিন্তন।।
সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ অবশ্যই হয়।
সূত আর মাগধ দুই মহাশয়।।
গুণের প্রশংসা মম করিবে সাদরে।
শুনিব সে সব কথা শ্রবণ বিবরে।।
যাহা যাহে দোঁহে মিলি করিবে কীর্ত্তন।
অন্যথা তাহার নাহি হবে কদাচন।।
যেরূপে আমার গুণ করিবে কীর্ত্তন।
সেইরূপ কার্য্য আমি করিব সাধন।।
যাহা যাহা দোষ বলি করিবে কীর্ত্তন।
অনুষ্ঠান তাহা নাহি করিব কখন।।
হেনরূপ চিন্তা পৃথু করে মনে মনে।
সূত ও মাগধ স্তব করে দুইজনে।।
নৃপতির গুণ ভাবি করিয়া কীর্ত্তন।
স্তুতিবাদ আরম্ভিল তারা দুইজন।।
বলিতে লাগিল এই পৃথু নরপতি।
প্রবল প্রতাপ হবে আর সত্যবাদী।।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে বরাণ্য প্রবর।
দুষ্টের দমনকর্ত্তা হবে নৃপবর।।
কৃতজ্ঞ দয়ালু হবে ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রিয়বাদী মানদাতা সম্মানভাজন।।
হিতকারী হবে সদা বিপ্রের উপর।
যাজ্ঞিক হইবে অতি সজ্জন প্রবর।।
শত্রু-মিত্রে সমভাব করিবে দর্শন।
সমব্যবহারী হবে সবার সদন।।
সূত মাগধের মুখে এই স্তব-স্তুতি।
শ্রবণ করিল সেই পৃথু নরপতি।।
হৃদিমাঝে সেই সব করিয়া ধারণ।
সেই অনুসারে কর্ম্ম করেন সাধন।।
তাহাতে অতুল যশ রটিল তাঁহার।
সুশাসক মতে রাজ্য শাসে গুণাধার।।
প্রভূত দক্ষিণা যজ্ঞ করে নরপতি।
কত লোক আসে তাহে রাজার বসতি।।
বেণরাজা ঋষিকোপে ত্যজিলে জীবন।
উপদ্রব করে কত যত দস্যুগণ।।
সেই হেতু পৃথিবীর ঔষধি সকল।
বিনষ্ট হইয়াছিল ওহে মুনিবর।।
তাই সে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে যত প্রজাগণ।
কাতর ভাবেতে আসে পৃথুর সদন।।
নমস্কার করি তারে নিবেদন করে।
শুন ওহে নরপতি নিবেদি তোমারে।।

তব শাসনের পূর্ব্বে এই বসুমতী।
অরাজক হয়েছিল ওহে নরপতি।।
শস্যমাত্র নাহি ছিল এ বিশ্ব মাঝারে।
ক্ষয়প্রাপ্ত হই মোরা সে সকল তরে।।
আপনারে করি বিধি পৃথিবী ঈশ্বর।
রক্ষাভার দিয়াছেন আপনা উপর।।
অতএব ধরা হতে ওষধি সকল।
উদ্ধার করহ ত্বরা ওহে মহাবল।।
কৃপা করি হেন কার্য্য করিয়া সাধন।
রক্ষা কর ওহে নৃপ মোদের জীবন।।
হেনমতে প্রজাগণ করিলে বিনয়।
রোষবশে অন্ধ হয়ে পৃথু মহোদয়।।
দিব্য রাজগণ ধনু করিয়া ধারণ।
অসংখ্য শর যত করিয়া গ্রহণ।।
ধরাকে সংহার হেতু হন আগুয়ান।
ভীত হয়ে সদা সতী করে পলায়ন।।
ধেনুরূপ পৃথ্বী দেবী করিয়া ধারণ।
প্রথমতঃ ব্রহ্মলোকে করে পলায়ন।।
তথা হতে নানা স্থানে করেন পয়ান।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় পৃথু মতিমান।।
যথায় যথায় দেবী করেন গমন।
তথা যান অস্ত্র করে নিজে সে রাজন।।
হেনমতে ক্রমাগত নানা স্থানে ফিরি।
নিরুপায় হয়ে পড়ে ধরণী সুন্দরী।।
বিনীত হইয়া পড়ে রাজার চরণে।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে করি সম্বোধনে।।
শুন শুন নিবেদন ওহে নরপতি।
জান না কি নারীহত্যা মহাপাপ অতি।।
অবলা রমণী আমি ওহে গুণাধার।
কি হেতু আমারে তুমি করিবে সংহার।।
ধরার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নরপতি রোষবশে কহেন তখন।।
শুন ওহে বসুমতী আমার বচন।
সংহার করিলে এক পাতকীর প্রাণ।।
অসংখ্য লোকের তাহে শুভ যদি হয়।
সে স্থলে বধিলে পাপ নাহিক নিশ্চয়।।

অধর্ম্মের লেশমাত্র তাহে কিছু নাই।
ধর্ম্মের ধরম এই কহি তব ঠাঁই।।
পৃথ্বী কহে শুন নৃপ তুমি গুণাধার।
আমারে যদ্যপি তুমি করহ সংহার।।
কিরূপে মঙ্গল বল হবে সুসাধন।
প্রজাগণে কেবা আর করিবে ধারণ।।
এত শুনি কোপবশে নৃপচূড়ামণি।
কহিলেন শুন দুষ্টে কলুষকারিণী।।
করিলে অগ্রাহ্য তুমি আমার শাসন।
তাই তোমা শরাঘাতে করিব নিধন।।
প্রজার কারণে বল কিবা আছে ভয়।
সবাকারে যোগবলে ধরিব নিশ্চয়।।
এত শুনি ভয়ে ভীতা ধরণী সুন্দরী।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে সম্বোধন করি।।
শুন ওহে মহারাজ করি নিবেদন।
সু-উপায়ে সিদ্ধ হয় যতেক করম।।
প্রজাহিত হেতু কেন হতেছ কাতর।
সু-উপায় বলিতেছি শুন নৃপবর।।
যে সব ওষধি আমি করেছি হরণ।
জীর্ণ হল উদরেতে ওহে মহাত্মন।।
তোমারে কি ভাবে বল করিব প্রদান।
মনেতে ভেবেছি যাহা শুন মতিমান।।
কল্পনা করিয়া বৎস দেহ নরবর।
তাহারে আশ্রয় আমি করি অতঃপর।।
ক্ষীররূপে দিব আমি ওষধি সকল।
মানস সফল হবে শুন মহাবল।।
সর্ব্বস্থানে মম দুগ্ধ প্রসৃত হইলে।
জন্মিবে প্রচুর শস্য সর্ব্বরাজ্য স্থলে।।
ধরার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধনুকের অগ্র দিয়া পৃথু মহাত্মন।।
ভগ্ন করিয়াছিল বহু গিরিবর।
উচ্চ নিম্ন সেকারণ পর্ব্বত নিকর।।
পূর্ব্বে ছিল ভূমণ্ডল ভীষণ আকার।
গ্রামের বিভাগ নাহি ছিল গুণাধার।।
সম্যক কৃষির কাজ না হতো কখন।
সুচারু সম্পন্ন নাহি হতো গোচারণ।।

পৃথুর রাজত্ব হতে সেই সমুদয়।
শৃঙ্খলা মতেতে হয় অখিল ধরায়।।
যে যে স্থান সমতল করিল রাজন।
তথায় তথায় বাস করে প্রজাগণ।।
ফল মূল আদি পূর্ব্বে করিয়া ভোজন।
জীবন ধরিত বহুকষ্টে প্রজাগণ।।
পৃথুর রাজত্ব হতে সেই দুঃখ গেল।
সুখের উদয় ভূমে তদবধি হৈল।।
স্বায়ম্ভুব মনু যিনি বিদিত ভুবন।
বৎসরূপ করি তাঁরে পৃথু মহাত্মন।।
আপন হস্তকে পাত্র করিয়া কল্পন।
গোরূপিণী ধরণীকে করিল গ্রহণ।।
গ্রহণ করিয়া তারে দোহন করিল।
পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে প্রকাশ পাইল।।
জন্মিল প্রচুর শস্য তাহে সর্ব্বস্থানে।
না রহিল কোন কষ্ট এ বিশ্বভুবনে।।
সেই সব শস্য দ্বারা যত প্রজাগণ।
অদ্যাপিও করিতেছে জীবন ধারণ।।
ধরিত্রীর প্রাণ রক্ষা করিল নৃপতি।
পিতার স্বরূপ হয় সেই মহীপতি।।
পৃথিবী নাম তাই ধরার হইল।
পৃথু 'পরে তুষ্ট হয় দেবতা সকল।।
যদ্যপি এরূপে হয় পৃথিবী দোহন।
তারপর দেব ঋষি দৈত্য যক্ষগণ।।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ভূত ভুজঙ্গ নিকর।
তরুলতা আদি করি যত চরাচর।।
এক এক দ্রব্যে পাত্র করিয়া কল্পন।
মনোমত বস্তু সবে করিল দোহন।।
পৃথিবী সামান্যা নহে ওহে মহামুনে।
জনম হয়েছে তার বিষ্ণুর চরণে।।
অখিল বিশ্বকে ধরা করেন ধারণ।
সবাকারে সর্ব্বদাই করিছে রক্ষণ।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
পৃথুর মাহাত্ম্য এই কহিনু তোমায়।।
তাঁর তুল্য বলবীর্য্যশালী নরপতি।
মহান পুরুষ নাহি ওহে মহামতি।।
করিতেন নিরন্তর প্রজার রঞ্জন।
আদিরাজ নামে খ্যাত সেই সে কারণ।।
পবিত্র চরিত তাঁর এ বিশ্বমাঝার।
যে জন কীর্ত্তন করে ওহে গুণাধার।।
কোন পাপ নাহি রহে তাহার শরীরে।
মহাপুণ্যবান সেই এ ভবসংসারে।।
যেইজন ভক্তিভাবে করয়ে শ্রবণ।
নাশ হয় যত তার দুঃখের কারণ।।
বিষ্ণুপুরাণ কথা অমৃত আধার।
শুনিলে হইবে নর ভব পারাবার।।

প্রচেতাগণের কাহিনী

কহিলেন পরাশর শুন মহামতি।
লাভ করে দুই পুত্র পৃথু নরপতি।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় তাঁর নাম অন্তর্ধান।
কনিষ্ঠের নাম পালি শুন মতিমান।।
অন্তর্ধান সহ বিভা হয় শিখণ্ডিনী।
হবির্ধান তার পুত্র শুনহ কাহিনী।।
অগ্নিকন্যা আগ্নেয়ী রূপবতী হয়।
অন্তর্ধান সহ পুনঃ হয় পরিণয়।।
আগ্নেয়ীর ছয় পুত্র হইল তাহাতে।
তাহাদের নাম কহি শুন ভালমতে।।
প্রাচীনবর্হি হয় প্রথম নন্দন।
শুক্র জয় কৃষ্ণ ব্রজ তারপর হন।।
অজিল নামেতে পরে জন্মিল নন্দন।
আগ্নেয়ীর হয় এই ছয় পুত্রগণ।।
প্রাচীনবর্হির গুণ জগতেতে খ্যাত।
যাঁহা হতে প্রজাকুল হইল বর্দ্ধিত।।
ধরাতলে তপকালে নানারূপ স্থানে।
কুশরাশি বিস্তারিত করিল যতনে।।

প্রাচীনাগ্র ছিল সেই কুশ সমুদয়।
তাই সে প্রাচীনবর্হি তাঁর নাম হয়।।
কত না কঠোর তপ করিয়া সাধন।
পত্নীরূপে সবর্ণারে করিল গ্রহণ।।
সবর্ণা সুন্দরী হন সাগর নন্দিনী।
একে একে দশ পুত্র লভিলেন তিনি।।
প্রচেতা বলিয়া খ্যাত সেই পুত্রগণ।
ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ হয় সর্ব্বজন।।
ধর্ম্ম আচরণ তারা করিয়া সকলে।
অবস্থান করি সদা সাগর সলিলে।।
কঠোর তপস্যা করে সহস্র বৎসর।
তাহাদের তপ হেরি কম্প চরাচর।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন।
সমুদ্র সলিলে কেন প্রচেতার গণ।।
সে কেমন গুঢ় তত্ত্ব শুনিতে বাসনা।
বিস্তারিয়া কহি তাহা পুরাও কামনা।।
কহিলেন পরাশর শুন তপোধন।
সর্ব্বলোক পিতামহ দেব পদ্মাসন।।
প্রচেতাগণের পিতা প্রাচীনবর্হিরে।
অনুরোধ করে প্রজা সৃষ্টি করিবারে।।
শুনিয়া প্রাচীনবর্হি করি সম্বোধন।
পুত্রগণে হেন বাক্য করে নিবেদন।।
"শুন ওহে পুত্রগণ বচন আমার।
ভগবান ব্রহ্মা যিনি কমল আধার।।
তিনিই করিল আজ্ঞা প্রজার কারণ।
স্বীকৃত হয়েছি তাহে শুন পুত্রগণ।।
প্রবৃত্তি আমার তাহে নাহি কিন্তু আর।
সৃষ্টিকার্য্য কর সবে আদেশে আমার।।
খুশী আমি হব যাতে করহ সৃজন।
পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃবাক্যের রক্ষণ।।
ব্রহ্মাদেশ পালন যে উচিত সবার।
অতএব কর সৃষ্টি বচনে আমার।।"
পিতৃবাক্য শুনি তবে প্রচেতার গণ।
পিতার উদ্দেশ্যে কহে বিনীত বচন।।
কি কার্য্য করিলে তবে প্রজাসৃষ্টি হবে।
উপদেশ দান পিতা আমাদের সবে।।

এতেক শুনিয়া পিতা কহেন তখন।
সর্ব্বদাই সেব সনাতন ভগবান।।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তাহাতে।
অসাধ্য সাধন হয় জানিবে মনেতে।।
সকলেই প্রজাবৃদ্ধি করিবার তরে।
অর্চ্চনা করহ তবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে।।
হইলে প্রসন্ন পরে হরি দয়াময়।
বাসনা পূরণ হবে নাহিক সংশয়।।
চতুর্ব্বর্গ লাভ হেতু শুন সর্ব্বজন।
সর্ব্বদা অর্চ্চনা কর শ্রীহরি চরণ।।
আদিতে স্বয়ং ব্রহ্মা দেব পদ্মযোনি।
আরাধনা করি সেই হরি চিন্তামণি।।
শ্রীহরি প্রসাদে করে প্রজার সৃজন।
সেরূপ আমার বাক্য রাখ বৎসগণ।।
যদি আরাধনা কর চরণ তাঁহার।
প্রজা বৃদ্ধি হবে তাহে কহিলাম সার।।
পিতৃ উপদেশ হেন করিয়া শ্রবণ।
সাগর সলিলে মগ্ন হয়ে পুত্রগণ।।
অনাদি অনন্ত পদে রাখিয়া অন্তর।
শ্রীহরির স্তব পাঠ করে নিরন্তর।।
অসংখ্য বরষ তাপ করে-আচরণ।
সত্য যাহা কহিলাম শুন তপোধন।।
পুনরায় জিজ্ঞাসেন মৈত্রেয় সুজন।
সাগরসলিলে প্রচেতারা মগ্ন হন।।
যেরূপ হরির স্তব করেন কীর্ত্তন।
মনেতে বাসনা তাহা করিতে শ্রবণ।।
অতএব সেই স্তব বলহ গোসাঁই।
শুনিয়া তাপিত মন শ্রবণ জুড়াই।।
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সাগরসলিলে মগ্ন হয়ে পুত্রগণ।।
শ্রীহরি উদ্দেশ্যে স্তব করে সর্ব্বজন।
আদিম পুরুষ তুমি ওহে ভগবন।।
অনাদি অব্যয় তুমি জগৎ ঈশ্বর।
তোমা হতে সৃষ্ট হয় এই চরাচর।।
সকল পদার্থে তুমি কর অধিষ্ঠান।
তোমার উপমা ভবে রহে বিদ্যমান।।

অরূপ স্বরূপ তুমি দেব গদাধর।
সন্ধ্যা রাত্রি রূপ বলি খ্যাত চরাচর।।
কালের স্বরূপ তুমি জানি গো অন্তরে।
কেবা জানে তব তত্ত্ব সংসার ভিতরে।।
তোমার কৃপায় দেব আর পিতৃগণ।
সতত সুধান্ন সবে করেন ভোজন।।
তুমিই ধারণ প্রভু কর সোমরূপ।
সকল ভূতের তুমি প্রাণের স্বরূপ।।
তুমি সূর্য্যরূপে প্রভু কর বিচরণ।
প্রখর কিরণজাল করি বিতরণ।।
বিনাশহ জগতের যত অন্ধকার।
তোমা হতে হয় যত ঋতুর সঞ্চার।।
সুকঠিন ধরা রূপ করিয়া ধারণ।
সযতনে জগতেরে করিছ পালন।।
সকল দেহীর তুমি বীজের স্বরূপ।
তুমি বিশ্বযোনি হও তুমি জলরূপ।।
দেবতার মুখরূপ হয়ে নিরন্তর।
ভোজন করহ হব্য ওহে বিশ্বধর।।
পিতৃমুখ রূপে হব্য করহ ভোজন।
তুমি দেব অগ্নিরূপ কহে সর্ব্বজন।।
বারংবার করি নতি তোমার চরণে।
প্রসাদ করহ দেব আমা সবা জনে।।
জীবের শরীরে তুমি করিয়া আশ্রয়।
করিতেছ চেষ্টাযুক্ত দেহ সমুদয়।।
তাই তোমা পদে দেব করি নমস্কার।
বিশ্বের আধার তুমি জগতের সার।।
বিশ্রাম কারণ তুমি অনন্ত মূরতি।
আকাশ স্বরূপ তুমি ওহে বিশ্বপতি।।
শব্দ আদি রূপ তুমি করিয়া ধারণ।
ইন্দ্রিয় রূপেতে থাক ওহে নিরঞ্জন।।
সকল বিষয় ভোগ কর নিরন্তর।
জ্ঞান মূল তুমি হরি ক্ষর ও অক্ষর।।
ইন্দ্রিয় দ্বারায় করি বিষয় গ্রহণ।
আত্মারে করিছ তৃপ্ত তুমি সর্ব্বক্ষণ।।
অন্তর স্বরূপ তুমি জানি হে তোমারে।
বিশ্বাত্মা বলিয়া গায় তোমারে সংসারে।।

প্রকৃতি রূপেতে বিশ্ব করিয়া সৃজন।
নিরন্তর সযতনে করিছ পালন।।
তোমা হতে বিশ্ব লয় পাবে পুনর্ব্বার।
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার।।
স্বভাবতঃ শুদ্ধ তুমি অথচ নির্গুণ।
ভ্রমবশে কহে সবে তোমারে সগুণ।।
অজ শুদ্ধ নিরঞ্জন তুমি নির্ব্বিকার।
পরব্রহ্ম রূপ তুমি নির্গুণ আকার।।
সে পরম পদ তুমি পরম ঈশ্বর।
স্থূল সূক্ষ্ম শূন্য তুমি অজর অমর।।
দৈর্ঘ্য নাহি তব প্রভু নাহিক বিস্তার।
অব্যয় অভ্রান্ত স্পর্শশূন্য নিরাকার।।
কিছুতে বিশেষ তব না হয়ে লক্ষিত।
সর্ব্বভূতাশ্রয় তুমি জগতে বিদিত।।
তুমি প্রভু হও সর্ব্ব গুণের আধার।
তোমার চরণে দেব করি নমস্কার।।
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যত আছে বিদ্যমান।
সবাকার অগোচর তুমি ভগবান।।
প্রণমিয়া তব পদে লভিনু শরণ।
ওহে নারায়ণ কর বাসনা পূরণ।।
জিজ্ঞাসিল পরাশর তাই ততক্ষণে।
শুনিলে তো স্তব করে প্রচেতার গণে।।
নিমগ্ন হইয়া সবে সাগর ভিতর।
হেনমতে করে স্তব অযুত বৎসর।।
তাহাতে প্রসন্ন হয়ে দেব নারায়ণ।
সবাকার পুরোভাগে দিলেন দর্শন।।
নীলোৎপল সম বর্ণ সুন্দর আকারে।
বিরাজ করিছে দেব গরুড় উপরে।।
তাহা হেরি ভক্তিভাবে করিলে প্রণাম।
সম্বোধন করি তবে বলে ভগবান।।
শুন ওহে বৎসগণ আমার বচন।
তপে তুষ্ট হয়ে আমি করি আগমন।।
মনোমত চাহ বর তোমরা সকলে।
যাহা চাবে দিব তাহা আনন্দ হিল্লোলে।।
এতেক বচন শুনি প্রচেতার গণ।
ভক্তি ভাবে প্রণমিয়া করে নিবেদন।।

প্রসন্ন মোদের প্রতি হও যদি হরি।
হেন বর দেহ তবে করুণা বিতরি।।
পিতার আদেশ মোরা ধরি শিরোপরে।
প্রজাবৃদ্ধি করি যেন এ বিশ্বসংসারে।।
এরূপ প্রার্থনা শুনি প্রভু ভগবান।
তথাস্তু বলিয়া বর করেন প্রদান।।
তারপর হরি যবে অন্তর্ধান হয়।
যথাস্থানে চলি যায় প্রচেতা নিচয়।।
প্রচেতারগণ সবে নিজ স্থানে গেল।
বিষ্ণুপুরাণে যাহা ব্যাসদেব বর্ণিল।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত আধার।
ভক্তিতে শুনিলে ভক্ত হয় ভবপার।।

কণ্ডু মুনির উপাখ্যান ও দক্ষ কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি

বলে পরাশর মুনি শুন তপোধন।
তপস্যা করেন যবে প্রচেতার গণ।।
জনক সবার প্রাচীনবর্হি সেইকালে।
রাজ্য পরিহরি তবে বনবাসী হলে।।
দেবর্ষির পাশে লভি মহাতত্ত্ব জ্ঞান।
বিষয়াদি ত্যজি বনে করেন পয়ান।।
রাজার কারণে রাজ্যে রক্ষক বিহনে।
দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় প্রজাগণে।।
অরণ্য সমান হইল রাজ্য সমুদয়।
উন্নত হইয়া রহে যত তরুচয়।।
ক্রমে গগনের পথ ঢাকিয়া পড়িল।
পবনের গতাগতি অবরুদ্ধ হইল।।
হেনমতে দুরবস্থা রাজ্যেতে ঘটিলে।
বহু দুঃখ কষ্ট পায় প্রজারা সকলে।।
অযুত বরষ ক্রমে করিল যাপন।
তারপর শুন শুন ওহে তপোধন।।

সাগর হইতে উঠি প্রচেতা সকলে।
সে রাজ্যের হেন দশা নয়নে নেহালে।।
অতীব ক্রোধান্বিত হলেন তখন।
অনল উদ্গার করে তাঁদের বদন।।
কত বায়ু বাহিরিল বদন হইতে।
বৃক্ষাদি পড়িল সেই বায়ুর আঘাতে।।
অগ্নি দ্বারা সেই সব হইল ভস্মসাৎ।
নানা ভাবে মহারোষ হইল উৎপাত।।
তাহাতেই বৃক্ষশূন্য হইল রাজ্যপর।
তবে এককালে সেথা দেব শশধর।।
প্রচেতাগণের কাছে করিয়া গমন।
সান্ত্বনা করিয়া কহে মধুর বচন।।
বলেন শুনহ বাক্য তোমরা সকলে।
রোষ সম্বরণ কর নিজ নিজ বলে।।
বৃক্ষলতাগুলি দগ্ধ করিও না আর।
সন্ধি সংস্থাপন কর বচনে আমার।।
যেরূপ করিবে তাহা করহ শ্রবণ।
তাহার উপায় আমি করিব বর্ণন।।
ভবিষ্যৎ জানি আমি নাহিক সংশয়।
পাদপগণের এবে শুন পরিচয়।।
তাহাদের আছে কন্যা পরমা সুন্দরী।
মরিষা তাহার নাম অনুপমা নারী।।
অমৃত কিরণ আমি করি বরিষণ।
সদা সে কন্যারে করি লালন পালন।।
সে কন্যারে পত্নীরূপে তোমরা সকলে।
গ্রহণ করহ ত্বরা সমাদর কোলে।।
পরম সুখেতে কাল করহ হরণ।
পরে মোর কথা এক করহ শ্রবণ।।
আমার ও তোমাদের অর্ধতম তেজে।
জনমিবে পুত্র এক মানব সমাজে।।
মরিষা উদরে জন্ম হইবে তাহার।
দক্ষ নামে খ্যাত হবে সেই গুণাধার।।
দক্ষ প্রজাপতি হবে মহাতেজা অতি।
তাহার সমান কভু না হবে ভূপতি।।
অগ্নিতুল্য তেজোময় হবে সেইজন।
পুনর্ব্বার প্রজাকুল করিবে বর্ধন।।

নাহি আজি কর ভয় তোমরা অন্তরে।
এক নারী দশজনে লবে কি প্রকারে।।
সেই ভয় নাশ হেতু পূর্ব্ব বিবরণ।
প্রকাশ করিব সবে করহ শ্রবণ।।
পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে মুনি একজন।
গোমতী নদীর তীরে করিয়া গমন।।
একান্ত অন্তরে সেথা করিয়া আসন।
কঠোর তপস্যা করে শুনহ কারণ।।
তাঁহার তপস্যা হেরি একান্ত অন্তরে।
স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র সদা কাঁপে ডরে।।
তপস্যাভঙ্গের হেতু সে ইন্দ্র রাজন।
প্রম্লোচা অপ্সরায় করিল প্রেরণ।।
নানা ভাবে বেশভূষা করি সে অপ্সরী।
মুনির নিকট তবে যান ধিরি ধিরি।।
কণ্ডু পাশে উপনীত হয়ে সেইজন।
রঙ্গভঙ্গ করে কত কাম-ভাব মন।।
তাহা হেরি ঋষিবর চঞ্চল অন্তর।
জপ-তপ অবসান করি তারপর।।
বিষয় রসেতে মগ্ন হলেন যখন।
কামিনী সহিত হন বিহারে মগন।।
মন্দর দ্রোণীতে গিয়া কামিনীর সনে।
উন্মত্ত বিহারে সদা পুলকিত মনে।।
হেনমতে শতাধিক বর্ষ বিহারয়।
অপ্সরী সে একদিন কহিল তাঁহায়।।
শুন ওহে মহামুনি আমার বচন।
সময় হয়েছে স্বর্গে করিব গমন।।
দয়া করি আজ্ঞা আজি দেহ তুমি মোরে।
উদগ্রীব হয়েছি আমি আপন অন্তরে।।
তাহার প্রার্থনা শুনি কণ্ডু তপোধন।
নারাজ হইয়া তবে কহিল তখন।।
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
পূর্ণ করিতে নারি প্রার্থনা তোমার।।
আরো কিছু দিন থাক আমার সকাশে।
তারপর যাবে তুমি অমর নিবাসে।।
ঋষিবাক্য তবে দেবী করিয়া শ্রবণ।
অগত্যা অপ্সরী হইল সম্মত তখন।।
পুনরায় প্রেমবাণে মুগ্ধ মুনিবর।
সুখেতে কাটায় কাল ক্রমে তারপর।।
পুনরায় শতবর্ষ অতীত হইলে।
পুনরায় বিদ্যাধরী তাঁহারেই বলে।।
শুন ওহে মহামুনি মম নিবেদন।
এখানে থাকিতে আর নাহি লয় মন।।
আদেশ প্রদান কর করুণা বিতরি।
অচিরে গমন আমি সুরপুরে করি।।
এতেক বচন শুনি কণ্ডু মুনিবর।
সম্বোধিয়া পুনরায় করিল উত্তর।।
মম বাক্য শুন বলি ওগো সুশোভনে।
আর কিছুদিন প্রিয় থাক মম সনে।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অপ্সরা নারিল তাহা করিতে লঙ্ঘন।।
পুনরায় তার সহ কণ্ডু ঋষিবর।
যাপন করেন সার্দ্ধ শতেক বৎসর।।
অতঃপর শুন তবে সেই বিদ্যাধরী।
নিবেদন করে পুনঃ সম্বোধন করি।।
অনুমতি দেহ তবে ওহে তপোধন।
সুরপুরে অবিলম্বে করিব গমন।।
তাহা শুনি কহে ঋষি সম্বোধন করি।
আরো কিছুদিন হেথা থাক লো সুন্দরী।।
হাস্য-পরিহাসে কাল করহ যাপন।
তোমাতে আসক্ত বড় হইয়াছে মন।।
এত বলি ঋষিবর একান্ত অন্তরে।
কত লীলায়ন করে বিদ্যাধরী পরে।।
বিশালনয়না তবে সেই বিদ্যাধরী।
যাইতে না পারে আজ্ঞা অতিক্রম করি।।
অভিশাপ ভয়ে নাহি করিল গমন।
দুইশত বর্ষ প্রায় করিল যাপন।।
তারপর পুনঃ সেই দিব্য বিদ্যাধরী।
বলে আজ্ঞা দাও যাব অমর নগরী।।
কিন্তু নাহি পূর্ণ হৈল বাসনা তাহার।
মুনির বাসনা তবু সম্ভোগ আবার।।
অভিশাপ ভয়ে সেই অপ্সরা তখন।
নারিল করিতে মুনি আজ্ঞা সে লঙ্ঘন।।

অপ্সরার সহবাসে সেই মুনিবর।
পরম সুখেতে কাল কাটায় সত্বর।।
হেনমতে কতকাল করিল যাপন।
একদিন মহাঋষি কণ্ব তপোধন।।
বাহিরে আসিল যবে পর্ণশালা হতে।
হেনকালে বিদ্যাধরী কহে আচম্বিতে।।
বর্ত্তমানে কোথা ঋষি করিছ গমন।
উত্তর দানিল ঋষি তাহারে তখন।।
চলিলেন অস্তাচলে দেব দিনমণি।
নয়ন মেলিয়া দেখ ওহে বিনোদিনী।।
সন্ধ্যা উপাসনা হেতু চলিনু এক্ষণে।
অবিলম্বে আসি দেখা দিব তব সনে।।
সুখভোগে পুনঃ দোঁহে করিব যাপন।
এত বলি সমুদ্যত করিতে গমন।।
তাহা হেরি দিব্যাঙ্গনা সহস্র বদনে।
সম্বোধিয়া কহে সেই কণ্ব তপোধনে।।
কত বর্ষ অতীত হইল এখন।
এবে বুঝি সন্ধ্যাকাল ওহে তপোধন।।
সুমতি হইল তব শুনি আনন্দিত।
দীনবন্ধু ফল তব দানিবে বিহিত।।
শুভ সন্ধ্যাকাল বুঝি পড়িয়াছে মনে।
ভাল ভাল তব ভাব হেরিনু নয়নে।।
এত শুনি মুনিবর মানিল বিস্ময়।
সুন্দরীরে সম্বোধিয়া সবিস্ময়ে কয়।।
একি কথা কহ তুমি সুন্দরী লো মোরে।
তব সহ দেখা আজি হয় ব্রাহ্ম ভোরে।।
তটিনী তটেতে তব সহ দরশন।
মম সহ আসিলেক মম তপোবন।।
ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপনীত।
তারপর সন্ধ্যাকাল হয় সংঘটিত।।
তাহলে কেন তুমি কর উপহাস।
ত্বরা করি কর মোরে তার ইতিহাস।।
এত শুনি বিদ্যাধরী কহে মুনিবরে।
যা বলিলে সত্য বটে ঋষি গো আমারে।।
যদবধি কিন্তু আমি এসেছি হেথায়।
বহু শত বর্ষ গত শুন মহাশয়।।

অপ্সরার বাক্য শুনি কণ্ব তপোধন।
বিস্ময় হইয়া কহে করি সম্বোধন।।
কতকাল মম সহ আছ এই স্থানে।
হিসাব করিয়া তাহা বল সুশোভনে।।
এত বলি মৌন ভাব ধরে মুনিবর।
বিদ্যাধরী ধীরে ধীরে করিল উত্তর।।
হাজার বরষ হতে বাকি ছয় মাস।
তব সহ শুন ঋষি করিতেছি বাস।।
শুনি বাণী পুনরায় কহে তপোধন।
কিবা পরিহাস কর বলহ বচন।।
সত্য মিথ্যা কিবা কহ বুঝিবারে নারি।
বিশ্বাস জন্মায় যাতে বলহ সুন্দরী।।
নিশ্চয় বিশ্বাস মম হতেছে অন্তরে।
একদিন আছি মাত্র লইয়া তোমারে।।
এত শুনি বিদ্যাধরী কহিল তখন।
বলিতে না পারি মিথ্যা তোমার সদন।।
বিশেষ করিয়া যদি জিজ্ঞাসিলে মোরে।
কেমনে বলিব মিথ্যা তোমার গোচরে।।
যথার্থ প্রকাশি কিন্তু কহ পরিহাস।
সত্য সত্য যাহা সত্য করিনু প্রকাশ।।
বিদ্যাধরী মুখে শুনি এতেক বচন।
নিজেরে করেন নিন্দা মহা তপোধন।।
খেদ করি মনে মনে কহে মুনিবর।
হায় হায় কোথা গেল তপস্যা আমার।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মৃত্যু মোহ জরা ছয়।
এইসব শত্রুগণে করি পরাজয়।।
বহু ক্লেশে পেয়েছিনু এই ব্রহ্মজ্ঞান।
নিজ দোষে হারাইনু সে অমূল্য ধন।।
সেই মায়াবিনী নারী করি আগমন।
হরণ করিল মোর মহামূল্য ধন।।
কেবা সৃজিয়াছে এই নারী কুহকিনী।
বলিতে না পারি তাহা কিছু নাহি জানি।।
কামনার মহাগ্রহ এ বিশ্বসংসারে।
ধিক ধিক শত ধিক তারে ও আমারে।।
সেই নারী হতে হেন দুর্দ্দশা ঘটিল।
ব্রতনিয়মাদি সব ছারেখারে গেল।।

করেছিনু যে সকল কর্ম্ম আচরণ।
সে ফলে বঞ্চিত আমি হইনু এখন।।
হেনমতে বহু ক্ষোভ করি মহাশয়।
অতঃপর অপ্সরারে সম্বোধিয়া কয়।।
দুষ্কৃতিকারিণী তুই শোন রে শ্রবণে।
আমার সম্মুখ হতে পলাও এক্ষণে।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তোর হয়েছে এখন।
মম পাশ হতে শীঘ্র করহ গমন।।
তোর অঙ্গভঙ্গি হেরি দেব শচীপতি।
বিমোহিত হয় যবে ওরে দুষ্টমতি।।
সে কুহকে পড়ি চিত্ত টলিবে আমার।
অবান্তর নহে কিছু বিশ্বের মাঝার।।
অভিশাপে ভস্মীভূত করিব তোমারে।
সেই বাঞ্ছা উদয় হতেছে অন্তরে।।
তোর সনে কিন্তু দুষ্টা আছি বহুকাল।
তাই স্নেহ হেতু আর না ধরিনু তাল।।
কোন দোষ তব আর না হেরি এখন।
অতএব শাপ দেওয়া হবে অকারণ।।
আমার সকল দোষ নাহিক সংশয়।
কেন না সকল ইন্দ্রিয় করিনু জয়।।
জয় যদি করিতাম ইন্দ্রিয়গণেরে।
যাতনা আর নাহি হতো এ ভবসংসারে।।
যাহোক তাহোক নারী শুনহ বচন।
দেবেন্দ্রের হিতকার্য্য করিতে সাধন।।
তপোভঙ্গ করেছিস পাপিষ্ঠা আমার।
তাই ধিক্ ধিক্ তোরে দানি বার বার।।
মোহের মঞ্জরী তুই পাপ আচরিণী।
ঘৃণিত পাপবী তুই অতি মায়াবিনী।।
হেনমতে ভর্ৎসনা করে তপোধন।
ভয়ে ভীতা হয়ে নারী কাঁপে ঘন ঘন।।
সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম ধারা বাহিরায়।
তাহা হেরি সম্বোধিয়া কহে মহাশয়।।
শোন শোন পাপীয়সি পাতকচারিণী।
অবিলম্বে দূর হয়ে যাইবে এখনি।।
এইভাবে তিরস্কার করিল যখন।
অপ্সরা প্রস্থান করে ত্যজিয়া আশ্রম।।

বাহির হইয়া উঠে অমনি আকাশে।
মনে আশা যাবে ত্বরা দেবতা সকাশে।।
বৃক্ষ-পল্লবাদি দ্বারা অপ্সরা তখন।
আপনার দেহ ঘর্ম্ম করিল মোচন।।
বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে গিয়ে বার বার।
সর্ব্ব অঙ্গ হতে ঘর্ম্ম করে পরিহার।।
হেনমতে বলি সোম কহিল তখন।
শুন তারপর যাহা অপূর্ব্ব ঘটন।।
কণ্ডু মুনি সহ সেই প্রম্লোচা অপ্সরী।
বিহার করিল সহস্র বর্ষ ধরি।।
কণ্ডুর ঔরসে তার গর্ভ হয়েছিল।
ঘর্ম্মের আকারে তাহা বাহির হইল।।
ঘর্ম্মরূপী সেই গর্ভ হয় নিঃসরণ।
ধারণ করিল তাহা যত বৃক্ষগণ।।
সেই গর্ভ রক্ষা হয় আমার কিরণে।
তৎপরে বর্দ্ধিত গর্ভ হয় কালক্রমে।।
সেই গর্ভ বৃক্ষোপরে করে অবস্থিতি।
তাহাতে জনমে কন্যা সুন্দর আকৃতি।।
মারিষা তাহার নাম করহ শ্রবণ।
তোমাদের হাতে কন্যা দিবে বৃক্ষগণ।।
অপ্সরা উদর হতে সে কন্যা রতন।
আবির্ভাব হইয়াছে শুন মুনিগণ।।
বৃক্ষ হতে উৎপন্ন হইলে যে পরে।
আমার কন্যা প্রতিম জানিবে তাহারে।।
কণ্ডুর অপত্য হয় সেই সে নন্দিনী।
গ্রহণ করহ সবে সে কন্যার পাণি।।
মন হতে দূরাশা দূরে দিয়ে তবে।
সে কন্যার পাণি গ্রহণ কর এই ভবে।।
কণ্ডু আর সেই স্থানে নাহি বিদ্যমান।
বিষ্ণুর পরম পদে করেছে পয়ান।।
তপাচার ক্ষয় যবে করিল দর্শন।
সেইকালে পুরুষোত্তমে করিয়া গমন।।
সুকঠোর তপস্যায় হল নিমগন।
জিতেন্দ্রিয় ঊর্দ্ধবাহু যোগযুক্ত মন।।
ব্রহ্মাক্ষর স্তোত্র সদা করি অধ্যয়ন।
বিষ্ণুর পরম পদে করেছে গমন।।

নাহি আর কোন ভয় জানিবে অন্তরে।
গ্রহণ করহ তবে সেই সে কন্যারে।।
সোমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উত্তরে কহেন তবে প্রচেতারগণ।।
শুন ওহে মহাত্মন নিবেদি তোমারে।
কণ্ডু ঋষি স্তব পাঠ করে যে প্রকারে।।
ব্রহ্মাক্ষর স্তোত্র ঋষি করি অধ্যয়ন।
শ্রীহরিরে যেরূপেতে করে আরাধন।।
শ্রবণ করিতে তাহা হতেছে বাসনা।
বর্ণনা করিয়া মম পুরাও কামনা।।
শুনিয়া বলেন চন্দ্র শুনহ সকলে।
কণ্ডুমুনি যে ভাবেতে স্তব করেছিলে।।
"নিবেদন করি প্রভু ওহে মহাত্মন।
আদি অন্তরূপী তুমি দেব নারায়ণ।।
তোমা হতে পার হয় সংসার সাগর।
পরমার্থরূপী তুমি ওহে গদাধর।।
আকাশাদি হতে তুমি অসীম নিশ্চয়।
যোগীর হৃদয়ে তুমি থাক দয়াময়।।
ব্রহ্মনিষ্ঠ বিপ্রগণ তোমার কৃপায়।
সংসারসাগর পারে অবহেলে যায়।।
পরব্রহ্ম তুমি হরি করণ-কারণ।
সবার কারণ তুমি ওহে নিরঞ্জন।।
তোমার কারণ আর কিছুমাত্র নাই।
ব্রহ্মাণ্ডের হেতু মাত্র যে হও গোসাঁই।।
কর্ত্তা কর্ম্মরূপে তুমি ওহে গদাধর।
লালন পালন কর বিশ্ব নিরন্তর।।
সবার নিয়ন্তা তুমি পালনের কর্ত্তা।
সর্ব্বভূত রক্ষাকর্ত্তা সবাকার হর্ত্তা।।
বিনাশবর্জ্জিত তুমি নাহি হও ক্ষয়।
সর্ব্বব্যাপী ও অচ্যুত তুমিই নিশ্চয়।।
সদাকাল সমভাবে কর অবস্থান।
হ্রাসবৃদ্ধি কভু তব নাহি বিদ্যমান।।
পরব্রহ্ম নরোত্তম তুমি নির্ব্বিকার।
এ অধীন প্রতি তব করুণা বিতর।।
রাগাদি বিলুপ্ত হোক তোমার প্রসাদে।
জাগুক সতত মম শান্ত ভাব হৃদে।।

এইরূপে তপ জপ করি তপোধন।
বিষ্ণুর পরম পদে করেছে গমন।।
মারিষার কথা যাহা বলেছি সবারে।
তাহার কাহিনী এবে শুনহ সাদরে।।
মারিষা রাজার রাণী পূর্ব্বজন্মে ছিল।
ভাগ্যদোষে তাঁর কোন পুত্র না জন্মিল।।
কালক্রমে হয় যবে পতির নিধন।
কঠোর তপস্যায় ব্রতী তিনি হন।।
তাহে মহাপ্রীত হয়ে দেব ভগবান।
আবির্ভূত হন আসি রাণী বিদ্যমান।।
মধুর বচনে পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন বৎসে আমার বচন।।
মহাতুষ্ট তব তপে হইয়াছি আমি।
অভিমত বর এবে লহ বিনোদিনী।।
হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাজরাণী কহে প্রভো ওহে ভগবন।।
বাল্যাবস্থা হতে আমি ওহে দয়াধার।
বৈধব্যযাতনা ভোগ করি অনিবার।।
মম সমা অভাগিনী নাহিক সংসারে।
বাঁচিয়া কি ফল প্রভু বলহ আমারে।।
বিড়ম্বনা মাত্র প্রভু আমার জীবন।
প্রসন্ন আমার প্রতি হও ভগবন।।
তুষ্ট যদি হয়ে থাক আমার উপরে।
এই বর দেহ তবে কৃপা দৃষ্টি করে।।
অযোনিসম্ভবা হয়ে জন্ম যেন লই।
সুরূপা যুবতী যেন অনুক্ষণ রই।।
উপযুক্ত পতি যেন বহু লাভ করি।
প্রজাপতি সম পুত্র যেন গর্ভে ধরি।।
পুত্র একমাত্র হবে আমার উদরে।
হবে প্রজাপতি তুল্য জগৎ ভিতরে।।
হেনমতে বর মাগি মারিষা সুন্দরী।
পদতলে পড়ে সতী প্রণিপাত করি।।
কর ধরি তুলি তারে দেব নারায়ণ।
বলেন সুন্দরী শুন আমার বচন।।
অযোনিসম্ভবা তুমি হয়ে জন্মান্তরে।
ধরাতলে জন্ম লবে কামিনী আকারে।।

তোমারে হেরিয়া ভূমে যত নরগণ।
আনন্দ-জলধিনীরে হবে নিমগন।।
দশজন পতি হবে উদার প্রকৃতি।
পুত্র একমাত্র হবে সম প্রজাপতি।।
সেই পুত্র হতে হবে সংখ্যাহীন সুত।
এতবলি ভগবান হন তিরোহিত।।
অতএব শুন বলি আমার বচন।
তোমা সবে মারিষারে করহ গ্রহণ।।
এত যদি শশধর প্রবোধি কহিল।
ক্রোধ সম্বরিয়া তবে প্রচেতা সকল।।
বৃক্ষ সকলের পাশে করিয়া গমন।
পত্নীরূপে মারিষারে করাল গ্রহণ।।
প্রচেতাগণের দ্বারা মারিষা উদরে।
প্রজাপতি দক্ষ জন্মে কাল সহকারে।।
পূর্ব্বজন্মে ছিল দক্ষ যোগী বিপ্রবর।
এই জন্মে হন আসি প্রচেতা কুমার।।
প্রজাসৃষ্টি বাঞ্ছা করি দক্ষ প্রজাপতি।
অসংখ্য মানস পুত্র সৃজে মহামতি।।
পরে পদ্মযোনি আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
নানা ভাগে ভাগ করে যত প্রাণীগণ।।
উত্তম অধম চর দ্বিপদ ও অচর।
চতুষ্পদ রূপে ভাগ করে বিজ্ঞবর।।
এরূপে মানস সৃষ্টি করি তারপরে।
কতক কন্যারে দক্ষ উৎপাদন করে।।
ধর্ম্মকে দশটি কন্যা প্রদান করিল।
কশ্যপেরে তের কন্যা তবে দান দিল।।
সাতাশ কন্যারে লয়ে দানিল চন্দ্রেরে।
সাগ্রহে চন্দ্রদেব গ্রহণ যে করে।।
ধীরে ধীরে ভোগ তিনি করেন সবারে।
এইসব দক্ষকন্যা খ্যাত বিশ্বপরে।।
দক্ষকন্যাগণ হতে যত দেবগণ।
নাগ পক্ষী জন্মে কত অপ্সরা গোগণ।।
যত দানবাদি জন্মে দক্ষকন্যা হতে।
তারপর বলি যাহা শুনহ ভাবেতে।।
তদবধি নরনারী সংযোগ দ্বারায়।
প্রজাসৃষ্টি হয় যত জানিবে ধরায়।।

সংকল্প মাত্রে আর দর্শন কারণে।
পূর্ব্বেতে সন্তান যত জন্মিত ভুবনে।।
স্পর্শমাত্রে আর যত জন্মিত সন্তান।
তাহার কারণ বলি শুন মহাত্মন।।
পূর্ব্বে ছিল তপঃসিদ্ধ যত নরগণ।
বাক্যমাত্রে তাহাদের জন্মিত নন্দন।।
মুনিবাক্য শুনি মুনি মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে।
নিবেদন করি দেব তোমার সকাশে।।
পূর্ব্বে আমি এক বাক্য করেছি শ্রবণ।
ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হতে দক্ষের জনম।।
অন্যভাবে শুনি দেব তোমার বদনে।
প্রচেতারা জন্ম দেন দক্ষ মহাজনে।।
কিরূপে সম্ভব তাহা বোঝা নাহি যায়।
সন্দেহ ভঞ্জন মোর কর মহাশয়।।
তারপর বলি শুন ওহে মহাত্মন।
চন্দ্রের দৌহিত্র দক্ষ জানে সর্ব্বজন।।
পুনঃ তিনি কন্যা দান করে শশধরে।
কেমনে সম্ভব তাহা প্রকাশ আমারে।।
কহিলেন পরাশর শুন তপোধন।
যথাক্রমে সর্ব্বভূত লভয়ে জনম।।
উৎপত্তি বিনাশ হয় পর্য্যায় ক্রমেতে।
মূর্খগণ নাহি বোঝে বিমোহিত চিতে।।
মহাজ্ঞানী মহাঋষি যেই সব জন।
তাঁহারাই বিমোহিত না হয় কখন।।
প্রতি যুগে দক্ষ আদি মহাত্মা নিচয়।
সৃষ্টি বিনষ্ট হন এ ভুবময়।।
বুদ্ধিমান হন যাঁরা এ ভবসংসারে।
ইহাতেই মোহ নাহি তাঁদের অন্তরে।।
বিশেষ ভাবেতে পূর্ব্বে প্রণীত যেমন।
প্রতিপাদ্য কহি তার করহ শ্রবণ।।
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বলি বিশেষ নিয়ম।
দক্ষাদি মাঝেতে নাহি আছিল তখন।।
প্রাধান্যের হেতু ছিল তপস্যার বল।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপোভাব শুনহ সকল।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন।
কিরূপে জনমে বল দেব দৈত্যগণ।।

গন্ধর্ব্ব উরগ আর রাক্ষসেরা সবে।
কিরূপে জনম লভে কহ এই ভবে।।
বিশেষিয়া শুনিবারে হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া মম পুরাও কামনা।।
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান।।
প্রজাসৃষ্টি হেতু দক্ষে করে নিয়োজন।
সংকল্প দ্বারায় দক্ষ সৃজেন প্রথম।।
দেব দৈত্য ঋষি সর্প গন্ধর্ব্ব নিকর।
এ সবারে পূর্ব্বে সৃষ্টি করে বিজ্ঞবর।।
তাহা দ্বারা প্রজা কিন্তু না হল বর্দ্ধন।
তাহা হেরি দক্ষরাজ করিয়া চিন্তন।।
নারী সহযোগে প্রজা সৃজিবার তরে।
করিলেন অভিলাষ আপন অন্তরে।।
বীরণ নামেতে পূর্ব্বে ছিল প্রজাপতি।
তাঁর কন্যা অসিকী অতি রূপবতী।।
দক্ষ তারে পত্নীরূপে করিয়া গ্রহণ।
পঞ্চ সহস্র পুত্র করে উৎপাদন।।
হর্য্যশ্ব নামেতে খ্যাত সে সব নন্দন।
ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত সকলেই হন।।
তাহাদের সম্বোধিয়া দক্ষ মহাশয়।
প্রজা সৃষ্টি হেতু আজ্ঞা দিলেন সবায়।।
পিতৃবাক্য সকলেই শুনিয়া শ্রবণে।
উৎসুক হইল ক্রমে প্রজা উৎপাদনে।।
হেনকালে দেব ঋষি নারদ সুমতি।
তাঁহাদের পুরোভাগে আসি দ্রুতগতি।।
কহিলেন শুন শুন ওহে বীরগণ।
সৃষ্টিকার্য্যে আগে নাহি করিও যতন।।
পৃথিবীর অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্য ভাগ আর।
জান আগে পরিমাণ এই সবাকার।।
তাহা না জানিয়া যত্ন করিলে সৃজনে।
মূঢ়তা প্রকাশ পাবে ভেবে দেখ মনে।।
এইসব পরিজ্ঞাত না হলে কখন।
সৃজনকর্ম্মেতে নাহি হইবে সক্ষম।।
অপ্রতিহত গতি তব সর্ব্বস্থানে।
অতএব যত্ন কর আমার বচনে।।
দেবর্ষির হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হর্য্যশ্বেরা সবে মিলি স্থির করি মন।।
পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার তরে।
প্রস্থান করিল তবে দিক-দিগন্তরে।।
কিন্তু জল নিধিগামী নদীর মতন।
আর নাহি ফিরি তারা করে আগমন।।
হেনমতে নিরুদ্দেশ হলে পুত্রগণ।
প্রজাপতি দক্ষ তবে করিয়া চিন্তন।।
জন্মাল সহস্র পুত্র অসিকী উদরে।
শবলাশ্ব নামে তারা বিখ্যাত সংসারে।।
তারপর পুত্রগণে করি সম্বোধন।
প্রজাসৃষ্টি হেতু আজ্ঞা দিলেন তখন।।
পিতার আদেশ পেয়ে প্রজার সৃজনে।
হইলেন সমুদ্যত অতীব যতনে।।
পুনশ্চ নারদ আসি তাঁদের সদন।
পূর্ব্বমত কহিলেন করি সম্বোধন।।
অভিজ্ঞাত হয়ে আগে পৃথ্বীপরিমাণ।
কর সবে প্রজা বৃদ্ধি ওহে মতিমান।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শবলাশ্বগণ করে মন্ত্রণা তখন।।
আপনা আপনি সবে কহে পরস্পর।
বলিলেন যেই কথা দেবর্ষি প্রবর।।
ন্যায় অনুগত ইহা নাহিক সংশয়।
হেন বাক্য লঙ্ঘন যে সমুচিত নয়।।
যেই পথে ভ্রাতৃগণ করেছে গমন।
সে পথ আশ্রয় মোরা করিব এখন।।
এসো সবে নিরূপণ করি পৃথিবীরে।
পুনঃ ফিরি আসিব সে পিতার গোচরে।।
প্রজাসৃষ্টি তারপর করিব যতনে।
এত বলি সবে চলি গেল নানা স্থানে।।
জলনিধি গত যথা নদী সমুদয়।
প্রত্যাগত নাহি প্রভু হয় পুনরায়।।
সেরূপে না ফিরে আর শবলাশ্বগণ।
তাহা হেরি চিন্তাকুল দক্ষ মহাত্মন।।
তদবধি এক ভ্রাতা কদাচ ভুবনে।
অন্য ভ্রাতৃ হেতু নাহি যায় অন্বেষণে।।

যদি অন্বেষণে কভু করিবে গমন।
প্রায়শঃ তাহার হয় বিগত জীবন।।
তাই হে বিরত হও হেন অনুষ্ঠানে।
নির্দ্দিষ্ট আছয়ে যাহা পণ্ডিত বিধানে।।
হেনমতে নিরুদ্দেশ হলে পুত্রগণ।
দক্ষ প্রজাপতি চিন্তা করেন মনন।।
বিনষ্ট হয়েছে সবে নাহিক সংশয়।
মনে মনে হেন ভাব করিয়া নিশ্চয়।।
দেবর্ষির প্রতি শাপ করিয়া প্রদান।
পুনরায় সৃষ্টি করে সেই মতিমান।।
ষষ্টি সংখ্যা কন্যা দক্ষ করে উৎপাদন।
দশ কন্যা ধর্ম্ম করে করেন অর্পণ।।
সাতাশ কন্যারে দান করে শশধরে।
অরিষ্ট নেমিরে চারি দিলেন সাদরে।।
বহু পুত্র করে দুটি করেন প্রদান।
আঙ্গিরস করে দুটি দেন মতিমান।।
কৃশাশ্বেরে দুই কন্যা করেন অর্পণ।
তারপর শুন বলি ওহে যশোধন।।
দশ কন্যা পত্নীরূপে লইয়া সাদরে।
যে যে পুত্র ধর্ম্মরাজ উৎপাদন করে।।
সে সকল তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া যথাযথ করহ শ্রবণ।।
দশটি ধর্ম্মের পত্নী কহিনু তোমারে।
তাহাদের নাম বলি শুনহ সাদরে।।
বসু যামী লম্বা ভানু সাধ্যা অরুন্ধতী।
সঙ্কল্পা মুহূর্ত্তা বিশ্বা আর মরুত্বতী।।
বিশ্বার উদরোদয় বিশ্বদেবগণ।
সাধ্যাগণ সাধ্যাগর্ভে লভিল জনম।।
মরুত্বতীর গর্ভে জন্মে মরুদ্‌গণ।
বসু গর্ভে বসুগণ লভিল জনম।।
ভানুর উদরে জন্মে যত ভানুগণ।
মুহূর্ত্তার গর্ভে জাত মুহূর্ত্তজগণ।।
ঘোষ আসি জন্ম লয় লম্বার উদরে।
যামা গর্ভে নাগগণ নিজ জন্ম ধরে।।
পৃথিবীতে আছে যত দ্রব্য সমুদয়।
অরুন্ধতী গর্ভে জন্ম কহিনু তোমায়।।

সংকল্পার গর্ভে পরে সংকল্প জনমে।
সর্ব্বাত্মক বলি সেই বিদিত ভুবনে।।
ধর্ম্মের হইল ক্রমে আটটি নন্দন।
অষ্ট বসু বলি তারা বিদিত ভুবন।।
আপ ধ্রুব সোম ধর অনিল অনল।
প্রত্যূষ প্রভাস অষ্ট শুনহ সকল।।
তেজঃ পুঞ্জ কলেবর তাঁহারা সকলে।
তাহাদের বংশকথা বলি অবহেলে।।
শ্রম শ্রান্ত ধুরি আর বৈতণ্ড আখ্যান।
চারি পুত্র লাভ করে আপ মতিমান।।
ধ্রুব হতে তিন পুত্র লভয়ে জনম।
কাল লোক এই দুই আর প্রকালন।।
ভগবান বর্চ্চা হন সোমের তনয়।
পরম তেজস্বী বলি আছে পরিচয়।।
দ্রবিন হুতহব্যবাহ এই এই দুই নামে।
ধর হতে দুই পুত্র জনমে ভুবনে।।
শিবানাম্নী পত্নী পান অনিল সুজন।
তাহার গর্ভেতে দুই জনমে নন্দন।।
মনোজব অবিজ্ঞাত গতি দোঁহা নাম।
তার পর শুন শুন ওহে মতিমান।।
শরস্তম্ব হতে জন্মে দেবসেনাপতি।
অনলের পুত্ররূপে সেই মহামতি।।
জগতে বিদিত তাঁর কুমার আখ্যান।
তাঁহার অনুজ হন তিন মতিমান।।
শাখ আর বিশাখ ও নৈগমের পরে।
এ তিন অনুজ হয় জানিবে অন্তরে।।
কৃত্তিকাগণের দ্বারা হইয়া পালিত।
কুমার অপত্য রূপে হলেন রক্ষিত।।
সেকারণ কার্ত্তিকেয় হয় তার নাম।
কহিনু নিগূঢ় কথা কহি মতিমান।।
ধর্ম্মাত্মা প্রত্যূষ যিনি মহা ঋষিবর।
মহাত্মা দেবল হন তাঁহার কোঙর।।
মহর্ষি দেবল পায় যুগল নন্দন।
ক্ষমাশীল বিভাশীল ভাই দুইজন।।
প্রভাস অষ্টম বসু ওহে মহামুনি।
বৃহস্পতি ভগ্নী হয় তাঁহার রমণী।।

যোগসিদ্ধা এই নারী বিদিতা সংসারে।
ব্রহ্মচর্য্যা আচরণ করিত সাদরে।।
ব্রহ্ম আচরিণী হয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সতী করিত ভ্রমণ।।
প্রভাস ঔরসে আর সতীর উদরে।
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা নিজে জন্ম ধরে।।
বিশ্বকর্ম্মা হতে সৃষ্টি যত অলঙ্কার।
বিমান নির্ম্মাণ করে সেই গুণাধার।।
বিমান সকল তিনি করিয়া গঠন।
সে সকল দেবগণে করেন অর্পণ।।
শিল্পকৌশলাদি সব করিয়া আশ্রয়।
জীবিকা নির্ব্বাহ করে ভবে নরচয়।।
অদ্যাপি প্রমাণ তার হতেছে দর্শন।
সেই বিশ্বকর্ম্মা কথা করিলে শ্রবণ।।
অজৈকপাৎ অহিব্রধ্ন ত্বরা রুদ্র আর।
তাঁহাদের জন্ম হয় শুন গুণাধার।।
পুত্র বিশ্বরূপ হয় ত্বষ্টার জনমে।
মহাযশ বলি তিনি খ্যাত ত্রিভুবনে।।
ত্বষ্টার অনুজ যাঁর রুদ্র অভিযান।
অতএব পান যিনি একাদশ নাম।।
বহুরূপ হর আর ত্র্যম্বক পরেতে।
চতুর্থ অপরাজিত জানিবেক চিতে।।
বৃষাকপি শম্ভু আর কপর্দ্দী আখ্যান।
রৈবত ও মৃগব্যাধ ওহে মতিমান।।
শর্ব্ব ও কপালী এই একাদশ নাম।
খ্যাত হন রুদ্রদেব বিদিত ভুবনে।।
তেজস্বীর অগ্রগণ্য জানিবে সবায়।
এই গূঢ় তত্ত্ব কহি মহর্ষি তোমায়।।
ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপ ঘরণী।
বলি তাহাদের নাম শুন মহামুনি।।
অদিতি ও দিতি তনু অরিষ্টা সুরসা।
সুরভি বিনিতা খসা তাম্রা ক্রোধবশা।।
ইরা কদ্রু মুনি এই ত্রয়োদশ নাম।
তাঁহাদের বংশ বলি শুন মতিমান।।
চাক্ষুষ নামেতে যবে হয় মন্বন্তর।
সেই কালে ভগবান দেব গদাধর।।

দেবরাজ ইন্দ্র আর অর্য্যমা ও ধাতা।
ত্বষ্টা পূষা বিবস্বান বরুণ সবিতা।।
মিত্র অংশ ভগ আদি যত দেবগণ।
তুষিত নামেতে খ্যাত ছিল সব জন।।
বৈবস্বত মন্বন্তর হলে তার পরে।
মন্ত্রণা তাঁহারা সবে পরস্পরে করে।।
যদ্যপি অদিতি গর্ভে না করি প্রবেশ।
মোদের মঙ্গল কভু না হবে বিশেষ।।
তাই মোরা চল যাই অদিতি উদরে।
হেনমতে কহি তাঁরা সবে পরস্পরে।।
মারীচ হইতে সবে অদিতি উদরে।
দ্বাদশ আদিত্য নামে নিজ জন্ম ধরে।।
দক্ষের সাতাশ কন্যা শুন মতিমান।
ভার্য্যারূপে চন্দ্র তাহা লইলেন জান।।
তাঁহাদের গর্ভে যেই জন্মে পুত্রগণ।
নক্ষত্র নামেতে তাঁরা বিদিত ভুবন।।
অরিষ্টনেমির যেই চারি ভার্য্যা ছিল।
ষোড়শ তনয় তার উদরে উদিল।।
বহু পুত্র দুই ভার্য্যা করেছে গ্রহণ।
চারিটি বিদ্যুৎ হয় তাঁদের নন্দন।।
দুই ভার্য্যা আঙ্গিরস পাইল সত্বরে।
ঋকবেদ আদি জন্মে তাদের উদরে।।
কৃশাশ্বের দুই ভার্য্যা দক্ষের নন্দিনী।
দেবাস্ত্র প্রসব করে সেই দুই ধনী।।
তব পাশে সে সকল করিনু কীর্ত্তন।
হেন মতে হয় যত সৃজন নিধন।।
সৃজন সংহার পুনঃ হয় বার বার।
কহিলাম গূঢ় তত্ত্ব ওহে গুণাধার।।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাগে যত দেবগণ।
বিভক্ত হয়েছে জান শুন তপোধন।।
স্ব-ইচ্ছায় জন্ম লয় তাহারা সকলে।
হেন মতে পুনঃ পুনঃ গতাগতি চলে।।
একবার উদয় যে হন ভানুমণি।
পুনঃ অস্তগত হন শুন মহামুনি।।
সেইরূপ একবার লভিয়া জনম।
পুনঃ তিরোহিত হন যত দেবগণ।।

এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন ওহে তপোধন বলি যে তোমায়।।
দিতির বংশের কথা করহ শ্রবণ।
বিবরিয়া সর্ব্ব কথা করিব বর্ণন।।
কশ্যপ ঔরসে আর দিতির উদরে।
এক পুত্র দুই কন্যা জনমিল পরে।।
হিরণ্যকশিপু হয় প্রথম নন্দন।
দ্বিতীয় হিরণ্যাক্ষ শুন তপোধন।।
সিংহিকা কন্যার নাম জানিবে সকল।
বিপ্রচিত্তি তাহারেই বিবাহ করিল।।
হিরণ্যকশিপু লভে চারিটি নন্দন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
অনুহ্লাদ হ্লাদ আর তৃতীয় প্রহ্লাদ।
চতুর্থ পুত্রের নাম জানিবে সংহ্লাদ।।
শ্রীহরির ভক্ত প্রহ্লাদ সবে জানে।
সদা মতি ছিল তার দেব নারায়ণে।।
হিরণ্যকশিপু তাহা করি দরশন।
প্রহ্লাদ উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তখন।।
পিতা তার কত ভাবে পুত্রে শাস্তি দিল।
তথাপি প্রহ্লাদের কিছু না হইল।।
একদা ফেলিয়া দিল অনল মাঝারে।
অগ্নি কিন্তু দগ্ধ নাহি করিল তাহারে।।
অগ্নির নাহিক সাধ্য করিতে দাহন।
হরির প্রসাদে পুত্র লভিল জীবন।।
তারপর পাশবদ্ধ করিয়া তাহারে।
দৈত্যপতি ফেলে দিল সাগর মাঝারে।।
তাহা হেরি ভয়ে ভীতা হয়ে বসুমতী।
কম্পমান হয় সদা শুন মহামতি।।
হরির কৃপায় পুত্র বিপদ হইতে।
উত্তীর্ণ হইল প্রহ্লাদ ভালমতে।।
হিরণ্যকশিপু পরে হয়ে ক্রোধমন।
প্রহ্লাদের পরে করে অস্ত্র বরিষণ।।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি সব হইল বিফল।
ভেদিতে সক্ষম নাহি হয় সে সকল।।
দৈত্য আদেশে পরে যত দূতগণ।
বিষাক্ত ভুজঙ্গ যত করি আনয়ন।।
আচ্ছন্ন করিয়া দিল প্রহ্লাদ শরীরে।
ব্যর্থ হয় কিন্তু তাহা জানি পরস্পরে।।
ভুজঙ্গ দংশনে নাহি ত্যজিল জীবন।
তাহা হেরি দৈত্যপতি হয় ক্রোধমন।।
শৈলরাশি ফেলি দিল পুত্রের উপর।
প্রাণে নাহি মরে মন রাখি হরি পর।।
ধর্ম্মরূপী হয়ে প্রভু দেব নারায়ণ।
দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদেরে করেন রক্ষণ।।
তারপর দূতগণ রাজার আদেশে।
উৎক্ষিপ্ত করিল পুত্রে গগন প্রদেশে।।
ভূতলে যখন সেই হইল পতন।
দয়াময়ী ধরাদেবী করিল ধারণ।।
তাহা হেরি দৈত্যরাজ কুপিত অন্তরে।
প্রহ্লাদের নাশ হেতু পরামর্শ করে।।
সংশোষক বায়ুদেবে করি আনয়ন।
পুত্রের নিধনে তারে করে নিয়োজন।।
শ্রীহরিকৃপায় কিন্তু কিছু না হইল।
বায়ু সেথা ক্ষীণ হয়ে পড়িয়া রহিল।।
দিক-হস্তীগণে পরে আনি নরপতি।
প্রহ্লাদের বিনাশার্থ দেন অনুমতি।।
প্রহ্লাদের বক্ষোপরি দিক-হস্তিগণ।
উঠিল রোষের বশে করিতে নিধন।।
মদহানি হৈল কিন্তু অমনি সবার।
হীনচেতা হয়ে সবে করয়ে চিৎকার।।
অনন্তর দৈত্যপতি হয়ে ক্রুদ্ধমন।
অভিচার কার্য্য হেতু করিয়া মনন।।
পুরোহিতগণে ডাকি দিল অনুমতি।
তবু নাহি মরে তাহে প্রহ্লাদ সুমতি।।
সম্বর অসুর করি মায়ার বিস্তার।
সমুদ্যত হন পুত্রে করিতে সংহার।।
শ্রীহরিকৃপায় সব হইল বিফল।
কোথা গেল মহাজাল কোথা দৈত্যবল।।
হিরণ্যকশিপু পরে কুপিত অন্তরে।
হলাহল বিষ আনি দিল প্রহ্লাদেরে।।
তাহাও করিল জীর্ণ প্রহ্লাদ সুজন।
তাহার অসাধ্য কিবা এ তিন ভুবন।।

এত কহি পুনঃ কহে ঋষি পরাশর।
আরো কিছু কথা কহি শুন তারপর।।
প্রহ্লাদ কেবল ভক্ত ছিল ভগবনে।
হেন বিবেচনা কভু নাহি কর মনে।।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি আছিল তাঁহার।
হেরিতেন সর্ব্বজীবে সম আপনার।।
ধর্ম্ম বিষয়ে সদা ছিল তাঁর মতি।
সাধুর দৃষ্টান্ত তিনি ওহে মহামতি।।
শৌচ আদি যত গুণ আছে বিদ্যমান।
তাহার আকর প্রহ্লাদ গুণবান।।
সুমতি সুসন্তান প্রহ্লাদ মহাশয়।
ধর্ম্ম আচরণ করি জগৎ ভুলায়।।
আবাল্য হয়ে তিনি হরিপরায়ণ।
মহাসুখে করিলেন জীবন যাপন।।
বাল্যবন্ধু যত তাঁর ছিল শিশুগণ।
সবারে বলিত কৃষ্ণকথা অনুক্ষণ।।
নাস্তিক গুরুরে কৃষ্ণ নাম শিখাইল।
রাজকর্ম্মীগণ মুখে শ্রীহরি বলাল।।
রাজার আদেশে আসে জহ্লাদের দল।
হত্যা করি প্রহ্লাদেরে পাবে মহাফল।।
মহাবীজমন্ত্র শিশু দানিল সবারে।
তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করে।।
এমন সুধার নিধি না হেরি কোথায়।
কত পুণ্যে হেন পুত্রে মহারাজ পায়।।
কয়াধু রাণীর ভাগ্য উদরে ধরিল।
পরশমণিরে হেরি সকলি ভুলিল।।
প্রহ্লাদের সম কৃষ্ণ চিন্তা যেবা করে।
চিন্তা ভয় নাহি তার এ ভবসংসারে।।
প্রহ্লাদ-চরিত্রকথা অমৃত আধার।
শুনিলে সকল নর হয় ভব পার।।

প্রহ্লাদ-চরিত্রকথা

তবে জিজ্ঞাসিল হেথা মৈত্র মহাশয়।
বলহ মানবগণ বংশপরিচয়।।
সনাতন শ্রীকৃষ্ণ জগৎপাবন।
আপনার পাশে তত্ত্ব করিনু শ্রবণ।।
কিন্তু মম মনে এক রহিল সংশয়।
অগ্নি দহিবারে নাহি পারিল যাঁহায়।।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে নহে জীবনাবসান।
শৈলপীড়নে যাঁর না হয় মরণ।।
বন্ধন করিয়া যাঁরে ফেলিল সাগরে।
ধরণী হইল ভীত যে ভক্তের তরে।।
গুণের মাহাত্ম্য যাঁর করিলে কীর্ত্তন।
সেই সে প্রহ্লাদ হয় পুরুষ রতন।।
দানববংশেতে জন্ম প্রহ্লাদকুমার।
তাঁহার চরিত্রকথা করিয়া বিস্তার।।
বাসনা হয়েছে মম করিতে শ্রবণ।
বল সেই কথা মোরে ওহে ভগবন।।
কি কারণ অসুরেরা অস্ত্রাঘাত করে।
নিক্ষিপ্ত কেন বা হল সাগর মাঝারে।।
শৈল তাঁরে আচ্ছন্ন করে কি কারণ।
দংশনে নিযুক্ত কেন হয় সর্পগণ।।
পর্ব্বতশিখর হতে দানব নিকর।
কেন তাঁরে ফেলি দিল ভূমির উপর।।
কি কারণে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিল তাঁহারে।
কেন বা হস্তীর দল পদতলে করে।।
সংশোষক বায়ু বল কিসের কারণ।
বধিবারে হেন জনে হয় নিয়োজন।।
দৈত্যগুরুগণ বল কি কি অবিচার।
করেছিল প্রহ্লাদেরে করিতে সংহার।।
বিস্তারিয়া মায়াজাল অসুর সম্বর।
প্রহ্লাদে বধিতে কেন হয় অগ্রসর।।
হেনজনে বধিবারে কিসের কারণ।
দান করে হলাহল দানব রাজন।।
সে সকল শুনিবারে হতেছে বাসনা।
শুনিতে প্রহ্লাদ-কথা অন্তরে কামনা।।

তাঁহারে বধিতে নাহি পারে দৈত্যগণ।
আশ্চর্য্য নহেক ইহা ওহে তপোধন।।
ভক্তি পূজা করে যেই দেব নারায়ণে।
কে বা সক্ষম হয় তাঁহার নিধনে।।
পরম বৈষ্ণব সেই প্রহ্লাদ সুজন।
যেই বংশে জন্মলাভ করে হেনজন।।
সে বংশে বিদ্বেষ ভাব হরি প্রতি হয়।
অসঙ্গত অসম্ভব তাহা মহাশয়।।
তবে এক কথা আমি জিজ্ঞাসি এখন।
পরম ধার্ম্মিক সেই প্রহ্লাদ রাজন।।
বিষ্ণুভক্ত মহাজন যে হয় সংসারে।
তবে কেন দৈত্যগণ নিপীড়িত করে।।
বিপক্ষ হইলেও মহাত্মন নিকর।
সন্তুষ্ট রহিবে তবু তাদের উপর।।
কখনো করিবারে পারে অত্যাচার।
এই তো শাস্ত্রের বিধি শুন গুণাধার।।
কিন্তু সেই সপক্ষীয় দানবের দল।
প্রহ্লাদেরে শাস্তি দিতে করে মহাবল।।
হেন অত্যাচার করে প্রহ্লাদ উপর।
ইহাতে সংশয় মম হতেছে অন্তর।।
সে সকল বিবরিয়া বলহ এখন।
যাহাতে সংশয় মোর হইবে মোচন।।
মৈত্রেয় বাক্য শুনি কহে পরাশর।
প্রহ্লাদ-চরিত্রকথা শুন বরাবর।।
অতীব মহান সেই বালক সুমতি।
তাঁহার চরিত্রকথা শুনহ সম্প্রতি।।
হিরণ্যকশিপু জন্মে দিতির উদরে।
মহাবীর্য্য বলবান বিদিত সংসারে।।
ব্রহ্মাবরে বলীয়ান হয়ে সেইজন।
পৃথিবীর আধিপত্য করিল গ্রহণ।।
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি কুবের ভাস্কর।
বরুণ শমন আদি অমর নিকর।।
হিরণ্যকশিপু দূর করি সবাকারে।
সর্ব্বত্র একাধিপত্য স্থাপিল সংসারে।।
সবাকার কার্য্য নিজে করেন সাধন।
অবিচার করে কত না হয় বর্ণন।।
যজ্ঞ পূজা ভাগ দেবগণ নাহি পায়।
দৈত্য অত্যাচার তাহা সকলে হারায়।।
নিজে তাহা সব লয় দৈত্য রাজন।
অসুর ভয়েতে ভীত যত দেবগণ।।
বৈজয়ন্ত পরিহরি অমর নিকর।
ধরাতলে ভ্রমে ধরি নরকলেবর।।
হেনমতে ত্রিভুবন করি পরাজয়।
অভীষ্ট বিষয় ভোগ করে দুরাশয়।।
গন্ধর্ব্বেরা তাঁর পাশে করি আগমন।
ভয়ে গুণগান করে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
সুরাপানে মত্ত যত হতো দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব পন্নগগণে সিদ্ধ আদি আর।।
সবে আসি সেইকালে তাঁহার সদন।
সঙ্গীত গাহিত কেহ কেহ বা কীর্ত্তন।।
কেহ কেহ বাদ্যধ্বনি করিত যতনে।
কেহ বা রাজার জয় গায় ঘনে ঘনে।।
পুরমধ্যে অট্টালিকা ছিল মনোহর।
স্ফটিকনির্ম্মিত উহা অতীব সুন্দর।।
সেই স্থানে অপ্সরীরা করি আগমন।
অতি দুঃখে কষ্টে নৃত্য করিত যখন।।
সেইকালে দৈত্যপতি বয়স্যের সনে।
রত সদা থাকিতেন মদিরা সেবনে।।
সুরাপানে মত্ত হয়ে দেখিতে নর্ত্তন।
মহানন্দে সে সময় করিত হরণ।।
শুনহ মৈত্রেয় পরে অপূর্ব্ব কথন।
হিরণ্যকশিপু বীর্য্যে প্রহ্লাদ জনম।।
গুরুগৃহে বাল্যকালে করি অবস্থান।
জড় পাঠ্যগ্রন্থ সব পড়িত ধীমান।।
'ক' পড়িতে কৃষ্ণ কথা করিত স্মরণ।
'খ' য় খগেন্দ্র বাহন কৃষ্ণ শ্যামল বরণ।।
'গ' য় গোবিন্দ গোলোকপতি জীবে ত্রাণ করে।
'ঘ' ঘনশ্যাম নাম শুনি রাধা মনে পড়ে।।
তাহাতেও গুরুদেব কত বাধা দেয়।
পুনঃ পুনঃ প্রহ্লাদেরে প্রহার করয়।।
কোনমতে জড় পরা করিয়া পঠন।
গুরুগৃহে পাঠ শিশু করে সমাপন।।

একদা গুরুর সহ প্রহ্লাদ সুমতি।
উপনীত হন আসি যথা দৈত্যপতি।।
মদিরা সেবায় রত দানব আছিল।
আসিয়া প্রহ্লাদ পিতৃচরণ বন্দিল।।
মধুভাষে দৈত্যপতি করি সম্বোধন।
প্রহ্লাদেরে কহিলেন শুন বাছাধন।।
পাঠ করি এতদিন গুরুর আগারে।
কিবা শিক্ষা করিয়াছ বলহ আমারে।।
তাহার মধ্যেতে যাহা শ্রুতি সুখকর।
পড়িয়া শুনাও বাছা ওহে গুণধর।।
এরূপ পিতার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিনীত প্রহ্লাদ তবে কহিল তখন।।
শুন পিতা বলি এবে তোমার গোচরে।
অতি সত্য সার শিক্ষা যাহা মনে ধরে।।
তব পাশে সেই কথা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া পিতা তাহা করহ শ্রবণ।।
'অ'কারে অনাদি যিনি হন ভগবন।
'আ'কারে আদি অন্ত নাহি বেদের প্রমাণ।।
'ই'কারে ইতর প্রাণীতেও হন অধিষ্ঠান।
'ঈ' কারে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।।
নমস্কার করি আমি সতত তাঁহারে।
সেই হরি আছে তব হৃদয়মন্দিরে।।
পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষবশে দৈত্যরাজ আরক্তলোচন।।
ঘন ঘন বিকম্পিত হয় ওষ্ঠাধর।
গুরু যণ্ডামার্কে রাজা কহে তারপর।।
ওরে দুরাচার দ্বিজ একি ব্যবহার।
এ কি শিক্ষা দিলে পুত্রে সকলি অসার।।
যারে শত্রু বলে মানি সদা সর্ব্বক্ষণ।
তার নামগান শিক্ষা দিলে এ কেমন।।
এ সকল শিখায়েছ কিসের কারণে।
কিছুমাত্র শঙ্কা নাহি হল তব মনে।।
আমাকে অবজ্ঞা করা উচিত তো নয়।
কেন হেন শিক্ষা দিলে বল দুরাশয়।।
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে দৈত্য এরূপ বলিলে।
ভয়ে ভীত যণ্ডামার্ক হয় সেইকালে।।

যণ্ড ও অমর্ক নামে দুই গুরু ছিল।
রাজার ধমকে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।।
বিনীত বচনে গুরু কহেন তখন।
বলে শুন মহারাজ আমার বচন।।
বৃথা কেন রোষ কর আমার উপরে।
আমি নাহি শিক্ষা দিই তোমার কুমারে।।
হেন শিক্ষা নাহি আমি দিয়াছি কখন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
আচার্য্যের বাক্য শুনি দৈত্য অধিপতি।
প্রহ্লাদে সম্বোধি কহে শুন মহামতি।।
গুরুদেব যেই শিক্ষা না দিল তোমারে।
সেই শিক্ষা বল তুমি পেলে কি প্রকারে।।
কেবা তোমা সেই সব দিল উপদেশ।
প্রকাশিয়া আদ্যোপান্ত বলহ বিশেষ।।
পিতৃবাক্য শুনি তবে প্রহ্লাদ ধীমান।
কহিলেন শুন পিতা কহি তব স্থান।।
যাঁহার পরম পদ যোগীজন মনে।
যত্ন সহকারে দিবানিশি আছে ধ্যানে।।
যাঁর হতে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে সৃজন।
সর্ব্ব অগোচর যিনি দেব সনাতন।।
সেই ভগবন বিষ্ণু নিয়ত আমারে।
উপদেশ দিয়াছেন কহিনু তোমারে।।
প্রহ্লাদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধে নিমগণ হয় কশিপু রাজন।।
প্রহ্লাদেরে বলে দৈত্য শোন মূঢ়মতি।
আমি ছাড়া ঈশ্বর কে বল শীঘ্রগতি।।
বুঝিলাম আজি তব আসন্ন মরণ।
নতুবা অসার বাক্য কহ কি কারণ।।
সরল সুমতি প্রহ্লাদ কহিল যে আর।
সনাতন হন বিষ্ণু জগতের সার।।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সৎ চিৎ আনন্দ।
জগতে কখনো তিনি না হইবে মন্দ।।
কেবল আমারে সৃষ্টি করেছেন তিনি।
নাহি হেন মনে কর ওহে নৃপমণি।।
তাঁ হতে সকল জীব হয়েছে সৃজন।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ বিদিত ভুবন।।

শুনিয়া তাঁহার নাম শ্রবণবিবরে।
কেন ক্রুদ্ধ হন পিতা আপন অন্তরে।।
এরূপ মনেতে করা উচিত তো নয়।
ক্রোধ সম্বরিয়া হও প্রসন্ন হৃদয়।।
তবে সে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বচনে।
ক্রোধেতে অবজ্ঞা করি কহে চরগণে।।
আজি হতে দূতগণ করহ শ্রবণ।
কোন সে দুর্ব্বৃত্ত হয় মোর শত্রুজন।।
সুযোগে পশিল আসি শিশুর অন্তরে।
বুঝিয়াছি সমুদয় কহিনু সবারে।।
নাহি হলে ভূতাবিষ্ট বদনে এমন।
এরূপ অসাধু বাক্য না হয় নির্গম।।
পিতার এরূপ বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
মহাত্মা প্রহ্লাদ কহে বিনীত বচনে।।
সর্ব্বভূত আত্মারূপী হরি সনাতন।
কেবল আমার হৃদে নহে তো এমন।।
কি আমি কি তুমি কিংবা অন্য অন্য প্রাণী।
সবার অন্তরে হৃদে হরি চিন্তামণি।।
অবশ্য সবার মনে করি অবস্থান।
নানা চেষ্টাযুক্ত সবে করে মতিমান।।
এত শুনি ক্রোধে তবে দৈত্য দুরাচার।
কহিলেন আজ্ঞা দূতগণেরে সবার।।
এই দুষ্ট বালকেরে এখান হইতে।
বাহির করিয়া দাও পথের মাঝেতে।।
নতুবা লইয়া যাও গুরুর ভবনে।
সন্ধান করহ সবে পরম যতনে।।
কোন দুরাচার হেন শিক্ষা করে দান।
তন্ন তন্ন করি কর তাহার সন্ধান।।
এ হেন আদেশ দিলে দানবের পতি।
অনুচরগণ করে গুরুগৃহে গতি।।
প্রহ্লাদে লইয়া গেল ষণ্ডের ভবনে।
পুনশ্চ দানিতে শিক্ষা প্রহ্লাদ সুজনে।।
কত দিন গত হলে একদা রাজন।
রাজ সভাস্থলে পুত্রে করি আনয়ন।।
কহিলেন শুন বৎস প্রহ্লাদ সুমতি।
বিদ্যা যাহা শিখিয়াছ গুরুর বসতি।।
তার মধ্যে সার যাহা করেছ অভ্যাস।
তাহা সব মোর পাশে করহ প্রকাশ।।
শুনিয়া প্রহ্লাদ কহে করি নিবেদন।
নিবেদন করি পিতঃ তোমার সদন।।
জনম হইল যাহে পুরুষ প্রকৃতি।
চরাচর বিশ্ব আর ওহে দৈত্যপতি।।
ভবে যিনি একমাত্র সবার কারণ।
সেই বিষ্ণু সনাতন নিত্য নিরঞ্জন।।
তিনি হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগতের সার।
প্রসন্ন হউন তিনি উপরে তোমার।।
এতেক বচন শুনি দৈত্যের রাজন।
ক্রোধভরে দৈত্যগণে কহেন তখন।।
শুন ওহে দূতগণ বচন আমার।
অবিলম্বে দুরাত্মারে করহ সংহার।।
এরে রাখি ধরাতলে কিবা প্রয়োজন।
আমার কুলের শত্রু এই দুরজন।।
নাহি যেন হেরি মুখ ওই কুলাঙ্গার।
এরে পুষি মোর রাজ্য হবে ছারখার।।
অবিলম্বে দূতগণ করহ ব্যবস্থা।
এর প্রতি আর মোর নাহি কোন আস্থা।।
রাজাদেশ পেয়ে তবে যত দূতগণ।
অস্ত্রশস্ত্র অবিলম্বে করিয়া ধারণ।।
আঘাত করিতে থাকে প্রহ্লাদ শরীরে।
ক্লেশ কিছু নাহি তার অস্ত্রের প্রহারে।।
বরঞ্চ সুঠাম হয় শিশু কলেবর।
তাহা হেরি কহে পুনঃ দৈত্যের ঈশ্বর।।
নির্ব্বোধ বালক ওহে শুনহ বচন।
ভাল চাও মোর বাক্য করহ পালন।।
আমার শত্রুর নাম কর পরিহারে।
এখনো দিতেছি আমি অভয় তোমারে।।
বিফল বিষয় ত্যাগ কর বাছাধন।
এখনো নিবৃত্ত হও আমার বচন।।
শুনিয়া প্রহ্লাদ কহে সহাস্য বদনে।
শুন পিতা নিবেদন তোমার চরণে।।
সর্ব্বভয় শোক দুঃখ যে করে বিনাশ।
তাঁহার অপর নাম হয় সুপ্রকাশ।।

সেই নিরাকার দেব বিষ্ণু ভগবান।
যদ্যপি অন্তরে মম আছে বিদ্যমান।।
ভয়ের সম্ভব বল কি আছে তখন।
নারায়ণে যেইজন করেন স্মরণ।।
জন্ম মৃত্যু জন্য আর ক্লেশ নাহি তার।
সত্য কথা কহিলাম নিকটে তোমার।।
প্রহ্লাদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হিরণ্যকশিপু মনে ক্রোধ আক্রমণ।।
সম্বোধিয়া কহে যত ভুজঙ্গমগণে।
প্রহ্লাদে দংশন কর আমার বচনে।।
তীক্ষ্ণ বিষদন্ত দ্বারা করিয়া দংশন।
অচিরে তাহার প্রাণ করহ নিধন।।
রাজার এতেক আজ্ঞা শুনিয়া শ্রবণে।
তক্ষক অন্ধক আর গোখুরা সঘনে।।
বিষধর আর যত ভুজঙ্গমগণ।
প্রহ্লাদের সর্ব্ব অঙ্গে করিল দংশন।।
কিন্তু তাহে কোন কষ্ট না হয় তাঁহার।
শ্রীহরির প্রতি একমন করি সার।।
হৃদিমাঝে হরিনাম করিয়া স্মরণ।
বরঞ্চ পরম সুখ ভুঞ্জেন তখন।।
তাহা হেরি সর্পগণ দৈত্য সন্নিধানে।
উপনীত হয়ে বলে বিনীত বচনে।।
শুন ওহে দৈত্যরাজ করি নিবেদন।
তোমার তনয় অঙ্গে করিয়া দংশন।।
বিশীর্ণ হয়েছে দেখ দন্ত সমুদয়।
মণি ছাড়া হয়ে যাই দেখ মহাশয়।।
ব্যথিত হয়েছে যত ফণা সবাকার।
হৃদয় কম্পিত হয় হের অনিবার।।
আমাদের নাহি সাধ্য করিতে নিধন।
এ আদেশ ভিন্ন কর করিব পালন।।
ভুজঙ্গগণের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
ডাকিয়া আনিল যত দিক-হস্তীগণে।।
দৈত্যরাজ আদেশিল সবারে তখন।
দন্তাঘাতে প্রহ্লাদেরে করহ নিধন।।
কুলাঙ্গার হেন পুত্র নহেক আমার।
এই দুষ্টে অবিলম্বে করহ সংহার।।

আমার বিপক্ষ যত বৈষ্ণব নিকর।
বিবিধ উপায় তারা করি নিরন্তর।।
প্রহ্লাদে পৃথক করিয়াছে আমা হতে।
সুতরাং পুত্রস্নেহ নাহিক ইহাতে।।
"যে পদার্থ যাহা হতে হয় উৎপাদন।
কভু হয় সেই দ্রব্য বিনাশকারণ।।"
যাহা মোর বোধগম্য বুঝহ সবারে।
ইহার অধিক আর কি বুঝিব পরে।।
তাহার প্রমাণ হের প্রদীপ্ত অনল।
কাষ্ঠ হতে জন্ম লয় খ্যাত চরাচর।।
সে কাষ্ঠ বিনাশ করে অগ্নি পুনর্ব্বার।
অতএব রক্ষা কর বচন আমার।।
পর্ব্বতশিখর সম দিক্‌হস্তীগণ।
দানবরাজের বাক্য করিয়া শ্রবণ।।
প্রহ্লাদে আঘাত করি বিশাল দশনে।
সবেগে ফেলিল তারে ধরণী শয়নে।।
কিন্তু তাঁর মন ছিল শ্রীহরি উপর।
নাহি কোন কষ্ট পায় তাঁহার অন্তর।।
গজদন্ত প্রহ্লাদের বক্ষোপরি পড়ি।
বিশীর্ণ হইয়া গেল অতি দ্রুত করি।।
হাসিয়া প্রহ্লাদ কহে আপন পিতারে।
শুন পিতা নিবেদন করি হে তোমারে।।
আপনার নিয়োজিত দিক্‌হস্তীগণ।
বজ্রাগ্র সমান যার সুতীক্ষ্ণ দশন।।
সেই দন্ত প্রতিহত হইয়া শরীরে।
ভগ্ন হয়ে পড়ি গেল ধরণী উপরে।।
ইহাতেই পরাক্রম কিছু মোর নাই।
তাহার কারণ সব জগৎ গোসাঁই।।
ভগবান নারায়ণে করিলে স্মরণ।
বিশ্বাস ও ভক্তিতে হয় কত সংঘটন।।
প্রহ্লাদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যপতি দৈত্যগণে করে সম্বোধন।।
শুন প্রিয় দূতগণ বচন আমার।
গঠন করহ এক প্রকাণ্ড বিবর।।
তাহার মধ্যেতে স্থাপি কাষ্ঠ সমুদয়।
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ কর এই দুরাত্মায়।।

এতেক আদেশ শুনি যত দৈত্যগণ।
অবিলম্বে কাষ্ঠরাশি করি আহরণ।।
মহাত্মন প্রহ্লাদে তাহে সমাচ্ছন্ন রাখি।
অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে অতি দ্রুত দেখি।।
অগ্নিমধ্যে প্রহ্লাদ করে কৃষ্ণনাম।
তাহাতে তাহার প্রতি অগ্নি নহে বাম।।
প্রহ্লাদ অগ্নির মাঝে থাকিয়া তখন।
দৈত্যরাজে ডাক দিয়া কহিল বচন।।
চেয়ে দেখ পিতা তুমি নিজের নয়নে।
উদ্দীপ্ত হইয়া অগ্নি উঠিছে গগনে।।
তথাপি দহিতে মোরে না হয় সক্ষম।
পরম আনন্দে মম মন নিগমন।।
দশ দিক সমাচ্ছন্ন পদ্ম আস্তরণে।
হইতেছে হেন বোধ সদা মম মনে।।
দশদিক সুশীতল করি দরশন।
ভাল করি দেখ পিতা মেলিয়া নয়ন।।
যখন এরূপে পুত্র পিতারে শুধাল।
রাজপুরোহিত রাজে বলিতে লাগিল।।
শুন ওহে মহারাজ করি নিবেদন।
প্রহ্লাদ সামান্য নহে তোমার নন্দন।।
বালক বয়সে প্রকৃতিরে বশ কৈল।
দারুণ বিপদ হতে নিজেরে রক্ষিল।।
তাই বলি মহারাজ ক্রোধ কর নাশ।
তব পুত্র প্রতি কর করুণা প্রকাশ।।
কুপিত হয়েছ যেই দেবতা উপরে।
অবিলম্বে সে তোমার বশ হতে পারে।।
বালক উপরে কোপ করা অনুচিত।
কর নৃপ এবে যাহা বুঝিবে বিহিত।।
তব পুত্রে লয়ে মোরা আপন ভবনে।
বিনীত করিতে চেষ্টা করিব যতনে।।
শত্রু হিংসা যাহে শিশু করে সর্ব্বক্ষণ।
সে কাজ করিব মোরা করিয়া যতন।।
মো সবার উপদেশ শুনিয়া শ্রবণে।
তবু যদি ভক্তি করে দেব নারায়ণে।।
বিষ্ণুভক্তি যদি নাহি করে পরিহার।
অভিচার দ্বারা তারে করিব সংহার।।

হেনমতে বলে যদি পুরোহিতগণ।
দূতগণ দ্বারা দৈত্য নৃপতি তখন।।
প্রহ্লাদেরে নিষ্কাশিয়া অগ্নিকুণ্ড হতে।
সমর্পিল পুরোহিতগণের করেতে।।
মহাত্মা প্রহ্লাদ তবে গুরুগৃহে গিয়া।
শিক্ষা করে কত বিদ্যা যতন করিয়া।।
নিত্য নিত্য অধ্যয়ন করি সমাপন।
প্রহ্লাদ বালকগণে করে সম্বোধন।।
কত হিত উপদেশ দিতেন সবারে।
সার কথা বলি শুন সবার গোচরে।।
বলে পরমার্থ তত্ত্ব করিব বর্ণন।
অনন্য মনেতে তাহা করহ শ্রবণ।।
প্রাণিগণ বাল্যাবস্থা হইয়া প্রথমে।
যৌবন কালেতে ভোগ করি ক্রমে ক্রমে।।
অবশেষে পরিহার করয়ে জীবন।
জীবের এরূপ গতি হয় দরশন।।
আমি তুমি যত প্রাণী এ তিন ভুবনে।
হেনরূপ গতি লভে কর্ম্মের বন্ধনে।।
মৃত্যু হলে প্রাণিগণ জন্মে পুনরায়।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ তার বহু দেখা যায়।।
শুক্র শোণিতাদি যত আছে উপাদান।
তাহা ভিন্ন জন্ম নাহি হয় কোন স্থান।।
অতএব জঠরবাস অতি কষ্টকর।
সহজে বুঝিতে তাহা পারে যত নর।।
গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হইলেও পরে।
জীবগণ সুখলাভ করিবারে নারে।।
ত্রিভুবন মধ্যে যারা হয় মূঢ়জন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহাদের হলে উপশম।।
তাহাকেই সুখ বলি করয়ে স্বীকার।
ভ্রান্তিমাত্র হয় তাহা ভবের মাঝার।।
দুঃখের নিদান মাত্র ওই সমুদয়।
তাহার কারণ শুন বন্ধু শিশুচয়।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি সব নিবারণ তরে।
যাহা কিছু আহরণ জীবগণ করে।।
কত না অশান্তি কষ্ট তাহাতেই হয়।
অজ্ঞাত নাহিক কারো এসব বিষয়।।

ব্যায়ামাদি দ্বারা বটে শরীরের গ্লানি।
দূরীভূত হয়ে থাকে সকলেই জানি।।
কিন্তু তাহা কোন কালে নহে সুখকর।
সংসার দুঃখের মূল হয় কষ্টকর।।
প্রণয় কুপিতা হয় যদ্যপি রমণী।
চরণে পতিতা হয় কামার্ত্ত যখনি।।
তাহাতে রমণী করে চরণ প্রহার।
তৃপ্তি বোধ নর তাহে করে অনিবার।।
ভাব দেখি কিন্তু ভাই ওহে সখাগণ।
সেই কাজ সুখকর হয় কি কখন।।
আপাততঃ মোহনীয় সুন্দর দেখায়।
অনিত্য সুখ বলি বোধ হয় তায়।।
একবার বিবেচনা করহ মনেতে।
অসার পদার্থ মাত্র দেহের মধ্যেতে।।
মাংস পুঁজ বিষ্ঠা মূত্র স্নায়ু ও শোণিত।
মজ্জা অস্থি ইত্যাদিতে শরীর পূরিত।।
এ ছার অলীক দেহ হলে প্রীতিকর।
নরক সমান তাহা শুন বরাবর।।
তাহলে নরক হবে মহা সুখময়।
মহান কর্ম্মের কিন্তু অধিকার নয়।।
মূলতঃ সংসারে যাহা করি দরশন।
কভু সুখকর নয় শুনহ বচন।।
সুখকর বোধ যাহা হয় কোনকালে।
দুঃখকর হয় তাহা কালের হিল্লোলে।।
শীতের সময় হয় সুখদ অনল।
তৃষ্ণায় সুখকর পানীয়ের জল।।
অন্ন সুখকর হয় ক্ষুধার সময়ে।
কিন্তু বিবেচনা কর আপন হৃদয়ে।।
শীত গ্রীষ্ম অতীত হইলে তখন।
বিপরীত ভাব বেশ করয়ে ধারণ।।
শুন ওহে সখাগণ বলি সবাকারে।
মানব বেষ্টিত থাকে পুত্র পরিবারে।।
স্ত্রী পুত্র আদি সহ প্রীতিভাব রয়।
কষ্টকর তাহা অতি নাহিক সংশয়।।
পুত্র প্রতি স্নেহ হয় যেই পরিমাণে।
দুঃখ ভোগ হয় তত জানিবেক মনে।।

তাই ভক্তিহীন ভবে যত প্রাণীগণ।
পুত্রকন্যার চিন্তায় ব্যাকুলিত মন।।
জন্ম মৃত্যু অতি কষ্ট হয় এ সংসারে।
সেই কথা ব্যাখ্যা দিতে কেহ নাহি পারে।।
শমন যন্ত্রণা দেয় মরণের পর।
বলা নাহি যায় তাহা কত কষ্টকর।।
ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে জঠরযন্ত্রণা।
কত কষ্ট হয় তাহে না হয় বর্ণনা।।
বাস হয় যেইকালে আবার জঠরে।
কিবা সে দারুণ কষ্ট কে বলিতে পারে।।
কত কষ্টে পুনঃ পুনঃ হয় গতাগতি।
মায়ার বশেতে সব ভুলে যায় মতি।।
এই যে হেরিছ ভাই জগৎসংসার।
নাহি তাহে কোন সুখ দুঃখের আগার।।
এ হেন সমাজ হতে উদ্ধারের তরে।
উপায় নাহিক হেরি কি কব সবারে।।
একমাত্র বিষ্ণু যিনি নিত্য সনাতন।
জীব যদ্যপি লয় তাঁহার স্মরণ।।
উত্তীর্ণ হইতে পারে সংসার সাগরে।
সারকথা একবার বুঝিবে অন্তরে।।
আরো এক কথা বলি শুন সখাগণ।
হেন বোধ নাহি যেন করিও কখন।।
আমরা তো শিশুমতি এসব বিষয়ে।
কিবা প্রয়োজন বল ভাবিয়া হৃদয়ে।।
হেন মূর্খসম চিন্তা না কর কখন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।।
যুবা বৃদ্ধ পশু আদি আছে যত নর।
সবার হৃদয়ে আছে বিষ্ণু গদাধর।।
আত্মারূপে সর্ব্বদেহে করে অবস্থান।
জরা বা যৌবন তার নাহি বিদ্যমান।।
সে সকল ধর্ম্মে দেহ আক্রমিত হয়।
চতুর ও জ্ঞানবান ত্যাগী তো নিশ্চয়।।
সর্ব্বদা যাহাতে হয় কল্যাণ বিধান।
যতনে সে চিন্তা সদা করিবে ধীমান।।
সময়ের তরে যত মূর্খ নরগণ।
অনর্থক ধ্বংস করে আপন জীবন।।

শিশু মোরা সুখে করি আহার বিহার।
বিষয়েতে যুবা সুখ ভুঞ্জে অনিবার।।
বৃদ্ধবেশে অতিশয় কর্ম্মেতে অক্ষম।
হেন বোধ করা নহে উচিত কখন।।
কেহ বলে হরিনাম অল্প বয়সে।
করে বল কিবা লাভ থাক ভোগবশে।।
বৃদ্ধকাল যেই কালে হবে উপনীত।
সে সময় হরিনাম করা তো বিহিত।।
মূঢ়তা বশতঃ যে এইরূপ ভাবে।
বৃথা জন্ম যায় তার সুন্দর এ ভবে।।
মহাকষ্ট পায় পরিণামে সেইজন।
অনুতাপে বাহিরায় এরূপ বচন।।
কি করিনু হায় হায় মোরা মূঢ়মতি।
ইন্দ্রিয় প্রবল যবে ছিল বল অতি।।
হৃদয়ের বৃত্তি সব ছিল তেজীয়ান।
যত্ন নাহি করিলাম লভিতে কল্যাণ।।
আহা রে কুকর্ম্ম কত করিনু সাধন।
তাহার উচিত ফল পেতেছি এখন।।
দুরাশার বশ হয়ে নরগণ প্রায়।
করিতে সুকৃতি কর্ম্ম কভু নাহি ধায়।।
ফলত মানবগণ শৈশবের কালে।
ক্রীড়ারত হয়ে কাল কাটে কুতূহলে।।
যৌবন বিষয় বাঞ্ছা করি ঘন ঘন।
বিফলে সময় যত করেন যাপন।।
সর্ব্বশক্তি লোপ পায় বার্দ্ধক্য দশায়।
কল্যাণ লভিতে কভু মন নাহি যায়।।
অতএব যাহাতেই মঙ্গল সাধন।
একান্ত মানসে সবে করহ পালন।।
বাল্য ও যৌবন কিংবা বার্দ্ধক্যের ভাবে।
কখনো জীবাত্মা বদ্ধ নহে এই ভবে।।
যে সকল কথা আমি করিনু কীর্ত্তন।
অলীক বলিয়া যদি করহ মনন।।
সনাতন শ্রীবিষ্ণুরে করহ স্মরণ।
সত্য কহি মুক্ত হবে ভবের বন্ধন।।
শ্রীহরি স্মরণ হেতু কোন কষ্ট নাই।
স্মরণে কল্যাণ হয় জানিবে সদাই।।
শ্রীবিষ্ণুরে চিন্তে যেবা সেই মহাজন।
তাঁহাদের যত পাপ হয় বিনাশন।।
অতএব শুন সখা তোমরা সকলে।
সর্ব্বদা রাখহ মতি বিষ্ণু পদতলে।।
শ্রীবিষ্ণু ভজিলে কোন ক্লেশ নাহি আর।
শ্রীহরি স্মরণে হয় ভব পারাবার।।
ত্রিতাপ তাপেতে বিশ্ব আছে আচ্ছাদিত।
সে কারণ জীব দুঃখ পাইবে নিশ্চিত।।
তাপত্রয় মধ্যে এক হয় আধ্যাত্মিক।
দ্বিতীয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।।
যে জন মহান হয় এ ভব সংসারে।
হিংসা নাহি করে তারা কভু কারো পরে।।
বিদ্বান বা ধনী কেহ অধিকন্তু হয়।
তথাপি বিদ্বেষ করা উচিত তো নয়।।
কেহ যদি হিংসা করে কাহারো উপরে।
নিজের অশুভ ডাকা কৌশলের ভরে।।
স্বভাবতঃ ক্রোধী যারা সংসার মাঝার।
অপরের পরে করে দ্বেষ ব্যবহার।।
তাহাদিগে জ্ঞান শিক্ষা করিবে প্রদান।
এই তো উচিত কার্য্য নহে বুদ্ধিমান।।
যে ভাবেতে দোষরাশি হয় সংশোধন।
তোমাদের পাশে সখা করিনু কীর্ত্তন।।
পরমার্থ তত্ত্ব যাহা সাধুগণ চায়।
সে কথা বলিব এবে তোমা সবাকায়।।
সর্ব্বভূতাত্মা বিষ্ণু যিনি ভগবান।
নিখিল পদার্থে তাঁর আছে অধিষ্ঠান।।
তাঁহার প্রভাবে সব শক্তিমান হয়।
সবকিছু তিনি কিন্তু জানিবে নিশ্চয়।।
অতএব যত কিছু ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
ভগবান বিষ্ণু আছে সবার ভিতরে।।
পৃথিবীতে যত বস্তু হয় দরশন।
তন্ময় বলিয়া ভাবে যত সুধীজন।।
অতএব মায়ামোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।।
এসো সখা সবে মিলি আমরা সকলে।
মনে ভক্তি রাখি আসুরিক যাক চলে।।

সনাতন শ্রীবিষ্ণুরে করিয়া আশ্রয়।
পরমার্থ লাভ মোরা পাইব নিশ্চয়।।
অনল অনিল মেঘ বরুণ ভাস্কর।
উরগ কিন্নর যক্ষ রক্ষ শশধর।।
পশু পক্ষী নর আদি যাহা কিছু আছে।
কেহ নহে বিষ্ণু হতে ভিন্ন ধরামাঝে।।
আত্মারূপী ভগবান ভিন্ন কেহ নয়।
এক সত্য কথা বলি শুন সখাচয়।।
যাহা পরমার্থ সুখ নিত্য সেই ধন।
কেহ নাহি সাধ্য পায় করিতে নিধন।।
ক্রোধ লোভ ঈর্ষা দ্বেষ অথবা মৎসরে।
ইত্যাদি যতেক শত্রু বিশ্বের ভিতরে।।
পরমার্থ সুখ ক্ষয় করিবারে নারে।
কি আর বলিব বল সবার গোচরে।।
নির্ম্মল ও নিত্য হন বিষ্ণু সনাতন।
যদ্যপি হৃদয়ে তাঁরে করহ ধারণ।।
লাভ হবে মহাসিদ্ধি কহিনু নিশ্চয়।
এ সংসার হয় সদা অসারময়।।
আসল ত্যজিয়া সব নকল ধরিল।
অসার পাই সবে আনন্দে মজিল।।
সংসার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সব নরে।
কভু না সন্তুষ্ট মানে আপন অন্তরে।।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হওয়া তো উচিত।
সর্ব্বজনে সমভাবে হেরিবে নিশ্চিত।।
হেনভাব যদি ভাই কর আচরণ।
বিষ্ণু সেবা ধর্ম্ম তাহে হইবে সাধন।।
প্রসন্ন যদ্যপি হন সেই ভগবান।
দুর্ল্লভ কিছুই নাহি থাকে বিদ্যমান।।
তাঁর সহ প্রেম যদি পার করিবারে।
ধর্ম্ম অর্থ কামে বল কিবা কাজ করে।।
তাঁর প্রসন্নতা পাশে এই সমুদয়।
অতি তুচ্ছ হয় যেন কহিনু তোমায়।।
অতএব সার কথা শুন সখাচয়।
সে অনন্ত ব্রহ্ম তরু করহ আশ্রয়।।
নাম কর নাম চিন্ত নাম কর সার।
বিষ্ণু নাম বিনা ভবে নাহি কিছু আর।।

অবশ্যই পাবে সবে মহামৃত ফল।
সন্দেহ নাহিক তাহে বান্ধব সকল।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত আধার।
ভক্তিতে শুনিলে নর হয় ভবপার।।

প্রহ্লাদকে বধ করার চেষ্টা

পরাশর বলে শুন মৈত্র মহাশয়।
শুনি প্রহ্লাদের এই কথা সমুদয়।।
বালকের দল যত ভয়ে ভীত হয়ে।
উপনীত হল আসি রাজার আলয়ে।।
একে একে সব কথা বলিতে লাগিল।
হিরণ্যকশিপু তাহে ক্রোধান্বিত হল।।
মৃদু অগ্নিতেজ সেথা গুপ্তভাবে রয়।
ঘৃতের পরশে অগ্নি দ্বিগুণ জ্বলয়।।
রাজবাড়ী মধ্যে যত পাচক আছিল।
প্রধান পাচকে রাজা ডাকিয়া কহিল।।
আমার বচন তুমি করহ শ্রবণ।
প্রহ্লাদ আমার পুত্র অতি দুরমন।।
সুপথে প্রবৃত্তি নাই কুপথেতে মন।
তাহার অজ্ঞাতে কার্য্য করহ এমন।।
আহারের দ্রব্য কর সুস্বাদু স্বরূপ।
তাহাতে ঢালিয়া দাও হলাহল কূপ।।
প্রফুল্ল চিত্তেতে দাও করিতে আহার।
নিশ্চয় হইবে তাহে দুষ্টের সংহার।।
রাজার এমত আজ্ঞা পেয়ে সুরগণ।
বিষময় খাদ্য পুত্রে করিল অর্পণ।।
মহাত্মন প্রহ্লাদ তাহা ভক্তি সহকারে।
আহার করিল হরি ভাবিয়া অন্তরে।।
কোনরূপ বিকলতা না জন্মিল তাঁর।
হরিনাম গুণে বিষ হইল সংহার।।

বিকার না হয় পুত্র সুস্থ দেহে রয়।
হরি বলি মনানন্দে যাপন করয়।।
হেরিয়া পাচকগণ সভয় মনেতে।
উপনীত হইল রাজার কাছেতে।।
নমিত হইয়া তারা করে সম্বোধন।
শুন এক কথা রাজা করি নিবেদন।।
তীব্র বিষাহার মোরা দিনু প্রহ্লাদেরে।
প্রহ্লাদ খাইল কিন্তু না হয় বিকারে।।
পাচকের বাক্য শুনি দানব রাজন।
পুরোহিতগণে ডাকি কহিল তখন।।
আপনারা বুদ্ধি করি মিলিয়া সকলে।
উপায় করহ ত্বরা প্রহ্লাদ সংহারে।।
রাজার আদেশ শুনি পুরোহিতগণ।
শান্ত হয়ে প্রহ্লাদের পাশে আগমন।।
সম্বোধি কহিল ওহে রাজার কুমার।
লোক পিতামহ ব্রহ্মা এ সৃষ্টি যাঁহার।।
প্রধান তাঁহার বংশ বিদিত জগতে।
সবে জানি জন্মিয়াছ তুমি সে বংশেতে।।
হিরণ্যকশিপু হয় দৈত্য তনয়।
তাহার তনয় তুমি জানি মহাশয়।।
দেবতুল্য তব পিতা সর্ব্বশক্তিমান।
জীবের আশ্রয় নিত্য অনন্ত মহান।।
পরিশেষে তুমি হবে সবার আশ্রয়।
তবে কেন বিরুদ্ধ আচরণ তায়।।
শত্রুপক্ষ স্তব না করি আচরণ।
সর্ব্বদাই রক্ষা কর পিতার বচন।।
পিতৃসেবা কর্ত্তব্য জানিবে তোমার।
পিতার অপেক্ষা গুরু ভবে নাহি আর।।
হেনমতে বলে যদি পুরোহিতগণে।
প্রহ্লাদ সম্বোধি কহে শুন একমনে।।
শুন মহাশয়গণ নিবেদি সবারে।
জনম ধরেছি আমি অত্যুত্তম কুলে।।
একচ্ছত্র নরপতি জনক আমার।
ত্রিভুবন অধিপতি জানিবেক সার।।
আমার অজ্ঞাত ইহা না হয় কখন।
মহাগুরু পিতা নাহি জানে কোনজন।।

পিতারে সন্তুষ্ট রাখা পরম যতনে।
সমুচিত জয় ইহা জানি আমি মনে।।
কিন্তু আমি মনে মনে জানিহে নিশ্চয়।
তার পাশে হেন দান অতিরিক্ত নয়।।
ভগবান অনন্তের নাম উচ্চারিলে।
বিফল বলিয়া তাহা কহেন সকলে।।
কোন ব্যক্তি হেনরূপ অযুক্ত কাহিনী।
কীর্ত্তন করিতে সাধ্য বল দেখি শুনি।।
তোমাদের হেন বাক্য যুক্তিযুক্ত নয়।
অযুক্ত বলিয়া সদা মনে মোর লয়।।
এত বলি মৌনভাবে রহি কিছুক্ষণ।
হাস্য করি পুনঃরায় কহিল তখন।।
শুন মহাশয়গণ নিবেদি তোমারে।
উচ্চারিলে হরিনাম বদন বিবরে।।
নিষ্ফল বলিয়া তারে করিছ কীর্ত্তন।
কিন্তু সভা পাশে আমি করি নিবেদন।।
দুঃখিত না হও যদি সকলে মনেতে।
হরিনাম ফল কহি সবার অগ্রেতে।।
সনাতন বিষ্ণু সেই দেব ভগবান।
তাঁহার কৃপায় লাভ ধর্ম্ম অর্থ কাম।।
হরিনাম উচ্চারণে মোক্ষ লাভ হয়।
তবে কেন কহ নাম নিষ্ফল সবায়।।
দক্ষ ও মরীচ আদি মহাঋষিগণ।
সনাতন শ্রীবিষ্ণুরে করেন সাধন।।
কেহ ধর্ম্ম কেহ অর্থ করেছে সঞ্চয়।
হরিনামে অভিলাষ পূরিবে নিশ্চয়।।
সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান পুত্র পরিজন।
মাহাত্ম্য করমকাণ্ড ইত্যাদি বন্ধন।।
এ সব ছেদন করি নামের প্রসাদে।
কেহ কেহ মজেছেন মোহ মোক্ষপদে।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁহা হতে হয়।
সে নামে নিষ্ফল বল কিসে মহাশয়।।
আপনারা গুরু হও মহাশয় জন।
আপনারা বলিছেন যে সব বচন।।
ভাল মন্দ যাহা হোক মম অভিমতে।
যুক্তিযুক্ত বলি বোধ নাহি হয় চিতে।।

এরূপে প্রহ্লাদ যদি কহিল বচন।
সম্বোধিয়া কহে তারে পুরোহিতগণ।।
শুনরে নির্বোধ শিশু মোদের কাহিনী।
রাজপাশে না বলিবে হেনরূপ বাণী।।
এই বোধ করি মোরা নিজ নিজ মনে।
রক্ষিণু তোমার প্রাণ অনল দাহনে।।
কিন্তু ধীরে ধীরে তব ঘটিছে দুর্ম্মতি।
বুঝিতে নারিলে তাহা অবোধ সন্ততি।।
যাহা হোক এই ভ্রান্তি কর পরিহার।
উপায় করিব নৈলে করিতে সংহার।।
তাহাদের কথা শুনি তত্ত্বজ্ঞ প্রহ্লাদ।
কহে সবে সম্বোধিয়া করি প্রণিপাত।।
শুন মহাশয়গণ করি নিবেদন।
একমাত্র কর্ত্তা সেই হরি সনাতন।।
নিত্তি বিচার তিনি করেন ভবেতে।
পলাবার পথ সেথা নাহি কোন মতে।।
একমাত্র তিনি রক্ষা করেন সবাকার।
বিষ্ণু হতে সবাকার পালন ও সংহার।।
তিনি ভিন্ন এ জগতে হেন কোন জন।
বিনাশ করিতে পারে অথবা রক্ষণ।।
এত বলি মৌনভাব প্রহ্লাদ ধরিলে।
পুরোহিতগণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রবলে।।
মহা অগ্নিময়ী মূর্ত্তি করিল সৃজন।
অগ্নিসম প্রভা তার লোহিত বরণ।।
অভিচার দ্বারা জন্ম লভিল মূরতি।
ভয়ঙ্কর বেশ তার বিকট আকৃতি।।
ধরাদেবী কাঁপে তার চরণের ভারে।
উপনীত হন আসি প্রহ্লাদ গোচরে।।
হস্তে ধরি তীক্ষ্ণ শূল মূরতি ভীষণ।
যজ্ঞস্থলে প্রহ্লাদেরে করিল ক্ষেপণ।।
তাহাতেই ব্যথা কভু প্রহ্লাদ না পায়।
বরঞ্চ সে শূল খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়।।
প্রহ্লাদের দেহে স্পর্শ যখন করিল।
খণ্ড খণ্ড হয়ে শূল ভূমিতে পড়িল।।
শত খণ্ড হয় শূল দেখিতে দেখিতে।
হরির শক্তির সীমা নাহি এ জগতে।।
সে হরি হৃদয়ে বাস করিছে যখন।
সামান্য শূলের শক্তি পারে কি তখন।।
বজ্রও দেহের পরে যদি কভু হয়।
তৎক্ষণাৎ হবে ভগ্ন নাহিক সংশয়।।
সে কারণ মহাত্মন সে প্রহ্লাদ ধীমান।
সকল বিপদ হতে পায় পরিত্রাণ।।
হয়তো ভাবিছে কেহ আশ্চর্য্য বিষয়।
শ্রীহরিকৃপায় কিন্তু সবকিছু হয়।।
তাই সে পরম ভক্তে করিতে নিধন।
সৃজন করিল যাহা পুরোহিতগণ।।
পুরোহিতগণে ধ্বংস করি সে মূরতি।
হয়ে গেল অন্তর্ধান শুন মহামতি।।
পুরোহিতগণ সৃষ্টি সে মূর্ত্তি দ্বারায়।
পুরোহিতগণ সব দগ্ধ হয়ে যায়।।
মহাত্মা প্রহ্লাদ তাহা দরশন করি।
কহিতে লাগিল ভাবি সনাতন হরি।।
অনাদি অনন্ত তুমি বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী।
এ বিশ্বের স্রষ্টা তুমি হও বিশ্বরূপী।।
সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতে কর অবস্থান।
কর প্রভু পুরোহিতগণে প্রাণদান।।
যতদিন প্রাণ আমি করেছি ধারণ।
যদি করে থাকি আমি তোমারে সাধন।।
শত্রুর অনিষ্ট চিন্তা মম এ জীবনে।
যদি নাহি করে থাকি কভু মনে মনে।।
অতএব সেই পুণ্যে পুরোহিতগণে।
জীবিত হউক পুনঃ এই আকিঞ্চনে।।
যাহারা আমারে বধ করিবার তরে।
উদ্যোগী হয়েছিল ক্ষণপূর্ব্ব পরে।।
বিষ দিয়েছিল মম ভক্ষ্য দ্রব্যে যারা।
অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিনু যার দ্বারা।।
সেইসব দিগ্‌গজ মহাবলবান।
পদতলে করেছিল আমারে শয়ান।।
ভুজঙ্গ দংশন যারা করেছিল মোরে।
বিনাশিতে কভু আমি তাহাদের পরে।।
মানসে না আনি আমি যদ্যপি কখন।
সে পুণ্যে জীবিত হোক পুরোহিতগণ।।

এরূপ কামনা যদি প্রহ্লাদ করিল।
পুরোহিতগণ সবে জীবিত হইল।।
আরোগ্য পাইয়া সবে পুলকিত মনে।
প্রহ্লাদে সম্বোধি কহে বিনয় বচনে।।
দীর্ঘজীবী হও বাছা তুমি মহাত্মন।
অপ্রতিহত বল বীর্য্য করহ ধারণ।।
পৌত্রাদি দ্বারা তুমি পরিপূর্ণ হও।
ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়ে মনসুখে রও।।
হেনমতে আশীর্ব্বাদ করি হিতগণ।
হিরণ্য রাজার পাশে করিল গমন।।
ঘটনা বিশেষ সব কহিল তাঁহারে।
তারপর যা ঘটিল বলি বরাবরে।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুধার সমান।
শ্রীকবি কহেন যেবা শুনে পুণ্যবান।।
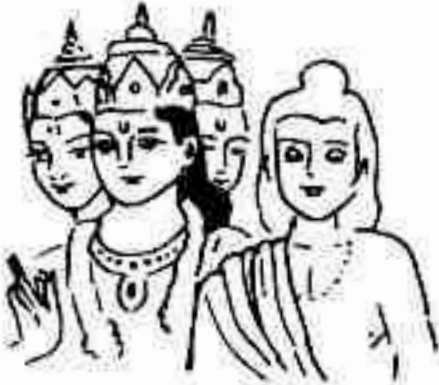
প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক শ্রীহরির স্তব

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় মহান।
পুরোহিত মুখে শুনি যত বিবরণ।।
অগ্নিময়ী মহামূর্ত্তি হয়েছে বিফল।
শুনি বার্ত্তা দৈত্যপতি না হল বিকল।।
মহাত্মা প্রহ্লাদে পরে করি আহ্বান।
কহিলেন শুন বৎস ওহে মতিমান।।
অপূর্ব্ব তোমার শক্তি হেরি সুনিশ্চয়।
নারি বুঝিবারে তব চেষ্টা সমুদয়।।
অদ্ভুত ঘটনা যাহা হয় সংঘটিত।
তব মন্ত্রবলে তাহা হয় সুনিশ্চিত।।
অথবা কু-স্বভাব যা তাহার প্রভাবে।
কত যে ঘটিল তাহা বুঝিতেছি ভাবে।।
দৈত্যপতি হেনরূপ কহিলে বচন।
তাঁহার চরণে পড়ি প্রহ্লাদ তখন।।
বিনীত ভাবেতে বলে বিনয় বচনে।
মধুর ভাষণে আর আনত বদনে।।
শুন ওহে পিতা তোমা করি নিবেদন।
এই যে করেছি আমি অদ্ভুত করম।।
মন্ত্রতন্ত্র বিবেচনা না কর মনেতে।
স্বতঃসিদ্ধ গুণ নহে কহিনু তোমাতে।।
আমার হৃদয়ে যেবা হয় অধিষ্ঠান।
সেই সনাতন বিষ্ণু দেব ভগবান।।
তাঁহার প্রভাবে সব হতেছে সাধন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন।।
যে জন পরের শুভ চিন্তা সদা করে।
পাপ নাহি পশে কভু তাহার শরীরে।।
কার্য্য মন বাক্য দ্বারা যেই মহাজন।
পরের উপর করে সতত পীড়ন।।
বিবিধ অশুভ ঘটে জানিবে তাহার।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে গুণাধার।।
কার্য্য মন কিংবা বাক্য দ্বারায় কখন।
পরের অনিষ্ট না করিনু সাধন।।
চিন্তা করি অহর্নিশি সেই মহাজনে।
অন্য চিন্তা স্থান কভু নাহি পায় মনে।।
শারীরিক মানসিক দৈবী কিংবা আর।
অসুবিধা কিছু নাহি হয় হে আমার।।
সেই হেতু ওগো পিতা করি নিবেদন।
সর্ব্বভূতময় সেই দেব নারায়ণ।।
তাঁহারে বিদিত হয়ে ভক্তি সহকারে।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য ধ্যান করিবারে।।
তিনি ছাড়া গতি নাহি শুন মহাশয়।
সকল জগৎ জান তাঁহার আশ্রয়।।
বুদ্ধিমান সম সর্ব্ব মায়ামোহ ত্যজি।
জীবন সার্থক কর নারায়ণে ভজি।।
পুত্রমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রাসাদস্থ দৈত্যরাজ ক্রোধে নিমগন।।
ডাকিয়া কহিল যত অনুচরগণে।
পালহ আমার আজ্ঞা সকলে যতনে।।
প্রাসাদ উন্নত যেথা শতেক যোজন।
প্রহ্লাদেরে লয়ে তথা কর আরোহণ।।

ফেলি দাও তথা হতে ভূমির উপর।
ত্বরা করি প্রাণ নাশ করহ সত্বর।।
যদি দুষ্ট শিলাপৃষ্ঠে হয় নিপতন।
সর্ব্বাঙ্গ বিচূর্ণ হবে বুঝিনু এখন।।
রাজার আদেশ পেয়ে কিঙ্কর নিকর।
প্রহ্লাদেরে নিল তুলি প্রাসাদ শিখর।।
তথা হতে ফেলি দিল ভূমির উপরে।
প্রহ্লাদ ভাবেন কিন্তু সর্ব্বদা হরিরে।।
সনাতন শ্রীবিষ্ণুরে করিয়া স্মরণ।
উচ্চ প্রাসাদ হতে হয় নিপতন।।
যখনি পড়িল ভক্ত ভূমির উপরে।
যোগমায়া ভগবতী কোলে করি ধরে।।
অতএব কিছুমাত্র কষ্ট নাহি হয়।
দৈত্যগণ হেরি তাহা মানিল বিস্ময়।।
সুস্থদেহ প্রহ্লাদের করি দরশন।
দৈত্যপতি সম্বরেরে ডাকিল তখন।।
কহিলেন শুন মোর কথা বীরবর।
যদি মায়ামন্ত্র থাকে শরীর ভিতর।।
যত গূঢ় মন্ত্র আছে বিনাশ কারণ।
মম শুভ হেতু মাত্র করিবে পাতন।।
কার্য্যসিদ্ধ হলে পাবে অর্দ্ধ রাজত্ব।
কহিলাম তোমারেই মম শেষতত্ত্ব।।
অতি মায়াবলে তুমি পুত্র প্রহ্লাদেরে।
অবিলম্বে বধ কর কহিনু তোমারে।।
রাজার সকল কথা করিয়া শ্রবণ।
সম্বর অসুর তবে বলিল বচন।।
অজানিত নহে মম মায়ার কৌশল।
অলৌকিক মায়াবলে ধরি কত বল।।
অসংখ্য মায়ার বল করিয়া সৃজন।
তব পুত্র প্রহ্লাদেরে করিব নিধন।।
মহাত্মন প্রহ্লাদ হন সমদর্শী অতি।
তাঁহারে করিতে বধ সম্বর দুর্ম্মতি।।
নানাবিধ মায়াজাল করিল বিস্তার।
শুন শুন তারপর ঘটে যাহা আর।।
পরম তত্ত্বজ্ঞ সেই প্রহ্লাদ ধীমান।
ভাবে সদা একমনে কোথা ভগবান।।

হেনমতে ভাবে মন শ্রীমধুসূদন।
অন্য চিন্তায় স্থান নাহি পায় তার মন।।
হেরি প্রহ্লাদেরে তবে নিতান্ত কাতর।
ভয়হারী দর্পহারী দেব গদাধর।।
প্রিয় সুদর্শনে তাঁর করি সম্বোধন।
মায়ার সংহারে আজ্ঞা দিলেন তখন।।
আদেশ পাইয়া চক্র হয় ধাবমান।
মায়ারে বিনাশ করে স্মরি ভগবান।।
তাহা হেরি দৈত্যপতি ভাবিয়া অন্তরে।
সংশোষক পবনেরে ডাকি মৃদুস্বরে।।
কহিলেন শুন বায়ু আমার বচন।
দুরাত্মা প্রহ্লাদেরে করহ নিধন।।
আদেশ পাইয়া বায়ু অতি ধীরে ধীরে।
প্রবেশ করিল ত্বরা প্রহ্লাদ শরীরে।।
শীতোষ্ণ ভাব সেথা করিয়া ধারণ।
প্রহ্লাদের কলেবর করয়ে শোষণ।।
মহান হরির ভক্ত সেই অবস্থায়।
সদা ভাবে নারায়ণ আছহ কোথায়।।
মন মধ্যে শ্রীহরিরে করিয়া ধারণ।
এক মনে রহে সাধু প্রহ্লাদ তখন।।
তাহা হেরি নারায়ণ অতি ত্বরা করে।
অধিষ্ঠান করি ভক্ত হৃদয়কন্দরে।।
তাঁর দৃষ্টি মাত্রে হয় বায়ুর সংহার।
হেরি তাহা দৈত্যগণ বিস্ময় আকার।।
মহাশক্তিশালী মায়াবীর সে সম্বর।
সংশোষক যার পরে কশিপু নির্ভর।।
প্রহ্লাদে বিনাশ হেতু উভয়ে আসিল।
ভক্তি অস্ত্রে নিজেরাই বিনাশ হইল।।
পুনঃ সে প্রহ্লাদ যায় গুরুর ভবনে।
নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করে গুরুর সদনে।।
শুক্রাচার্য্যকৃত যেই নীতিশাস্ত্র সার।
আচার্য্য তাঁহারে শিক্ষা দিল বার বার।।
বিনীত প্রহ্লাদে হেরি কিছুদিন পরে।
নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী হেরিয়া তাহারে।।
হিরণ্যকশিপু পাশে করিল গমন।
কহিলেন শুন রাজা আমার বচন।।

শুক্রাচার্য্যকৃত যত নীতিশাস্ত্র সার।
সমস্ত শিখিল প্রহ্লাদ গুণাধার।।
আচার্য্য মুখেতে শুনি এ হেন বচন।
প্রহ্লাদে সম্বোধি রাজা কহে বাছাধন।।
শত্রু মিত্র উদাসীন আভ্যন্তর চর।
অমাত্য বাহ্যিক মন্ত্রী অথবা ইতর।।
পৌরবর্গ সশঙ্কিত এ সবার সনে।
ব্যবহার কি করিবে কহ মম স্থানে।।
রাজার কি কর্ত্তব্য বল তাহার সহিত।
আমার নিকট তাহা কর প্রকাশিত।।
ব্যবহার কালত্রয়ে কিরূপ বা হয়।
কিরূপে করিবে বল দুর্গ পরাজয়।।
শাসন কিরূপে হবে আরণ্যকগণ।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিসে হয় নিরূপণ।।
শত্রু বশীভূত বল হবে কি প্রকারে।
রাজনীতি ধরে বৎস বলহ আমারে।।
এইসব অধ্যয়ন করে যা শিখিলে।
একে একে সব কথা দাও তুমি বলে।।
জানি তুমি বুদ্ধিমান তনয় আমার।
মায়াশক্তি বিরাজিত হৃদয়ে তোমার।।
তোমার মনের ভাব জানিবার তরে।
একান্ত বাসনা মম হতেছে অন্তরে।।
বিনয়ের অবতার প্রহ্লাদ তখন।
পিতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ।।
সম্বোধিয়া কহে তাঁরে করি যোড়কর।
শুন নিবেদন করি দানব প্রবর।।
আচার্য্য যে নীতিশাস্ত্র দিয়াছেন মোরে।
আমি তাহা শিখিয়াছি যত্ন সহকারে।।
কিন্তু তাহা মনোমত আমার না হয়।
সত্য সার কথা এই আমার শুনহ।।
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়।
সাধন করিতে মোর মন নাহি চায়।।
মিত্রাদি সাধনে নাহি প্রবৃত্তি আমার।
ক্রোধ নাহি কর পিতা কহিলাম সার।।
সাধনেতে ফল নাই সাধ্যের অভাবে।
আদি নীতিশাস্ত্র যাহা এই বিশ্বভবে।।

সর্ব্বভূত আত্মা বিভু যিনি জগন্ময়।
শত্রু মিত্র সম্বন্ধাদি তাঁহে নাহি হয়।।
কিছু নাহি হয় পিত সে সম্বন্ধ ফলে।
সকলি অসার জান এই মহীতলে।।
আমি কিংবা তুমি আর অন্য প্রাণীগণ।
সকল পদার্থে আছে হরি নারায়ণ।।
সুতরাং শত্রু মিত্র সকল বিচার।
সম্ভব না হতে পারে শুন গুণাধার।।
অজ্ঞান পূরিত হেন গর্হিত বচন।
বল তব অনুচিত জানিবে রাজন।।
মঙ্গল যাহাতে হয় ওহে মতিমান।
সর্ব্বদাই সেই কাজে হও যত্নবান।।
খদ্যোতেরে অগ্নি ভাবে বালক যেমন।
সেইরূপ ভ্রমে পড়ি জগতের জন।।
অজ্ঞানের বশে যত মানবের গণ।
বিজ্ঞান বুদ্ধির বশ হয় অনুক্ষণ।।
সে বিজ্ঞান বুদ্ধি হয় অবিদ্যাতে গত।
অজ্ঞানমূলক তাহা জান সুনিশ্চিত।।
যাহা দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ হয় এ সংসারে।
প্রকৃত করম তারে কে বলিতে পারে।।
হয় তাহা অনুষ্ঠিত মুক্তির কারণ।
প্রকৃত করম তাহা বলে সাধুগণ।।
শিল্প আদি যত কার্য্য হয় আচরণ।
অনিত্য সুখের তরে হয় দরশন।।
অতএব সার ধর্ম্ম জানিয়া অন্তরে।
সত্য যাহা কহিলাম তোমার গোচরে।।
কৃপা করি একবার করহ শ্রবণ।
বিনয়ে তোমার পাশে এই নিবেদন।।
অদৃষ্টের বশীভূত সকলে সংসারে।
তাহার প্রমাণ শুন নিবেদি তোমারে।।
রাজ্য ধনে বাঞ্ছা নাহি যে জনের রয়।
অদৃষ্টবশেতে কিন্তু ঘটে সমুদয়।।
অদৃষ্টবশেতে তার ঘটে রাজ্যধন।
মহত্ত্ব লাভেতে বাঞ্ছা করে সর্ব্বজন।।
সবার ইচ্ছা কিন্তু পূর্ণ নাহি হয়।
প্রত্যক্ষ দেখিছ বিশ্বে ওহে মহোদয়।।

সুতরাং উদ্যম নয় উন্নতি কারণ।
অদৃষ্ট সবার মূল জানিবে রাজন।।
অবিবেচক হয় যাহারা সংসারে।
অথবা অসুরগণ এ বিশ্ব মাঝারে।।
সুখ ভোগ করে সব অদৃষ্ট কারণ।
অতএব শুন পিতা করি নিবেদন।।
বিশাল ঐশ্বর্য্য লাভে চিন্তা যদি হয়।
পুণ্যলাভে যত্নবান হইবে নিশ্চয়।।
সদা ইচ্ছা করে যারা মুক্তির কারণ।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হবে সেইজন।।
দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কীট আদি।
সরীসৃপ অন্য অন্য জীবের সংহতি।।
শ্রীবিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র সবে।
নাম তাঁর বিশ্বরূপ হয় এই ভবে।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই স্থাবর জঙ্গম।
তন্ময় স্বরূপ যেই করে দরশন।।
আত্মারূপী বিষ্ণুদেবে যেইজন হেরে।
হরির প্রসাদ হয় তাহার উপরে।।
যাহার উপরে তুষ্ট দেব নারায়ণ।
কোন ক্লেশ সেইজন না পায় কখন।।
বালক প্রহ্লাদ যদি এরূপ বলিল।
ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত তবে দৈত্যরাজ হৈল।।
সিংহাসন হতে উঠি তবে দৈত্যেশ্বর।
করিলেন পদাঘাত বক্ষের উপর।।
করে কর নিষ্পেষণ করিয়া রাজন।
সম্বোধিয়া দূতগণে কহিল তখন।।
কেবা কোন শক্তিশালী আছে বল আর।
ত্বরা করি রাখ সবে বচন আমার।।
প্রহ্লাদেরে নাগপাশে করিয়া বন্ধন।
বিশাল সাগরজলে করহ ক্ষেপণ।।
নতুবা সমস্ত লোক আর দৈত্যগণ।
এ পাষণ্ডের মতামত করিবে গ্রহণ।।
বিপক্ষের স্তুতিবাদ করে দুরাচার।
নিষেধ করিনু আমি কত শত বার।।
তথাপি নিবৃত্তি নাহি হল কোনমতে।
ইহারে বধিলে হবে কল্যাণ রাজ্যেতে।।

এইমত আজ্ঞা যদি দানিল রাজন।
নাগপাশে প্রহ্লাদেরে করিয়া বন্ধন।।
ফেলি দিল দৈত্যগণ সাগরের জলে।
সাগরে উত্তাল বেগ ছিল সেইকালে।।
যখন প্রহ্লাদে জলে করে নিক্ষেপণ।
সাগর অধিক ক্ষুব্ধ হইল তখন।।
অধিক উদ্বেল হলে সাগরের জল।
সলিলে প্লাবিত করে এ বিশ্ব সকল।।
তাহা হেরি দৈত্যরাজ করি সম্বোধন।
পুনরায় কহে ডাকি অনুচরগণ।।
অসংখ্য বিশাল শৈল আনিয়া অচিরে।
সমাচ্ছন্ন কর এই দুষ্ট দুরাচারে।।
অগ্নিতে না মরে এই দুরাত্মা পামর।
অক্ষম হইল বধে উরগ নিকর।।
কতেক কৌশল করি সহ অভিচার।
কোন মতে না মরিল এই দুরাচার।।
উচ্চস্থান হতে নাহি হইল মরণ।
অবিলম্বে যাহা বলি করহ এখন।।
তাহার জীবনে বল কিবা ফল আর।
অতএব ত্বরা করি করহ সংহার।।
শত বর্ষ এরে যদি সাগর মাঝারে।
পর্ব্বতে ঢাকিয়া যদি রাখ ধীরে ধীরে।।
নিশ্চয় বিনষ্ট হবে নাহি আর ভয়।
সুযুক্তির সার ইহা কহিনু নিশ্চয়।।
হেনমতে দৈত্যপতি কহিলে বচন।
দানবেরা শৈল লয়ে করিল গমন।।
শৈলে সমাচ্ছন্ন তবে করিল সাগর।
শৈলতলে সাগরেতে প্রহ্লাদ প্রবর।।
সহস্র যোজন শৈলে সমাচ্ছন্ন কৈল।
শুনহ মৈত্রেয় পরে কি কাণ্ড ঘটিল।।
সেরূপে প্রহ্লাদ থাকি সাগর মাঝারে।
দিবানিশি ধ্যান করে হরি বিশ্বম্ভরে।।
যে ভাবেতে স্তব করে শুনহ বচন।
বলে প্রভু নারায়ণ কমললোচন।।
সবার উত্তম তুমি সবার ঈশ্বর।
ভগবান বলি তুমি খ্যাত চরাচর।।

শ্রীব্রহ্মণ্যদেব তুমি বিপ্রহিতকারী।
ধরা হিতকারী হও মুকুন্দ মুরারী।।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রেষ্ঠ হও হে সংসারে।
জগতের হিতকারী জানি গো তোমারে।।
সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মারূপ ভগবন।
পালনের হেতু হও বিষ্ণু নারায়ণ।।
সংহার কালেতে ধর শিবের আকার।
স্বরূপ তোমার মাত্র এ বিশ্বসংসার।।
দেব দৈত্য যক্ষ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব আর।
রাক্ষস পিশাচ কীট পশু পক্ষী নর।।
সরীসৃপ পিপীলিকা ভূমি বায়ু জল।
স্থাবর জঙ্গম আদি অথবা অনল।।
পঞ্চভূতগণ কিংবা বুদ্ধি আত্মা কাল।
তোমা হতে ভিন্ন কেহ নহে কোন কাল।।
তুমি জ্ঞান তুমি সত্য অজ্ঞান প্রবৃত্তি।
বেদোদিত কার্য্য তুমি তুমিই নিবৃত্তি।।
কর্ম্মভোক্তা কর্ম্মফল কর্ম্মোপকরণ।
এ সব তুমিই প্রভু ওহে ভগবন।।
তুমি প্রকাশিত সর্ব্বভূতে ভগবান।
মহীয়সী সে প্রকাশ ওহে নারায়ণ।।
সে ব্যাপ্তি প্রকাশ করে ঐশ্বর্য্য তোমার।
তোমারে যোগীরা চিন্তে হৃদয় মাঝার।।
তব প্রীতি হেতু যত যাজ্ঞিক নিকর।
যজ্ঞ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে নিরন্তর।।
হব্য কব্য ভুক তুমি অদ্বিতীয় জানি।
পিতৃরূপী দেবরূপী তুমি চিন্তামণি।।
সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত তুমি রয়েছ সংসারে।
সার তুমি আত্মরূপে জগৎ মাঝারে।।
সবার মনেতে আছ অলক্ষিত ভাবে।
তব রূপ চিন্তিবার শক্তি কেবা পাবে।।
গুণাশ্রয়া শক্তি তব সর্ব্বভূতে রয়।
মন বাক্য অগোচর সে শক্তি নিশ্চয়।।
জ্ঞানীজন জ্ঞানবলে পরিচ্ছেদ করে।
নমস্কার করি তব সে শক্তি জ্ঞানেরে।।
তোমা হতে ভিন্ন কভু নাহি কিছু আর।
সর্ব্বদ্রব্য হতে ভিন্ন কিন্তু হে আবার।।
তব নাম রূপ কেবা করে নিরূপণ।
অস্তিত্ব স্বীকার মাত্র করে জ্ঞানীজন।।
দেবগণ তব রূপ হেরিতে না পারে।
হেতু স্থির করে অবতার পূজা করে।।
সর্ব্বভূত অন্তরেতে করি অবস্থান।
দাও শুভাশুভ ফল ওহে ভগবান।।
সর্ব্বসাক্ষী ভগবন পরম ঈশ্বর।
সবার চিন্তার ধন ওহে গদাধর।।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সমগ্র সংসার।
তোমাতে গ্রথিত আছে ওহে গুণাধার।।
সবার আধার তুমি সকল আধারে।
বিশ্বব্যাপী হরি রূপে আছহ বিস্তারে।।
বাসুদেব বলি তব খ্যাত পৃথিবীতে।
সর্ব্বদ্রব্য প্রতিষ্ঠিত আছে হে তোমাতে।।
পদার্থ স্বরূপ হয়ে পদার্থে আশ্রয়।
সর্ব্বগত ও অনন্ত তুমি দয়াময়।।
কেহ তো পৃথক নয় তোমার হইতে।
পরব্রহ্ম হয়ে তুমি আছ সর্ব্বভূতে।।
অক্ষয় পুরুষ তব করি নমস্কার।
পরমাত্মা সর্ব্বাশ্রয় তুমি দয়াধার।।
তুমি ভিন্ন আমি নাই আমি ভিন্ন তুমি।
সর্ব্ব দ্রব্যে সম স্থিতি জগতের স্বামী।।
তব পদে নমস্কার করি বার বার।
দুর্ব্বার সংসার হতে উদ্ধার আমার।।
প্রহ্লাদ এরূপে স্তব করিতে লাগিল।
গোলোকে হরির বাস করে টলমল।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত আধার।
ভক্তিতে শুনিলে নর হয় ভবপার।।
ঈশ্বরে বিশ্বাস যেবা রাখে মনোমত।
তাদের উদ্দেশে কবি করে মাথা নত।।

হিরণ্যকশিপু বধ

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় তপোধন।
হেনমতে মহাত্মা প্রহ্লাদ সুজন।।
নিজ আত্মা নারায়ণ অভিন্ন আকারে।
তন্ময় বলিয়া হৃদে অনুধ্যান করে।।
অনন্ত অব্যয় যিনি পরমাত্মা হন।
আত্মারে জ্ঞান করে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
এইরূপ ধ্যানযোগ হেতু ক্রমে ক্রমে।
ক্ষীণ হয় পাপরাশি জানিবেক মনে।।
পবিত্র হইল ক্রমে তাঁহার অন্তর।
আবির্ভূত তাঁর দেহে হরি গদাধর।।
হরি আবির্ভাব দেহে হইল যেমন।
অমনি শিথিল হয় উরগ বন্ধন।।
তরঙ্গমালার সহ দুস্তর সাগর।
বিচলিত হয়ে ওঠে অতি দ্রুততর।।
বিক্ষোপিত বিচলিত হয় গ্রহগণ।
মহান সে ভক্তি-যোদ্ধা প্রহ্লাদ তখন।।
অসুর নিক্ষিপ্ত শৈল ফেলি দিয়া দূরে।
ভাসিয়া উঠিল শিশু সলিল উপরে।।
শৈলের বাহিরে পুনঃ করি আগমন।
জগৎ আকাশ আদি করেন দর্শন।।
তখন প্রহ্লাদ বলি ভাবে আপনারে।
সংযত সুপবিত্র চিত্তে বরাবরে।।
স্তব করি শ্রীবিষ্ণুরে করে সম্বোধন।
কহিলেন ওহে প্রভু জগতমোহন।।
স্থূল সূক্ষ্ম অব্যক্ত তুমি পরমার্থ।
কালাতীত ক্ষর তুমি তুমি হও ব্যক্ত।।
সবার ঈশ্বর তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
নমস্করি পুনঃ পুনঃ ওহে সনাতন।।
তুমিই নির্গুণ প্রভু করি নমস্কার।
কেবা জানে তব তত্ত্ব ওহে গুণাধার।।
মূর্ত্ত অমূর্ত্ত মহামূর্ত্ত হও তুমি।
বার বার নমস্কার জগতের স্বামী।।
সম্পূর্ণ শুদ্ধ তুমি দেব নিরঞ্জন।
পবিত্র বা অপবিত্র তোমার সৃজন।।
শান্তমূর্ত্তি কিন্তু তুমি হও মহাজ্ঞান।
তোমার চরণে তাই সতত প্রণাম।।
কখনো করাল রূপ ধর ভগবান।
সচ্চিৎ অচ্যুত আর তুমিই অজ্ঞান।।
সম্ভাব ও অসম্ভাব তুমি হও নিত্য।
প্রপঞ্চ অতীত তুমি নির্ম্মল অনিত্য।।
একম অদ্বিতীয় তুমি ভগবন।
অসংখ্য রূপেতে এক কহে সুধীগণ।।
"বাসুদেব নাম তব হও জ্যোতির্ম্ময়।
সর্ব্বভূতরূপী তুমি ওহে দয়াময়।।
সর্ব্বভূত হতে ভিন্ন তুমি নিরঞ্জন।
চিদ্রূপ তব নাম আদিম কারণ।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহা করি দরশন।
সর্ব্ব সমুৎপন্ন তোমা হতে নারায়ণ।।
কি আর বলিব বল জগত আধার।
অসংখ্য তোমার পদে করি নমস্কার।।
হেনমতে স্তব যদি করিল প্রহ্লাদ।
শ্যামল সুন্দর হরি দিলেন সাক্ষাৎ।।
ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁরে করি দরশন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করে চরণ বন্দন।।
মোহন মুরতি তুমি ওহে ভগবান।
বিপত্তিনাশন তুমি বিশ্বের নিদান।।
সর্ব্ব ত্যজি তোমারেই লভিনু শরণ।
সম্পূর্ণ সুন্দর রূপে দেহ দরশন।।
ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান।
কহিলেন শুন বৎস ওহে মতিমান।।
তোমার প্রগাঢ় ভক্তি করি দরশন।
অতীব সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন।।
মনোমত বর লহ ওহে যাদুমণি।
তব ইচ্ছামত বর দিব তব আমি।।
অত্যন্ত খুশীর স্রোতে শ্রীহরি বলিলে।
তবে তো প্রহ্লাদ তাঁরে ধীরে ধীরে বলে।।
জগত-জীবন তুমি দেব নারায়ণ।
যদ্যপি আমার প্রতি প্রসন্ন এখন।।

হেন বর তবে হরি দাও গো আমারে।
যেই কূলে জন্ম আমি লভিলাম পরে।।
সেই কূলজাত যত লোক সমুদয়।
তোমা ভক্তি করি যেন সমুদ্ধার হয়।।
তব পরে ভক্তি যেন রয় চির তরে।
অচলা হইয়া থাকি ধরার মাঝারে।।
মোর হৃদি হতে যাতে ভক্তি নাহি যায়।
এই বর দেহ মোরে হরি দয়াময়।।
প্রহ্লাদ হেন বর যখন চাহিল।
তখন শ্রীবিষ্ণু তারে কহিতে লাগিল।।
শুন বৎস প্রহ্লাদ তুমি মহামতি।
মম পরে আছে তব সুদৃঢ় ভকতি।।
তুমি যাহা বাঞ্ছা কর আন নাহি হবে।
অধিকন্তু বর তুমি চেয়ে লও তবে।।
প্রহ্লাদ বলিল এবে শুন ভগবান।
যদ্যপি আমি তব করি নামগান।।
তখন দৈত্যপতি পিতা যে আমার।
মম প্রতি হিংসা ভাব করেন প্রচার।।
সেই পাপে মহাপাপী হয়েছেন তিনি।
সে পাপ হউক নাশ ওহে চিন্তামণি।।
আমার ভোজনে বিষ করিয়া প্রদান।
যে পাপ করিল পিতা অসুর রাজন।।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত করি আমার শরীরে।
অপর গর্হিত কাজ করিয়া সাদরে।।
যে সকল পাপ পিতা করেছে অর্জ্জন।
ওহে প্রভু সেই পাপ করহ ছেদন।।
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি জগতের পতি।
কহিলেন শুন বৎস ওহে মহামতি।।
যে প্রার্থনা কৈলে বর নিকটে আমার।
আশীষ করিনু সিদ্ধ হবে গুণাধার।।
আর কিবা বর বাঞ্ছা হতেছে অন্তরে।
প্রকাশ করহ তাহা দিব হে তোমারে।।
প্রহ্লাদ কহেন শুন ওহে ভগবন।
আর কি চাহিব প্রভু তোমার সদন।।
অচলা ভক্তি রবে তোমার চরণে।
যেই বর দিলে হরি কৃপাভরা মনে।।
তাহাতে কৃতার্থ প্রভু হইয়াছি আমি।
নাহি আর বাঞ্ছা মোর জগতের স্বামী।।
ভক্তিমান তব প্রতি হয় যেই জন।
দূরে থাক কাম অর্থ অথবা ধরম।।
মোক্ষপদ সদা তার রহে করতলে।
আর কি বলিব বল যা আছে কপালে।।
প্রহ্লাদের কথা সব করিয়া শ্রবণ।
পরেতে শ্রীবিষ্ণু তারে করে সম্বোধন।।
একান্ত ভকতি তব আমার উপরে।
সে হেতু নির্ব্বাণ পাবে কহিনু তোমারে।।
এত বলি তিরোহিত হইলেন তিনি।
পিতৃ পাশে প্রহ্লাদ চলিল তখনি।।
পিতা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল।
প্রহ্লাদ আসিয়া পদে প্রণাম করিল।।
দৈত্যপতি হেরি তারে মানিল বিস্ময়।
প্রহ্লাদের মত বুঝি অন্য কেবা হয়।।
সাহস অন্যের কিবা আসে রাজ স্থানে।
ভাবে ভাবে বুঝিলেন প্রহ্লাদ মহানে।।
বিলম্ব না করি করে মস্তক আঘ্রাণ।
পুনঃ পুনঃ স্নেহভরে আলিঙ্গন দান।।
রাজা বলে প্রহ্লাদ এসো বাছাধন।
এখনো রয়েছে দেখি তোমার জীবন।।
এত বলি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে।
বার বার টানি তারে রাখে বক্ষোপরে।।
অঙ্গ পুলকিত হয় আনন্দে পিতার।
অনুতাপ করে কত স্মরি অত্যাচার।।
কত অত্যাচার করে প্রহ্লাদ উপরে।
বার বার মনে করে অনুতাপ করে।।
হেনমতে পিতা পুত্রে করে আলিঙ্গন।
অপূর্ব্ব দৃশ্য হয় দোঁহার মিলন।।
পরম ধার্ম্মিক প্রহ্লাদ মহাজন।
ভক্তি-দৃষ্টি পিতৃ পরে করে নিক্ষেপণ।।
ভক্তিপরায়ণ হয়ে পিতার উপরে।
ভক্তিরত হয়ে আর আচার্য্যের পরে।।
সেবা-শুশ্রূষা করে সদা সর্ব্বক্ষণ।
তারপর কি ঘটিল শুন তপোধন।।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
সহসা দৈত্যরাজ প্রহ্লাদেরে কয়।।
অতীব স্নেহের পাত্র তুই রে আমার।
সর্ব্বত্র আছয়ে হরি শুনিলাম সার।।
দেখাতে পারিস যদি তোর শ্রীবিষ্ণুরে।
উপযুক্ত পুত্র বলি জানিব রে তোরে।।
দেখিবারে ইচ্ছা তব শ্রীহরিরে হয়।
অবিলম্বে দেখা দিতে কহ দুরাশয়।।
শুনিয়া পিতার ভাব প্রহ্লাদ বলিল।
পিতাকে সানন্দে তবে তো কহিল।।
সকল পদার্থ জীবে আছে ভগবান।
অনলে অনিলে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান।।
বাক্য না স্ফুরিতে জিজ্ঞাসিল দৈত্যবর।
এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে তব গদাধর।।
প্রহ্লাদ বলিল পিতা অবশ্যই আছে।
স্ফটিকস্তম্ভে পদাঘাত করে দৈত্যরাজে।।
তক্ষণি মেদিনী পূর্ণ কম্পিত হইল।
স্তম্ভ ভাঙি মূর্ত্তি এক বাহিরে আসিল।।
ভগবান বিষ্ণু নিজে দেব নারায়ণ।
ভীষণ নৃসিংহরূপ করিয়া ধারণ।।
হিরণ্যকশিপু প্রাণ করিয়া সংহার।
প্রহ্লাদে নৃপতিপদ দিল অধিকার।।
পুত্রপৌত্রাদি লাভ করি মহামতি।
অতুল ঐশ্বর্য্য পায় দানব সন্ততি।।
মহানন্দে কাল তিনি করেন যাপন।
তারপর হয় যাহা শুন তপোধন।।
সুখে রাজ্য পালে প্রজা প্রহ্লাদ সুমতি।
পাপ পুণ্যশূন্য হয়ে জগতের প্রতি।।
ভগবনে চিন্তা করি সেই মহাজন।
দুর্ল্লভ মুক্তিপদ করেন গ্রহণ।।
পরাশর কহিলেন মৈত্রেয় মহামুনি।
কহিলাম সবিস্তারে প্রহ্লাদ-কাহিনী।।
প্রহ্লাদ-চরিত্রকথা শুনে যেইজন।
অখিল পাতক তার হয় বিনাশন।।
প্রতিটি ঘটনা তাঁর ঈশ্বর কৃপায়।
ঈশ্বর কৃপায় সর্ব্বক্ষেত্রে ত্রাণ পায়।।
অনন্য মনেতে যেবা তাঁর নাম শুনে।
মহাপুণ্যবান সেই শাস্ত্রের বচনে।।
উপহাস করে যেবা প্রহ্লাদচরিত্রে।
কিংবা মিথ্যা ভাবি যেবা ভাবে নিজ চিতে।।
মহাপাপী হয় সেই জন এ ধরায়।
অতি দুঃখে কষ্টে তার জীবন ফুরায়।।
ভক্তিতে প্রহ্লাদ-কথা শুনে আর বলে।
অনায়াসে যায় সেই মোক্ষপথে চলে।।
প্রহ্লাদের প্রতি প্রীতি যে জন দেখায়।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সেই জন পায়।।
পৌর্ণমাসী দিনে পাঠ হয়ে একমন।
বিপদে আক্রান্ত তিনি না হন কখন।।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আছে ঈশ্বর রতন।
এই ভাব মনে সার থাকে অনুক্ষণ।।
প্রকৃতি সহায় সদা তাহার উপরে।
বিষ্ণুপুরাণ কথা শ্রীকবি প্রচারে।।

দৈত্যবংশ, পশু-পক্ষীর সৃষ্টিকথা ও বায়ুর উৎপত্তি

পুনঃ পরাশর গায় শুন তপোধন।
বিস্তারিয়া দৈত্যবংশ করিব বর্ণন।।
দুই পুত্র সংহ্লাদের জন্ম লাভ করে।
শিবি ও বাস্কল নাম খ্যাত ধরাপরে।।
এক পুত্র প্রহ্লাদের নাম বিরোচন।
বলিরাজ হন বিরোচনের নন্দন।।
এক শত পুত্র জন্মে বলিরাজ হতে।
বাণরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাত ধরণীতে।।
হিরণ্যাক্ষের ছয় পুত্র হয় জানি।
তাহাদের নাম তব পাশেতে বাখানি।।

ঋর্ঝর শকুনি আর ভূত সন্তাপন।
মহানাভ মহাবাহু এই পাঁচজন।।
ষষ্ঠ পুত্র কালনাভ কহিনু তোমারে।
মহাবল পরাক্রান্ত তাহারা সকলে।।
দস্যু হতে যারা সব লভিল জনম।
তাহাদের নাম এবে করিব বর্ণন।।
দ্বিমূর্দ্ধা শতুর অয়োনুখ ও সম্বর।
কপিল তারক একচক্র তারপর।।
স্বর্ভানু পুলোমা বৃষপর্ব্বা তারপরে।
বিপ্রচিত্তি সর্ব্বশেষে নিজ জন্ম ধরে।।
স্বর্ভানুর প্রভা নাম্নী কন্যা এক হয়।
তিনজন কন্যা বৃষপর্ব্বা যে লভয়।।
শর্মিষ্ঠা উপদানবী হয়শিরা নামে।
তিনকন্যা খ্যাত হন এ তিন ভুবনে।।
দুই কন্যা বৈশ্বানর করে উৎপাদন।
পুলোমা কালকা নাম ওহে তপোধন।।
কশ্যপের পত্নী হয় সেই কন্যাদ্বয়।
ষষ্ঠদশ সহস্র পুত্র তার হয়।।
পুলোমার পুত্রগণ পুলোম নামেতে।
বিখ্যাত হইয়া রহে নিখিল জগতে।।
কালকেয় নামে খ্যাত কালকা নন্দন।
তারপর শুন শুন ওহে তপোধন।।
বিপ্রচিত্তি ঔরসে সিংহিকা উদরে।
যে দৈত্য সব জন্মে শুন বরাবরে।।
বংশ শল্য নভ আর নমুচি অঞ্জিক।
বাতাপি ইল্বল কীলনাভ ও নরক।।
অসৃম স্বর্ভানু আর বক্রযোগী হয়।
সিংহিকা হইতে হয় তাদের উদয়।।
অগণিত পুত্রগণ তাহাদের হল।
সে কারণ দনুবংশ বাড়িয়া উঠিল।।
নিবাতকবচগণ বিদিত জগতে।
জন্ম লয় তারা সবে প্রহ্লাদ-কুলেতে।।
পরাশর কহিলেন মৈত্র তপোধন।
সকল দৈত্যবংশ করিনু কীর্ত্তন।।
কশ্যপ হইতে দিতি অদিতি উদরে।
যাহারাই জন্মিলেন কহিনু তোমারে।।

অপর কশ্যপ ভার্য্যা যাহারা আছিল।
তাহাদের হতে যারা জনম লভিল।।
সে সব কাহিনী আমি করিব বর্ণন।
একান্ত মানসে তাহা শুন তপোধন।।
কশ্যপের তাম্রা নামে যেই নারী ছিল।
ছয় কন্যা তার গর্ভে জনম লভিল।।
শুকী শ্যেনী ভাসি শুচি সুগ্রীবি গৃধ্রিকা।
তাম্রার উদরে জন্মে এ ছয় কন্যাকা।।
তার মধ্যে শুকী গর্ভে শুকের জনম।
পেচক বায়স পক্ষী হয় উৎপাদন।।
শ্যেনী গর্ভে শ্যেনগণ পরে জনমিল।
ভাসী হতে ভাসগণ* জনম লভিল।।
গৃধ্রিকা উদরে জন্মে যত গৃধ্রগণ।
শুচি গর্ভে জন্মে জলচর বিহঙ্গম।।
উট অশ্ব গর্দ্ধবেরা ক্রমে তারপরে।
এক এক করি জন্মে সুগ্রীবি উদরে।।
এত বলি পুনঃ কহে ঋষি পরাশর।
শুনহ মৈত্রেয় এবে তাপস প্রবর।।
বিনতা নামেতে ছিল কশ্যপ ঘরণী।
দুই পুত্র ছিল তার শুন গুণমণি।।
অরুণ গরুড় নাম বিদিত ভুবন।
গরুড় বিহঙ্গরাজ পন্নগ অশন।।
সহস্র ভুজঙ্গ জন্মে সুরষা উদরে।
অসংখ্য মস্তক তাহারাই সবে ধরে।।
সহস্র নাগের জন্ম কদ্রু গর্ভে হয়।
বহু শিরযুক্ত সবে আছে পরিচয়।।
গরুড়ের বশীভূত সেই নাগগণ।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যারা করহ শ্রবণ।।
শেষ শঙ্খ মহাপদ্ম বাসুকি তক্ষক।
এলাপত্র ও কম্বল শ্বেত কর্কোটক।।
ধনঞ্জয় আদি করি বিষধরগণ।
প্রধান বলিয়া তারা শাস্ত্রেতে গণন।।
অতি ক্রোধযুক্ত নাহি তাদের সমান।
তাহারা নির্দ্দিষ্ট বলি সর্পের প্রধান।।

* ভাসগণ—শকুন পক্ষীগণ।

গাভী ও মহিষ জন্মে সুরভি উদরে।
চতুর্ব্বিধ বৃক্ষ জন্মে তাদের জঠরে।।
বৃক্ষ লতা বল্লী তৃণ উদ্ভিদ এ চারি।
তাহাদের প্রসবিল সেই হরা নারী।।
খসার উদরে জন্ম যক্ষ-রক্ষগণ।
মুনির জঠরে হয় অপ্সরা জনম।।
অরিষ্টা প্রসব করে গন্ধর্ব্ব নিকর।
হেনমতে জন্মে যত সন্তান প্রবর।।
কশ্যপের বংশ বলি হইল প্রচার।
শুন শুন মহাশয় শুন তারপর।।
তাহাদের পুত্র পৌত্র জন্মে অগণন।
তদ্দ্বারা ব্যাপিত জান এ তিন ভুবন।।
চাক্ষুষ মন্বন্তরে যেমতি প্রকারে।
সৃষ্টি হয়েছিল তাহা কহিনু তোমারে।।
প্রাচেতস দক্ষ হতে যেরূপে সৃজন।
যাহা হয়েছিল তাহা করিনু কীর্ত্তন।।
স্বারোচিষ আদি করি প্রতি মন্বন্তরে।
সৃষ্টি হয় জানিবেক এ হেন প্রকারে।।
প্রচলিত বৈবস্বত এই মন্বন্তর।
তাহার প্রথমে পদ্মযোনি বেদধর।।
বারুণ যজ্ঞের কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
সাতটি মানস পুত্র জন্মান ধীমান।।
মরীচি প্রভৃতি হয় তাঁহাদের নাম।
তাঁহাদের দ্বারা প্রজা হয় বর্দ্ধমান।।
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
দিতির উদরে যারা লভয়ে জনম।।
দৈত্য বলিয়া খ্যাত এই ভূমণ্ডলে।
জন্ম লইলেন যারা অদিতির ছেলে।।
দেবতা বলিয়া তাঁরা খ্যাত সর্ব্বাধার।
বরাবর বলি যাহা শুন গুণাধার।।
পবন জন্মিল জানি দিতির উদরে।
দেব বলি গণ্য হন যেরূপ প্রকারে।।
তব পাশে তাহা আমি বলিব এখন।
একান্ত মানসে শুন মহা তপোধন।।
কশ্যপের ভার্য্যা দিতি জ্ঞাত চরাচর।
পুত্রলাভের হেতু হইয়া কাতর।।
পরম যতনে পতি সেবা করে তিনি।
সেবা করে একমনে দিবসযামিনী।।
সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে কশ্যপ তাঁহারে।
সম্বোধিয়া কহিলেন সুমধুর স্বরে।।
প্রসন্ন হলাম প্রিয়ে তোমার উপর।
যাহা মনে ইচ্ছা তব মাগ সেই বর।।
শুনিয়া কহেন দিতি করি যোড়কর।
নিবেদন রাখি নাথ তোমার উপর।।
কৃপাবান হলে যদি আমার উপরে।
হেন বর দেহ তবে কৃপাদৃষ্টি করে।।
ইন্দ্রহন্তা মহাতেজা উত্তম নন্দন।
আমার গর্ভেতে যেন লভয়ে জনম।।
শুনিয়া কশ্যপ তাঁরে কহে মনে মনে।
মম বরে লাভ হবে সেরূপ সন্তানে।।
কিন্তু এক কথা আছে করহ শ্রবণ।
নিক্ষেপ করিয়া শর অমর রাজন।।
গর্ভ যদি প্রতিহত করিবারে নারে।
তবে ইন্দ্রহন্তা হবে জানিবে পুত্রেরে।।
তাই সে পবিত্রা আর শৌচা আচরিণী।
সর্ব্বদাই তুমি সেথা রহ বিনোদিনী।।
হেনমতে তুমি গর্ভ করহ ধারণ।
তা হলে অবশ্য হবে কামনা পূরণ।।
এত বলি ঋষিবর করিল পয়ান।
তাই দিতি গর্ভ ধরে শুন মতিমান।।
গর্ভ ধরি সুপবিত্রা শৌচ আচরিণী।
হইয়া কাটায় কাল কশ্যপ গৃহিণী।।
নানা দিক চিন্তা করি অমর রাজন।
বিনয়ে দিতির পাশে করিল গমন।।
তাঁহার বিনাশ হেতু কশ্যপ ঘরণী।
হয়েছেন গর্ভবতী শুন গুণমণি।।
বিনয়ে আদরে কত করিল গমন।
দিতির নিকট আসি উপনীত হন।।
সর্ব্বদা চঞ্চল সে নানা চিন্তা করে।
কোন মতে পায় রন্ধ্র তাই খুঁজে মরে।।
কত অন্বেষণ করি দেখিতে না পায়।
এভাবে যে ঊনবিংশ বরষ কাটায়।।

একদা না করি দিতি পদ-প্রক্ষালন।
নিদ্রাহেতু শয্যাতলে করেন গমন।।
তাহা হেরি মনসুখে দেব শচীপতি।
দিতির গর্ভেতে পশি অতি দ্রুতগতি।।
বজ্র দ্বারা সপ্ত খণ্ড সেই গর্ভ করে।
গর্ভস্থ বালক তাই কাঁদে উচ্চস্বরে।।
বজ্রে খণ্ড খণ্ড হয়ে বালক তখন।
নিরুপায় গর্ভ মধ্যে করেন রোদন।।
বারবার ইন্দ্র তারে নিবারণ করে।
তথাপি যন্ত্রণায় কাঁদে উচ্চস্বরে।।
কেঁদো না বালক তব ভাল হয়ে যাবে।
যত বলে তত কাঁদে রোষে ইন্দ্র তবে।।
তারপর ক্রোধোন্মত্ত সহস্রলোচন।
প্রতি খণ্ড সপ্ত খণ্ডে করিল ছেদন।।
সাত সাতে উনপঞ্চাশ খণ্ড যে হইল।
তাহাতে উনপঞ্চাশ সন্তান জন্মিল।।
বায়ু নামে খ্যাত হয় শুন মতিমান।
ইহাতে জন্মিল উনপঞ্চাশ পবন।।
সকলে হইল তারা ইন্দ্রের সহায়।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কবি পয়ারেতে গায়।।

অধিষ্ঠাত্রী দেবগণের নিরূপণ ও নারায়ণের শ্রীবৎসাদি চিহ্নধারণের মাহাত্ম্য

পুনরায় পরাশর করেন বর্ণন।
যে সময়ে পৃথু লাভ করে সিংহাসন।।
সেইকাল পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান।
যাঁরে যেই আধিপত্য করেন প্রদান।।
তাহার কাহিনী তোমা করিব বর্ণন।
একান্ত মনেতে শুন শুভ সংঘটন।।

তব যজ্ঞ ঋক্ষ গ্রহ লতা বিপ্রচয়।
চন্দ্রকে দিলেন অধিকার এ সবায়।।
কুবের হলেন শুন রাজ অধিপতি।
বরুণ হইলেন সলিলের পতি।।
আদিত্যগণের বিষ্ণু হন অধীশ্বর।
বসুগণ অধিপতি হলেন সত্বর।।
প্রজাপতি অধীশ্বর দক্ষ মহাশয়।
মরুদগণ অধিপতি ইন্দ্রদেব হয়।।
ইন্দ্র হলেন কিন্তু দেবতার গতি।
দৈত্যের পতি হন প্রহ্লাদ সুমতি।।
পিতৃ অধিপতি হন ধর্ম্মীয় শমন।
গজপতি ঐরাবত বিদিত ভুবন।।
গরুড় বিহঙ্গপতি জানেন জগতে।
উচ্চৈঃশ্রবা অধিপতি জানেন স্বর্গেতে।।
গোগন অধিপতি বৃষভ হইল।
নাগগণ অধিপতি অনন্ত সাজিল।।
পশুর ঈশ্বর ব্রহ্মা সিংহকে করিল।
প্লক্ষতরু বনস্পতি অধিপতি হইল।।
হেনমতে যথাযোগ্য করিয়া প্রদান।
তারপর পিতামহ দেব পদ্মাসন।।
বৈরাজ নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
আছিল তাহার পুত্র সুধন্বা সুমতি।।
তাহারে করিয়া পূর্ব্বদিকের ঈশ্বর।
শঙ্খপদে রাখিলেন দক্ষিণ উপর।।
প্রজাপতি ছিল এক কর্দ্দম নামেতে।
তাঁর পুত্র শঙ্খপদ শুন ভালমতে।।
খ্যাত যিনি প্রজাপতি রজসা নামেতে।
তাঁর পুত্র কেতুমান বিদিত জগতে।।
সেইজন পশ্চিম দিকের পায় ভার।
শুনহ মৈত্রেয় বলি শুন তারপর।।
পর্জ্জন্য নামেতে যেই ছিল প্রজাপতি।
বধ করে হিরণ্যরে তাঁহার সন্ততি।।
সেইজন উত্তর দিকের পতি হয়।
হেনমতে কর্তৃত্ব দেন বেদময়*।।

* বেদময়—ব্রহ্মা।

সেই হতে এই সব মহোদয়গণ।
যথাস্থানে বসি ধরা করিছে পালন।।
পরাশর কহিলেন শুন অবধানে।
যাহাদের কথা ব্যাখ্যা করি তব স্থানে।।
তারা আর অন্য অন্য লোক সমুদয়।
বিষ্ণু অংশ হতে জন্ম শুন মহাশয়।।
জীবনাবসান করে যে সব নৃপতি।
ভাবিতে হইবে সারা পৃথিবীর পতি।।
সকলে বিষ্ণুর অংশ জানিবে মনেতে।
ইহারা সকলে ভিন্ন নহে তাঁহা হতে।।
মানব দানব দৈত্য রক্ষ পশুগণ।
গো বৃক্ষ পর্ব্বত গ্রহ আর বিহঙ্গম।।
যাঁরা যাঁরা ইহাদের হন অধীশ্বর।
নহে বিষ্ণু হতে ভিন্ন ওহে মুনিবর।।
মূলতঃ ভূপাল কিংবা দিকপাল আর।
বিষ্ণুর বিভূতি সবে শুন গুণাধার।।
বিষ্ণু অংশ ভিন্ন বল কে আছে সংসারে।
পালনের শক্তি তাই নিজ দেহে ধরে।।
রজোগুণ সেই বিষ্ণু করিয়া ধারণ।
সংসারের যত দ্রব্য করেন সৃজন।।
সত্ত্বগুণ ধরি সদা পালিছে সংসারে।
ধরি পুনঃ তমোগুণ সকলি সংহারে।।
রজোগুণ সহকারে সৃষ্টির সময়।
ব্রহ্মারূপে একাংশে হইল উদয়।।
একাংশে মরীচ্যাদি মহর্ষি আকারে।
কালরূপে একাংশে প্রকাশ সংসারে।।
এক অংশে সর্ব্বভূত রূপেতে প্রকাশ।
হইয়া থাকেন সেই জগত নিবাস।।
সত্ত্বগুণ ধরি তিনি পালনের কালে।
একাংশে প্রকাশিল বিষ্ণু দেববলে।।
মন্বাদি আকার তিনি এক অংশে হন।
কালরূপে এক অংশে দেন দরশন।।
এক অংশে সর্ব্বভূত আত্মার আকারে।
আবির্ভূত হয়ে পালে ব্রহ্মাণ্ড সংসারে।।
বিষ্ণু তমোগুণ ধরে প্রলয় যখন।
এক অংশে রূদ্ররূপী সেইকালে হন।।

একাংশে অগ্নি আর প্রলয় আকার।
এক অংশে সেই বিষ্ণু কাল হয় আর।।
সর্ব্বভূতরূপী হন এক অংশে তিনি।
সংহার করেন বিশ্ব শুন মহামুনি।।
হেনমতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কালে।
চারি চারি রূপ হন জানিবে সকলে।।
অতএব ভগবান ব্রহ্মা পদ্মযোনি।
দক্ষ আদি প্রজাপতি শুন মহামুনি।।
কাল আর জগতের প্রাণী সমুদয়।
তাঁহার বিভূতি মাত্র শুন মহোদয়।।
জগত প্রথম যবে হইল সৃজন।
সেই হতে হন বিষ্ণু জগত কারণ।।
প্রলয়ের পূর্ব্বকাল হইতে অন্তেতে।
সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত থাকে এক চিতে।।
সৃষ্টির আদিতে পিতামহ পদ্মাসন।
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য করেন বিধান।।
মরীচি প্রমুখ যত মহা ঋষিগণ।
পুত্রপৌত্রাদি সবে করে উৎপাদন।।
তাঁহাদের দ্বারা প্রাণী জন্মিয়া সংসারে।
ক্ষণে ক্ষণে প্রজাসংখ্যা সংবৃদ্ধি করে।।
কাল কিন্তু সকলের মূল মহাশয়।
কেহ নাহি কাল ভিন্ন নিয়ন্ত্রণময়।।
কাল বিনা কিবা ব্রহ্মা আর প্রজাপতি।
অন্য প্রাণিগণ যত আছে মহামতি।।
কাল বিনা কোন কার্য্য কেহ নাহি পারে।
কাল ছাড়া নাহি কিছু বলিনু তোমারে।।
পালন সংহারে কাল হয় নিয়োজন।
বিধির বিধান ইহা শুন মহাজন।।
আসল শুনহ বলি ওহে মহামুনে।
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজ্যবস্তু যতেক ভুবনে।।
বিনষ্ট পদার্থ কিংবা বিনাশক আর।
বিষ্ণুর মূরতি মাত্র কহিলাম সার।।
হেনমতে কালত্রয়ে সেই চিন্তামণি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্ররূপে শুন মহামুনি।।
একত্র হইয়া সবে ত্রিগুণা শক্তিতে।
সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় জানিবে মনেতে।।

তাঁহার স্বরূপ ঋষি হয় জ্ঞানোময়।
নিত্য ও নির্গুণ বলি আছে পরিচয়।।
নির্দ্দিষ্ট হয়েছে যাহা চতুর্ব্বিধকালে।
তোমারে নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু সকলে।।
জিজ্ঞাসে মৈত্রেয় পুনঃ ওহে ভগবন।
অনাদি পুরুষমাত্র বিষ্ণু সনাতন।।
তথাপি স্বরূপ তাঁর চতুর্ব্বিধ হয়।
কিরূপে সম্ভব তাহা কহ মহাশয়।।
পরাশর কহিলেন শুন মহাশয়।
যাহা জিজ্ঞাসিলে আমি বলিব নিশ্চয়।।
বাঞ্ছিত পদার্থ লাভ করিবার তরে।
যেরূপ উপায়ে করে মানব নিকরে।।
সেই উপায়ের নাম জানিবে সাধন।
বাঞ্ছিত বস্তুকে সাধ্য কহে সুধীগণ।।
প্রাণায়াম আদি যাহা যোগীগণ করে।
সেই সে সাধন তাহা জানিবে অন্তরে।।
পরব্রহ্ম সাধ্য বস্তু নাহিক সংশয়।
তাঁহার দর্শনে হয় ভববন্ধ ক্ষয়।।
প্রাণায়াম আদি করি যতেক সাধন।
শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান তার স্ব-অবলম্বন।।
বিষ্ণুর স্বরূপ হয় সেই শাস্ত্রজ্ঞান।
কহিলাম তব পাশে ওহে মতিমান।।
যোগীগণ মোক্ষলাভ করিবার তরে।
যে জ্ঞান আশ্রয় করে অতি সমাদরে।।
প্রথম স্বরূপ হয় সেই শাস্ত্রজ্ঞান।
দ্বিতীয় স্বরূপ যাহা শুন মতিমান।।
অনুভবাত্মক যাহা জ্ঞান মহামুনি।
দ্বিতীয় স্বরূপ তাহা বেদেতে বাখানি।।
যোগীগণ ক্লেশমুক্তি করিবার তরে।
হেন জ্ঞানাশ্রয় করে অতি সমাদরে।।
পরব্রহ্মের তাহা হয় অবলম্বন।
এরূপ কীর্ত্তিত আছে শুন তপোধন।।
অনুভবাত্মক জ্ঞান হলে তারপর।
অদ্বৈত বিজ্ঞান যাহা জন্মে মুনিবর।।
তৃতীয় স্বরূপ মুনি জানিবে তাহারে।
এরূপ বিজ্ঞান লাভ করিবার তরে।।

পরাৎপর পরব্রহ্ম যিনি দয়াময়।
হৃদিমাঝে তাঁর স্ফূর্ত্তি যাহা দ্বারা হয়।।
চতুর্থ স্বরূপ যাহা শুনহ বিচারে।
কহিলাম সত্য কথা তোমার গোচরে।।
সে স্বরূপ হয় বাক্য মন অগোচর।
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বব্যাপী ওহে মুনিবর।।
জন্ম-মরণাদি শূন্য হয় অলক্ষণ।
ভয়শূন্য দুর্ব্বিভাব্য শুদ্ধ অনুপম।।
অসংমিশ্রিত হয় জানিবে তাহারে।
সে স্বরূপ পরব্রহ্ম বুঝিবে অন্তরে।।
স্থূল জ্ঞান রুদ্ধ যদি করে যোগীগণ।
লীন হয় পরব্রহ্মে শুন তপোধন।।
ফল কথা শুন শুন ওহে তপোধন।
যোগশীল হয় যেবা শুন মহাজন।।
বিষ্ণুর স্বরূপ কেহ জানিবারে পারে।
সেইজন অনায়াসে মোক্ষলাভ করে।।
ক্ষয়হীন অবিনাশী নিত্য নিরমল।
ভেদশূন্য বিষ্ণু খ্যাত জানিবে সকল।।
তাঁহার স্বরূপ যদি জানিবারে পারে।
সেকারণ সেই জন মুক্তি লাভ করে।।
পরমপুরুষ বিষ্ণু ব্রহ্মসনাতন।
পাপ-পুণ্য ক্লেশশূন্য ওহে তপোধন।।
নির্ম্মল অত্যন্ত তিনি জানিবে মনেতে।
দ্বিবিধ তাঁহার রূপ কহিনু তোমাতে।।
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হয় তাহার আখ্যান।
মূর্ত্তকেই ক্ষয় বলে শুন মতিমান।।
অমূর্ত্ত মূর্ত্তিকে সদা অক্ষর জানিবে।
শুন মুনিবর তারপর বলি তবে।।
পরব্রহ্মধনে বলি জানিবে অক্ষর।
ক্ষয় করে ব্রহ্মাণ্ডকে ওহে ঋষিবর।।
একস্থানে স্থিতি করি চন্দ্রমা যেমন।
জ্যোৎস্না দ্বারা আলোকিত করয়ে ভুবন।।
পরব্রহ্ম সেইভাবে একমাত্র হলে।
তচ্ছক্তি ব্যাপিয়া আছে নিখিল সংসারে।।
অধিক জ্যোৎস্না দেখা যায় কোন স্থান।
কোথাও বা অল্প দেখা যায় মতিমান।।

স্থানভেদে সেইরূপ ব্রহ্মের শকতি।
বৃদ্ধি পায় হ্রাস পায় শুন মহামতি।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যিনি ত্রিলোচন।
ব্রহ্মের সম্পূর্ণ শক্তি আছে বিদ্যমান।।
যেই শক্তি দেবগণ করেন ধারণ।
তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন ওহে তপোধন।।
এরূপ নিয়ম ধরি শুন মহামতি।
ন্যূনশক্তি দেব হতে ধরে যক্ষ আদি।।
যক্ষাদি হইতে ন্যূন ধরে নরগণ।
নর হতে পশু আদি তির্য্যগের গণ।।
তির্য্যগ হইতে বৃক্ষ-গুল্মাদি নিচয়।
ন্যূনতর শক্তি ধরে শুন মহোদয়।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন ওহে তপোধন বলি হে তোমায়।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই দৃশ্য চরাচর।
তাহার প্রবাহ যাহা দেখ নরবর।।
ইহা নিত্যবস্তু বলি করয়ে বর্ণন।
বারবার সৃষ্টিনাশ হয় দরশন।।
অসংখ্য আবির্ভাব তিরোভাব হয়।
অধিক বলিব কিবা শুন মহাশয়।।
ব্রহ্মের দ্বিতীয় রূপ বিষ্ণু সনাতন।
যোগে বসি যেইরূপ চিন্তে যোগীগণ।।
সালম্বন ও সবীজ সেই যোগ হয়।
বিষ্ণু সনাতন হন সর্ব্বশক্তিময়।।
ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র জানিবে বিষ্ণুরে।
ব্রহ্মাণ্ড তাহা হতে উৎপন্ন সাদরে।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এই তাঁহাতে সংযুত।
তাঁর মূর্ত্তি জানিবেক ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিত।।
গদা সুদর্শন অস্ত্র ধারণের ছলে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু ধরে নিজ বলে।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করে ওহে ভগবান।
সনাতন শ্রীহরি বিষ্ণু নিত্য নিরঞ্জন।।
নিখিল জগৎ মধ্যে যত চরাচর।
অস্ত্রের স্বরূপ তাহা শুন মুনিবর।।
সংস্থিত কেমনে হয় বিষ্ণুর শরীরে।
বিশেষিয়া কহ মোরে পরম সাদরে।।

তবে কহিলেন পরাশর মহাত্মন।
শ্রবণ করহ সার মৈত্রেয় সুজন।।
মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিল বিদিত ভুবন।
তাঁহার মুখেতে আমি করেছি শ্রবণ।।
পূর্ব্বে যে কাহিনী তিনি করেন কীর্ত্তন।
সবিস্তারে আমি তব করাব শ্রবণ।।
কৌস্তুভ নামেতে মণি বিদিত সংসারে।
সেই মণি পায় শোভা হরি বক্ষোপরে।।
মণি ধারণের ছলে বিষ্ণু ভগবান।
আত্মারে ধারণ করে শুন মতিমান।।
নির্গুণ নির্লিপ্ত সেই আত্মাই নির্ম্মল।
কৌস্তুভ ছলে ধরে জগৎ সম্বল।।
শ্রীবৎস ছলেতে বিষ্ণু ধরেন প্রকৃতি।
বুদ্ধি গদারূপে ধরে ওহে মহামতি।।
শক্তিরূপে ধরে দুইরূপ অহঙ্কার।
চক্ররূপে ধরে মন সেই দয়াধার।।
পঞ্চ ভূত দশেন্দ্রিয় এই সবাকারে।
বৈজয়ন্তী পঞ্চরূপা মালার আকারে।।
বিদ্যা অসিরূপে ধরে দেব জনার্দ্দন।
অবিদ্যারে বর্ম্মরূপে করে নিয়োজন।।
সেইমত জীবহিত সাধনের তরে।
ভগবান বিষ্ণু অস্ত্র ধর্ম্ম হস্তে ধরে।।
আত্মা বুদ্ধি সর্ব্বভূত মন অহংকার।
প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানাজ্ঞান আর।।
হেনমতে সবাকারে করিয়া ধারণ।
করিছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন।।
বিদ্যা বিদ্যা সদসৎ কলা কাষ্ঠাচয়।
নিমেষ মুহূর্ত্ত বর্ষ ওহে মহোদয়।।
ভূলোক তপোলোক সত্যলোক আর।
জানিবে হে ঋষিবর অন্তর্ভূত তাঁর।।
সর্ব্বাত্মা স্বরূপ সেই বিষ্ণু চিন্তামণি।
পূর্ব্ব হতে পূর্ব্বতর শোন মহামুনি।।
তিনিই আধার জানি সকল বিদ্যার।
দেবরূপে স্থিত হন সেই গুণাধার।।
পশু পক্ষী নর আর কীটাদি আকারে।
সর্ব্বদাই বিষ্ণু হরি অবস্থান করে।।

অনন্ত ও ভূতমূর্ত্তি আর সর্ব্বেশ্বর।
এ সব তাঁহার নাম শুন মুনিবর।।
সাম ঋক যজুঃ আদি বেদ চতুষ্টয়।
নানা শাস্ত্র ইতিহাস বেদাঙ্গ নিচয়।।
গীত বাদ্য বাক্যালাপ মূর্ত্তামূর্ত্ত আদি।
সকলি তাঁহার অংশ শুনহ সম্প্রতি।।
'আমি' কিন্তু সেই বস্তু নিত্য সনাতন।
'আমি' হতে কোন বস্তু ভিন্ন না কখন।।
আমার হাত আমার পদ মস্তকাদি কয়।
আমি কিন্তু দেহমধ্যে আত্মারূপে রয়।।
বিষ্ণু-অংশজাত আত্মা জানিবে মনেতে।
আমি রূপে সেই শক্তি বিদিত জগতে।।
হেনমতে জ্ঞান লাভ করে যেইজন।
সংসারে সে জন কভু মজে না কখন।।
তত্ত্বকথা বলি পুনঃ পরাশর কয়।
বিষ্ণুপুরাণ সার কহিনু তোমায়।।
মনোযোগ সহকারে যে করে শ্রবণ।
পাতক তাহার দেহে না পশে কখন।।
অখিল পাতক হতে পাইবে নিষ্কৃতি।
বিশেষিয়া কহি তব শুন মহামতি।।
দ্বাদশ বরষ ধরি যেই মহাশয়।
কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে হয়ে একাত্ময়।।
পবিত্র পুষ্কর তীর্থে গিয়া ভক্তিভরে।
স্নানাদি যথাবিধি সেই স্থানে করে।।
সেই জন যেই ফল করে উপার্জ্জন।
সেই ফল পায় পুরাণ করিলে শ্রবণ।।
দেব ঋষি পিতৃ আর গন্ধর্ব্ব নিকর।
দক্ষ আদি প্রজাপতি শুন মুনিবর।।
তাঁহাদের জন্মকথা করিলে শ্রবণ।
তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লভে শ্রোতাগণ।।
অষ্টাদশ পুরাণের শ্রেষ্ঠ এ পুরাণ।
যাহাতে বিষ্ণুর লীলা ভিন্ন নাহি আন।।
অতএব একমনে করিলে শ্রবণ।
কহিলাম ধ্রুব-প্রহ্লাদের বিবরণ।।
বিষ্ণুলীলা হরিকথা পরম মঙ্গল।
পুরাণের ছলে তাহা কহিব সকল।।
শুনহ সকল ঋষি হয়ে একমন।
ভুবনে অমিল বিষ্ণু কথা সম ধন।।
শ্রীকবি রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে হইবে পুণ্য যাবে পাপভার।।
সৃষ্টি-পর্ব্ব-কথা এবে হল সমাপন।
পুণ্যার্থে করহ পাঠ যত জ্ঞানীজন।।

ইতি সৃষ্টি পর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রকৃতি পৰ্ব্ব

প্রিয়ব্রত ও ভরতরাজার বংশ বিবরণ

পরাশরে নমস্কারি মৈত্র মহাশয়।
কহিলেন কহ পুনঃ বিষ্ণুলীলাচয়।।
সৃষ্টিপর্ব্বে আছে যত সৃষ্টির কাহিনী।
পূর্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসিনু ওহে মহামুনি।।
বিস্তারিয়া সেই কথা করহ কীর্ত্তন।
ব্যাকুল বাসনা মম করিতে শ্রবণ।।
শুন মহামুনি সেই পরম পবিত্র।
শুনিয়াছি উত্তানপাদ ধ্রুবের চরিত্র।।
কিন্তু প্রিয়ব্রত কথা শোনা নাহি হয়।
সে সব কাহিনী মোরে বল মহাশয়।।
প্রিয়ব্রত রাজা তিনি কয় পুত্র পায়।
প্রসন্ন হইয়া কহ শুনি মহাশয়।।
মৃদুহাস্য করি কহে পরাশর মুনি।
প্রকৃতি পর্ব্বের কথা কহিব এখনি।।
মন দিয়া শুন তাহা করিব কীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন।।
কর্দ্দম নামেতে পূর্ব্বে ছিল প্রজাপতি।
একমাত্র কন্যা তাঁর অতি রূপবতী।।
সেই কন্যা প্রিয়ব্রত বিবাহ করিল।
তার গর্ভে দুই কন্যা জনম লভিল।।
আর দশ পুত্র জন্মে শুন মহাশয়।
নামের সংবাদ তার কহিব নিশ্চয়।।
সম্রাট ও কুক্ষি দুই তনয়ার নাম।
তনয়গণের নাম শুন মতিমান।।
অগ্নীধ্র ও অগ্নিবাহু মেধা বপুষ্মান।
মেধাতিথি ভব্যপুত্র আর দ্যুতিমান।।
শবণ ও জ্যোতিষ্মান হয় দশ জন।
প্রিয়ব্রত হতে ভবে লভিল জনম।।
তার মধ্যে মেধানন্দ অগ্নিবাহু আর।
জাতিস্মর তিনজন শুন গুণাধার।।

তিন জন মহাভাগ যোগপরায়ণ।
তাই সে রাজত্ব তারা না করে গ্রহণ।।
নির্ম্মল ও নির্মৎসর যোগে তিন জন।
ফলের আকাঙ্ক্ষা নাহি করিয়া কখন।।
সদা করিতেন পুণ্যক্রিয়া অনুষ্ঠান।
তদন্তর কি হইল শুন মতিমান।।
রাজ্যলাভে পরাঙ্মুখ হেরি তিনজনে।
মহারাজ প্রিয়ব্রত ভাবি নিজ মনে।।
মনে মনে আর সাত ডাকি পুত্রগণ।
বিভাগ করিয়া পৃথ্বী করেন প্রদান।।
তাই সপ্তদ্বীপা সসাগরা সে ধরণী।
বিভাগ করিয়া দেয় সবে নৃপমণি।।
সেই হতে জানিবেক অগ্নীদ্ধ নন্দন।
জম্বুদ্বীপ আধিপত্য করিল গ্রহণ।।
মেধাতিথি হয় প্লক্ষদ্বীপের ঈশ্বর।
শাকদ্বীপ অধিপতি ভব্য গুণধর।।
শাল্মলদ্বীপের রাজা হইল বপুষ্মান।
কুশদ্বীপ অধিপতি হন জ্যোতিষ্মান।।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্যুতিমান হইল নরপতি।
পুষ্করদ্বীপেতে রায় শবণ সুমতি।।
অগ্নীদ্ধের হয় জান নয়টি নন্দন।
নামের খবর বলি শুন তপোধন।।
কিম্পুরুষ হরিবর্ষ ভদ্রাশ্ব রম্যক।
ইলাবৃত কেতুমাল কুরু হিরণ্যক।।
নাভি সহ নয় পুত্র হয় প্রজাপতি।
মহাবল্‌বান সবে খ্যাত বসুমতী।।
জম্বুদ্বীপ নয় ভাগ করি তার পরে।
অগ্নীদ্ধ সে নয় পুত্রে সম্পাদন করে।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় নাভি শুন বরাবরে।
হিমগিরি দক্ষিণাংশে অধিকার করে।।
হেমকূট নামে গিরি খ্যাত চরাচর।
কিমপুরুষ হয় তার দক্ষিণ ঈশ্বর।।
নিষধের দক্ষিণাংশ হরিবর্ষ হয়।
সুমেরুর চারিপাশে ইলাবৃত রয়।।
নীলাচল গিরি নাম খ্যাত চরাচর।
তাহার উত্তরে রম্যক নরবর।।
শ্বেত গিরি উত্তরাংশে হিরণ্যক পায়।
শৃঙ্গবান উত্তরাংশে কুরু নররায়।।
সুমেরুর পূর্ব্বভাগে ভদ্রাশ্ব নৃপতি।
পশ্চিমাংশে কেতুমাল হলেন ভূপতি।।
সেই দিন হতে ঋষি সেই সব স্থান।
তাঁহাদের নামে খ্যাত হয় ধরাধাম।।
নাভিবর্ষ হরিবর্ষ ইলাবৃতবর্ষ।
কেতুমাল বর্ষ ও ভদ্রাশ্বর বর্ষ।।
হিরণ্যকবর্ষ আর কিম্পুরুষবর্ষ।
কুরুবর্ষ আর ঋষে রম্যক বর্ষ।।
হিমালয় দক্ষিণেতে নাভি অধীশ্বর।
সেই হেতু নাভিবর্ষ কহে বটে নর।।
কিন্তু তাঁর পৌত্র যিনি ভরত হয় নাম।
তাঁর অধিকার হতে ভারতবর্ষ নাম।।
ভারত বলিয়া আছে তদবধি খ্যাতি।
প্রসিদ্ধ হয়েছে বিশ্বে শুন মহামতি।।
তারপর কহিলেন পরাশর মুনি।
শুনহ মৈত্রেয় সুধী শুনাব এখনি।।
হেনমতে মহারাজ অগ্নীদ্ধ সুমতি।
রাজ্য অংশ সমর্পিয়া পুত্রগণ প্রতি।।
তপস্যার হেতু যান গণ্ডকীর তীরে।
উপনীত হন আসি অতি ভক্তিভরে।।
কিম্পুরুষ আদি করি অষ্টপুত্র আর।
যে যে অংশ পেয়েছিল সব গুণাধার।।
সেই সেই অংশে সবে সিদ্ধি লাভ করে।
নাহি জরা মৃত্যু ভয় সেই সব ভরে।।
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিংবা বৃদ্ধি বিপর্য্যয়।
উত্তম মধ্যম ভেদ তথা নাহি রয়।।
অধম বলিয়া কেহ নাহি সেই স্থলে।
সত্যাদি যুগের দশা নাহি কোনকালে।।
সেই হেতু তথা তথা সে সব নন্দন।
পরম সুখেতে কাল করেন হরণ।।
তাঁহাদের ভ্রাতা নাভি হয়ে রাজ্যেশ্বর।
ঋষভ নামেতে পান তনয় প্রবর।।
নাভি পত্নী হন মেরুদেবীর জঠরে।
ঋষভ নামেতে পুত্র নিজে জন্ম ধরে।।

এক শত পুত্র পায় ঋষভ সুজন।
ভরত সবার জ্যেষ্ঠ শুন তপোধন।।
ঋষভ রাজত্ব করি ধর্ম্ম অনুসারে।
অসংখ্য অসংখ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে।।
জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতেরে করি রাজ্যদান।
নিজে রায় পুলস্ত্য আশ্রমেতে যান।।
বানপ্রস্থ বিধানেতে ঋষভ সুমতি।
তপস্যার হেতু সেথা করেন বসতি।।
জীর্ণ শীর্ণ ক্রমে তাঁর হইল কলেবর।
সর্ব্ব শিরা দেখা দিল অঙ্গের উপর।।
নাহি হবে বাক্যালাপ কভু কারো সনে।
হেন বাঞ্ছা নরপতি করি নিজ মনে।।
মুখেতে উপলখণ্ড করিয়া অর্পণ।
কঠোর তপেতে ক্রমে হন নিমগন।।
এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেই নরপতি।
তপোবলে লাভ করে পরমা সুগতি।।
পুণ্যধাম নাভিবর্ষ যেই স্থান ছিল।
পুণ্যব্রতী ভরতেরে প্রদান করিল।।
সেই পুণ্যধাম নাম ভারতবর্ষ হয়।
পবিত্র বলিয়া ভবে আছে পরিচয়।।
সেই ভরতের হয় ধার্ম্মিক তনয়।
সুমতি তাহার নাম শুন মহাশয়।।
প্রজার পালন করি ন্যায় অনুসারে।
বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ভক্তি ভরে।।
রাজ্যভার দিয়া সেই সুমতি পুত্রেরে।
ভরত রাজন যান গণ্ডকীর তীরে।।
যোগবলে সেই স্থানে ত্যজিয়া পরাণ।
পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মে মতিমান।।
যাঁহার পবিত্রকুলে লভিল জনম।
সেই বিপ্র যোগশীল শুন মহাত্মন।।
যে কর্ম্ম করিলেন ভরত রাজন।
বরাবর বিশেষিয়া করিব বর্ণন।।
ভরতনন্দন সেই মহাত্মা সুমতি।
মহাতেজ বান হন শুন মহামতি।।
সুমতির পুত্র হন তেজস নামেতে।
ততোধিক শক্তিমান খ্যাত পৃথিবীতে।।
তেজস-নন্দন পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন হয়।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সুত পরমেষ্ঠি মহাশয়।।
পরমেষ্ঠি পুত্র নাম হয় প্রতিকার।
তাঁর পুত্র প্রতিহর্ত্তা অতি গুণাধার।।
প্রতিহর্ত্তা হতে ভুব লভেন জনম।
উদ্গীথ ভুবের পুত্র জান সর্ব্বজন।।
উদ্গীথ লভেন পুত্র প্রস্তাব আখ্যান।
প্রস্তাবের বিভু পুত্র জ্ঞাত সর্ব্বজন।।
বিভু হতে জন্ম লভে পৃথু নরবর।
পৃথুর তনয় নক্ত খ্যাত চরাচর।।
নক্তের নন্দন হয় গয় মহাশয়।
গয়-পুত্র নর নাম পুরাণেতে কয়।।
নরের পুত্রের নাম বিরাট জানিবে।
তার পুত্র মহাবীর্য্য হইলেন তবে।।
ধীমান হইল মহাবীর্য্যের নন্দন।
মহান্ত ধীমান-পুত্র জ্ঞাত ত্রিভুবন।।
মহান্তের পুত্র হয় মনস্য নামেতে।
ত্বষ্টা-পুত্র জন্ম লভে মনস্য হইতে।।
ত্বষ্টার ঔরসে জন্ম বিরজ নাম ধরে।
বিরজের পুত্র রজ হয় পরস্পরে।।
রজ হতে শতজিৎ জনম লভিল।
শতেক নন্দন শতজিৎ ক্রমে পাইল।।
অসংখ্য প্রজার বৃদ্ধি ভারত আগারে।
তাঁহারা তাহার মূল জানিবে অন্তরে।।
তাঁহাদের বংশে জন্ম যেই যেই জন।
তাঁহারা ভারতবর্ষে করেন ভ্রমণ।।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সৃষ্টির কাহিনী।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহামুনি।।
বরাহ কল্পের পূর্ব্বে কহে গুণাধার।
যতদিন মনু রাজ্য করয়ে সবার।।
সেই সব কথা বলি করহ শ্রবণ।
দেবতার পরিমাণে করিয়া গণন।।
একাত্তর যুগ ধরি রাজত্ব করিল।
বিষ্ণুপুরাণ মতে শ্রীকবি রচিল।।

জম্বুদ্বীপ ও সাগর-পর্ব্বতাদির বিবরণ

মৈত্রেয় কহিলেন শুন ভগবান।
শুনিলাম স্বায়ম্ভুব মনুর কথন।।
কিন্তু দ্বীপ বর্ষ গিরি কানন সাগর।
নদী আদি কোন স্থানে রহে ঋষিবর।।
কোথা ভাস্করের স্থান হয় নিরূপণ।
দেবতার স্থান কোথা করহ বর্ণন।।
জগতের পরিমাণ কিরূপেতে হয়।
কেমনে সংস্থিত আছে ওহে মহাশয়।।
তাহার আধার কিবা বল তপোধন।
বড় ইচ্ছা হয় মম করিতে শ্রবণ।।
কৃপা সহকারে ঋষি বলহ বিস্তারি।
আমার নিকটে কহ ওহে নরহরি।।
প্রশ্ন শুনি পরাশর কহিতে লাগিল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা কহিব সকল।।
কেবা আছে এ জগতে বলহ আমারে।
সর্ব্ব তত্ত্ব বর্ণি শেষ করিবারে পারে।।
সংক্ষেপে তোমার পাশে করিব কীর্ত্তন।
যাহা বলি মন দিয়া শুন তপোধন।।
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ শাল্মল পুষ্কর।
শাক সহ সপ্তদ্বীপ পূর্ণ চরাচর।।
লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল।
সপ্তদ্বীপে বেড়ি সপ্ত সাগর সম্বল।।
আছে জম্বুদ্বীপ সপ্তদ্বীপের মাঝারে।
সুমেরু তাহার মাঝে অতি শোভা করে।।
মরি কিবা সেই গিরি কণকে নির্ম্মাণ।
শুন বলি ঋষি এবে তার পরিমাণ।।
যোজন প্রমাণ উচ্চ চুরাশি হাজার।
ভূগর্ভে প্রবিষ্ট আছে ষোড়শ হাজার।।
নিম্নভাগ বিস্তারেতে সমান সমান।
বত্রিশ হাজার তার হয় উর্দ্ধমান।।
জগৎরূপ পদ্ম এই আছে ঋষিবর।
সে পদ্মের কর্ণিকা এই গিরিবর।।
নিষধ ও হেমকূট আর হিমালয়।
তাহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রয়।।
নীল শ্বেত গিরিদ্বয় আর শৃঙ্গবাণ।
উত্তরদিকেতে আছে শুন মতিমান।।
বরষ পর্ব্বত বলি তাহারা বিদিত।
সুমেরু পার্শ্বেতে নিষধ অবস্থিত।।
অপর পাশেতে নীলগিরি অবস্থান।
কহিতেছি তাহাদের শুন পরিমাণ।।
নিষধের দৈর্ঘ্য এক লক্ষ যোজন।
সেইরূপ নীলগিরি শুন দিয়া মন।।
এ দুই পর্ব্বত ছাড়া অচল অপর।
দৈর্ঘ্যে কিছু ন্যূন হয় খ্যাত চরাচর।।
তাদের ন্যূনতা দশ সহস্র যোজন।
এইরূপ শাস্ত্র মাঝে আছে নিরূপণ।।
হেমকূট আর শ্বেত দুই গিরিবর।
বহু গিরি অপেক্ষা ও অতি দীর্ঘতর।।
নবতি সহস্র দীর্ঘ যোজন প্রমাণে।
অশীতি সহস্র জান গিরি শৃঙ্গবাণে।।
হিমালয় হয় আশি সহস্র যোজন।
শাস্ত্রমধ্যে ভৌগোলিক আছে নিরূপণ।।
দৈর্ঘ্যেতে দুই ভাব বর্ষ গিরিদ্বয়।
উচ্চতা বিস্তার কিন্তু সমরূপ হয়।।
দুই সহস্র যোজন উচ্চতা বিস্তার।
এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের মাঝার।।
সুমেরুর দক্ষিণের শেষ সীমাস্থানে।
আছে কিম্পুরুষ বর্ষ জানে সর্ব্বজনে।।
ভারত ও হরিবর্ষ তথা বিদ্যমান।
তব পাশে কহিলাম শাস্ত্রের বিধান।।
সুমেরুর উত্তরেতে প্রথম সীমায়।
রম্যক হিরণ্য কুরু ত্রিবর্ষ যথায়।।
তাহারা প্রত্যেকে নব সহস্র যোজন।
একে একে কহিলাম যা হয় গণন।।

ইলাবৃত বর্ষ যথা তার মধ্যস্থলে।
সুমেরু বিরাজ করে খ্যাত এ ভূতলে।।
চারিদিক হয় নব সহস্র যোজন।
যেভাবেতে শাস্ত্রমাঝে আছে নিরূপণ।।
ইলাবৃত বর্ষ যথা পূর্ব্বদিকে তার।
বিরাজিত মন্দর সে অপূর্ব্ব বাহার।।
দক্ষিণ দিকেতে তার শ্রীগন্ধমাদন।
পশ্চিমে বিপুল গিরি শুন তপোধন।।
শোভিত সুপার্শ্ব গিরি উত্তর দিকেতে।
ইলাবৃত সীমাগিরি আছে সেইমতে।।
কদম্ব পিপ্পল জম্বু বট এই চারি।
সেই চারি পর্ব্বতেতে আছে শোভা করি।।
প্রতি বৃক্ষ উচ্চে একাদশ শ যোজন।
গিরি কেতুরূপী যেন চারি তরুগণ।।
অতি দীর্ঘ জম্বু বৃক্ষ আছে বিদ্যমান।
জম্বুদ্বীপ নামে খ্যাত এ হেতু সে স্থান।।
গজ সম প্রকাণ্ড জন্মে ফল তার।
পতিত সদাই ফল ভূধর উপর।।
সেই ফল হতে রস হইয়া বাহির।
জন্মিয়াছে জম্বু নদী অতি স্বচ্ছ নীর।।
অতীব উত্তম জল সে নদীর হয়।
তীরবর্ত্তী অধিবাসী তাতে সুখী রয়।।
পান করি সেই জল অধিবাসিগণ।
জরাহীন হয়ে করে জীবন যাপন।।
দেহ হয় স্বেদহীন ইন্দ্রিয় সকল।
কলেবর সুগন্ধে অন্বিত কেবল।।
বিশুদ্ধ বায়ুর যোগে সেই নদী তীরে।
মৃত্তিকা সুবর্ণ হয় জানে সব নরে।।
যে সুবর্ণে নিরমিত নানা বিভূষণ।
শরীরে ধারণ করে নর দেবগণ।।
সুমেরুর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকেতে।
কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব জানিবে মনেতে।।
সেই দুই বর্ষ মধ্যে ইলাবৃত রয়।
শুন শুন তারপর শুন মহাশয়।।
সুমেরুর পূর্ব্বে আছে চৈত্ররথ বন।
শোভিত দক্ষিণ ভাগে শ্রীগন্ধমাদন।।
পশ্চিমে বৈভ্রাজ শোভে নন্দন উত্তরে।
বেড়ি আছে চতুর্দ্দিকে চারি সরোবরে।।
অরুণোদ মহাভদ্র অসিতোদ আর।
মানস এ চারি সর শোভার আধার।।
শীতান্ত কুরবী চক্রমুণ্ড বাল্যবান।
বৈকঙ্ক প্রভৃতি গিরি শুন মতিমান।।
পূর্ব্বদিকে সুমেরুর কেশর অচল।
বিখ্যাত সকলেই শুন মহাবল।।
ত্রিকূট শিশির আর পতঙ্গ নিষধ।
রুচক প্রভৃতি করি বহুল পর্ব্বত।।
দক্ষিণ দিকেতে আছে অচল কেশর।
পশ্চিম দিকেতে তার শুন মুনিবর।।
বৈদূর্য্য কপিল আর শ্রীগন্ধমাদন।
শিখিবাসা ও জারুধী শুন তপোধন।।
পশ্চিম দিকের হয় কেশর অঞ্চল।
শঙ্খকূট হংশ নাশ গিরিজা সকল।।
অন্যান্য অঙ্গেতে আছে অনেক ভূধর।
আছে ব্রহ্মপুরী এক সুমেরু উপর।।
পরিমাণ হয় চৌদ্দ সহস্র যোজন।
অষ্টদিকে আছে অষ্ট লোকপালগণ।।
অষ্টদিকে অষ্টপুরী অতি মনোহর।
ইন্দ্র আদি লোকপাল আছে নিরন্তর।।
পতিতপাবনা গঙ্গা বিষ্ণুপদ হতে।
বাহির হইয়া ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলেতে।।
শ্রীচন্দ্রমণ্ডল দেবী করিয়া প্লাবন।
ব্রহ্মার পুরীতে পরে হন নিপতন।।
চারি ভাগ হন দেবী পড়ি সেই স্থানে।
সীতা ও অলকানন্দা বংক্ষু ভদ্রা নামে।।
সুমেরুর পূর্ব্বে আছে যত গিরিবর।
তাহা অতিক্রম করি সীতা মনোহর।।
ভদ্রাশ্ব প্লাবিত করি অতি ধীরে ধীরে।
মিলিত হয়েছে পূর্ব্ব লবণ সাগরে।।
দক্ষিণস্থ গিরিগণে করি অতিক্রম।
শ্রীঅলকানন্দা করি ভারত প্লাবন।।
পড়িছে দক্ষিণ দিকে লবণ সাগরে।
বংক্ষু বিষয় কথা শুনহ সাদরে।।

পশ্চিম ভাগেতে গিরি করি অতিক্রম।
কেতুমাল বর্ষ ক্রমে করিয়া প্লাবন।।
পড়িছে পশ্চিমে গিয়া লবণ সাগরে।
ভদ্রার কাহিনী শুন বলি বরাবরে।।
উত্তরস্থ গিরি যত করি অতিক্রম।
ধীরে ধীরে কুরুবর্ষ করিয়া প্লাবন।।
উত্তরে পড়িছে গিয়া লবণ সাগরে।
শাস্ত্রের লিখন এই কহিনু তোমারে।।
নীলগিরি ও নিষধ যেই আয়তন।
তথা মাল্যবান আর শ্রীগন্ধমাদন।।
সে দুয়ের মধ্যে রয় সুমেরু ভূধর।
ধরার কর্ণিকারূপে শোভে নিরন্তর।।
তাহার মর্য্যাদা গিরি আছে যেই স্থান।
ভারত তাহার বহির্ভাগে বিদ্যমান।।
ভদ্রাশ্ব বরষ তথা আর কেতুমাল।
ভূপদ্মের পত্রাকার হয় এ সকল।।
সুমেরু দক্ষিণ সীমা করিয়া স্পর্শন।
জঠর ও দেবকূট হতেছে শোভন।।
তাহাদের আয়তন বড় কম নয়।
নীল নিষধ তুল্য হইবে নিশ্চয়।।
সাগরের পূর্ব্ব আর পশ্চিম সীমায়।
কৈলাস গন্ধমাদন অতি শোভা পায়।।
হেনমতে সুমেরুর পশ্চিম সীমাতে।
নিষধ ও পারিপাত্র জানিবেক চিতে।।
সাগরের পূর্ব্ব আর পশ্চিম সীমায়।
ত্রিশৃঙ্গ জারুধি দুই গৃহ শোভা পায়।।
সুমেরুর সীমাগিরি আর যে কেশর।
কহিনু তোমার পাশে শুন গুণধর।।
যে সব সুমেরু গিরি ওহে তপোধন।
সুমেরুর চারিদিকে হতেছে শোভন।।
উভয় দিকেতে স্পর্শি তাহারা সকলে।
বিরাজ করিছে সবে জানিবে বিরলে।।
পর্ব্বত প্রদেশ হয় অতি মনোহর।
সুন্দর অরণ্য তায় শোভে নিরন্তর।।
বিচিত্র পুরী কত আছে বিদ্যমান।
সিদ্ধ নিষেবিত দ্রোণী আছে স্থানে স্থান।।
লক্ষ্মী বিষ্ণু বহ্নি সূর্য্য আদি দেবগণ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ দৈত্যগণ।।
সেই মনোহর স্থানে রহে নিরন্তর।
স্বর্গভূমি বলি তাহা খ্যাত চরাচর।।
ধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যবান যেই সব জন।
স্বর্গভূমি তাঁহাদের শাস্ত্রের বচন।।
সতত নিরত যারা পাপ অনুষ্ঠানে।
যেতে নাহি পারে শত জন্মে সেই স্থানে।।
শুন বৎস যিনি সর্ব্বভূতের আধার।
সনাতন সেই বিষ্ণু দেব সারাৎসার।।
হয় শিরারূপে আসি ভদ্রাশ্ব বরষে।
অদ্যাপি আছেন বৎস মনের হরিষে।।
কেতুমালে হন হরি বরাহ আকার।
সেই বিষ্ণু কূর্ম্মরূপী ভারত মাঝার।।
কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হয়ে।
অদ্যাপি আছেন হরি জানিবে হৃদয়ে।।
তাঁর বিশ্বরূপ বৎস কর দরশন।।
সর্ব্বস্থলে প্রকাশিত আছে সর্ব্বক্ষণ।।
কিম্পুরুষ আদি অষ্ট বর্ষের মাঝারে।
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক জানিবে অন্তরে।।
আয়াস উদ্বেগ তথা কিছুমাত্র নাই।
নিগূঢ় কাহিনী এই কহি তব ঠাঁই।।
তথা অধিবাস করে যেই সব জন।
দ্বাদশ সহস্র বর্ষ তাদের জীবন।।
সুস্থ ও অভয় তারা পেয়ে নিরন্তর।
পরম সুখেতে রহে শুন গুণধর।।
দৈববলে কিবা কাজ সেই সব স্থানে।
তাহার কারণ বলি তোমার সদনে।।
ভূমিগত জল দ্বারা কৃষ্যাদি করম।
সম্যক রূপেতে সদা হয় সম্পাদন।।
প্রতি বর্ষে সাত সাত কুল গিরিবর।
বিরাজ করিছে কিবা অতি মনোহর।।
শত শত নদীমালা গিরিমালা হতে।
বাহির হইয়া সদা বহে চারিভিতে।।
নদী-পর্ব্বতাদি কথা হল সমাপন।
বিস্তারিয়া কহিলেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।।

পুরাণ-কথিকা হয় অমৃত সমান।
শ্রীকবি কহেন যেবা শুনে পুণ্যবান।।

ভারতবর্ষ বর্ণন

পৃথিবীতে যতগুলি বর্ষভূমি রয়।
তার মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ মহাশয়।।
শ্রীহরির একমাত্র লীলাস্থল শুনি।
যেথা দেবদেবীগণ আসে মহামুনি।।
সেই ভারতবর্ষ কথা করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন তাহা যে ভাবে গঠন।।
হিমালয় গিরি তার আছে উত্তরেতে।
দক্ষিণে মহাসাগর জানিবে মনেতে।।
নয় সহস্র যোজন তাহার বিস্তার।
ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মভূমি নাম যার।।
সেই বর্ষে স্বর্গ মোক্ষ লভে নরগণ।
তাহা নাহি অন্য বর্ষে বেদের বচন।।
সপ্ত কুলাচল আছে এহেন ভারতে।
তাহাদের নাম বলি শুন অবহিতে।।
মহেন্দ্র মলয় সহ্য ঋক্ষ শক্তিমান।
পারিপাত্র বিন্ধ্য গিরি ওহে মতিমান।।
তির্য্যগভাব স্বর্গ মোক্ষ মধ্য অন্ত আর।
নরকাদি করি সব ওহে গুণাধার।।
তাহার আয়ত্ত্ব হয় জানিবে সকল।
হেথা নরগণ ভুঞ্জে স্বীয় কর্ম্মফল।।
নয় ভাগে সুবিভক্ত এ ভারত হয়।
আছে তাহে অষ্টদ্বীপ শুন পরিচয়।।
তাম্রবর্ণ নাগ সৌম্য ইন্দ্র মহামান।
গন্ধর্ব্ব বারুণ সাত ও গভস্তীমান।।
সাগর সংযুক্ত করি এই ভারতেরে।
নব দ্বীপ বলি কহে খ্যাত চরাচরে।।

উত্তর-দক্ষিণে তাহা হাজার যোজন।
তাহার পশ্চিমে স্থিত যতেক যবন।।
কিরাতেরা পূর্ব্বদিকে করে অবস্থান।
বিপ্র আদি চারিবর্ণ রহে মধ্যস্থান।।
চারিবর্ণ মধ্যে যত ব্রাহ্মণ নিকর।
করিবে যজ্ঞীয় কার্য্য সবে নিরন্তর।।
যুদ্ধকার্য্য করে সদা যত ক্ষত্রগণ।
বৈশ্যগণ রহে কৃষি-বাণিজ্যে মগন।।
শূদ্রগণ দ্বিজ সেবা করে ভক্তিভরে।
শাস্ত্রকথা কহিলাম তোমার গোচরে।।
পারিপাত্র গিরি হতে বেদ সেবা আদি।
বাহির হইয়া বহে শুন নিরবধি।।
নর্ম্মদা সুরসা আদি বিন্ধ্য গিরি হতে।
নির্গত হইয়া সদা বহিছে ভারতে।।
পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা তাপী আদি নদীচয়।
ঋক্ষ হতে মহাবেগে সবে বাহিরায়।।
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেন্বা আর।
বাহিরায় সহ্য হতে মহাক্ষর ধার।।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী আদি কত নদী।
মলয় পর্ব্বত হতে বহে নিরবধি।।
ত্রিদামা ঋষিকুল্যা মহেন্দ্র হইতে।
বাহিরিয়া প্রবাহিত হতেছে ভারতে।।
কুমারিকা আদি করি নদী বহুতর।
শক্তিমান গিরি হতে বহে নিরন্তর।।
শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা আদি বহু নদী।
হিমাচল হতে তারা বহে নিরবধি।।
তাহাদের শাখানদী উপনদী আর।
অসংখ্য বহিছে ভবে শুন গুণাধার।।
মধ্যদেশ কামরূপ কনিষ্ঠ পাঞ্চাল।
দাক্ষিণাত্য কুরুওড্র পারসি সকল।।
মাগধ সৌরাষ্ট্র সুর অর্ব্বুদ আভীর।
সিন্ধু স্থুল শাম্ব মদ্র শাম্বক সৌবীর।।
ইত্যাদি যতেক লোক হর্ষ সহকারে।
বাস করে সেই সব তটিনীর তীরে।।
পারিপাত্রবাসী যত লোক সমুদয়।
সেই সব নদীতটে জীবন কাটায়।।

নদীর বিমল জল সুখে করি পান।
সদাই আনন্দে সবে আছে মতিমান।।
সত্য আদি চারিযুগ ভারত মাঝারে।
সদা বিদ্যমান আছে জানিবে অন্তরে।।
শুভ হবে পরলোকে এই সে কারণ।
হেন বর্ষে তপ করে যত যোগীগণ।।
যাজ্ঞিকেরা সদা করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ধার্ম্মিকেরা নানা বস্তু করে সদা দান।।
যজ্ঞকার্য্য জম্বুদ্বীপে করি আচরণ।
মানব যেরূপে করে শ্রীহরি পূজন।।
অন্য কোন দ্বীপে তাহা দেখা নাহি যায়।
কর্ম্মভূমি বলি খ্যাত ভারত নিশ্চয়।।
আছে তাহা ভোগভূমি বলি নিরূপণ।
জম্বু দ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ হেতু গণন।।
অসংখ্য অসংখ্য জন্ম ধরিবার পরে।
বহু পুণ্যে জন্ম হয় ভারত মাঝারে।।
স্বর্গলাভ মোক্ষলাভ সুকৃতি কারণ।
ভারত মাঝারে জন্মে যত নরগণ।।
সেই নরগণ ধন্য সংসার মাঝারে।
তাই দেবগণ আসে ভারত ভিতরে।।
মহাত্মা ভারত মাঝে লভিয়া জনম।
কামনা হৃদয় হতে দেয় বিসর্জ্জন।।
হরির উপরে করে সুকার্য্য অর্পণ।
হরির শরীরে তারা হয় নিমগন।।
স্বর্গভোগ অন্তে নর জন্মিবে কোথায়।
নিরূপণ করি তাহা বলা নাহি যায়।।
ইন্দ্রিয়বিহীন হয়ে জন্মিলে ভারতে।
সার্থক সে জন্ম হয় ভাবি হেন চিতে।।
সর্ব্বদা প্রার্থনা তাই করি ভগবানে।
অন্তকালে পাই যেন শ্রীমোক্ষধামে।।
হেনমতে কহে সদা অমর নিকর।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণধর।।
জম্বুদ্বীপ বিবরণ করিনু কীর্ত্তন।
বেষ্টিত যাহারে সদা সাগর লবণ।।
বলয় আকার হয়ে লবণ সাগর।
বেড়ি আছে জম্বুদ্বীপে শুন গুণধর।।
মানব হিতের তরে সাগর হইতে।
উপাদেয় বস্তু এক প্রকাশ মর্ত্তেতে।।
সর্ব্ব খাদ্যবস্তু মধ্যে তার প্রয়োজন।
তাহা ভিন্ন খাদ্য নাহি মিটায় জীবন।।
সবই শ্রীহরির লীলা শুন গুণধর।
বিষ্ণুপুরাণের কথা পরম সুন্দর।।

সপ্তদ্বীপ বর্ণন ও পর্ব্বতকথা

লবণ সাগর বেড়ি আছে জম্বু দ্বীপে।
কহি আদ্যোপান্ত তার তোমার সমীপে।।
সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপ লবণ সাগরে।
বেড়িয়া রয়েছে সদা জানিবে অন্তরে।।
প্লক্ষের বিস্তার হয় দ্বিলক্ষ যোজন।
রাজা হয়ে ছিল প্রিয়ব্রতের নন্দন।।
নাম তাঁর মেধাতিথি শুন মহাশয়।
সপ্তদশ পুত্র জন্মে আছে পরিচয়।।
শিশির আনন্দ শিব ধ্রুব শান্তময়।
ছয় ক্ষেমক নাম সাতে সুখোদয়।।
প্লক্ষদ্বীপে সাত ভাগ করিয়া রাজন।
একে একে সাত পুত্রে করিলে অর্পণ।।
তাঁহাদের নামে হয় বর্ষের আখ্যান।
সপ্ত গিরি সপ্ত বর্ষে আছে বিদ্যমান।।
আমি তাহাদের নাম করিব বর্ণন।
মনোযোগে শুন বৎস শাস্ত্রের বচন।।
গোমেদ দুন্দুভি চন্দ্র সোমক নারদ।
সুমনা বৈভ্রাজ সপ্ত বিরাজে পর্ব্বত।
এই দ্বীপে বর্ষগিরি তাহাদের নাম।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ করে অবস্থান।।
মহানন্দে করে বাস সে সব পর্ব্বতে।
অতীব পবিত্র স্থান জানিবেক চিতে।।

আদি ব্যাধি নাহি তথা সদা সুখোদয়।
পরম সুখেতে সবে সর্ব্বদাই রয়।।
সপ্ত নদী বাহিরিয়া সপ্ত গিরি হতে।
কল কল রবে ধায় খরধার স্রোতে।।
অনুতপ্তা শিখি ক্রমু বিপাশা অমৃতা।
ত্রিদিবা এই ছয় পরেতে সুকৃতা।।
সপ্ত নদী নাম এই করিনু কীর্ত্তন।
যদ্যপি তাদের নাম করয়ে শ্রবণ।।
অখিল পাতক তার বিনাশিত হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
ওই সপ্ত গিরি আর সপ্ত নদী বিনা।
কত গিরি নদী আছে কে করে গণনা।।
যাঁহারাই এই দ্বীপে করেন বসতি।
করে নদীজল পান পুলকিত মতি।।
অনুকূল হয়ে বয় সর্ব্ব নদীচয়।
নাহি তথা যুগভাগ শুন মহাশয়।।
ত্রেতাযুগ সমকাল সদা দেখা যায়।
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু তোমায়।।
প্লক্ষ হতে শাকাবধি যত দ্বীপ আছে।
যত প্রজা বাস করে তাহাদের মাঝে।।
পঞ্চ সহস্র বর্ষ হয়ে নিরাময়।
জীবন কাটায় সবে নাহিক সংশয়।।
সেই সব দ্বীপে রহে চতুর্ব্বিধ প্রাণী।
তাহাদের নাম বলি শুন গুণমণি।।
আর্য্যক কুরব ভাবী বিরস যে আর।
এই চারি নাম হয় শুন গুণাধার।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি নামে।
চারিজাতি খ্যাত ভবে জানিবেক মনে।।
হেন দ্বীপে মহাজম্বু বৃক্ষের সমান।
প্লক্ষ তরু সুবিশাল আছে বিদ্যমান।।
সেই হেতু প্লক্ষদ্বীপ অভিধান ধরে।
দ্বীপবাসী চারিবর্ণ ভক্তি সহকারে।।
যজ্ঞ কর্ম্ম নানাবিধ করি অনুষ্ঠান।
করিছে হরির পূজা শুন মতিমান।।
এই দ্বীপ যেইরূপ পরিমাণ ধরে।
ইক্ষু দধি সেইভাবে রহিয়াছে বেড়ে।।
প্লক্ষদ্বীপ কথা এই করিনু কীর্ত্তন।
শাল্মল দ্বীপের কথা শুনহ এখন।।
প্রিয়ব্রত পুত্র যিনি নাম বপুষ্মান।
রাজা ছিল এই দ্বীপ শুন মতিমান।।
তাঁর সপ্ত পুত্র হয় প্রবীণ বিচারে।
বলি তাহাদের নাম তোমার গোচরে।।
জীমূত বৈদ্যুত শ্বেত মানস হরিত।
সুলভ এই ছয় জন সপ্তম রোহিত।।
করি সাত অংশ ভাগ আপনি রাজন।
নিজ রাজ্য সাত পুত্রে করিল অর্পণ।।
রাজ্যনাম তাহাদের নাম অনুসারে।
সেই দ্বীপ ইক্ষু দধি আছে সদা বেড়ে।।
সপ্তবর্ষ গিরি আছে এ দ্বীপ মধ্যেতে।
তাহাদের নাম বলি শুন অবহিতে।।
কুমুদ উন্নত দ্রোণ বলাহক আর।
ককুদ্মান মাহিষ কঙ্ক ওহে গুণাধার।।
সেই সপ্ত গিরি হতে সহ্য তরঙ্গিনী।
নির্গত হইয়া বহে শুন গুণমণি।।
তাহাদের নাম এবে করিব বর্ণন।
অবহিতে ওহে বৎস করহ শ্রবণ।।
বিতৃষ্ণা নিবৃত্তি তোয়া চন্দ্রা শুক্লা যোনি।
বিমোচিনী এই সপ্ত জানিবে তটিনী।।
পরম পবিত্র হয় তাহাদের জল।
পিয়ে যদি পুণ্য পায় পাতকের দল।।
শ্বেত আদি সপ্ত বর্ষে বর্ণ চতুষ্টয়।
কপিলাদ্রি* চারি নামে হয় পরিচয়।।
সেই সপ্তবর্ষে যত যাজ্ঞিক নিকর।
বিবিধ যজ্ঞীয় কর্ম্ম করি নিরন্তর।।
বায়ুরূপী শ্রীবিষ্ণুরে করে আরাধন।
তাহার মাহাত্ম্যকথা করেছ শ্রবণ।।
অতি রম্য দ্বীপ এই জানিবে মনেতে।
আবির্ভূত দেবগণ রহে যেখানেতে।।

---

* কপিলাদ্রি— শ্বেত, লোহিত, জীমূত, হরিত্, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ এই সপ্তবর্ষে ব্রাহ্মণ কপিল নামে, ক্ষত্রিয় অরুণ নামে, বৈশ্য পীত নামে ও শূদ্র কৃষ্ণ নামে অভিহিত।

প্রকাণ্ড শাল্মলী এক আছে বিদ্যমান।
সর্ব্বজনগণে বৃক্ষ সুখ করে দান।।
তাই সে শাল্মলীদ্বীপ নামে পরিচয়।
পরিমাণ বলি এবে শুন যাহা হয়।।
প্লক্ষদ্বীপে যেইরূপ ধরে পরিমাণ।
তদপেক্ষা দুইগুণ শুন মতিমান।।
বেড়ি আছে চারিদিকে মদিরা সাগর।
কহিলাম তব পাশে শুন গুণধর।।
সুবিস্তৃত কুশদ্বীপ জানিবে অন্তরে।
বেড়িয়া রয়েছে তাহা মদিরা সাগরে।।
শাল্মলীদ্বীপের হয় যেই পরিমাণ।
তাহাতে দ্বিগুণ কুশ জানিবে ধীমান।।
জ্যোতিষ্মান হয়ে ছিল পূর্ব্বে অধীশ্বর।
প্রিয়ব্রত পুত্র তিনি অতি গুণধর।।
সাত পুত্র জ্যোতিষ্মান করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
উদ্ভিদ শৈরথ ধৃর্ত লম্বন রেণুমান।
প্রভাকর ও কপিল সাতটি সন্তান।।
এই দ্বীপ যথাকালে সাত অংশ করি।
দিল রাজা সাত পুত্রে কৃপাদৃষ্টি করি।।
সাতপুত্র নিজ রাজ লয়ে নিজ করে।
বিখ্যাত করেন নিজ নাম বরাবরে।।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ আর নরগণ।
দানব গন্ধর্ব্ব আর শত শত জন।।
সেই সব বর্ষে বাস করে নিরন্তর।
অনন্তর যাহা কিছু শুন গুণধর।।
হেন সব বর্ষে বাস যারা যারা করে।
চারিবর্ণে সু-বিভক্ত তাহারা সকলে।।
সমী শুষ্মী আর স্নেহ সন্দেহ পরেতে।
এই চারি বর্ণ রহে জানিবেক চিতে।।
হেন চারি বর্ণ লোক যথা ক্রমান্বয়ে।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জানিবে হৃদয়ে।।
এই স্থানে যাজ্ঞিকেরা হয়ে একান্তর।
জনার্দ্দনে চিন্তা করি হৃদয় ভিতর।।
প্রারব্ধ করম ভোগ করি তারপরে।
পরম পদেতে যায় জানিবে অন্তরে।।

কুশদ্বীপে আছে সপ্ত বর্ষ গিরিবর।
বলি তাহাদের নাম শুন গুণধর।।
বিদ্রুম পুষ্কর হেম শৈল দ্যুতিমান।
কুশেশ মন্দর হরি শুন মতিমান।।
সপ্ত নদী বাহিরিয়া সপ্ত গিরি হতে।
হইতেছে প্রবাহিত সবে চারিভিতে।।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।
শ্রবণে পাপের নাশ শাস্ত্র বচন।।
পবিত্রতা সম্মতি শিবা সর্ব্ব পাপহরা।
ধূতপাপা বিদ্যুদম্ভা মহী রোগহরা।।
আরো কত ক্ষুদ্র নদী ক্ষুদ্র গিরিবর।
হেন দ্বীপে শোভা পায় শুন গুণধর।।
দ্বীপ মাঝে কুশস্তব আছে বিদ্যমান।
সেই হেতু কুশদ্বীপ ধরে অভিধান।।
শাল্মলীদ্বীপের পরিমাণ যত হয়।
তদপেক্ষা দুইগুণ তাহার নিশ্চয়।।
বেষ্টিত রয়েছে তাহা ঘৃতের সাগরে।
ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিবরণ শুন তারপরে।।
ঘৃতের সাগর ক্রৌঞ্চদ্বীপে বেড়ি রয়।
দ্যুতিমান ছিল রাজ জানিবে সেথায়।।
কুশাপেক্ষা দুইগুণ তাহার বিস্তার।
শুন শুন তারপর শুন গুণাধার।।
পিবব অন্ধকারক দুন্দুভি কুশল।
উষ্ণ মুনি ও মন্দগ শুন মহাবল।।
সেই সাত পুত্র লভে রাজা দ্যুতিমান।
সাত অংশ করি রাজ্য করেন প্রদান।।
পুত্রগণ রাজ্যলাভ করিয়া সাদরে।
স্ব-স্ব নাম অনুসারে খ্যাত সবে করে।।
সে সকল বর্ষ হয় মনোহর অতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা করেন বসতি।।
সপ্ত বর্ষ গিরি তথা আছে বিদ্যমান।
তাহাদের নাম বলি শুনহ ধীমান।।
বামন অন্ধকারক পুণ্ডরীকবান।
দেবাবৃৎ দুন্দুভি ক্রৌঞ্চ চৈত্র নাম।।
এ সকল গিরি দ্বারা দ্বীপ সমুদয়।
হইল বিভাগ তাহা জানিবে নিশ্চয়।।

বর্ষ কর্ষ গিরি আর কানন মাঝারে।
দেবগণ আদি সবে বসতি বিস্তারে।।
ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ করে অবস্থান।
পুষ্করাদি নামে সবে হয় খ্যাতবান।।
ক্রৌঞ্চ দ্বীপে সপ্তগিরি হয় বিদ্যমান।
তাহা হতে সপ্ত নদী হয় বহমান।।
গৌরী সন্ধ্যা পুণ্ডরীকা মনোজবা খ্যাতি।
এই পঞ্চ নদী আর রাত্রি কুমুদ্বতী।।
তাহাদের বারি হয় পরম পবিত্র।
নরগণ তার তীরে থাকে যত্র তত্র।।
মহানন্দে থাকে জানি তাহারা সকলে।
মনের মালিন্য নাহি ঘটে কোনকালে।।
দ্বীপবাসী সবে করি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
করে সবে শ্রীবিষ্ণুর পূজা আরাধন।।
তাহারে বেড়িয়া আছে দধির সাগর।
দ্বীপমাঝে ক্রৌঞ্চ নামে হয় গিরিবর।।
সেই হেতু ক্রৌঞ্চ দ্বীপ তাহার আখ্যান।
শাকদ্বীপ বিবরণ কর অবধান।।
দধির সাগর বেড়ি আছে শাকদ্বীপে।
ক্রৌঞ্চের দুই গুণ বিস্তারিত দ্বীপে।।
প্রিয়ব্রত নামে যিনি ছিলেন নৃপতি।
ইহাতেই আছিলেন সেই নরপতি।।
লাভ করে সপ্ত পুত্র ভব্য নররায়।
বলি তাহাদের নাম শুন মহাশয়।।
মনীরক কুসুমোদ জলদ কুমার।
সমৌদকি মহাদ্রুম আর সুকুমার।।
শাকদ্বীপে সাত অংশ করিয়া রাজন।
সাত পুত্রে কালক্রমে করেন অর্পণ।।
তাহাদের নামে খ্যাত সপ্ত অংশ হয়।
সপ্ত বর্ষ বলি তাহা বিখ্যাত নিশ্চয়।।
সপ্ত বর্ষ গিরি আছে তাহার মাঝারে।
তাহাদের নাম এবে কহিব তোমারে।।
অম্বিকেয় শাম অস্ত কেশরী উদয়।
জলাধার রৈবতক সপ্ত গিরি হয়।।
সেই দ্বীপে শাক নামে আছে তরুবর।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বেরা তথা রহে নিরন্তর।।
তাই শাকদ্বীপ হয় তাহার আখ্যান।
পরম পবিত্র স্থান শুন মতিমান।।
সেই শাক বৃক্ষে আছে যত পত্রচয়।
তাহার বাতাস যদি গাত্রে স্পর্শ হয়।।
পরম সন্তোষ লাভ পাইবে অন্তরে।
হেন বৃক্ষ নাহি আর হেরি কোথাকারে।।
কত দ্বীপে জনপদ আছে বিদ্যমান।
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ করে অবস্থান।।
সপ্ত গিরি হতে সপ্ত নদী বাহিরিয়া।
গমন করিছে চারিভিতে বহিয়া।।
তাহাদের নাম বলি শুন দিয়া মন।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন।।
রেণুকা ধেনুকা ইক্ষু গভস্তী কুমারী।
নলিনী এ ছয় আর সপ্ত সুকুমারী।।
আরো কত ক্ষুদ্র নদী ক্ষুদ্র গিরিবর।
হেন দ্বীপে শোভমান শুন মুনিবর।।
স্বর্গে বাস করে যাঁরা তাহারা সকলে।
সেই নদীজল পান করে কুতূহলে।।
মহাসুখে তাঁরা সবে জীবন কাটায়।
হেন স্থান নাহি আর ত্রিভুবনময়।।
এই দ্বীপে সপ্ত বর্ষে নাহিক বিষাদ।
নাহিক অধর্ম্ম তথা নাহিক বিবাদ।।
এই স্থানে চারিবর্ণ আছে বিদ্যমান।
বলি তাহাদের নাম শুন মতিমান।।
মগধ মানস আর তৃতীয় মন্দগ।
তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবেক মগ।।
তাহাদের মধ্যে মগ জানিবে ব্রাহ্মণ।
মগধ ক্ষত্রিয় বটে শুন মহাত্মন।।
মানসেরে বৈশ্য বলি জানিবে মনেতে।
মন্দগ শূদ্রজাতি বিচার শাস্ত্রেতে।।
শাকদ্বীপে সূর্য্যরূপে বিষ্ণু ভগবান।
বিরাজিত হয়ে আছে সদা বিদ্যমান।।
সেই স্থানে যত লোক করে নিবসতি।
সংযত হইয়া সবে যথা আছে বিধি।।
বিবিধ যজ্ঞীয় কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
সূর্য্যের করয়ে পূজা শুন মতিমান।।

বেড়ি আছে শাকদ্বীপ ক্ষীরোদ সাগর।
পুষ্করদ্বীপের কথা শুন তারপর।।
বিস্তারেতে শাকদ্বীপ বলেছি যেমন।
পুষ্কর দ্বিগুণ তার আছে নিরূপণ।।
প্রিয়ব্রত পুত্র হয় সবণ আখ্যান।
তাহার নৃপতি তিনি ছিল বিদ্যমান।।
মহাবীত ও ধাতকী এই দুই নামে।
নৃপতির দুই পুত্র জানে সর্ব্বজনে।।
পুষ্করদ্বীপেরে ভাগ করিয়া রাজন।
যথাকালে দুই পুত্রে করেন অর্পণ।।
পুত্রদ্বয় রাজ্যলাভ করি তার পরে।
নিজ নিজ নামে রাজ্য জগতে বিস্তারে।।
এইরূপে দুই বর্ষ করেন স্থাপন।
বর্ষদ্বয় মাঝে আছে গিরি মনোরম।।
সেই গিরি হয় বৎস বলয় আকার।
শুন এবে বলি তার যেমন বিস্তার।।
বিস্তারেতে অর্দ্ধ লক্ষ জানিবে যোজন।
সেইরূপ ঊর্দ্ধদিকে আছে নিরূপণ।।
বলয় আকারে সব করি অবস্থান।
দ্বীপেরে করিল ভাগ শুন মতিমান।।
এই দ্বীপে বাস করে যেই সব জন।
রোগহীন তারা সবে আছে সর্ব্বক্ষণ।।
রাগ-দ্বেষহীন হয়ে তাহারা সকলে।
নিবাস করয়ে সুখে জানিবে সেকালে।।
অযুত বরষ তারা ধরয়ে জীবন।
উচ্চ নীচ তথা কভু না হয় গণন।।
ছোট বড় কভু তথা দৃষ্ট নাহি হয়।
বিনশ্য নাশক কিংবা নাহিক নিশ্চয়।।
ঈর্ষা ভয় রোষ লোভ কিছুমাত্র নাই।
অথবা অসূয়া নাহি কহি তব ঠাঁই।।
মহাবীত বর্ষ আছে গিরির বাহিরে।
ধাতকি বরষ আছে গিরি অভ্যন্তরে।।
সত্য ধর্ম্মে রত সদা তথাকার জন।
অন্য কোন গিরি তথা না হয় দর্শন।।
অন্য কোন নদী তথা নহে বিদ্যমান।
ধর্ম্ম অবলম্বনেতে করে অবস্থান।।
বর্ণাশ্রমভাগ তথা না হয় দর্শন।
সেই স্থানে গুরুসেবা না হয় কখন।।
ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি নাহি সেই স্থানে।
কোন কালে নাহি মতি ধর্ম্ম উপার্জ্জনে।।
ভৌমস্বর্গ নাম ধরে এই বর্ষদ্বয়।
সর্ব্বঋতু এই স্থানে সদা দৃষ্ট হয়।।
জরাগ্রস্ত কভু নাহি হয় কোনজন।
অপূর্ব সুরম্য স্থান অতি মনোরম।।
ন্যগ্রোধ বৃক্ষ এক আছয়ে পুষ্করে।
পুষ্কর তাহার নাম জ্ঞাত সর্ব্ব নরে।।
সে কারণ সেই দ্বীপ পুষ্কর আখ্যান।
সেই দ্বীপে থাকে সদা ব্রহ্মা পদ্মাসন।।
সলিলসাগরে তাহা সদা বেড়ি রয়।
সাগরের পরিমাণ শুন মহাশয়।।
পুষ্করদ্বীপের হয় যেই পরিমাণ।
সলিল সাগর হয় তাহার প্রমাণ।।
জম্বু আদি সপ্ত দ্বীপ কহিনু তোমারে।
বেড়ি আছে লবণাদি সাতটি সাগরে।।
সেই সব দ্বীপ আর সাতটি সাগর।
তাহাদের পরিমাণ শুন অতঃপর।।
সমান ভাবেতে আছে সাগরের জল।
শুন মহাশয় তাহা না হয় উদ্বল।।
নিজ সীমা অতিক্রম না করে কখন।
সমভাবে অবস্থিত আছে সর্ব্বক্ষণ।।
অগ্নিযোগে স্থালীগত শালিল যেমন।
স্ফীত হয়ে ঊর্দ্ধে ওঠে হয় দরশন।।
শশাঙ্ক কিরণ যোগে সাগর তেমতি।
উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শুন মহামতি।।
চন্দ্রের উদয় আর অস্তের কারণ।
শুক্ল কৃষ্ণ এই দুই পক্ষ নিবন্ধন।।
পনের অঙ্গুলিমিত জলবৃদ্ধি হয়।
পুনঃ সেই পরিমাণে হয়ে যায় ক্ষয়।।
কভু নাহি জানিবেক অপর কারণে।
ক্ষয় বৃদ্ধি হয় সেথা জানিবেক মনে।।
ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তি হেতু পুষ্করদ্বীপেতে।
নাহিক বিশেষ আর যতন করিতে।।

বিনা যত্নে তথাকার যত প্রজাগণ।
বিবিধ অপূর্ব্ব দ্রব্য করেন ভোজন।।
ষড়বিধ রসের স্বাদ লভয়ে সকলে।
পরম আনন্দে সবে রহে কুতূহলে।।
সলিল সাগর কাছে বিবিধ প্রদেশে।
দেখা যায় জনগণ সতত নিবসে।।
সেই লোকালয় ক্রমে করি অতিক্রম।
আছে স্বর্ণময়ী ভূমি অতি মনোরম।।
পুষ্কর অপেক্ষা তার দ্বিগুণ প্রমাণ।
কোনমাত্র জন্তু নাহি আছে সেই স্থান।।
সেই স্বর্ণময়ী ভূমি কৈলে অতিক্রম।
লোকালোক গিরি তথা হয় দরশন।।
অযুত যোজন হয় তাহার বিস্তার।
সেইরূপ উর্দ্ধদিক জানিবে তাহার।।
পর্ব্বতের বহির্ভাগে সদা অন্ধকার।
আলোকের চিহ্ন কিছু নাহিক আকার।।
হেনমতে জগতের আধার-রূপিণী।
সসাগরা সপ্তদ্বীপা ধরিত্রী জননী।।
অণ্ডকটাহের সহ সমবেত হয়ে।
একভাবে রহিয়াছে জানিবে হৃদয়ে।।
পরিমাণে পঞ্চাশৎ কোটি যে যোজন।
ধরাদেবী সপ্তদ্বীপ করেন ধারণ।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
প্রত্যক্ষেতে রচে যাহা ব্যাস মহামুনি।।

সপ্তপাতাল ও অনন্তের বিবরণ

পরাশর মুনি বলে করহ শ্রবণ।
বর্ণনা করিনু পৃথিবীর বিবরণ।।
পাতালের বিবরণ কহিব বিস্তার।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে গুণাধার।।
সপ্তধা পাতাল আছে কহি অবস্থানে।
তাহাদের নাম বলি শুন অবধানে।।
অতল বিতল আর পাতাল নিতল।
গর্ভস্থিত মহাতল আর সে সুতল।।
প্রত্যেকের পরিমাণ অযুত যোজন।
শাস্ত্রমাঝে হেনরূপ আছে নিরূপণ।।
সেই অনুসারে সপ্ত পাতালের মান।
সপ্ততি যোজন হয় ওহে মতিমান।।
শুক্ল কৃষ্ণ রুণ পীত স্বর্ণময় ভূমি।
এই সপ্ত পাতালেতে আছে ইহা জানি।।
অসংখ্য অসংখ্য হর্ম্য বিরাজে তথায়।
দৈত্য নাগ দানবাদি আছে সমুদয়।।
সমস্ত পাতাল ভ্রমি দেব ঋষিবর।
স্বর্গবাসিগণ পাশে গিয়া তারপর।।
পাতালের মহাশোভা করেছে বর্ণন।
স্বর্গ হতে হয় উহা অতি মনোরম।।
অসংখ্য অসংখ্য মণি চিত্ত প্রীতিকর।
সমগ্র পাতাল মাঝে শোভে নিরন্তর।।
তাহার উজ্জ্বল প্রভা কিবা শোভা ধরে।
পন্নগ ভূষণ উহা জানিবে অন্তরে।।
হেন রমণীয় স্থান নাহি কোথা আর।
মানস রঞ্জন স্থল অতি চমৎকার।।
দৈত্য দানবের কন্যা কত রূপবতী।
পাতালপুরেতে সদা করেন বসতি।।
নাহি অসন্তোষ তথা কাহারো অন্তরে।
আর কি বলিব বল তোমার গোচরে।।
যদি সেই স্থানে মুক্ত পুরুষেরা রয়।
বিষয়সুখেতে সদা প্রমত্ত হৃদয়।।
পাতালেতে প্রবেশিয়া সূর্য্যের কিরণ।
প্রভামাত্র প্রকাশিত করে অনুক্ষণ।।
শশাঙ্কের শৈত্যগুণ নহে বিদ্যমান।
সুধাকর শোভামাত্র করে সমাধান।।

ভোগশীল দানবেরা থাকি সেই স্থানে।
ভোগ্য বস্তু ভোগ করি বিহিত বিধানে।।
সুপেয় পানীয় সবে সদা করি পান।
এরূপ সন্তুষ্ট মনে করে অবস্থান।।
কাল অতিক্রান্ত তারা বুঝিবারে নারে।
প্রমত্ত হইয়া সদা রহে সুখঘোরে।।
কত নদ-নদী শোভে অসংখ্য কানন।
সরসী কমলদলে হতেছে শোভন।।
মধুর আলাপ কত কোকিলেরা করে।
হেন স্থান নাহি আর জগৎ সংসারে।।
মনোহর গন্ধদ্রব্য বসনভূষণ।
সতত পাতালে শোভে অতি মনোরম।।
বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি বাজিছে সদাই।
যথা তথা মনোহর নৃত্যগীত পাই।।
দানব পন্নগ আর যত দৈত্যগণ।
ভোগ করে এই সব সদা সর্ব্বক্ষণ।।
পাতালের নিম্নভাগে শুন মহামতি।
খ্যাত আছে শেষ নামে তামসী মূরতি।।
বিষ্ণুর মূরতি তাহা জানিবে অন্তরে।
অনন্ত তাঁহার নাম জানয়ে সংসারে।।
এমন কে আছে বল এ তিন ভুবন।
অনন্তের গুণরাশি করেন কীর্ত্তন।।
দেবতা দেবর্ষিগণ ভক্তি সহকারে।
অনন্ত দেবতায় সদা পূজা করে।।
অনন্ত সহস্রশিরা শাস্ত্রে হেন কয়।
স্বস্তিক ভূষণে তিনি ভূষিত নিশ্চয়।।
সহস্রেক ফণাস্থিত মণির দ্বারায়।
আলোকিত করি যত দিক সমুদয়।।
জগতের হিত হেতু যত দৈত্যগণে।
হীনবীর্য্য করিছেন একান্ত যতনে।।
মদেতে ঘূর্ণিত তাঁর নয়ন যুগল।
শোভা পায় কর্ণযুগে সুন্দর কুণ্ডল।।

মস্তকে সদাই করে কিরীট ধারণ।
শ্বেতাচল সম সদা হন সুশোভন।।
জাহ্নবী প্রপাতযুক্ত কৈলাস সমান।
অনন্ত উন্নত ভাবে করে অবস্থান।।
অপূর্ব্ব লাঙ্গল তাঁর শোভে বাম করে।
মুষল দক্ষিণ করে বিরাজিত করে।।
শ্রীদেবী বারুণী আর হয়ে মূর্ত্তিমতী।
সতত পূজিছে তারে করিয়া ভকতি।।
প্রলয় সময়ে তাঁর মুখরাজি হতে।
একাদশ রুদ্রদেব বহির্গত পথে।।
এ সংসার সেইকালে করেন সংহার।
গূঢ়তত্ত্ব তব পাশে কহিলাম সার।।
সঙ্কর্ষণ নাম ধরে সেই রুদ্রগণ।
বিষানলে দীপ্ত তারা সদা সর্ব্বক্ষণ।।
এ হেন অনন্তদেব আপনার শিরে।
ধারণ করিয়া আছে এ বিশ্বধরারে।।
পাতালের নিম্নে তাই হয় অবস্থান।
দেবদেবীগণ করে পূজা অনুষ্ঠান।।
রূপ তাঁর বর্ণিবারে দেবগণ নারে।
স্বরূপ তাঁহার বল জানি কি প্রকারে।।
সসাগরা ধরিত্রী মস্তকে তাঁহার।
ফণামণি দ্বারা ধরি অরুণ আকার।।
কুসুমমালার ন্যায় করে অবস্থান।
শক্তি কারো নাহি গুণ করিতে বর্ণন।।
যদ্যপি অনন্তদেব ইচ্ছা করি মনে।
জৃম্ভন করেন মদ ঘূর্ণিত লোচনে।।
সসাগরা সপর্ব্বতা ধরিত্রী অমনি।
হয়ে ওঠে বিচলিত শুন মহামুনি।।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সিদ্ধ কিন্নর চারণ।
তাঁর গুণ বর্ণিবারে না হয় সক্ষম।।

গুণ গাহি শেষ কেহ করিবারে নারে।
তাই সে অনন্ত নাম পাইল বিচারে।।
ভক্তিভরে পাতালেতে নাগবধূগণ।
সর্ব্বাঙ্গে করেন তাঁর চন্দন লেপন।।
তাঁহার নিঃশ্বাস-বায়ু হয়ে বহমান।
চারিদিক সদা তাই করে কম্পমান।।
তাঁরে করি আরাধনা গর্গ ঋষিবর।
জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা হন পৃথিবী ভিতর।।
পাতালের বিবরণ তোমার সমীপে।
ভক্তিযুত হয়ে তোমা কহিনু সংক্ষেপে
দেবাসুর নরযুত জগৎ সংসার।
অনন্তের শিরোপরি করিছে বিহার।।
অনন্ত আপন শিরে করেন ধারণ।
কে পারে তাঁহার গুণ করিতে বর্ণন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
শুনিলে সুকৃতিলাভ পবিত্র সে নর।।
অনন্ত হলধর নাম যেবা লয়।
অন্তকালে হয় তাঁর মহাপ্রেমোদয়।।
ভক্তিতে করিলে পূজা হেন রত্নবরে।
ভবের যন্ত্রণা সেই ত্যজিবারে পারে।।
হেন ভগবান সম শেষের উপরে।
পৃথ্বীপরে থাকি যেবা পাপকর্ম্ম করে।।
বহু জন্মে হয় তার নরক বসতি।
সাধের মানব-জন্ম পেয়ে করে ক্ষতি।।
বিষ্ণুপুরাণ হতে বিচিত্র কাহিনী।
শ্রবণে তরয়ে নর শুন মহামুনি।।

নরক বর্ণন ও প্রায়শ্চিত্ত কথন

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ কহ মুনিবর।
কোন কর্ম্মফলে নরকেতে পড়ে নর।।
কোন কোন কর্ম্মফলে কিবা শাস্তি পায়।
কিবা পুণ্য কৈলে তবে নিস্তার লভয়।।
সে সকল বিস্তারিয়া বলহ আমারে।
শিক্ষালাভ হয় যাহা শাস্ত্রের বিচারে।।
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
কি হেতু নরকযাত্রা করিব বর্ণন।।
কোন প্রায়শ্চিত্ত ফলে কিবা পুণ্য হয়।
সকলি তোমার পাশে কহিব নিশ্চয়।।
শুন শুন ওহে বৎস শুন দিয়া মন।
পাপ করে পৃথিবীতে যত প্রাণিগণ।।
যেসব নরকে পড়ে সেই সব নর।
প্রকাশ করিয়া বলি শুন গুণধর।।
রৌরব শূকররোধ তাল বিনাশন।
মহাজ্বালা তপ্তকুণ্ড কৃমিশ সবন।।
বিমোহন রুধিরান্ধ কৃষ্ণ বৈতরণী।
লালাভক্ষ্য পূয়বহ অবাচি অশনি।।
বহ্নিজাল কালসূত্র অসিপত্র বন।
অপ্রতিষ্ঠ ও সন্দংশ আর শ্বভোজন।।
বহিঃকুণ্ড মহাকুণ্ড ক্ষীরকুণ্ড আর।
বিষ্ঠাকুণ্ড মূত্রকুণ্ড অতীব দুর্ব্বার।।
অশ্রুকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড অতি বিভীষণ।
মাংসকুণ্ড নখকুণ্ড ঘোর দরশন।।
গাত্রমলকুণ্ড লোকাকুণ্ড নাম ধরে।
অসিকুণ্ড কেশকুণ্ড কৃমিকুণ্ড পরে।।
অস্থিকুণ্ড তাম্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড আর।
বিষকুণ্ড ঘর্ম্মকুণ্ড ঘর্ম্মের আকার।।
সুরাকুণ্ড তৈলকুণ্ড পূঁযকুণ্ড আদি।
শবকুণ্ড শূলকুণ্ড আছে নিরবধি।।
মসীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড যতেক নিরয়।
কুম্ভীপাক কুণ্ড আদি কত শত হয়।।

কূর্ম্মকুণ্ড জ্বালাকুণ্ড অতি ভয়ানক।
দগ্ধকুণ্ড ভস্মকুণ্ড নামেতে নরক।।
গোলকুণ্ড শরকুণ্ড তেজকুণ্ড নামে।
কত শত কুণ্ড আছে শমন সদনে।।
কর্ণকুণ্ড কৃপকুণ্ড মুখকুণ্ড আর।
জ্বালন্ধর কুণ্ড আদি অতীব দুর্ব্বার।।
গজদংষ্ট্রকুণ্ড আছে অতি ভয়ঙ্কর।
যাহাতে যাতনা পায় পাতক নিকর।।
পূতিকুণ্ড বসাকুণ্ড আর শ্লেষ্মকুণ্ড।
জিহ্বাকুণ্ড মুখকুণ্ড আর গয়কুণ্ড।।
ইত্যাদি নরক বহু বিরাজে তথায়।
পাপীরা তাহাতে পড়ি বহু কষ্ট পায়।।
পাপীগণ যমপাশে দিলে দরশন।
যমরাজ ডাকিবেন সরোষে তখন।।
আরক্তলোচন যম ভীষণ মূরতি।
রক্তবস্ত্র পরিধান সুনীল আকৃতি।।
তখন দ্বাবিংশ হস্ত হইবে তাঁহার।
প্রচণ্ড তপন সম প্রদীপ্ত আকার।।
বিকট সুদীর্ঘ নাসা দেখে ভয় পায়।
করালবদন হবে রাক্ষসের প্রায়।।
ভীষণ দশনপংক্তি বিকট আকৃতি।
কাঁপিবে পাপীর হৃদি দেখিয়া মূরতি।।
যমপাশে জরা মৃত্যু আছেন দাঁড়ায়ে।
পুরোভাগে চিত্রগুপ্ত খাতাপত্র লয়ে।।
যমের আদেশে গুপ্ত সুগভীর স্বরে।
পাপীগণে ডাকিবেন ধর্ম্মের গোচরে।।
প্রলয় মেঘের সম সুগভীর রবে।
বলিবেন কটুভাষা পাপীগণে সবে।।
শোন শোন পাপীগণ ওরে দুরাচার।
মত্ত হয়ে করেছিস কত অহংকার।।
মত্ত হয়ে সর্ব্বক্ষণ মানব আলয়ে।
করেছিস কু-কর্ম্ম ধর্ম্ম ত্যজিয়ে।।
এখন তাহার ফল করহ ভুঞ্জন।
জান না রয়েছে ধর্ম্ম শমন রাজন।।
কামে মত্ত হয়ে তোরা মানব ভবনে।
কুকর্ম্ম করেছিস কত না যায় বচনে।।

তাহার উচিত ফল ভুঞ্জহ এখন।
তোদের রক্ষা আজ করে কোন্ জন।।
একান্ত পাপাত্মা তোরা অতি দুর্নিবার।
নহিলে করিবে কেন হেন অত্যাচার।।
যতেক কুকর্ম্ম আছে ধরায় বিদিত।
সকলি করেছিস সানন্দে নিশ্চিত।।
তাহার উচিত শাস্তি পাইবি এখন।
একবার দেখ রক্ষা করে কোনজন।।
মিছা কেন কান্দ আর কর হাহাকার।
পাপের উচিত ফল পাবে এইবার।।
তোমাদের অত্যাচারে কত জীবগণ।
অনলে সলিলে পশি ত্যজেছে জীবন।।
এখন ধর্ম্মের কাছে আছ উপনীত।
পাপের উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত।।
কু-কর্ম্ম করেছ যত থাকি সেই ভবে।
মনে ভয় নাই হেথা আসিতে হইবে।।
বৃথা কেন পরিতাপ কর দুরাচার।
পাপের উচিত ফল ভোগ এইবার।।
পর সর্ব্বনাশ কত করেছ আনন্দে।
কুকর্ম্ম করেছ কত মজি নানা রঙ্গে।।
চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি করি প্রবঞ্চন।
মনসুখে দারাসুত করেছ পালন।।
কোথা দারা কোথা পুত্র বান্ধব কোথায়।
একাকী এখন কেন এসেছ হেথায়।।
তোদের দুর্দ্দশা এবে করি নিরীক্ষণ।
কে আর আপন বলি করিবে রোদন।।
এখন রোদনে ফল নাহি কিছু আর।
ভাবিতে উচিত ছিল করিতে বিচার।।
যেমন কুকর্ম্ম তোরা করেছিস ভবে।
সমুচিত ফল তার যমালয়ে পাবে।।
পাপের উচিত ফল পাইবে এখন।
তাহে যমরাজ দোষী নহে কদাচন।।
পক্ষপাতী নহে তিনি জানিবে নিশ্চিত।
দেবেন পাপের ফল যেমন বিহিত।।
যে যেমন পাপ ভবে করিয়াছ সবে।
তেমন তাহাকে শাস্তি যমরাজ দিবে।।

বিচারেতে কারো কোন নাহি পরিত্রাণ।
কিবা ধনী কিবা দুঃখী সকলি সমান।।
চিত্রগুপ্ত বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
ভয়ে থরথর কাঁপে যত পাপীগণ।।
কাঁদিয়া ভাসেন কেহ নয়নের জলে।
কান্দে কেহ শুষ্ককণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি বলে।।
কি করিবে কোথা যাবে নাহিক উপায়।
করে সবে হাহাকার ব্যাকুলিত হায়।।
নিজ পাপকর্ম্ম কথা করিয়া স্মরণ।
পরিতাপানলে দহে যত পাপীগণ।।
যমদূত ছিল যত ভীমবেশ ধরি।
প্রভুর আজ্ঞায় তথা আসে ত্বরা করি।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি পাপীগণে লয়ে।
রজ্জুতে বান্ধিয়া ফেলে দারুণ নিরয়ে।।
যতেক নরক তথা আছে বিদ্যমান।
চুরাশি তাহার মাঝে সবার প্রধান।।
বিষ্ঠা কৃমি পূঁজ আদি তাহাতে পূরণ।
তাহাতে পতিত হয় যত পাপীগণ।।
তাহাতে যাতনা পেয়ে কত কাল ধরি।
অবশেষে ধরে জন্ম মানবের পুরী।।
কেহ কীট কেহ তরু কেহ সর্প হয়।
কেহ মশা মাছি হয়ে জনম লহয়।।
এতেক বলিয়া মুনি কহে পুনরায়।
শুন এক কথা বৎস বলি হে তোমায়।।
নরকের বিবরণ শুনিলে শ্রবণে।
বিস্তারি বর্ণিত আছে অন্যান্য পুরাণে।।
যতেক পাপের শাস্তি আছয়ে বর্ণিত।
সে সব বর্ণনা করি হও অবহিত।।
বঞ্চক হিংসক ক্রূর হয় সেই জন।
অগ্নিকুণ্ডে হয় দগ্ধ সেই অভাজন।।
তাহার দেহেতে স্থিত যত লোমচয়।
তত বর্ষ অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত হয়।।
তিন বার পশুজন্ম হইবে তাহার।
শেষে রৌদ্রকুণ্ডে যাবে কহিলাম সার।।
ব্রাহ্মণ অতিথি যদি করে আগমন।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাকে সেই সাধুজন।।
যেই জন সেই বিপ্রে জল নাহি দেয়।
পড়ে তপ্তকুণ্ডে সেই নাহিক সংশয়।।
মিথ্যাসাক্ষ্য যেই জন করয়ে প্রদান।
মিথ্যাবাক্য কহে সদা শুন মতিমান।।
রৌরব নরকে পড়ে সেই দুরাচার।
সন্দেহ নাহিক তাহে কহিলাম সার।।
ভ্রূণহত্যা গুরুহত্যা গোহত্যা যে করে।
রোধনামা নরকেতে সেইজন পড়ে।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন।
অথবা যে জন করে সুবর্ণ হরণ।।
শূকর নরকে পড়ি সেই দুরাচার।
বিষম যাতনা পেয়ে করে হাহাকার।।
শ্রাদ্ধ করি যেই জন শাস্ত্রের বিধানে।
বসন রঞ্জিত ক্ষারে করে সেই দিনে।।
যতদিনে ইন্দ্রের পতন নাহি হয়।
ক্ষারকুণ্ড নরকেতে ততদিন রয়।।
ধরে জন্ম অবশেষে রজকী উদরে।
সাত বার আসে সেই মানবের পুরে।।
স্বয়ং দান করি হরে সেই অভাজন।
পরদানে সদা হয় লোভপরায়ণ।।
ব্রহ্মস্ব হরণ করে দেবধন হরে।
বিষ্ঠাকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে।।
বিষ্ঠা ভোগ করে সেই অযুত বৎসর।
মহাকষ্ট পায় কৃমিরূপে নিরন্তর।।
পরের তড়াগস্থান করিয়া হরণ।
তথায় তড়াগ করে যেই দুষ্টজন।।
দূরে থাক পুণ্যরাশি মহাপাপ হয়।
বহুকাল মূত্রকুণ্ডে নিপতিত রয়।।
হাজার বছর তথা মূত্র পান করি।
গোধিকা হইয়া জন্মে মানবের পুরী।।
হেনরূপে সাত বার ধরিয়া জনম।
কত কষ্ট পায় সেই দুরাত্মা দুর্জ্জন।।
একাকী বসিয়া যেবা নির্জ্জন প্রদেশে।
সুমধুর খাদ্য খায় মনের হরিষে।।
শ্লেষ্মকুণ্ড নরকেতে পড়ে যেই জন।
হাজার বৎসর তথা করয়ে যাপন।।

ভারত ভূমেতে শেষে আসে দুরাচার।
প্রেতযোনিরূপে তথা করয়ে বিহার।।
নিজ কৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে সেইজন।
শ্লেষ্মা মূত্র পূঁজ আদি খায় অনুক্ষণ।।
অতিথি হেরিয়া যেবা ফিরায় নয়ন।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেইজন।।
পিতৃকুল তার যত আছে স্বর্গপুরে।
তার দেওয়া জল নাহি আকিঞ্চন করে।।
চক্রকুণ্ড নামে আছে নরক দুর্ব্বার।
পড়িয়া তাহাতে কষ্ট পায় দুরাচার।।
অযুত বরষ তথা করিয়া যাপন।
দরিদ্রের ঘরে আসি লভয়ে জনম।।
হেনমতে সপ্ত বার শরীর ধরিয়া।
কত না যাতনা পায় ধরাধামে গিয়া।।
বিপ্রকরে ধনদান করি যেইজন।
পুনঃ লোভ করি করে সে সব হরণ।।
মসীকুণ্ড নরকেতে সেইজন যায়।
অযুত বরষ তথা মহাকষ্ট পায়।।
তাহার যাতনা হেরি বুক ফেটে যায়।
পরিশেষে নররূপ ধারণ করায়।।
পরনারী প্রতি যেই লোভপরায়ণ।
সেই জন মহাপাপী নারকী দুর্জ্জন।।
অথবা যে জন বলে করে বলাৎকার।
মহাপাপী বলি সেই জগতে প্রচার।।
শুক্রকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।
তথা শত বর্ষ থাকি করয়ে যাপন।।
ইষ্টদেব প্রতি কিংবা কোন বিপ্রজনে।
অস্ত্রাঘাত করে যেই স্বকুপিত মনে।।
আঘাত লাগিয়া যদি রক্ত বাহিরয়।
অসিকুণ্ড নরকেতে সেইজন যায়।।
সাতবার ধরাতলে ব্যাধের আগারে।
সে জন জন্মিবে জেন শাস্ত্রের বিচারে।।
হরিগুণগান শুনি যেই মূঢ়মতি।
উপহাস করে তাহা অভিমানে অতি।।
অশ্রুকুণ্ড নরকেতে সেইজন যায়।
শতবর্ষ থাকি তথা মনস্তাপ পায়।।

অবশেষে ধরাধামে চণ্ডাল আলয়ে।
তিন বার ধরে জন্ম মহাদুঃখী হয়ে।।
আত্মীয় জনেরে হিংসা করে যেইজন।
আত্মীয় হেরিয়া সদা ফিরায় বদন।।
গাত্রমলকুণ্ড নামে নরক দুর্ব্বার।
তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার।।
অযুত বরষ তথা করিয়া যাপন।
দরিদ্রের ঘরে আসি লভয়ে জনম।।
হেনমতে সাত বার শরীর ধরিয়া।
দারুণ যাতনা পায় ধরাধামে গিয়া।।
অবশেষে সপ্ত জন্ম শৃগাল উদরে।
তবে তো পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচারে।।
বধির হেরিয়া হাসা করে যেইজন।
কর্ণমল কুণ্ডে হয় তাহার পতন।।
নরক যাতনা পেয়ে হাজার বৎসর।
বধির হইয়া জন্মে দরিদ্রের ঘর।।
হেনমতে সপ্ত জন্ম যাপে দুরাচার।
শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বিচার।।
লোভবশে রোষবশে যেই দুরজন।
জীবের জীবন ধন করে বিনাশন।।
সেই জন মহাপাপী পৃথিবী মাঝারে।
লক্ষ বর্ষ মজ্জাকুণ্ডে বসবাস করে।।
শশক হইয়া ভূমে জন্মে সাত বার।
মৎস্যরূপী সপ্ত জন্ম হবে পুনর্ব্বার।।
আপন তনয়া ধনে যেই অভাজন।
বাল্যাবধি রক্ষা করি করিয়া যতন।।
অবশেষে অর্থলোভী হইয়া অন্তরে।
মনোমত ধন লয়ে বিক্রি করে তারে।।
মাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেইজন।
কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন।।
যত রোম ধরে দেহে সেই দুরাচার।
তত বর্ষ কুণ্ডভোগ হইবে তাহার।।
সদা তারে যমদূত করয়ে পীড়ন।
বিষ্ঠা কৃমি রূপে কুণ্ডে রহে অনুক্ষণ।।
যাইট হাজার বর্ষ নরকে থাকিয়া।
ব্যাধের আগারে জন্মে ধরাধামে গিয়া।।

সপ্ত জন্ম ব্যাধ রূপে যাতায়াত করি।
সপ্ত বার জন্মে পরে ভেক রূপ ধরি।।
অবশেষে তিন জন্ম শূকর হইয়া।
বোবা হয়ে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া।।
মূক হয়ে সপ্ত জন্ম থাকে যেইজন।
পাপভার কমে তার শাস্ত্রের বচন।।
শ্রাদ্ধদিনে ক্ষৌরকর্ম্ম যেইজন করে।
নখকুণ্ড নরকেতে সেইজন পড়ে।।
হাজার বরষ তথা করে অবস্থিতি।
ধরাতলে অবশেষে পশুরূপে গতি।।
কেশ সহ শিব লিঙ্গ পূজে যেইজন।
কেশকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
শিব শাপে অবশেষে যবন হইয়া।
যবনের গৃহে জন্মে ধরাধামে গিয়া।।
পৃথিবীতে গয়াক্ষেত্র অতি পুণ্যস্থান।
শত জন্মে পাপ যায় দিলে পিণ্ডদান।।
এরূপ পবিত্র স্থানে বিষ্ণুর চরণে।
পিণ্ড নাহি দেয় যেবা ভক্তিপূত মনে।।
অস্থিকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন।
দারুণ যাতনা পায় কে করে বর্ণন।।
অঙ্গহীন হয়ে শেষে ধরাধামে যায়।
দরিদ্রের গৃহে জন্মি মহাকষ্ট পায়।।
কামবশে মত্ত হয়ে যেই অভাজন।
গর্ভবতী নারী সহ করয়ে রমণ।।
তাম্রকুণ্ড নরকেতে সেই দুরাচার।
কত না যাতনা পায় কি কহিব তার।।
অনূঢ়া সংস্পৃষ্ট অন্ন করিলে ভোজন।
শতবর্ষ লৌহকুণ্ডে থাকে সেইজন।।
তাহারে তাড়না করে যমের কিঙ্কর।
অবশেষে ধরে জন্ম রজকী উদর।।
মহাকষ্ট পায় আসি ভারত আগারে।
হেরিয়া তাহার দুঃখ হৃদয় বিদরে।।
স্বেদহস্তে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শে যেই জন।
ঘর্ম্মকুণ্ড নরকেতে করয়ে গমন।।
ব্রাহ্মণ হইয়া করে শূদ্রান্ন আহার।
শত বর্ষ সুরাকুণ্ডে বসতি তাহার।।

অনিবেদ্য দ্রব্য যেবা করয়ে ভোজন।
কৃমিকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।।
হাজার বরষ তথা মহাকষ্ট পায়।
শূকররূপেতে শেষে ধরাতলে যায়।।
বিপ্র হয়ে শূদ্রশব করিলে বহন।
পূঁজকুণ্ড নরকেতে করে সে গমন।।
প্রহারিয়ে যমদূতে তারে অনিবার।
যন্ত্রণা পাইয়া সদা করে হাহাকার।।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণে করিলে নিধন।
দংশকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।।
অনাহারে রাখি তথা যমের কিঙ্কর।
বান্ধি রাখে হস্ত পদ যাতনা বিস্তর।।
মধুলোভে মধুচাক ভাঙে যেইজন।
গরল কুণ্ডেতে সেই করয়ে গমন।।
তথায় গরল মাত্র করিয়া আহার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব তার।।
ব্রাহ্মণেরে দণ্ডাঘাত করে যেইজন।
বজ্রদংষ্ট্র নরকেতে তাহার পতন।।
বজ্রাঘাত করে সদা যমদূতচয়।
তাহার যাতনা হেরি বিদরে হৃদয়।।
অর্থলোভে প্রজাগণে যেই নরবর।
বিনা অপরাধে দেয় দণ্ড বহুতর।।
বৃশ্চিক কুণ্ডেতে তার হয় অবস্থিতি।
মহাকষ্ট পায় তথা সেই নরপতি।।
যেই দ্বিজ ধর্ম্মাধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন।
অস্ত্র লয়ে অশ্বোপরি করি আরোহণ।।
ক্ষত্রিয় ব্যাভার করে আনন্দিত মতি।
বসাকুণ্ডে সেইজন করে অবস্থিতি।।
তাহার কেশেতে ধরি যমদূতগণ।
নানা মত শাস্তি দেয় কে করে বর্ণন।।
অন্যায় করিয়া যেবা কোন জনে ধরি।
আবদ্ধ করিয়া রাখে কারাগারে পুরি।।
গোলকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।
কৃমিরূপী হয়ে তথা থাকে অনুক্ষণ।।
যমের কিঙ্কর আসি করিয়া তাড়না।
গদাঘাতে দেয় কত দারুণ যাতনা।।

পরনারী বক্ষোপরি কুচ মনোহর।
হেরিয়া কামেতে মুগ্ধ হয় যেই নর।।
কাককুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।
কাকেতে উপাড়ি খায় তাহার নয়ন।।
নিজকৃত কর্ম্মফল পেয়ে দুরাচার।
যাতনা পাইয়া কত করে হাহাকার।।
লোভবশে যেইজন স্বর্ণ চুরি করে।
কফকুণ্ড নরকেতে সেই দুষ্ট পড়ে।।
তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়।
বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা শতবর্ষ রয়।।
দরিদ্র হইয়া শেষে জন্মে সাত বার।
অবশেষে ধরে দেহ হয়ে সর্পাকার।।
তাম্র লৌহ আদি ধাতু করিলে হরণ।
বাজকুণ্ড নরকেতে হয় নিপতন।।
বাজের পুরীষ সদা করয়ে আহার।
বাজেতে উপাড়ি লয় নয়ন তাহার।।
দেব কিম্বা দেবদ্রব্য করিলে হরণ।
কফকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।।
কদাচারে সদা তথা করে অবস্থিতি।
রোমসংখ্যা বর্ষ তথা করয়ে বসতি।।
গৈরিক বসন কিংবা রজত ভূষণ।
লোভবশে চুরি করে যেই অভাজন।।
পাষাণকুণ্ডেতে পড়ে সেই দুরাচার।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভূমে জন্মে পুনর্ব্বার।।
যে জন ভোজন করে বেশ্যার আগারে।
লালকুণ্ড নরকেতে যায় সেই নরে।।
কাংস্য-পাত্র চুরি করে যেই দুরাচার।
রোমসংখ্যা বর্ষ বাস শিলাকুণ্ডে তার।।
অবশেষে অন্ধ হয়ে জন্মে ধরা পরে।
সতত যাতনা দেয় যমের কিঙ্করে।।
বিপ্র হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মী হয় যেইজন।
অসিকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
যমদূত তারে কষ্ট দেয় অনিবার।
রোমসংখ্যা বর্ষ তথা থাকে দুরাচার।।
তিন বার জন্মে পরে পশুরূপী হয়ে।
কৃষ্ণসর্প হয়ে জন্মে কাননেতে গিয়ে।।
অবশেষে তালবৃক্ষ হয় তিন বার।
তবে তো পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচার।।

ধান্য আদি শস্য চুরি করে যেইজন।
তাম্বুল সর্ষপ আদি করয়ে হরণ।।
তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়।
চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয়।।
পরদ্রব্য লয় যেবা করিয়া বঞ্চনা।
চক্রকুণ্ডে পড়ি পায় কতেক যাতনা।।
সহস্র বরষ তথা করিয়া যাপন।
কলুর ঘরেতে পরে লভয়ে জনম।।
তিন বার হবে কলু সেই পাপীবর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পাবে যাতনা বিস্তর।।
বংশহীন হবে শেষে সেই মূঢ়মতি।
অন্তিম কর্ম্মের বসে লভিবে দুর্গতি।।
আত্মীয়-বান্ধব হেরি যেই অভাজন।
ঘৃণাবশে অভিমানে ফিরায় বদন।।
তাহার দুর্গতি হয় চক্রকুণ্ডে পড়ে।
এক যুগ পায় কষ্ট তাহার ভিতরে।।
অঙ্গহীন হয়ে শেষে জন্মে সাত বার।
সপ্ত জন্ম বংশে কেহ নাহি থাকে আর।।
বিষ্ণুর শয়নকালে যেই দুরাচার।
কচ্ছপের মাংস সুখে করেন আহার।।
কূর্ম্মকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।
অযুত বরষ তথা করয়ে যাপন।।
কচ্ছপ হইয়া শেষে জন্মে সাত বার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর।।
ঘৃত চুরি মৎস্য চুরি করে যেইজন।
ভস্মকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
সহস্র বরষ তথা অবস্থান করি।
সাত বার জন্মে শেষে মুষারূপ ধরি।।
তবে তো পাপের ক্ষয় হইবে তাহার।
সত্য সত্য কহিলাম শাস্ত্রের বিচার।।
সুগন্ধি হরণ করে যেই অভাজন।
যজ্ঞকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।।
দারুণ যাতনা পায় নরক ভিতরে।
যমদূত অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া মারে।।
যেইজন হিংসা করি কিংবা বল করি।
অপরের ভূমি কিংবা বাটী লয় হরি।।
তাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা।
তপ্ত তৈলকুণ্ডে পড়ি পায় সে যাতনা।।

তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয়।
অনাহারে থাকি তথা কত কষ্ট সয়।।
মন্বন্তর কাল তথা করয়ে যাপন।
যমদূতগণে করে সতত তাড়ন।।
অবশেষে অসিপত্র নরকেতে ফেলে।
চৌদ্দ ইন্দ্রপাত কাল থাকে সেই স্থলে।।
রোষবশে ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন।
অসিপত্রকুণ্ড মধ্যে তাহার পতন।।
সতত পীড়ন করে যমের কিঙ্কর।
আর্ত্তনাদ করে কত অতি ঘোরতর।।
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া যাপন।
শূকর রূপেতে ভূমে ধরয়ে জনম।।
পরের ঘরেতে যেবা অগ্নি করে দান।
ক্ষুরধারকুণ্ডে তার হয় অবস্থান।।
অযুত বরষ পরে প্রেতরূপ ধরি।
দারুণ যাতনা পায় মূত্র পান করি।।
হেনমতে সপ্ত জন্ম করি অবস্থান।
মানব রূপেতে ভূমে করয়ে পয়ান।।
শূলরোগে অভিভূত সেইজন হয়।
এইরূপে সপ্ত জন্ম যাপন করয়।।
শূলরোগে অভিভূত হয় যেইজন।
হেনরূপে সপ্ত জন্ম করিবে যাপন।।
অবশেষে সপ্ত জন্ম কুষ্ঠরোগী হয়ে।
দারুণ যাতনা পায় বিদরে হৃদয়ে।।
তবে তো পাপের ক্ষয় হইবে তাহার।
শাস্ত্রকথা কহিলাম শাস্ত্রের বিচার।।
বিপ্রজনে তুচ্ছ করে যেই অভাজন।
অথবা পরের নিন্দা করে অনুক্ষণ।।
সূচীমুখ নরকেতে হয় তার গতি।
তিন যুগ মহাকষ্টে করে অবস্থিতি।।
অবশেষে সপ্ত জন্ম ভুজঙ্গম হয়।
ভস্মকীট হয়ে পরে সপ্ত জন্ম রয়।।
বৃশ্চিক রূপেতে পরে ধরিয়া জনম।
দারুণ যাতনা রাশি পায় অনুক্ষণ।।
সূচীমুখ নরকেতে হয় পুনঃ গতি।
মহাকষ্টে তিন যুগ করে অবস্থিতি।।

অভিমানে মত্ত হয়ে পরের আগারে।
প্রবেশিয়া গৃহভঙ্গ যেইজন করে।।
ছাগরূপে মেষরূপে ধরয়ে জনম।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন।।
মৃত্যুকালে যমদূত প্রপীড়িত করে।
দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
তিন যুগ মহাকষ্ট পেয়ে নিরন্তর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্মে মানব ভিতর।
সপ্ত জন্ম গোপগৃহে জনম লভিয়া।
দারুণ যাতনা পায় ব্যাধিতে ডুবিয়া।।
অবশেষে দারা পুত্র বন্ধু আদি জন।
বিহীন হইয়া কষ্ট পায় অনুক্ষণ।।
লঘুদ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার।
বজ্রমুখ নরকেতে বসতি তাহার।।
এক যুগ দুঃখ ভোগ করিয়া তথায়।
মানব রূপেতে পুনঃ যাইবে ধরায়।।
অশ্বচুরি গজচুরি করে যেইজন।
গজদংষ্ট্র নরকেতে যায় সেইজন।।
যমদূত গজদন্তে করয়ে প্রহার।
বসি তথা শত বর্ষ করে হাহাকার।।
তিন জন্ম যাবে শেষে গজরূপ ধরি।
ম্লেচ্ছরূপে তিন বার যাবে নরপুরী।।
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যদি কোন নর।
জল হেতু জলাশয়ে যায় দ্রুততর।।
তাহারেই বাধা দেয় যেই দুরাচার।
গোমুখ নরকে হবে গমন তাহার।।
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া বসতি।
দারুণ যাতনা পাবে সেই মূঢ়মতি।।
অবশেষে ধরাতলে করিয়া গমন।
দরিদ্র গৃহেতে পুনঃ লভিবে জনম।।
রোগী হয়ে চির দুঃখ পাইবে তথায়।
হেরিয়া তাহার দুঃখ বক্ষ ফেটে যায়।।
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন।
অগম্যা রমণী সঙ্গ করে অনুক্ষণ।।
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাহি করে।
পরদান লয় যেই গিয়া তীর্থপুরে।।

শূদ্রের গৃহেতে যেই করয়ে রন্ধন।
বৃষলীর পতি হয়ে করয়ে রমণ।।
হিংসা করে ভিক্ষুকেরে যেই অভাজন।
ভ্রূণহত্যা মহাপাপ করে সেইজন।।
ঘোর পাপে লিপ্ত হয়ে সেই দুরাচার।
নানা মতে যমদূত করয়ে প্রহার।।
কখন কন্টকে ফেলে কভু ফেলে জলে।
পাষাণে নিক্ষেপ করে কভু তপ্ত তৈলে।।
অগ্নিতে পুড়ায়ে মারে তাহারে কখন।
তপ্ত লৌহে পড়ি কষ্ট পায় সেইজন।।
লক্ষ বর্ষ হেনমতে থাকি দুরাচার।
শকুনি হইয়া জন্মে একশত বার।।
ধরিবেক সাত বার শূকর জনম।
সাত বার হয়ে পড়ে কালভুজঙ্গম।।
অবশেষে বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি দুরাচার।
ষাইট হাজার বর্ষ করে হাহাকার।।
তারপর কুষ্ঠরোগী হয়ে ধরাতলে।
জনম লভিবে পুনঃ দরিদ্রের আলে*।।
তাহার বংশেতে যত সন্তান-সন্ততি।
যক্ষ্মারোগী হয়ে ধ্বংস পাবে শীঘ্রগতি।।
একজন তার বংশে না রহিবে আর।
অকালে আপন ভার্য্যা হইবে সংহার।।
তাহলে তাহার পাপ হবে বিমোচন।
সত্য কহিলাম যাহা শাস্ত্রের বচন।।
যেইজন মহাপাপী অবনী ভিতরে।
পরের অনিষ্টাচিন্তা সর্ব্বদাই করে।।
অন্তিম কালেতে তারা না পায় উদ্ধার।
দুস্তর নরকে পড়ি করে হাহাকার।।
কত না যাতনা পায় শমনের পুরে।
সে শাস্তি-কথা কেহ বর্ণিবারে নারে।।
একেবারে সমুদিয়া শত দিবাকর।
তাপেতে পুড়ায়ে মারে পাপীকলেবর।।
সুতপ্ত বালুকাকুণ্ডে ফেলিয়া তাহারে।
কষ্ট দেয় যমদূত দণ্ডের প্রহারে।।

*আলে— আলয়ে।

কুম্ভীপাকে পড়ি কেহ করে হাহাকার।
যমদূত দণ্ডাঘাত করে অনিবার।।
শাণিত অসির পরে পড়ি কোন জন।
রক্ষ রক্ষ বলি করে সঘনে রোদন।।
কেহ কেহ অসিধার বরফেতে পড়ি।
বিষম যাতনা পেয়ে যায় গড়াগড়ি।।
হেনমতে কত কষ্ট পায় পাপীগণ।
কর্ম্মফল হেতু সব শুনহ বচন।।
কোন স্থানে পাপীগণে সারমেয়গণ।
মনের সুখেতে ছিঁড়ি করিছে ভক্ষণ।।
আরো দেহ পাপীগণ মশক দংশনে।
দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে প্রাণপণে।।
মলমূত্র হ্রদে কেহ থাকে অনিবার।
উদ্ধার কারণে যত্নে দিতেছে সাঁতার।।
কেহ কেহ মলমধ্যে হয়ে নিমগন।
রাশি রাশি কৃমিকীট করিছে ভক্ষণ।।
তপ্তময় বালুকাতে কেহ কেহ পড়ি।
যাতনা পাইয়া সেথা যায় গড়াগড়ি।।
তাপে দগ্ধপ্রায় হয় তার কলেবর।
বদন তুলিয়া ডাকে কোথায় ঈশ্বর।।
তথাপি উদ্ধার নাহি পায় পাপীগণ।
পাপের উচিত ফল কে করে খণ্ডন।।
স্থানে স্থানে কত পাপী শোণিতের কূপে।
ডাকেন ঈশ্বরে পড়ি মনের সন্তাপে।।
পুঁজ রক্ত মজ্জা আদি করিছে আহার।
যমের হাতেতে তবু নাহিক নিস্তার।।
প্রখর সূর্য্যের তাপে কোন পাপীজন।
দগ্ধপ্রায় হয়ে সদা করিছে রোদন।।
বরষিছে শিলারাশি কাহার উপর।
পড়িছে কাহার শিরে খড়্গ নিকর।।
কাহারো উপরে হয় অনল বর্ষণ।
কন্টকেতে কেহ কেহ কেহ হতেছে পতন।।
ক্ষারকুণ্ডে পড়ি কত পাতকী নিকর।
ক্ষারজল পান করি বিষণ্ণ অন্তর।।
ত্রাহি ত্রাহি বলি সদা ডাকিছে সঘনে।
পাপীদের আর্ত্তনাদ কে শুনিবে কানে।।

তপ্ত লৌহপিণ্ড কারো মুখ মধ্যে যায়।
রক্ষ রক্ষ বলি তারা কান্দে উভরায়।।
কোন স্থানে লক্ষ লক্ষ পাপাত্মা নিকর।
মলকুণ্ডে পড়ি কষ্ট পায় বহুতর।।
রোষবশে যমদূত আসিয়া সঘনে।
বেঁধায় লৌহ-কণ্টক পাপীর নয়নে।।
এইভাবে কত কষ্ট পায় পাপীগণ।
সাধ্য কারো নাহি তাহা করিবে বর্ণন।।
নরকে পড়িয়া পায় যেরূপ যাতনা।
সহস্র বরষে তাহা কে করে বর্ণনা।।
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীবগণ।
খণ্ডিতে না পারে কেহ বিধির লিখন।।
যে সব নরক কথা বর্ণিনু তোমারে।
আরো কত আছে তাহা কে বর্ণিতে পারে।।
কত আছে পাপকার্য্য কে করে গণন।
নরকে পাপের ফল ভুঞ্জে জীবগণ।।
কার্য্য দ্বারা মন দ্বারা বাক্য দ্বারা আর।
পাপকার্য্য করে যারা ওহে গুণাধার।।
নিরয় মাঝারে হয় তাদের পতন।
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ।।
নরকবাসীরা সবে অধঃশিরা হয়ে।
দেবগণে হেরে সদা বিষণ্ণ হৃদয়ে।।
আধোভাগে দেবতারা করেন দর্শন।
নারকীরা নরকেতে হয়েছে পতন।।
সৎকার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা যথাক্রমে।
স্থাবর হইতে যত কৃমিরা জনমে।।
কৃমি হতে পক্ষীরূপ করয়ে ধারণ।
পক্ষী হতে সমুৎপন্ন হয় পশুগণ।।
পশু হতে মনুষ্য পরেতে জনমে।
নর হতে জন্ম হয় ধার্ম্মিকের ক্রমে।।
ধার্ম্মিক পুরুষ হতে দেবের জনম।
দেব হতে জন্মে ক্রমে মুক্ত নরগণ।।
পর্য্যায় ক্রমেতে সবে হয় ভাগ্যবান।
কহিনু তোমার পাশে শুন মতিমান।।
সুরপুরে প্রাণী থাকে যেই পরিমাণে।
নরকেতে সেইরূপ জানিবেক মনে।।

পাপ অনুষ্ঠান করি যেই মূঢ়জন।
নাহি করে প্রায়শ্চিত্ত ওহে বাছাধন।।
নরক হইতে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে সুমতি।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন।
পাপীরা কিরূপে যায় শমন সদন।।
কিরূপ সে পথ হয় শুনিব শ্রবণে।
কিরূপে পুণ্যাত্মা যায় শমন সদনে।।
এত শুনি পরাশর কহে পুনরায়।
মন দিয়া শুন বৎস কহিব তোমায়।।
যম মার্গ সুভীষণ অতীব দুর্গম।
সুখে কিন্তু যায় তায় পুণ্যবানগণ।।
জীবন ধরিয়া যারা সংসার মাঝার।
সুকার্য্য ভকতি ভাবে করে অনিবার।।
তাহাদের পক্ষে পথ নহেক দুর্গম।
যায় তারা মহাসুখে শমন সদন।।
পাপে পরিপূর্ণ যারা অতি নীচাশয়।
সেই নরগণ কত যন্ত্রণা যে পায়।।
লক্ষ যোজন হয় পথের বিস্তার।
ভয়ঙ্কর দুরগম অতি দুর্নিবার।।
জপ তপ দান ধর্ম্ম করে যেইজন।
সেই পথে মহাসুখে সে করে গমন।।
সদা পাপে রত থাকে যেই দুরাচার।
যমমার্গ তার পক্ষে অতীব দুর্ব্বার।।
দেহত্যাগ করে যবে পাপাত্মা নিকর।
ধরে প্রেতমূর্ত্তি তারা অতি ভয়ঙ্কর।।
অবশেষে যমদূত রক্তাক্ত লোচনে।
তাদের লইয়া যায় শমন সদনে।।
পথে কত কষ্ট পায় সেই পাপীগণ।
অনন্ত অশক্ত তাহা করিতে বর্ণন।।
অসহ্য যন্ত্রণা পায় কৃতান্ত নগরে।
সে যাতনা কিবা আর কহিব তোমারে।।
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক তাহাদের হয়।
থর থরে ঘন ঘনে কাঁপে পাপীচয়।।
যমদূতগণ যারা ভীষণ আকার।
পথেতে পাপাত্মাগণে করেন প্রহার।।

দারুণ যাতনা আর নারি সহিবারে।
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
তাহাদের আর্ত্তনাদ করিলে শ্রবণ।
বজ্র সম বাজে কানে অতি বিভীষণ।।
কিছুতে না করে দয়া যমদূতগণ।
কাঁটার ভিতর দিয়া করে আকর্ষণ।।
আরক্ত লোচনে করে মুষল প্রহার।
যাতনা পাইয়া চেষ্টা করে পালাবার।।
পলাতে না পারে সদা করে হাহাকার।
দূতেরা আঘাত তাহে করে অনিবার।।
যমমার্গ দুর্গম কি করি বর্ণন।
অবহিতে মনযোগে করহ শ্রবণ।।
দুর্গম যমের পথ অতি ভয়ঙ্কর।
কোথা ধূলি কোথা বালি অনল উদ্গার।।
কর্দ্দমাক্ত হয় কোথা কোথা অগ্নি জ্বলে।
তীক্ষ্নধার পাষাণাদি পড়ে পদতলে।।
কোথাও জলদ জাল মুষলের ধারে।
বরষিছে ঘন ঘন পাপীর উপরে।।
স্থানে স্থানে তরবারি অতি খরশান।
দেখিলে ভয়েতে কাঁপে পাপীর পরাণ।।
কোথা কোথা বরষিছে কর্দ্দম বিষম।
জলন্ত অগ্নির শিখা হয় বরিষণ।।
মোটা মোটা লৌহসূচি আছে কোন স্থানে।
বিঁধেছে ভীষণ বেগে পাপীর চরণে।।
কত কন্টকের গাছ ভীষণ আকার।
স্থানে স্থানে অতি ঘোর ভীম অন্ধকার।।
মড় মড় শব্দ করি যত বৃক্ষগণ।
পাপীর উপরে সদা হতেছে বর্ষণ।।
মাঝে মাঝে যমদূত মহাবলাধার।
পাপীগণে করিতেছে মুদ্গার প্রহার।।
চারিদিকে চাহে পাপী দিশাহারা হয়ে।
হাহাকার করি কান্দে ব্যাকুল হৃদয়ে।।
যেরূপ ভীষণ পথ বলা নাহি যায়।
পাপীগণ কি করিবে ভেবে নাহি পায়।।
স্থানে স্থানে স্থূল শূল কঙ্করের গাদি।
বিরল মাটিতে ঢাকা আছে নিরবধি।।

স্থানে স্থানে মহাকায় মত্ত গজগণ।
নিরন্তর যমপথে করিছে ভ্রমণ।।
তাহাদের পদতলে যত পাপীচয়।
দলিত হইয়া কান্দে ব্যাকুল হৃদয়।।
উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করে অনিবার।
কোথা পিতা কর রক্ষা বলে বার বার।।
কোথাও বা পাপীগণে গলেতে বান্ধিয়া।
সর্ব্বদাই যমদূত নিতেছে টানিয়া।।
কন্টক ফুটিছে পৃষ্ঠে আহা মরি মরি।
অঙ্কুশ আঘাত করে তাহার উপরি।।
দুই চক্ষে বহে বারি নাহিক বিরাম।
থর থর কাঁপে অঙ্গ কাঁপিছে পরাণ।।
ছিদ্র করি রজ্জু বান্ধি নাসিকা বিবরে।
নিতেছে কাহাকে টানি শমন গোচরে।।
স্থানে স্থানে বালিরাশি অতি বিভীষণ।
পবন হিল্লোলে উঠি ছাইছে গগন।।
সেইসব ধূলিজাল পশিয়া বদনে।
কত যে দিতেছে কষ্ট না যায় কহনে।।
খর্জ্জুর কন্টক কত অতি তীক্ষ্নধার।
চরণে বিন্ধিয়া কষ্ট দিতেছে কাহার।।
রক্তধারা অবিরল হতেছে বর্ষণ।
হাহাকার করি পাপী কান্দে ঘন ঘন।।
কোন স্থানে শিলাবৃষ্টি পাতকী উপর।
মুষল সমান ধারে পড়ে নিরন্তর।।
কোথাও দুরন্ত শীত বলা নাহি যায়।
শরীরে লাগিলে যেন প্রাণ বাহিরায়।।
দুরন্ত নিদাঘ কোথা পুড়াইয়া মারে।
অগ্নিসম লাগে যেন পাপীর উদরে।।
সুতপ্ত সীসক-আদি আছে কোন স্থান।
তাহাতে পড়িয়া জ্বলে পাপীর পরাণ।।
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ বাক্য নাহি সরে।
মূর্চ্ছা যায় ক্ষণে ক্ষণে ধরাতলে পড়ে।।
দূতের প্রহারে কেহ খোঁড়া হয়ে যায়।
একপদে দ্রুতগতি যমালয়ে যায়।।
কারো অঙ্গ রক্তমাখা চক্ষে বহে বারি।
তাড়িত হইয়া চলে শমন নগরী।।

নাসা কর্ণ ছিন্ন হয়ে যেতেছে কাহার।
কান্দিয়া কান্দিয়া যায় যমের আগার।।
কি কহি পথের কথা করিলে স্মরণ।
পরাণ কাঁদিয়া ওঠে কাতর জীবন।।
যে কষ্ট পথেতে পায় পাপাত্মা নিকর।
স্মরিলে ত্রাসেতে কাঁপে জীবের অন্তর।।
যেরূপে পাপাত্মাগণ যমের আলয়ে।
দুর্গতি পাইয়া যায় ব্যথিত হৃদয়ে।।
দুর্গম ভীষণ পথ অতীব দুর্ব্বার।
তাহাতে পাপাত্মাগণ না পায় উদ্ধার।।
কিন্তু এক কথা বলি তোমার সদন।
সতত যাহারা ধর্ম্মে আছে নিমগন।।
পরদুঃখ বিনাশিতে যারা নিরন্তর।
একভাবে একমনে সচেষ্ট অন্তর।।
দেবপূজা করে ভক্তিভাবে যেইজন।
কুপথে কখনো যার নাহি যায় মন।।
কটু ভাষা মিথ্যা কথা যেই নাহি জানে।
কাম ক্রোধ হীন যেই জনমে ভুবনে।।
পরনিন্দা পরগ্লানি না করে কখন।
সমভাবে সর্ব্বজীবে করে দরশন।।
দীন দুঃখী অনাথেরে বহু ধন দেয়।
ছলে বলে কভু নাহি পর ধন লয়।।
কানা খোঁড়া হেরি নাহি করে উপহাস।
যাহার যশের ধ্বজা জগতে প্রকাশ।।
নাহি অভিমান কভু যাহার হৃদয়ে।
সমভাবে করে দয়া যত জীবচয়ে।।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানে যেইজন।
পিতৃ-মাতৃ গুরুজনে ভক্তি অনুষ্ঠান।।
অন্নদান বিদ্যাদান অস্ত্রদান করে।
অহর্নিশ ধর্ম্মকর্ম্ম যে জন আচরে।।
এমন মহাত্মা যেই ধরণী মাঝার।
যায় সেই মহাসুখে যমের আগার।।
সেইজন দানশীল ধর্ম্মপরায়ণ।
তাহারা পরম সুখী শাস্ত্রের বচন।।
আনন্দসাগরে তারা ভাসিতে ভাসিতে।
যম মার্গ দিয়া গতি শমনপুরীতে।।

কন্টকে আবৃত পথ যথায় দুর্গম।
সুকোমল তৃণ সম হেরে সেইজন।।
সুতপ্ত সীসক ঢালা আছয়ে যথায়।
কম্বলে বিস্তৃত হেন অনুভব তায়।।
পাপীগণ হেরে যথা অঙ্গার বরিষণ।
ধার্ম্মিক নেহারে তথা কুসুম বর্ষণ।।
ধরাধামে যেইজন করে অন্নদান।
পরম সুখেতে তিনি যমপুরে যান।।
সুস্বাদু যতেক দ্রব্য অতি অনুপম।
যেতে যেতে পথিমাঝে ভুঞ্জে সেইজন।।
যথায় রয়েছে পথে দুর্ব্বার কঙ্কর।
কুসুম সদৃশ হেরে ধার্ম্মিক প্রবর।।
বারিদাতা দুগ্ধদাতা ধর্ম্মাত্মা নিচয়।
ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে সুধা যমালয়ে যায়।।
বস্ত্রদান যেই জন ধরাতলে করে।
ভূষণে ভূষিত হয়ে যায় যমপুরে।।
অন্ধকার পথ যেথা রয়েছে দুর্গম।
আলোকে পূরিত সদা করেন দর্শন।।
অলঙ্কার দান করে যেই মহীতলে।
উড়ায়ে যশের ধ্বজা যায় যমপুরে।।
বিপ্রগণে গাভীদান করে যেইজন।
সুখে যান সেইজন শমনভবন।।
ভূমিদান করে যেবা গৃহদান করে।
যমদূত লয় তারে শিরে ছাতা ধরে।।
স্বর্গীয় অপ্সরা যত আসিয়া ত্বরায়।
লয়ে তারে দিব্যরথে যমপুরে যায়।।
পথিমধ্যে কত লীলা করিতে করিতে।
আনন্দে লইয়া চলে যমের পুরেতে।।
অশ্বদান রথদান করে যেইজন।
অশ্বে রথে চড়ি যায় শমন সদন।।
ফলদান ফুলদান যেই জন করে।
পরম তৃপ্তিতে যায় যমের আগারে।।
তাম্বুল প্রদান করে যেই সাধুজন।
হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে সে করে গমন।।
যেই জন গুরুজনে অতি ভক্তি করে।
যমদূত তার কাছে থাকে করযোড়ে।।

বিদ্যাদান শিক্ষাদান করে যেইজন।
দুর্গম পথেরে সেই হেরয়ে সুগম।।
আর কি বলিব তব ওহে মহামতি।
সাধুগণ যমপথে সুখে করে গতি।।
পিছে পিছে যমদূত ধীরে ধীরে যায়।
সাধ্য কিবা কোন কথা বলিবে তাহায়।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন।
তব পদে অধীনের এক নিবেদন।।
কারে বলে মহাপাপ শুনিতে বাসনা।
বলিয়া সকল বার্ত্তা পুরাও কামনা।।
তাহাতে কি ফল হয় করহ বর্ণন।
শুনিতে কৌতুক মম হইয়াছে মন।।
এত শুনি পরাশর সহাস্য বদনে।
কহিলেন শুন বৎস অবহিত মনে।।
শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য্য আর গজানন।
তাহাদের ভিন্ন বোধ করে যেইজন।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেইজন হয়।
সন্দেহ নাহিক তাহে কহিনু নিশ্চয়।।
জননী বিমাতা আর গুরুর নন্দন।
এসবে প্রভেদ জ্ঞান করে যেইজন।।
ম্লেচ্ছগণে বিপ্রসম অনুভব যার।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেই দুরাচার।।
আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবী জগতজননী।
সর্ব্বদেবময়ী যিনি নিত্যা সনাতনী।।
তাঁর নিন্দাবাদ করে যেই দুরজন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেই নরাধম।।
পৃথিবী খনন করে অম্বুবাচী দিনে।
নাহি যার ভক্তিজ্ঞান পিতৃমাতৃজনে।।
দারা পুত্র নাহি পালে করিয়া যতন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেই সে অধম।।
বংশরক্ষা হেতু যেই বিবাহ না করি।
সতত ভ্রমণ করে তীর্থে তীর্থে ফিরি।।
শিবলিঙ্গে ভক্তিভরে যেই নাহি পূজে।
ব্রহ্মহত্যা পাপী সেই মানব সমাজে।।
ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী হয় যেইজন।
চৌর্য্যবৃত্তি করি করে সংসার পালন।।
মহাপাপী বলি তারা বিদিত ধরায়।
তাদের পাপের সীমা নাহি বলা যায়।।
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা করে যেই অভাজন।
বেতন লইয়া যেই করয়ে রন্ধন।।
বেদাদি বিক্রয় করে উদরের তরে।
ব্রহ্মহত্যা পাপী সেই বিদিত সংসারে।।
প্রলোভন দেখাইয়া যেই দুরাচার।
ব্রাহ্মণেরে লয়ে যায় আপন আগার।।
প্রবঞ্চনা অবশেষে করে যেইজন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেই নরাধম।।
জল হেতু ধেনু যবে যায় সরোবরে।
বাধা দেয় যেই জন পথের ভিতরে।।
অথবা ব্রাহ্মণ যবে স্নানের কারণ।
জলাশয়ে দ্রুতপদে করিছে গমন।।
তাহারে তখন বাধা দেয় যেইজন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয় সেইজন।।
শাস্ত্র নাহি জানি তরে যেই দুরাচার।
নানামত তর্ক করে করি অহঙ্কার।।
তারে ব্রহ্মঘাতী পাপী সকলেই কয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ কভু মিথ্যা নাহি হয়।।
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা করে যেই অভাজন।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে থাকে অনুক্ষণ।।
শাস্ত্রদ্বেষী হয়ে সদা মিথ্যা কথা কয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
বিপ্রজনে নিন্দা করে যেই অভাজন।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে লিপ্ত অনুক্ষণ।।
নিজেরে পণ্ডিত বলি করে অভিমান।
ধনগর্ব্বে গর্ব্বী হয়ে করে অধিষ্ঠান।।
সেই জন ব্রহ্মঘাতী বিদিত ভুবনে।
সত্য যাহা কহিলাম তোমার সদনে।।
অপরের সুখে বাধা দেয় যেইজন।
নিয়মিত কুকর্ম্ম করে আচরণ।।
প্রত্যহ পরের দান গ্রহণের তরে।
সতত আছয়ে সদা নিরীক্ষণ করে।।
ব্রহ্মহত্যা পাপী তারা শাস্ত্রের বচন।
বিধির লিখন ইহা না হয় খণ্ডন।।

দণ্ড লয়ে তাড়না যে গোধনেরে করে।
গরুকে উচ্ছিষ্ট দান যেই জন করে।।
বিপ্র হয়ে বৃষোপরি আরোহিয়া যায়।
বৃষলীর অন্ন কভু ভোজন করয়।।
শত গাভী হত্যা কৈলে যেই পাপ হয়।
ততোধিক পাপে লিপ্ত সে জন নিশ্চয়।।
গজ প্রতি পদাঘাত করে যেইজন।
পদাঘাতে অগ্নিদেবে করয়ে তাড়ন।।
স্নান অন্তে পদ ধৌত যেই নাহি করে।
আহার করিতে যায় ঘরের ভিতরে।।
দুইবার দিবাভাগে করয়ে আহার।
গোহত্যা পাতকী তারা শাস্ত্রের বিচার।।
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা, সন্ধ্যা নাহি করে।
তর্পণ না করে যেই পিতৃদেব তরে।।
গোহত্যা পাতকী তায় শাস্ত্রের বচন।
পাপফলে নরকেতে করয়ে গমন।।
বিপ্র-আজ্ঞা দেব-আজ্ঞা যেই নাহি পালে।
জলে জীবে যায় লঙ্ঘি লঙ্ঘয়ে অনলে।।
পুষ্প অন্ন নৈবেদ্যাদি করয়ে লঙ্ঘন।
মিথ্যাবাক্যে যেই জন করে প্রতারণ।।
দেবতা গুরুর নিন্দা শুনিয়া শ্রবণে।
উপবিষ্ট থাকে তথা পুলকিত মনে।।
গোহত্যা পাতকে লিপ্ত হয় যেই নর।
দেহান্তে সে জন যায় নরক ভিতর।।
দেবমূর্ত্তি গুরুদেব কিংবা বিপ্রজন।
হেরিলে প্রণাম নাহি করে যেইজন।।
যেই নাহি বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদান করে।
গোহত্যা পাতকী সেই জানিবে সংসারে।।
শূদ্র হয়ে বিপ্রপত্নী করয়ে হরণ।
বিপ্র হয়ে শূদ্র সহ করয়ে রমণ।।
বিপ্র হয়ে যেই জন করে সুরাপান।
বৃষলী সঙ্গমে যার মোহিত পরাণ।।
বিমাতা গুরুর পত্নী কিংবা গর্ভবতী।
শাশুড়ী পুত্রের বধূ তনয়া যুবতী।।
মাতার জননী কিংবা আপন ভগিনী।
ভ্রাতৃজায়া পিতামহী আর মাতুলানী।।
শিষ্যকন্যা শিষ্যভগ্নী শিষ্যের বনিতা।
সগর্ভা রমণী কিংবা ভ্রাতার দুহিতা।।
তাহাদের সঙ্গে রতি করে যেইজন।
ব্রহ্মঘাতী গুরুঘাতী সেই নরাধম।।
কুম্ভীপাক নরকেতে পড়ি দুরাচার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর।।
কত যুগ নরকেতে করি অবস্থিতি।
চণ্ডাল রূপেতে করে ধরাতলে গতি।।
নারায়ণ সন্নিধানে গঙ্গার উদরে।
কুরুক্ষেত্র হরিপদে অথবা পুষ্করে।।
কাশীধামে হরিদ্বারে সাগর-সঙ্গমে।
বৃন্দাবনে প্রভাসেতে ত্রিবেণী-সদনে।।
নৈমিষ-কাননে কিংবা গোদাবরী তীরে।
পরদত্ত দানগ্রহণ যেই বিপ্র করে।।
গোহত্যা পাতক তার হইবে নিশ্চয়।
কুম্ভীপাক নরকেতে সাত যুগ রয়।।
দণ্ডাঘাতে যমদূত করয়ে তাড়না।
হাহাকার করে তারা পাইয়া যাতনা।।
যেই দুষ্ট দুরাচার অবনী ভিতরে।
সুরাপান করি বেশ্যা সহিতে বিহরে।।
মহাপাপে পাপী হয় সেই দুরাচার।
তপ্ত কুণ্ড নরকেতে ভ্রমে অনিবার।।
বিপ্র হয়ে লোভবশে শূদ্রের আগারে।
অন্ন কিংবা কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে।।
সুরাপান সম পাপ হইবে তাহার।
বিধির লিখন ইহা শাস্ত্রের বিচার।।
কত যে যাতনা পায় ডুবিয়া নিরয়ে।
হাহাকার করে সদা তাপিত হৃদয়ে।।
চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাপ বিদিত ধরায়।
নরকে মজিয়া চোর কত কষ্ট পায়।।
ফল চুরি ফুল চুরি আর যে কস্তুরী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত কিংবা মধু লয় হরি।।
রুদ্রাক্ষ অথবা ধান্য করয়ে হরণ।
স্বর্ণচুরি সম পাপে লিপ্ত সেইজন।।
তাম্র সীসা আদি ধাতু যেবা চুরি করে।
পট্টবাস কর্পূরাদি অপরের হরে।।

স্বর্ণচুরি সম পাপ হইবে তাহার।
শাস্ত্রের বচন তাহা কহিলাম সার।।
যেই জন করে চুরি সুগন্ধি চন্দন।
আপন দুহিতা সহ করয়ে রমণ।।
মদ্যপায়ী নারী সহ রতিক্রীড়া করে।
সহোদরা পুত্রবধূ লইয়া বিহরে।।
অসিকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে।
তাহার দুঃখের কথা কে বর্ণিতে পারে।।
শত প্রায়শ্চিত্ত যদি করে সেইজন।
তথাপি তাহার পাপ না হয় মোচন।।
শূদ্রের সহিত থাকি যেই দ্বিজবর।
শঙ্করের পূজা করি প্রফুল্ল অন্তর।।
কিংবা শালগ্রাম শিলা করয়ে পূজন।
দুস্তর নরকে সেই হয় নিপতন।।
দারুণ যাতনা পায় শমনের পুরে।
সদা হাহাকার করে পড়িয়া ফাঁপরে।।
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য ধরাতলে রয়।
তাবত তাহার বাস নরকেতে হয়।।
এইরূপে হরি কিংবা হরকে পূজিলে।
নরকেতে পড়ে বিপ্রালয়ে নিজ কুলে।।
প্রলয় অবধি থাকে নরক ভিতর।
গূঢ়কথা কহিলাম তোমার গোচর।।
যেই বিপ্র পরহিংসা পরদ্বেষ করে।
শূদ্রা নারী লয়ে সদা সুখেতে বিহরে।।
ভোজন করয়ে সদা শূদ্রের সদন।
বিশ্বাসঘাতকী কাজ করে যেইজন।।
মহাপাপী বলি সেই খ্যাত চরাচর।
অন্তকালে যায় সেই নরক ভিতর।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী সেই দুরাচার।
তাহার কিছুতে আর নাহিক উদ্ধার।।
কোনকালে মোক্ষপদ সেই নাহি পায়।
মহাপাপী বলি সেই বিদিত ধরায়।।
বেদনিন্দা বিষ্ণুনিন্দা করে যেইজন।
দেবনিন্দা গুরুনিন্দা করে সর্ব্বক্ষণ।।
তাহাদের পরিত্রাণ নাই কোন কালে।
দারুণ যাতনা পায় নিয়ে সকলে।।

মহাপাপী বলি তারা খ্যাত চরাচর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর।।
সৎকাজে বিরোধী হয় যেই দুরাচার।
সে জনের কোন কালে নাহিক উদ্ধার।।
শাস্ত্র-বেদে শ্রদ্ধা নাহি করে যেইজন।
তারে মহাপাপী কহে শাস্ত্রের বচন।।
শমনের পাশে সেই মহাকষ্ট পায়।
নরকভোগের পর ধরাতলে যায়।।
দেবনিন্দা গুরুনিন্দা করে যেইজন।
তাহার গৃহেতে অন্ন করিলে ভোজন।।
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুষ্টমতি।
তপ্তকুণ্ড নিরয়েতে তাহার বসতি।।
প্রায়শ্চিত্তে শান্তি নাহি হয় মহাপাপ।
নরকে পড়িয়া পাপী পায় মনস্তাপ।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন।
বেদ বিক্রি করি করে আত্মার পোষণ।।
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার।
বিষম নরক ভোগ করে অনিবার।।
যমদূত ঘন ঘন করয়ে প্রহার।
যন্ত্রণা পাইয়া সদা করে হাহাকার।।
কোটি কল্প করে বাস তাহার ভিতরে।
রক্ষ রক্ষ বলি সদা কান্দে ঐ উচ্চৈঃস্বরে।।
কোটি কল্প কাল সেই নরকেতে রয়।
অবশেষে কৃমি হয়ে থাকে নীচাশয়।।
শত যুগ কৃমিরূপে করি অবস্থিতি।
ক্ষুধা পেলে মল মূত্র ভুঞ্জে জানি অতি।।
তারপর জন্ম লয় বনের ভিতরে।
ভুজঙ্গ আকৃতি ধরি বিচরণ করে।।
কল্পকাল সর্পরূপী হয়ে সেইজন।
কত কষ্টে বিহরয় কে করে বর্ণন।।
অবশেষে পশু হয়ে জন্মে দুরাচার।
হাজার বৎসর ধরি ভ্রমে অনিবার।।
সপ্ত জন্ম হেনমতে কত কষ্ট পেয়ে।
অবশেষে জন্ম লয় গোপের আলয়ে।।
তথা যদি সদা শুদ্ধ একান্ত অন্তরে।
দ্বিজসেবা দেবসেবা আচরণ করে।।

তবে তো গোপের দেহ করি বিসর্জ্জন।
দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে লভয়ে জনম।।
শোকে দুঃখে নানা কষ্ট পায় দুরাচার।
অন্ন লাগি দ্বারে দ্বারে ভ্রমে অনিবার।।
তবে ত তাহার পাপ হয় বিমোচন।
বেদ প্রকাশিত যাহা শাস্ত্রের বচন।।
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি পাপাচার করে।
দারুণ নরক মাঝে পুনরায় পড়ে।।
পুনঃ কত কষ্ট পায় সেথা অনিবার।
সহজে উদ্ধার আর নাহিক তাহার।।
পুর্ব্বের সমান পুনঃ নরক ভুগিয়া।
গর্দ্দভযোনিতে জন্মে ধরাতলে গিয়া।।
দশ জন্ম খররূপে দেহত্যাগ করি।
কুকুর হইয়া জন্মে সেই পাপাচারী।।
বিষ্ঠা মূত্র নিরন্তর করিয়া ভোজন।
মাঠে মাঠে থাকি করে জীবন যাপন।।
দশ জন্ম হেনমতে থাকি দুরাচার।
শূকরী জঠরে জন্ম ধরে পুনর্ব্বার।।
মহাকষ্ট পায় পাপী শূকর হইয়া।
সদা মল মূত্র খায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া।।
এইভাবে এক জন্ম করিয়া যাপন।
মূষিক রূপেতে শেষে ধরয়ে জনম।।
শতবর্ষ মহাকষ্ট পায় নিরন্তর।
ভুজঙ্গ রূপেতে পাপী জন্মে তারপর।।
দ্বাদশ জন্ম সর্প হয়ে দুরাচার।
কত কষ্ট পায় তাহা কি কহিব আর।।
অবশেষে শূদ্রগৃহে মানব আলয়ে।
জন্মলাভ করে পাপী মহাদুঃখী হয়ে।।
হীন ঘরে জন্মি কত মহাকষ্ট পায়।
তাহার দুর্দ্দশা হেরি বুক ফেটে যায়।।
অবশেষে বৈশ্য কুলে লভিয়া জনম।
মহাদুঃখে মহাকষ্টে কাটায় জীবন।।
দুই বার হেনমতে গতায়াত করি।
অবশেষে জন্মে আসি ক্ষত্র দেহ ধরি।।
মহাবল মহামত্ত হয়ে নিরন্তর।
অস্ত্রাদি লয়ে ভ্রমে দেশ-দেশান্তর।।

পরের সুখের বাধা করে দুরাচার।
মহাপাপে লিপ্ত সেই হয় পুনর্ব্বার।।
নরজন্ম ঘুচে শেষে পশুজন্ম পায়।
পশু হয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়।।
পশুদেহ বিসর্জ্জিয়া চণ্ডালের ঘরে।
নররূপে পুনরায় জন্মে ধরা পরে।।
হেনমতে সপ্ত জন্ম নানা কষ্ট পায়।
পাপের উচিত ফল কেবল খণ্ডায়।।
যদ্যপি চণ্ডাল হয়ে ধর্ম্মে থাকে মন।
বিপ্রের গৃহেতে সেই লভিবে জনম।।
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি সুখ নাহি পায়।
শোকে দুঃখে সেই জন জীবন কাটায়।।
বিষম ব্যাধিতে শেষে হয়ে জ্বালাতন।
দিবানিশি অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।।
কাজে কাজে পরদত্ত দান সেই লয়।
পাপে ডোবে নিজ কর্ম্মফলে পুনরায়।।
গ্রহের কারণ পাপ নহে খণ্ডিবার।
নরকে পতন তার হয় পুনর্ব্বার।।
কি আর বলিব বৎস তোমার সদন।
পর শুভদ্বেষী সদা হয় যেইজন।।
পরের বিভব হেরি ঈর্ষা করি মরে।
সতত দুশ্চিন্তা যায় অন্তর মাঝারে।।
রৌরব নরকে পড়ে সেই পাপীজন।
মহাপাপী বলে তারে শাস্ত্রের বচন।।
বহুকাল নরকেতে করি অবস্থান।
কত যে দুর্গতি পায় কে করে সন্ধান।।
তারপর ধরাপরে চণ্ডালের ঘরে।
কুরূপী কুনখী হয়ে জন্মলাভ করে।।
যবে দেহ ত্যজি যায় যমের আলয়।
বিধিমত যমদণ্ড সহিবারে হয়।।
দণ্ডের আঘাত করে যমের কিঙ্কর।
শূল মারে অসি মারে কেহ বা মুদ্গর।।
কখনো টানিয়া লয় জ্বলন্ত অঙ্গারে।
কখনো ফেলিয়া দেয় তপ্ত তৈলপরে।।
হেনমতে কত কষ্ট পায় দুরাচার।
অসহ্য যাতনা পেয়ে করে হাহাকার।।

ব্রাহ্মণে অনলে কিংবা আর ধেনুগণে।
নিন্দা করে সেইজন নিজ মনে মনে।।
অথবা আহার নাহি দেয় যেইজন।
কুকুরযোনিতে সেই ধরিবে জনম।।
বহু কষ্ট পাবে সেই ভ্রমি বনে বনে।
দেহান্তে চলিয়া যাবে শমন সদনে।।
তথায় নরকভোগ হবে বহুতর।
দারুণ যাতনা দিবে যমের কিঙ্কর।।
শত যুগ পুঁজকুণ্ডে করিয়া বসতি।
কল্পকাল বিষ্ঠাকুণ্ডে রবে মহামতি।।
চণ্ডাল হইয়া শেষে ধরিবে জনম।
দরিদ্র হইয়া কষ্ট পাবে কতক্ষণ।।
অন্তকালে সেইজন নিজ কর্ম্মদোষে।
বিষম নরকগামী হবে অবশেষে।।
বিষ্ঠাকুণ্ডে কল্পকাল সেইজন রয়।
মলমূত্র খেয়ে সদা কত কষ্ট পায়।।
নরকভোগের পর ধরাধামে আসি।
বনমাঝে ব্যাঘ্ররূপে রহে দিবানিশি।।
হেনমতে তিন জন্ম ব্যাঘ্রের আকারে।
দারুণ যাতনা পাবে বনে বনে ফিরে।।
পুনরায় নরকেতে পড়ি সেইজন।
কঠোর যাতনায় হবে জ্বালাতন।।
পরনিন্দা পরগ্লানি যেই জন করে।
পৌরুষ বচন কহে সবার উপরে।।
দাতাজনে দান দিতে করে নিবারণ।
তাহাদের পাপফল করহ শ্রবণ।।
অন্তে তাহাদের বান্ধি যম অনুচর।
টানিয়া লইয়া যায় যমের গোচর।।
যমের আদেশ পেয়ে যমদূতগণ।
লৌহদণ্ড পোড়াইয়া মারে অনুক্ষণ।।
তীক্ষ্ণমুখ সূচীবিদ্ধ নয়নেতে করে।
জ্বালাতে কাতর হয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
কোথা হতে আসি কাক যমের আজ্ঞায়।
চঞ্চুতে নয়নদ্বয় উপাড়িয়া খায়।।
কুকুর আসিয়া কত অতি বিভীষণ।
বার বার পাপাত্মারে করয়ে দংশন।।
কৃষ্ণবর্ণ রক্তচক্ষু যমদূতগণ।
কত যে যাতনা দেয় কে করে বর্ণন।।
দারুণ যাতনা পেয়ে মহাপাপীগণ।
রক্ষা কর বলি সদা করয়ে রোদন।।
নিজের কর্ম্মদোষ ভাবিয়া অন্তরে।
ঘন ঘন মরে পাপী মনাগুনে পুড়ে।।
তাহাদের দুঃখ যদি কর দরশন।
পাষাণ হৃদয় হলে হয় বিদারণ।।
পরদ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার।
তাদের দুর্গতি কত কি বলিব আর।।
যমের কিঙ্কর যত ভীষণ আকার।
পাক দেয় তাহাদের শূন্যে অনিবার।।
ঘুরাতে ঘুরাতে পরে দারুণ বেগেতে।
ফেলিয়া নরকে থাকে চরণে দলিতে।।
সুতপ্ত লৌহের দণ্ডে করয়ে প্রহার।
যন্ত্রণা পাইয়া পাপী করে হাহাকার।।
তারপর যমদূত পাপীরে তুলিয়া।
এরূপে হাজার বর্ষ মহাকষ্ট দিয়া।।
পুনরায় বান্ধে শিলা গলেতে তাহার।
রুধিরনরক মাঝে ফেলে পুনর্ব্বার।।
সাতনলা বিন্ধে তার হৃদয় মাঝারে।
কষ্ট পায় শত যুগ নরক ভিতরে।।
অবশেষে কিছুকাল আবার নরকে।
ফেলিয়া যাতনা দেয় পাতকীদিগকে।।
প্রধান চুরাশি কুণ্ড করেছি বর্ণন।
তাহাতে পাপের ভোগ করে পাপীগণ।।
তার পর কর্ম্মফলে নরদেহ ধরি।
নীচকুলে জন্মে গিয়া মানবের পুরী।।
আমিষ খাইয়া করে জীবন ধারণ।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন।।
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি যদি দেয় কোন জন।।
সেই বৃত্তি যদি কেহ লোভে হরি লয়।
তাহে পড়ে বিপ্রচক্ষে অশ্রুবারিচয়।।
নেত্রজল যত ফোঁটা পড়ে ধরাতলে।
তত যুগ রহে পাপী নরক অনলে।।

প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে হয় নিপতন।
পুড়ে মরে দিবানিশি সেই পাপীগণ।।
অবশেষে মলকুণ্ডে পড়ি দুরাচার।
মল মূত্র খেয়ে সদা করে হাহাকার।।
দারুণ যাতনা দেয় যমের কিঙ্কর।
আর্ত্তনাদ করি কান্দে পাতকী নিকর।।
যে দশা তাহার হয় কি কহিব আর।
হীন কুলে জন্মে আসি সেই দুরাচার।
ধরায় মানব দেহ করিয়া ধারণ।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন।।
ঘৃণা করে নিন্দা করে মানব সমাজে।
মনের বিবাগে ভ্রমে কাননের মাঝে।।
স্বীয় বৃত্তি তরে যেবা করয়ে হরণ।
পরের যশের হানি করে যেইজন।।
অন্ধকূপ নরকেতে পড়ি দুরাচার।
বহু যুগ থাকি তথা করে হাহাকার।।
মল মূত্র কৃমি আদি ভোজন করিয়ে।
কোনরূপে রহে পাপী যমদণ্ড লয়ে।।
অবশেষে সর্পরূপে জন্মে সাত বার।
পঞ্চ জন্মে কাকরূপী হয় দুরাচার।।
তারপর পাপ তার হয় বিমোচন।
কহিনু পাপের কথা শাস্ত্রের বচন।।
কৌশল করিয়া যেবা বিপ্রধন হরে।
কিংবা গুরুধন লয় নানা ছল করে।।
কৃতঘ্নতা মহাপাপে মজে সেই জন।
বিষম নিরয়কুণ্ডে তাহার পতন।।
পাপের বিষম ফল কি কহিব আর।
নরকে বিষম শাস্তি অতীব দুর্ব্বার।।
গুরুতর পাপকার্য্য কৈলে আচরণ।
গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিবে সাধন।।
স্বল্পমাত্র পাপ যদি করে অনুষ্ঠান।
লঘু প্রায়শ্চিত্ত তাহে বিধির বিধান।।
তপ আদি নানারূপ প্রায়শ্চিত্ত করে।
বিবিধ পাপের ধ্বংস করে বটে নরে।।
কিন্তু যদি বিষ্ণুদেবে করয়ে স্মরণ।
তার সম প্রায়শ্চিত্ত না আছে কখন।।

পাপ আচরণ করি যেই কোন নর।
অনুতাপ করে পরে শুন গুণধর।।
অধিকন্তু নারায়ণে করয়ে স্মরণ।
তাহার যতেক পাপ হয় বিমোচন।।
প্রাতঃকালে রাত্রিযোগে মধ্যাহ্ন সময়ে।
সন্ধ্যাকালে কিংবা যেই একান্ত হৃদয়ে।।
সনাতন শ্রীবিষ্ণুরে করয়ে স্মরণ।
নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি লভে সেই জন।।
সকল যাতনা দূর বিষ্ণুর স্মরণে।
স্বর্গ মোক্ষ লাভ হয় শাস্ত্রমধ্যে ভনে।।
বিষ্ণুরে স্মরণ করে যেই মহাত্মন।
কোনরূপ বিঘ্ন তার না হয় কখন।।
যেই জন রাখি মন বিষ্ণুর উপরে।
জপ হোম আদি কার্য্য অনুষ্ঠান করে।।
যতেক বিপদ তার হয় বিনাশন।।
মহাজন পদ পায় সেই সাধুজন।
জপ হোম আদি কাজ করি অনুষ্ঠান।
যেইরূপ স্বর্গসুখ লভে মতিমান।।
মোক্ষপদ পাশে তাহা অতি তুচ্ছ গণি।
শাস্ত্রের বচন এই নিগূঢ় কাহিনী।।
স্বর্গলাভ যদি করে কোন মহাত্মন।
পুনশ্চ তাহার হয় সংসারে জনম।।
যদি মোক্ষলাভ তার হয় ভাগ্যবশে।
সংসার বন্ধন ঘুচে জানিবে নিঃশেষে।।
ভক্তিভরে বাসুদেবে করিলে স্মরণ।
দুর্লভ মুকতিপদ পায় সেইজন।।
এহেতু স্মরিবে বিষ্ণু দিবা বিভাবরী।
ঘুচিবে জঞ্জাল যত শাস্ত্রের বিচারি।।
সুকাজ করিয়া পাপ হলে বিমোচন।
নরকে নিষ্কৃতি পায় সেই সাধুজন।।
মানস সন্তোষকর হয় স্বর্গধাম।
নরক মনের দুঃখ করয়ে প্রদান।।
স্বর্গের হেতু নর পুণ্যের বাখানি।
নরকের হেতুমাত্র পাতকেরে জানি।।
বিশেষ বিচারি যদি করহ দরশন।
পাপ পুণ্যে ভেদ নাহি হয় কদাচন।।

অদৃষ্ট কার্য্যভেদে ওহে মহাত্মন।
শোক দুঃখ ঈর্ষা ক্রোধ সবার কারণ।।
ফলকথা ইহলোকে হেরি যে নয়নে।
সুখ-দুঃখ-ভরা দ্রব্য আছে এ ভুবনে।।
অন্তরের পরিণাম সুখ-দুঃখ রূপে।
হয়ে থাকে গণনীয় জানিবে স্বরূপে।।
জ্ঞানেরে নির্দ্দেশ করি পরব্রহ্ম বলি।
জ্ঞানবলে ভববন্ধ দূরে যায় চলি।।
নিখিল জগৎ এই জ্ঞানাত্মক হয়।
জ্ঞানের স্বরূপ হয় শাস্ত্রে হেন কয়।।
এই আমি তব পাশে করিনু কীর্ত্তন।
পৃথিবী পাতাল দ্বীপ বর্ষ বিবরণ।।
নরক সাগর গিরি নদী সমুদয়।
কহিলাম তোমারেই শাস্ত্রে যাহা কয়।।
মূলতঃ বিদ্যা আর অবিদ্যাদ্বয়।
জ্ঞানের স্বরূপ হয় শাস্ত্রে হেন কয়।।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।
তব পাশে সেই সব করিব কীর্ত্তন।।
মধুর ভারতী গাঁথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।
বিরচিল দ্বিজ কালী পুলকিত মনে।।

ভুবর্লোকাদির কথা

বলেন মৈত্রেয় মুনি শুন মহাত্মন।
ভূলোকের বিবরণ করিনু শ্রবণ।।
কিন্তু ভুবর্লোক আদি আর গ্রহগণ।
কিরূপেতে অবস্থিত না জানি এখন।।
তাহাদের পরিমাণ কিরূপ বা হয়।
শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা এই সমুদয়।।
অতএব কৃপা করি করিয়া বর্ণন।
মনের আকাঙ্ক্ষা মম করহ পূরণ।।
এত শুনি পরাশর কহে পুনরায়।
যাহা জিজ্ঞাসিলে শুন কহিব তোমায়।।

সূর্য্যের কিরণে আর চন্দ্রের কিরণে।
যতদূর আলোকিত হয় এ ভুবনে।।
সমুদ্র পর্ব্বত নদীযুক্ত ধরণীর।
পরিমাণ তত দূর জানিবেক ধীর।।
ভূমণ্ডল যেইরূপ ধরয়ে বিস্তার।
আকাশমণ্ডল তথা শাস্ত্রের বিচার।।
ভূমি হতে এক লক্ষ যোজন উপরে।
ভাস্করমণ্ডল তথা অবস্থান করে।।
সূর্য্য হতে উর্দ্ধতর লক্ষ যোজন।
চন্দ্রমা মণ্ডল তথা হয় দরশন।।
সেথা হতে এক লক্ষ যোজন উপরে।
নক্ষত্রমণ্ডল সদা অবস্থান করে।।
তথা হতে উর্দ্ধে গেলে লক্ষ যোজন।
সেই স্থানে বুধ গ্রহ হয় দরশন।।
বুধ হতে উর্দ্ধভাগে এক লক্ষ যোজনে।
শুক্র গ্রহ অবস্থিত কহি তব স্থানে।।
শুক্র হতে এক লক্ষ যোজন উপরে।
মঙ্গল আছেন সদা শুন বিজ্ঞবরে।।
সেথা হতে দুই লক্ষ যোজন উপরে।
মহাগ্রহ শনৈশ্চর অবস্থান করে।।
শনৈশ্চর হতে বৎস দ্বিলক্ষ যোজন।
দেবগুরু বৃহস্পতি হয় দরশন।।
তথা হতে এক লক্ষ যোজন উপরে।
সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে কহিনু তোমারে।।
তথা হতে গেলে পরে লক্ষ যোজন।
ধ্রুবলোক সেই স্থানে হয় দরশন।।
জ্যোতিশ্চক্রে আধার ধ্রুবলোক হয়।
বর্ণনা করিনু তব পাশে মহাশয়।।
ত্রৈলোক্যের বিবরণ কহিনু তোমারে।
যাহা যাহা জানি আমি শাস্ত্রের বিচারে।।
যজ্ঞফল ভোগহেতু ওহে মতিমান।
বসুমতী আছে জেনো নিরূপিত স্থান।।
প্রতিষ্ঠিত আছে যজ্ঞ এই ধরাধামে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহি তব স্থানে।।
ধ্রুবলোক উর্দ্ধে এক কোটি যোজন।
মহর্লোক বিরাজিত জানিবে এখন।।

তথা হতে উর্দ্ধ দিকে দ্বিকোটি যোজন।
জনলোক বিরাজিত হয় দরশন।।
সনকাদি সিদ্ধ যাঁরা ব্রহ্মার তনয়।
তাঁদের বসতি জনলোক মহাশয়।।
জনলোক হতে চারিগুণ উর্দ্ধে গেলে।
দিব্য তপোলোক দৃষ্ট হয় সেই স্থলে।।
বৈরাজ নামেতে আছে যত দেবগণ।
বাস তারা তপোলোকে করে অনুক্ষণ।।
তথা হতে ছয় গুণ উর্দ্ধ ভাগে গেলে।
সত্যলোক বিরাজিত আছে সেই স্থলে।।
সেই লোকে পাতকের লেশমাত্র নাই।
ব্রহ্মলোক নামে খ্যাত এ হেতু সে ঠাঁই।।
পাদচারে গতি বিধি হয় যেই স্থানে।
তাহই ভূর্লোক বলি বিদিত ভুবনে।।
কীর্ত্তন করেছি তাহা তোমার সদন।
সেই কথা সবিস্তারে করেছ শ্রবণ।।
ভূমি হতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত যে স্থান।
ভূর্লোক বলিয়া জান তাহার আখ্যান।।
সূর্য্যলোক হতে পুনঃ ধ্রুবলোকাবধি।
স্বর্গ বলি খ্যাত তাহা আছে হেন বিধি।।
দৈনন্দিন প্রলয়েতে যে লোক নিকর।
বিনাশিত হয়ে থাকে ওহে গুণধর।।
কৃতক বলিয়া খ্যাত সেই সমুদয়।
ইহা ভিন্ন অকৃতক ধ্বংস যার নয়।।
ত্রিলোক কৃতক বলি আছে নিরূপণ।
তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন এমন।।
জপ তপ সত্য এই তিন লোকে পরে।
তাঁরা অকৃতক বলি শাস্ত্রের বিচারে।।
কৃতক ও অকৃতক এ দোঁহা মাঝারে।
মহর্লোক বিদ্যমান জানিবে অন্তরে।।
প্রলয়েতে তাহা কভু বিনষ্ট না হয়।
ক্ষোভ মাত্র হয় তাহা শাস্ত্রমধ্যে কয়।।
প্রলয়েতে মহর্লোকে যত প্রাণীগণ।
অবিলম্বে সেই লোক করিয়া বর্জ্জন।।
ভীত হয়ে অন্য লোকে করেন আশ্রয়।
সুতরাং সেই লোক হয় শূন্যময়।।

ওহে বৎস কিবা আর কহিব এখন।
সপ্তলোক বিবরণ করিনু কীর্ত্তন।।
সপ্ত পাতালের কথা কহিনু তোমারে।
ব্রহ্মাণ্ড বিষয় যত কহিনু বিস্তারে।।
কপিত্থের বীজ যথা শুন মহাত্মন।
আবৃত থাকয়ে জানি সদা সর্ব্বক্ষণ।।
অণ্ডকটাহতে তথা ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।
সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে নাহিক সংশয়।।
যোজন পঞ্চাশ কোটি ওহে মতিমান।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের হয় পরিমাণ।।
এই ব্রহ্মাণ্ডের পরে শুন দিয়া মন।
সাড়ে বারো কোটি সংখ্যা ধরিয়া যোজন।।
অণ্ডকটাহেতে ঢাকা আছে নিরন্তর।
শুন অতি তত্ত্বকথা বলি তারপর।।
অণ্ডকটাহের পরে দ্বিসংখ্যা যোজন।
জলমাত্র দেখা যায় কহিনু গোপন।।
তারপর সেইরূপ ধরি পরিমাণে।
বহ্নি নিয়োজিত আছে শাস্ত্রের বচনে।।
তারপর দশ সংখ্যা ধরিয়া যোজন।
অবস্থিত আছে বায়ু হয় দরশন।।
বায়ু হতে ক্রমে দশ যোজনের পরে।
আকাশ সংস্থিত আছে জানিবে অন্তরে।।
আকাশের পর দশ যোজন অবধি।
অহঙ্কার নিরন্তর করে অবস্থিতি।।
তারপর দশ সংখ্যা যোজন যে স্থান।
সদা মহতত্ত্ব সেথা হয় বিদ্যমান।।
মহতত্ত্বে আবরিয়া আছেন প্রকৃতি।
প্রকৃতির সংখ্যা করে কাহার শকতি।।
এ হেতু অনন্ত হয় প্রকৃতি আখ্যান।
তাঁহা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি বিদ্যমান।।
আবরিয়া মহতত্ত্বে আছেন প্রকৃতি।
তাহাদের সংখ্যা করে কাহার শকতি।।
তাই সে প্রকৃতির অনন্ত আখ্যান।
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি বিদ্যমান।।
সমুদয় পদার্থের তিনিই কারণ।
এইরূপ পণ্ডিতেরা করে নিরূপণ।।

ব্রহ্মাণ্ডের কথা এই কহিনু তোমারে।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে কে বর্ণিতে পারে।।
কাষ্ঠে অগ্নি তিলে তৈল রয়েছে যেমন।
প্রকৃতিতে অবস্থিত পুরুষ তেমন।।
প্রকৃতিতে সে পুরুষ করি অবস্থান।
সদাই জাগ্রত আত্মারূপে মতিমান।।
পুরুষ ও প্রকৃতি দোঁহে হইয়া মিলিত।
সদা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আছে আবরিত।।
সর্ব্বভূত আত্মরূপা সে বিষ্ণুশকতি।
বর্ণনা করিনু তব শুন মহামতি।।
একমাত্র সে প্রকৃতি ওহে বাছাধন।
পৃথগভাব ক্ষোভ আর মিলন কারণ।।
জলের শীততা গুণ অনিল যেমন।
ধারণ করয়ে সদা ওহে মহাত্মন।।
সেইরূপ সনাতন বিষ্ণুর শকতি।
ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে শাস্ত্রের ভারতী।।
প্রকৃতি পুরুষাত্মিকা সেই শক্তি হয়।
একে একে কহিলাম শুন মহোদয়।।
বীজ হতে মূল-শাখা আদি সমন্বিত।
প্রকাণ্ড পাদপ যথা হলে উৎপাদিত।।
ক্রমে ক্রমে তাহা হতে তরু অগণন।
সমুৎপন্ন হয়ে থাকে জানহ যেমন।।
সেইমত একমাত্র প্রকৃতি হইতে।
মহতত্ত্ব হতে পৃথ্বী অবধি ক্রমেতে।।
চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব যত সমুৎপন্ন হয়।
সেই তত্ত্ব হতে ক্রমে জন্মে দেবচয়।।
তাঁহাদের পুত্র পৌত্র অসংখ্য জনমে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে।।
বীজ হতে বৃক্ষ অগ্রে হলে উৎপাদন।
তার মূল বিনাশিত না হয় যেমন।।
পঞ্চ ভূত হতে সেইমত প্রাণীগণ।
সৃষ্ট হলে পঞ্চ ভূত না হয় নিধন।।
অধিকন্তু সমভাবে থাকে চিরকাল।
কহিনু তোমার পাশে শুনহ সকল।।
কাল ও আকাশ আদি পঞ্চ ভূত হতে।
সমুৎপন্ন হয় বৃক্ষ যেমন ধরাতে।।

সেইরূপ ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ।
অখিল বিশ্বের তিনি একাই কারণ।।
উপযুক্ত উপাদান পাইলে যেমন।
ধান্যবীজ হতে হয় মূলের জনম।।
ক্রমেতে সবুজ পত্র অঙ্কুর জনমে।
কাণ্ড কোষ পুষ্প ক্ষীর তণ্ডুলাদি ক্রমে।।
সেরূপ দেবতা আদি জীব কলেবর।
বিষ্ণুশক্তি সহ বাড়ে শুন গুণধর।।
বিষ্ণু ভগবান যিনি নিত্য সনাতন।
পরব্রহ্ম রূপ তিনি ওহে বাছাধন।।
তাঁহা হতে সৃষ্ট হয় অখিল সংসার।
লীন হবে অবশেষে তাহাতে আবার।।
জগত স্বরূপ তিনি শ্রীপরম ধাম।
সদসৎ পরাম্পর তাঁহার আখ্যান।।
অভিন্ন রূপেতে আছে এই চরাচরে।
আদিম প্রকৃতি তিনি জানিবে অন্তরে।।
ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ সেই নারায়ণ।
শাস্ত্রের প্রমাণ যাহা শুন বাছাধন।।
সকল পদার্থ আছে জানিবে তাহাতে।
আবার বিলীন তাতে অন্তিম কালেতে।।
যজ্ঞকর্ত্তা হন তিনি তিনি যজ্ঞফল।
যজ্ঞীয় পুরুষ তিনি খ্যাত ভূমণ্ডল।।
যজ্ঞীয় পদার্থ যত স্রুক আদি করি।
সকলি তিনিই হন ভবের কাণ্ডারী।।
তাঁর হতে শ্রেষ্ঠ আর কোন কিছু নাই।
অতি গূঢ় তত্ত্ব কথা কহি তব ঠাঁই।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি গূঢ়তর।
যে জন শুনিবে তাঁর পবিত্র অন্তর।।

চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণের অবস্থিতি বর্ণন

তবে পরাশর বলে মৈত্রেয় সুজন।
ব্রহ্মাণ্ড-বৃত্তান্ত তোমা করিনু বর্ণন।।
ব্রহ্মাণ্ডের যাহা গতি হলে অবহিত।
গ্রহগণ কথা বলি তোমার সহিত।।
সূর্য্যাদি গ্রহগণ রয়েছে যেমন।
বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ।।
যেইরূপ তাহাদের পরিমাণ হয়।
সেইরূপ কহিতেছি শুন মহাশয়।।
সূর্য্যের রথের মাত্র হয় পরিমাণ।
নব সহস্র যোজন তার অবস্থান।।
সে রথের ঈষাদণ্ড শুন মহাশয়।
রথ হইতে দ্বিগুণ জানিবে নিশ্চয়।।
এক কোটি সাতান্ন লক্ষ যোজন।
সে রথের অক্ষদণ্ড হয় নিরূপণ।।
অক্ষদণ্ডে বর্ষময় কালচক্র আছে।
চাতুর্ম্মাস্য চক্রনাভি কহি তব কাছে।।
উদ-আদি বর্ষসংখ্যা আর হয় তার।
ছয় ঋতু নেমিরূপ কহিলাম সার।।
সেই কালচক্র ক্ষয় না হয় কখন।
দ্বিতীয় অক্ষের নাম শুনহ এখন।।
সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশ সহস্র যোজন।
দ্বিতীয় অক্ষের মান আছে নিরূপণ।।
দ্বিযুগ কাষ্ঠের অর্দ্ধ ওহে মহামতি।
প্রথমাক্ষ দণ্ডে যুক্ত আছে নিরবধি।।
উক্ত অক্ষদণ্ড তুল্য তার পরিমাণ।
অনন্তর গূঢ় কথা কহি তব স্থান।।
যুগদ্বয় অর্দ্ধ অংশ দ্বিতীয় দণ্ডেতে।
বিদ্যমান আছে যাহা বিদিত জগতে।।
ধ্রুব রহিয়াছে তাহা করিয়া ধারণ।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় বচন।।
মানস অচলোপরে দ্বিতীয় অক্ষেতে।
স্থাপিত রয়েছে চক্র জানিবেক চিতে।।
গায়ত্রী বৃহতী উষ্ণিক জগতী ত্রিষ্টুপ।
পংক্তি সহ ছয় আর সপ্ত অনুষ্টুপ।।
সাতটি ছন্দ এই সূর্য্যের রথেতে।
সপ্ত অশ্ব বলি খ্যাত জানিবে মনেতে।।
মানস উত্তরগিরি শুন মহাশয়।
ইন্দ্রপুরী তার পূর্ব্বে শোভমান হয়।।
দক্ষিণ দিকেতে শোভে অমর নগরী।
পশ্চিম দিকেতে আছে বরুণের পুরী।।
উত্তরেতে চন্দ্রপুরী আছে বিদ্যমান।
শুন এবে তাহাদের যেরূপ আখ্যান।।
শ্রীবস্বেক সারা নামী ইন্দ্রের নগরী।
সংযমনী নাম তার শমনের পুরী।।
বরুণের পুরী বড় হয় সুখস্থান।
বিভাবরী চন্দ্রপুরী খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
জ্যোতিশ্চক্র সমন্বিত দেব দিবাকর।
দক্ষিণ ভাগস্থ যবে হন গুণধর।।
নিক্ষিপ্ত শরের মত ভীষণ বেগেতে।
গমন করেন তিনি সেই সময়েতে।।
সেই সূর্য্যদেব হতে ওহে মহামুনি।
দুই ভাগে ভাগ হয় দিবা ও রজনী।।
যোগবলে সিদ্ধিলাভ করে যোগীগণ।
তাঁহাদের পথ তিনি করেন অর্পণ।।
তাঁহার প্রকাশ হেতু যে দ্বীপে যখন।
মধ্যাহ্ন সময় হয় শুন বাছাধন।।
সেইকালে সে দ্বীপের বিপরীত ভাগে।
অর্দ্ধরাত্রি দৃষ্টি হয় কহি তব আগে।।
উদয়ের কালে কিংবা অস্তের সময়।
সদা তাঁরে অগ্রভাগে নিরীক্ষিত হয়।।
শুন মৈত্র মহামুনি সূর্য্য যে সময়।
দিক ও বিদিক আদি করে জ্যোতির্ম্ময়।।
সেই কালে তথাকার অধিবাসীগণ।
দিবাকরে সমুদিত করে নিরীক্ষণ।।

তিরোহিত হন কিন্তু সূর্য্য যেইকালে।
তথাকারে দেখে মাত্র অস্তমিত হলে।।
বিশেষ তাঁহার কিন্তু নাহিক উদয়।
অস্তমান নহে কিন্তু জানিবে নিশ্চয়।।
ব্রহ্মাণ্ডের সবদিকে দেব দিনমণি।
নিরন্তর ভ্রমিছেন শুন গুণমণি।।
কেবল তাঁহার মনে হয় দরশন।
উদিত বলিয়া জ্ঞান করে সর্ব্বজন।।
যখন তাঁহার ভবে অদর্শন হয়।
নরগণ জ্ঞান করে অস্তমিত হয়।।
দেবেন্দ্রপুরীতে সূর্য্য হলে প্রকাশিত।
কিরণেতে যমপুরী হয় আলোকিত।।
অগ্নি বায়ু নৈর্ঋত এই কোণত্রয়।
আর সে বরুণপুরী আলোকিত হয়।।
ক্রমে সে মধ্যাহ্নবেলা উদয় হইতে।
বৃদ্ধি পায় সূর্য্যকর পর্য্যায় ক্রমেতে।।
মধ্যাহ্নের পর কিন্তু ক্রমে পুনর্ব্বার।
কিরণের হয় হ্রাস শুন গুণাধার।।
সূর্য্যের উদয় হতে শুন মহাত্মন।
নিরূপিত পূর্ব্বদিক করে জনগণ।।
সূর্য্যাস্ত হইলে পশ্চিম নিরূপণ।
তোমার পাশেতে তাহা করিনু বর্ণন।।
যেরূপ সম্মুখে কর বিতরে ভাস্কর।
সেইরূপ পার্শ্বভাগে করে গুণধর।।
সে ভাবেতে পশ্চাতে করেন বর্ষণ।
আর এক কথা বলি শুন মহাত্মন।।
আছে বিধাতার সভা সুমেরু উপরে।
সূর্য্যের কিরণ কভু তাহে নাহি পড়ে।।
তাহার কিরণজাল দেবসভা তেজে।
প্রতিহত হয়ে পড়ে কহি তব কাছে।।
সুমেরু রয়েছে জম্বুদ্বীপের মাঝার।
অতি সত্য এই কথা শুন গুণাধার।।
সূর্য্যের উদয় আর অস্তের কারণ।
তথাপি উত্তর স্থিত হয় নিরূপণ।।
অতএব সুমেরুর দক্ষিণ দিকেতে।
দিবারাত্রি ব্যবহৃত জানিবে মনেতে।।

শুন এবে ওহে বৎস আমার বচন।
দিবাকর অস্তমিত হবেন যখন।।
প্রবেশে তাঁহার প্রভা অনল মাঝারে।
অগ্নি সমুজ্জ্বল তাই হয় রাত্রি পরে।।
উদয় হবেন যবে সূর্য্য পুনরায়।
সূর্য্যমধ্যে অগ্নিপ্রভা সেইকালে যায়।।
সেকারণ সূর্য্যতেজ হয় খরতর।
শুন শুন ওহে বৎস বলি তার পর।।
সূর্য্য অগ্নি দুই প্রভা হইয়া মিলন।
দিবা রাত্রি করিছেন তৃপ্তি সম্পাদন।।
দিবাকর সুমেরুর দক্ষিণার্দ্ধে গেলে।
প্রবেশ করয়ে দিবা তখন সলিলে।।
উত্তরার্দ্ধে গেলে রাত্রি সলিল ভিতর।
প্রবেশ করিয়া থাকে শুন গুণধর।।
দিবা ভাগে যামিনীর প্রবেশ কারণ।
সেহেতু সলিল হয় শোণিত বরণ।।
দিবসের রাত্রিযোগে প্রবেশ কারণে।
জল শুক্লবর্ণ হয় জানিবেক মনে।।
পুষ্করদ্বীপের মাঝে শুন মহাত্মন।
সূর্য্যদেব যেইকালে করেন গমন।।
ত্রিশ অংশের এক ভাগ ধরায় তখন।
অতিক্রম করা হয় জানে সর্ব্বজন।।
মুহূর্ত্তেক গতি হয় ইহার আখ্যান।
শাস্ত্রকথা তব পাশে কহি মতিমান।।
দিবাকর শ্রীবিষ্ণু এহেন প্রকারে।
কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমিছে সংসারে।।
ভাগ হয় দিবারাত্রি এই সে কারণ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন।।
মকর রাশিতে সূর্য্য যান যেইকালে।
উত্তর-অয়ন হয় আরম্ভ সেকালে।।
কুম্ভ মীন রাশিদ্বয়ে ক্রমে তারপর।
সাক্ষাৎ হইয়া থাকে শুন গুণধর।।
মীনরাশিগত সূর্য্য হবেন যখন।
দিবারাত্রি তুল্য হয় জানিবে তখন।।
মেষ রাশিগত যবে হন তারপর।
দিবামান বৃদ্ধি তাহে হয় পর পর।।

হেনমতে বৃষ আর মিথুন রাশিতে।
দিবাকর যান বৎস জানিবে ক্রমেতে।।
মিথুন রাশিতে ভোগ হলে সমাপন।
শেষ হয়ে যায় দিবা বৃদ্ধি পরিমাণ।।
অনন্তর কর্কটেতে করিলে গমন।
হয়ে থাকে সেইকালে দক্ষিণ অয়ন।।
কুলালচক্রের ন্যায় সূর্য্য সেই কালে।
বায়ুসম বিচরণ করে মহাবলে।।
অল্পকাল মধ্যে তাই ওহে মহাত্মন।
সমধিক স্থান তাঁর হয় অতিক্রম।।
দক্ষিণ অয়ন শুন হয় যেই কালে।
দ্বাদশ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাস্কর সেকালে।।
ভোগ করি ছয় রাশি ওহে বাছাধন।
সপ্তম রাশিতে পরে অস্তগত হন।।
কুলালচক্রের ন্যায় রাত্রিযোগে পরে।
অবস্থিত হয়ে জ্যোতিশ্চক্রের মাঝারে।।
আঠারো মুহূর্ত্ত করি মৃদু মৃদু অতি।
ছয় রাশি ভোগ করে শুন মহামতি।।
সপ্তম রাশিতে পরে দেব দিবাকর।
পুনশ্চ উদিত হন শুন গুণধর।।
হেনমতে দক্ষিণাংশ অতীত হইলে।
মৃদুগতি ভগবান দিনমণি চলে।।
অধিক সময় মধ্যে অল্পদূর যান।
কহিনু আসল কথা শুন মতিমান।।
দিবসের পরিমাণ উত্তর-অয়নে।
আঠারো মুহূর্ত্ত হয় জানিবেক মনে।।
আঠারো মুহূর্ত্ত ফিরে এ হেন সময়।
ছয় রাশি ভোগ করি সানন্দ হৃদয়।।
সপ্তম রাশিতে অস্ত যান দিনমণি।
কহিনু তোমার পাশে শুন গুণমণি।।
দ্বাদশ মুহূর্ত্ত আর যামিনী যোগেতে।
ছয় রাশি ভোগ করি যথা নিয়মেতে।।
সপ্তম রাশিতে হন উদিত ভাস্কর।
এ গতি সর্ব্বত্র জান দর্শন গোচর।।
রাত্রি ও দিবামানে যেমন নিয়ম।
সূর্য্যের গতির দ্বারা হয় নিরূপণ।।

অন্য কোন কোন দেশে এ হেন প্রকারে।
হয়ে থাকে ব্যবহৃত জানিবে অন্তরে।।
এ দেশে দক্ষিণায়ন হয় যেই কালে।
শেষ সীমা দিবা মান হয় সেই কালে।।
তের মুহূর্ত্তের কিছু অধিক যে হয়।
সত্যের কিঞ্চিৎ ন্যূন জানিবে নিশ্চয়।।
যেই রূপ দিনমান উত্তর অয়নে।
সেই কথা বলিতেছি শুন অবধানে।।
সপ্তদশ মুহূর্ত্তের কিছু কম হয়।
তের মুহূর্ত্তের বেশী যামিনী নিশ্চয়।।
কুলালচক্রের নাভিদেশেতে যেমন।
থাকি একস্থানে মাটি করয়ে ভ্রমণ।।
তদ্রূপ সে ধ্রুব জ্যোতিশ্চক্রের মাঝারে।
থাকি সদা এক স্থানে বিচরণ করে।।
কুলালচক্রের মত সূর্য্য ভগবান।
উভয় কাষ্ঠের মধ্যে করি অবস্থান।।
দিবারাত্রি ভ্রমিছেন মণ্ডল আকারে।
দ্রুত মৃদু দুই গতি তাঁহার সংসারে।।
যে অয়নে দিবাভাগে দেব দিবাকর।
ধরে চলে মৃদুগতি ও গুণধর।।
যে অয়নে রাত্রিকাল শীঘ্রগতি হয়।
রাত্রিতে করিলে মৃদু গতির আশ্রয়।।
সে অয়নে দিবাভাগে হয় শীঘ্রগতি।
কহিনু তোমার পাশে শুন মহামতি।।
হেনমতে একরূপ প্রমাণানুসারে।
দিবাভাগে বিচরণ কুতূহলে করে।।
ভোগ করে ছয় রাশি দেব দিনমণি।
ছয় রাশি ভুঞ্জে আরো যখন যামিনী।।
রাশির প্রমাণ দ্বারা ওহে বাছাধন।
দিবারাত্রি হ্রাস-বৃদ্ধি হয় দরশন।।
রাশি ভোগ দ্বারা হলে উত্তর অয়ন।
রাত্রি অল্প দিন বৃদ্ধি হয় দরশন।।
দক্ষিণ-অয়ন উপস্থিত হলে পরে।
দীর্ঘ রাত্রি অল্প দিন হয় সেই স্তরে।।
ঊষাদণ্ড রাত্রি মধ্যে গণনীয় হয়।
উভয় দণ্ডেরে গণি দিবাতে নিশ্চয়।।

উভয় দণ্ডেরে এই প্রাতঃসন্ধ্যা বলে।
যারে কয় সায়ংসন্ধ্যা শুন অতঃপরে।।
দিবসের শেষ আর রাত্রির প্রথম।
দণ্ডদ্বয় সায়ংসন্ধ্যা আছে নিরূপণ।।
সন্ধ্যাকালদ্বয় যবে উপনীত হয়।
মন্দেহ রাক্ষস আসি সে হেন সময়।।
সূর্য্যদেবে গ্রাস হেতু সমুদ্যত হয়।
কহিনু তোমার পাশে জানিবে নিশ্চয়।।
মন্দেহ নামক যত রাক্ষসের গণ।
বিধাতার শাপগ্রস্ত শুন বাছাধন।।
প্রাণত্যাগ প্রতিদিন তাহারাই করে।
পুনর্ব্বার লাভ করে জীবন তৎপরে।।
তাদের সঙ্গেতে সদা অতি ভয়ঙ্কর।
সূর্য্যের সংগ্রাম হয় শুন গুণধর।।
গায়ত্রী ওঙ্কার কিংবা করি উচ্চারণ।
উৎক্ষিপ্ত করয়ে জল যদি বিপ্রগণ।।
সেই জল বজ্র সম হয় সেই ক্ষণে।
ভস্মীভূত করি ফেলে সে রাক্ষসগণে।।
প্রাতে আর সন্ধ্যাকালে শুন মহাত্মন।
সাগ্নিক বিপ্রেরা মন্ত্র করি উচ্চারণ।।
আহুতি প্রদান কৈলে অনল মাঝারে।
সূর্য্যপ্রভা সমুজ্জ্বল হয় চরাচরে।।
বিষ্ণুর স্বরূপ হন দেব দিবাকর।
ওঁকারে বুঝায় বিষ্ণু শুন গুণধর।।
সেই হেতু ওঙ্কার হলে উচ্চারণ।
মন্দাখ্য রাক্ষস করে জীবন বর্জ্জন।।
আদ্য কথা বিষ্ণু তেজ ওঙ্কার দ্বারায়।
প্রেরিত হইয়া সূর্য্যে যদি মিলি যায়।।
অতএব রাক্ষসেরা হয় বিনাশন।
তোমার পাশেতে কহি শুন বাছাধন।।
সন্ধ্যা উপাসনা তাই কভু না লঙ্ঘিবে।
লঙ্ঘিলে মহৎ ক্ষতি হবে এই ভবে।।
সন্ধ্যা উপাসনা নাহি করে যেই জন।
সূর্য্যবধ পাপী হয় সেই নরাধম।।
যত বালখিল্য ঋষি ব্রাহ্মণ নিকর।
সন্ধ্যা উপাসনা আদি করি নিরন্তর।।

জগৎ পালনরত দেব দিবাকরে।
করিছ সতত রক্ষা একান্ত অন্তরে।।
যেরূপ সময়ভেদ সূর্য্যের দ্বারায়।
সংসার মাঝেতে হয় কহিব তোমায়।।
পঞ্চদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা শাস্ত্রের নির্ণয়।।
ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত বাখানি।
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা আর রাত্রি গণি।।
দিবারাত্রি যথাক্রমে হ্রাসবৃদ্ধি পায়।
হ্রাস নাহি সন্ধ্যার কহিনু তোমায়।।
অথবা নাহিক বৃদ্ধি হয় কোন কালে।
সমভাগে সন্ধ্যাদ্বয় বিরাজে সংসারে।।
সূর্য্যের উদয়াবধি ত্রিমুহূর্ত্ত কাল।
খ্যাত আছে প্রাতঃ বলি শুন যাহা ভাল।।
সে কালকে দিবসের পঞ্চমাংশ জানি।
অনন্তর ত্রিমুহূর্ত্ত সঙ্গম বাখানি।।
সঙ্গমান্তে ত্রিমুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন আখ্যান।
তারপর ত্রিমুহূর্ত্ত অপরাহ্ন নাম।।
পরে যে মুহূর্ত্তত্রয় সায়াহ্ন নামেতে।
বিদিত হইয়া আছে জানিবে মনেতে।।
সমুদয়ে পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত হইলে।
সৌর একদিন হয় শাস্ত্রে হেন বলে।।
কিন্তু অয়নের ভেদে শুন মহাত্মন।
সে দিনের তারতম্য হয় দরশন।।
উত্তর অয়ন যবে হয় উপনীত।
যামিনীরে গ্রাস করে দিবস নিশ্চিত।।
দিবসের গ্রাসে রাত্রি দক্ষিণ অয়নে।
যাহা নিরূপিত আছে শাস্ত্রের প্রমাণে।।
শরৎ ও বসন্ত দু'য়ের মাঝারে।
যে কালে তুলা ও মেষের সঞ্চারে।।
বিষুব তাহার নাম জান মতিমান।
সেই কালে হয় দিবা যামিনী সমান।।
সূর্য্য যবে কর্কটেতে করেন গমন।
সেই কাল হয় জান দক্ষিণ অয়ন।।
মকর রাশিতে তিনি যান যেই কালে।
উত্তর অয়ন হয় জানিবে সকলে।।

দিন ও রাত্রির কথা করিনু কীর্ত্তন।
পঞ্চদশ দিবারাত্রি হলে সমাপন।।
এক পক্ষ হয় তাহে শুন মহামতি।
দুই পক্ষে এক মাস শাস্ত্রের ভারতী।।
দুই মাসে এক ঋতু আছে নিরূপণ।
তিন ঋতু হলে এক জানিবে অয়ন।।
দুই অয়নেতে এক বৎসর বাখানি।
কহিনু তোমার পাশে শুন মহামুনি।।
চাতুর্ম্মাস্য বৈপরীত্য হবার কারণে।
পঞ্চবিধ বর্ষ হয় জানিবেক মনে।।
প্রথম বর্ষের নাম হয় সম্বৎসর।
দ্বিতীয়কে পরিবর্ষ কহে যত নর।।
ইদ্বর্ষ তৃতীয়ের জানিবে আখ্যান।
অনুবর্ষ হয় বৎস চতুর্থের নাম।।
নির্দ্দিষ্ট পঞ্চম আছে নামেতে বৎসর।
এসব বর্ষের যুগ কহে যত নর।।
পৃথিবীর উত্তরেতে ধবল পর্ব্বতে।
বিরাজিছে তিন শৃঙ্গ জানিবে মনেতে।।
দক্ষিণ উত্তর মধ্য তাদের আখ্যান।
তাই সে গিরির হয় শৃঙ্গবান নাম।।
সেই তিন শৃঙ্গ দিয়া দেব দিনমণি।
গমন করেন সদা শুন মহামুনি।।
শরৎ বসন্ত এই দুয়ের মাঝেতে।
তুলা মেষ রাশিগত হন যে কালেতে।।
সেই কালে দিবারাত্রি দোঁহা পরিমাণ।
পনের মুহূর্ত্ত হয় শুন মতিমান।।
মেষের শেষেতে যবে থাকে দিনমণি।
তুলার সপ্তম স্থানে যবে নিশামনি।।
বৈশাখী পূর্ণিমা হয় তখন জানিবে।
তারপর মৈত্রেয় মুনি বলি শুন তবে।।
তুলার সপ্তমে যবে থাকে দিবাকর।
মেষের শেষেতে রহে দেব শশধর।।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হয় জানিবে তখন।
পবিত্র পূর্ণিমা তিনি বিদিত ভুবন।।
বিষুব সংক্রান্তি যাহা শুন মহামতি।
পবিত্র বলিয়া তাহা ধরাতলে খ্যাতি।।

সংযতাত্মা নরগণ এই সব কালে।
দেব পিতৃ উদ্দেশ্যেতে কত দান দিলে।।
যত দান ব্রাহ্মণেরে করে নরগণ।
দান দিলে হয় মহা পুণ্য উপার্জ্জন।।
বিষুব সংক্রান্তিকালে যদি দান করে।
সেজন কৃতার্থ হয় এ ভব সংসারে।।
পূর্ব্বোক্ত পূর্ণিমাদ্বয় শুন মহাত্মন।
সূর্য্যগতি বশে হয়ে থাকে যে যেমন।।
বিষুবসংক্রান্তি যথা সূর্য্যগতি বশে।
সেরূপ জানিবে দিবারাত্রি মলমাসে।।
মলমাস কলা কাষ্ঠা ক্ষণ দিবা নিশি।
অমাবস্যা ওহে ঋষে আর পৌর্ণমাসী।।
সূর্য্যের গতির দ্বারা হয় নিরূপণ।
কহিনু সকল কথা শুন মহাত্মন।।
অমাবস্যা দিনে প্রাতে চন্দ্র দৃষ্ট হলে।
সিনীবালী কহে তারে শাস্ত্রে হেন বলে।।
যে অমাবস্যায় চন্দ্র দৃষ্ট নাহি হয়।
তার নাম কুহু বলি বুধগণ কয়।।
যে পূর্ণিমাদিনে চন্দ্র পরিপূর্ণ থাকে।
রাকা বলি ডাকে তারে জগতের লোকে।।
যে পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী সমন্বিতা হয়।
অনুমতী তার নাম শুন মহাশয়।।
সূর্য্যের গতিতে হয় উত্তর অয়ন।
দক্ষিণ অয়ন হয় ওহে তপোধন।।
মাঘ আদি ছয় মাস উত্তর অয়ন।
তারপর ছয় মাস দক্ষিণ অয়ন।।
এখন শুনহ বৎস বলি হে তোমারে।
লোকালোক গিরিকথা জানহ অন্তরে।।
কর্দ্দম নামেতে যেবা ছিল প্রজাপতি।
হয় তাঁর চার পুত্র* শুন মহামতি।।
নির্দ্দন্দ্ব হইয়া সেই পুত্র চারি জন।
উক্ত গিরি চতুষ্পার্শ্ব করেন পালন।।
সূর্য্যপথ অজবীথি অভিধান ধরে।
তাহার দক্ষিণে আর অগস্ত্য উত্তরে।।

*চার পুত্র— প্রজাপতি কর্দ্দমের চার পুত্র। তাহাদের নাম—সুধামা, সুতপা, হিরণ্যরোমা ও কেতুমান।

পিতৃযান বিদ্যমান ওহে মতিমান।
অনলাপথের বহির্ভাগে বর্ত্তমান।।
ঋত্বিকেতে রত অগ্নিহোত্রী ঋষিগণ।
অবস্থান করি পিতৃযানে অনুক্ষণ।।
প্রতিযুগে জ্ঞানযোগে তথাকার গণে।
করেন পালন সবে জানিবেক মনে।।
তাঁরা সবে বেদমন্ত্র করিয়া স্থাপন।
তত্রস্থিত জনগণে করেন পালন।।
পিতৃযান যেই স্থানে আছে বিদ্যমান।
তাহার পূর্ব্বেতে যারা করে অবস্থান।।
তারা সবে যথাকালে ত্যজিয়া জীবন।
পশ্চিম দিকেতে পুনঃ লভয়ে জনম।।
পশ্চিম দিকেতে তবে যারা যারা রয়।
মরিলে তাদের জন্ম পূর্ব্বদিকে হয়।।
সূর্য্যের দক্ষিণ দিক করিয়া আশ্রয়।
তাহারা এরূপে রহে যাবৎ প্রলয়।।
সূর্য্যপথে আছে এক নাগবীথি নাম।
তাহার উত্তর ভাগে আছে পিতৃযান।।
সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে দক্ষিণ ভাগেতে।
বিদ্যমান আছে তাহা জানিবেক চিতে।।
ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় কিংবা সাধারণ।
সেই স্থানে অবস্থান করে সর্ব্বক্ষণ।।
তাঁহাদিকে মৃত্যু নাহি আক্রমণ করে।
অতীব মহাত্মা তাঁরা জানিবে অন্তরে।।
ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ আটাশি হাজার।
সর্ব্বদা বিষয়ভোগ* বর্জ্জন যাহার।।
সূর্য্যের উত্তর দিকে করে অবস্থান।
প্রলয় যাবৎ নাহি হয় সংঘটন।।
ত্রিলোক বিনষ্ট নাহি যতদিনে হয়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ বৎস ততদিন রয়।।
ততদিন অশ্বমেধ ফল ভোগ হয়।
যতেক প্রবীণ শাস্ত্রে কীর্ত্তন করয়।।
ধ্রুব মহামতি যেথা করে অবস্থান।
তার নিম্নভাগ হতে শুন মতিমান।।

পৃথিবী পর্য্যন্ত সব হয়ে যায় ক্ষয়।
দৈনন্দিন নামে যবে ঘটায় প্রলয়।।
ধ্রুবলোক অবস্থিত ঋষিগণোপরে।
বিষ্ণুর পরমপদ জানিবে তাহারে।।
তৃতীয় লোক বলি তাহার আখ্যান।
পাপ কিংবা পুণ্য ক্ষয়ে ওহে মতিমান।।
সে পরম পদ লাভ করে যোগীগণ।
তথা গেলে শোক নাহি করে আক্রমণ।।
লোক সাক্ষী ধর্ম্মরত মহাত্মা নিকর।
সাংখ্যযোগবলে হয়ে একান্ত অন্তর।।
সে পরম পদ লাভ করিয়া হরিষে।
সুখে অবস্থান করে সে সুখ প্রদেশে।।
যথা সূর্য্য শূন্যমার্গে দিবেন দর্শন।
জানিবে তেমন যোগশীল মহাত্মন।।
বিবেকাত্মা জ্ঞানযোগে তাহারা সকলে।
সেই স্থান দরশন করে কুতূহলে।।
বিষ্ণুধাম ধ্রুবলোকে ওহে গুণধর।
ওতপ্রোত ভাবে আছে বিশ্ব চরাচর।।
নিজে মেধীভূত হয়ে ধ্রুব মহাত্মন।
ভগবান সূর্য্যদেব করিছে ধারণ।।
সমুদয় জ্যোতিঃ আছে ধ্রুবের মাঝারে।
জ্যোতির্ম্মধ্যে মেঘজাল আছে থরে থরে।।
মেঘমধ্যে বৃষ্টি আছে শুন মহামতি।
বৃষ্টিমধ্যে জলরাশি করে অবস্থিতি।।
দেবাদি সকল জীব যে জল দ্বারায়।
তৃপ্তি পুষ্টি লাভ করে কহিনু তোমায়।।
যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠান করি নরগণ।
দেবতার পরিতুষ্টি করিলে সাধন।।
সলিল বর্ষণ করি দেবতা নিকর।
মঙ্গল বিধান করে নরের উপর।।
বিষ্ণুধাম ধ্রুবলোক করিনু কীর্ত্তন।
ত্রিলোক আধার যাহা অতি মনোরম।।
গঙ্গা বাহির হয় ধ্রুবলোক হতে।
দেবনারী গাত্র স্পর্শ করেন ক্রমেতে।।
লুপ্ত করি সবাকার অঙ্গ বিলোপন।
পিঙ্গলবর্ণ ক্রমে করেছে ধারণ।।

*বিষয়ভোগ— লোভ, ইচ্ছা, মৈথুন, স্নেহ, কামনা, পুত্র উৎপাদন ও শব্দাদি।

বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠে অঙ্গকটাহ প্রথমে।
বিদীর্ণ হইলে গঙ্গা সেই পথে ক্রমে।।
প্রবাহিত হয়ে গেছে ওহে মহাত্মন।
অপূর্ব্ব ঘটনা পরে করহ শ্রবণ।।
মহামতি ধ্রুব পরে ভক্তি সহকারে।
আপনার শিরে করে ধারণ তাঁহারে।।
হেনমতে প্রবাহিত হয়ে সুরধনী।
তরঙ্গমালার দ্বারা শুন মহামুনি।।
ঋষিদের জটাজুট করি ভাসমান।
চন্দ্রমামণ্ডলে ক্রমে করেছে পয়ান।।
জলেতে প্লাবিত করি শশাঙ্কমণ্ডল।
সুমেরু উপরে পরে নিপতিত হল।।
জগৎ পবিত্র হেতু শুন মহামতি।
সুবিভক্ত চারি ভাগে হন ভগবতী।।
সীতা ও অলকানন্দা বংক্ষুভদ্রা আর।
এই চারি নাম তাঁর জগতে প্রচার।।
ভগবান পশুপতি অলকানন্দারে।
ধরিয়া আছিল শত বর্ষ নিজ শিরে।।
তারপর জটাজুট করিয়া ছেদন।
বাহির করিয়া দেন দেব ত্রিলোচন।।
বাহির হইয়া দেবী গিয়া সুরপুরে।
প্লাবিত করেন সব সানন্দ অন্তরে।।
তারপর ধরাতলে করিয়া গমন।
পাপীগণে তারিলেন শুন মহাত্মন।।
সগরবংশেরে সব করিয়া উদ্ধার।
বিশ্বমাঝে করিলেন মহিমা প্রচার।।
অতীব পবিত্র তাঁর সলিল যেমন।
বর্ণনা করিতে তাহা পারে কোন জন।।
যেই বুদ্ধিমান গঙ্গাজলে স্নান করে।
পাতক যতেক তাঁর অবশ্য সংহারে।।
মহাপুণ্য লাভ করে সেই মহাত্মন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যাঁরা ওহে মতিমান।
গঙ্গাজল পিতৃগণে করেন প্রদান।।
তিন বর্ষ তৃপ্ত তার থাকে পিতৃগণ।
বহু পুণ্য উপর্জ্জন করে দাতাজন।।

কত বিপ্র কত রাজা লয়ে গঙ্গাজল।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি পায় মহাবল।।
যতনে হরির করি তৃপ্তি সম্পাদন।
উভলোকে মহৈশ্বর্য্য করেছে অর্জ্জন।।
গঙ্গাজলে স্নান করি যত যতিগণ।
পাপরাশি দূর করি ওহে তপোধন।।
নিজ মন হরি প্রতি রাখিয়া যতনে।
করিছে নির্ব্বাণলাভ জানিবেক মনে।।
গঙ্গা নাম প্রতিদিন করিলে শ্রবণ।
গঙ্গাজল লাভ হেতু করিলে মনন।।
অথবা দর্শন কৈলে জাহ্নবী দেবীরে।
যদ্যপি জলস্পর্শ করহ সাদরে।।
অথবা গঙ্গার জল যদি কর পান।
কিংবা গঙ্গাজলে করে বিধানেতে স্নান।।
প্রতিদিন গঙ্গানাম করিলে কীর্ত্তন।
অখিল পাতক তার হয় বিমোচন।।
পরম পবিত্র হয় সে জন সংসারে।
শাস্ত্রের বিচার এই কহিনু তোমারে।।
গঙ্গা হতে দূরে থাকি শতেক যোজন।
গঙ্গা মা গঙ্গা বলি করে উচ্চারণ।।
জন্মাবধি যত পাপ বিনাশে তাহার।
গঙ্গার মাহাত্ম্য আছে জগতে প্রচার।।
বাহির হইয়া গঙ্গা ধ্রুবলোক হতে।
ত্রিলোক পাবন করে জানিবে মনেতে।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত আধার।
ভক্তিতে শুনিলে হয় ভবসিন্ধু পার।।

বিষ্ণুর শিশুমার আকৃতি বর্ণন

কহিলেন পরাশর শুন তারপরে।
শিশুমারাকৃতি কথা বর্ণিব তোমারে।।

দিব্যমূর্ত্তি শ্রীহরির শিশুমার আকৃতি।
বিরাজিত আকাশেতে শুন মহামতি।।
তাঁর পুচ্ছদেশে ধ্রুব করে অবস্থান।
আকাশপথেতে তাহা ভ্রমে অবিরাম।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে চন্দ্র আদিত্যাদি করি।
ভ্রমিতেছে গ্রহগণ চারিদিকে ফিরি।।
সে মূর্ত্তি যখন করে গগনে ভ্রমণ।
নক্ষত্রমণ্ডল ধায় চক্রের মতন।।
তার পিছে পিছে ধায় নক্ষত্রমণ্ডল।
তারপর শুন বলি ওহে ঋষিবর।।
চন্দ্র সূর্য্য তারা ঋক্ষ আর গ্রহগণ।
বদ্ধ আছে ধ্রুবদেহে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
শিশুমার সমরূপ গগনমণ্ডলে।
যাহা বিদ্যমান আছে কহিনু সকলে।।
আধার স্বরূপ হয়ে দেব নারায়ণ।
তাহার হৃদয়ে বাস করে অনুক্ষণ।।
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহামতি।
স্তব করে নারায়ণে করিয়া ভকতি।।
শিশুমার পুচ্ছদেশ করি আলম্বন।
করিছেন অবস্থান শুন মহাত্মন।।
শ্রীবিষ্ণু হলেন শিশুমারের আধার।
ধ্রুবের আধার হয় সেই শিশুমার।।
সূর্য্যের আধার ধ্রুব মনেতে জানিবে।
বিশ্বের আধার সূর্য্য খ্যাত ভবার্ণবে।।
দিনমণি অষ্টমাস নিক্ষেপি কিরণ।
যত রস ধরিত্রীর করি আকর্ষণ।।
বর্ষণ করয়ে বারি চারিমাস পরে।
তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে ধরাপরে।।
সেই শস্য দ্বারা হয় জীবন ধারণ।
পৃথিবীর সর্ব্বজন পুলকিত মন।।
প্রখর কিরণজালে ভূমিগত জল।
আকর্ষণ করি ক্রমে সূর্য্য মহাবল।।
পুষ্ট করে সেইজলে দেব শশধরে।
অনন্তর শুন ঋষি বলিহে তোমারে।।
শশাঙ্কের বায়ুময় নাল দ্বারা পরে।
সেই জল পড়ে ক্রমে মেঘের উপরে।।

ধূম অগ্নি বায়ু এই তিনের বিকার।
মিলিত হইয়া করে মেঘের সঞ্চার।।
বায়ু সহ যোগ ভিন্ন মেঘ হতে জল।
পতিত হয় না কভু ব্রহ্মাণ্ড মহল।।
সে কারণ হয় মেঘ অভ্র অভিধান।
সত্য যাহা কহিলাম শুন মতিমান।।
সঞ্চালিত বায়ু দ্বারা হলে তারপরে।
মেঘ হতে বারিধারা ধরাতলে পড়ে।।
নদ নদী সরোবর অথবা সাগর।
আকর্ষে সবার জল দেব দিবাকর।।
যদি নাহি থাকে কভু মেঘের সঞ্চার।
তথাপি কিরণযোগে বিষ্ণু বিশ্বাধার।।
মন্দাকিনী জল কত করি আকর্ষণ।
পৃথিবীতে সেই জল করেন বর্ষণ।।
স্পর্শমাত্রে সেই জল মানব শরীরে।
নাহি থাকে কোন পাপ জানিবে অন্তরে।।
স্নানকার্য্য সেই জলে সাধন করিলে।
সে জন পাতকী নাহি হয় কোন কালে।।
নির্ম্মল আকাশে সূর্য্য উদিত থাকিলে।
মন্দাকিনীজল তাঁর কিরণের বলে।।
আকৃষ্ট হইয়া পড়ে ধরার উপর।
অতি সত্য কথা কহি তোমার গোচর।।
সূর্য্যের প্রকাশ সত্তে সেই জলাধার।
বিষম নক্ষত্রে পড়ে ধরার উপর।।
নিক্ষেপ করয়ে তাহা দিক্-হস্তীগণ।
যুগ্ম নক্ষত্রেতে যাহা হয় বরিষণ।।
সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তাহা ভূমিতলে পড়ে।
পরম পবিত্র তাহা জানিবে অন্তরে।।
কেহ যদি সেই জলে গিয়া করে স্নান।
অবিলম্বে পাপ হতে পায় পরিত্রাণ।।
যেই জল মেঘ হতে পড়ে ধরাতলে।
ধান্যাদি ওষধি বাড়ে সেই সে সলিলে।।
সেই সব ধান্য আর ওষধি প্রবর।
জীবের জীবিকারূপ শুন গুণধর।।
যেই শস্য ভূমিতলে হয় উৎপাদন।
যজ্ঞ করে তাহা দিয়া জ্ঞানী মহাজন।।

সেই যজ্ঞ হেতু তৃপ্তি দেবগণ পায়।
সন্দেহ নাহিক তাহে কহিনু তোমায়।।
যজ্ঞ বেদ বিপ্র আদি বর্ণচতুষ্টয়।
দেবগণ পশুপক্ষী অন্য জীবচয়।।
বৃষ্টিকে আশ্রয় করি রয়েছে সকলে।
বৃষ্টি হতে ভক্ষ দ্রব্য জানিবে ভূতলে।।
সূর্য্যদেব হন সেই বৃষ্টির আধার।
সূর্য্যের আধার হন ধ্রুব গুণাধার।।
শিশুমার দিব্য মূর্ত্তি শুন মহাত্মন।
ধ্রুবের আধার হন জানে সর্ব্বজন।।
অখিল জগৎ যাহা বিষ্ণুতে বন্ধন।
আদ্যোপান্ত তব পাশে করিনু বর্ণন।।
শিশুমার ধ্রুব কথা যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে পায় সেই শ্রীহরি রতন।।
বিষ্ণুনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাবার পথ নাই যম আছে পিছে।।

সূর্য্যের রথে অধিষ্ঠিত দেবতাদের বিবরণ

পরাশর কহিলেন মৈত্রেয় মহামুনি।
সূর্য্যরথাশ্রিত দেবগণ আমি গণি।।
জ্যোতিশ্চক্রান্তর্গত কাষ্ঠদ্বয় মাঝে।
বিস্তৃত বিশাল এক পথ যে বিরাজে।।
তাহার বিস্তার অষ্ট সহস্র যোজন।
সূর্য্যদেব রথোপরি করি আরোহণ।।
ভরসা করিয়া সে পথ অতীব সাদরে।
আরোহণ একবার করেন বৎসরে।।
বারেক করেন পুনঃ অব-আরোহণ।
তাহারে বার্ষিক গতি বলে সুধীগণ।।
তাঁর রথে প্রতি মাসে শুন মহামতি।
ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য ও ঋষি করে স্থিতি।।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যক্ষ রক্ষ নাগগণ।
ভিন্ন ভিন্ন প্রতি মাসে জ্ঞাত গুণীজন।।
যেই কালে ভগবান দেব দিবাকর।
জ্যোতিশ্চক্র আলম্বিয়া শুন মুনিবর।।
গমনে প্রবৃত্ত হন এ হেন সময়ে।
স্তব করে মহর্ষিরা আনন্দ হৃদয়ে।।
পুরোভাগে গন্ধর্ব্বেরা করি অবস্থিতি।
মনোসুখে নৃত্যগীত করে মহামতি।।
নৃত্য করে মহানন্দে অপ্সরার গণ।
সূর্য্য অনুগামী হয় নিশাচরগণ।।
বহন করয়ে রথ পন্নগ তাঁহার।
যক্ষেরা চালায় রথ শুন গুণাধার।।
বালখিল্য ঋষিগণ থাকি চারিধারে।
বদনে সূর্য্যের জয় সংকীর্ত্তন করে।।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির হইয়া কারণ।
আনন্দ হৃদয়ে সেইরূপ সপ্তগণ।।
ভাস্করমণ্ডলে* সদা অবস্থান করে।
যেরূপ হিসাব আমি কহিনু তোমারে।।
এই কথা যেই নর করিবে শ্রবণ।
অথবা ভকতি ভরে করে অধ্যয়ন।।
কদাচ তাহার দেহে পাতক না রয়।
অন্তকালে যায় সেই শ্রীহরির আলয়।।

---

*ভাস্করমণ্ডলে .... কহিনু তোমারে—বৈশাখাদি বার মাসে যথাক্রমে বিষ্ণু, ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, বিভাবসু, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা নামক দ্বাদশ আদিত্য। মেনকা, রম্ভা, প্রম্লোচা, ক্রতুস্থলী, পুঞ্জিকস্থলী, উম্লোচা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, তিলোত্তমা ও কালী এই বারজন অপ্সরা। পুলস্ত্য, পুলহ, দক্ষ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র এই দ্বাদশ ঋষি। কচ্ছনীর, বাসুকী, তক্ষক, শুক্র, এলাপত্র, কম্বল, শঙ্খপাল, ধনঞ্জয়, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কর্কোটক ও অশ্বতর এই দ্বাদশ নাগ। রথকৃৎ, অথৌজা, রথস্বন, রথচিত্র, স্রোত, আপুরণ, সুরুচি, পর্য্যন্ত, তাক্ষ্য, উর্ণায়ু, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ এই দ্বাদশ যক্ষ। তুম্বরু, নারদ, হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, সুষেন, অপি, চিত্রসেন, অরিষ্টনেমি, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চ্চা এই দ্বাদশ গন্ধর্ব্ব সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন। এইভাবে ঐ সপ্তগণ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবৃত হয়ে ঐ সকল মাসে দিবাকরমণ্ডলে অবস্থান করেন।

দেবগণ তার যশ সদা করে গান।
অপ্সরারা করে তারে সতত সম্মান।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা পুরাণের সার।
বিরচিয়া কবিবর প্রফুল্ল অন্তর।।

সূর্য্যে বিষ্ণুশক্তির আরোপন

পরাশরে জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুজন।
শুনিলাম সপ্তগণ শীতাদি কারণ।।
মহর্ষি গন্ধর্ব্ব রক্ষ উরগ নিকর।
যক্ষ আদি অপ্সরা শুন বিজ্ঞবর।।
সবাকার বিবরণ করিনু শ্রবণ।
তবে জিজ্ঞাসি এক শুন ভগবন।।
সূর্য্যের বিষয় কিন্তু অজ্ঞাত আমার।
এখনো রয়েছে বাকি সব সমাচার।।
হিমাদি বর্ষণ যদি করে সপ্তগণ।
তবে বল সূর্য্য হতে কি হয় করম।।
উদিত ও অস্তগত হন কি কারণে।
সব বিবরিয়া প্রভু কহ মম স্থানে।।
পরাশর বলে তবে শুন মহামতি।
প্রকাশিব তব পাশে অপূর্ব্ব ভারতী।।
সপ্তগণ হতে শ্রেষ্ঠ সূর্য্য ভগবান।
শুনহ বলিব তার সত্য বিবরণ।।
ঋক যজু সাম সজ্ঞা যে পূর্ণ শকতি।
বিষ্ণুর স্বরূপ হন সূর্য্য দিনপতি।।
তাঁহা হতে সন্তাপিত হতেছে সংসার।
নিষ্পাপ করেন বিশ্ব সূর্য্য গুণাধার।।
জগৎ রক্ষার হেতু বিষ্ণু ভগবান।
ঋক যজু সাম রূপ করেন ধারণ।।
ভাস্কর মণ্ডলে সদা করেন বসতি।
কহিলাম গূঢ় তত্ত্ব ওহে মহামতি।।

যে আদিত্য যেই মাসে আবির্ভূত হয়।
ত্রিবেদাত্ম বিষ্ণুশক্তি জান সে সময়।।
সেই সেই আদিত্যেতে করে অবস্থান।
কহিতেছি তারপর শুন মতিমান।।
পূর্ব্বাহ্নে ঋক্‌বেদ যারা দেব দিবাকর।
হয়ে থাকে সন্তাপিত শুন মুনিবর।।
যজুর্ব্বেদ দ্বারা হন মধ্যাহ্ন সময়ে।
সাম দ্বারা সায়াহ্নেতে জানিবে হৃদয়ে।।
সেই ত্রয়ীময়ী হয় বিষ্ণুর শকতি।
সূর্য্য অঙ্গ স্বরূপ সে শাস্ত্রের ভারতী।।
প্রতি মাসে সূর্য্য সেই শক্তি দ্বারায়।
হয়ে থাকে আক্রান্ত কহিনু তোমায়।।
শক্তি শুধু দিবাকরে করেছে আশ্রয়।
নাহি কর হেন বোধ শুন মহাশয়।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যে শক্তি দ্বারায়।
আক্রান্ত হয়ে থাকে কহিনু তোমায়।।
সৃষ্টিতে আদিতে পদ্মযোনি পদ্মাসন।
ঋক্‌বেদময় রূপ করিয়া ধারণ।।
সমগ্র জগতের তিনি সৃষ্টি করে।
তারপর বলি যাহা শুন ভাল করে।।
যজুর্ব্বেদময় রূপ করিয়া ধারণ।
শ্রীবিষ্ণু করেন সদা জগত পালন।।
সামবেদময় রূপ ধরি কুতূহলে।
জগৎ সংহার করে নিজে রুদ্রবলে।।
বিষ্ণুশক্তি পেয়ে সূর্য্য এহেন প্রকারে।
সদাই আক্রান্ত হয়ে সংসার ভিতরে।।
প্রথম কিরণজাল করি বরিষণ।
বিশ্বের তিমিরজাল করয়ে নিধন।।
সর্ব্বদাই মহর্ষিরা থাকি তাঁর পাশে।
স্তুতিবাদ করিছেন মনের হরিষে।।
পুরোভাগে গন্ধর্ব্বেরা করি অবস্থান।
বিষ্ণুগুণগান করে ওহে মতিমান।।
নৃত্য করে আনন্দেতে অপ্সরা সকল।
অনুগামী হয় সদা নিশাচর দল।।
বালখিল্য পন্নগ যত ঋষিগণ।
বাস করে তাঁর চতুর্দ্দিকে সর্ব্বক্ষণ।।

উদয় অথবা অস্ত গমন তাঁহার।
কল্পনা কেবলমাত্র কহিলাম সার।।
যেই সপ্তগণ মুনি করিনু কীর্ত্তন।
নহে ভিন্ন বিষ্ণুশক্তি হতে কদাচন।।
থাকে যথা প্রতিমূর্ত্তি দর্পণ ভিতরে।
সেই রূপ বিষ্ণুশক্তি আছে দিবাকরে।।
প্রতি মাসে সূর্য্যদেবে করিয়া আশ্রয়।
বৈষ্ণবী শকতি থাকে নাহিক সংশয়।।
সদা সূর্য্যদেব থাকি গগনমণ্ডলে।
সংবিভাগ দিবারাত্রি করি কুতূহলে।।
দেবতা মনুষ্য আর যত পিতৃগণ।
সন্তোষ সবারে তবে করেন সাধন।।
সূর্য্যরশ্মি দ্বারা চন্দ্র হয় রশ্মিময়।
হয় যে বর্দ্ধিত আরো জানিবে নিশ্চয়।।
যেই কালে কৃষ্ণপক্ষ হয় ধরাতলে।
দেবতা করয়ে পান সূর্য্যে কুতূহলে।।
বিশেষ রূপেতে দেবগণ করে পান।
পুনঃ কৃষ্ণপক্ষ ক্ষয় হলে মতিমান।।
সূর্য্য দ্বারা পুনর্ব্বারদেব শশধর।
সংবর্দ্ধিত হয়ে থাকে শুন বিজ্ঞবর।।
জীবগণে পরিতুষ্ট করিবার তরে।
শস্য বৃদ্ধি কারণেতে অবনী মাঝারে।।
পৃথিবীর যত রস করে আকর্ষণ।
তাহা হতে তৃপ্ত সদা দেব পিতৃগণ।।
মনুষ্যাদি ভবে যত আছে প্রাণীচয়।
তাঁহা হতে তৃপ্ত হয় জানিবে নিশ্চয়।।
পক্ষ তৃপ্তি দান সূর্য্য করে দেবগণে।
মাস তৃপ্তি পিতৃগণে দেন সযতনে।।
মনুষ্যেরে নিত্যতৃপ্তি করেন প্রদান।
কহিলাম গূঢ় কথা শুন মতিমান।।
পুর্ব্বেতে প্রণাম করি দেব দিবাকরে।
সূর্য্য নারায়ণ মূর্ত্তি ধরে আলোক প্রদান করে।।
সাক্ষাৎ স্বয়ং বিষ্ণু দেব দিবাকর।
জ্ঞানীগণ নমে যাঁরে করি যোড়কর।।
তাঁহার সাক্ষাতে যেবা অপকর্ম্ম করে।
মহাপাপী বলি সেই বিদিত সংসারে।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী সানন্দ অন্তর।।

চন্দ্র প্রভৃতির রথ বর্ণন ও গ্রহগণের স্থিতি

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
চন্দ্রের রথের কথা করহ শ্রবণ।।
চন্দ্রদেবের রথ হয় ত্রিচক্রে মণ্ডিত।
দশ অশ্ব দুই দিকে হয় অবস্থিত।।
কুন্দপুষ্প সম অশ্ব ধবল বরণ।
শশধর সেই রথে করেন ভ্রমণ।।
আশ্রয় করিয়া ধ্রুবে গ্রহ সমুদয়।
হয়ে থাকে শ্রেণীবদ্ধ কহিনু তোমায়।।
সূর্য্যের কিরণ হ্রাস ও বৃদ্ধি যেমন।
তাহারাও হ্রাস-বৃদ্ধি লভিবে তেমন।।
সূর্য্যের যতেক অশ্ব সাগর হইতে।
উদয় হইয়া থাকে জানিবে মনেতে।।
একবার সূর্য্যরথে হইয়া যোজিত।
কল্পকাল বয়ে যায় জানিবে বিহিত।।
কল্পকাল মধ্যে কভু বিমুক্ত না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই কহিনু তোমায়।।
পান করে চন্দ্রমারে যত দেবগণ।
পুনঃ সূর্য্য দ্বারা তিনি হবেন বর্দ্ধন।।
দেব পিতৃগণ পান করিবার পরে।
থাকে মাত্র এককলা জানিবে অন্তরে।।
সেই কলাক্রমে সূর্য্য রশ্মির দ্বারায়।
বর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ উঠয়ে ধরায়।।
কৃষ্ণপক্ষে যেই দিনে যেই পরিমাণে।
দেবগণ পান করে দেব চন্দ্রধনে।।
শুক্লপক্ষে সেই দিনে সেই পরিমাণে।
সূর্য্য দ্বারা পুষ্ট চন্দ্র হন ক্রমে ক্রমে।।
পুনরায় যবে তারে করে সবে পান।
হেনমতে ক্ষয়বৃদ্ধি হয় দৃশ্যমান।।

তেত্রিশ কোটি দেবগণের মাঝারে।
বিমুখ না হয় কেহ পানেতে তাঁহারে।।
পীত ভাবে অবশিষ্ট কলা যাহা রয়।
ভাস্করমণ্ডলে তাহা প্রবেশে নিশ্চয়।।
অমাকলা পাশে সেই ভাস্করমণ্ডলে।
ভাস্কর-রশ্মিতে অমা কলা বাস করে।।
কৃষ্ণপক্ষে শেষদিন তাই মহোদয়।
খ্যাত অমাবস্যা নামে ধরাতলে হয়।।
যেই দিন অমাবস্যা হইবে উদয়।
চন্দ্রমা করে পূর্ব্বে জলেতে আশ্রয়।।
বীরুধ আশ্রয় চন্দ্র করে তারপরে।
আশ্রয় লয় শেষে দেব দিবাকরে।।
অমাবস্যা দিনে তাই শুন মহাত্মন।
কদাচ না করে ভ্রমে বৃক্ষাদি ছেদন।।
যদি কেহ পত্র মাত্র কাটে সেই দিনে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তারে তখনি আক্রমে।।
তারপর শুন মুনি অমাবস্যাকালে।
চন্দ্রের পনের কলা অবশেষ হলে।।
ত্যাগ করে তাঁরে অপরাহ্নে পিতৃগণ।
মন দিয়া শুন যাহা বলি তপোধন।।
পীত হলে অবশিষ্ট কলা যাহা রয়।
নাহিক নিষ্কৃতি তার শুন মহাশয়।।
সূর্য্যরশ্মি হতে সুধা অমাবস্যা দিনে।
যখন নিঃসৃত হয় শুন অবধানে।।
মহাসুখে পিতৃগণ যাহা করে পান।
কহিনু তোমার পাশে শুন মতিমান।।
সৌম্য বর্হিসদ আর অগ্নিষ্বাত্তা নামে।
পিতৃগণ তিন রূপ বিদিত ভুবনে।।
তাঁহাদের তৃপ্তি তাহে মাসব্যাপী হয়।
তৃপ্তির কারণ মাত্র চন্দ্রমা নিশ্চয়।।
শুক্লপক্ষে তৃপ্ত তাঁহা হতে দেবগণ।
পিতৃগণ কৃষ্ণপক্ষে পরিতুষ্ট হন।।
অমৃত সলিলকণা করি বিতরণ।
ওষধির তৃপ্তি চন্দ্র করেন সাধন।।
নর আদি পশুপক্ষী যত জীবগণ।
সকলে লভয়ে তৃপ্তি চন্দ্রের কারণ।।

শ্রীচন্দ্র-নন্দন বুধ খ্যাত ত্রিভুবনে।
তাঁহার রথের কথা শুন সাবধানে।।
বায়ু আর অগ্নি দ্বারা সে রথ নির্ম্মাণ।
অষ্ট অশ্ব আছে তাহে শুন মতিমান।।
সে সকল অশ্ব হয় পিঙ্গল বরণ।
বুধ সদা সেই রথে করে বিচরণ।।
অসংখ্য তুণীর আর নানা পতাকায়।
অপূর্ব্ব শুক্রের রথ অতি শোভা পায়।।
অষ্ট অশ্ব পৃথিবীতে জন্মলাভ করে।
শুক্রের মহান রথ সদা স্কন্ধে ধরে।।
মঙ্গলের রথ হয় স্বর্ণময় জানি।
তাহে অষ্ট অশ্ব আছে পদ্মরাগমণি।।
কুজদেব সেই রথে করি আরোহণ।
মনোসুখে দিবানিশি করে বিচরণ।।
কাঞ্চনের রথে চড়ি দেব বৃহস্পতি।
রাশিচক্র ভ্রমিছেন শুন মহামতি।।
তাহে অষ্ট অশ্ব আছে পাণ্ডুর বরণ।
শনৈশ্চর রথ-বার্ত্তা করহ শ্রবণ।।
অযোনিসম্ভবা অশ্ব সেই রথে হয়।
ধবলবরণ তারা শুন মহাশয়।।
আরোহণ করি রথে দেব শনৈশ্চর।
ধরি মন্দ মন্দ গতি ভ্রমে নিরন্তর।।
ধূসর বরণ রথে করি আরোহণ।
দিবানিশি রাহুদেব করে বিচরণ।।
কৃষ্ণবর্ণ অষ্ট অশ্ব ভৃঙ্গসম তায়।
যোজিত রয়েছে সদা কহিনু তোমায়।।
যোজিত হইয়া একবার অশ্বগণ।
রাহুদেবে সর্ব্বদাই করিছে বহন।।
পূর্ব্বকালে সূর্য্য হতে হয়ে নিঃসরণ।
সেই রাহু করে মুনি চন্দ্রকে গ্রহণ।।
সৌরপর্ব্বে চন্দ্র হতে নিঃসৃত হইয়ে।
সূর্য্যকে গ্রহণ করে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
বায়ুবেগে অষ্ট অশ্ব বহে সেই কালে।
যবে কেতু আরোহণ করে রথোপরে।।
লাক্ষারস সম বর্ণ সেই অশ্বগণ।
নবগ্রহ রথ-কথা করিনু বর্ণন।।

গ্রহ তারা নক্ষত্রাদি এই সমুদয়।
ধ্রুবতে নিবদ্ধ হয় শুন মহাশয়।।
বাতরশ্মি দ্বারা সবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
নির্দ্দিষ্ট পথে ঋষে করিছে ভ্রমণ।।
নক্ষত্রাদি গ্রহ সব যেই সংখ্যা ধরে।
তত সংখ্যা বাতরশ্মি জানিবে অন্তরে।।
এক এক বাতরশ্মি দ্বারায় সকলে।
ধ্রুবেতে নিবদ্ধ হয়ে সকলেই চলে।।
তাদের সংযোগে ধ্রুব করে বিচরণ।
কহিনু তোমার পাশে শুন তপোধন।।
স্বয়ং তৈলযন্ত্র যথা বিচরণ করে।
ভ্রমণ করায় চক্রে জানে সর্ব্ব নরে।।
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় যত গ্রহগণ।
বাতরজ্জু দ্বারা বদ্ধ হয়ে সর্ব্বক্ষণ।।
ভ্রমণ করিছে সদা আকাশ মাঝারে।
করায় ভ্রমণ পুনঃ জানিবে ধ্রুবেরে।।
বাতচক্র দ্বারা হয় তাহারা প্রেরিত।
সে হেতু ভীষণ গতি হয় যে লক্ষিত।।
জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণে করেন বহন।
সে হেতু প্রবহ নাম ধরেন পবন।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুন মন দিয়া বৎস বলি হে তোমায়।।
পূর্ব্বে শিশুমার মূর্ত্তি করেছি গ্রহণ।
যে যে গ্রহ অবস্থান তাহে মতিমান।।
সে সব বিস্তারি আমি কহিব তোমারে।
শুনিলে পুণ্যের বৃদ্ধি পাতক সংহারে।।
পাপকার্য্য দিবাভাগে করি আচরণ।
শিশুমার মূর্ত্তি রাত্রে যে করে দর্শন।।
তাহার দেহেতে পাপ কভু নাহি রয়।
সমূলে বিনাশ পায় নাহিক সংশয়।।
শিশুমার আশ্রিত গ্রহ যেই পরিমাণে।
দরশন করে ঋষি আপন নয়নে।।
সেই জন তত বর্ষ থাকয়ে জীবিত।
শাস্ত্রের ভারতী এই জানিবে নিশ্চিত।।
সে মূর্ত্তির পাদদেশে শুন তপোধন।
উত্তানপাদের বাস আছে অনুক্ষণ।।

যজ্ঞ অবস্থান সদা করিছে অধরে।
ধর্ম্ম অবস্থিত আছে মস্তক উপরে।।
হৃদয়ে করেন স্থিতি দেব নারায়ণ।
পূর্ব্বপাদদ্বয়ে স্থিত অশ্বিনীনন্দন।।
পশ্চিম শকথিদ্বয়ে বরুণ ও ভাস্কর।
শিশ্নদেশে অবস্থিত আছে সম্বৎসর।।
গুহ্যে মিত্র অবস্থান করে সর্ব্বক্ষণ।
শুন পুচ্ছদেশে অগ্নি আছে চারি জন*।।
এই চারি কভু তারা অস্ত নাহি যায়।
আকাশমণ্ডলে সদা ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
এই আমি তব পাশে ওহে তপোধন।
কহিনু পৃথিবী গ্রহ দ্বীপ বিবরণ।।
সমুদ্র পর্ব্বত বৎস নদী সমুদয়।
তাহাদের বিবরণ কহিনু তোমায়।।
আছে যারা অধিবাসে সেই সেই স্থানে।
কহিনু তাদের কথা তোমার সদনে।।
তাদের স্বরূপ এবে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া মুনিবর করহ শ্রবণ।।
সমুৎপন্ন বিষ্ণুদেহ সলিল হইতে।
পৃথিবী উদ্ভূত হয় বিষ্ণুদেহ হতে।।
ভুবন পর্ব্বত দিক সাগর কানন।
জ্যোতিষ্কমণ্ডল কিংবা নদনদীগণ।।
বিষ্ণুর স্বরূপ মাত্র এই সমুদয়।
অতীত তাহা হতে নাহিক দর্শায়।।
যত কিছু বস্তু নেত্রে কর দরশন।
সকলি বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ মহাত্মন।।
নিজে বস্তুভূত কিন্তু নহে কভু তিনি।
তব পাশে কহিলাম গোপন কাহিনী।।
সমুদ্র পর্ব্বত পৃথ্বী ইত্যাদি করিয়ে।
যাহা কিছু আছে বিশ্বে জানহ হৃদয়ে।।
হরি হতে পৃথগ্‌ভাব সেই সবাকার।
নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞান মধ্যে শুন গুণাধার।।
কর্ম্মক্ষয় হলে পরে ওহে মতিমান।
যখন জনমে আসি সুবিশুদ্ধ জ্ঞান।।

*অগ্নি আছে চারি জন— অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব পুচ্ছদেশে অবস্থিত। এই চার জনের উদয়াস্ত নাই।

বস্তুভেদ বিষয়ক জ্ঞান সেই কালে।
হয়ে যায় তিরোহিত জানিবে সকলে।।
সঙ্কল্প তরুর বন পায় তিরোধান।
সকলি তোমার পাশে কহি মতিমান।।
ইহলোক আদি মধ্য অন্তহীন আর।
কোন বস্তু আছে কি না শুন গুণাধার।।
এরূপ সংশয় পূর্ণ হইয়া অন্তরে।
বৃথা মাত্র তর্ক করা কহিনু তোমারে।।
কালক্রমে ফলকথা ওহে মহাশয়।
বস্তু মাত্র অন্যরূপ বল দেখা যায়।।
পৃথিবী হইতে ঘট জন্মিছে যখন।
ঘট হতে কপালিকা শুন তপোধন।।
রজ কপালিকা হতে উদ্ভূত হয়।
রজ হতে পরমাণু জানিবে নিশ্চয়।।
তখন সে পরমাণু ঘটাদি আখ্যানে।
কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হবে ভাব দেখি মনে।।
সে হেতু বিজ্ঞান সম নাহি কিছু আর।
বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠতম কহিলাম সার।।
বিভিন্ন মানস ব্যক্তি যাহারা ভূতলে।
বহুধা কল্পনা তারা করে বিজ্ঞানেরে।।
নিজ কর্ম্মভেদে হয় সেরূপ কল্পন।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন।।
সে পরম জ্ঞানরূপী বিষ্ণু ভগবান।
বিশোক শব্দাদিহীন পরেশ আখ্যান।।
বাসুদেব একমাত্র জানিবে তাঁহারে।
জ্ঞান বলি সত্যকেই শাস্ত্রের বিচারে।।
অসত্য অজ্ঞান বলি খ্যাত চরাচর।
কহিনু তোমার পাশে করিয়া বিস্তার।।
ভুবন আশ্রিত মুনি যত ব্যবহার।
করিনু কীর্ত্তন তাহা নিকটে তোমার।।
যজ্ঞ পশু ঋত্বিক্ বর্ষ স্বর্গময় কাম।
তাঁহাদের অন্তর্গত কার্য্য অনুষ্ঠান।।
যদি কেহ করে তবে ওহে তপোধন।
পৃথিব্যাদি লোক লাভ করি সেই জন।।
সেই অনুরূপ ফল উপভোগ করে।
কর্ম্মবশ্য লোক তিনি জানিবে সংসারে।।

কিন্তু হে বিজ্ঞানবলে যেই সব জন।
পারিবে জানিতে বিষ্ণু শুন তপোধন।।
হরিতে বিলীন হয় তাহারা সকলে।
সন্দেহ নাহিক তাহে কহিনু তোমারে।।
সর্ব্ব পুরাণের সার শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।
বিরচিয়া দ্বিজবর আনন্দ বিধান।।

জড়ভরতের উপাখ্যান

কহিলেন মৈত্রবর শুন মহাত্মন।
পৃথিবীর স্থিতিকথা করিনু শ্রবণ।।
নদ নদী গ্রহগণ অথবা সাগর।
তাহাদের স্থিতি হৈল শ্রবণগোচর।।
ত্রিলোক আধার যিনি বিষ্ণু সনাতন।
যেইরূপে স্থিত হন, করিনু শ্রবণ।।
শুনিলাম পরমার্থ যতেক বিষয়।
এক নিবেদন কিন্তু শুন মহাশয়।।
পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করেছেন ওহে মহাত্মন।
সংক্ষিপ্তাকারে ভরত চরিত্র বর্ণন।।
বিস্তারিত শুনিবারে বাসনা অন্তরে।
অনুগ্রহ করি কহ আমার গোচরে।।
বাসুদেবে ভক্তি রাখি ভরত নৃপতি।
শালগ্রামে যেইভাবে করেন বসতি।।
পবিত্র প্রদেশে পরে করি অবস্থান।
পুনর্জ্জন্মে বিপ্রবংশে লভে মতিমান।।
জন্মান্তর সংস্কার বশেতে নৃপতি।
যে কার্য্য করেন বিপ্রগৃহে করি স্থিতি।।
বিস্তারিয়া সে সকল করহ কীর্ত্তন।
শুনিয়া সার্থক করি অনিত্য জীবন।।
শুনি মৈত্রের বাণী কহে পরাশর।
যাহা জিজ্ঞাসিলে সব দিব সদুত্তর।।

ভরত নৃপতি ভক্তি রাখি নারায়ণে।
বহুকাল অবস্থান করে শালগ্রামে।।
অহিংসাদি যত গুণ আছে মহোদয়।
সকলি করিয়া ছিল ভরতে আশ্রয়।।
সদ্‌গুণে ভূষিত রাজা হয়ে নিরন্তর।
নারায়ণে পূজা করি হয়ে একান্তর।।
চিত্তে একাগ্রতা লাভ হইল তাঁহার।
তাঁর মুখে হরিনাম ছিল অনিবার।।
যজ্ঞেশ অচ্যুত কৃষ্ণ গোবিন্দ মাধব।
কোথা বিষ্ণু হৃষীকেশ শ্রীধর কেশব।।
কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন কভু তাঁহার বদনে।
নাহি ছিল অন্য কথা শয়নে স্বপনে।।
সমিৎ কুশ পুষ্প আদি করি আহরণ।
সর্ব্বদা করিতেন শ্রীহরি পূজন।।
বিষয় আসক্তি হীন হয়ে নিরন্তর।
করিত এসব কার্য্য সেই নৃপবর।।
হেনমতে কিছুকাল অতীত হইলে।
স্নানার্থে যান রাজা মহানদী কূলে।।
তথা যথাবিধি স্নান করিয়া সাধন।
সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করেন রাজন।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না হয়।
যে অপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটে শুন মহাশয়।।
সহসা সে নদীতীরে একটি হরিণী।
পিপাসার্থ হয়ে আসে সেথায় তখনি।।
আসন্নপ্রসবা ছিল হরিণী সেকালে।
জলপান হেতু আসে মহানদী কূলে।।
বন হতে বাহিরিয়া হরিণী তখন।
জলপান হেতু তথা করি আগমন।।
আরম্ভিল জলপান মহানদী কূলে।
সহসা প্রবল এক সিংহ সেই কালে।।
অতীব ভীষণ রবে করেন গর্জ্জন।
হরিণীর কর্ণে শব্দ পশিল তখন।।
অমনি তখনি তার হয় গর্ভপাত।
গর্ভস্থ শাবক মুনি পড়ে অকস্মাৎ।।
অতি উচ্চ স্থানে ছিল হরিণী তখন।
নদীতে পড়িল তাই তাহার নন্দন।।
নদীতে পড়িয়া শিশু ঢেউয়ের দোলায়।
হাবুডুবু খেয়ে শিশু ভেসে ভেসে যায়।।
হেরিয়া ভরত তাহা সদয় অন্তরে।
শিশুটিরে সেইক্ষণে সাঁতারিয়া ধরে।।
গর্ভস্রাব কষ্টহেতু সেই সে হরিণী।
পড়িয়া ভূতলে প্রাণ ত্যজিল তখনি।।
অবশেষে মৃগশিশু করিয়া গ্রহণ।
নৃপতি চলিয়া গেল আপন আশ্রম।।
লালন পালন করে হরিণ শিশুরে।
যতনে পোষণে শিশু দিনে দিনে বাড়ে।।
আশ্রমেতে ছিল যত তৃণ সমুদয়।
ভক্ষণ করিয়া শিশু ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
ধীরে ধীরে দূরে দূরে করিত গমন।
যথা সময়েতে শিশু করে আগমন।।
কোন দিন প্রাতঃকালে গিয়া বহু দূরে।
পুনঃ সন্ধ্যাকালে আসে আশ্রমেতে ফিরে।।
এইভাবে অদূরে ও দূরে দিনে দিনে।
বেড়াত হরিণশিশু আনন্দিত মনে।।
তাহা হেরি স্নেহবশে ভরত নৃপতি।
রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যজি ত্যজিয়া সন্ততি।।
হরিণশিশুরে সদা করিত পালন।
তাহার চিন্তায় রাজা থাকিত মগন।।
আশ্রম হইতে দূরে গমন করিলে।
ফিরিয়া আসিতে তার বিলম্ব হইলে।।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা করিত চিন্তন।
কেন না আসিল মৃগশাবক এখন।।
হয়তো ব্যাঘ্র হতে কিংবা সিংহ হতে।
হত হয়ে গেছে বুঝি শমনপুরীতে।।
খুর অগ্রভাগ দ্বারা হরিণ-নন্দন।
ভূতল খনন করে আনন্দে যখন।।
আনন্দে রাজার মনে কৌতুক জাগিত।
সহাস্যেতে মনে মনে কত না ভাবিত।।
মনে মনে করে রাজা স্মৃতির তর্পণ।
বলো কোথা গেল মোর জীবনের ধন।।
দিনেক না দেখা পেলে সে শিশুরতন।
সেদিন নৃপতি নাহি করেন ভোজন।।

কখন আসিয়া সেই স্নেহের রতন।
সাদরে করিবে মোর বাহু কণ্ডুয়ন।।
এক্ষণে অরণ্য হতে সুস্থকলেবরে।
যদ্যপি নির্ব্বিঘ্নে আসে আশ্রমেতে ফিরে।।
কিবা সুখী হই আমি তাহাতে তখন।
বলিতে সে কথা নাহি হতেছি সক্ষম।।
"কুশাগ্র কাশাগ্র যত রয়েছে আশ্রমে।
সকলি খেয়েছে শিশু আপন দশনে।।
সামগ বিপ্রের ন্যায় তাহাতে এখন।
শোভিছে সে কুশ কাশ অতি মনোরম"।।
মৃগশিশু তরে রাজা বিষণ্ণ অন্তরে।
দিবানিশি চিন্তা করে বিবিধ প্রকারে।।
যদ্যপি থাকিত শিশু নিকটে আপন।
আনন্দের সীমা নাহি থাকিত তখন।।
নরপতি থাকিতেন প্রসন্ন বদনে।
সর্ব্বদা রাখিত তারে নয়নে নয়নে।।
অতি স্নেহ পরবশে মৃগেতে তখন।
হইল ক্রমে নৃপতির চিন্তার ভঞ্জন।।
রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগে কিছু মাত্র তাঁর।
অনুরাগ নাহি কিছু শুন গুণাধার।।
যদ্যপি মৃগের শিশু হয় সে চঞ্চল।
চঞ্চল হতেন সেই নৃপতি কেবল।।
দূরবর্ত্তী হলে রাজা হইত দূরগামী।
সুস্থির হইলে স্থির হত নৃপ জানি।।
হেনমতে কিছু দিন অতীত হইলে।
সময়ে শমন আসে ভরতের ভালে।।
মৃত্যুকাল সমাগত হেরিয়া রাজন।
মৃগশিশু পানে রাজা করে দরশন।।
শমনকালে পুত্র যথা সজল নয়নে।
পিতারে হেরেন সদা বিষণ্ণ বদনে।।
সেই ভাবে মৃগশিশু অতি ঘন ঘন।
হেরিতে লাগিল নৃপে শুন তপোধন।।
মৃগশিশু প্রতি রাজা অতি মমতায়।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ত্যজিলেন কায়।।
মৃত্যুকালে কৃষ্ণচিন্তা না করি রাজন।
চিন্তা করি মৃগশিশু ত্যজিল জীবন।।
দেহত্যাগ করি রাজা হয়ে জাতিস্মর।
মৃগরূপে জন্মিলেন কানন মাঝার।।

জম্বুবার্গ নামে ছিল গহন কানন।
সেই বনে নরনাথ লভিল জনম।।
জাতিস্মর হয়ে জন্ম লভিল নৃপতি।
অতএব মনে আছে পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি।।
সংসারবিহীন তিনি হয়ে একেবারে।
পরিত্যাগ করি তবে আপন মাতারে।।
শালগ্রামে সমাগত হয়ে পুনর্ব্বার।
রহিলেন শুষ্ক তৃণ করিয়া আহার।।
হেনমতে সেই তৃণ করিয়া ভোজন।
কিছুকাল শালগ্রামে করিল যাপন।।
মৃগত্বের হেতু ভূত করম হইতে।
নিষ্কৃতি পান তিনি জানিবে মনেতে।।
মৃগদেহ সেইকালে করি বিসর্জ্জন।
জাতিস্মর বিপ্ররূপে লভিল জনম।।
যোগীর পবিত্র বংশে জনমিয়া তিনি।
বিজ্ঞানের জ্ঞান পান শুন মহামুনি।।
হেরিতেন হৃদিমাঝে রাত্রি দিনক্ষণ।
চিন্তামণি নারায়ণ দেব সনাতন।।
যাহা বিনা একমাত্র ভবে কিছু নাই।
সদা ভাবিতেন তিনি জগৎ গোসাঁই।।
যজ্ঞ-উপবীত তাঁর হইল যখন।
গুরুদেব উপদেশ দিতেন তখন।।
কিন্তু বেদ পাঠে কিংবা কর্ম্ম দরশনে।
শ্রদ্ধা না রহিল তাঁর কিছুমাত্র মনে।।
কেহ তাঁরে বার বার করি আহ্বান।
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা শুন মতিমান।।
অসংস্কারযুক্ত যত বাক্য উচ্চারিয়ে।
উত্তর দানিত সদা জানিবে হৃদয়ে।।
তমসাচ্ছন্ন কলেবর হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
থাকিতেন সদা তিনি শুন তপোধন।।
সদাই মলিন বস্ত্র থাকিত শরীরে।
সকলে করিত ঘৃণা এই হেতু তাঁরে।।
তাঁর মনে মনে ছিল এমন ধারণা।
যদিও সকলে তাঁরে করে সম্মাননা।।
বিঘ্ন হবে যোগসিদ্ধি তাহাতে নিশ্চয়।
অপমানে যোগসিদ্ধি অবশ্যই হয়।।

সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান।
বলেছেন এইরূপ ওহে মতিমান।।
সাধুসমূহের পথ করিয়া বর্জ্জন।
যাহে অপমান হয় করিব মনন।।
তাহা হলে যোগসিদ্ধি হইবে নিশ্চয়।
ব্রহ্মার বচন যাহা শুন মহাশয়।।
ব্রহ্মার বচন মনে করিয়া স্মরণ।
ভরত থাকিত সদা জড়ের মতন।।
সমাজে পাগল প্রায় দেখাতেন তিনি।
বলিত উন্মত্ত সবে ওহে গুণমণি।।
ভোজনে নিয়ম কিছু না ছিল তাঁহার।
নিকটে পাইত যাহা করিত আহার।।
তণ্ডুলের কণা কিংবা শাক বিল্বফল।
যাহা পায় তাহা দ্বারা উদর সম্বল।।
হেনমতে কতকাল অতীত হইলে।
পিতা তার পরলোকে গমন করিলে।।
ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র বন্ধু যতেক তাঁহার।
স্থূলকায় হেরি তারে ওহে গুণাধার।।
কদন্ন ভোজন মাত্র সমর্পিয়া তাঁরে।
করাত ক্ষেত্রের কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে।।
ভরত সকল কার্য্য করিত সাধন।
কার্য্যের শৃঙ্খলা কিন্তু না জানে কখন।।
সেহেতু নিযুক্ত হত যে কোন করমে।
ক্রমাগত করিতেন তাহা অবিশ্রামে।।
বেতন কখন নাহি করিত গ্রহণ।
খাদ্য দিলে যথাসাধ্য করিতেন শ্রম।।
হেনমতে কিছুকাল অতীত হইলে।
ভ্রমিত ভরত সদা কানন জঙ্গলে।।
রহুগণ নামে এক সৌবীর রাজন।
শিবিকার পরে সুখে করি আরোহণ।।
ইক্ষুমতী নদীতীরে কপিল সদন।
ত্বরা করি চলিছেন সচিন্তিত মন।।
এ মায়া সংসারে বল কিবা শ্রেয়ঃ হয়।
যাইতেছে এই ভাবি নৃপ মহোদয়।।
মোক্ষধর্ম্মবেত্তা সেই কপিল সুজন।
হেন প্রশ্ন তাঁর পাশে করিবে রাজন।।

সে কারণ চলে রাজা শিবিকারোহণে।
চলিছেন দ্রুত গতি কপিল আশ্রমে।।
বাহক অভাব কিন্তু পথি মাঝে হৈল।
তাহা হেরি রহুগণ ভৃত্যেরে হেরিল।।
ডাকিয়া বলেন বাহক করহ গ্রহণ।
নাহি যেন দিতে হয় তাহারে বেতন।।
রাজাদেশে ভৃত্য তবে খুঁজি বহু স্থানে।
ধরিয়া আনিল ভরতেরে সেইখানে।।
বাহক নিযুক্ত করে ভরতে নৃপতি।
আশ্চর্য্য ঘটনা পরে শুন মহামতি।।
জ্ঞানের আধার সেই বিপ্র জাতিস্মর।
পাপক্ষয় হেতু মাত্র শুন দ্বিজবর।।
ভৃত্যের আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
রাজার শিবিকা স্কন্ধে করিল বহন।।
কিন্তু তার দ্বারা কাজ সুচারু না হয়।
ক্রমে বিপরীত কাণ্ড ঘটন ঘটয়।।
বেগে ধায় শিবিকা লইয়া সকলে।
কিন্তু ভরত সেই ধীরে ধীরে চলে।।
পাছে পদতলে পড়ি পিপীলিকাগণ।
অকালে আপন প্রাণ করে বিসর্জ্জন।।
এত ভাবি ধীরে ধীরে চলেছেন তিনি।
কাজেই মন্থর গতি হয় গুণমণি।।
শিবিকা মন্থর গতি করিল ধারণ।
তাহা হেরি সেই রাজা কহিছে তখন।।
কি করিছ বাহকেরা শুনহ বচন।
মন্থর গতিতে কেন চল অকারণ।।
শুনিয়া রাজার বাক্য বাহক বলিল।
আমাদের অপরাধ নাহি মহাবল।।
নব ভাবে নিযুক্ত করিলে যাহারে।
সেই জন দ্রুতগতি চলিবারে নারে।।
সে হেতু মন্থরগতি হইল এখন।
নাহিক উপায় আর কি করি এখন।।
শুনিয়া বলেন রাজা ডাকি ভরতেরে।
কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমারে।।
ক্লান্ত বুঝি হইয়াছ করিয়া বহন।
হৃষ্টপুষ্ট তোমারে দেখি বিলক্ষণ।।

শ্রম সহ্য করা তব নাহি কি অভ্যাস।
সত্য করি কহ তুমি এবে মোর পাশ।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ছদ্মবেশী জড় বিপ্র কহিল তখন।।
স্থূল তো নাহিক আমি ওহে নরপতি।
শিবিকা বহি না কভু শুন মহামতি।।
আয়াস সহিতে আমি হয়েছি সক্ষম।
হেন বিবেচনা নাহি করহ রাজন।।
ইহলোক বহনীয় কিছু নাহি হেরি।
কি আর অধিক নৃপ কহিব বিচারি।।
জড়ের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনরায় জিজ্ঞাসিল সৌবীর রাজন।।
যে সব কহিলে তুমি মিথ্যা সমুদয়।
প্রত্যক্ষে হেরিনু স্থূল চক্ষেতে তোমায়।।
এখনো শিবিকা স্কন্ধে আছে বিদ্যমান।
মিথ্যা বলি তব বাক্য হয় অনুমান।।
পরিশ্রান্ত হও নাই বলিতেছ তুমি।
যুক্তিযুক্ত কেমনে মানি বল আমি।।
যদ্যপি যে কোন ভার করহ বহন।
তাহাতে অবশ্য শ্রান্ত হয় জীবগণ।।
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুনশ্চ ব্রাহ্মণ বলে মধুর বচনে।।
নিবেদন মহারাজ করি হে তোমায়।
প্রত্যক্ষ দর্শন যদি কর নররায়।।
বলিষ্ঠ দুর্ব্বল বলি জানিবে তাহাতে।
ইহা না সম্ভবে কভু বুঝি দেখ চিতে।।
বিশেষ পরীক্ষা করি না হেরিলে কারে।
কিরূপে বলিষ্ঠ বলি বুঝিবে তাহারে।।
কিরূপে দুর্ব্বল বলি করিবে নির্ণয়।
তাহা না সম্ভব হয় শুন মহাশয়।।
আর যে বলিলে নৃপ শিবিকা তোমার।
বহন করিনু আমি শুন গুণাধার।।
এখনো আমার স্কন্ধে আছে বিদ্যমান।
তাহাও সম্ভব নহে শুন মতিমান।।
বহিছেন এই ভূমি চরণযুগল।
জঙ্ঘারে বহিছে পদ শুন মহাবল।।
বহিতেছে উরুদ্বয় সেই জঙ্ঘাদ্বয়।
উদর বহিছে উরু শুন মহোদয়।।
উদর বহিছে নৃপ সদা বক্ষঃস্থল।
বক্ষঃস্থল বহিতেছে সে বাহুযুগল।।
স্কন্ধকে বহিছে দেখ সেই বাহুদ্বয়।
শিবিকা বহিছে স্কন্ধ ওহে মহোদয়।।
শিবিকা বহিছে দেহ করিছ দর্শন।
বিচারিয়া সেই স্থলে দেখহ এখন।।
মোর ভার কিরূপেতে সম্ভবিতে পারে।
অতএব ভাবি দেখ আপন অন্তরে।।
তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
গোপন কাহিনী এই কহি তব ঠাঁই।।
কি আমি কি তুমি কিংবা অন্য প্রাণীগণ।
সবাকারে পঞ্চভূত করিছে বহন।।
গুণের প্রবাহে পড়ি যত জীবগণ।
সতত করিছে স্থিতি ওহে মহাত্মন।।
সত্ত্ব রজঃ তম গুণ ওহে মহাশয়।
কর্ম্মবশবর্ত্তী হয় জানিবে নিশ্চয়।।
অজ্ঞান দ্বারাই কর্ম্ম লভিয়া জনম।
জীবেরে আশ্রয় করি আছে অনুক্ষণ।।
আত্মা কিন্তু কর্ম্মে বদ্ধ নহে কোন কালে।
সবাকার শ্রেষ্ঠ তিনি ভুবনমণ্ডলে।।
শান্ত ও নির্গুণ তিনি বিদিত ভুবন।
নাহি বৃদ্ধি নাহি নাশ জানিবে রাজন।।
তিনি হন একমাত্র অখিল সংসারে।
যাবৎ প্রাণীতে সদা অবস্থান করে।।
শুন ওহে নরপতি বলিহে এখন।
নাশহীন বৃদ্ধিহীন সে আত্মা যখন।।
সূক্ষ্মরূপী সেই আত্মা হয় যেই কালে।
সেই কালে আপনি কোন যুক্তি বলে।।
স্থূল বলি নিরূপণ করিছ আমায়।
বল দেখি বিচারিয়া ওহে নররায়।।
ভূমি পদ জঙ্ঘা কটী উরু ও জঠর।
এ সব শিবিকা আর ওহে নরবর।।
স্কন্ধে অবস্থান হেতু ওহে নৃপমণি।
ভারাক্রান্ত অতি যদি হয়ে থাকি আমি।।

তাহা হলে তুমি কিংবা অন্য প্রাণীগণ।
সকলে বহিছ ভার আমার মতন।।
কেবল শিবিকা হতে জনমে যে ভার।
এরূপ সম্ভব নহে ওহে গুণাধার।।
শৈল বৃক্ষ গৃহ ভূমি ইত্যাদি হইতে।
সমুৎপন্ন হয় ভার জানিবেক চিতে।।
এইরূপে সর্ব্বদাই যত নরগণ।
বদ্ধ আছে পৃথকভাবে শুন মহাত্মন।।
আমারে তখন কত শত গুরুতর।
বহিতে হইবে ভার ওহে নৃপবর।।
বিচারিয়া দেখ আর ওহে মহাশয়।
শিবিকা নির্ম্মিত এই হইল যাহায়।।
সে দ্রব্যে নির্ম্মিত বিশ্বে প্রাণী সমুদয়।
সন্দেহ নাহিক তাহে শুন গুণময়।।
তাই সে অজ্ঞানবশে যত জীবগণ।
সর্ব্বদ্রব্যে বলি থাকে আমার বচন।।
এইরূপ জ্ঞানগর্ভ অপূর্ব্ব কাহিনী।
যদ্যপি বলিল সেই বিপ্র গুণমণি।।
শুনি তাহা একমনে সৌবীর রাজন।
ত্বরায় শিবিকা হতে নামিয়া তখন।।
বিনয়ে পতিত হয়ে চরণে তাহার।
কহিলেন নিবেদন শুন গুণাধার।।
অজ্ঞানতা হেতু আমি না চিনি তোমারে।
করিলাম অপরাধ কত না প্রকারে।।
আপনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া এখন।
প্রসন্ন হউন মোরে এই আকিঞ্চন।।
এবে দাও কৃপা করি আত্ম পরিচয়।
কেন তুমি ছদ্মবেশে ওহে মহোদয়।।
কি কারণে ভ্রমিতেছেন অরণ্য মাঝারে।
কীর্ত্তন করহ তাহা আমার গোচরে।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তত্ত্বদর্শী বিপ্র কহে ওহে মহাত্মন।।
কে আমি এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে।
নাহিক ক্ষমতা মম কহি বিদ্যমানে।।
সুখ-দুঃখ উপভোগ মাত্রের কারণ।
সর্ব্বত্র গমন মম ওহে মহাত্মন।।

সুখের দুঃখের কিংবা উপভোগ যাহা।
দেহাদি উপপাদক জানিবেক তাহা।।
সেই সুখ দুঃখ জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম হতে।
সেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে জগতে।।
শুন রাজা যত যত আছে জীবগণ।
এক দেশ হতে লয় অন্যত্র জনম।।
অতএব ওহে রাজা অধর্ম্ম ধরম।
প্রাণীগণের উৎপত্তি-আদির কারণ।।
ভরতের বাক্য রাজা শুনিয়া শ্রবণে।
সৌবীর রাজন কহে মধুর বচনে।।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় সব কার্য্যের কারণ।।
ভোগ সুখ হেতু এই জীব কলেবর।
লাভ করে দেশান্তর ওহে ঋষিবর।।
এই কথা সত্য বটে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মহোদয়।।
আমি কে ইহার উত্তর প্রদানে।
অপারক হও তুমি ভাবি দেখ মনে।।
চিরকাল থাকিবেন যিনি বিদ্যমান।
তিনি আমি এই কথা শুন মতিমান।।
তাহাতে কি বাধা আছে শুন মহাত্মন।
তাহাতে নাহিক কিছু বিশেষ কারণ।।
আত্মা প্রতি অহং শব্দ প্রয়োগ করিলে।
কোন ভুল নাহি তাহে জানিবে অন্তরে।।
নৃপতির হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহে জাতিস্মর দ্বিজ শুন মহাত্মন।।
আত্মা প্রতি অহং শব্দ প্রয়োগ করিলে।
তাহে নাহি কোন দোষ বুঝিনু সকলে।।
কিন্তু আত্মা হতে ভিন্ন শরীর প্রভৃতি।
তাহে অহং শব্দ বলা না হয় যুকতি।।
জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ তালু ইত্যাদি হইতে।
অহং শব্দ উচ্চারিত হয় প্রত্যক্ষেতে।।
তাই বলি অহংরূপে জিহ্বা আদি সবে।
কিরূপেতে বল দেখি নির্দ্দেশ করিবে।।
কেবল তাহারা বাক্য নিষ্পত্তির কারণ।
সন্দেহ নাহিক তাহে শুন মহাত্মন।।

স্বয়ং উচ্চারিত অহং যদ্যপিও হয়।
তবু তারে অহং বলা যুক্তিযুক্ত নয়।।
আত্মা দেহ হতে ভিন্ন হতেছে যখন।
কোন পদার্থে অহং শব্দ বলিব তখন।।
শ্রেষ্ঠ যদি আমা হতে থাকে কোন জন।
তাহা হলে "এই আমি" ওহে মহাত্মন।।
"এই অন্য" এইরূপ বলিবারে পারি।
নতুবা কিরূপে বলি বুঝিবারে নারি।।
আত্মা একমাত্র এই জগৎ মাঝারে।
যদ্যপি দেহের মধ্যে অবস্থান করে।।
আপনি আর আমি কে এরূপ বচন।
নিস্ফল প্রয়োগ করা হতেছে তখন।।
শিবিকা রয়েছে এই আপনি নৃপতি।
বাহক আমরা তব ওহে মহামতি।।
এইসব লোকজন হয় আপনার।
সেরূপ বিভিন্ন জ্ঞান নহে যুক্তিসার।।
বৃক্ষ হতে কাষ্ঠ অগ্রে হতেছে সৃজন।
কাষ্ঠেতে শিবিকা ক্রমে হয়েছে গঠন।।
আরোহণে আপনি সেই শিবিকায়।
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ তোমায়।।
শিবিকার বৃক্ষসংজ্ঞা কোথায় এখন।
কাষ্ঠ সংজ্ঞা কিংবা কোথা ওহে মহাত্মন।।
বৃক্ষ অধিষ্ঠিত বলি এবে কি প্রকারে।
নির্দ্দেশ করিবে লোকে বল দেখি মোরে।।
কখনো না বলিবেন তাহা মহাত্মন।
বলিবেন করিয়াছি শিবিকারোহণ।।
বিবেচনা একবার করিলে অন্তরে।
দারু ও শিবিকা এক কহিনু তোমারে।।
নামভেদ মাত্র তাহা জানিবে নৃপতি।
উভয়ে কিছুই ভেদ নাহি করে স্থিতি।।
ছত্র ও শলাকা আশু ভিন্ন বোধ হয়।
কিন্তু এক বস্তু নাম জানিবে উভয়।।
সেরূপ আমাতে আর তোমাতে রাজন।
বিশেষ পার্থক্য কিবা বলহ এখন।।
স্ত্রী পুরুষ ছাগ অশ্ব গো-বিহঙ্গম।
লোক-সংজ্ঞা মাত্র সব শুন মহাত্মন।।
দেবতা মনুষ্য পশু আর তরুগণে।
কর্ম্মযোনি বলা যায় কহি তব স্থানে।।
সেই হেতু পুনঃ পুনঃ ওহে মহাশয়।
দেহের পরিবর্ত্তন অবশ্যই হয়।।
ফলকথা রাজা কিংবা রাজভট আর।
অন্য অন্য প্রাণী যাহা শুন গুণাধার।।
তাহাদের পৃথগ ভাব যাহা কিছু হয়।
সঙ্কল্পনা মাত্র তাহা জানিবে নিশ্চয়।।
একবার খ্যাত যে বস্তু যেই নামে।
সেই সংজ্ঞা বিলুপ্ত না হয় কোনক্রমে।।
আপনি লোকের রাজা ধরাতলে খ্যাতি।
পিতার তনয় বলি ওহে মহামতি।।
আপনি শত্রুর শত্রু ওহে মহাত্মন।
রমণীর পতি বলি আছে নিরূপণ।।
পুত্রের পিতা বলি বিদিত সংসারে।
কিন্তু আমি কোন নামে ডাকিব তোমারে।।
মস্তক উদর আদি অঙ্গ আপনার।
বিদ্যমান রহিয়াছে শুন গুণাধার।।
তবে কি উদর বলি ডাকিব তোমারে।
অথবা মস্তক বলি বলহ আমারে।।
সর্ব্বদ্রব্য হতে তুমি ওহে মতিমান।
পৃথগ্‌ভাবেতে সদা কর অবস্থান।।
তাহাতে কিছুই আর নাহিক সংশয়।
কহিনু তোমার পাশে শুন মহোদয়।।
সর্ব্ব অঙ্গ হতে তুমি পৃথক যখন।
আমি কে বিচার নিজে করহ এখন।।
হেনমতে তত্ত্ব যবে নির্ণীত হইল।
সে স্থলে 'আমি কে' কিরূপে বলি বল।।
এত বলি মৌনভাবে রহিল ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুধার সমান।।

রহুগণের নিকট পরমার্থ বর্ণন

দ্বিজ ভরতের কথা শুনিয়া তখন।
বিনীত বচনে তবে কহিল রাজন।।
যে সব বিজ্ঞান-কথা কহিলে আপনি।
শুনিলাম সত্য বটে শুন মহামুনি।।
কিন্তু মনোবৃত্তি মম করিছে ভ্রমণ।
শুন ভগবন মোর এক নিবেদন।।
আপনি বলিলে পূর্ব্বে ওহে মহাত্মন।
কভু আমি করি নাই শিবিকা বহন।।
শিবিকা আমাতে কভু অবস্থিত নয়।
আমা হতে পৃথগ্‌ভূত এ দেহ নিশ্চয়।।
সেই দেহ শিবিকারে করিছে বহন।
আর যাহা বলিয়াছ করহ শ্রবণ।।
"করম প্রেরিত যত প্রবৃত্তি প্রবর।
গুণবৃদ্ধি দ্বারা সিদ্ধ হয় নিরন্তর।।
আমা হতে কিছু নাহি হয় অনুষ্ঠান।
সমুদয় কার্য্যমূলে গুণ বিদ্যমান।।"
এরূপ জ্ঞানের কথা করিলে কীর্ত্তন।
শুনি বিহ্বল বড় হইয়াছে মন।।
সংসারে শ্রেষ্ঠ কিবা জানিবার তরে।
শিবিকারোহণে চলি কপিল গোচরে।।
কিন্তু হেথা তব মুখে করিয়া শ্রবণ।
সেথা যেতে আর ইচ্ছা না করি এখন।।
নিশ্চয় বুঝিনু এবে আপন অন্তরে।
তোমা হতে সংশয় যাবে মোর দূরে।।
তব মুখে পরমার্থ করিতে শ্রবণ।
একান্ত উৎসুক মম হইয়াছে মন।।
বিষ্ণুর অংশেতে জাত কপিল সুজন।
জগতের মোহরাশি করিতে নিধন।।
ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি।
সত্য বটে এই কথা শুন মহামুনি।।
কিন্তু আপনারে হেরি করি অনুমান।
আপনি যে অবতীর্ণ নিজে ভগবান।।
আমাদের হিতকার্য্য করিতে সাধন।
সমাগত আপনি ওহে মহাত্মন।।
বিজ্ঞান তরঙ্গযুক্ত সাগরের ন্যায়।
যথার্থ হেরেছি চক্ষে আমি হে তোমায়।।
বিনয়াবনত হয়ে করি নিবেদন।
সংসারের শ্রেষ্ঠ কিবা করহ কীর্ত্তন।।
বিপ্র কহে শুন শুন ওহে নরপতি।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা কহিব সম্প্রতি।।
পরমার্থ কথা আর করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া সমুদয় করহ শ্রবণ।।
ইহলোকে পরমার্থ শূন্য সমুদয়।
বিষয়ই হয় শ্রেয় কহিনু তোমায়।।
দেবগণে যেই জন করি আরাধনা।
ধন পুত্র রাজ্য লাভে করয়ে বাসনা।।
সে সব বাসনা সিদ্ধি শ্রেয়ঃ হয় তার।
আরো কিছু কথা বলি শুন গুণাধার।।
যজ্ঞাত্মক কর্ম্মাদি করি অনুষ্ঠান।
স্বর্গ আদি ফল যাহা হয় মতিমান।।
তাহারেও শ্রেয়ঃ বলি করি নিরূপণ।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মহাত্মন।।
সে শ্রেয়ঃ প্রধান ফল লভিবার তরে।
অভিলাষ যাঁহাদের না রহে অন্তরে।।
যোগমুক্ত হয়ে তাঁরা সদাসর্ব্বক্ষণ।
পরাৎপর পরাত্মারে করেন চিন্তন।।
পরমাত্মাতে আত্মযোগ করা যাহা হয়।
যোগযুক্ত পক্ষে তাহা শ্রেয়ঃই নিশ্চয়।।
এরূপ অসংখ্য শ্রেয়ঃ আছে বিদ্যমান।
পরমার্থ কিন্তু তাহা নহে মতিমান।।
পরমার্থ বলি গণ্য যদি হইত ধন।
কভু না ত্যজিত তাহা ধর্ম্মের কারণ।।
অতএব ধন কভু পরমার্থ নয়।
কামনা পূরণ মাত্র তাহা দ্বারা হয়।।

পুত্রকে যদি আমি পরমার্থ বলি।
উর্দ্ধতনগণ তাহা বলিবারে পারি।।
অধঃস্তনগণে তব বলিব নিশ্চয়।
জগতে অপরমার্থ তাহলে না রয়।।
কারণের পরমার্থ কার্য্যকে বাখানি।
বিবেচিয়া দেখ আরো ওহে নৃপমণি।।
রাজ্যলাভ পরমার্থ বলি কোন জন।
বিবেচনা করে যদি ওহে মহাত্মন।।
তাহা হলে বল দেখি আর ইহলোকে।
অপরমার্থ কি বিদ্যমান থাকে।।
চতুর্ব্বেদ সম্পাদিত যজ্ঞকর্ম্ম যত।
পরমার্থ বলি যদি হয় নিরূপিত।।
তবে তো কারণ ভূত মৃত্তিকা দ্বারায়।
ঘটাদি নির্ম্মিত হয় হেরিছ ধরায়।।
পরমার্থ তাহারেও বলিবারে পারি।
দেখ ওহে নৃপবর মনেতে বিচারি।।
ফলত মৃত্তিকা সম যজ্ঞোপকরণ।
সমস্ত নশ্বর হয় ওহে মহাত্মন।।
সুতরাং তাহা দ্বারা যেই কার্য্য হয়।
শুন নৃপ বিনশ্বর সেই সমুদয়।।
সুতরাং যজ্ঞ আদি যতেক করম।
নহে কভু পরমার্থ শুন মহাত্মন।।
অনশ্বর বস্তু যাহা ওহে নরপতি।
তারে বলে পরমার্থ যত মহামতি।।
নশ্বর পদার্থ দ্বারা যেই কার্য্য হয়।
তাহাই নশ্বর বলি জানিবে নিশ্চয়।।
ফলশূন্য কর্ম্ম যাহা ওহে মহাত্মন।
তারে যদি পরমার্থ কর বিবেচন।।
সম্ভব নহেক তাহা জানিবে অন্তরে।
তাহার কারণ শুন বলি হে তোমারে।।
পরম আত্মাতে যোগ হলে জীবাত্মার।
যদি বল পরমার্থ ওহে গুণাধার।।
তাহলে সে যোগ ভিন্ন কি বস্তু মাঝারে।
গণ্য হবে পরমাত্মা বল দেখি মোরে।।
অতএব পরমার্থ উহারে কখন।
নাহি পারি বলিবারে শুন মহাত্মন।।

এরূপ অসংখ্য শ্রেয়ঃ আছে বিদ্যমান।
সকলি অপরমার্থ জানিবে ধীমান।।
সংক্ষেপেতে পরমার্থ বলিব এখন।
শুন তাহা মন দিয়া ওহে মহাত্মন।।
শুদ্ধ যিনি একমাত্র নির্গুণ অব্যয়।
প্রকৃতি অতীত সদা পরজ্ঞানময়।।
জন্ম নাই বৃদ্ধি নাই সর্ব্ব আত্মা তিনি।
নাই তাঁর নাম জাতি শুন নৃপমণি।।
একম্ হইয়া যিনি সবার শরীরে।
আছে অবস্থিত সদা বিজ্ঞান আকারে।।
সে পরমাত্মাকে মাত্র পরমার্থ বলি।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব যথা শাস্ত্রকলি।।
অতথ্যদর্শীরা যত ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাঁর নিরূপণ করে।।
কল্পনা মাত্রই কিন্তু রূপভেদ তাঁর।
তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুন গুণাধার।।
বেণুরন্ধ্র ভেদ দ্বারা জানহ যেমন।
ষড়জাদি নানা স্বর হয় উৎপাদন।।
সেইরূপ বাহ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তির ভেদে।
পরাত্মার রূপভেদ হতেছে জগতে।।
বাহ্যকর্ম্ম প্রবৃত্তির ভেদ অনুসারে।
রূপভেদ পরাত্মাতে আরোপণ করে।।
দেবতা মনুষ্য পশু আর পক্ষী আদি।
রূপভেদ আরোপিত হয় মহামতি।।
ফল কথা অদ্বিতীয় পরমাত্মা হন।
আবরণশূন্য তিনি ওহে মহাত্মন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুভক্তির কাহিনী।
কালী বলে মন দিয়ে শুন জ্ঞানী গুণী।।

মহাত্মা ঋভু ও নিদাঘের কথা

কহিলেন পরাশর শুন মহামতি।
দ্বিজবাক্য শুনি রহুগণ সে নৃপতি।।
হেঁটমাথে মৌন ভাবে করেন চিন্তন।
তাহা হেরি পুনঃ তাঁরে কহিল ব্রাহ্মণ।।
শুন ওহে মহারাজ অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রহ্মার ঋভু অতি মহাজ্ঞানী।।
স্বভাবতঃ তত্ত্বদর্শী সেই মহাশয়।
নিদাঘ নামক বিপ্র তাঁর শিষ্য হয়।।
পুলস্ত্য-নন্দন সেই নিদাঘ সুমতি।
ঋভুর হলেন শিষ্য শুন মহামতি।।
জ্ঞান উপদেশ ঋভু দিলেন তাঁহারে।
জ্ঞান কিন্তু না জন্মিল নিদাঘ অন্তরে।।
তার হৃদে তত্ত্বজ্ঞান না হল উদয়।
তাহা হেরি ঋভু হন চিন্তিত হৃদয়।।
কেমনে নিদাঘ হবে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী।
হেন চিন্তা করে ঋভু দিবস যামিনী।।
এদিকে নিদাঘ গিয়া দেবীকার তীরে।
তথায় করেন বাস সমৃদ্ধ নগরে।।
পুলস্ত্য কর্ত্তৃক সেই স্থাপিত নগর।
নিদাঘ তাহাতে বাস করে নিরন্তর।।
হাজার বরষ দিব্য অতীত হইলে।
যান প্রভু একদিন নিদাঘ অচলে।।
বিশ্বদেব উপাসনা করিয়া তখন।
অতিথি প্রতীক্ষি আছে নিদাঘ সুজন।।
ঋভুরে হেরিয়া তিনি আনন্দে ভাসিল।
সমাদরে গৃহমধ্যে তাঁহারে আনিল।।
হস্ত পদ আদি তাঁর করায়ে ক্ষালন।
ভক্তিভরে দিল তাঁরে বসিতে আসন।।
নানাবিধ ভোজ্য বস্তু আনি তারপরে।
বিনয়াবনত হয়ে কহিলেন তাঁরে।।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।
তব হেতু ভোজ্য আমি করি আনয়ন।।
ভোজন করহ এবে আনন্দ মনেতে।
সার্থক হউক মোর নিবেদি তোমাতে।।
এত শুনি ঋভু বলে ওহে তপোধন।
এসব কদন্ন নাহি করিব ভোজন।।
সংযাব পায়স আর মিষ্ট অন্ন আনি।
প্রদান করহ আর ওহে মহামুনি।।
ঋভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিদাঘ-পত্নীরে কহে করি সম্বোধন।।
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
উপাদেয় বস্তু যাহা রয়েছে আগার।।
তাহাতে প্রস্তুত কর অন্ন আদি করি।
আদেশ পাইয়া তাহা করিল সুন্দরী।।
বিধানে প্রস্তুত হলে নিদাঘ সুজন।
ঋভুরে ভক্তিভরে করায়ে ভোজন।।
বিনীত বচনে পরে কহিল তাহারে।
নিবেদন ওহে প্রভু তোমার গোচরে।।
এ সকল অন্ন আদি করিয়া ভোজন।
তৃপ্তি তুষ্টি হইতেছ ওহে মহাত্মন।।
সুখহীন নহে কভু চিত্ত তোমার।
এখন জিজ্ঞাসি প্রভু ওহে গুণাধার।।
কোথায় নিবাস তব বলহ আমারে।
কোথা হতে আসিয়াছ আমার গোচরে।।
কোথায় করিবে গতি ওহে মহাত্মন।
উৎসুক হইল মন করিতে শ্রবণ।।
শুনিয়া বলেন ঋভু ওহে দ্বিজবর।
যাহার আছয়ে ক্ষুধা জগত ভিতর।।
তৃপ্তি লাভ হয় তার ভোজন করিলে।
নাহিক আমার ক্ষুধা কভু কোন কালে।।
অতএব পরিতৃপ্ত হই নাই আমি।
তৃপ্তির বিষয় কেন জিজ্ঞাসিছ তুমি।।
পার্থিব যে ধাতু আছে উদর ভিতরে।
ক্রমে বহ্নি দ্বারা তার ক্ষয় হলে পরে।।

ক্ষুধার উদয় হয় শুন মহাত্মন।
সলিল হইলে ক্ষয় তৃষ্ণা উৎপাদন।।
সেই ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ওহে তপোধন।
জানিবে কেবল হয় দেহের ধরম।।
কভু আমি দেহধর্ম্মে সমাক্রান্ত নই।
নিত্যতৃপ্ত ভাবে আমি নিরন্তর রই।।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিবর্জ্জিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
অবস্থান করি সদা শুন মহাত্মন।।
মনের সুস্থতা আর তুষ্টি মাত্র যাহা।
চিত্তধর্ম্ম ওহে ঋষি জানিবেক তাহা।।
অতএব যার চিত্ত জিজ্ঞাস তাহারে।
চিত্তধর্ম্মে বদ্ধ আত্মা নহে কোন পরে।।
কোথায় নিবাস তব চলিছ কোথায়।
ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কেন করিছ আমায়।।
শূন্যময় সর্ব্বব্যাপী পরাত্মা যখন।
জিজ্ঞাসা এরূপ কেন করিছ তখন।।
আমি গতিশীল নই জানিবে অন্তরে।
কিংবা নহি গতিহীন কহিনু তোমারে।।
তুমি আমি কিংবা অন্য এরূপ বচন।
অজ্ঞানের কার্য্য মাত্র ওহে তপোধন।।
সর্ব্বময় পরমাত্মা কহি তব ঠাঁই।
তাঁ হতে অতীত বিশ্বে কিছুমাত্র নাই।।
উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভোজ্য বস্তুর বিষয়।
জিজ্ঞাসা করেছ মোরে ওহে সদাশয়।।
এ প্রশ্নও যুক্তিযুক্ত নহেক কখন।
শ্রবণ করহ তার বলি বিবরণ।।
স্বাদু বা অস্বাদু যাহা করহ ভোজন।
উভয়ে প্রভেদ কিছু না করি দর্শন।।
স্বাদু ও অস্বাদু হয় সময় অন্তরে।
ওই দুই ভাব কোন কোন কালে ধরে।।
তখন অন্নকে কিসে বলি রুচিকর।
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিবর।।
মৃত্তিকা লেপন দ্বারা গৃহাদি যেমন।
দৃঢ়ভূত হয়ে থাকে শুন তপোধন।।
সেরূপ পার্থিব দেহ ওহে মহামতি।
পার্থিব পুরাণ দ্বারা পুষ্ট হয় অতি।।
দৃঢ়রূপে অবস্থান করে নিরন্তর।
বিবেচনা করি দেখ ওহে ঋষিবর।।
গম যব ঘৃত দুগ্ধ তৈল আর ফল।
পার্থিব পুরাণ দ্বারা উৎপন্ন সকল।।
পার্থিব পুরাণ হতে অতীত কিছুই।
ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে ঋষি বিদ্যমান নাই।।
অতএব এইভাবে ভাবিয়া অন্তরে।
মনের সমতা ধর কহিনু তোমারে।।
প্রভুর এ বাক্য সব শুনিয়া শ্রবণ।
বন্দিয়া নিদাঘ কহে ওহে মহাজন।।
আপনি কে পরিচয় দেহ মহাশয়।
সুনিশ্চয় মম হিতে এসেছ আলয়।।
পরমার্থ কথা শুনি তোমা সন্নিধানে।
জ্ঞানলাভ করিলাম নিবেদি চরণে।।
নিদাঘের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋভু কহে শুন শুন ওহে মহাত্মন।।
তোমার আচার্য্য আমি ধরহ মনেতে।
আসিয়াছি তোমারেই উপদেশ দিতে।।
জ্ঞানলাভ ওহে ঋষি করিলে এখন।
এবে আর কেন আমি করিব গমন।।
পরাত্মা স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়।
তাঁহা হতে অভিন্ন কিছু মাত্র নয়।।
হেনমতে উপদেশ করিয়া প্রদান।
নিদাঘের পূজা লয়ে ঋভু মতিমান।।
স্বস্থানেতে অবিলম্বে করিল প্রস্থান।
আনন্দে মগ্ন নিদাঘ পাই সেই জ্ঞান।।
ঋভু নিদাঘের কথা যেই জন শুনে।
কিংবা অধ্যয়ন করে ভক্তিযুক্ত মনে।।
বিশেষ জ্ঞানেতে তার হৃদয় পূরণ।
নিজ হৃদে পরমাত্মা করে দরশন।।
পরাশর কহিলেন মৈত্রে সম্বোধিয়া।
শুন তারপর ঋষি শুন মন দিয়া।।
হাজার বরষ ক্রমে অতীত হইলে।
পুনরায় যান ঋভু নিদাঘ নিচলে।।
নগরের বহির্ভাগে করিয়া গমন।
তথায় স্বচক্ষে ঋভু করেন দর্শন।।

নগরের অধিপতি পশিছে নগরে।
নিদাঘ দাঁড়ায়ে তাঁর আছে কিছুদূরে।।
সমিধ কুশাদি যত করি আহরণ।
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে নিদাঘ সুজন।।
একাকী দাঁড়ায়ে দুরে করে অবস্থান।
তাহা হেরি তথা গিয়া ঋভু মতিমান।।
সাদর বচনে তারে করি সম্বোধন।
কহিলেন মুনিবর করহ শ্রবণ।।
হেনভাবে একান্তেতে কিসের কারণে।
দণ্ডায়মান আছ কেবা আমার সদনে।।
এতেক বচন নিদাঘ করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবন।।
পশিছেন নরপতি আপন নগরে।
সে হেতু দাঁড়ায়ে আমি রহিয়াছি দূরে।।
এত শুনি ঋভু কহে ওহে মহামতি।
বল দেখি কোন জন হয় নরপতি।।
কারে বা ইতর তুমি কর নিরূপণ।
মম পাশে প্রকাশিয়া করহ কীর্ত্তন।।
ঋভুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কহিল নিদাঘ তাঁরে বিনয় বচনে।।
দেখ দেখ ওহে প্রভু কর দরশন।
গিরিশৃঙ্গ সম ওই উন্মত্ত বাহন।।
তদুপরি অবস্থান করিছেন যিনি।
তাহারে নৃপতি বলি জান গুণমণি।।
যারা অবস্থান করে নৃপতির সনে।
ইতর তাহারা সব কহি তব স্থানে।।
এত শুনি ঋভু কহে ওহে তপোধন।
রাজারে প্রত্যক্ষ আমি করেছি দর্শন।।
দেখিতেছি মত্ত হস্তী আপন নয়নে।
কিন্তু এক কথা শুন কহি তব স্থানে।।
হস্তীতে রাজাতে ভেদ কিছু নাহি হেরি।
প্রভেদ হেরিছ কোথা বুঝিবারে নারি।।
অতএব মম পাশে করহ কীর্ত্তন।
প্রভেদ হেরিছ কিবা ওহে তপোধন।।
নিদাঘ কহিল শুন ওহে মহামতি।
নিম্নভাবে আছে যেই তারে জান হাতী।।

তদুপরি সেইজন আছে বিদ্যমান।
তিনিই দেশের রাজা ওহে মতিমান।।
বাহ্য বাহকেতে ঋষে যে সম্বন্ধ রয়।
জান না কি তাহা তুমি ওহে মহোদয়।।
এত শুনি ঋভু কহে ওহে তপোধন।
অধঃ আর উর্দ্ধ কারে কর নিরূপণ।।
ঋভুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
সহসা নিদাঘ উঠি ত্বরিত গমনে।।
ঋভুর পৃষ্ঠে শীঘ্র করি আরোহণ।
তাঁহারেই কহিলেন করি সম্বোধন।।
নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ শুন বলি হে তোমারে।
যেমন চড়েছি আমি তোমার উপরে।।
সেরূপ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজা মতিমান।
যেমন আমার নিম্নে তব অবস্থান।।
যেমন রাজার নিম্নে রয়েছে বাহন।
দেখাই দৃষ্টান্ত এই তোমার সদন।।
নিদাঘ কহেন তবে ওহে দ্বিজবর।
আছ তুমি নৃপরূপে আমার উপর।।
আছি আমি তব নিম্নে বাহন যেমন।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে তপোধন।।
তোমাতে আমাতে ভেদ কি আছে ইহায়।
বিশেষ করিয়া তাহা বলহ আমায়।।
ঋভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিদাঘের হৃদে হৈল জ্ঞান উৎপাদন।।
তখন ঋভুর পদে করিয়া প্রণাম।
নিদাঘ কহিল শুন ওহে ভগবান।।
না জানিয়া ওহে ঋষে তোমার সদনে।
কত শত অপরাধ করেছি অজ্ঞানে।।
আপনি আমার গুরু ঋভু মহোদয়।
তিনি ভিন্ন অন্য কেহ হেন নাহি হয়।।
আপনারে লাভ করি আজি এ অধমে।
কৃতার্থ হইল ঋষে সার্থক জীবনে।।
নিদাঘের এই বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
ঋভু তারে কহিলেন মিষ্ট সম্ভাষণে।।
আমিই তোমার গুরু ওহে বাছাধন।
মম নাম ঋভু হয় শুনহ এখন।।

বিস্তর শুশ্রূষা তুমি করেছিলে মোরে।
তাই আমি আসিয়াছি তোমার গোচরে।।
সংক্ষেপে তোমায় আমি দিনু উপদেশ।
এখন বলিব কিছু করিয়া বিশেষ।।
মম উপদেশ মত করিলে করম।
মোক্ষ নিশ্চয় লাভ হবে বাছাধন।।
হেনমতে উপদেশ করিয়া প্রদান।
ঋভু মুনি যথাস্থানে করিল প্রস্থান।।
উপদেশ ধরি তাঁর নিজের মাথায়।
রহিল নিদাঘ সদা একান্ত হৃদয়।।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া তখন।
লাভ কৈল ব্রহ্মজ্ঞান নিদাঘ সুজন।।
ক্রমে মোক্ষলাভ বুঝি হইল তাঁহার।
হৃদয় হইতে ঘুচে যতেক আঁধার।।
এত বলি জড় কহে রাজারে তখন।
অতএব শুন নৃপ আমার বচন।।
সর্ব্বময় জ্ঞান তুমি করিয়া আত্মারে।
সমদর্শী হয়ে সদা শত্রুমিত্র 'পরে।।
অবস্থান কর নৃপ বচনে আমার।
সিদ্ধ হবে মনোরথ ওহে গুণাধার।।
ভ্রান্তি দৃষ্টি বশে দেখ গগন যেমন।
জ্ঞান হয় নানা বর্ণ শুন মহাজন।।
একমাত্র সেইরূপ পরম আত্মারে।
ভ্রমবশে নানারূপ লোকে জ্ঞান করে।।
ফলকথা অদ্বিতীয় পরমাত্মা হন।
সন্দেহ নাহিক তাহে জানিবে রাজন।।
অতএব আমি তুমি ইতি আদি জ্ঞান।
পরিত্যাগ করি তুমি ওহে মতিমান।।
তন্ময় করহ জ্ঞান বিশ্বে সমুদয়।
তাহে সিদ্ধিলাভ হবে কহিনু তোমায়।।
পুনঃ পরাশর বলে শুনহ বচন।
জড় ভরতের বাক্য শুনি রহূগণ।।
পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিল অন্তরে।
না রহিল ভেদ বুদ্ধি হৃদয় মাঝারে।।
আত্মজ্ঞান বশে সেই বিপ্র জাতিস্মর।
সে জন্মে লভিল মোক্ষ ওহে গুণধর।।

বিশ্বে যেইজন হয়ে ভক্তিপরায়ণ।
জড় ভরতের কথা করে অধ্যয়ন।।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।
মোহহীন হয় সেই কহিনু তোমারে।।
সুনির্ম্মলা বুদ্ধি হয় জানিবে তাহার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার।।
যে জন সর্ব্বদা ইহা করেন স্মরণ।
মোক্ষ লাভ হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত সমান।
হরিপদে রাখি মন করহ রচন।।
জড় ভরতের কথা যে করে শ্রবণ।
সর্ব্বদা সুখের হ্রদে হয় ভাসমান।।
জন্মে তার হরিভক্তি হৃদয় মাঝারে।
শোক তাপ নাহি কভু আক্রমণ করে।।
নিরন্তর ব্রহ্মপদে মন তাঁর রয়।
অবশেষে ব্রহ্মলাভ করে মহাশয়।।
অহঙ্কার বুদ্ধি হয় বিনাশ তাঁহার।
শীত-গ্রীষ্মে নাহি রহে ভেদাভেদ আর।।
প্রশান্ত সাগর সম শান্ত হয় মন।
বাসুদেবে মন তাঁর রহে অনুক্ষণ।।
রাগ-দ্বেষ হীন তাঁর হইবে প্রকৃতি।
ভক্তিযোগে লভিবেন ভগবতী গতি।।
মমতা জন্মায় মনে দেহে আপনার।
তাহারেই পণ্ডিতেরা কহে অহঙ্কার।।
অহঙ্কার পরবশে হয়ে গুণময়।
ভুলে যায় আত্মতত্ত্ব যত জীবচয়।।
আত্মতত্ত্ব নাশে হয় নিজ অভিমান।
আমার তোমার ভাব তাহাতে প্রমাণ।।
আমি ও আমার ভাবে মগ্ন হলে মন।
স্বচ্ছন্দেই আত্মারাম হয়েন বন্ধন।।
তাহাতেই সুখ দুঃখ ক্রমে বোধ হয়।
সংসারের পথ যাহা কষ্ট অতিশয়।।
যখন হইবে জীব শূন্য অহঙ্কার।
তখন বিলোপ হবে আমি ও আমার।।
আমিত্ব বিনাশে হবে দুঃখ ক্রমে দূর।
চিত্তমল নাশি হবে সুখ যে প্রচুর।।

চিত্তমল নাশে হবে জীবে আত্মজ্ঞান।
প্রকৃতি রহিত তবে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
সেই জ্ঞানে প্রত্যক্ষিত হবে আত্মধন।
বৈরাগ্যেতে পরিপূর্ণ হবে যবে মন।।
বৈরাগ্য সহিত তাহে ভক্তির উদয়।
আত্মদৃষ্টি হেন ভাবে দেহীগণে হয়।।
অতি সূক্ষ্ম সেই আত্মা হইলে দর্শন।
দেহী নিজ হস্তে তবে পাবে মুক্তিধন।।
মায়া হবে হতবীর্য্য আত্ম দরশনে।
হীনবীর্য্য রজ্জু যথা অগ্নির দহনে।।
একমাত্র ভক্তিযোগ সকলের সার।
তাহা ভিন্ন পথ নাই জ্ঞান লভিবার।।
ভক্তিযোগে যোগিগণ ব্রহ্মলাভ করে।
দ্বিতীয় নাহিক পথ জ্ঞানলাভ তরে।।
সাধু সহবাসে সদা উপজয় জ্ঞান।
তাহাতেই ভক্তিলাভ শাস্ত্রের প্রমাণ।।
যেই জীব দয়াবান সবার উপর।
সর্ব্বজীবে সমভাব সদা অকাতর।।
শত্রুহীন সত্ত্বগুণী অতি নম্রতম।
এ জগতে নাহি আর সাধু তার সম।।
সংসারে অনেক তাপ পীড়ার কারণ।
দুঃখভোগ তাহে করে কর্ম্মে জীবগণ।।
সেই তাপ নাশিবারে যত জ্ঞানবান।
হরি-স্মৃতি হৃদয়েতে করে বিদ্যমান।।
কৃষ্ণলীলা-কথা তাঁরা শুনয়ে যতনে।
হরি প্রতি দৃঢ় ভক্তি করে মনে মনে।।
যোগবলে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি সহকারে।
এই দেহে জীবগণ হেরিবে হরিরে।।
অতএব বুদ্ধিমত কর আচরণ।
যেমতে করিতে পার হরি দরশন।।
প্রকৃতি-পর্ব্বের কথা হল সমাধান।
হরিনাম সহ কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান।।
শ্রীকবি রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে বিনষ্ট হবে যত পাপভার।।

ইতি প্রকৃতি পর্ব্ব

নিত্যকর্ম্ম পর্ব্ব

সপ্ত মন্বন্তর বর্ণন

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সপ্ত মন্বন্তর কথা করিব বর্ণন।।
ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে করি নানা লীলা।
নারায়ণ এই বিশ্ব ভুবন পালিলা।।
বর্ত্তমান যেই কাল হয় উপনীত।
কত মন্বন্তর পূর্ব্বে হল উপস্থিত।।
কোন মনু মন্বন্তরে হইল রাজন।
হরি তাহে করিলেন লীলা বা কেমন।।
যত মনু মন্বন্তর হইল বিগত।
তোমায় কহিব আমি জানি যেই মত।।
যেই কালে যেই মতে সেই নারায়ণ।
করিলেন নিজ লীলা করিব বর্ণন।।
ছয় মন্বন্তর ঋষি হল অবসান।
সপ্তম ইহার নাম জ্যোতিষে প্রমাণ।।
ছয় মন্বন্তর প্রতি মনু হয় ছয়।
ছয় ইন্দ্র ছয় শ্রেণী হয় ঋষিচয়।।
প্রতি মন্বন্তরে যত মনু বংশগণ।
করিল সুখেতে রাজ্য কন গুরুজন।।
প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব হয়।
তাঁহার বর্ণনা পূর্ব্বে বর্ণন না হয়।।
স্বায়ম্ভুব মনু জন্মে কল্পের প্রথমে।
যে যে দেব ঋষি আর যখন জনমে।।
পূর্ব্বেতে সে কথা আমি করেছি কীর্ত্তন।
এখন বলিব যাহা করহ শ্রবণ।।
স্বারোচিষ আদি করি মনুর নন্দন।
মন্বন্তরাধিপ আর শুন মহাত্মন।।
মন্বন্তরাধিপ যত ওহে মহোদয়।
তাহাদের বিবরণ দিব পরিচয়।।
মনোযোগ সহকারে করহ শ্রবণ।
ঋষি দেবতার কথা করিব কীর্ত্তন।।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে শুন মহাশয়।
পারাবত তুষ্টি নামে দেবগণ হয়।।
ইন্দ্র ছিল সেই কালে বিপশ্চিৎ নামে।
উর্জ্জ আদি সাত ঋষি* আছিল সেখানে।।
চৈত্র কিং পুরুষ আদি পুত্র কতিপয়।
লাভ করে স্বারোচিষ মনু মহোদয়।।
ঔত্তমি মনুর যবে হয় অধিকার।
সুশান্তি নামেতে ছিল ইন্দ্র গুণাধার।।
সুধামা ও বশবর্ত্তী সত্য প্রতর্দ্দন।
শিব এই পঞ্চ নামে ছিল দেবগণ।।
দ্বাদশ দেবতা ছিল প্রতি গণে গণে।
ষষ্টি সংখ্যা হয় তাহে জানিবেক মনে।।
বশিষ্ঠের সপ্ত পুত্র সেই মন্বন্তরে।
সপ্তর্ষি বলিয়া খ্যাত আছিল সংসারে।।
অজ দিব্য ও পরশু ইত্যাদি আখ্যানে।
এ মনুর পুত্র হয় বিদিত ভুবনে।।
তামস মনুর কথা করহ স্মরণ।
স্বরূপাদি নামে ছিল চারি দেবগণ।।
স্বরূপ হরি সত্য সুধী চারি নাম হয়।
এইসব নামে দেবগণ পরিচয়।।
সপ্তবিংশ সংখ্যা ছিল প্রতি গণে গণে।
শিখিনামা ইন্দ্র ছিল কহি তব স্থানে।।
জ্যোতির্ধামা আদি ছিল সপ্ত ঋষিবর।
নবখ্যাতি আদি ছিল তনয় প্রবর।।
জ্যোতির্ধামা পৃথু অগ্নি চৈত্র অগ্নি বর।
এই পঞ্চজন আর বরক পীবর।।
এই সপ্ত ঋষি আর পুত্র নবখ্যাতি।
শাকুহর, জানুজঙ্ঘ নামেতে প্রভৃতি।।
রৈবত মনুর কথা করহ শ্রবণ।
বিভু নামে ইন্দ্র ছিল ওহে বাছাধন।।
দেবগণ ছিল অমিতাভ আদি* নামে।
প্রতিগণে চৌদ্দ সংখ্যা কহি তব স্থানে।।

*সাত ঋষি—উর্জ্জ, তত্ত্ব, প্রাণ, দত্তোনি, ঋষভ, নিরশ্ব ও অর্বরীব।

*অমিতাভ আদি— অমিতাভ, ভূতরয়, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা নামক দেবগণ ছিলেন।

হিরণ্য রোমাদি* ছিল সপ্ত ঋষিবর।
বনবন্ধু আদি ছিল তনয় প্রবর।।
শ্রী প্রিয়ব্রতের বংশে ওহে বাছাধন।
স্বারোচিষ* আদি চারি মনুর জনম।।
প্রিয়ব্রত নৃপ করি তপ-অনুষ্ঠান।
করেছিল শ্রীহরির সন্তোষ বিধান।।
সেই হেতু হেন পুত্র জনমে তাঁহার।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার।।
চাক্ষুষ মনুর হয় রাজত্ব তখন।
মনোজব নামে ইন্দ্র আছিল যখন।।
পঞ্চ দেবগণ ছিল আদ্য আদি করে।
প্রতি গণে অষ্ট সংখ্যা কহিনু তোমারে।।
সুমেধাদি নামে ছিল সপ্ত ঋষিগণ।
উরু আদি পুত্রগণ বিদিত ভুবন।।
এইসব পুত্রগণ হয়ে অধীশ্বর।
শাসিয়াছিলেন প্রজা শুন গুণধর।।
বৈবস্বত নামে মনু চলিছে এখন।
তার নাম শ্রাদ্ধদেব সূর্য্যের নন্দন।।
তিনিই সপ্তম মনু বিদিত ভুবনে।
পুরন্দর ইন্দ্র হন জানিবেক মনে।।
বসু রুদ্র আদিত্যাদি হন দেবগণ।
বশিষ্ঠাদি সপ্ত ঋষি জানে সর্ব্বজন।।
ইক্ষ্বাকু করিয়া আদি নয়টি তনয়।
বৈবস্বত মনু লভে ওহে মহোদয়।।
সত্ত্বগুণযুত সর্ব্বে বিষ্ণু শক্তিমান।
মর্য্যাদাসম্পন্ন বলি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
প্রতি মন্বন্তরে বিষ্ণু দেবতা আকারে।
হয়ে থাকে প্রাদুর্ভূত কহিনু তোমারে।।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আকুতি উদরে।
যজ্ঞ ও মানস নামে নিজ জন্ম ধরে।।

*হিরণ্য রোমাদি— হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্য্যন্য ও মহামুনি নামক সপ্ত ঋষিও হন, দনবন্ধু সুসম্ভাব্য, সত্যকাদি নামে পুত্রগণ ছিল।।

*স্বারোচিষ— স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত এই চারি মনু জন্মগ্রহণ করেন।

স্বারোচিষ মন্বন্তর হলে তারপর।
তুষিতার গর্ভে জন্মে ওহে বিজ্ঞবর।।
আদিত্য নামেতে খ্যাত সেইকালে হন।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন।।
ঔত্তম মনুর যবে হয় অধিকার।
সত্য নাম ধরি জন্মে গর্ভেতে সত্যার।।
তামস মনুর হয় রাজত্ব যখন।
হরি নামে হর্য্যা গর্ভে সমুদিত হন।।
রৈবত মনুর কালে সম্ভূতি উদরে।
মানস নামেতে জন্মে বিদিত সংসারে।।
চাক্ষুষ মনুর হয় রাজত্ব যখন।
বিকুণ্ঠার গর্ভে হরি জনমে তখন।।
বৈকুণ্ঠ নামেতে খ্যাত হন সেই কালে।
হেনমতে ছয় মনু অতীত হইলে।।
বৈবস্বত নামে মনু হয়েন যখন।
অদিতির গর্ভে জন্মে হইয়া বামন।।
জনম ধরিয়া হরি বামন আকারে।
তিন পায় তিন লোক লইলেন হরে।।
এইরূপ তিন লোক করি অধিকার।
ইন্দ্রেরে করেন দান শুন গুণাধার।।
মনুও মনু পুত্রগণের বিষয়।
বিস্তারি কীর্ত্তন করি শুন মহাশয়।।
এইসব মন্বন্তরে যত প্রজাগণ।
বিপ্র দ্বারা সুরক্ষিত হয় সর্ব্বক্ষণ।।
বিষ্ণুশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব-সমুদয়।
আবিষ্ট রয়েছে সদা ওহে মহোদয়।।
বিষ্ণু নামে খ্যাত হরি এই সে কারণে।
কহিলাম আদি সত্য তোমার সদনে।।
দেবতা সপ্তর্ষি মনু মনুর তনয়।
কীর্ত্তন করিনু যাহা শুন মহোদয়।।
হরির বিভূতি সব জানিবে অন্তরে।
হরি বিনা সব মিথ্যা জগত সংসারে।।
বিষ্ণুপুরাণ করে অমৃত ধারণ।
হরিপদ হৃদি মাঝে ভাব সদা মন।।

সাবর্ণাদি মন্বন্তর বর্ণন

জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় ওহে মহাত্মন।
সপ্ত মন্বন্তর করিলাম যে শ্রবণ।।
ভাবী মন্বন্তর কথা শুনিতে বাসনা।
প্রকাশ করিয়া মোর পুরাও কামনা।।
পরাশর কহে শুন ওহে বাছাধন।
ভগবান সূর্য্য যিনি বিদিত ভুবন।।
তাঁহার রমণী বিশ্বকর্ম্মার নন্দিনী।
সংজ্ঞা নামে সুবিদিত সেই বিনোদিনী।।
তিন পুত্র জন্মে ক্রমে সংজ্ঞার উদরে।
বৈবস্বত মনু যম যমী তার পরে।।
তার পর স্বামী তেজ সহিবারে নারি।
পতি পাশে নিজ ছায়া রাখিয়া সুন্দরী।।
তপস্যার হেতু যান গহন কাননে।
সূর্য্য পাশে ছায়া রহে সেবার কারণে।।
ভগবান সূর্য্য পরে ছায়ার উদরে।
ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র উৎপাদন করে।।
শনৈশ্চর সাবর্ণিক মনু দুইজন।
তপতী এ তিন নাম বিদিত ভুবন।।
কুপিতা হইয়া ছায়া পরেতে তখন।
যমের উপরে শাপ করেন অর্পণ।।
তখন সূর্য্যের মনে জন্মিল সংশয়।
সত্য কি না সংজ্ঞা এই শুন মহোদয়।।
যমের মনেতে এই সন্দেহ জন্মিলে।
সূর্য্য জানিলেন পরে সমাধির বলে।।
অশ্বরূপ ধরি সংজ্ঞা করেছে গমন।
তপস্যা করেন গিয়া গহন কানন।।
তাহা জানি অশ্বরূপ ধরি দিনমণি।
সংজ্ঞার নিকট চলি গেলেন তখনি।।

সংজ্ঞা সহ সেই স্থানে হইল মিলন।
অশ্বিনীকুমার তাহে লভিল জনম।।
রৈবত নামেতে আরো জন্মিল তনয়।
শুন শুন তারপর ওহে সদাশয়।।
সূর্য্য পুনঃ সংজ্ঞারে কৈল আনয়ন।
বিশ্বকর্ম্মা তারপর করিয়া যতন।।
ভ্রমিচক্রে আরোপিত করিয়া ভাস্করে।
যত তেজ লইলেন আকর্ষণ করে।।
আট অংশে তেজ সব করে তারপর।
ব্যথিত তাহাতে নাহি হলেন ভাস্কর।।
সূর্য্যের বৈষ্ণব তেজ হইয়া নির্গম।
পড়িয়া আছিল ভূমে শুন তপোধন।।
তাহা দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা অতীব যতনে।
সুদর্শনচক্র গড়ে বিদিত ভুবনে।।
শিবের ত্রিশূল কার্ত্তিকেয়ের শকতি।
কুবেরের গদা আদি দেবাস্ত্র-সংহতি।।
সেই তেজে তেজীয়ান হইয়া উঠিল।
ক্রমে ক্রমে সমধিক বর্ধিত হইল।।
যেই মনু ছায়াগর্ভে* লভিল জনম।
সাবর্ণি তাহার নাম বিদিত ভুবন।।
সে মনুর অধিকার হয় যেই কালে।
সাবর্ণিক মন্বন্তর তাহারেই বলে।।
বৈবস্বত মন্বন্তর হলে অবসান।
সাবর্ণিক মনু হবে ওহে মতিমান।।
সেই সব ভাবী কথা তোমার সদনে।
কীর্ত্তন করিব শুন অবহিত মনে।।
সাবর্ণি মনুর যবে হবে অধিকার।
আবির্ভাব হবে সুতপাদি* দেবতার।।
সেই সব দেবতার প্রতি প্রতি গণ।
একুশ সংখ্যায় ঋষি জানিবে পূরণ।।

*ছায়াগর্ভে— ভগবান সূর্য্য ছায়ার গর্ভে যে মনুর উৎপাদন করেন তিনি সংজ্ঞার গর্ভজাত। বৈবস্বত মনুর সাবর্ণ বলিয়া সাবর্ণি নামে বিখ্যাত হন।

*সুতপাদি— সুতপ ও অমিতাভ ও মুখ্য নামক দেবগণ।

দীপ্তিমান* আদি করি সপ্ত ঋষিগণ।
সেকালে বিখ্যাত হবে ওহে তপোধন।।
ইন্দ্র হবে বলি রাজা দানবের পতি।
সাবর্ণি মনুর হবে অনেক সন্ততি।।
বিরজাদি নামে খ্যাত সেই পুত্রগণ।
তাহারা করিবে পরে অবনী শাসন।।
এরূপে অষ্টম বসু হলে অবসান।
নবমের হবে দক্ষ সাবর্ণ আখ্যান।।
মরীচি গর্ভাদি করি অমর নিকর।
তখন জনম লবে ওহে গুণধর।।
দ্বাদশ সংখ্যায় যুক্ত প্রতি দেবগণ।
অদ্ভুত নামেতে হইবে ইন্দ্র তখন।।
শবলাদি* সপ্ত ঋষি হবে সেই কালে।
ধৃতকেতু আদি পুত্র জানেন সকলে।
দশম মনুর জন্ম হবে তারপর।
শ্রীব্রহ্ম সাবর্ণ নাম শুন গুণধর।।
সুধামা বিরুদ্ধ নামে দেবগণ হবে।
তাঁদের প্রত্যেক গণে শত সংখ্যা রবে।।
শান্তি নামে ইন্দ্র হবে ওহে তপোধন।
হবিষ্মান আদি করি সপ্ত ঋষিগণ।।
সে মনুর দশ পুত্র লভিবে জনম।
সুক্ষেত্র করিয়া আদি বিদিত ভুবন।।
একাদশ মন্বন্তরে যেই মনু হবে।
তাঁদের প্রত্যেক গণে শতসংখ্যা রবে।।
শান্তি নামে ইন্দ্র হবে ওহে তপোধন।
হবিষ্মান আদি করি সপ্ত ঋষিগণ।।
দশ পুত্র সে মনুর জনম লভিবে।
সুক্ষেত্র করিয়া আদি ভবে প্রকাশিবে।।
একাদশ মন্বন্তরে যেই মনু হবে।
শ্রীধর্ম্ম সাবর্ণি নাম তাহারে জানিবে।।
বিহঙ্গম আদি করি যত দেবগণ।
তাঁর অধিকার কালে লভিবে জনম।।

*দীপ্তিমান— দীপ্তিমান, গালব, পরশুরাম, কৃপ, অশ্বত্থামা, বেদব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ এই সপ্ত ঋষি।

*শবলাদি— শবল, দ্যুতিমান, হব্য, বসু, মেধাতিথি, জ্যোতিষ্মান ও সত্য এই সপ্ত ঋষি।

তাঁদের প্রত্যেক গণে ত্রিশ সংখ্যা রবে।
নিশ্চরাদি সপ্ত ঋষি সেই কালে হবে।।
সর্ব্বত্রগ আদি করি হবে পুত্রগণ।
দ্বাদশ মনুর পরে হইবে জনম।।
রুদ্রপুত্র সে সাবর্ণি জানিবে অন্তরে।
হরিতাদি দেবগণ হবে সেই কালে।।
ঋতধামা নামে ইন্দ্র জন্মিবে তখন।
তপস্বী করিয়া আদি সপ্ত ঋষিগণ।।
দেব আদি জনমিবে মনুর তনয়।
ত্রয়োদশ মনু পরে হইবে উদয়।।
রৌচ্যমান নাম তার ওহে তপোধন।
সুত্রামাদি সেই কালে হবে দেবগণ।।
তেত্রিশ সংখ্যায় পূর্ণ প্রতি গণ হবে।
মহাবীর্য্য নামে ইন্দ্র তখন জন্মিবে।।
নির্ম্মোহ করিয়া আদি হবে ঋষিগণ।
চিত্রসেন আদি করি জন্মিবে নন্দন।।
চতুর্দ্দশ মনু পরে জনম ধরিবে।
ভৌত নামে সেই মনু বিখ্যাত হইবে।।
চাক্ষুষ করিয়া আদি হবে দেবগণ।
শুচি নামে ইন্দ্র হবে শুন তপোধন।।
অগ্নিবাহু আদি করি সপ্তঋষি হবে।
উরু আদি পুত্রগণ তখন জন্মিবে।।
সেইসব মনুপুত্র লভিয়া জনম।
এই ভূমি যথাক্রমে করিবে শাসন।।
প্রকাশিয়া কহি তাহা তোমার গোচরে।
শুন মুনি অন্য কথা কহি তার পরে।।
চতুর্যুগ অবসান হইবে যখন।
বেদরাশি তিরোহিত হইবে তখন।।
সেই কালে সপ্তর্ষিরা আসিয়া ধরায়।
উদ্ধার করিবে যত বেদ পুনরায়।।
প্রতি সত্যযুগে মনু একান্ত অন্তরে।
স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন সমাদরে করে।।
প্রতি মন্বন্তরাবধি যত দেবগণ।
মহানন্দে যজ্ঞভাগ করেন গ্রহণ।।
যাবৎ সে মন্বন্তর রহে বিদ্যমান।
তত কাল সে মনুর যতেক সন্তান।।

সসাগরা বসুমতী করেন পালন।
প্রতি মন্বন্তরে হয় দেবের জনম।।
মনুপুত্র সপ্তঋষি ইন্দ্রাদি জনমে।
হেন মতে চতুর্দ্দশ মনু অবসানে।।
সহস্র যুগপ্রতিম কল্প শেষ হয়।
পরেতে ব্রহ্মার হয় রাত্রির উদয়।।
রাত্রি পরিমাণ হয় হাজার বৎসর।
নিরূপিত আছে তাহা ওহে গুণধর।।
কল্পশেষে ব্রহ্মরূপী দেব ভগবান।
অনন্ত ত্রিলোক গ্রাস করি মতিমান।।
সলিল উপরে রহে অনন্ত শয্যায়।
প্রতিবুদ্ধ কিছু পরে হয় পুনরায়।।
রজোগুণ সহকারে করেন সৃজন।
মনু আদি সবে পুনঃ লভয়ে জনম।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমায়।।
সনাতন বিষ্ণু সেই নিত্য নিরঞ্জন।
চতুর্যুগ সুব্যবস্থা করেন যেমন।।
প্রকাশ করিব তাহা তোমার গোচরে।
শ্রবণ করহ মনোযোগ সহকারে।।
সত্যযুগে কপিলাদি রূপে ভগবান।
পরতত্ত্ব জ্ঞান সবে করেন প্রদান।।
ত্রেতাযুগে রাম রূপে হয়ে অধীশ্বর।
দুষ্টের দমন করে সেই দণ্ডধর।।
তাঁহা হতে বেদ ভাগ হয়েছে জগতে।
বেদশাখা সমুৎপন্ন হয় তাঁহা হতে।।
তিনিই করেন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
তাঁহা হতে হয় বৎস বিশ্বের পালন।।
অনন্ত শকতি বৎস যা আছে তাঁহার।
তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয় বিশ্ব বার বার।।
তিরোহিত হয় পুনঃ সেই শক্তি বলে।
অগোচর নাহি তাঁর কিছু ভূমণ্ডলে।।
একমাত্র তিনি হন বিশ্বে সর্ব্বময়।
সবার কারণ তিনি মুলাধার হয়।।
মন্বন্তর-কথা যাহা শুনিলে আভাষ।
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যত করিনু প্রকাশ।।

বেদব্যাসাবতার কথা

পুনঃ মৈত্রেয় জিজ্ঞাসিল ওহে ভগবান।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন।।
বিষ্ণুময় হয় এই অখিল সংসার।
বর্ণনা করিলে তাহা করিয়া বিস্তার।।
বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কোন জন।
শুনিলাম সেই কথা ওহে ভগবান।।
প্রতি যুগান্তরে তিনি ব্যাসের আকারে।
অবতীর্ণ হন এই জগত সংসারে।।
কেমন করিয়া বেদ করে বিভাজন।।
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা ওহে মহাত্মন।।
বিষ্ণুর স্বরূপ সেই ব্যাস মহামতি।
বেদ ভাগ করেছেন যতনেতে অতি।।
প্রকাশিয়া সেই কথা করহ বর্ণন।
শুনিয়া পবিত্র করি এ ছার জীবন।।
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পরাশর।
শুন শুন ওহে বৎস তুমি গুণধর।।
অসংখ্য আছয়ে ভাগ বেদের এমন।
কার সাধ্য সবিস্তারে করয়ে বর্ণন।।
সংক্ষেপে বলিব তাহা তোমার গোচরে।
শুন শুন অবহিতে একান্ত অন্তরে।।
প্রত্যেক দ্বাপর যুগে বিষ্ণু ভগবান।
জগতের হিত হেতু ওহে মতিমান।।
বেদব্যাস রূপে আসি অবনী মাঝারে।
বেদকে বহুধা ভাগ করেন সাদরে।।
হীনবীর্য্য মানবেরে করি দরশন।
তাহাদের হিত হেতু ব্যাস তপোধন।।
বেদ বিভক্ত করে জানিবে মনেতে।
বিষ্ণুরূপী সেই ব্যাস আসি সংসারেতে।।
বেদ ভাগ যে মূর্ত্তিতে করেছেন তিনি।
তাহার আখ্যান হয় শ্রীব্যাসরূপিণী।।
যে যে মন্বন্তরে ব্যাস ওহে মহাত্মন।
যেই যেই রূপ মূর্ত্তি করেন ধারণ।।
কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত অন্তরে।।
বেদের বিভাগ অগ্রে অষ্টাবিংশ হয়।
মহর্ষিগণের দ্বারা জানিবে নিশ্চয়।।
তারপর এই বৈবস্বত মন্বন্তরে।
যেসব দ্বাপর যুগ হয়েছে সংসারে।।
তার মধ্যে আটাশ ব্যাস হয়েছে বিগত।
নিগূঢ় কাহিনী এই শাস্ত্রের সম্মত।।
প্রত্যেক দ্বাপর যুগে ওহে মহামতি।
বেদভাগ চারি ভাগে করেছে সুমতি।।
প্রথম দ্বাপরে নিজে ব্রহ্মা ভগবান।
বেদের বিভাগ করে শুন মতিমান।।
দ্বিতীয় দ্বাপর হতে পর্য্যায় ক্রমেতে।
প্রজাপতি আদি করি জানিবেক চিতে।।
প্রজাপতি শুক্রাচার্য্য পরে বৃহস্পতি।
সবিতা পরেতে মৃত্যু ওহে মহামতি।।
তারপর ইন্দ্রদেব বশিষ্ঠ পরেতে।
সারস্বত ও ত্রিধামা জানিবে ক্রমেতে।।
ত্রিবৃধা ও ভরদ্বাজ অন্তরীক্ষ আর।
অত্রি ত্রয্যারুণ পরে ওহে গুণাধার।।
ধনঞ্জয় কৃতঞ্জয় ঋণ তারপর।
ভরদ্বাজ ও গৌতম ওহে গুণাধার।।
উত্তম হর্য্যাত্মা আর রাজশ্রবা পরে।
তৃণ বিন্দু ও বাল্মীকি জানিবে অন্তরে।।
শক্তি আমি তার পরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
বেদের বিভাগ করি ওহে তপোধন।।
তাঁহারাই যথাক্রমে বেদব্যাস নামে।
বিদিত আছেন বিশ্বে কহি তব স্থানে।।
অষ্টাবিংশ ব্যাস কথা করিনু কীর্ত্তন।
নিগূঢ় শাস্ত্রের কথা শুন তপোধন।।
চারি ভাগ হয় বেদ দ্বাপর প্রথমে।
শুন মুনিবর পরে কহি তব স্থানে।।

অতীত হইলে মম পুত্র দ্বৈপায়ন।
উপনীত হইবেক দ্বাপর তখন।।
তাহাতে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা যিনি।
ব্যাস রূপে আবির্ভূত হইবেন তিনি।।
বেদের প্রণব মাত্র রহিবে তখন।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় বচন।।
ব্রহ্ম শব্দ হয় বৎস বেদের আখ্যান।
তাহার কারণ বলি শুন মতিমান।।
বৃহৎ ও ব্যাপক বলি ব্রহ্ম বলা যায়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমায়।।
যে ব্রহ্ম প্রণব মধ্যে করে অবস্থিতি।
ঋগ্বাদি স্বরূপ তিনি ওহে মহামতি।।
ব্যাহৃতি স্বরূপ তিনি ওহে মহাত্মন।
অগাধ অপার তিনি বিশ্বের কারণ।।
জগত মোহের তিনি হয়েন আধার।
অক্ষয় হয়েন তিনি ওহে গুণাধার।।
পুরুষার্থ প্রয়োজক তিনি মাত্র হন।
কহিনু তোমার পাশে শুন তপোধন।।
সাংখ্যবিৎগণের জ্ঞান জানিবে হে তিনি।
অব্যক্ত অমৃত তিনি হন আত্মযোনি।।
শম আদি গুণযুত মহাত্মা যে জন।
তাহার আশ্রয় তিনি শুন তপোধন।।
অতি গূঢ় সর্ব্বজীবে সেই ব্রহ্ম রন।
সবার স্বরূপ তিনি ওহে মহাত্মন।।
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর।
তাঁহা হতে ভিন্ন কিছু নাহি গুণধর।।
ধরাধামে ভিন্ন বুঝি সেই সব জন।
তাঁর ভেদ চিন্তা করে তাঁরা অনুক্ষণ।।
সর্ব্ব আত্মা সেই ব্রহ্ম সর্ব্ববেদময়।
তাঁ হতে বহুধা ভক্ত বেদরাশি হয়।।
জিজ্ঞাসিয়া ছিলে যাহা ওহে মহামতি।
কহিনু সে সব কথা মধুর ভারতী।।
অপূর্ব্ব পুরাণকথা শুনে যেই জন।
তার দেহে শোক তাপ না রহে কখন।।
যে বাসনা করে মনে পূর্ণ তার হয়।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের নির্ণয়।।

বেদ বিভাগ বর্ণন

পরাশর বলে পুনঃ করহ শ্রবণ।
বেদের বিভাগ-কথা করিব বর্ণন।।
চতুষ্পাদ ছিল পূর্ব্বে বেদ বিদ্যমান।
লক্ষমন্ত্রে পরিপূর্ণ ওহে মতিমান।।
সেই বেদ হতে হয় যজ্ঞের জনম।
তারপর বলি যাহা করহ শ্রবণ।।
বৈবস্বত মন্বন্তরে আটাশ দ্বাপরে।
চারি ভাগ করে ব্যাস জানিবে বেদেরে।।
বেদব্যাস মহাঋষি আমার নন্দন।
সদা বেদ ভাগ করে শুন যশোধন।।
সেইরূপ আমা হতে যত ঋষিগণ।
পূর্ব্বে ব্যস্ত হয়েছিল শুন তপোধন।।
চারি যুগে বেদশাখা ব্যাস মহামতি।
নিরূপণ করেছেন জানিবে সুমতি।।
নারায়ণ সম সেই ব্যাস তপোধন।
তাঁহা ভিন্ন নহে আর শুন বাছাধন।।
কেবা আছে হেন জন এ ভব সংসারে।
তিনি বিনা শ্রীভারত বর্ণিবারে পারে।।
দ্বাপর যুগেতে তিনি ওহে মহাত্মন।
যেরূপে বেদের ভাগ করেন মিলন।।
প্রকাশ করিব তাহা তোমার গোচরে।
শুন শুন ওহে বৎস একান্ত অন্তরে।।
ব্রহ্মার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
চারি ভাগ করে বেদ আমার নন্দন।।
চারিজন শিষ্যে পরে করিয়া যতন।
করায়ে ছিলেন তাহা ক্রমে অধ্যয়ন।।
শিক্ষা করে ঋক্‌বেদ পৌল মহামতি।
সামবেদ শিখেছিল জৈমিনী সুমতি।।

যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করে শ্রীবৈশম্পায়ন।
সুমন্ত অথর্ব্ববেদ করে অধ্যয়ন।।
ইতিহাস পুরাণাদি অতীব যতনে।
শ্রীরোমহর্ষণ শিক্ষা ব্যাসের সদনে।।
মহাত্মন দ্বৈপায়ন অতীব সাদরে।
যজুর্ব্বেদ চারি ভাগে করিলেন পরে।।
চাতুর্হোত্র বিধি আছে তাহে বিদ্যমান।
সেই অনুসারে যজ্ঞ হয় অনুষ্ঠান।।
অথর্ব্বসুদের কার্য্য যজুর্ব্বেদে হয়।
হোতৃকর্ম্ম ঋগ্‌বেদে জানিবে নিশ্চয়।।
সামবেদ দ্বারা গান হয় সম্পাদন।
অথর্ব্ব দ্বারায় হয় ব্রহ্ম নিরূপণ।।
মম পুত্র দ্বৈপায়ন গুণের আধার।
বেদ হতে করে কিছু মন্ত্রের উদ্ধার।।
ঋগ্বেদ প্রকাশ করেছেন ভূতলে।
কতিপয় মন্ত্র পরে লইয়া সাদরে।।
যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত করেছেন তিনি।
সর্ব্ব গীত উদ্ধারিল ওহে মহামুনি।।
সামবেদ প্রকাশিত করেছে ধরায়।
ব্রহ্ম নিরূপণ বিধি লয়ে পুনরায়।।
রাজকর্ম্ম বিধি লয়ে অতীব যতনে।
অথর্ব্ব প্রকাশ করে এ তিন ভুবনে।।
হেনমতে বেদরূপ মহাতরুবর।
বিভক্ত হইল যিনি ওহে গুণধর।।
চতুর্ধা বিভক্ত হইল বৃক্ষের কারণ।
ক্রমে বিস্তারিয়া কহি করহ শ্রবণ।।
ঋগ্বেদ তরু ভাগ করিয়া যতনে।
সংহিতা রচিল পৌল পুলকিত মনে।।
ইন্দ্র প্রমৃতিরে তাহা করিল প্রদান।
অপর সংহিতা পুনঃ রচিল ধীমান।।
বাস্কলেরে যত্নে তাহা করিল অর্পণ।
বাস্কল করিল যাহা শুনহ এখন।।
সংহিতারে চারি ভাগ করিয়া বাস্কল।
বৌদ্ধাদি শিষ্যে দিল করি মহাবল।।
যাজ্ঞবল্ক্য আর আমি মোরা দুইজনে।
সে মত আশ্রয় করি আনন্দিত মনে।।

সংহিতা হইতে পরে বৌদ্ধ মুনিগণ।
অসংখ্য অসংখ্য শাস্ত্র করিল সৃজন।।
যে সংহিতা প্রাপ্ত হন ইন্দ্র মহামতি।
মাণ্ডুক্যকে দেন তাহা জানিবে সুমতি।।
মাণ্ডুক্যের শিষ্য হতে পরে তার পরে।
ক্রমেতে প্রশিষ্য আর পুত্রাদির করে।।
শাকল্য সংহিতা সেই করি অধ্যয়ন।
মুদগলাদি পঞ্চ শিষ্যে করেন অর্পণ।।
তিন সংহিতার সৃষ্টি শাকপুনি করে।
চতুর্থ নিরুক্ত তিনি করেন সাদরে।।
সংহিতা-ত্রিতয় আর রচিল বাস্কল।
অসংখ্য সংহিতা করে গার্গ্য মহাবল।।
কালায়নি কথাযব ঋষি দুইজন।
অসংখ্য সংহিতা দোঁহে করেন রচন।।
শাখা-প্রশাখাদি যত ঋগ্বেদে আছে।
সমুদয় বর্ণিলাম আমি তব কাছে।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
ভক্তিতে শুনিলে পাপমুক্ত হয় নর।।

ব্যাস-শিষ্যগণের বেদশাখা শ্রবণ

মহামতি ব্যাসশিষ্য শ্রীবৈশম্পায়ন।
যজুর্ব্বেদ রূপ তরু করিয়া গ্রহণ।।
সপ্তবিংশ শাখা তার করিয়া যতনে।
দান করে শিষ্যগণে পুলকিত মনে।।
বিধান যতেক শিষ্য করিয়া গ্রহণ।
সেই সব এক মনে করে অধ্যয়ন।।
তার মাঝে যাজ্ঞবল্ক্য ছিল একজন।
ব্রহ্ম-রাজপুত্র তিনি বিদিত ভুবন।।
পরম ধার্ম্মিক তিনি প্রথিত সংসারে।
ভক্তিপরায়ণ সদা গুরুর উপরে।।

পূর্ব্বে ঋষিদের ছিল এমন নিয়ম।
দলবদ্ধ হয়ে যান কোন ঋষিজন।।
যায় পুলকিত মনে সুমেরু শিখরে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি ঘেরিবে তাহারে।।
কেহ করে নাই কভু এ রীতি ভঙ্গন।
কেবল সাধিয়াছিল শ্রীবৈশম্পায়ন।।
শিষ্যসমবিভ্যাহারে সুমেরু শিখরে।
অকস্মাৎ শিশু এক নয়নেতে পড়ে।।
সুন্দর শিশুরে তিনি করি দরশন।
তার দেহে পদাঘাত করিল তখন।।
ব্রহ্মহত্যা আসি তারে অমনি ঘেরিল।
সম্বোধিয়া শিষ্যগণে পরেতে কহিল।।
ব্রহ্মহত্যা নিবারণ ব্রত অনুষ্ঠান।
অচিরে করহ সবে ওহে মতিমান।।
এত শুনি যাজ্ঞবল্ক্য কহেন তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।।
এই সব হীনতেজা ক্লেশিত ব্রাহ্মণে।
নাহি কিছু প্রয়োজন কহি তব স্থানে।।
একাকী করিয়া আমি ব্রত অনুষ্ঠান।
ব্রহ্মহত্যা পাপে তোমা করিব যে ত্রাণ।।
এত বলি মৌনভাব করিলে ধারণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে কহে তারে শ্রীবৈশম্পায়ন।।
বিপ্র অপমান তুমি কর নরাধম।
অতএব বলি যাহা করহ শ্রবণ।।
যাহা শিক্ষা করিয়াছ আমার গোচরে।
কর পরিত্যাগ দুষ্ট সেসব অচিরে।।
হীনতেজা বলি তুমি যত বিপ্রগণে।
কত অপমান কৈলে বুঝিতেছ মনে।।
আমাতে তখন আর কিবা প্রয়োজন।
তব সম নাহি আর কোন নরাধম।।
এত শুনি যাজ্ঞবল্ক্য কহিল তাঁহারে।
শুন ভগবন এক নিবেদি তোমারে।।
তব প্রতি আমি হই ভক্তিপরায়ণ।
এইরূপ বলিয়াছি তাই সে কারণ।।
বিপ্রেরে অবজ্ঞা নহে বাসনা আমার।
যাহা হোক শুন বলি ওহে গুণাধার।।

তব পাশে করিয়াছি যাহা অধ্যয়ন।
তাহাতে আমার আর নাহি প্রয়োজন।।
এত বলি ভেদ করি নিজ কলেবর।
বাহির করিয়া দিল বেদ তরুবর।।
রুধিরাক্ত যজুর্ব্বেদ করিয়া বাহির।
অর্পণ করিল তাহা মহর্ষি প্রবীর।।
তৈত্তির আকৃতি হয়ে যত ঋষিগণ।
সাদরেতে সেই বেদ করিল গ্রহণ।।
তৈত্তিরীয় বলি তাই তাপস নিকর।
বিদিত হয়েছে ভূমে শুন গুণধর।।
গুরুর আদেশে পরে সেই ঋষিগণ।
আধ্বর্য্যক কার্য্য করে ওহে তপোধন।।
বৈশম্পায়ন পাপ নাশিল তাহাতে।
অতীব নিগূঢ় কথা কহিনু তোমাতে।।
যাজ্ঞবল্ক্য করি হেথা বেদ পরিহার।
যজুর্ব্বেদ তরুলাভ করে পুনর্ব্বার।।
প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া যতনে।
করিল সূর্য্যের স্তব ঐকান্তিক মনে।।
তুমি দেব হও জানি মুকতির দ্বার।
সিততেজা বেদরূপী ওহে গুণাধার।।
পরম তেজস্বী তুমি বিশ্বের কারণ।
তুমি অগ্নি তুমি চন্দ্র ওহে ভগবন।।
কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি সকল হে তুমি।
ঋতুকর্ত্তা ঋতুহর্তা ওহে দিনমণি।।
পরম অক্ষয়রূপী তুমি ভগবন।
তুমি ধ্যেয় বিষ্ণুরূপী বিদিত ভুবন।।
দেবতার তৃপ্তি সাধি রশ্মির দ্বারায়।
তাঁহাদিগে ধরিতেছ নমামি তোমায়।।
তব সুধামৃত দ্বারা যত পিতৃগণ।
তৃপ্তিলাভ করে থাকে ওহে ভগবন।।
ত্রিকাল রূপেতে তুমি হও জগৎপতি।
তব তেজে নষ্ট হয় তিমির সংহতি।।
উদিত না হও যদি ওহে ভগবন।
সৎকর্ম্ম না হলে ভূমে হয় বিনাশন।।
পবিত্রতা লাভ বল কে করিতে পারে।
তোমা বিনা বিশ্বশূন্য জানি হে অন্তরে।।

তোমার কিরণ স্পর্শ করি নরগণ।
হয়ে থাকে ক্রিয়াযোগ্য ওহে ভগবন।।
শুদ্ধাত্মা সবিতা তুমি আদিত্য ভাস্কর।
দেবতার আদি ভূত পরম ঈশ্বর।।
তব রথ হিরণ্ময় বিদিত ভুবনে।
তোমার সমান কেহ নাহি কোন স্থানে।।
তব সুধাবর্ষী রশ্মি ওহে ভগবন।
করিতেছে আলোকিত এ তিন ভুবন।।
নয়ন স্বরূপ প্রভু তুমি সবাকার।
বিরাজিছ সদা তুমি নাশি অন্ধকার।।
পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে।
প্রসীদ প্রসীদ দেব এ অধীন জনে।।
এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়া শ্রবণ।
বাজিরঙ্গ সূর্য্যদেব করিয়া ধারণ।।
তথা উপনীত হন অতীব সত্বরে।
কহিলেন শুন ঋষি বলি হে তোমারে।।
প্রসন্ন হয়েছি আমি তোমার উপর।
অভিমত বর লহ ওহে ঋষিবর।।
সূর্য্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
যাজ্ঞবল্ক্য পদতলে করিয়া বন্দন।।
কহিলেন শুন শুন ওহে দিনমণি।
তব পাশে আকিঞ্চন করিতেছি আমি।।
যাহা না জানেন প্রভু শ্রীবৈশম্পায়ন।
সেই যজুর্ব্বেদ মোরে করহ অর্পণ।।
ঋষির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
যজুর্ব্বেদ দিল সূর্য্য পুলকিত মনে।।
সূর্য্যের প্রদত্ত বেদ যেই জন পড়ে।
বাজী নামে খ্যাত তারা আছয়ে সংসারে।।
পঞ্চদশ ঋষি আছে বাজী অভিধান।
যে বেদ পড়েছে তারা ওহে মতিমান।।
সেই সব যাজ্ঞবল্ক্য করি অভিধান।
সেই বেদে কাণ্যাদি করেন রচন।।
হেনমতে সুরচিত বেদ শাখাচয়।
পুরাণের কথা হয় অমৃত আলয়।।

জৈমিনি কর্তৃক বেদশাখার বিভাগ

পরে পরাশর কহে শুন মহাত্মন।
জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য বিদিত ভুবন।।
সামবেদ শাখা ভাগ সেই ঋষি করে।
সেই কথা বলিতেছি তোমার গোচরে।।
দুই পুত্র জৈমিনির খ্যাত চরাচর।
সুমন্ত সুকর্ম্মা আর ওহে গুণধর।।
দুইজনে সামবেদ সংহিতা পড়িয়ে।
ব্যুৎপত্তি লভেন তাহে জানিবে হৃদয়ে।।
সামবেদ শাখা হতে সুকর্ম্মা সুজন।
সহস্র সংহিতা রচি ওহে তপোধন।।
তাহা তিনি দুই শিষ্যে করেন প্রদান।
শিষ্য দোঁহে শিক্ষা করে ওহে মতিমান।।
শ্রীহিরণ্যনাভ আর পৌষ্পিঞ্জির নামে।
সেই দুই শিষ্য খ্যাত বিদিত ভুবনে।।
শ্রীহিরণ্যনাভ হতে যে সব ব্রাহ্মণ।
ভারতী সংহিতা সুখে করেন গ্রহণ।।
সামগ বলিয়া তারা বিদিত ভুবনে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে।।
পৌষ্পিঞ্জির চারি শিষ্য জানে সর্ব্বজন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
লোকাক্ষি কুথুমি পরে কুসীদি আখ্যান।
লাঙ্গলি এ চারি শিষ্য খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
সামবেদ সংহিতারে এই সব জন।
বহুধা বিভক্ত করে ওহে তপোধন।।
হিরণ্যনাভের শিষ্য বহুজন ছিল।
বহুবিধ সাম-শাখা তাহারা সৃজিল।।
অথর্ব্ব সংহিতা হয় যেমন প্রকারে।
সেই কথা প্রকাশিব তোমার গোচরে।।

অমিতদ্যুতির শিষ্য কবন্ধ আখ্যান।
অথর্ব্ব শিথিল সেই ওহে মতিমান।।
দুই ভাগ করি বেদ কবন্ধ সুমতি।
দুই শিষ্যে দেয় পরে ওহে মহামতি।।
দেবদর্শ আর পথ্য সে দোঁহার নাম।
তাঁহাদের শিষ্য যাঁরা কর অবধান।।
ব্রহ্মরাশি সৌক্লায়নি পিপ্পলাদ আর।
দেবদর্শ শিষ্য ছিল ওহে গুণাধার।।
আর এক শিষ্য ছিল মৈত্র তার নাম।
পথ্যের শিষ্যের কথা পরে কহিলাম।।
কুমুদাদি শান্তিকল্প শৌনক জাজ্বলি।
আঙ্গিরস এই সবে তাঁর শিষ্য বলি।।
অথর্ব্ব বেদের শাখা তাঁহাদের হতে।
অসংখ্য হয়েছে ঋষি জানিবে জগতে।।
শৌনক সংহিতা স্বীয় করি দুই ভাগ।
বভ্রুরে করেন দান আর এক ভাগ।।
সৈন্ধবে অন্য অংশ করেন প্রদান।
শুন বলি তারপর আর এক জ্ঞান।।
সুমতি সৈন্ধব আর মুঞ্জকেশগণ।
দ্বি-ভাগে অথর্ব্ব করে জানিবে তখন।।
নক্ষত্র নামেতে আর কল্প অবিধানে।
সে শাস্ত্র প্রকাশ হয় জানিবে ভুবনে।।
যাঁহাদের কথা এই করিনু কীর্ত্তন।
অথর্ব্ব সংহিতা কর্ত্তা সেইসব জন।।
পুরাণ সংহিতা করি ব্যাস মহামতি।
লোমহর্ষণেরে দেন জানিবে সুমতি।।
লোমহর্ষণের হয় সূত অভিধান।
ছয় শিষ্য ছিল তার শুন মতিমান।।
কাশ্যপ সাবর্ণি তার শাংসপ অয়ন।
পুরাণ সংহিতাকর্ত্তা বিদিত ভুবন।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন সদাশয়।
লোমহর্ষণের কত সংহিতা যে হয়।।
তাহাই সবার মূল জানিবে অন্তরে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে।।
পুরাণের আদি হয় শ্রীব্রহ্মপুরাণ।
পুরাণের মত যাহা শুন মহাত্মন।।

অষ্টাদশ পুরাণের শুনহ আখ্যান।
পর্য্যায়ক্রমেতে বলি ওহে মতিমান।।
ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু শিব ভাগবত পরে।
নারদীয় মার্কণ্ডেয় বিদিত সংসারে।।
শ্রীঅগ্নি ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
শ্রীলিঙ্গ বরাহ স্কন্দ শাস্ত্রের প্রমাণ।।
বামন শ্রীমৎস্য কূর্ম্ম গরুড় যে পরে।
ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ কহি বরাবরে।।
সর্গ প্রতিসর্গ বংশ তার মন্বন্তর।
ইত্যাদি বর্ণিত আছে পুরাণ ভিতর।।
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কিন্তু সর্ব্বত্র প্রকাশ।
প্রকাশ করিনু বৎস তোমার সকাশ।।
বিদ্যা চতুর্দ্দশ যাহা শিক্ষা আদি করে।
প্রতিষ্ঠিত আছে লোকে জানিবে অন্তরে।।
তাহা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ আদি করি আর।
আছে চতুষ্টয় বিদ্যা ওহে গুণাধার।।
সমুদয়ে অষ্টাদশ গণনীয় হয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়।।
ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি আর রাজ-ঋষিগণ।
প্রকৃত ঋষির মাঝে হয়েন গণন।।
বেদবিভাগের কথা কহিনু তোমারে।
এরূপে বিভক্ত হয় সর্ব্ব মন্বন্তরে।।
প্রজাপতি কত বেদ নিত্য বলি গণি।
তাহা হতে কত ভাগ করে কত মুনি।।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি মৈত্রেয় সুজন।
সব কথা বিস্তারিয়া করিনু কীর্ত্তন।।
শুনিবারে কি ইচ্ছা হতেছে অন্তরে।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি বলিব তোমারে।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
যে জন শুনয়ে তিনি হন পুণ্যবান।।
যে কথায় শ্রীবিষ্ণুর নাম মাত্র নাই।
সে সকল মিথ্যা কথা জানিবে সদাই।।

নিবৃত্তিসূচক প্রশ্ন ও যমকিঙ্কর সংবাদ

জিজ্ঞাসিল মৈত্রবর শুন ভগবন।
কর্ম্মানুসারে জীব সুখ-দুঃখ পান।।
পরে স্ব স্ব যোনি লয়ে জন্ম লাভ করে।
তাহার প্রমাণ আছে শাস্ত্রের ভিতরে।।
অতএব কোন কাজ কৈলে অনুষ্ঠান।
কালের কবল হতে পায় পরিত্রাণ।।
তাহাই শুনিতে মোর হতেছে বাসনা।
বর্ণন করিয়া প্রভু পুরাও কামনা।।
এত শুনি মিষ্ট ভাষে কহে পরাশর।
শুন বৎস যাহা বলি তোমার গোচর।।
মাদ্রীপুত্র নকুল সে ভীষ্মের গোচরে।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল জানিবে অন্তরে।।
যেইরূপ বলেছিল ভীষ্ম মহামতি।
বলিব সে সব কথা শুনহ সম্প্রতি।।
নকুলের প্রশ্ন শুনি ভীষ্ম মহাত্মন।
সম্বোধিয়া কহিলেন শুন বাছাধন।।
মম সখা ছিল পূর্ব্বে কালিঙ্গক নাম।
জাতিতে ব্রাহ্মণ তিনি অতি গুণধাম।।
একদা আসিয়া তিনি আমার গোচরে।
কহিলেন শুন সবে বলি হে তোমারে।।
জাতির বিপ্র এক করি আগমন।
ভবিষ্যৎ কথা মোরে করেছে কীর্ত্তন।।
যথার্থ নির্ণয় আমি করেছি তাহার।
প্রকাশিল যাহা তিনি নিকটে আমার।।
তাহার অন্যথা কিছুমাত্র হয় নাই।
সেই কথা কহিলাম সখা তব ঠাঁই।।
শুনহে সংজ্ঞাত্মজ জিজ্ঞাসিলে যাহা।
আমি প্রশ্ন করেছিনু সখাপাশে তাহা।।

মম প্রশ্নকথা তিনি শুনিয়া অমনি।
জাতিস্মর বিপ্রকথা শুনিয়া তখনি।।
যম-কিঙ্কর সংবাদ আমার গোচরে।
বর্ণন করিয়াছিল জানিবে অন্তরে।।
তব পাশে সেই কথা করিব কীর্ত্তন।
একান্ত অন্তরে বৎস করহ শ্রবণ।।
গল্প নয় ঘটনা যে অমৃত সমান।
ভক্তিতে শুনিলে নর পায় দিব্যজ্ঞান।।
যমরাজ একদিন তাঁহার দূতেরে।
ক্রুদ্ধ আর পাশ হস্ত নিজ চক্ষে হেরে।।
বলিয়াছিলেন তারে করি সম্বোধন।
শুন বলি ওহে দূত আমার বচন।।
শ্রীহরি শরণাপন্ন যেই জন হয়।
কদাচ না যেও তুমি তাহার আলয়।।
যে জন বৈষ্ণব এই ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
অধিকার নাহি মম তাহার উপরে।।
কি আছে ক্ষমতা তারে করিব শাসন।
ভুলিয়া না যেও কভু তাহার সদন।।
মানব হিতার্থে মোরে ব্রহ্মা পদ্মযোনি।
দিয়াছেন এই পদ সত্য বটে মানি।।
কিন্তু বিষ্ণুভক্ত হন সেই মহাত্মন।
গুরুভক্ত কিংবা হন সেই সাধুজন।।
পাশে পাশে থাকি আমি সতত তাঁহার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার।।
ভগবান বিষ্ণু হন সবার প্রধান।
আমার শাসনকর্ত্তা সেই গুণধাম।।
কনক কুণ্ডল আদি বিবিধ প্রকারে।
যেমন সুবর্ণ দৃষ্টি হতেছে সংসারে।।
সেইরূপ একমাত্র হরি নারায়ণ।
দেব নর আদি রূপে হন দরশন।।
বিবেচনা করি দেখ ওহে মহাত্মন।
বায়ুবেগ অবসান হইলে যেমন।।
পার্থিব জলীয় পরমাণু সমুদয়।
মিলিত হইয়া ক্রমে পৃথ্বী সহ যায়।।
সেইরূপ পরিণামে দেবতা বা নর।
পশুপক্ষী আদি জীব ওহে গুণধর।।

সনাতন বিষ্ণু সহ একত্রিত হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা নাহিক সংশয়।।
পরমার্থ লাভ হেতু যেই সাধুজন।
একান্ত ভকতি রত হয়ে অনুক্ষণ।।
দেবপূজ্য বিষ্ণুপদে করয়ে প্রণাম।
পাতক না রহে তার ওহে মতিমান।।
ঘৃতসিক্ত অগ্নি জ্ঞানে তুমি হে তাহারে।
সর্ব্বদা ত্যজিয়া তুমি রবে বহুদূরে।।
ধর্ম্মের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পাশ হস্ত দূত কহে করি সম্বোধন।।
শুন প্রভু নিবেদন করি হে তোমারে।
চিনে লব বিষ্ণুভক্ত বল কি প্রকারে।।
যম কহিলেন তবে শুন হে কিঙ্কর।
নিজ ধর্ম্ম হতে ভ্রষ্ট নহে যেই নর।।
নিজধর্ম্ম হতে ভ্রষ্ট নহে যেই জন।
শত্রু-মিত্রে আছে যার সম দরশন।।
পরধন হরিবারে নাহি যার মতি।
অপরে পীড়ন নাহি করে যে সুমতি।।
কলি-কলুষিত আত্মা নহেক যাহার।
নির্ম্মল অন্তরে রহে সেই গুণাধার।।
বাসুদেবে যাঁরা হন ভক্তিপরায়ণ।
পরদ্রব্য তৃণতুল্য হেরে যেই জন।।
অন্যের সুবর্ণ যদি রহে গুপ্তস্থানে।
দেখিয়া সে জন নাহি দেখয়ে নয়নে।।
একমন হয়ে যারা ওহে মতিমান।
সর্ব্বদা করেন যিনি শ্রীহরির ধ্যান।।
বিষ্ণুভক্ত হয় জান সেই সব জন।
আরো কিছু বলি তুমি করহ শ্রবণ।।
স্ফটিক মণির ন্যায় যাহারা হৃদয়ে।
হরিরে রাখেন সদা আনন্দিত হয়ে।।
মৎসরাদি দোষ নাহি তাহাদের রয়।
তাহার কারণ বলি শুন মহাশয়।।
অনল তেজের কাছে কভু যোনিকালে।
হিমরশ্মি অবস্থান করিতে না পারে।।
বিশুদ্ধ স্বভাব শান্ত আর নির্ম্মৎসর।
শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান হয়ে নিরন্তর।।

প্রিয়বাদী মায়াশূন্য হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
সতত কাটায় কাল যেই সব জন।।
ভগবান বাসুদেব তাদের অন্তরে।
অবস্থিতি করেন সদা আনন্দের ভরে।।
হরি অধিষ্ঠান যদি হৃদয়েতে হয়।
সৌম্যমূর্ত্তি জগৎপ্রিয় নরগণ হয়।।
যম নিয়মাদি কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
হৃত পাপ যাঁরা হন ওহে মতিমান।।
একান্ত আসক্ত রহে হরির উপরে।
মৎসরাদি দোষ নাহি থাকে কোন কালে।।
পরম বৈষ্ণব তাঁরা ওহে মহাত্মন।
তাঁদের নিকট তুমি না যাবে কখন।।
শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান হরি।
যাহার অন্তরে রহে কৃপাদৃষ্টি করি।।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা নাহিক সংশয়।।
সূর্য্যোদয় হলে কি হে থাকে অন্ধকার।
না বুঝিয়া দেখ হৃদে তুমি গুণাধার।।
লোভে পরধন যারা করয়ে হরণ।
মিথ্যা বা নিষ্ঠুর বাক্য কহে অনুক্ষণ।।
ক্রোধবশে প্রাণীহত্যা অনায়াসে করে।
পাপকার্য্যে সদা বুদ্ধি যাহাদের ফেরে।।
অন্যের সম্পদ সহ্য যাদের না হয়।
সাধুদের নিন্দা করে ওহে মহোদয়।।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান যারা কভু নাহি করে।
কভু নাহি করে দান সৎপাত্রের তরে।।
সুহৃদ বান্ধব পুত্র জনক জননী।
কলত্র অথবা ভৃত্য ওহে গুণমণি।।
তাহাদের সহ যারা শত্রুতা করিতে।
সতত প্রবৃত্ত থাকে পুলকিত চিতে।।
অর্থতৃষ্ণা বলবতী যাহাদের রয়।
সে তৃষ্ণার শান্তি নাহি কিছুতেই হয়।।
অসৎ কার্য্যের সদা করে অনুষ্ঠান।
অসৎ পথেতে ধায় ওহে মতিমান।।
অসতের সঙ্গে বাস সর্ব্বক্ষণ করে।
অনিষ্ট সতত করে বন্ধুর উপরে।।

সেই সব নরাধমে পশু বলি গণি।
বিষ্ণুরে না পায় তারা ওহে গুণমণি।।
তাহাদিগে যথা তথা করিলে দর্শন।
প্রকাশিবে নিজ বল আমার বচন।।
যাহারা বিষ্ণুরে জানে পরম ঈশ্বর।
পরমপুরুষ বলি ভাবে যেই নর।।
অদ্বিতীয় জগন্ময় বিবেচনা করে।
তাহাদের মতি রহে হরির উপরে।।
বাসুদেব বিষ্ণু আর কমলনয়ন।
ধরাধর শঙ্খপানি ওহে মহাত্মন।।
হরির এসব নাম মুখে উচ্চারিয়ে।
প্রফুল্ল হৃদয়ে যারা শরণ লভয়ে।।
বিষ্ণুর পরম ভক্ত সেই সব জন।
নাহি কভু যাবে বৎস তাদের সদন।।
অব্যয়াত্মা হরি যার চিত্তে স্থিতি করে।
কভু নাহি যাবে তুমি তাহার গোচরে।।
তাহার উপর নাহি তব অধিকার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার।।
বিষ্ণুচক্রে প্রতিহত বলবীর্য্য মম।
তাই তার পাশে যেতে না হই সক্ষম।।
অতএব বিষ্ণুভক্ত যেই সব জন।
তারা নাহি মম লোকে আসিবে কখন।।
অনুত্তম লোক আছে ওহে মহামতি।
তাহারা আনন্দে তথা করিবে বসতি।।
এত বলি নকুলেরে ভীষ্ম মহাত্মন।
কহিলেন শুন শুন ওরে বাছাধন।।
কালিঙ্গক এত বলি সম্বোধি আমারে।
কহিলেন কুরুবর বলি হে তোমারে।।
দূতের শাসন হেতু যম মহামতি।
প্রকাশ করিল যাহা মধুর ভারতী।।
প্রকাশ করিনু তাহা তোমার সদন।
হেন উপদেশ তুমি করিও গ্রহণ।।
অতএব শুন শুন নকুল সুমতি।
হেন উপদেশ তুমি কর অবগতি।।
বিষ্ণু ভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা নাহিক সংসারে।
যে ব্যক্তি সতত চিত্তে ভক্তিভাবে তাঁরে।।
পাশহস্ত যমদূত অথবা শমন।
নাহি কভু যেতে পারে তাদের সদন।।
তাহার উপর নাহি যম অধিকার।
জীবন্মুক্ত সেইজন ওহে গুণাধার।।
অখিল যাতনা হতে বিমুক্ত হইয়ে।
সে জন সুখেতে রহে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় মুনি প্রকাশি তোমায়।।
শমন-কিঙ্কর-কথা হল সমাপন।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।।
শ্রীকবি রচিল গীত হরিকথা সার।
শুনিলে বিনষ্ট হয় মায়ার আঁধার।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত নিলয়।
শুনিলে পবিত্র হয় মানব হৃদয়।।

সগররাজার উপাখ্যান ও বিষ্ণু-মাহাত্ম্য কথা

মৈত্রেয় বলেন তবে শুন মহাত্মন।
সংসারে আবিষ্ট মাত্র যেই সব জন।।
বিষ্ণু আরাধনা তারা যেই রূপে করে।
প্রকাশ করিলে তাহা আমার গোচরে।।
এখন জিজ্ঞাসি প্রভু তোমার সদন।
যে সকল নর করে বিষ্ণুর পূজন।।
কোন রূপ ফল তারা লভিবারে পারে।
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে অন্তরে।।
অতএব কৃপা করি করহ বর্ণন।
শুনিয়া শীতল করি তাপিত জীবন।।
এত শুনি মিষ্ট ভাষে কহে পরাশর।
যাহা তুমি জিজ্ঞাসিলে ওহে গুণধর।।

সে সব বিষয়ে এক কহিব কাহিনী।
মনোযোগে শুন তাহা ওহে মহামুনি।।
একদিন মহারাজ সগর সুমতি।
ঔর্ব্ব ঋষিরে কহে মধুর ভারতী।।
ভৃগুকুল সমুদ্ভূত ঔর্ব্ব মহাত্মন।
কহিল সম্বোধি তারে সগর রাজন।।
শুন শুন ভগবন নিবেদি তোমারে।
করিবে বিষ্ণুর সেবা কহ কি প্রকারে।।
তাঁরে আরাধিলে প্রভু কিবা ফল হয়।
সেই কথা কহ মোরে হইয়া সদয়।।
এত শুনি ঔর্ব্ব কহে শুন মহামতি।
বিষ্ণু আরাধনা করে যেজন সুমতি।।
পূর্ণমনোরথ হয়ে সেই সাধুজন।
স্বর্গ হতে উচ্চপদে করয়ে গমন।।
নির্ব্বাণ লভিতে পারে নাহিক সংশয়
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়।।
যে ব্যক্তি যেরূপ ফল করিয়া কামনা।
একান্ত হৃদয়ে করে বিষ্ণু আরাধনা।।
সেইরূপ ফল লাভ করে সেইজন।
সন্দেহ নাহিক তাহে শুনহ রাজন।।
যেইরূপ ফল হয় বিষ্ণু আরাধনে।
কীর্ত্তন করিনু তাহা তোমার সদনে।।
তাঁর আরাধনা নৃপ যেরূপে করিবে।
মন দিয়া শুন তাহা বলিতেছি এবে।।
বর্ণাশ্রমে যেইরূপ আছয়ে আচার।
সেই অনুসারে পর ওহে গুণাধার।।
করিবে হরির সেবা হয়ে একান্তর।
ইহা ভিন্ন নাহি আর উপায় অন্তর।।
সেই সনাতন বিষ্ণু হন সর্ব্বময়।
নাহিক সন্দেহ তাহে জানিবে নিশ্চয়।।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান জপ প্রাণীর নিধন।
অনুষ্ঠিত হয় নৃপ যে কোন করম।।
তাহাতেই আচরিত হয় সমুদয়।
অতএব শুন শুন বলি হে তোমায়।।
সদাচার রত হয়ে কত নরগণ।
উচিত স্ববর্ণ ধর্ম্ম করিতে পালন।।

করিবে বিষ্ণুর পূজা একান্ত অন্তরে।
এই তো শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিংবা শূদ্রগণ।
স্বধর্ম্ম তৎপর যদি রহে সর্ব্বক্ষণ।।
বিষ্ণু আরাধিতে তবে অধিকারী হয়।
সন্দেহ নাহিক তাহে কহিনু নিশ্চয়।।
পরনিন্দা ও খলতা কভু নাহি চলে।
মিথ্যা কিংবা কটুভাষা কভু নাহি বলে।।
পরস্ত্রী হরণে মতি কভু নাহি যার।
পরদ্রব্যে অভিলাষ নাহিক যাহার।।
যেই জন কভু নাহি পরহিংসা করে।
কোন কালে কভু নাহি প্রাণীহত্যা করে।।
কভু নাহি করে যারা পরের পীড়ন।
দেব-বিপ্রে গুরুজনে সেবে সর্ব্বক্ষণ।।
পুত্রসম হিতাকাঙ্ক্ষী সর্ব্বজন হয়।
রাগাদি দূষিত মন যার নাহি রয়।।
স্বভাব বিশুদ্ধ চিত্ত যেই সব জন।
যাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম করেন পালন।।
তাঁহারা বিষ্ণুর সেবা করিয়া যতনে।
হরিরে তুষিতে পারে কহি তব স্থানে।।
শুনিয়া সাগর রাজা কহে পুনরায়।
শুন শুন ভগবান নিবেদি তোমায়।।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে নিরূপণ।
সেই কথা শুনিবারে করি আকিঞ্চন।।
কীর্ত্তন করহ তাহা আমার গোচরে।
শুনিয়া পবিত্র করি ছার কলেবরে।।
ঔর্ব্ব কহে শুন শুন ওহে মহীপতি।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা মধুর ভারতী।।
চতুর্ব্বর্ণ ধর্ম্ম আমি করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া সেই বার্ত্তা করহ শ্রবণ।।
স্বাধ্যায় নিরত হয়ে ব্রাহ্মণ নিকর।
দান যজ্ঞ করিলেন ওহে নৃপবর।।
করিবে তর্পণ হোম একান্ত অন্তরে।
ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে সাদরে।।
জীবিকা নির্ব্বাহ মাত্র যেইরূপ হয়।
যাজ্যক্রিয়া সেইরূপ করিবে আশ্রয়।।

শিষ্যগণে অধ্যয়ন করিবে যতনে।
প্রতিগ্রহ লবে বিপ্র গুরুর কারণে।।
লোকহিতে কার্য্য করে সদা সর্ব্বক্ষণ।
মিত্রতা সবার সনে করিবে স্থাপন।।
কাহারো অহিত চেষ্টা কভু না করিবে।
ঋতুকালে স্বপত্নীতে উপগত হবে।।
পরধন যদি হেরে ওহে মতিমান।
উপলখণ্ডের মত করিবেক জ্ঞান।।
এই তো বিপ্রের ধর্ম্ম কহিনু তোমারে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলি শুন এইবারে।।
বিপ্রগণে ধন তারা করিবে প্রদান।
করিবেন সদা নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠান।।
যথাবিধি করিবেক শাস্ত্র অধ্যয়ন।
যাহাই শাস্ত্রের বিধি শুন নরোত্তম।।
পৃথিবী পালন আর করিয়া সমর।
কৃতার্থতা লাভ তাহে করে ক্ষত্রগণ।।
যজ্ঞাদি কার্য্যের অংশ তারা লাভ করে।
শিষ্টের পালন তারা করিবে সাদরে।।
যতনে করিবে সদা দুষ্টের দমন।
ক্ষত্রিয়ের কার্য্য এই ওহে নরোত্তম।।
পশুরক্ষা কৃষি আর বাণিজ্য করম।
জানিবে রাজন ইহা বৈশ্যের ধরম।।
অধ্যয়ন যজ্ঞদান দ্বিজ সেবা আর।
সতত করিবে তারা ওহে গুণাধার।।
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া করিবে সাধন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ।।
কারুদ্রব্য ব্যবসা তাহারা করিবে।
ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।।
সর্ব্বদাই শূদ্রগণ করিবেক দান।
পিতার উদ্দেশ্যে করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।।
ভৃত্যাদি ভরণ হেতু তারা সর্ব্বক্ষণ।
প্রতিগ্রহ সবা পাশে করিবে গ্রহণ।।
ঋতুকালে সপত্নীতে যদি নাহি যায়।
অধর্ম্মে ডুবিবে তবে কহিনু তোমায়।।
চতুর্ব্বর্ণ যেই গুণ করিবে আশ্রয়।
প্রকাশিব সেই কথা শুন মহাশয়।।

সত্য সৌচ বদান্যতা আর অনসূয়া।
অনায়াস মৈত্র-স্পৃহা সর্ব্বভূতে দয়া।।
প্রিয়-বাক্য আর সদা শুভ অনুধ্যান।
করিবে আশ্রয় সবে ওহে মতিমান।।
বিপদ যদ্যপি কভু হয় উপনীত।
করিবে ক্ষত্রিয়কার্য্য ব্রাহ্মণ নিশ্চিত।।
অথবা বৈশ্যের কর্ম্ম করিবারে পারে।
শাস্ত্রের বিধান যাহা কহিনু তোমারে।।
ক্ষত্রিয় করিতে পারে বৈশ্য করম।
আপদ অতীত কিন্তু নহেক কখন।।
চারিবর্ণ কথা আমি কহিনু তোমারে।
আশ্রমবাসীর ধর্ম্ম কহিব বিস্তারে।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত সমান।
ভক্তিতে শ্রীকবি রচে হরিপদে মন।।

আশ্রমধর্ম্ম কথন

কহিলেন ঔর্ব্ব মুনি শুন নরপতি।
প্রকাশ করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী।।
উপনয়নের পর বিপ্রের কুমার।
ব্রহ্মচারী সমাহিত হয়ে নিরন্তর।।
গুরুগৃহে সর্ব্বক্ষণ করি অবস্থান।
অতি যত্নে গুরুসেবা করিবে ধীমান।।
করিবে গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন।
কভু নাহি অন্য দিকে দিবে নিজ মন।।
প্রত্যহ প্রভাতে আর সায়াহ্ন সময়ে।
সূর্য্যের করিবে পূজা একান্ত হৃদয়ে।।
করিবে অগ্নির সেবা হয়ে একমন।
গুরুদেবে ভক্তিভাবে করিবে বন্দন।।
যখন করিবে গুরুদেব অবস্থান।
করিবেক অবস্থান তখন ধীমান।।

গমন করিলে গুরু করিবে গমন।
যদি গুরু উপদেশে বসেন কখন।।
বসিবেক নিম্নস্থানে শাস্ত্রের নিয়ম।
কহিলাম তব পাশে ওহে মহাত্মন।।
গুরু প্রতিকূলে কার্য্য কভু না করিবে।
গুরু-আজ্ঞা শিরোপরি যতনে ধরিবে।।
শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরে করিয়া ধারণ।
তাঁর পাশে করিবে বেদ অধ্যয়ন।।
গুরুর অনুজ্ঞা লয়ে একান্ত অন্তরে।
ভিক্ষান্ন ভোজন শিষ্য করিবে সাদরে।।
গুরুর হইলে স্নান করিবেক স্নান।
গুরু হেতু সমিধাদি আনিবে ধীমান।।
গুরুর কারণে জল কুশাদি আনিবে।
এ হেন শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে।।
এইভাবে বেদ শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ।
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া ওহে মহাত্মন।।
তাঁহার অনুজ্ঞা লয়ে গৃহেতে যাইয়ে।
গার্হস্থ্য ধরম লবে একান্ত হৃদয়ে।।
তার পর দারগ্রহ করিয়া বিধানে।
উপার্জ্জিবে ধনরাশি থাকিয়া স্বধর্ম্মে।।
যথাশক্তি গৃহকার্য্য করিবে সাধন।
করিবে সবার ক্রমে তুষ্টি সম্পাদন।।
করিবেক পিতৃতুষ্টি নির্ব্বাণ দ্বারায়।
সাধিবে ঋষির তৃপ্তি করিয়া স্বাধ্যায়।।
কালেতে অপত্য নৃপ করি উৎপাদন।
প্রজাপতি তুষ্টি গৃহী করিবে সাধন।।
করিবেক ভূত তুষ্টি বলির দ্বারায়।
সত্য বাক্যে সন্তোষিবে লোক সমুদয়।।
শুন শুন ওহে নৃপ আমার বচন।
সুখ দুঃখ মূল হয় কেবল করম।।
যেরূপ কর্ম্ম জীব ইহলোকে করে।
সেইরূপ স্থানে যায় মরণের পরে।।
কি ভিক্ষু পরিব্রাজ ব্রহ্মচারী আর।
প্রতিষ্ঠা করয়ে লাভ গৃহীর আগার।।
সেই হেতু গৃহাশ্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলি।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের পাঁচালী।।

যেসব ব্রাহ্মণ করে বেদ আচরণ।
তীর্থস্নান কিংবা করে এরা পর্য্যটন।।
নিকেতন শূন্য পার হয়ে অনাহারী।
সন্ন্যাসী হইয়া যাঁরা ভ্রমে ঘুরি ফিরি।।
তাঁদের গৃহস্থান হইবে আশ্রয়।
শাস্ত্রবাক্য হয় ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
সে কারণ তাঁরা আসি অতিথি হইলে।
স্বাগত জিজ্ঞাসা করি অতি কুতূহলে।।
বিধানে তাদিগে গৃহী করিবেক দান।
মিষ্টবাক্যে সম্ভাষিবে ওহে মতিমান।।
গৃহেতে আগত যদি হয় কোন জন।
ভোজ্য সজ্জা সেই জনে করিবে অর্পণ।।
অতিথির আশাভঙ্গ যেই গৃহী করে।
অতিথির পাপ আসি আক্রমে গৃহীরে।।
গৃহীর যতেক পুণ্য করিয়া গ্রহণ।
অতিথি আনন্দ মনে করয়ে গমন।।
অহঙ্কার অবজ্ঞান গৃহী না করিবে।
দম্ভ পরিতাপ আদি সর্ব্বদা ত্যজিবে।।
কভু না করিবে গৃহী নিষ্ঠুরাচরণ।
উপঘাতে মতি গৃহী না দিবে কখন।।
এই সব ধর্ম্ম গৃহী যদি রক্ষা করে।
বন্ধন বিমুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে।।
হেনমতে নিজ ধর্ম্ম করিয়া পালন।
বৃদ্ধকাল উপনীত হইবে যখন।।
রমণীর ভার দিয়া পুত্রের উপরে।
বানপ্রস্থ অবলম্বী হবে তার পরে।।
অথবা সঙ্গেতে লবে আপন রমণী।
এই তো শাস্ত্রের বিধি ওহে নৃপমণি।।
বনবাসী হয়ে পরে সেই গৃহী জন।
পর্ণ মূল ফল মাত্র করিবে ভোজন।।
কেশ শ্মশ্রু জটা ধরি হরিষ অন্তরে।
শয়ন করিবে নৃপ জানিবে ভূতলে।।
মৃগচর্ম্ম কাশ কুশ এই সব দিয়ে।
ধরিবেক পরিধেয় সানন্দ হৃদয়ে।।
সেই নব উত্তরীয় করিবে সাধন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি ওহে নরোত্তম।।

করিবেন প্রতিদিন ত্রি-সবন স্নান।
দেবপূজা হোম আদি যেমন বিধান।।
বৃক্ষস্নেহে করিবেন শরীর মার্জ্জন।
ভিক্ষা করি যথাবিধি বলি সমর্পণ।।
বিধানে করিবে নিত্য অতিথি সৎকার।
এই তো শাস্ত্রের বিধি শুন গুণাধার।।
শীত গ্রীষ্ম জন্য ক্লেশ সহ্য করি রবে।
সতত বিধান মত সধান করিবে।।
এইরূপ ধর্ম্ম যিনি করেন পালন।
অখিল পাতক তার হয় বিনাশন।।
অনল যেমন সর্ব্বদ্রব্য দগ্ধ করে।
সেরূপ পাতক সেই পারে দহিবারে।।
ব্রহ্মচর্য্য আদি তিন আশ্রম বিষয়।
কীর্ত্তন করিনু আমি শুন মহাশয়।।
সন্ন্যাস আশ্রমের করিব বর্ণন।
চতুর্থ আশ্রম বলি যা হয় গণন।।
পুত্র-কলত্রাদি শূন্য হয়ে নির্ম্মৎসর।
ধনৈশ্বর্য্যে স্নেহশূন্য হয়ে নিরন্তর।।
সন্ন্যাস-আশ্রম সাধু করিবে গ্রহণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্যাগ করিবে সুজন।।
শত্রু মিত্র সর্ব্বভূতে সমদর্শী হবে।
কখনো জীবের নাহি অনিষ্ট করিবে।।
অণ্ডজ বা জরায়ুজ যেই কোন প্রাণী।
কারে নাহি দিবে কষ্ট ওহে নৃপমণি।।
ভেদজ্ঞান না রাখিবে হৃদয় মাঝারে।
রবে মাত্র এক রাত্রি গ্রামের ভিতরে।।
পুরমধ্যে যদি কভু করে আগমন।
পঞ্চরাত্রাধিক কাল না রবে কখন।।
তাঁদের প্রতিষ্ঠা লোক করিবে যথায়।
অথবা করিবে দ্বেষ লোক সমুদয়।।
তথা নাহি কভু তারা করিবে বসতি।
এই তো শাস্ত্রের বিধি শুন মহামতি।।
গৃহস্থের পাপ কিংবা হইলে ভোজন।
ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে করিলে ভ্রমণ।।
করিবেক কাম ক্রোধ দর্প পরিহার।
লোভ মোহ না রাখিবে হৃদয় মাঝার।।
করিবে সকল জীবে অভয় প্রদান।
ভীত নাহি হবে কভু ওহে মতিমান।।
কোন প্রাণী হতে কভু ভীত নাহি হবে।
এরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিবে।।
ভিক্ষালব্ধ ঘৃত দ্বারা শরীর মাঝারে।
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করি তার পরে।।
স্বীয় মুখে শরীরস্থ অগ্নির ভিতর।
হোম করি দেহত্যাগ করিবেক নর।।
এরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম করিলে পালন।
ব্রহ্মলোক জয় করি সেই মহাত্মন।।
নিত্যানন্দে ভাসমান অবশ্যই হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতীব মধুর।
যে জন শ্রবণ করে সেই তো চতুর।।

জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া, কন্যা-লক্ষণ ও বিবাহ-বিধি

জিজ্ঞাসিল রাজা তবে ওহে ভগবন।
আশ্রমের ধর্ম্ম তুমি করিলে কীর্ত্তন।।
অজ্ঞাত নাহিক তব কিছুই সংসারে।
সেহেতু জিজ্ঞাসি যাহা বলহ আমারে।।
নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া যাহা কিছু হয়।
আরো ঋষে যত কাম্য কর্ম্ম সমুদয়।।
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হতেছে আমার।
বর্ণন করহ তাহা করিয়া বিস্তার।।
এত শুনি ঔর্ব্ব কহে শুন মহামতি।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি মধুর ভারতী।।
আদি অন্ত সেই কথা করিব কীর্ত্তন।
অবহিতে মন দিয়া করহ শ্রবণ।।

তনয় যদ্যপি জন্মে ওহে মহাত্মন।
যথাবিধি জাতকর্ম্ম করিয়া সাধন।।
পিতৃ উদ্দেশেতে আর দেবতা উদ্দেশে।
করিবে আভ্যুদ-শ্রাদ্ধ জানিবে বিশেষে।।
পিতার কর্ত্তব্যকার্য্য ইহা মাত্র হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়।।
দুই দুই জন বিপ্রে পূর্ব্বমুখ করে।
বলাইবে শ্রাদ্ধকালে জানিবে অন্তরে।।
পিতৃপক্ষ দেবপক্ষ তৃপ্ত তাহে হয়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
নানারূপ বিপ্রগণে করিয়া সৎকার।
করাবে ভোজন পরে শুন গুণাধার।।
তীর্থস্নানে শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান।
প্রাজাপত্য ব্রত কিংবা করে মতিমান।।
তাহা হলে হৃষ্টচিত্ত হইয়া যতনে।
পিণ্ডদান করিবেক যত পিতৃগণে।।
দধি যব আদি করি পিণ্ডেতে মিশায়ে।
দিবে দান পিতৃগণে পুলকিত হয়ে।।
প্রাজাপত্য তীর্থে কিংবা দেবতীর্থে আর।
নান্দীমুখ পিতৃগণে ওহে গুণাধার।।
পূর্ব্বরূপ পিণ্ড দিবে আছে হেন বিধি।
কহিনু তোমার পাশে শুনহ অবধি।।
জাতকর্ম্ম অবসানে দশম দিবসে।
রাখিবে পুত্রের নাম জানিবে বিশেষে।।
নাম অন্তে দেবশর্ম্মা ধর্ম্ম আদি করি।
প্রয়োগ করিতে হয় শাস্ত্রের বিচারি।।
বিপ্রের নামের পরে শর্ম্মা যোগ দিবে।
ক্ষত্রগণ বর্ম্মা এই বচন বলিবে।।
গুপ্ত শব্দ বৈশ্যগণ করিবে যোজন।
দাস শব্দ প্রয়োজিবে যত শূদ্রগণ।।
অর্থহীন যেই নাম ওহে মহামতি।
যেই নাম হ্রস্বাক্ষর কিংবা দীর্ঘ অতি।।
অপশব্দ যুক্ত যাহা ওহে মহাত্মন।
সে নাম জনক নাহি রাখিবে কখন।।
নিন্দার্হ অক্ষর যুক্ত নাম না রাখিবে।
অতি গুরুবর্ণযুক্ত নামেরে ত্যজিবে।।

যে নাম সুখেতে মুখে হয় উচ্চারণ।
শ্রবণমধুর যাহা ওহে নরোত্তম।।
পুত্রের সেরূপ নাম করিবে স্থাপন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন।।
অন্য অন্য সংস্কারাদি সমাহিত হলে।
উপনীত হবে যবে গুরুর মহলে।।
বিধিমত করিবেক বেদ অধ্যয়ন।
গ্রহণ করিবে পরে গৃহস্থ আশ্রম।।
গুরুর আদেশ লয়ে নিজ শিরোপরে।
দক্ষিণা প্রদান করি অতি সমাদরে।।
করিবেক দারগ্রহ এই তো বিধান।
প্রকাশ করিনু তব পাশে মতিমান।।
গৃহস্থ্য-আশ্রমে যদি বাঞ্ছা নাহি হয়।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তবে থাকিবে নিশ্চয়।।
গুরু গুরুপুত্রগণে করিবে সেবন।
অথবা বানপ্রস্থ করিবে গ্রহণ।।
কিংবা সে সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবে।
সংকল্পানুসারে যত করম সাধিবে।।
জাতকর্ম্ম আদি এই করিনু কীর্ত্তন।
কন্যার লক্ষণ যাহা করহ শ্রবণ।।
অর্দ্ধেক বয়স যার আপন হইতে।
বিবাহ করিবে তারে জানিবেক চিতে।।
অতিকেশা কেশহীনা কৃষ্ণবর্ণা আর।
পিঙ্গলবরণা কিংবা শুন গুণাধার।।
স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গী যেই কন্যা হয়।
অধিকাঙ্গী কিংবা হয় শুন মহোদয়।।
নীচকুলে জন্ম যার ওহে মহীপতি।
দুশ্চরিত্রা দুষ্টবাচা রুগ্ন কিংবা অতি।।
তাদৃশী কন্যারে নাহি করিবে গ্রহণ।
আরো কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ।।
পিতা মাতা হতে যার অঙ্গের গঠন।
লক্ষিত হইয়া থাকে শুন মহাত্মন।।
শ্মশ্রুচিহ্ন দৃষ্ট হয় যাহার বদনে।
সেরূপ কন্যাকে ত্যাগ করিবে যতনে।।
যে সব কন্যার হয় কদর্য্য আকার।
বায়স সমান বর হেরিবে যাহার।।

ক্ষীণস্বরে কথা বলে বর্ত্তুল নয়ন।
ক্লেদযুক্ত চক্ষু হয় ওহে মহাত্মন।।
জঙ্ঘাদ্বয় রোমযুক্ত দেখিবে যাহার।
সমুন্নত গুল্ফদ্বয় ওহে গুণাধার।।
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ দৃষ্ট হয়।
বিবাহ না করিবেক তাহারে নিশ্চয়।।
অতি রুক্ষ কান্তি যার শুন মহাত্মন।
অঙ্গুলি সকল যার পাণ্ডুর বরণ।।
নয়ন অরুণবর্ণ দরশন হয়।
স্থূল যার হস্ত পদ ওহে মহোদয়।।
অতি খর্ব্ব অতি দীর্ঘ আকৃতি যাহার।
সংহত ভ্রূদ্বয় যার ওহে গুণাধার।।
ছিদ্রযুক্ত যার হয় দন্ত সমুদয়।
অতীব ভীষণ মুখ ওহে নররায়।।
তাদিগে বিবাহ নাহি করিবে কখন।।
বিবাহ করিলে হয় অশুভ ঘটন।।
পঞ্চমী নন্দিনী ত্যজি মাতৃপক্ষ হতে।
দারগ্রহ করিবেক জানিবেক চিতে।।
পিতৃপক্ষ হতে ত্যজি সপ্তমী নন্দিনী।
বিধানে লইবে দার ওহে নৃপমণি।।
অষ্ট বিবাহ ভবে আছে বিদ্যমান।
যেরূপ ধরম যার সেরূপ বিধান।।
ব্রাহ্ম দৈব আর্য্য প্রাজাপত্য ও আসুর।
গান্ধর্ব্ব রাক্ষস পৈশাচ অষ্ট প্রকার।।
সবচেয়ে অতি নীচ পৈশাচ ধরম।
অতএব মহাশয় করহ শ্রবণ।।
এ ধর্ম্ম করিয়া ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য শেষে।
বিধানে লইবে তাহা গৃহস্থ বিশেষে।।
এ সব নিয়ম পালি যেই গৃহীজন।
যথাবিধি দারগ্রহ করেন সাধন।।
লাভ করে মহাফল সেই মহামতি।
নাহিক সন্দেহ তাহে শুন নরপতি।।
সকল বিচার করি চলিতে যে হয়।
প্রকৃতির সাথে বাঁধা আছে সমুদয়।।
নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হইবে যখন।
প্রকৃতিবিধানে শাস্তি পাইবে তখন।।
মহাশক্তি এ প্রকৃতি যেই নাহি মানে।
সকালে উঠিয়া যেবা প্রণাম না জানে।।
অতীব পাষণ্ড সেই মহাপাপী হয়।
তাহার দুঃখের নাহি শেষ পরিচয়।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত সমান।
মন দিয়া শুনে যেবা সেই পুণ্যবান।।

গৃহস্থের সদাচারবিধি ও মূত্রপুরীযোৎসর্গাদি নিয়ম

জিজ্ঞাসিল পুনরায় সগর রাজন।
গৃহীর আচার যথা করহ বর্ণন।।
আচরণ সাধিলেই সেই সদাচার।
দুই লোকে সম্প্রীতি থাকে গুণাধার।।
শুনিবারে সেই কথা শুনিতে বাসনা।
বর্ণনা করিয়া প্রভু পুরাও কামনা।।
ঔর্ব্ব কহে মহারাজা করহ শ্রবণ।
সদাচার বিধি আমি করিব বর্ণন।।
সদাচারে রত সদা যেই নরগণ।
সর্ব্বদাই জয়ী হয় শুন মহাত্মন।।
যেই সব সাধু হয় নির্দ্দোষ অন্তরে।
যেরূপ ব্যভার তারা করে নিরন্তরে।।
তারে বলি সদাচার ওহে মহামতি।
প্রকাশ করিনু তব শাস্ত্রের ভারতী।।
সপ্ত ঋষি মনু আর প্রজাপতিগণ।
সদাচার বক্তা তাঁরা বিদিত ভুবন।।
সদাচার অনুষ্ঠাতা তাহারা সকলে।
শাস্ত্রের ভারতী এই কহিনু সরলে।।
ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তেতে শয্যা করি পরিহার।
গাত্রোত্থান করি গৃহী ওহে গুণাধার।।

অবিরোধি অর্থ আর ধর্ম্মেরে চিন্তিবে।
এই তো শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে।।
ধর্ম্ম-অর্থ-বিঘাতক যেসব কামনা।
তাহাতে গৃহস্থ নাহি করিবে বাসনা।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ উপরে।
সমদর্শী হবে গৃহী শাস্ত্রের বিচারে।।
ধর্ম্ম পীড়াকর অর্থে কামে কিংবা আর।
প্রবৃত্ত না হবে গৃহী ওহে গুণাধার।।
অসুখজনক হয় যেরূপ ধরম।
লোকেতে বিরুদ্ধ ভাব শুন মহাত্মন।।
যতনে তাহাও গৃহী করিবে বর্জ্জন।
শাস্ত্রের বিধান যাহা করিনু বর্ণন।।
প্রাতঃকালে গৃহীজন করি গাত্রোত্থান।
পালন করিয়া মৈত্রধর্ম্মের বিধান।।
নৈর্ঋত্যাদি পরে নিক্ষেপিয়া শর।
অতিক্রম করি তাহা ওহে নরবর।।
স্বীয় বাসস্থান হতে দূরদেশে গিয়া।
তেয়াগিবে মলমূত্র রাখিবে জানিয়া।।
গৃহাঙ্গনে না করিবে চরণ ক্ষালন।
উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ নাহি করিবে কখন।।
আরো কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ।
অতীব নিগূঢ় তত্ত্ব শাস্ত্রের বচন।।
বৃক্ষছায়া গাভীছায়া গুরুছায়া আর।
বিপ্রছায়া কিংবা আর ছায়া আপনার।।
তাহে মলমূত্র নাহি ত্যজিবে কখন।
তাহাতেই মহাপাপ করিবে গ্রহণ।।
সূর্য্য অগ্নি কিংবা অনিলের অভিমুখে।
না করিবে মলমূত্র ত্যাগ মহাসুখে।।
নদী নদীতীর তীর্থ-নদীর যে জল।
তাহাতে না ত্যজিবেক মূত্র কিংবা মল।।
গোচারণে শ্মশানে আর জনসমাজেতে।
মলমূত্র না ত্যজিবে জানিবে মনেতে।।
দিবাভাগে উত্তরাস্য হয়ে গৃহীজন।
মলমূত্র তেয়াগিবে শুন মহাত্মন।।
রাত্রিকালে দক্ষিণেতে বসিতে হইবে।
বিপদেও হেন বিধি বর্দল না হবে।।

ভূমিতে বিস্তৃত করি তৃণ সমুদয়।
মস্তকে বসন দিয়া ওহে নররায়।।
ক্ষণমধ্যে মলমূত্র করিবে বর্জ্জন।
না করিবে কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ।।
নিষিদ্ধ মৃত্তিকা ত্যজি ওহে মহাত্মন।
করিবেক শৌচক্রিয়া বিধি আচরণ।।
শৌচকালে মাটি দিবে লিঙ্গে একবার।
তিন বার গুহ্যদেশে ওহে গুণাধার।।
বাম করে দশ বার করিবে অর্পণ।
দুই করে সাত বার করিবে লেপন।।
যথারীতি প্রক্ষালন করি তার পরে।
তিন বার জলপান করি সমাদরে।।
সেই জল দুই বার করিবে মার্জ্জন।
আরো এক কথা বলি শুন হে রাজন।।
জলসিক্ত হস্তে কেশ স্পর্শি নিজ শিরে।
শির বাহু নাভি হৃদি স্পর্শিবে সাদরে।।
হেনমতে শৌচক্রিয়া করি সমাপন।
কেশের সংস্কার বিধি করিবে সাধন।।
আদর্শ অঞ্জন দূর্ব্বা আহরণ করি।
মাঙ্গল্য বিধান যত বিধানেতে সারি।।
ধর্ম্ম অনুসারে ধন করিবে অর্জ্জন।
করিলে শ্রদ্ধার সহ যজ্ঞ আচরণ।।
সোমসংস্থা হরিসংস্থা পাকসংস্থা আর।
আছে কত যাগক্রিয়া ওহে গুণাধার।।
অর্থ দ্বারা যেই সব হয় নিষ্পাদন।
সেহেতু ধর্ম্মেতে অর্থ করিবে অর্জ্জন।।
নিত্যক্রিয়া হেতু গৃহী করিবেক স্নান।
স্নানার্থ স্থানের কথা করহ শ্রবণ।।
নদী নদ দেবখাত গিরি প্রস্রবণ।
অথবা তড়াগে স্নান করিবে সাধন।।
স্নান কভু না করিবে কূপের ভিতরে।
তাহা হতে জল তুলি করিবারে পারে।।
স্নান অন্তে শুদ্ধ বস্ত্র করি পরিধান।
সমাহিত চিত্ত লয়ে গৃহী মতিমান।।
দেব ঋষি পিতৃগণে করিবে তর্পণ।
তাহার নিয়ম যাহা করহ শ্রবণ।।

প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেতে তিন তিন বার।
সলিল করিবে দান শুন গুণাধার।।
মাতামহ আদি করি উর্দ্ধ তিন জনে।
হেনমতে দিবে জল বিবিধ বিধানে।।
এভাবে তর্পণকার্য্য করি সমাপন।
কাম্যজল দান গৃহী করিবে তখন।।
মাতামহী আদি করি উর্দ্ধ তিন জনে।
গুরু গুরুপত্নী আর মাতৃবন্ধুগণে।।
মন্ত্র উচ্চারিয়া জল করিবে প্রদান।
ভূপতি উদ্দেশে দিবে শুন মতিমান।।
তার পর মন্ত্র পড়ি সাধু গুরুজন।
করিবেন আপ্যায়িত অখিল ভুবন।।
যে মন্ত্র পড়িয়া দিবে ওহে মহীপতি।
প্রকাশ করিব তাহা শুনহ সম্প্রতি।।
"দেবতা অসুর যক্ষ গন্ধর্ব্ব নিকর।
রাক্ষস পিশাচ নাগ ভূচর খেচর।।
কুষ্মাণ্ড গুহ্যক সিদ্ধ জলচর আর।
তরু আদি যাহা আছে ত্রিলোক মাঝার।।
বায়ুভোজী যত প্রাণী আছে ত্রিভুবনে।
মম দত্ত জল তারা লইবে যতনে।।
তৃপ্তিলাভ করে যেন এই আকিঞ্চন।
ভক্তি করি এই জল করিনু অর্পণ।।
যাতনা ভুগিছে যারা নরক ভিতরে।
তারা যেন এই জলে তৃপ্তি লাভ করে।।
পূর্ব্বজন্মে যারা মম ছিল বন্ধুজন।
ইহজন্মে যারা ছিল তাহার এখন।।
অথবা মোদত্ত জল যারা যারা চায়।
এই জলে তারা যেন মহাতৃপ্তি পায়।।"
হেনমত মন্ত্র পড়ি অখিল ভুবন।
আপ্যায়িত করিবেক জানিবে রাজন।।
জগতের পরিতৃপ্তি সাধিত হইলে।
মহাপুণ্য হয় তাহে শাস্ত্রে হেন বলে।।
কাম্য তর্পণের পর গৃহী মহাজন।
পুনর্ব্বার যথাবিধি করি আচমন।।
ভগবান সূর্য্যদেবে দিয়া জলাঞ্জলি।
প্রণাম করিবে শুন এই মন্ত্র বলি।।

"তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণুতেজা শুচি ভগবান।
বিশ্বপ্রসবিতা কর্ম্মপ্রদ বিবস্বান।।
সবিতা বলিয়া তুমি বিদিত সংসারে।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি হে তোমারে।।"
এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবে করি নমস্কার।
পুষ্প ধূপ আদি লয়ে পরেতে তাহার।।
গৃহদেবে ইষ্টদেবে করিবে পূজন।
এ হেন শাস্ত্রবিধি জানিবে রাজন।।
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করি তার পরে।
আহুতি অর্পিবে সাধু অনল মাঝারে।।
প্রজাপতি উদ্দেশেতে দিবেক আহুতি।
অবশিষ্ট ভাগ পরে লয়ে সাধুমতি।।
গুহ্যগণে কশ্যপেরে করিবে অর্পণ।
অনুমতি উদ্দেশেতে দিবে সাধুগণ।।
মণিক নামক মেঘে করিয়া উদ্দেশ।
তারপর দিবে সাধু জানিবে বিশেষ।।
বাসগৃহ দ্বারে পরে ধাতা-বিধাতারে।
হুতশেষ দিবে সাধু শাস্ত্রের বিচারে।।
মধ্যেতে ব্রহ্মারে পরে করিবে প্রদান।
এই তো শাস্ত্রের বিধি শুন মতিমান।।
হেনমতে ক্রিয়া আদি করি সমাপন।
ইন্দ্র যম শশধরে উদ্দেশি তখন।।
গৃহের পূর্ব্বাদি দিকে বলি সমর্পিবে।
ধন্বন্তরি উদ্দেশেতে পূর্ব্বোত্তরে দিবে।।
বায়ুকোণে বায়ুদ্দেশে করিবে প্রদান।
তারপর শুন বলি ওহে মতিমান।।
যথাক্রমে ব্রহ্মা সূর্য্য অন্তরীক্ষে আর।
উদ্দেশ করিয়া বলি দিবে গুণাধার।।
দশ দিকে এই বলি করিবে অর্পণ।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রের বচন।।
এইরূপে বলি দিয়া পুনঃ বলি দিবে।
বিশ্বভূত বিশ্বপতি আর বিশ্বদেবে।।
পিতৃগণে যক্ষগণে করিবে অর্পণ।
তারপর অপর অন্ন করিয়া গ্রহণ।।
পবিত্র ভূভাগে বলি দিবে ভূতগণে।
তারপর এই মন্ত্র পড়িবে যতনে।।

"দেবতা মনুষ্য পক্ষী পশু ভুজঙ্গম।
সিদ্ধ যক্ষ দৈত্য প্রেত পিপীলিকাগণ।।
পিশাচ পতঙ্গ কীট প্রাণী সমুদয়।
আমার প্রদত্ত অন্ন যারা যারা চায়।।
মোদত্ত অন্নাদি চাহে যেই তরুগণ।
তাহারা সন্তুষ্ট হোক এ অন্নে এখন।।
পিতামাতা বান্ধবাদি আত্মীয়স্বজন।
কেহই নাহিক যার সেই সব জন।।
আমার প্রদত্ত অন্ন লইয়া যতনে।
সন্তুষ্ট হউক সবে পুলকিত মনে।।
ভূত অন্ন কিংবা আমি যেই কোন জন।
বিষ্ণু হতে ভিন্ন কেহ না হই এখন।।
ভূতগণ হিত হেতু অতীব যতনে।
এই অন্ন সমর্পণ করেছি বিধানে।।
চতুর্দ্দশ ভূত যাহা আছে বিদ্যমান।
তাহে অবস্থিত প্রাণী যাহা বর্ত্তমান।।
আমার প্রদত্ত অন্ন করিয়া গ্রহণ।
পরিতুষ্ট হয় যেন এই আকিঞ্চন।।"
এই মন্ত্র পড়ি গৃহী শ্রদ্ধা সহকারে।
ভূতগণে অন্নদান দিবে ভূমি'পরে।।
ভূমিগত অন্ন পুনঃ করিয়া গ্রহণ।
কুকুর চণ্ডালগণে করিবে অর্পণ।।
অন্যান্য পতিত জীবে করিবে প্রদান।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বিধান।।
এইরূপে বলিদান অন্তে গৃহীজন।
গোদোহনমিত কাল থাকিয়া তখন।।
অতিথির আগমন প্রতীক্ষিয়া রবে।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা অন্তরে জানিবে।।
অতিথি পরেতে গৃহে কৈলে আগমন।
মধুর বচনে তারে করি সম্ভাষণ।।
স্বাগত জিজ্ঞাসা করি অতীব সাদরে।
বসিতে আসন দিবে অতি ভক্তিভরে।।
আসন গ্রহণ কৈলে অভ্যাগত জন।
ভক্তিভরে করি তার চরণ ক্ষালন।।
শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন করিবে প্রদান।
যাহাতে তাঁহার হয় তৃপ্তির বিধান।।
অজ্ঞাত যে জন আসে অন্যত্র হইতে।
অতিথি তাহারে কয় জানিবেক চিতে।।
একদেশে যেই ব্যক্তি করে অবস্থিতি।
কোন ফল নাহি তাহে করিলে অতিথি।।
অতিথিরে শ্রদ্ধাসহ না দিয়া কখন।
যে জন ভোজন করে ওহে নরোত্তম।।
অন্তিমে সে জন যায় নরক ভিতরে।
এই তো শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে।।
স্বাধ্যায় গোত্রাদি নাহি জিজ্ঞাসা করিয়ে।
তাঁহারে ব্রহ্মার ন্যায় মনে বিচারিয়ে।।
ভকতি করিবে গৃহী এই তো নিয়ম।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন।।
হেন মতে অতিথিরে করিয়া সৎকার।
পিতৃগণ উদ্দেশেতে গৃহী গুণাধার।।
পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে নিয়ত বিপ্রেরে।
ভোজন করাবে যত্নে অতীব সাদরে।।
পরে সে অন্নাগ্র রায় করিয়া উদ্ধার।
শ্রোত্রিয় বিপ্রেরে দিবে ওহে গুণাধার।।
তিনবার সন্ন্যাসীরে ভিক্ষাদান দিবে।
ব্রহ্মচারীগণে ভিক্ষা এরূপে অর্পিবে।।
ঐশ্বর্য্য থাকিতে কোন ভিক্ষুকে কখন।
বিমুখ না করিবেক জানিবে রাজন।।
ব্রহ্মচারী আদি করি সেই কোন জন।
অতিথি রূপেতে যদি করে আগমন।।
গৃহস্থ বিধানে তার করিবে সৎকার।
এহেন শাস্ত্রবিধি শুন গুণাধার।।
অতিথিরে যজ্ঞ অন্ন করিলে প্রদান।
মুক্তিলাভ করে সেই শাস্ত্রের বিধান।।
অতিথি নিরাশ হয় যাহার ভবনে।
পুণ্য নাশ হয় তার শাস্ত্রের বিধানে।।
তার পুণ্য সে অতিথি করিয়া গ্রহণ।
আপনি দুষ্কৃতি দিয়া করেন গমন।।
ধাতা প্রজাপতি ইন্দ্র বহ্নি বসুগণ।
সূর্য্যাদি অতিথি বেশে আসেন কখন।।
এই হেতু বিমুখ করিলে অতিথিরে।
মহাপাপ আসি তারে সেইক্ষণে ঘেরে।।

অতিথিরে পরিত্যাগ করি যেই জন।
আপনি উদর পুরি করয়ে ভোজন।।
সে জন অনন্তকাল নরক ভিতরে।
দারুণ যাতনা পেয়ে অবস্থান করে।।
স্বদেশবাসিনী নারী অথবা গর্ভিণী।
দরিদ্র বালক বৃদ্ধ কিংবা নৃপমণি।।
সবারে সংস্কৃত অন্ন করিলে প্রদান।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে ধীমান।।
তাহাদের মধ্যে আসি যেই কোন জন।
আতিথ্য গ্রহণ করে শুন যশোধন।।
তাহারে ভোজন নাহি করিয়া প্রদান।
মনসুখে খায় নিজে ওহে মতিমান।।
ইহলোকে পাপফল ভুঞ্জি সেই জন।
অন্তিমে নিরয় মাঝে হয় নিপতন।।
শ্লেষ্ম পুঁজ সেই স্থানে করিয়া আহার।
মহাকষ্ট পেয়ে সদা করে হাহাকার।।
অস্নাত ভোজন যদি করে কোন জন।
মলাহার হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
জপহীন হয়ে যদি কোন জন খায়।
তার ভক্ষ হয় পুঁজ শোণিতের প্রায়।।
অসংস্কৃত অন্ন যদি করয়ে ভোজন।
মল মূত্র সম হয় জানিবে রাজন।।
যেরূপে ভোজন কৈলে পাপ নাহি রয়।
বলবীর্য্যশালী হয় মানবনিচয়।।
শত্রুক্ষয় করিবারে যেই জন পারে।
শুন শুন সেই কথা বলিব তোমারে।।
স্নানশেষে রত হয়ে যেই সাধুজন।
দেব ঋষি পিতৃগণে করিয়া তর্পণ।।
আপনি ভোজন করে বিহিত বিধানে।
সুস্থ রহে কলেবর শাস্ত্রে হেন ভনে।।
স্নান অন্তে শুদ্ধ বস্ত্র করি পরিধান।
সুগন্ধি মাল্যাদি ধরি ওহে মতিমান।।
জপ হোম আদি কার্য্য করি সমাপন।
বিপ্র গুরু সবাকারে করাবে ভোজন।।
আর্দ্র বস্ত্রে আর্দ্র পদে কভু নাহি যাবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে।।

পূর্ব্বাস্য হইয়া কিংবা উত্তরাস্য হয়ে।
দিকহীন হয়ে কিংবা কদাপি বসিয়ে।।
ভোজন না করিবেক আছয়ে নিয়ম।
প্রোক্ষিত প্রশস্ত অন্ন করিবে ভোজন।।
বিশুদ্ধ বসন আর পীত চিত্ত হয়ে।
ভোজন করিতে হয় জানিবে হৃদয়ে।।
অসংস্কৃত অন্ন ভোজন না করিবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অবশ্য জানিবে।।
অতিথি ক্ষুধার্ত্ত কিংবা যেই সব জন।
প্রথমতঃ তাহাদিগে করায়ে ভোজন।।
ক্রোধশূন্য চিত্তে আর বিশুদ্ধ পাত্রেতে।
ভোজন করিতে হয় জানিবেক চিতে।।
অসঙ্কীর্ণ স্থানে নাহি করিবে ভোজন।
অকালে ভোজনক্রিয়া করিবে বর্জ্জন।।
অবিশুদ্ধ পাত্রে গৃহী কভু নাহি খাবে।
শাস্ত্রের বিধান যাহা অন্তরে জানিবে।।
ভোজন করার পূর্ব্বে ওহে মতিমান।
অগ্নিরে অন্নাগ্র ভাগ করিয়া প্রদান।।
তৎপর আপনি খাবে ইহাই নিয়ম।
পর্য্যুষিত অন্ন নাহি করিবে ভোজন।।
শুষ্ক মাংস শুষ্ক শাক বর্জ্জন করিবে।
গূঢ়পক্ক দ্রব্য নাহি কখনো খাইবে।।
সারাংশ বাহির করি লয়েছে যাহার।
ভ্রমেও সে বস্তু নাহি করিবে আহার।।
মধু দুগ্ধ দধি ঘৃত শক্তু ইতি আদি।
ভোজন করিতে হয় আছে হেন বিধি।।
ভোজনের প্রথমেতে হয়ে একমন।
মিষ্ট রস যথাবিধি করিবে ভোজন।।
মধ্যে লবণাদি রস আহার করিবে।
কটু তিক্ত আদি রস পরেতে খাইবে।।
ভোজনের পূর্ব্বে যারা দ্রব্যাদ্রব্য খায়।
মধ্যেতে কঠিন বস্তু ওহে নররায়।।
শেষে পুনঃ দ্রব্যাদ্রব্য করয়ে ভোজন।
সুস্থদেহ বলশালী রহে সেই জন।।
এরূপে বাক্‌রত হয়ে গৃহস্থ নিকর।
আনন্দেতে অন্ন খাবে ওহে নরবর।।

ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চ গরাস খাইবে।
পঞ্চ প্রাণ তৃপ্তি হেতু অন্তরে জানিবে।।
তারপর আচমন করিবে বিধানে।
এই তো শাস্ত্রের রীতি কহি তব স্থানে।।
পূর্ব্বাস্য হইয়া কিংবা উত্তরাস্য হয়ে।
যথাবিধি আচমন বিধানে করিয়ে।।
দুই হস্ত মূলাবধি করিবে ক্ষালন।
তারপর পুনর্ব্বার করি আচমন।।
সুস্থ আর শান্ত চিতে বসিয়া আসনে।
অভীষ্ট দেবেরে স্মরি নিজ মনে মনে।।
করিবে নিম্নরূপ মন্ত্র উচ্চারণ।
"পবনে উদ্ধৃত হয়ে অগ্নি মহাত্মন।।
যথাবিধি তৃপ্তিলাভ করিয়া যতনে।
জীর্ণ করি দিন মম উদর ওদনে।।
ভূমি জল অগ্নি বায়ু সবার যোগেতে।
পরিণত হয়ে অন্ন যথা বিধানেতে।।
বলপ্রদ সুখপ্রদ হউক আমার।
পঞ্চপ্রাণ পুষ্টিকর হয়ে থাক আর।।
অগস্তি অনল আর বাড়ব অনলে।
আমার উদরে এই অন্ন জীর্ণ হলে।।
পীড়াশূন্য দেহ যেন করয়ে আমার।
একমাত্র বিষ্ণু যিনি সার হতে সার।।
জীবের অন্তরে যার আছে অবস্থান।
তৃপ্ত মোরে থাকে যেন সেই ভগবান।।
এই অন্ন যথাবিধি করিয়া ভোজন।
যেন পারি হরি-তুষ্টি করিতে সাধন।।
এই অন্ন জীর্ণ হয়ে আমার উদরে।
তৃপ্তিদান করে যেন সেই শ্রীহরিরে।।"
এইরূপ মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ।
ভোজনের কর্ম্ম সারি গৃহী মহাজন।।
হস্ত দ্বারা যথাবিধি মার্জ্জিয়া উদর।
অনায়াস সিদ্ধ কর্ম্মে হইবে তৎপর।।
সন্মার্গের অবিরোধী ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে।
সময় কাটাবে তাহা আলোচনা করে।।
তারপর সন্ধ্যাকালে সমাহিত হয়ে।
সায়ংসন্ধ্যা উপাসিবে জানিবে হৃদয়ে।।

নক্ষত্রেরা অস্তগামী যেই কালে হয়।
তার পূর্ব্বে আচমন করিয়া নিশ্চয়।।
করিবেক প্রাতঃ সন্ধ্যা এই তো নিয়ম।
আর সূর্য্য অস্তগামী হইবে যখন।।
তাহার পূর্ব্বেতে সায়ংসন্ধ্যা উপাসিবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে।।
জনন অশৌচ হলে কিংবা পীড়া হলে।
কিংবা ভয় উপস্থিত হলে কোন কালে।।
সন্ধ্যা অনুষ্ঠান নাহি করিবে তখন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি ওহে মহাত্মন।।
সূর্য্য উদয়ের পর উঠে যেই জন।
সূর্য্যাস্ত হবার পূর্ব্বে করয়ে শয়ন।।
সন্ধ্যাবিধি অতিক্রম যেই নর করে।
পাপ আদি সেই জনে অবশ্যই ঘেরে।।
প্রায়শ্চিত্ত করা হয় উচিত তাহার।
শাস্ত্রের বিধান এই কহিলাম সার।।
সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে করি গাত্রোত্থান।
পূর্ব্বসন্ধ্যা উপাসনা করিবে ধীমান।।
সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে সাধু মহামতি।
করিবেক সায়ংসন্ধ্যা শাস্ত্রের ভারতী।।
দ্বিবিধ সন্ধ্যার সেবা যেই নাহি করে।
তামিস্র নগরে গিয়া সেই জন পড়ে।।
গৃহস্থের পত্নী যিনি ওহে মহাত্মন।
সন্ধ্যাকালে পাকদ্রব্য করি আহরণ।।
বিশ্বদেব উদ্দেশেতে বলিদান দিবে।
মন্ত্রশূন্য সেই বলি অন্তরে জানিবে।।
চণ্ডালদিগকে বলি করিবে প্রদান।
গৃহস্থের প্রতি আছে এরূপ বিধান।।
সেকালে অতিথি যদি করে আগমন।
স্বাগত জিজ্ঞাসা তাঁরে করিয়া তখন।।
তাঁহার চরণ ধৌত করায়ে সাদরে।
বসিতে আসন দিবে অতি যত্ন করে।।
যথোচিত সৎকারাদি করি তারপর।
অন্ন আর শয্যা দিবে ওহে বিজ্ঞবর।।
অতিথি সৎকার যদি দিবাতে না করে।
তাহাতে যে পাপ হয় আপন শরীরে।।

রাত্রিতে বিমুখ যদি করে কোন জন।
আটগুণ পাপ হয় শাস্ত্রের লিখন।।
অতএব অস্তগামী হলে দিবাকর।
যদ্যপি অতিথি আসে ওহে গুণাধর।।
সাধ্য অনুসারে তার করিবে সৎকার।
ইহাই গৃহীর ধর্ম্ম জানিবেক সার।।
এরূপে অতিথিসেবা করে যেই জন।
সর্ব্বদেব পূজা তার হয় সম্পাদন।।
শাকান্ন অথবা জল করিয়া প্রদান।
রাত্রিতে অতিথিপূজা করে যে ধীমান।।
পরম ধরম সেই করে উপার্জ্জন।
শাস্ত্রের বিধান এই করিনু বর্ণন।।
অতিথিরে যথাবিধি করায়ে ভোজন।
রাত্রিতে তাঁহারে শয্যা করিবে অর্পণ।।
হেনমতে সমাপিয়া অতিথি সৎকার।
পাদপ্রক্ষালন করি গৃহী গুণাধার।।
দারুময়ী শয্যাতলে ভোজনাবসানে।
শয়ন করিবে পুনঃ পুলকিত মনে।।
শাস্ত্র অনুসারে শয্যা করি বিরোচন।
তদুপরি যথাবিধি করিবে শয়ন।।
অপর শয্যায় নাহি শয়ন করিবে।
শাস্ত্রের নিয়ম এই অন্তরে জানিবে।।
যথাকালে যথাবিধি আপন নারীতে।
গমন করিবে গৃহী জানিবেক চিতে।।
নারীভোগ যেই কালে বিধিসিদ্ধ নয়।
সে কাল ত্যজিবে সাধু শাস্ত্রে হেন কয়।।
পরদার বাঞ্ছা নাহি করিবে কখন।
হীনবল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন।।
বিশেষতঃ পরলোকে সেই নরাধম।
দারুণ নরকে পড়ে জানিবে সুজন।।
অতএব পরদারা করিলে হরণ।
উভলোক নষ্ট হয় শাস্ত্রের বচন।।
অতএব শাস্ত্রগত হিসাব মানিবে।
অশাস্ত্র করিলে নর নরকে মজিবে।।

গৃহস্থের নিত্যক্রিয়া

পুনঃ ঔর্ব্ব ঋষি কহে সগর রাজনে।
যাহা বলি মহারাজ শুন অবধানে।।
গৃহবাসী মহাত্মারা হয়ে একমন।
দেব বিপ্র সিদ্ধ বৃদ্ধে করিবে পূজন।।
গোগণে অর্চ্চনা করি পূজি আচার্য্যেরে।
অগ্নিতে আহুতি দিবে একান্ত অন্তরে।।
প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে হয়ে একমন।
সন্ধ্যা উপাসনা গৃহী করিবে সাধন।।
সংযত হইয়া গৃহী একান্ত অন্তরে।
ধরিবে অখণ্ড বস্ত্র আপন শরীরে।।
প্রশস্ত ঔষধি আর গারুড় রতন।
আপন শরীরে গৃহী করিবে ধারণ।।
নির্ম্মল করিবে কেশ মাথার উপরে।
গন্ধ লেপন গৃহী করিবে শরীরে।।
বেশভূষা করি পরে অতি মনোরম।
শুক্লবর্ণ মালা হৃদে করিবে ধারণ।।
পরধন কভু নাহি করিবে হরণ।
মিথ্যাজাত প্রিয়বাক্য করিবে বর্জ্জন।।
পরদোষ কভু নাহি বলিবে বদনে।
অপ্রিয় বচন ত্যাগ করিবে যতনে।।
অন্যের ঐশ্বর্য্য হেরি চক্ষে আপনার।
ঈর্ষ্যাদি নাহিক হবে শুন গুণাধার।।
প্রবৃত্ত না হবে কভু অনিষ্টাচরণে।
না করিবে আরোহণ কভু দুষ্ট যানে।।
বন্ধকী বন্ধকীপতি হয় যেই জন।
অতিব্যয়শীল যেই ওহে মহাত্মন।।
পরিবাদরত কিংবা ধূর্ত্ত যেই নর।
তাদের কথায় কভু না দিবে অন্তর।।

তাদের বঞ্চনা-বাক্যে প্রতারিত হয়ে।
মিত্রতা না করিবেক জানিবে হৃদয়ে।।
একা পথে কভু নাহি করিবে গমন।
প্রদীপ্ত ঘরেতে নাহি যাইবে কখন।।
জলের প্রথম বেগ হয় যে সময়।
কভু না করিবে স্নান জানিবে নিশ্চয়।।
তরুপরে না করিবে কভু আরোহণ।
দন্তে দন্তে কভু নাহি করিবে ঘর্ষণ।।
নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিতে।
সদ্য না করিবে চেষ্টা জানিবেক চিতে।।
অসংবৃত মুখে নাহি করিবে জৃম্ভন।
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য নাহি করিবে কখন।।
শব্দ করি বায়ু নাহি কখনো ত্যজিবে।
শ্বাসকাশ রোধ নাহি কদাচ করিবে।।
নখে নখে কভু নাহি করিবে বাদন।
নখ দিয়া তৃণ নাহি করিবে ছেদন।।
ভূমিতলে অঙ্কপাত কভু না করিবে।
শ্মশ্রুপৃষ্ঠ দ্রব্য নাহি কদাচ খাইবে।।
উষ্ণ দ্রব্য কভু নাহি করিবে গ্রহণ।
এরূপ শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ।।
অপবিত্র শাস্ত্রচর্চ্চা কভু না করিবে।
জ্যোতিষের আলোচনা গৃহীরা ত্যজিবে।।
যবে সূর্য্যনারায়ণ হইবে উদয়।
অস্তগত হন যবে শুন মহাশয়।।
তখন সূর্য্যেরে নাহি করিবে দর্শন।
রুগ্না নারী প্রতি নেত্র না দিবে কখন।।
শবগন্ধ চন্দ্র হতে সমুদ্ভূত হয়।
অতএব নাসারন্ধ্রে যায় যে সময়।।
হুঙ্কারাদি শব্দ করি ওহে মহাত্মন।
বিরক্তির ভাব করি প্রকাশ তখন।।
নাসিকাতে বস্ত্র ঢাকা কভু নাহি দিবে।
শাস্ত্রের বিধান এই অন্তরে জানিবে।।
রাত্রিকালে চতুষ্পথে চৈত্রবৃক্ষমূলে।
উপবনে কিংবা আর শ্মশানমহলে।।
গৃহীজন কভু নাহি করিবে গমন।
দুষ্টা স্ত্রী সংসর্গ ত্যজিবে তখন।।

পূজনীয় ব্যক্তি যাঁরা হবেন সংসারে।
তাঁহাদের ছায়া নাহি লঙ্ঘিবেক নরে।।
দেবধ্বজজ্যোতি-ছায়া করিলে লঙ্ঘন।
দারুণ পাপেতে গৃহী হয় নিমগন।।
একাকী বিজন বনে কভু নাহি যাবে।
শূন্য গৃহে বাস গৃহী কভু না করিবে।।
কেশ অস্থি কণ্টকাদি যেই স্থানে রয়।
অপবিত্র বালি কিংবা থাকে তুষচয়।।
গৃহী তথা না করিবে কভু পদার্পণ।
ভস্মাচ্ছন্ন ভূমিতল করিবে বর্জ্জন।।
অনার্য্য সংসর্গে বাস কভু না করিবে।
কুটিল ভাবেরে হৃদে স্থান নাহি দিবে।।
হিংস্র জন্তু যেই স্থানে করে অবস্থিতি।
তথা নাহি কভু যাবে গৃহী মহামতি।।
অতি জাগরণ আর অতীব শয়ন।
অতিনিদ্রা তেয়াগিবে গৃহী মহাজন।।
বহুক্ষণ একস্থানে বসি নাহি রবে।
অধিক ব্যায়াম ত্যাগ সর্ব্বদা করিবে।।
দংষ্ট্রা কিংবা শৃঙ্গী জন্তু করিলে দর্শন।
তার অভিমুখে গৃহী না যাবে কখন।।
প্রতিকূল বায়ুবেগ কভু না সহিবে।
হিমসেবা রৌদ্রসেবা অধিক ত্যজিবে।।
নগ্ন হয়ে কভু নাহি করিবেক স্নান।
নগ্ন হয়ে আচমন ত্যজিবে ধীমান।।
নগ্ন হয়ে কভু নাহি করিবে শয়ন।
মুক্তকক্ষে আচমন করিবে বর্জ্জন।।
মুক্তকক্ষে দেবার্চ্চনা কভু না করিবে।
জপহোম আদি কিংবা সেভাবে ত্যজিবে।।
এক বস্ত্রে পূর্ব্ব-উক্ত কর্ম্ম সমুদয়।
কভু না করিবে গৃহী ওহে মহোদয়।।
একবস্ত্রে উপদিষ্ট মন্ত্র না জপিবে।
এ হেন শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে।।
ক্ষণকাল যদি পায় সাধু মহাজন।
তবু তাঁর সঙ্গে রবে গৃহী মহাত্মন।।
উচ্চ কিংবা নীচ লোক কভু কারো সনে।
বিরোধ না করিবেক কভু কারো সনে।।

বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে সমকক্ষ সহ।
সমকক্ষ কুলে গৃহী করিবে বিবাহ।।
অনর্থক বৈর নাহি করিবে কখন।
তাদৃশ কলহ ত্যাগ করিবে সুজন।।
যদ্যপি সামান্য হানি সহিবারে হয়।
বিবাদে প্রবৃত্ত কভু না হবে নিশ্চয়।।
অর্থের লোভেতে বৈর কভু না করিবে।
স্নান অন্তে হস্ত দ্বারা গাত্র না মাজিবে।।
স্নান অন্তে কেশ নাহি করিবে কম্পন।
শাস্ত্রেতে নিষিদ্ধ ইহা শুন মহাত্মন।।
স্নান অন্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধীমান।
করিবেক আচমন শাস্ত্রের বিধান।।
পদ দ্বারা কোন দ্রব্য কভু না স্পর্শিবে।
পূজ্য অভিমুখে পদ কভু না রাখিবে।।
উচ্চাসনে না বসিবে গুরুর সদন।
বিনীত ভাবেতে রবে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
বিপরীত ভাবে নাহি দেবালয়ে যাবে।
চতুষ্পথে নাহি যাবে কভু সেই ভাবে।।
দক্ষিণাবিহীন সেই মাঙ্গল্য পূজন।
কভু না করিবে তাহা গৃহী মহাজন।।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু জল সবা মুখে।
কভু নাহি নিষ্ঠিবন ভ্রমেও তরক্ষে*।।
মল মূত্র কভু নাহি করিবে বর্জ্জন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন।।
পথিমধ্যে মূত্রত্যাগ কভু না করিবে।
অথবা দাঁড়ায়ে নাহি কদাচ করিবে।।
শ্লেষ্মা বিষ্ঠা মূত্র রক্ত করিলে লঙ্ঘন।
দারুণ পাতকে মগ্ন হয় সেই জন।।
পাককালে জপকালে হোমের সময়।
শ্লেষ্মাদি ত্যজিবে নাহি ওহে মহোদয়।।
কভু না করিবে ঈর্ষা নারীর উপরে।
প্রহার না করিবেক কভু কোন তরে।।
নারীরে বিশ্বাস নাহি করিবে কখন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন।।

*তরক্ষে— ত্যাগ করা।

গৃহীরা মাঙ্গল্য দ্রব্য ধরিবে শরীরে।
কুসুম রত্নাদি আর যত্ন সহকারে।।
কোন স্থানে শুভযাত্রা করিবে যখন।
পূজ্যগণে ভক্তিভরে বন্দিবে তখন।।
যথাকালে হোম গৃহী করিবে যতনে।
অর্থদান দিবে যত দীনদুঃখীগণে।।
মহাত্মা বিজ্ঞানদর্শী যেই সব জন।
তাহাদিগে উপাসিবে গৃহী মহাত্মন।।
একমনে দেবপূজা যেই গৃহী করে।
ঋষিদের পূজা করে যত্ন সহকারে।।
পিতৃ উদ্দেশেতে পিণ্ড করয়ে প্রদান।
অতিথিসৎকার করে শুন মতিমান।।
শুভলোকে যায় তারা নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেই ওহে মহাত্মন।
প্রিয়বাক্য হিতবাক্য কহে অনুক্ষণ।।
নিত্যানন্দময় লোক সেইজন যায়।
শাস্ত্রের বিধান যাহা কহিনু তোমায়।।
বুদ্ধিমান লজ্জাশীল হয় যেই জন।
আস্তিক বিনয়ান্বিত ওহে মহাত্মন।।
সুবিজ্ঞ বৃদ্ধেরা করে যেই লোকে গতি।
সেই লোকে যায় তারা শাস্ত্রের ভারতী।।
অকালে যদ্যপি হয় মেঘের গর্জ্জন।
কিংবা যদি হয় চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ।।
অধ্যয়ন সেই কালে ত্যজিবে যতনে।
শাস্ত্রের নিয়ম যাহা কহি তব স্থানে।।
পর্ব্বদিনে না করিবে কভু অধ্যয়ন।
অশৌচ হইলে ত্যাগ করিবে সুজন।।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়ে যেই জন।
ক্রুদ্ধজনে শান্ত বাক্য করয়ে অর্পণ।।
ভীতজনে করে কিংবা আশ্বাস প্রদান।
স্বর্গ হতে উচ্চ লোকে সে করে পয়াণ।।
শরীর রক্ষার জন্য যত গৃহীগণ।
আতপত্র শিরোপরি করিবে ধারণ।।
বর্ষাতাপ আদি করি তাহে নিবারিবে।
ইহাই কারণ তার অন্তরে জানিবে।।

রাত্রিযোগে দণ্ড করে করিবে গ্রহণ।
বনমধ্যে সেই কালে করিবে গমন।।
পাদুকা সে কালে দিবে আপন চরণে।
শাস্ত্রবাক্য হয় যাহা কহি তব স্থানে।।
পথিমধ্যে যেই কালে করিবে ভ্রমণ।
উর্দ্ধদিকে কভু নাহি ফিরাবে নয়ন।।
কিংবা দূরদেশে কভু দৃষ্টি না করিবে।
তির্য্যক দিকে দৃষ্টিপাত সর্ব্বদা ত্যজিবে।।
যুগ পরিমিত স্থান করিয়া দর্শন।
গমন করিবে সদা শুন মহাত্মন।।
জিতেন্দ্রিয় দোষ হীন হয়ে যেই নর।
সময় কাটায় সদা ওহে নরবর।।
ধর্ম্ম ও কামের হানি নাহি তার হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
প্রিয়বাক্য যেই বলে শত্রুর উপরে।
মুক্তি তার অনুগত রহে নিজ পরে।।
রত থাকে সদাচারে যেই মহাত্মন।
কামক্রোধহীন হয়ে রহে সর্ব্বক্ষণ।।
তাদের প্রভাবে ধরা করে অবস্থিতি।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের ভারতী।।
পরেতে সন্তোষ যাহে হয় উৎপাদন।
সেইরূপ সত্য বাক্য করে সর্ব্বক্ষণ।।
সত্য বাক্য কৈলে যদি কারো মন্দ হয়।
মৌন ভাবে সেই স্থানে রহিবে নিশ্চয়।।
অপ্রিয় সত্য কথা কভু না বলিবে।
গৃহীজন তাহাতেই দোষেতে পড়িবে।।
সর্ব্বদিকে হিত হয় এরূপ করম।
কায়মনোবাক্যে তাহা করিবে পালন।।
লোক সর্ব্বনাশে মন কদাচ না দিবে।
সর্ব্বদাই শুদ্ধ মনে আচার করিবে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতীব মধুর।
শ্রবণ করিলে নর হইবে চতুর।।

দাহ, অশৌচ, একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডকরণ ব্যবস্থা

ঔর্ব্ব মুনি কহে আরো শুনহ রাজন।
যাহার হইবে পুত্র ভূমিষ্ঠ যখন।।
সেইকালে পিতা করি বস্ত্র সহ স্নান।
জাতকর্ম্মাদি করিবেক যেমন বিধান।।
আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেক যথাবিধি।
এরূপ নিয়ম আছে ওহে মহামতি।।
অনন্য মানস হয়ে শ্রাদ্ধের সময়ে।
বসাইবে বিপ্রগণে একান্ত হৃদয়ে।।
পিতৃপক্ষ বিপ্র রবে দক্ষিণ ভাগেতে।
আরো রবে দেবপক্ষ জানিবেক চিতে।।
যথাবিধি বিপ্রগণে করিয়া সৎকার।
ভোজন করাতে হয় ওহে গুণাধার।।
উক্ত শ্রাদ্ধে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে।
উত্তরাস্য হয়ে কিংবা অন্তরে জানিবে।।
দেবতীর্থে পিতৃগণে দিবে পিণ্ডদান।
প্রাজাপত্য তীর্থে কিংবা ওহে মতিমান।।
দধি যব আদি করি পিণ্ডেতে মিশায়ে।
বিধানে অর্পিবে তাহা একান্ত হৃদয়ে।।
এইরূপ শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান।
নান্দীমুখ পিতা তাহে মহাতুষ্টি পান।।
সন্তানের যাবতীয় সংস্কারের কালে।
এইভাবে পিতৃপূজা করিবে সকলে।।
ইহাই পরম ধর্ম্ম গৃহস্থের হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।।
কন্যার পুত্রের কিংবা বিবাহের কালে।
অথবা যাইবে যবে নব ঘরে চলে।।

বালকের নাম যবে করিবে রক্ষণ।
চূড়াকর্ম্ম আদি করি হবে সম্পাদন।।
সীমন্তোন্নয়ন কিংবা হবে যেই কালে।
নান্দীমুখ পিতৃপূজা করিবে সেকালে।।
পুত্রাদির মুখ যবে করিবে দর্শন।
নান্দীমুখ পিতৃপূজা করিবে তখন।।
পিতৃপূজা বিধি যাহা কহিনু তোমারে।
প্রেতক্রিয়া বিধি শুন বলি এইবারে।।
মরিলে তাহার যত আত্মীয় নিকর।
প্রেতদেহ বহি লবে স্কন্ধের উপর।।
যতনে লইয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে।
সুপবিত্র জলে স্নান করাইবে তারে।।
মাল্য দ্বারা বিভূষিত করি তারপর।
দাহক্রিয়া সমাধিবে ওহে নরবর।।
দাহক্রিয়া সমাপন হলে তার পরে।
দক্ষিণ মুখেতে থাকি উদ্দেশি প্রেতেরে।।
জলাঞ্জলি যথাবিধি করিবে প্রদান।
নক্ষত্র হেরিয়া গৃহে করিবে প্রয়ান।।
গোধূলি কালেতে কিন্তু করিবে গমন।
গৃহে গিয়া ভূমিতলে করিবে শয়ন।।
প্রেতের কারণ পিণ্ড প্রত্যহ দানিবে।
অশৌচ মধ্যে রাত্রে কভু নাহি খাবে।।
অশৌচমধ্যে মাংস না খাবে কখন।
জ্ঞাতিগণে প্রতিদিন করাবে ভোজন।।
বন্ধুর ভোজনে প্রেত লভে মহাপ্রীতি।
জানিবে হে নৃপ ইহা শাস্ত্রের ভারতী।।
অশৌচ প্রথম আর তৃতীয় সপ্তম।
অথবা যেদিন গণি হইবে নবম।।
করিবেক বস্ত্র ত্যাগ সেই সেই দিনে।
অবগাহন করিবেক বিবিধ বিধানে।।
করিবে চতুর্থ দিনে প্রেতাস্থি সঞ্চয়।
সঞ্চয় করিবে ভস্ম ওহে মহোদয়।।
চতুর্থ দিবস গত না হবে যাবৎ।
সপিণ্ডেরা তারে নাহি স্পর্শিবে তাবৎ।।
সমান উদক ব্যক্তি হয় যেই জন।
চতুর্থ দিনের পর করিবে করম।।

গন্ধ মাল্য আদি সেবা ভিন্ন সমুদয়।
করিবে যতেক কার্য্য ওহে মহোদয়।।
সপিণ্ডেরা শয্যা আর আসন গ্রহণে।
অধিকারী হয় মাত্র কহি তব স্থানে।।
অশৌচে করিবে নাহি মৈথুন কখন।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে রাজন।।
দেশী পতিত ব্যক্তি কিংবা যদি মরে।
বালকের মৃত্যু যদি হয় ক্ষণপরে।।
উদ্বন্ধনে জলে হয় যদ্যপি মরণ।
অনলে পড়িয়া যদি ত্যজেন জীবন।।
সপিণ্ডের সদ্য শৌচ তাহা হলে হয়।
এইরূপ বিধি আছে শাস্ত্রে নির্ণয়।।
মৃতের বান্ধব কভু অশৌচ মাঝারে।
অন্ন নাহি খাবে নৃপ কহিনু তোমারে।।
অশৌচে কখনো নাহি করিবেক দান।
প্রতিগ্রহ নাহি লবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
বেদপাঠ কভু নাহি গৃহীরা করিবে।
এমন শাস্ত্রের বিধি মনেতে জানিবে।।
দশ দিনে অশৌচান্ত ব্রাহ্মণের হয়।
ক্ষত্রের দ্বাদশ দিন জানিবে নিশ্চয়।।
বৈশ্যদের এক পক্ষ শুন মহামতি।
এক মাস শূদ্রের আছে হেন বিধি।।
অশৌচ অন্তের পর প্রথম দিনেতে।
শ্রাদ্ধ অধিকারী ব্যক্তি ঐকান্তিক চিতে।।
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণে করাবে ভোজন।
উচ্ছিষ্ট সমীপে কুশ করিয়া স্থাপন।।
প্রেতের উদ্দেশে পরে দিবে পিণ্ডদান।
তারপর শুন বলি ওহে মতিমান।।
ব্রাহ্মণভোজন পরে শুদ্ধির কারণ।
বারি ও আয়ুধ আদি করিবে ধারণ।।
হেনমতে আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপিত হলে।
বিপ্র আদি যেবা কেহ ধর্ম্ম অনুবলে।।
জীবিকা নির্ব্বাহ হেতু ধন উপার্জ্জন।
যতনে করিবে নৃপ আছে নিরূপণ।।
তারপর প্রতি মাসে মরণ তিথিতে।
প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে যত্নেতে।।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা অবশ্য উচিত।
শাস্ত্রের বিধান যাহা বুঝিবে নিশ্চিত।।
একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নৃপ করিবে যখন।
আবাহন আদি ক্রিয়া না আছে তখন।।
দৈব নিয়োগও নাহি হবে অনুষ্ঠান।
এই তো শাস্ত্রের বিধি শুন মতিমান।।
ব্রাহ্মণভোজন অন্তে এই শাস্ত্র পরে।
প্রেতের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিবে হে সাদরে।।
এক গাছি পবিত্রক করিবে প্রদান।
ঋষির বচন ইহা শাস্ত্রের বিধান।।
এই শ্রাদ্ধকালে নৃপ যিনি যজমান।
তাঁর প্রশ্ন অনুসারে বিপ্র মতিমান।।
অক্ষয্য এ শব্দ নৃপ প্রয়োগ করিবে।
এই তো শাস্ত্রের বিধি অন্তরে জানিবে।।
বার মাস এইরূপ প্রেতের উদ্দেশে।
একোদ্দিষ্ট বিধি মানি মনের হরিষে।।
সপিণ্ডীকরণ পরে করিবে সাধন।
সেকালে ও একোদ্দিষ্ট করিবে সৃজন।।
তিল গন্ধ উদকাদি পূরিত করিয়ে।
অর্ঘ্য পাত্র স্থাপি এক প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
প্রেতের উদ্দেশে ইহা করিবে স্থাপন।
তারপর শুন শুন ওহে মহাত্মন।।
পার্ব্বণাংশে পিতৃগণে উদ্দেশ করিয়ে।।
স্থাপিবে ত্রি-অর্ঘ্যপাত্র একান্ত হৃদয়ে।।
পিতৃপাত্রে প্রেতপাত্র সংযোজিবে পরে।
মিশাবে উভয় পিণ্ড এহেন প্রকারে।।
হেনমতে যদি করে সপিণ্ডীকরণ।
প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয় মৃতজন।।
পিতৃলোকে গিয়া সেই মনের হরিষে।
পরম সুখেতে রহে জানিবে বিশেষে।।
শুন শুন নৃপ এবে আমার বচন।
যেই কোনরূপ শ্রাদ্ধ করিবে যখন।।
পিতৃগণে পূজা করা তখনি উচিত।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে বিহিত।।
পুত্র না থাকিলে পৌত্র শ্রাদ্ধাদি করিবে।
ভ্রাতা আদি তারপর ক্রমেতে জানিবে।।

আদ্য মধ্য ও উত্তর এ তিন প্রকার।
মৃতের করিবে ক্রিয়া ওহে গুণাধার।।
প্রতি মাসে একোদ্দিষ্ট যা হয় বিধান।
মধ্যক্রিয়া কহে তারে ওহে মতিমান।।
সপিণ্ডীকরণ হলে তার অবসানে।
সে সব করম করে অবহিত মনে।।
তাহারে উত্তরক্রিয়া কহে সুধীজন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ।।
পিতৃ-মাতৃ আদি করি সপিণ্ড সকল।
সমান উদক ব্যক্তি ওহে নরবর।।
বন্ধুবর্গ রাজা আর তাঁহারা সকলে।
পূর্ব্বক্রিয়া অধিকারী শাস্ত্রে যাহা বলে।।
পুত্রাদি দৌহিত্র ভিন্ন অপর কাহার।
উত্তর-ক্রিয়াতে আর নাহি অধিকার।।
নারীর উদ্দেশে নৃপ মরণের দিনে।
করিবে উত্তর-ক্রিয়া বিহিত বিধানে।।
পিতৃলোক উদ্দেশেতে যখন যখন।
করিবে উত্তর-ক্রিয়া ওহে নরোত্তম।।
কীর্ত্তন করিব তাহা তোমার গোচরে।
অবহিত হয়ে শুন একান্ত অন্তরে।।
সকল পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।
সকল দেবতা যাহা দিবানিশি গান।।
প্রেতকার্য্য-কথা আদি শ্রীকবি রচিল।
শাস্ত্রমধ্যে যে সকল বিধান রহিল।।
এবে শ্রাদ্ধবিধি কথা করিব বর্ণন।
মন দিয়া গূঢ় কথা করহ শ্রবণ।।

শ্রাদ্ধবিধি

পুনরায় কহে ঔর্ব্ব শুনহে নৃপতি।
তব পাশে শ্রাদ্ধ বিধি কহিব সম্প্রতি।।

শ্রদ্ধান্বিত হয়ে ভূমে যত নরগণ।
করিবে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য যেমন নিয়ম।।
তারপর ব্রহ্মা রুদ্র অগ্নি দিবাকরে।
নাসত্য মারুত বসু পক্ষী আদি নরে।।
বিশ্বদেব সরীসৃপ ঋষি পিতৃগণ।
করিবে সবারে তৃপ্ত করিয়া যতন।।
প্রতি মাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা নিশ্চয়।।
অষ্টকা ত্রিতয়ে শ্রাদ্ধ করিবে যতনে।
ইহা ভিন্ন শ্রাদ্ধকাল কহি তব স্থানে।।
কাম্যকাল কহে তারে ওহে নরোত্তম।
প্রকাশ করিয়া বলি করহ শ্রবণ।।
শ্রাদ্ধযোগ্য কোন বস্তু গৃহেতে আসিলে।
তখনি করিবে শ্রাদ্ধ বিধি অনুবলে।।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি করে আগমন।
তখনি করিবে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রের নিয়ম।।
ব্যতীপাত যোগ আর দক্ষিণ অয়ন।
বিষুব সংক্রান্তি কিংবা যে কোন গ্রহণ।।
উত্তর অয়নে আর সংক্রান্তি সকলে।
গৃহীরা করিবে শ্রাদ্ধ শাস্ত্রে হেন বলে।।
সূর্য্যের রাশিতে যবে হয় সংক্রমণ।
দুঃস্বপ্ন অথবা যবে হয় সন্দর্শন।।
সেকালে করিবে শ্রাদ্ধ যত্ন সহকারে।
এই তো শাস্ত্রের বিধি কহিনু তোমারে।।
নব শস্য গৃহে যদি করে আনয়ন।
সেকালে করিবে শ্রাদ্ধ ওহে নরোত্তম।।
বিশাখা অথবা স্বাতী যেই দিন হয়।
অমাবস্যা তাহে হলে শ্রাদ্ধের নির্ণয়।।
মহাতৃপ্ত হন তাহে যত পিতৃগণ।
এই তো শাস্ত্রের বিধি করিনু কীর্ত্তন।।
পুষ্যা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু এইসব দিনে।
অমাবস্যা হলে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।।
দ্বাদশ বরষ তৃপ্ত তাহে পিতৃগণ।
হইয়া থাকেন ইহা শাস্ত্রের নিয়ম।।
পূর্ব্বভাদ্রপদ জ্যেষ্ঠা অথবা রোহিণী।
শতাভিষা ঋক্ষ কিংবা ওহে নৃপমণি।।

এসব নক্ষত্রে যদি অমাবস্যা হয়।
করিবে শ্রাদ্ধের বিধি শাস্ত্রে হেন কয়।।
অতীব দুর্ল্লভ হয় এ হেন সময়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়।।
এইসব দিনে শ্রাদ্ধ করিলে বিধানে।
পিতৃগণ মহাপ্রীত থাকে সেই দিনে।।
পূর্ব্বকালে মহামনা ঐল নরপতি।
জিজ্ঞাসিয়াছিল সনৎকুমারের প্রতি।।
প্রকাশ করিয়া বলি শুনহ বিস্তার।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে গুণাধার।।
ঋষিরে সম্বোধি রাজা কহিল তখন।
শুন শুন মহাঋষি করি নিবেদন।।
শ্রাদ্ধবিধি শুনিবারে হতেছে বাসনা।
বর্ণনা করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
এত শুনি মিষ্ট ভাষে সনৎকুমার।
কহিলেন শুন শুন ওহে গুণাধার।।
বৈশাখের শুক্লপক্ষে তৃতীয় দিবসে।
যুগাদ্যা কহিয়া থাকে জানিবে বিশেষে।।
কার্ত্তিকী নবমী আর ভাদ্র ত্রয়োদশী।
অথবা সে অমাবস্যা ওহে রাজা ঋষি।।
এ সবারে যুগ আদ্য কহে ঋষিগণ।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে রাজন।।
এইসব দিনে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।
শাস্ত্রের নিয়ম যাহা কহি তব স্থানে।।
ইহা ছাড়া শ্রাদ্ধ যোগ্য যেই সব দিন।
কহিতেছি সেই কথা শুনহ প্রবীণ।।
বৈশাখের অমাবস্যা যেই দিন হয়।
ত্র্যহস্পর্শ কিংবা হয় ওহে মহোদয়।।
বিষুব সংক্রান্তিদ্বয় কিংবা মহামতি।
মন্বন্তর আদি করি যত আছে তিথি।।
ব্যতীপাত যোগ কিংবা যে কোন গ্রহণ।
অষ্টকা ত্রিতয় আর দক্ষিণ অয়ন।।
উত্তর অয়ন কিংবা এই সব দিনে।
গৃহীরা করিবে শ্রাদ্ধ বিহিত বিধানে।।
তিলযুক্ত জল তাহে করিবে প্রদান।
এই তো শাস্ত্রের বিধি শুন মতিমান।।

সহস্র বরষ তাহে যত পিতৃগণ।
পরিতুষ্ট হয়ে থাকে জানিবে রাজন।।
পিতৃগণ উক্ত বাক্য যাহা সমুদয়।
প্রকাশ করিব তাহা এখন তোমায়।।
মাঘমাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
শতভিষা যোগাদি তাহে আরো রয়।।
সে দিনে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা বিধানে।
এইরূপ পিতৃগণ নিজ মুখে ভনে।।
পরম সন্তুষ্টি তাহে লভে পিতৃগণ।
সন্দেহ নাহিক তাহে জানিবে রাজন।।
বহু পুণ্য উপার্জ্জন যদি নাহি করে।
শ্রাদ্ধ না করিতে পারে সে জন সংসারে।।
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হলে।
তর্পণ করিবে যত্নে গৃহীরা সেকালে।।
শাস্ত্রবিধি অনুসারে দিবে পিণ্ডদান।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে ধীমান।।
হেনরূপ আচরণ করে যেইজন।
অযুত বরষ তৃপ্ত তার পিতৃগণ।।
অমাবস্যা দিনে যদি ওহে মহীপতি।
পূর্ব্বভাদ্রপদ যোগ থাকে নিরবধি।।
তাহাতে করিলে শ্রাদ্ধ তার পিতৃগণ।
পরিতৃপ্ত হয়ে যুগাবধি তিনি রন।।
শতদ্রু বিপাশা গঙ্গা আর সরস্বতী।
নৈমিষ মথুরাক্ষেত্র অথবা গোমতী।।
এইসব তীর্থে গিয়া করি স্নান দান।
ভক্তিভরে পিতৃগণে দিলে পিণ্ডদান।।
অখিল পাতক নাশ সে জনের হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।।
বার্ষিক পিরীতি লাভ করি পিতৃগণ।
বলিয়া থাকেন যাহা করহ শ্রবণ।।
মাঘমাসে অমাবস্যা যেই দিনে হয়।
তাহাতে করিবে শ্রাদ্ধ গৃহীরা নিশ্চয়।।
সেকালে মোদের বংশসন্ততি সকল।
দেয় যদি ভক্তিভরে শুদ্ধ তীর্থজল।।
পরম সন্তুষ্ট মোরা তাহাতে অন্তরে।
মনোমত ফল দেয় জেন সন্তানেরে।।

বিশুদ্ধ মানস হয়ে সন্ততির গণ।
মহৈশ্চর্য্যশালী হয় শাস্ত্রের বচন।।
আমাদের বংশে যত মহাত্মা নিকর।
ধন উপার্জ্জন করি হয়ে ধর্ম্মপর।।
মোদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে বিধানে।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবেক মনে।।
ঐশ্বর্য্য যদ্যপি গৃহে থাকে বিদ্যমান।
বিপ্রগণে রত্নবস্ত্র করিবে প্রদান।।
মহাজল ভোজ্য বস্তু করিবে অর্পণ।
বিভব যেমন তার দিবে হে তেমন।।
অন্নদান বিপ্রগণে করিবে যতনে।
তাহে মোরা তৃপ্ত হই নিজ মনে মনে।।
তাহে অসমর্থ যদি হয় কোন জন।
ধান্য আদি সাধ্যমত করিবে অর্পণ।।
দক্ষিণা বিপ্রেরে দিবে শক্তি অনুসারে।
ততই পুণ্যের লেশ জানিবে অন্তরে।।
তাহাতেও অসমর্থ হয় যেই জন।
বিজ্ঞ বিপ্রগণে তিনি করিয়া বন্দন।।
যথাবিধি তিলদান করিবে তাহারে।
তাহাতে পরম তৃপ্তি লভিবে অন্তরে।।
তিলদানে সক্ষম না হয় যেই জন।
অষ্ট জলাঞ্জলি তিনি করিবে অর্পণ।।
ইহার অভাব যদি হয় কোন স্থানে।
গোদুগ্ধ আনিয়া তবে বিবিধ বিধানে।।
আমাদের উদ্দেশেতে করিবে প্রদান।
এই তো গৃহীর শাস্ত্রে বক্তব্য বিধান।।
সকল দ্রব্যের যদি হয় অনটন।
বাহুদ্বয় উর্দ্ধে করি যাইবেক বন।।
অনন্য ভক্তির বশে লোকপালোদ্দেশে।
এই মন্ত্র পড়িবেক জানিবে বিশেষে।।
"ঐশ্বর্য্য নাহিক মম নাহি কিছু ধন।
শ্রাদ্ধযোগ্য দ্রব্য মম নাহি আহরণ।।
এখন আসিয়া আমি অরণ্য মাঝারে।
বাহু তুলি ভিক্ষা করি অতি ভক্তিভরে।।
ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হন মম পিতৃগণ।"
এই মন্ত্র ভক্তিভরে কর উচ্চারণ।।

এইরূপ আচরণ যেই জন করে।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে।।
এই আমি পিতৃবাক্য কহিনু সকল।
শুনিলে সকল কথা ওহে মহাবল।।
শাস্ত্রমত আচরণ যেই জন করে।
সেই জন ধন্য বলি বিদিত সংসারে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল হরিশ অন্তর।।

শ্রাদ্ধীয় বিপ্র নিরূপণ ও শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিয়ম

পুনরায় কহে ঔর্ব্ব শুনহ রাজন।
শ্রাদ্ধকার্য্যে বিপ্রকথা করিব বর্ণন।।
শ্রাদ্ধকালে যেই বিপ্রে করাবে ভোজন।
তাহাদের পরিচয় করহ শ্রবণ* ।।
ষড়ঙ্গ-বিদিত কিংবা শ্রোত্রিয় যে জন।
সামগানরত যারা ওহে মহাত্মন।।
আরো উক্ত আছে যাহা শাস্ত্রের মাঝারে।
ভোজন করাবে নৃপ তাদৃশ বিপ্রেরে।।
তাহা ভিন্ন যারে যারে করাবে ভোজন।
যেরূপ নিয়ম আছে শাস্ত্রে নিরূপণ।।

সেইরূপে সবাকারে ভক্তি অনুসারে।
ভোজন করাবে নৃপ জানিবে অন্তরে।।
দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ এ দুয়ের তরে।
পূর্ব্ব দিনে নিমন্ত্রিবে ব্রাহ্মণ সবারে।।
ক্রীড়াদি তাদের সহ করিবে বর্জ্জন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন।।
নিমন্ত্রিত বিপ্রপ্রতি কভু যজমান।
ক্রোধ নাহি প্রকাশিবে ওহে মতিমান।।
শ্রাদ্ধে নিয়োজিত ভোক্তা যেই নর হয়।
ভোজয়িতা নিবেদক কিংবা মহোদয়।।
নারী সহবাস যদি তারা কেহ করে।
পিতৃগণ পড়ে তার রেতের বিবরে।।
সে কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তি হয় যেই জন।
বিবেচিয়া বিপ্রগণে করে নিমন্ত্রণ।।
সন্ন্যাসী অথবা কোন অপর ব্রাহ্মণ।
যদি গৃহে শ্রাদ্ধকালে করে আগমন।।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা শুদ্ধ হস্ত হইয়া তাহারে।
আচমনীয় আসন দিবে সমাদরে।।
পরিতোষ রূপে তারে করাবে ভোজন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন।।
শ্রাদ্ধকালে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম বিপ্রেরে।
স্থাপন করিতে হয় জানিবে অন্তরে।।
যুগ্ম বিপ্র দেবপক্ষে হবে নিয়োজন।
এ হেন শাস্ত্রের বিধি আছে নিরূপণ।।
পিতৃপক্ষে দেবপক্ষে এক এক জনে।
নিযুক্ত করিতে পারে শাস্ত্রে হেন ভনে।।
প্রকাশ করিনু যাহা শাস্ত্রের বিধান।
মাতামহ শ্রাদ্ধে গৃহী করিবে তেমন।।
দেবপক্ষে যেই বিপ্রে নিযুক্ত করিবে।
পূর্ব্বাস্য করিয়া কর্ত্তা তাহারে স্থাপিবে।।
পিতৃ কিংবা মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণে।
স্থাপিবেক উত্তরাস্যে জানিবেক মনে।।
এইরূপে যথাবিধি করিয়া স্থাপন।
বিধিমতে তাঁহাদের করাবে ভোজন।।
মহর্ষিগণের মধ্যে কোন কোন জন।
ভিন্ন ভিন্ন রূপে কহে শ্রাদ্ধ প্রকরণ।।

*তাহাদের পরিচয় করহ শ্রবণ— ত্রিনাচিকেতা, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গবিৎ শ্রোত্রিয়, যোগী, সামগানরত ঋত্বিক, তপোনিষ্ঠ ও পঞ্চতপা ব্রাহ্মণ এবং ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, শিষ্য, সম্বন্ধী, ও পিতৃমাতৃভক্ত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাবে। তাঁরা প্রথম হতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ বলে নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকেন। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, স্যাবদন্ত, কন্যাবিক্রয়ী, হোম ও বেদপাঠ বিবর্জ্জিত, সোম বিক্রয়ী, অভিশাপগ্রস্ত, চৌরকর্ম্মনিরত, খল গ্রাম যাজক, বেতনভুক, অধ্যাপক, বেতনদাতা শিষ্য, অন্য পূর্ব্বাপতি, পিতৃমাতৃ পরিত্যাগী, শূদ্রাপতি, শূদ্রাপতির অন্নে পালিত ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করানো বিধেয় নহে।

কেহ কেহ ভিন্ন ভিন্ন পাকের দ্বারায়।
করিয়া থাকেন শ্রাদ্ধ কহিনু তোমায়।।
শ্রাদ্ধীয় বিপ্রের আজ্ঞা লয়ে শিরোপরে।
অগ্রে কুশ বিস্তারিয়া গৃহীরা ভূ-পরে।।
যথাবিধি অর্ঘ্য তাহে করিয়া স্থাপন।
বিধানেতে দেবগণে করি আবাহন।।
তাঁহাদিগে যবজলে অর্ঘ্য সমর্পিবে।
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য প্রদান করিবে।।
যথাবিধি আজ্ঞা গৃহী কহি তারপর।
দেবপক্ষ বাম ভাগে ওহে নরবর।।
পিতৃগণ হেতু দ্বিধাকৃত কুশরাশি।
বিস্তৃত করিয়া দিবে ওহে রাজ-ঋষি।।
তিলাম্বু দ্বারায় পরে অর্ঘ্য সমর্পিবে।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা অন্তরে জানিবে।।
এই মত শ্রাদ্ধ যবে হয় অনুষ্ঠান।
পথিক যদ্যপি আসে ওহে মতিমান।।
শ্রাদ্ধীয় বিপ্রের আজ্ঞা লইয়া তখন।
বিধানে সৎকার তার করিবে সাধন।।
যোগীগণ মানবের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে।
নানাবিধ রূপ ধরি ছলনা করিয়ে।।
অহরহ ভূমিতলে করে বিচরণ।
এ হেতু পথিকে গৃহী করিবে অর্চ্চন।।
অতিথি সৎকার নাহি যেই জন করে।
তাহার বিফল শ্রাদ্ধ জানিবে অন্তরে।।
শ্রাদ্ধে অনলে দিবে আহুতি প্রদান।
ক্ষারশূন্য ব্যাঞ্জনান্ন দিবে মতিমান।।
যেই মন্ত্রে যেইরূপ আছে নিরূপণ।
সে মন্ত্রে আহুতি গৃহী অর্পিবে তেমন।।
আহুতির পরে অন্ন যাহা যাহা রবে।
বিপ্রের ভোজনপাত্রে সেই সব দিবে।।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা তারপর অতি ভক্তিভরে।
উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দিবে ব্রাহ্মণনিকরে।।
মৃদুবাক্যে তাঁহাদিগে করি সম্বোধন।
প্রার্থনা করিবে তাহা করিতে গ্রহণ।।
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ প্রফুল্ল হৃদয়ে।
ভোজন করিবে অন্ন একাগ্র হইয়ে।।

তাঁহারা যখন অন্ন করিবে ভোজন।
ধীরে ধীরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দিবেন তখন।।
পরিবেশনেতে কভু ত্বরা না করিবে।
শাস্ত্রের বিধান এই মনেতে জানিবে।।
বিপ্রগণ এইরূপে করিলে ভোজন।
তিলরাশি ভূমিতলে করি আস্তর।।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া বদনে।
পিতৃগণ তুল্য চিন্তা করিবে ব্রাহ্মণে।।
"আজি মম পিতা আর পিতামহগণ।
বিপ্রদেহে আবির্ভূত হইয়া এখন।।
পরম সন্তুষ্ট হোন করি আকিঞ্চন।
তাঁদের উদ্দেশে কৈনু আহুতি অর্পণ।।
তাহাতে প্রসন্ন হয়ে তাঁহারা সকলে।
পরিতৃপ্ত হইবেন প্রার্থনা করিলে।।
মম দত্ত পিণ্ড তাঁরা করিয়া গ্রহণ।
করুন সন্তুষ্টিলাভ এই আকিঞ্চন।।
মম অভিযোগে তাঁরা হয়ে অধিষ্ঠান।
আমার উপরে কৃপা করুন প্রদান।।
মাতামহ আদি করি উর্দ্ধতন যাঁরা।
ভিক্ষা করি পরিতৃপ্ত হউন তাঁহারা।।
আরো পরিতুষ্ট হোন বিশ্বদেবগণ।
যেন হেথা নাহি আসে রাক্ষসের গণ।।
হব্য কব্য ভোক্তা হরি যিনি যজ্ঞেশ্বর।
আসুন সে জন হেথা তিনি দণ্ডধর।।
রাক্ষস অসুর আদি যাউক সকলে।"
এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে সকলে।।
হেনমতে পরিতৃপ্ত করি পিতৃগণ।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা ভূমে করি অন্ন বিকিরণ।।
আচমন হেতু জল প্রতি জনে দিয়ে।
তারপর তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়ে।।
পিতৃতীর্থ অনুসারে পিতৃ উদ্দেশেতে।
দিবে পিণ্ডদান দ্বিজ একান্ত মনেতে।।
পিণ্ডোপরি জলাঞ্জলি করিবে প্রদান।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা ওহে মতিমান।।
এই নিয়মেতে মাতামহের পক্ষেতে।
পিণ্ডদান দিতে হয় জানিবেক চিতে।।

বিপ্রের উচ্ছিষ্ট যথা করে অবস্থান।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেই স্থানে ওহে মতিমান।।
দক্ষিণাগ্ররূপে কুশ করিয়া স্থাপন।
পিণ্ডদান করে যাহা শাস্ত্রের নিয়ম।।
ধূপ দীপ আদি করি বিহিত বিধানে।
পিতার উদ্দেশে দিবে জানিবেক মনে।।
পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে।
পিণ্ডদান দিতে হয় জানিবে বিশেষে।।
তারপর দর্ভমূল করিয়া গ্রহণ।
পিণ্ডাংশ স্বহস্ত হতে করিয়া ক্ষালন।।
লেপভুক পিতৃদেব তৃপ্তির কারণে।
অবশ্য করিবে দান জানিবেক মনে।।
পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান করি তারপর।
মাতামহপক্ষে দিবে ওহে গুণাধর।।
গন্ধমাল্য যুক্ত পিণ্ড করিবে প্রদান।
শুন শুন তারপর ওহে মতিমান।।
শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণে বিহিত বিধানে।
সংকার করিয়া নৃপ অতীব যতনে।।
আচমন জল পরে করিবে প্রদান।
পিণ্ডদান অবসানে হয়ে ভক্তিমান।।
পিতৃপক্ষ বিপ্রগণে সাধ্য অনুসারে।
দান দিবে দক্ষিণা যত্ন সহকারে।।
আশীর্ব্বাদ তাহাদের করিবে গ্রহণ।
এই তো শাস্ত্রের বিধি জানিবে রাজন।।
আশীর্ব্বাদ লয়ে পরে সেই বিপ্রগণে।
বৈশ্যদের মন্ত্রপাঠ করাবে বিধানে।।
"বিশ্বদেব প্রীত হোন" এ বাক্য উচ্চারি।
ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ দিবে শিরোপরি।।
তারপর শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেই বিপ্রগণে।
বিযুক্ত করিবে ক্রমে জানিবেক মনে।।
বিযুক্ত হইলে পিতৃপক্ষ বিপ্রগণ।
দেবপক্ষ বিপ্রগণে করিবে পূজন।।
মাতামহপক্ষে বিপ্রে করিয়া অর্চ্চন।
তাঁহাদিগে যথাক্রমে দিবে বিসর্জ্জন।।
সকল বিপ্রের পদ করি প্রক্ষালন।
বিধিমতে তাঁহাদের করিয়া পূজন।।
প্রীতিগর্ভ বাক্য বলি তাহাদের প্রতি।
বিযুক্ত করিতে হয় ওহে মহামতি।।
সেই কালে বিপ্রগণে দিবে বিসর্জ্জন।
দ্বারদেশাবধি কর্ত্তা যাইবে তখন।।
তাঁদের অনুজ্ঞা পরে লয়ে শিরোপরে।
ফিরিয়া আসিবে গৃহী আপনার ঘরে।।
তারপর প্রতিদিন হয়ে একমন।
বিশ্বদেবগণে নৃপ করিবে পূজন।।
নিত্যক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে বিধানে।
মিলিত হইয়া পরে বন্ধু আদিগণে।।
পরিতোষরূপে নৃপ করিবে ভোজন।
এই তো গৃহীর বিধি আছে নিরূপণ।।
শ্রাদ্ধবিধি কহিলাম তোমার গোচরে।
যেই গৃহী শ্রাদ্ধকার্য্য বিধানেতে করে।।
তার প্রতি তুষ্ট হয়ে পিতামহগণ।
অবশ্য কামনা রাশি করেন পূরণ।।
পবিত্র ত্রিতয় দিবে শ্রাদ্ধের সময়।
রৌপ্য আর তিল দিবে শুন মহাশয়।।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা না করিবে পথ-পর্য্যটন।
ক্ষিপ্রকারিতাদি নৃপ করিবে বর্জ্জন।।
শ্রাদ্ধভোক্তা যেই জন ওহে মহীপতি।
এরূপ নিয়ম হয় তাঁহাদের প্রতি।।
যথাবিধি সর্ব্বশ্রাদ্ধ করে সেইজন।
বিশ্বদেব পিতৃ আর পিতামহগণ।।
অতীব সন্তুষ্ট হয়ে তাহার উপরে।
বংশবৃদ্ধি করি দেন জানিবে অন্তরে।।
চন্দ্রদেব হন পিতৃগণের আধার।
চন্দ্রের আধার ভোগ ওহে গুণাধার।।
এই হেতু সর্ব্বাপেক্ষা যোগ শ্রেষ্ঠ হয়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব শুন মহাশয়।।
শ্রাদ্ধকালে একজন যোগশীল জন।
সহস্রবিপ্রের অগ্রে যদি তিনি রন।।
তার ফলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধভোক্তাগণ।
সেই পুণ্যফলে তার শুন মহাত্মন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী সুখে ভাসমান।।

শ্রাদ্ধীয় মাংস নিরূপণ

মুনি বলে শুন আরো ওহে মহীপতি।
বিষ্ণুপুরাণের কথা নিগূঢ় ভারতী।।
যেইরূপ মাংসে আর মাংসের দ্বারায়।
মহাতৃপ্তি পিতৃগণ মনে মনে পায়।।
তব পাশে সেই কথা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া মম বাক্য করহ শ্রবণ।।
শশক শকুল ছাগ অরণ্য শূকর।
রুরুমৃগ ও হরিণ শুন নরবর।।
বাধ্রীনস মেষ আর গণ্ডার গবয়।
পিতৃগণ প্রীতিপ্রদ এই সব হয়।।
কাল শাক মধু যদি করহ অর্পণ।
মহাতুষ্ট হন তাহে যত পিতৃগণ।।
গয়াতীর্থে গিয়ে যেই অতি ভক্তিভরে।
পিতৃগণ উদ্দেশেতে পিণ্ডদান করে।।
তাহার উপর তুষ্ট হয় পিতৃগণ।
নিশ্চয় সফল তার মানব জনম।।
নীবার শ্যামক ধান্য যব আদি করি।
শ্রাদ্ধেতে প্রশস্ত হয় জানিবে বিচারি।।
সিদ্ধ ধান্য আদি করি দ্রব্য সমুদয়।
শ্রাদ্ধেতে নিষিদ্ধ হয় শুন মহাশয়।।
ক্লীব আদি যদি শ্রাদ্ধ দরশন করে।
পিতৃগণ তুষ্ট নাহি হয় তার পরে।।
তাহে দেবগণ তুষ্ট না হয় কখন।
অতএব শুন শুন ওহে নরোত্তম।।
শ্রাদ্ধস্থান যথাবিধি করি আচ্ছাদন।
শ্রদ্ধাসহ শ্রাদ্ধকার্য্য করিবে সাধন।।
যজ্ঞবিঘ্নকারী যত রাক্ষসের গণ।
তাহাদিকে অপসৃত করার কারণ।।
ভূমিতলে তিল ফেলি দিবে প্রাতঃকালে।
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা জানিবে সকলে।।
কেশ কীট আদি যুক্ত কিংবা পর্য্যুষিত।
অথবা যেরূপ অন্ন পূতিগন্ধযুত।।
শ্রাদ্ধযোগ্য তাহা নহে জানিবে রাজন।
এই তো শাস্ত্রের বিধি করিলে শ্রবণ।।
নাম গোত্র উল্লেখিয়া পিতৃগণোদ্দেশে।
সুপবিত্র অন্ন দিবে কহিনু বিশেষে।।
অবস্থা বুঝিয়া পূজা করিবে সাধন।
দেবগণে পিতৃগণে শুন মহাত্মন।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমায়।।
ইক্ষ্বাকু বংশের যত মহাত্মা নিকর।
পিতৃলোকে গিয়া সনে ওহে গুণধর।।
যেইরূপ শুনিয়াছি করিব বর্ণন।
শুন তাহা মন দিয়া ওহে তপোধন।।
"মোদের বংশেতে যারা হয়ে একমন।
ভক্তিভরে গয়াতীর্থে করিয়া গমন।।
শ্রদ্ধা সহকারে যদি দেয় পিণ্ডদান।
যদ্যপি তাহারা করে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।।
আমাদের তৃপ্তিলাভ তাহাতেই হয়।
মোদের বংশেতে জন্মে যারা মহোদয়।।
মঘা নক্ষত্রেতে আর ত্রয়োদশী দিনে।
বর্ষাকালে কিম্বা তারা ঐকান্তিক মনে।।
মোদের উদ্দেশে ঘৃত যদি করে দান।
মধুযুক্ত পায়সাদি কিম্বা মতিমান।।
নীলবৃষ দান কিম্বা ভক্তিভরে করে।
সদক্ষিণ অশ্বমেধ করে অকাতরে।।
আমাদের মহাতৃপ্তি তাহাতেই হয়।
সন্দেহ নাহিক তাহে জানিবে নিশ্চয়।।"
তারপর পরাশর কহিল তখন।
প্রকাশ করিনু যাহা শাস্ত্রের লিখন।।
শুনিতে বাসনা যাহা করেছিলে তুমি।
বিস্তারে কহিনু তাহা তোমারেই আমি।।
ভক্তিভরে যেই জন করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।

শোক আর তার দেশে কভু নাহি রয়।
যশস্বী সে জন হয় জানিবে নিশ্চয়।।
ইহলোকে সুখে থাকি সেই মহাত্মন।
অন্তকালে শ্রীধামেতে করয়ে গমন।।
এমন বিশুদ্ধ পুরাণ না আছে কোথায়।
হরিগুণগাথা যাহা কহিনু তোমায়।।
যদি কেহ ভক্তিভরে করয়ে শ্রবণ।
যাবতীয় মনোরথ হইবে পূরণ।।
জন্মাইবে হরিভক্তি তাহার অন্তরে।
মতি হবে কৃষ্ণপদে কহিনু তোমারে।।
অতএব মায়ামোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব হরিভক্তি করুন সন্ধান।।
একমাত্র হরিনাম সর্ব্বলোকে সার।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত অপার।।

নগ্ন লক্ষণ, ভীষ্ম-বশিষ্ঠ সংবাদ, বিষ্ণুস্তব ও মায়ামোহোৎপত্তি

পরাশর কহে শুন মৈত্র তপোধন।
তারপর কি হইল শুনহ বচন।।
সেই সদাচার কথা ঔর্ব্ব তপোধন।
সগর রাজারে বলে শুন মহাত্মন।।
কীর্ত্তন করিনু আমি তোমার সদনে।
যে যেরূপ আচরণ করয়ে বিধানে।।
লাভ হয় সুকৃতি নাহিক সংশয়।
আচার লঙ্ঘিলে হয় অশুভ নিশ্চয়।।
এত শুনি জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয় সুজন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।।
শুনিনু মোহন কথা তোমার সদনে।
কিন্তু এক অভিলাষ জন্মিয়াছে মনে।।
নগ্নের বিষয় আমি করিব শ্রবণ।
মনেতে আছয়ে বাঞ্ছা ওহে মহাত্মন।।
নগ্ন বলি নিরূপণ করিব কাহারে।
বল বল সেই কথা বলহ আমারে।।
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে অন্তরে।
নগ্নের স্বরূপ কিবা বলহ সত্বরে।।
পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা বলিব সম্প্রতি।।
ঋক্ যজু সাম এই হয় বেদত্রয়।
বর্ণ আবরণরূপ তিন বেদ হয়।।
মোহবশে যেই জন বেদত্যাগ করে।
নগ্ন কহে তাহারেই শাস্ত্রের বিচারে।।
পাপাত্মা বলিয়া খ্যাত সেই নরাধম।
নাহিক সন্দেহ তাহে ওহে মহাত্মন।।
মম পিতামহ পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ধীমান।
ভীষ্মপাশে বলেছিল যেই উপাখ্যান।।
সেই কালে আমি ছিনু জানিবে সেখানে।
শুনিয়া ছিলাম তাহা কহি তব স্থানে।।
দিব্য শত বর্ষ ধরি ওহে মহাত্মন।
যুদ্ধ হয় দেবাসুরে অতি বিভীষণ।।
হ্রাদ আদি দৈত্যগণ তাদৃশ সমরে।
পরাজিত করি দেয় যতেক অমরে।।
তখন একত্র হয়ে যত দেবগণ।
ক্ষীরোদের তীরে আসি উপনীত হন।।
কঠোর তপস্যা করে থাকিয়া তথায়।
হরিরে করিবে তুষ্ট এই বাসনায়।।
করযোড় করি তাঁরা ক্ষীরোদের তীরে।
বলিয়াছিলেন যাহা বলিহে তোমারে।।
সনাতন বিষ্ণু যিনি নিত্য নিরঞ্জন।
তাঁরে আরাধিতে মোরা হয়ে একমন।।
বলিব যে সব কথা একান্ত অন্তরে।
তাহাতে তুষিতে যেন পারি হে হরিরে।।
এত বলি শ্রীহরিরে করি সম্বোধন।
কহিলেন করযোড়ে যত দেবগণ।।
ওহে প্রভু নিরঞ্জন করি নিবেদন।
এই বিশ্ব তোমা হতে হয়েছে সৃজন।।

তোমাতে পাইবে লয় পুনঃ পরিণামে।
চিনিবে তোমারে কেবা এ তিন ভুবনে।।
তোমারে করিবে স্তব হেন কোন জন।
জীবের অন্তর তুমি ওহে ভগবন।।
প্রকৃতি স্বরূপ তুমি পুরুষ স্বরূপ।
না পাই ভাবিয়া প্রভু কিবা তব রূপ।।
আব্রহ্মস্তম্ভাবধি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
যত কিছু দ্রব্য আদি নয়নেতে পড়ে।।
তোমার স্বরূপ তাহা ওহে ভগবন।
তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন।।
পূর্ব্বে তুমি সৃষ্টি হতে নাভি পদ্ম হতে।
ব্রহ্মারে করিলে সৃষ্টি বিদিত জগতে।।
আমাদের মধ্যে ইন্দ্র অনিল ভাস্কর।
অগ্নি রুদ্র চন্দ্র বায়ু অপর অপর।।
তোমা হতে ভিন্ন কভু নহে কোন জন।
তোমার চরণে নতি সতত বন্দন।।
দাম্ভিক রূপেতে তুমি দৈত্যের শরীরে।
কর প্রভু অবস্থান জানি হে অন্তরে।।
অজ্ঞানে আবৃত যত তেজী যক্ষগণ।
সঙ্গীতাদি প্রিয় যারা বিদিত ভুবন।।
তাহাদের আত্মা তুমি ওহে মহামতি।
তোমার চরণে করি ভক্তিভরে নতি।।
মায়াময় ঘোররূপী রাক্ষসের গণ।
তোমা হতে ভিন্ন কভু নহে কদাচন।।
ভূলোক করিয়া আদি সপ্ত স্বর্গমাঝে।
মহাত্মা নিকর যারা বিদ্যমান আছে।।
তাদের ধরম ফল দ্বারাতে তোমার।
ধর্ম্মরূপ আবির্ভূত ওহে গুণাধার।।
সংসর্গবিহীন প্রভু যেই সিদ্ধগণ।
সন্তোষ সম্পন্ন যারা সদা সর্ব্বক্ষণ।।
তোমা হতে ভিন্ন তারা নহে কোন কালে।
তোমার চরণে নতি করি ভক্তিবলে।।
তিতিক্ষাবিহীন ক্রূর ভুজঙ্গমগণ।
তাহাদের আত্মা তুমি ওহে ভগবন।।
জ্ঞানবান শান্তশীল মহর্ষি নিকর।
তোমার স্বরূপ হয় ওহে গদাধর।।

কল্প অন্তে কালরূপে তুমি ভগবন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড এই করিবে নিধন।।
প্রকাশিত হও যবে রুদ্রের আকারে।
দেব নর আদি করি গ্রাসহ সবারে।।
তথাপি তোমার তৃপ্তি না হয় সাধন।
তোমার চরণে প্রভু করি হে বন্দন।।
রজোগুণযুত কার্য্য যাহা যাহা হয়।
তাহার কারণাত্মক যেই নরচয়।।
তোমা হতে ভিন্ন তারা না হয় কখন।
তোমার স্বরূপ হয় যত পশুগণ।।
বৃক্ষাদির মধ্যে যাহা যজ্ঞ অঙ্গীভূত।
সেইসব বস্তু বিশ্বে আছে যত যত।।
তোমা হতে ভিন্ন কিছু না হয় কখন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন।।
তির্য্যক মনুষ্য দেব আকাশাদি করি।
তব রূপ ভেদ মাত্র ওহে মুর অরি।।
প্রকৃতি অতীত তুমি বুদ্ধির অতীত।
কারণাত্মরূপ তব জানিবে নিশ্চিত।।
শুক্ল দীর্ঘ ঘন আদি যত বিশেষণ।
তার অগোচর তুমি ওহে ভগবন।।
পরমর্ষিগণ তোমা হেরিবারে পারে।
পরমাত্মা বলি তুমি বিদিত সংসারে।।
জন্ম নাহি নাশ নাহি জানি হে তোমার।
আত্মারূপে বিরাজিত তুমি সবাকার।।
ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি সর্ব্ব বিশ্বময়।
সকলের বীজভূত জানি হে নিশ্চয়।।
বারবার নমস্কার করি হে তোমারে।
প্রসন্ন হও দেব আম সবা পরে।।
এইভাবে স্তব যদি কৈল দেবগণ।
তথা আসি আবির্ভূত গরুড়বাহন।।
তাঁহারে হেরিয়া যত অমর নিকর।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া চরণ উপর।।
কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবন।
আমরা লভিনু প্রভু তোমার শরণ।।
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমা সবা পরে।
দৈত্যগণ হতে রক্ষা করহ অচিরে।।

হ্রাদ আদি দৈত্যগণ ওহে ভগবন।
ব্রহ্মার আদেশ সবে করিয়া লঙ্ঘন।।
আমাদের যজ্ঞভাগ করেছে হরণ।
তাহার উপায় কর ওহে ভগবন।।
আমরা দৈত্যেরা অন্য প্রাণী সমুদয়।
সকলে তোমার অংশ ওহে মহোদয়।।
অজ্ঞানতা বশে শুদ্ধ আমরা সকলে।
ভিন্ন জ্ঞান করি সব আপন অন্তরে।।
স্বধর্ম্ম নিকর হয়ে যত দৈত্যগণ।
বেদমার্গ অনুসারে ওহে ভগবন।।
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে তপ অনুষ্ঠানে।
সক্ষম না হই মোরা তাদের নিয়মে।।
অতএব হয় যাহে তাদের সংহার।
তাহার উপায় কর ওহে বিশ্বাধার।।
এরূপে প্রার্থনা করি যত দেবগণ।
যদ্যপি মৌন ভাব করিল ধারণ।।
ভগবান বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে।
মায়ামোহ উৎপাদন করে আচম্বিতে।।
অতঃপর দেবগণে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন বলি ওহে দেবগণ।।
মায়ামোহে লয়ে ছিনু তোমাদের করে।
ইহারে লইয়া তুমি যাও হে সদরে।।
ইহা হতে মুগ্ধ হবে যত দৈত্যগণ।
বেদমার্গ বহিষ্কৃত হইবে তখন।।
তখন তাদিগে সবে করিবে সংহার।
যে কেহ হইবে দ্বেষ্টা জগতে আমার।।
মায়ামোহ সহায়েতে তখনি তাহারে।
বিনাশ করিব আমি জানিবে অন্তরে।।
তাই সে ইহারে সবে করি অগ্রসর।
নির্ভয় অন্তরে যাও অমরনিকর।।
তোমাদের ইহা হতে হবে উপকার।
যাও যাও ত্বরা করি হও আগুসার।।
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার চরণপদ্মে করিয়া বন্দন।।
মায়ামোহে সঙ্গে লয়ে আনন্দিত মনে।
প্রস্থান করিল দেবগণ নিজ স্থানে।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

মায়ামোহের উপদেশ, অসুর বিনাশ, পাষণ্ডাচার বর্ণন এবং শতধনুর উপাখ্যান

মৈত্রেরে কহিলেন পরাশর মুনি।
এইরূপে মায়ামোহ জন্মিল তখনি।।
বর্হিপত্রধারী তার মস্তক মুণ্ডিত।
দিগম্বর সেইজন জানিবে নিশ্চিত।।
মায়ামোহ গিয়া সেই নর্ম্মদার তীরে।
দেখিল তপেতে রত যতেক অসুরে।।
তাহা হেরি মিষ্ট বাক্যে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন যত দৈত্যরাজগণ।।
করিতেছ হেন তপ কিসের কারণে।
আমি যাহা বলি তাহা শুন একমনে।।
ঐহিক বা পারত্রিক যেই কোন ফল।
যাহাই বাসনা হয় মম পাশে বল।।
এত শুনি অসুরেরা কহিল তখন।
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।।
পারত্রিক ফল লাভ করিবার তরে।
তপেতে প্রবৃত্ত মোরা আছি অকাতরে।।
তাহে যদি থাকে কিছু মন্তব্য তোমার।
ত্বরা করি বল তাহা নিকটে সবার।।
মায়ামোহ কহিলেন ওহে দৈত্যগণ।
যদি থাকে মুক্তিলাভে তোমাদের মন।।
তাহা হলে মম উপদেশ অনুসারে।
কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হও কহিনু সবারে।।
মুক্তির দ্বার স্বরূপ হয় যে ধরম।
তাহার আশ্রয় করা উচিত এখন।।

তাহা হতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাহি কিছু আর।
যদ্যপি আশ্রয় সবে লও হে ইহার।।
স্বর্গলাভ মুক্তিলাভ অবশ্য হইবে।
আমার বচন মিথ্যা কভু না ভাবিবে।।
মুক্তি দরশন যুক্ত এরূপ বচন।
মায়ামোহ দৈত্যগণে বলিয়া তখন।।
বেদমার্গ হতে সবে বর্জ্জিত করিতে।
কহিল সম্বোধি ওহে শুন অবহিতে।।
মম উপদিষ্ট ধর্ম্ম করহ আশ্রয়।
তাহাই পরম ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।।
তাহা দ্বারা মোক্ষলাভে হইবে সক্ষম।
ইহা তুল্য পরমার্থ না আছে কখন।।
তপশ্চর্য্যা আদি ধর্ম্ম যাহা কিছু হয়।
তাহা মুক্তিপ্রদ নহে জানিবে নিশ্চয়।।
তারে নাহি পরমার্থ বলিবারে পারি।
অতএব শুন সবে উপদেশ ধরি।।
সেই ধর্ম্ম সবা পাশে করিব কীর্ত্তন।
সুব্যক্ত কর্ত্তব্য তাহা ওহে দৈত্যগণ।।
দিগম্বর ঋষিগণ যাহারা সংসারে।
এই ধর্ম্ম তাহারাই আচরণ করে।।
তাহা দ্বারা গৃহীদের শ্রেয়ঃ নাহি হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়।।
হেনমতে মায়ামোহ মুক্তি দেখালে।
বেদধর্ম্ম দৈত্যগণ তখন নেহালে।।
উক্ত ধর্ম্ম মায়ামোহ করিল গ্রহণ।
তার পর শুন শুন ওহে তপোধন।।
দৈত্যের সমাজে ক্রমে কিছুদিন পরে।
এ ধর্ম্ম গ্রহণ সবে করিল সাদরে।।
বেদধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাহি রহিল কাহার।
তখন শ্রীমায়ামোহ কহে পুনর্ব্বার।।
শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন।
স্বর্গলাভে মোক্ষলাভে যদি থাকে মন।।
পশুঘাত আদি করি দূষিত ধরম।
তাহা হলে অবিলম্বে করহ বর্জ্জন।।
বিজ্ঞানে মণ্ডিত ধর্ম্ম করহ আশ্রয়।
সিদ্ধ হবে মনোরথ নাহিক সংশয়।।

জ্ঞানহীন ব্যক্তি যারা এ ভব সংসারে।
ভ্রমবশে কর্ম্মকাণ্ড তাহারাই করে।।
এতেক বচন শুনি যত দৈত্যগণ।
ক্রমে ক্রমে বেদধর্ম্ম করিল বর্জ্জন।।
তাহাতেও মায়ামোহ ক্ষান্ত নাহি হৈল।
নানামত উপদেশ বলিতে লাগিল।।
যার ফলে শ্রদ্ধা ভক্তি নাহি ধর্ম্ম পরে।
উপদেশ দেন হেন সে কৌশল করে।।
ক্রমে অধিকৃত হয় পাষণ্ড ধরম।
বেদধর্ম্ম স্মৃতিধর্ম্ম ত্যজিল তখন।।
হেনমতে মায়ামোহ অতীব যতনে।
মোহ উৎপাদন করে দৈত্যগণ মনে।।
অল্পকালে বিমোহিত দৈত্যগণ হইল।
বেদমার্গাশ্রিত বাক্য সকলি ভুলিল।।
কেহ কেহ বেদনিন্দা করিল তখন।
কেহ কেহ দেবগণে করিল নিন্দন।।
যজ্ঞকর্ম্মে কেহ কেহ নিন্দিতে লাগিল।
বিপ্রগণে কেহ কেহ অপবাদ দিল।।
মায়ামোহ পুনঃ সবে করি সম্বোধন।
কহিল শুনহ বাক্য ওহে দৈত্যগণ।।
তপশ্চর্য্যা আদি করি যাহা কিছু হয়।
মুক্তির সাধন তাহা কখনই নয়।।
হিংসা দ্বারা ধর্ম্ম লাভ হইবারে নারে।
বিবেচিয়া দেখ সবে আপন অন্তরে।।
অগ্নিমাঝে ঘৃতাহুতি করিলে অর্পণ।
স্বর্গভোগ হয় তাহে করে যেই জন।।
অথবা বিবিধ যজ্ঞ কৈলে অনুষ্ঠান।
দেবত্ব করয়ে লাভ শুনি কোন স্থান।।
বালকের বাক্য ইহা নাহিক সংশয়।
অসম্ভব হয় তাহা জানিবে নিশ্চয়।।
শমী আদি যজ্ঞকাষ্ঠ যদি শ্রেয় হয়।
তাহা হলে পত্রাহারী পশুরা নিশ্চয়।।
শ্রেষ্ঠ হতে পারে তাহা দেখহ অন্তরে।
অধিক বলিব কিবা সবার গোচরে।।
যজ্ঞে যদি পশু আদি করিলে হনন।
স্বর্গলাভ হয় যদি ওহে দৈত্যগণ।।

তাহা হলে যজ্ঞে স্বীয় বধিতে পিতারে।
বাধা আর কিবা থাকে বলহ আমারে।।
অন্যকে ভোজন যদি করহ প্রদান।
তাহে যদি তৃপ্ত হয় পুরুষ ধীমান।।
প্রবাসী উদ্দেশে তবে অন্ন দান দিলে।
অবশ্য তাহার তৃপ্তি হবে সেই কালে।।
অতএব কর্ম্মকাণ্ড যাহা কিছু হয়।
জনশ্রদ্ধা মাত্র তাহা জানিবে নিশ্চয়।।
ইহাতে উপেক্ষা যদি করহ সাদরে।
শ্রেয়ঃ লাভ হয় তবে জানিবে অন্তরে।।
মম উপদিষ্ট এই মুকতি ধরম।
শ্রদ্ধায় আশ্রয় যদি করে কোন জন।।
কখনই স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট নাহি হয়।
কহিনু শাস্ত্রের কথা জানিবে নিশ্চয়।।
আমার সমান কিংবা তোমাদের সম।
ধরাতলে বিদ্যমান আছে যেই জন।।
অবশ্য করিবে এই ধরম গ্রহণ।
নতুবা মঙ্গল নাহি হবে কদাচন।।
মায়ামোহ এইরূপ বিবিধ যুকতি।
দেখালে যদ্যপি সেই দৈত্যগণ প্রতি।।
অমনি তাহারা সবে শ্রদ্ধাহীন হয়ে।
তেয়াগিল বেদধর্ম্ম একান্ত হৃদয়ে।।
বেদমার্গ হতে তারা হলে বহিষ্কৃত।
সেই কালে দেবগণ হয় সুসজ্জিত।।
সংগ্রামের হেতু উপনীত দেবগণ।
দেবাসুরে যুদ্ধ তবে বাধিল তখন।।
সেই যুদ্ধে দৈত্যগণ নিপাতিত হয়।
তাহার কারণ বলি শুন মহোদয়।।
ধরম কবচ দ্বারা তাদের শরীর।
পূর্ব্বেতে আবৃত ছিল ওহে মহাবীর।।
তাহে হয় নাই পূর্ব্বে তাদের নিধন।
ধর্ম্মহীন হয়ে হয় বিনষ্ট এখন।।
সন্মার্গ হইতে যারা পরিভ্রষ্ট হয়।
বেদ আবরণ হতে বহির্ভাগে রয়।।
নগ্ন বলি তাহাদিগে করি নিরূপণ।
এই তো শাস্ত্রের বিধি ওহে তপোধন।।

তাদৃশ দুরাত্মা যারা এ ভব সংসারে।
যোগ্য নাহি হয় তারা আশ্রমাধিকারে।।
ব্রহ্মচর্য্য আদি করি চতুরাশ্রম।
কিছুতে না অধিকারী তাহারা কখন।।
গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করি যেই জন।
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম নাহি করয়ে গ্রহণ।।
অথবা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করে।
নগ্ন বলি নিরূপণ করিবে তাহারে।।
নিত্যকার্য্য হানি হয় জানিবে তাহার।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে গুণাধার।।
যে ব্যক্তি সক্ষম হয়ে নির্দ্দিষ্ট দিবসে।
কর্ত্তব্য করম নাহি করয়ে হরিষে।।
মহাপ্রায়শ্চিত্ত যদি করে সেই জন।
তথাপি না শুদ্ধিলাভ হইবে কখন।।
এক পক্ষ নিত্যক্রিয়া যদি নাহি করে।
মহাপাপ আসি ঘেরে অবশ্য তাহারে।।
একা সন ক্রিয়া হানি সে জনের হয়।
সন্দেহ নাহিক তাহে জানিবে নিশ্চয়।।
তাহার বদন যদি হেরে সাধুগণ।
ভাস্করে হেরিয়া শুদ্ধ হইবে তখন।।
সেরূপ পাষণ্ডে কেহ স্পর্শ যদি করে।
সহস্র করিবে স্নান শুদ্ধিলাভ তরে।।
মহাপাপী যেইজন শুদ্ধি নাহি তার।
দুরাচার বলি সেই বিদিত সংসার।।
দেব ঋষি পিতৃভূত যাহার আলয়ে।
গমন করিয়া আসে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে।।
তার তুল্য মহাপাপী নাহি কোন জন।
হয় তার পদে পদে অশুভ ঘটন।।
তার গৃহে কভু নাহি যাবে সাধুগণ।
গ্রহণ করে না কভু তাহার আসন।।
তাহার বসন নাহি ধরিবে শরীরে।
তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিবে সাদরে।।
এক বর্ষ তার সনে আলাপ করিলে।
পাপী হয় তার তুল্য জানিবেক ভালে।।
তাহার আলয়ে যদি করয়ে ভোজন।
একাসনে তার সহ বসে কোন জন।।

আবৃত করয়ে দেহ তাহার বসনে।
অথবা শয়ন করে একত্র শয়নে।।
তার তুল্য পাপী হয় সেই সাধু নর।
সন্দেহ নাহিক তাহে ওহে বিজ্ঞবর।।
দেবগণে পিতৃগণে অতিথি নিকরে।
নাহি পূজি যেই জন বসয়ে আহারে।।
মহাপাপ হয় তার নাহিক উদ্ধার।
শোক তাপ আদি হয় হৃদয়ে সঞ্চার।।
বিপ্রাদি চারি বর্ণ ত্যজিয়া ধরম।
যদি তারা হীনকর্ম্ম করে আচরণ।।
নগ্ন বলি সেই জনে জানিবে সুমতি।
মহাপাপী হয় তারা শাস্ত্রের ভারতী।।
বর্ণসঙ্করের স্থিতি যেই স্থানে হয়।
তথা যদি বাস করে সজ্জন নিচয়।।
কলুষিত হয় তারা জানিবে অন্তরে।
শাস্ত্রের বচন যাহা কহিনু তোমারে।।
দেব ঋষি পিতৃগণে না করি পূজন।
অতিথির সেবা নাহি করে যেই জন।।
উদর করিয়া পূর্ণ আপনিই খায়।
যতনে সজ্জনগণ ত্যজিবে তাহায়।।
তার সহ আলাপন কভু না করিবে।
করিলে নরকবাস অবশ্য হইবে।।
ত্রয়ীত্যাগে দূষণীয় সেইজন হয়।
নগ্ন বলি খ্যাত সেই ওহে মহোদয়।।
না করিবে তার সহ কভু আলাপন।
কদাচ তাহারে নাহি করিবে স্পর্শন।।
তার সঙ্গ তেয়াগিবে যত বিজ্ঞজন।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে সুজন।।
যেই স্থানে পিতৃশ্রাদ্ধ হয় অনুষ্ঠান।
নগ্ন তথা থাকে যদি ওহে মতিমান।।
সেই শ্রাদ্ধ পিতৃগণ কভু নাহি পায়।
অভিশাপ দিয়া তথা হতে চলি যায়।।
পূর্ব্বকালে শতধনু নামে রাজা ছিল।
শৈব্যা নামে রাণী তাঁর পাশেতে আছিল।।
সেই সতী পতিব্রতা সর্ব্বসুলক্ষণা।
তিনি অতি ভাগ্যশীলা অপূর্ব্বললনা।।
সত্য শৌচ সদা শোভে তাঁহার শরীরে।
দয়া শ্রদ্ধা ক্ষমা গুণ কে বর্ণিতে পারে।।
নীতিমতি সেই নারী অতি কৃশোদরী।
নৃপতির অনুরূপা সেই সে সুন্দরী।।
নারী সহ মিলি রাজা একান্ত যতনে।
সেবিতে লাগিল সদা দেব নারায়ণে।।
একমনে ভক্তি রাখি হৃদয়মন্দিরে।
পূজা আদি করে সদা থাকি অনাহারে।।
নারায়ণে যত্ন করি করে আরাধন।
হরি প্রতি সদা দোঁহে রাখে নিজ মন।।
মহারাজ একদিন মহারাণী সনে।
ভাগীরথী তীরে যান ঐকান্তিক মনে।।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি সেই দিন হয়।
স্নান হেতু সেই স্থানে উপনীত হয়।।
সম্মুখে পাষণ্ড আসি দিল দরশন।
পাষণ্ডের পরিচয় শুনহ এখন।।
ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা যিনি দিয়াছে রাজারে।
তাঁহার পরম সখ্য জান পাষণ্ডেরে।।
তাহার গৌরব করি গুরুর সমান।
আলাপ করিল রাজা ওহে মতিমান।।
কবে রাজা ব্রতক্রিয়া করেন সাধন।
সেই কালে তার সহ কৈল সম্ভাষণ।
কিন্তু পতিব্রতা সেই রাজার রমণী।
না করিল সম্ভাষণ ওহে গুণমণি।।
তাহারে দেখিয়া রাণী একান্ত অন্তরে।
দরশন করিলেন ভাস্কর দেবেরে।।
তারপর পতি সহ বিহিত বিধানে।
পূজিলেন শ্রীহরিরে ঐকান্তিক মনে।।
তারপর যথাকালে মরিলে রাজন।
করিলেন মহারাণী চিতা আরোহণ।।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হের তাপস প্রবর।
শুনিলে বিস্মিত হবে তোমার অন্তর।।
ব্রতকালে নরপতি করহ স্মরণ।
পাষণ্ড সহিত করেছিলে আলাপন।।
সেই পাপে জন্ম হইল কুকুরযোনিতে।
শৈব্যার কি হইল তাহা শুন অবহিতে।।

কাশীরাজ কন্যারূপে লভিল জনম।
জাতিস্মরা হৈল সেই ওহে তপোধন।।
সুলক্ষণা সেই কন্যা অতি রূপবতী।
তার সম কন্যা আর নাহি মহামতি।।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা চন্দ্রকলা প্রায়।
তাহা হেরি কাশীরাজ পুলকিত কায়।।
ক্রমে আসি দেখা দিল নবীন যৌবন।
বিবাহের হেতু রাজা করে আয়োজন।।
কন্যা নিষেধিল তবে আপন পিতারে।
কন্যাবাক্যে ক্ষান্ত পিতা রহিলেন পরে।।
জাতিস্মরা সেই কন্যা বলেছি তোমারে।
এই হেতু সেই কন্যা মনে ধ্যান করে।।
ধ্যানেতে জানিল সতী পূর্ব্বজন্মে পতি।
কুকুরযোনিতে জন্ম লভেছে সুমতি।।
তাহা জানি নৃপবালা সানন্দ মনেতে।
গমন করিল ত্বরা বৈদিশ পুরেতে।।
হেরিল তথায় তাঁর পতি মহাজন।
কুকুরযোনিতে জন্ম করেছে ধারণ।।
তাহা হেরি ধীরে ধীরে গিয়া পদতলে।
বন্দনা করিল সতী অতি ভক্তিবলে।।
ভোজনের দ্রব্য কত করিল প্রদান।
নানাবিধ অন্ন দিল শুন মতিমান।।
স্বভাবতঃ কুকুরেরা অতি অনুগত।
আহার পাইয়া করে তোষামোদ কত।।
তাহা হেরি নৃপসূতা করিয়া রোদন।
প্রণমিয়া পতিধনে কহেন তখন।।
শুন শুন মহারাজ বলি হে তোমারে।
পূর্ব্বজন্ম কথা নাথ স্মরহ অন্তরে।।
যবে ব্রতহেতু যাই ভাগীরথীতীরে।
পাষণ্ড আসিয়াছিল সেই নদীতীরে।।
তোমার গুরুর সখা সেই নরাধম।
তার সহ তুমি করেছিলে সম্ভাষণ।।
তাই সে কুকুরযোনি হয়েছে তোমার।
দুর্দ্দশা হতেছে এত ওহে গুণাধার।।
এই সব মহারাজ হয় কি স্মরণ।
মনে মনে স্থির চিত্তে ভাবহ এখন।।

প্রিয়ার বদনে শুনি পূর্ব্বের কাহিনী।
মনে মনে ভাবে তবে সব নৃপমণি।।
পূর্ব্বজন্ম-কথা মনে করিয়া স্মরণ।
মনের আগুনে রাজা হলেন দহন।।
তখন নির্ব্বেদ হইল তাঁহার অন্তরে।
বাহিরিয়া পুর হতে চলিলেন ধীরে।।
গিরিশৃঙ্গ হতে পরে পড়ি নরপতি।
ত্যজিল আপন প্রাণ শুন মহামতি।।
শুন শুন তার পর ওহে তপোধন।
শৃগালযোনিতে পরে জন্মিল রাজন।।
রাজবালা পুনঃ তাহা জানিল অন্তরে।
কোলাহল পর্ব্বতেতে চলে ধীরে ধীরে।।
তথা গিয়া নৃপসূতা করে দরশন।
শৃগাল হইয়া পতি করিছে ভ্রমণ।।
নৃপসূতা হেরি তাহা বিষণ্ণ অন্তরে।
শৃগালের কাছে গিয়া কহে মধুস্বরে।।
শুন বলি মহারাজ আমার বচন।
জন্মান্তরে ছিলে তুমি পৃথিবী-রাজন।।
ব্রত হেতু গিয়া তুমি ভাগীরথী তীরে।
পাষণ্ড সঙ্গেতে বাক্য কহিলে সাদরে।।
হয়েছিলে সেই পাপে কুকুর আকার।
সেইকালে গিয়েছিনু নিকটে তোমার।।
তোমা পাশে পূর্ব্বকথা করিলে কীর্ত্তন।
গিরি হতে তুমি রাজা পড়িয়া তখন।।
আপনার প্রাণধনে করি পরিহার।
এখন হয়েছ পুনঃ শৃগাল আকার।।
অতএব শুন বলি ওহে নরপতি।
মনে কি পড়েছে সেই পূর্ব্বের ভারতী।।
পত্নীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নৃপতির হৃদে সব হইল স্মরণ।।
নৃপতি তখন ভাবি আপনি অন্তরে।
নিজ প্রাণ ত্যজিলেন থাকি অনাহারে।।
তারপর বৃকরূপে লভিয়া জনম।
বনমধ্যে পুনরায় করেন ভ্রমণ।।
এদিকে নৃপের বালা জানিয়া অন্তরে।
পুনরায় যান সেই অরণ্য ভিতরে।।

বৃকরূপা পতিপাশে করিয়া গমন।
মধুর স্বরেতে সতী কহেন বচন।।
শুন শুন নরপতি বচন আমার।
মনে মনে পূর্ব্বকথা স্মর একবার।।
নৃপতি আছিলে তুমি করহ স্মরণ।
পাষণ্ড সহিত করি নানা আলাপন।।
জনম ধরিয়া ছিলে কুকুরযোনিতে।
আসিয়াছিলাম আমি তব সমীপেতে।।
তবে মনে পূর্ব্বকথা করালে স্মরণ।
জীবন ত্যজিয়া তুমি ওহে মহাত্মন।।
পুনশ্চ শৃগাল রূপে জনম ধরিয়ে।
কাননে কাননে ছিলে ভ্রমণ করিয়ে।।
তদবস্থ তোমা আমি করি দরশন।
পূর্ব্বকথা তব হৃদে করাই স্মরণ।।
তাহে অনাহারে তুমি করি অবস্থান।
ত্যজেছিলে ওহে নৃপ আপন পরাণ।।
নেকড়িয়া ব্যাঘ্র হয়ে পরে এই বার।
জন্মলাভ করিয়াছ শুন গুণাধার।।
বল দেখি মোর পাশে ওহে মহামতি।
স্মরণ কি হয় সব এ সব ভারতী।।
ভার্য্যা মুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নির্ব্বেদ জন্মিল রাজার হৃদয়ে তখন।।
সেইক্ষণে নিজপ্রাণ করি পরিহার।
গৃধ্ররূপী হয়ে পুনঃ জন্মিল আবার।।
পুনঃ নৃপসূতা গিয়া তাঁহার সদন।
পূর্ব্বকথা যত সব করিল কীর্ত্তন।।
তাহা শুনি নরপতি ত্যজিয়া পরাণ।
বায়সরূপেতে আসি জন্মিল ধীমান।।
তাহা জানি নৃপবালা আসি পুনরায়।
মধুর বচনে ডাকি কহিল তাঁহায়।।
কত রাজা ভীত হয়ে আসি তব স্থানে।
দিত কত উপহার নমিয়া চরণে।।
এবে দেখ সেই তুমি বায়স আকার।
স্মরণ করহ নৃপ হৃদে একবার।।
এত শুনি নৃপ হৃদে হইল স্মরণ।
তখনি বায়সরূপ করিয়া বর্জ্জন।।

ময়ুর আকার পুনঃ হইল মহামতি।
এদিকে জানিল তাহা নৃপসূতা সতী।।
বনমধ্যে অবিলম্বে করিয়া গমন।
শিখিরূপী পতিপাশে উপনীত হন।।
নানামত খাদ্যদান করিয়া তাহারে।
প্রত্যহ রাখেন যত্নে অতি সমাদরে।।
হেনমতে কিছুদিন হইল যাপন।
রাজর্ষি জনক করে যজ্ঞ আরম্ভন।।
সেই যজ্ঞে স্নান সতী করায়ে পতিরে।
আপনি করিল স্নান বিশুদ্ধ অন্তরে।।
পূর্ব্বকথা পতিধনে করাল স্মরণ।
রাজার হৃদয়ে জন্মে নির্ব্বেদ তখন।।
নিজ দেহ রাজাবর করি পরিহার।
জনম ধরিল আসি জনক আগার।।
জনকের পুত্ররূপে লভিল জনম।
অপূর্ব্ব ঘটনা ঋষি করহ শ্রবণ।।
এত দিনে কত কষ্ট পাইয়া অন্তরে।
জনম ধরিল আসি রাজার আগারে।।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোরম।
সবাকারে করে শিশু মানস রঞ্জন।।
নানাবিদ্যা পারদর্শী হইল কুমার।
ক্রমে আসি দেখা দিল যৌবন সঞ্চার।।
রাজকন্যা এদিকেতে আপন পিতারে।
কহিলেন বিয়ে পিতা দাও গো আমারে।।
স্বয়ম্বরা হব আমি এই আকিঞ্চন।
অতএব যথাবিধি কর আয়োজন।।
এত শুনি কাশীপতি হরিষ অন্তর।
বিবাহের আয়োজন করে দ্রুততর।।
নিমন্ত্রণ পত্র দিল দেশ দেশান্তরে।
উপনীত হৈল আসি সবে স্বয়ম্বরে।।
পূর্ব্বজন্মে পতি যিনি শৈব্যার আছিল।
স্বয়ম্বর সভাতলে উপনীত হল।।
তাহা হেরি নৃপসূতা আনন্দে মগন।
ভক্তিভাবে তাঁরে মাল্য করিল অর্পণ।।
পুনশ্চ আপন পতি লভিয়া পুলকে।
তাহারে লইয়া থাকে অন্তরের সুখে।।

কিছুদিন হেনমতে হইলে যাপন।
জনক রাজার হইল স্বর্গ আরোহণ।।
পিতার মরণে পুত্র হয়ে রাজ্যেশ্বর।
দান যজ্ঞ আদি কার্য্য করিল বিস্তর।।
পুত্র উৎপাদন কৈল প্রফুল্ল অন্তরে।
পালিতে লাগিল ধরা ধর্ম্ম অনুসারে।।
ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য করিয়া শাসন।
শেষে রণমাঝে প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।।
অনুগামী হৈল তাঁর পতিব্রতা নারী।
তার সম সতী নাই যাই বলিহারি।।
কামদুখলোকে গেল পতির সহিতে।
অক্ষয় সে লোক ইন্দ্রপুরের উর্দ্ধেতে।।
অতএব শুন শুন ওহে তপোধন।
পাষণ্ড সহিতে নৃপ কৈল সম্ভাষণ।।
সেই পাপে কত কষ্ট হইল তাঁহার।
যজ্ঞে স্নান করি হৈল পাতক সংহার।।
অতএব কভু নাহি পাষণ্ডের সনে।
আলাপ করিবে সাধু জানিবেক মনে।।
বিশেষতঃ যজ্ঞ আদি কৈলে অনুষ্ঠান।
তখন পাষণ্ডী নাহি দেখিবে ধীমান।।
স্পর্শ নাহি করিবে তারে কদাচন।
শাস্ত্রের বিধান যাহা শুন তপোধন।।
একমাস ক্রীয়াহীত যার ঘরে হয়।
যদ্যপি তাহারে হেরে ওহে মহোদয়।।

সূর্য্যেরে করিবে সাধু অবশ্য দর্শন।
নতুবা পাতক নাহি হবে বিমোচন।।
বেদের বিরোধী হয় যেই নরাধম।
পাষণ্ডের অন্ন লয়ে যে করে ভোজন।।
তার সহ সম্ভাষণ কভু না করিবে।
সম্ভাষিলে মহাপাপ তাহারে স্পর্শিবে।।
তবে যদি সূর্য্যদেব করে দরশন।
তাহার পাতক তবে হয় বিমোচন।।
পাষণ্ড অথবা বিকর্ম্মস্থ* যেই জন।
বৈড়াল প্রতিক* যেই ওহে মহাত্মন।।
হৈতুক* নাস্তিক শঠ যেই দুরাচার।
বকবৃত্তি কিম্বা যেই ওহে গুণাধার।।
পাষণ্ডের সঙ্গ কভু না কর কখন।
সম্ভাষণ কৈলে মহাপাপে নিমগন।।
হরিভক্তিহীন জন পাষণ্ডে নির্ণয়।
ভক্তজন তার পাশে কদাচ না যায়।।
নিত্যকর্ম্ম-পর্ব্ব হেথা হল সমাপন।
শ্রীকবি সানন্দে কয় শুনে জ্ঞানীজন।।

---

*বিকর্ম্মস্থ—যে ব্যক্তি শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণ করে।

*বৈড়াল প্রতিক—যাহা পাপ প্রচ্ছন্নভাবে না থাকে।

*হৈতুক—সৎকার্য্যের হেতু সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করে।

ইতি নিত্যকর্ম্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।

রাজ পর্ব্ব

মনুবংশ ও রেবতীর পরিণয় বর্ণন

মৈত্রেয় বলিলেন করহ শ্রবণ।
নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিলে বর্ণন।।
আশ্রমধর্ম্মের কথা কহিলে বিস্তার।
কহিলে বরণধর্ম্ম শুন গুণাধার।।
রাজাদের বংশাবলী করহ বর্ণন।
শুনিতে বাসনা মম হতেছে এখন।।
পরাশর কহে শুন ওহে মহামতি।
কহিব সেসব কথা অপূর্ব্ব ভারতী।।
ব্রহ্মাদি মনুর বংশ বিশেষ প্রকারে।
বর্ণন করিব আমি তোমার গোচরে।।
সে সকল কথা হয় পাপ বিনাশন।
শাস্ত্রের বচন যাহা করহ শ্রবণ।।
প্রতিদিন মনুবংশ যেই জন স্মরে।
বংশোচ্ছেদ নাহি তার হয় ধরাপরে।।
জগতের আদিভূত বিষ্ণু বেদময়।
যাঁহার ইচ্ছাতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।।
বিষ্ণুর মূরতি যাহা ওহে মহামতি।
ব্রহ্মমূর্ত্তি কহে তারে শাস্ত্রের ভারতী।।
সেই ব্রহ্ম হতে জন্মে ব্রহ্মা ভগবান।
শ্রীহিরণ্যগর্ভ বলি যাঁহার আখ্যান।।
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হতে তারপর।
দক্ষ প্রজাপতি জন্মে খ্যাত চরাচর।।
দক্ষের অদিতি নামে এক কন্যা হয়।
অদিতির গর্ভে হয় সূর্য্যের উদয়।।
সূর্য্য হতে মনু জন্মে শুন মহামতি।
নয় পুত্র* পায় মনু খ্যাত বসুমতী।।
তাহা ভিন্ন আরো এক পুত্রের কারণ।
মনু মহামতি করে যজ্ঞ আচরণ।।

*নয় পুত্র — ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নেদিষ্ট, করূষ ও পৃষধ্র এই নয় পুত্র।

হোতার আচারদোষে সেই যজ্ঞ পরে।
পুত্র না জন্মিয়া এক কন্যা জন্ম ধরে।।
ইলা নামে সেই কন্যা বিদিত ভুবন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন।।
সে কন্যা পুরুষরূপী হইয়া পরেতে।
সুদ্যুম্ন নামেতে খ্যাত হলেন জগতে।।
কিছুদিন পরে পুনঃ নারীরূপ হয়।
আশ্চর্য্য ঘটনা শুন ওহে মহোদয়।।
সেই কন্যা নারীরূপ করিয়া ধারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান বুধের আশ্রম।।
তাঁহার পরম রূপ হেরিয়া নয়নে।
দহিলেন বুধ হৃদে মদন-দহনে।।
তাঁহার সহিতে বুধ করেন বিহার।
তাহাতে ইলার হয় গর্ভের সঞ্চার।।
সেই গর্ভে এক পুত্র লভিল জনম।
পুরুরবা নাম তার বিদিত ভুবন।।
হেনমতে পুরুরবা জনম ধরিলে।
ঋষিগণ গিয়া সবে হরির গোচরে।।
করযোড় করি কহে ওহে ভগবন।
অখিল বিজ্ঞানময় তুমি নিরঞ্জন।।
ইলারে পুরুষ প্রভু কর পুনরায়।
কৃপা করি পুরুষত্ব দানহ তাহায়।।
ঋষিদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ইলারে দিলেন পুরুষত্ব যে তখন।।
পুরুষত্ব পেয়ে ইলা অতীব মোহন।
অবিকল হইলেন সুদ্যুম্ন রতন।।
সুদ্যুম্নের তিন পুত্র জনমিল পরে।
উৎকল বিনত হয় বিদিত সংসারে।।
সুদ্যুম্ন স্ত্রীরূপ পূর্ব্বে করিল ধারণ।
রাজভোগ লাভে তাই না হল সক্ষম।।
বশিষ্ঠের আদেশেতে জনক তাহার।
নগরী করেন দান ওহে গুণাধার।।
প্রতিষ্ঠান নামে সেই বিদিত নগরী।
নগরীর কিবা শোভা যাই বলিহারি।।
পুরুরবা পায় পরে সেই সে নগর।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে বিজ্ঞবর।।

পৃষধ্র নামেতে যেই মনুর নন্দন।
গরুহত্যা গুরুহত্যা করে সেই জন।।
তাহাতে শূদ্রত্ব লাভ করিলেন তিনি।
এরূপ বর্ণিত আছে শুন মহামুনি।।
করুষ নামেতে যেই মনুর তনয়।
তাঁ-হতে কারুষগণ সমুদ্ভূত হয়।।
নেদিষ্টের পুত্র নভ বিদিত ভুবনে।
বৈশ্যত্ব তাহার হয় জানে সর্ব্বজনে।।
নভ হতে ওহে ঋষে জন্মে যে নন্দন।
সে নন্দন হতে জন্মে বৎসপ্র সুজন।।
বৎসপ্রের পুত্র প্রাংশু হয় অভিধান।
প্রজানি প্রাংশুর পুত্র ওহে মতিমান।।
প্রজানি হইতে জন্মে খনিত্র নন্দন।
মহামনা সেই পুত্র বিপুল বিক্রম।।
খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ খ্যাত বসুমতী।
ক্ষুপ হতে জন্মে বিংশ জানিবে সুমতি।।
বিংশ হতে খনীনেত্র লভেন জনম।
খনীনেত্র হতে হয় বিভূতি সুজন।।
বিভূতির পুত্র খ্যাত যিনি করন্ধম।
করন্ধম হতে জন্মে অবিক্ষি সুজন।।
মরুত্ত নামেতে যিনি প্রবল নৃপতি।
অবিক্ষির পুত্র তিনি জানিবে সুমতি।।
মরুত্তের কথা এবে করহ শ্রবণ।
করেছিল সেই রাজা যজ্ঞ আচরণ।।
হেন যজ্ঞ কেহ আর করিবারে নারে।
বিপুল দক্ষিণযজ্ঞ বিদিত সংসারে।।
ইন্দ্র তাঁর যজ্ঞে করি সোমরস পান।
হইয়াছিলেন মত্ত ওহে মতিমান।।
বিপ্রগণ দক্ষিণাদি করিয়া গ্রহণ।
কিছুতে বহিতে নাহি হইল সক্ষম।।
যেই যজ্ঞে মরুদগণ পরিবেষ্টা ছিল।
সদস্যে দীক্ষিত ছিল দেবতা সকল।।
মরুত্তের পুত্র হয় নরিষ্যন্ত নাম।
নরিষ্যন্ত পায় পুত্র দম অভিধান।।
দম হতে নব জন্মে ওহে মহাত্মন।
কেবল নবের পুত্র বিদিত ভুবন।।

কেবলের পুত্র হয় নামে ধুন্দুমান।
ধুন্দুমান পায় পুত্র নাম বেগবান।।
বেগবান হতে জন্মে বুধ মহামতি।
বুধ পুত্র তৃণবিন্দু খ্যাত বসুমতী।।
তৃণবিন্দু এক কন্যা লভিলেন পরে।
ইলবিলা নাম তার বিদিত সংসারে।।
অলাম্বুষা নামে এক অপ্সরা আছিল।
মুনসুখে তৃণবিন্দু তাহারে ভজিল।।
সেই অপ্সরার গর্ভে জনমে নন্দন।
বিশাল তাহার নাম শুন তপোধন।।
বিশাল স্থাপিল এক অপূর্ব্ব নগরী।
বৈশাল তাহার নাম অতি মনোহারী।।
হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মিল তাঁহার।
স্বচন্দ্র হেমের পুত্র ওহে গুণাধার।।
স্বচন্দ্র হইতে জন্মে ধূম্রাশ্বনন্দন।
সৃঞ্জয় ধূম্রাশ্বপুত্র জানে সর্ব্বজন।।
সৃঞ্জয় হইতে সহদেব জন্মে পরে।
তারপর শুন শুন বলি হে তোমারে।।
সহদেব হতে জন্মে কৃশাশ্বনন্দন।
সোমদত্ত কৃশাশ্বের আনন্দ বর্দ্ধন।।
সোমদত্ত হতে পরে জন্মে জন্মেজয়।
জন্মেজয় হতে হয় সুমতি তনয়।।
বৈশালিক রাজা বলি তাহারা সকলে।
বিখ্যাত হইয়া আছে জানি মহীতলে।।
তৃণবিন্দু প্রসাদেতে এই নৃপগণ।
হইয়া রয়েছে সবে ধর্ম্মপরায়ণ।।
দীর্ঘ আয়ু বীর্য্যবান হয়েছে সকলে।
এরূপ প্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বজনে বলে।।
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
শর্য্যাতির এক কন্যা লভিল জনম।।
সুকন্যা তাহার নাম বিদিত ভুবনে।
চ্যবনের বিয়ে হয় সেই কন্যা সনে।।
শর্য্যাতির পুত্র হয় আনর্ত্ত আখ্যান।
রেবত আনর্ত্ত পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
পিতার যতেক কিছু সম্পত্তি আছিল।
পূর্ণ অধিকারী তার রেবত হইল।।
কুশস্থলী নামে পুরী করিল স্থাপন।
রেবত সে শত পুত্র করে উৎপাদন।।
তাহা ভিন্ন এক পুত্র পূর্ব্ব হতে ছিল।
ককুদ্মী তাহার নাম অতি ধর্ম্মশীল।।
ককুদ্মীর এক কন্যা ছিল রূপবতী।
পরমাসুন্দরী সেই নামেতে রেবতী।।
একদিন কন্যারত্নে লয়ে নিজ সনে।
ককুদ্মী গেলেন ত্বরা ব্রহ্মার সদনে।।
কেবা রেবতীর উপযুক্ত পাত্র হয়।
জিজ্ঞাসিতে সেই কথা ওহে মহোদয়।।
যখন প্রজাপতি পাশে উপনীত হন।
সঙ্গীতে মাতিয়াছিল গন্ধর্ব্ব দু'জন।।
হাহা হুহু নামে সেই গন্ধর্ব্ব মহান।
সঙ্গীত করিছে কিবা লয়ে শুদ্ধ তান।।
সেই সভাতলে গিয়া ককুদ্মী নৃপতি।
শুনিতে লাগিল গীত ওহে মহামতি।।
বহু যুগ সমাতীত ক্রমেতে হইল।
সেই গীত নরপতি শুনিতে লাগিল।।
একাগ্রতা নিবন্ধন সেই দীর্ঘকাল।
মুহূর্ত্ত সমান গেল শুন যাহা ভাল।।
সঙ্গীতের অবসানে ব্রহ্মারে তখন।
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিল ওহে ভগবন।।
আমার নন্দিনী এই হেরিছ নয়নে।
কোন ব্যক্তি উপযুক্ত এ কন্যা গ্রহণে।।
সেই হেতু আসিয়াছি ওহে ভগবন।
বরপাত্র নিরূপণ করহ এখন।।
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পদ্মযোনি কহিলেন মধুর বচনে।।
শুন শুন মহীপতি বচন আমার।
পুত্র পৌত্র আদি কিন্তু নাহি তব আর।।
এই স্থানে দীর্ঘকাল করি অবস্থান।
গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত তুমি শুনিলে ধীমান।।
চারি যুগ সমাতীত হয়েছে তাহায়।
অষ্টাবিংশ মনু এবে ওহে নররায়।।
এ মনুর ভোগকাল রবে হে যাবৎ।
তার মধ্যে কলিযুগ হবে সমাগত।।

তাই বলি শুন শুন আমার বচন।
কলি ভিন্ন অন্যে কন্যা কর সমর্পণ।।
এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মযোনি।
অবনতশিরা হন নৃপতি তখনি।।
তারপর করযোড়ে করি সম্বোধন।
বিনয়ে ব্রহ্মারে কহে ওহে ভগবন।।
কারে দিব এই কন্যা বলহ আমারে।
ভাল মন্দ কিছু নাহি বুঝিহে অন্তরে।।
ব্রহ্মা বলিলেন শুন ওহে মহীপতি।
যিনি হন সর্ব্বময় অনাদি শ্রীপতি।।
অন্তহীন সেইজন ওহে গুণাধার।
বুঝিতে না পারি মোরা স্বরূপ যাঁহার।।
যাঁহার প্রসাদে সৃষ্টি করি অনিবার।
জন্ম মৃত্যু নামরূপ নাহিক যাঁহার।।
যাঁর অনুমতি লয়ে রুদ্র মহামতি।
অন্তিমে করেন লয় শাস্ত্রের ভারতী।।
যাঁহার আদেশে বিষ্ণু করেন পালন।
ইন্দ্ররূপে করে সেই স্বর্গের শাসন।।
সেই জন সূর্য্যরূপে হবে অন্ধকার।
অগ্নিরূপে পাকক্রিয়া সাধে গুণাধার।।
বায়ুরূপে লোকচেষ্টা করে সম্পাদন।
জলরূপে সবাকার সন্তোষ সাধন।।
নভোরূপে অবকাশ করেন প্রদান।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা সেই মতিমান।।
সার অবিদিত যাঁর জগত সংসারে।
যাঁহার স্বরূপ মোরা পারি বুঝিবারে।।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে স্থাপিত যাহাতে।
জগৎ আধার যিনি বিদিত জগতে।।
আদিম পুরুষ হয় যাঁহার আখ্যান।
সেই সর্ব্বময় বিষ্ণু দেব ভগবান।।
স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া এক্ষণে।
আছেন দ্বারকাপুরে বলদেব নামে।।
অমরাবতীর ন্যায় যেই কুশস্থলী।
পূর্ব্বেতে আছিল তব রমণীয় পুরী।।
দ্বারকা নামেতে তাহা বিখ্যাত এক্ষণে।
অতএব ত্বরা তুমি যাও সেই স্থানে।।
এই কন্যা বলদেবে করহ অর্পণ।
অনুরূপ পতি হবে সেই মহাত্মন।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি হে তোমায়।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দ্বারকাতে দ্রুত গতি গেলেন রাজন।।
হেরিলেন তথা গিয়া যত নরগণ।
হীনবীর্য্য হয়ে আছে শুন তপোধন।।
বিশেষতঃ খর্ব্বকায় মানবনিকর।
এইরূপ ভাব হেরি রাজা গুণধর।।
মহামতি বলদেবে বিহিত বিধানে।
কন্যাদান করিলেন পুলকিত মনে।।
তারপর তব হেতু রাজা মহামতি।
দ্রুতপদে হিমাচলে করিলেন গতি।।
শ্রী বিষ্ণুপুরাণ কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, যুবনাশ্ব ও সৌভরির উপাখ্যান ।।

কহিলেন পরাশর শুন মহামতি।
তারপর বলি কত অপূর্ব্ব ভারতী।।
রেবত-নন্দন সেই ককুদ্মী রাজন।
ব্রহ্মার সভায় পূর্ব্বে ছিলেন যখন।।
পুণ্যজন নামধারী রাক্ষস নিকর।
সেইকালে আক্রমণ করিল নগর।।
কুশস্থলী পুরী তারা করে ছারখার।
একশত ভ্রাতা কিন্তু আছিল রাজার।।
রাক্ষসের ভয়ে সবে হয়ে ভীত মন।
যথা তথা ইচ্ছামত করে পলায়ন।।
কাজে কাজে সে বংশীয় মহাত্মা নিকর।
রাজা হন নানা স্থানে পৃথিবী ভিতর।।

মনুপুত্র ধৃষ্ট যিনি তাঁর পুত্রগণ।
ধৃষ্ট নামে সুবিদিত এ তিন ভুবন।।
নাভাগের পুত্রগণ নাভাগ আখ্যানে।
বিদিত হয়েন বিশ্বে জানে সর্ব্বজনে।।
অম্বরীষ নামে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
নাভাগের বংশে তিনি লভেন জনম।।
অম্বরীষ পুত্র পায় বিরূপ আখ্যান।
বিরূপের পুত্র জন্মে পৃষদশ্ব নাম।।
পৃশদশ্ব হতে জন্মে পুত্র রথীতর।
রথীতর-বংশে যারা জন্মে তারপর।।
রথীতর নামে খ্যাত তাহারা সকলে।
বর্ণিত হয়েছে যাহা শাস্ত্রে হেন বলে।।
ক্ষত্রিয় প্রসূত আঙ্গিরস বিপ্রগণ।
ক্ষত্রভাবাপন্ন আরো কয়েক ব্রাহ্মণ।।
রথীতর সকলের হয়েন প্রবর।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণধর।।
শুন ওহে মহাশয় বলিহে সকলে।
যুত-যুক্ত হন মধু কভু পূর্ব্বকালে।।
ঘ্রাণেন্দ্রিয় হতে তাঁর ওহে তপোধন।
ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয় জানিবে তখন।।
এক শত পুত্র জন্ম দিয়েছেন তিনি।
তিন জন তার মাঝে শ্রেষ্ঠ বলি গণি।।
দণ্ড নিমি ও বিকুক্ষি হয় তিন জন।
সবাকার খ্যাতি ভবে হয় প্রকাশন।।
শকুনি প্রভৃতি তাঁর পঞ্চাশ নন্দন।
উত্তরাপথের রাজা বিদিত ভুবন।।
অষ্টচত্বারিংশ পুত্র দক্ষিণাপথেতে।
হয়েছিল মহীপতি বিদিত জগতে।।
একদা ইক্ষ্বাকু রাজা করি সম্বোধন।
বিকুক্ষিরে কহিলেন ওহে বাছাধন।।
অষ্টকা শ্রাদ্ধের হেতু করেছ মনন।
অতএব মাংস তুমি কর আহরণ।।
বিকুক্ষি পিতার আজ্ঞা ধরি শিরোপরে।
মৃগয়ার হেতু যান কানন মাঝারে।।
অসংখ্য অসংখ্য মৃগ করিল সংহার।
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইল রাজার কুমার।।

যে সকল মৃগ তিনি করেছে নিধন।
একটি শশক তাহে ছিল মনোরম।।
সেইটি ভক্ষণ করি সন্তুপ্ত অন্তরে।
আসিল ফিরিয়া যুবা আপন আগারে।।
পিতারে সকল মাংস করিল প্রদান।
তবে বশিষ্ঠেরে ডাকি রাজা মতিমান।।
প্রোথিত করিতে মাংস আদেশ দানিল।
বশিষ্ঠ রাজারে পরে সম্বোধি কহিল।।
শুন শুন মহারাজ আমার বচন।
এই অপবিত্র মাংস নাহি প্রয়োজন।।
দুরাত্মা বিকুক্ষি নৃপ তনয় তোমার।
তাহা হতে মাংস এক করেছে আহার।।
উচ্ছিষ্ট মাংসে আর কিবা প্রয়োজন।
বনমধ্যে এইসব হয়েছে ঘটন।।
এরূপে বশিষ্ঠ যদি রাজারে কহিল।
অতি ক্রোধে নরপতি পুত্রকে ত্যজিল।।
তদবধি পায় পুত্র শশদ আখ্যান।
এই তো নিগূঢ় কথা কহিনু ধীমান।।
যথাকালে নরপতি স্বর্গারূঢ় হলে।
পুত ধর্ম্ম অনুসারে রাজা প্রজা পালে।।
পরঞ্জয় নামে পুত্র জন্মিল তাঁহার।
পরঞ্জয় উপাখ্যান শুন এইবার।।
পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেবাসুর গণে।
মহাযুদ্ধ হয় যবে জানে সর্ব্বজনে।।
সেই রণে পরাজিত হয়ে সুরগণ।
বিষ্ণু আরাধনা করে হয়ে একমন।।
বিষ্ণুদেব প্রীত হয়ে আপন অন্তরে।
সম্বোধিয়া কহিলেন অমর নিকরে।।
অভিমত বর আমি করিব প্রদান।
দেবগণ মন দিয়া কর অবধান।।
শশাদ নামেতে খ্যাত বিকুক্ষি রাজন।
পরঞ্জয় নামে আছে তাহার নন্দন।।
অংশে আবির্ভূত হয়ে তাহার শরীরে।
সংহার করিব আমি অসুর নিকরে।।
অতএব যাও পরঞ্জয়ের সদন।
সাহায্যার্থ রণে তাঁরে কর আমন্ত্রণ।।

বিষ্ণুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
প্রণমিয়া পদে তবে চলে দেবগণে।।
পরঞ্জয় পাশে গিয়া অতি দ্রুতগতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
শত্রুনিধনে মোরা কৈনু আয়োজন।
সাহায্য করিবে তুমি এই আকিঞ্চন।।
দয়া করি এলে যদি আজি এ সমরে।
বিনষ্ট করিতে পারি অসুর নিকরে।।
অভ্যাগত যেই জন আসিয়া আগারে।
কোন প্রার্থনা সেই যাহা কিছু করে।।
মহাত্মারা করে তাহা অবশ্য পূরণ।
ভবাদৃশ জন তাহা না করে লঙ্ঘন।।
এত শুনি মহাবীর রাজা পরঞ্জয়।
এই কথা দেবগণে সম্বোধিয়া কয়।।
আমি যাহা বলি সবে করহ শ্রবণ।
ইন্দ্রের স্কন্ধেতে আমি করি আরোহণ।।
সংগ্রাম করিব সুখে দৈত্যগণ সনে।
তাহাতে স্বীকৃত যদি হও সর্ব্বজনে।।
তবে তো সাহায্য আমি করিবারে পারি।
নতুবা সমরে আমি যাইবারে নারি।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সম্মত হলেন তাহে যত দেবগণ।।
তারপর দেবরাজ ইন্দ্র শচীপতি।
বৃষভ আকার ধরি ওহে মহামতি।।
পরঞ্জয়ে পৃষ্ঠোপরি লইয়া তখন।
অসুর নিধনে করে যুদ্ধ আয়োজন।।
ইন্দ্রের ককুদে চড়ি রাজা পরঞ্জয়।
নারায়ণ-তেজে হয়ে সতেজ হৃদয়।।
একে একে মনোসুখে যত দৈত্যগণে।
পাঠালেন বিনাশিয়ে শমন সদনে।।
বৃষের ককুদে চড়ি সেই নরপতি।
বিনাশিয়াছিল দৈত্য ওহে মহামতি।।
সে কারণ ককুৎস্থ নাম হইল তাঁহার।
কহিলাম গূঢ় কথা নিকটে তোমার।।
অনেনা নামেতে পুত্র ককুৎস্থের হয়।
অনেনার পুত্র পৃথু ওহে মহোদয়।।

পৃথুর তনয় হয় বিশ্বগ আখ্যান।
বিশ্বগের পুত্র অতি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
অতি হতে যুবনাশ্ব লভয়ে জনম।
যুবনাশ্ব হতে হয় শ্রাবস্তনন্দন।।
শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে গঠিল নগরী।
এক পুত্র শ্রাবস্তের রূপের মাধুরী।।
বৃহদশ্ব নাম তার বিদিত ভুবন।
তার পুত্র কুবলাশ্ব শুন তপোধন।।
বিষ্ণুতেজে কুবলাশ্ব হয়ে আপ্যায়িত।
একুশ হাজার পুত্রে লইয়া সহিত।।
ধুন্দু নামা অসুরের করেন নিধন।
উতঙ্ক ঋষির শত্রু সেই দৈত্যাধম।।
তাই কুবলাশ্ব পায় ধুন্দুমার নাম।
অনন্তর শুন কথা ওহে মতিমান।।
নিপাত হইল যবে ধুন্দুর জীবন।
সেকালে তাঁহার পুত্র ছিল যত জন।।
অসুরের নিঃশ্বাসাগ্নি দ্বারায় সকলে।
বিপ্লুষ্ট হইয়া যায় শমনের শালে।।
জীবিত আছিল মাত্র তিনটি নন্দন।
পরিচয় তাহাদের করহ শ্রবণ।।
দৃঢ়াশ্ব চন্দ্রাশ্ব আর কপিলাশ্ব নামে।
এ তিন জীবিত থাকে কহি তব স্থানে।।
দৃঢ়াশ্ব হইতে জন্মে হর্য্যশ্ব তনয়।
নিকুম্ভশ্ব হর্য্যশ্বের আত্মজ যে হয়।।
নিকুম্ভশ্ব হতে জন্মে কৃশাশ্বনন্দন।
প্রসেনজিৎ কৃশাশ্বের আত্মজ যে হন।।
তারপর যুবনাশ্ব নিজ জন্ম ধরে।
সেই পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে।।
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যুবনাশ্ব রাজা ছিল ধর্ম্মপরায়ণ।।
বহুকাল পুত্রধনে বঞ্চিত থাকাতে।
নির্ব্বেদ লভিয়া যান ঋষি আশ্রমেতে।।
কিছুদিন সেই স্থানে করিলে বসতি।
ঋষিগণ দয়াবান হন তাঁর প্রতি।।
পুত্র হেতু যজ্ঞ তারা করে অনুষ্ঠান।
সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে হয় সমাধান।।

তখন ঋষিরা সবে বেদীর মাঝারে।
জলপূর্ণ মন্ত্রপূতঃ কুম্ভে স্থাপি পরে।।
শয়ন করিয়া হন অজ্ঞান নিদ্রায়।
এদিকে নৃপতি হন কাতর তৃষ্ণায়।।
আশ্রমে প্রবেশ রাজা করিয়া তখন।
হেরিলেন নিদ্রাগত যত ঋষিগণ।।
না করিয়া তাঁহাদিগে জাগরিত আর।
কুম্ভস্থ সলিল পান করে গুণাধার।।
ক্ষণপরে নিদ্রাভঙ্গে উঠে মুনিগণ।
কলস উপরে দৃষ্টি করিয়া তখন।।
কহিলেন এই জল সুখে পান করি।
প্রসবিবে বীর পুত্র নৃপতির নারী।।
অতএব কোন ব্যক্তি না জানি কারণ।
পান করিয়াছ বারি বলহ এখন।।
এত বলি মৌন ভাব তাঁহারা ধরিলে।
সম্বোধিয়া যুবনাশ্ব সবারে কহিলে।।
শুন শুন নিবেদন ওহে ঋষিগণ।
অজ্ঞানে এ জল আমি করেছি ভক্ষণ।।
এত বলি মৌনভাব ধরিলেন তিনি।
তারপর শুন শুন ওহে মহামুনি।।
গর্ভের লক্ষণ হইল রাজার উদরে।
গর্ভ উপচয় ক্রমে হয় বরাবরে।।
কুক্ষিদেশ ভেদ করি রাজার তনয়।
মহাবীর পুত্র এক প্রসব করয়।।
ভিন্ন কুক্ষি লইল তায় তখন রাজার।
কিন্তু তাহে না হৈল জীবন সংহার।।
তারপর এই কথা কহে ঋষিগণ।
এই পুত্র কারে বিশ্বে করিবে রক্ষণ।।
হেন কাণ্ড শুনি ইন্দ্র আসিয়া তথায়।
কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমায়।।
এ শিশু করিবে রক্ষা মোরে সর্ব্বক্ষণ।
আমার বচন সত্য ওহে মুনিগণ।।
এরূপ বচন ইন্দ্র কহিল সবারে।
তাই সে মান্ধাতা নাম সেই পুত্র ধরে।।
তারপর ইন্দ্রদেব করিয়া যতন।
অমৃত তর্জ্জনী করে শিশুরে অর্পণ।।
তর্জ্জনী তাহার মুখে করিলে প্রদান।
সে অমৃত সেই শিশু মুখে করে পান।।
তাহাতে বর্দ্ধিত শিশু হয়ে দিনে দিনে।
ধরা অধিপতি হয় জানিবেক মনে।।
সসাগরা পৃথিবীর হলেন ঈশ্বর।
প্রবল নৃপতি তিনি খ্যাত চরাচর।।
প্রকাশ এরূপ আছে জগৎ মাঝারে।
ভাস্কর যাবৎ স্থিতি এই বিশ্বপরে।।
তাবৎ তাঁহার নাম রবে প্রতিষ্ঠিত।
সন্দেহ নাহিক তাহে জানিবে নিশ্চিত।।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি তারপর।
শশবিন্দু নামে এক ছিল নৃপবর।।
বিন্দুমতী নামে কন্যা আছিল তাঁহার।
সেই কন্যা পত্নী হয় রাজা মান্ধাতার।।
বিন্দুমতী গর্ভে জন্মে তিনটি নন্দন।
পঞ্চাশ তনয়া আর জানিবে রাজন।।
পুরুকুৎস অম্বরীষ মুচুকুন্দ আর।
এই তিন পুত্র ঋষি গুণের আধার।।
হেনকালে ঘটে এক আশ্চর্য্য ঘটন।
সে সকল মন দিয়া করহ শ্রবণ।।
সৌভরি নামেতে ঋষি ছিল একজন।
সেই ঋষি জলমধ্যে থাকে সর্ব্বক্ষণ।।
দ্বাদশ বরষ থাকি জলের ভিতরে।
মহাতপ করে সাধু একান্ত অন্তরে।।
বাস করে জলমধ্যে মৎস্য নরপতি।
জন্মিয়া আছিল তার অনেক সন্ততি।।
পুত্রপৌত্রাদি সবে লয়ে মীনবর।
মহাসুখে কাল কাটে জলের ভিতর।।
পুত্র পৌত্র আদি মধ্যে কোন কোন জন।
পৃষ্ঠে উঠি শিরে উঠি করে বিচরণ।।
ইহাতে মনের সুখে ছিল মীনপতি।
তাহা হেরি ঋষিবর চিন্তাময় অতি।।
মহাঋষি মনে মনে করেন চিন্তন।
তাহা কিবা সুখী এই মৎস্যের রাজন।।
যে জন বেষ্টিত হয়ে পুত্রপৌত্রগণে।
জীবন কাটায় সুখে আনন্দিত মনে।।

তার সম পুণ্যবান নাহি কোন জন।
সংসার সুখের গৃহ বুঝিনু এখন।।
এত ভাবি জল হতে উঠি ঋষিবর।
বিবাহার্থী হয়ে আসে মান্ধাতা গোচর।।
ঋষিবরে নরপতি করি দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে দিলেন আসন।।
করিলেন যথোচিত অতিথি সৎকার।
তারপর শুন শুন ওহে গুণাধার।।
মহাঋষি নৃপতিরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন।।
বিবাহার্থী হয়ে আমি এসেছি এখানে।
এক কন্যা মম করে অর্পহ যতনে।।
আমার যে আশা নৃপ করহ পূরণ।
ককুৎস্থের বংশে তুমি লভেছ জনম।।
ভগ্নমনোরথ কেহ এ বংশে না হয়।
অতএব মম বাক্য রক্ষ মহোদয়।।
বহু রাজা ভূমণ্ডলে আছে বিদ্যমান।
অনেকের আছে কন্যা ওহে মতিমান।।
ধর্ম্মশীল নহে সবে তোমার মতন।
অতএব আশা পূর্ণ কর নরোত্তম।।
তব কুলোচিত ধর্ম্ম ইহা মাত্র জানি।
জানি নৃপ আছে তব পঞ্চাশ নন্দিনী।।
তার মাঝে এক কন্যা করহ প্রদান।
প্রার্থনা বিফল নাহি করিও ধীমান।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জরাজীর্ণ দেহ তাঁর করি দরশন।।
শাপ ভয়ে রাজা কিছু না বলি তাঁহারে।
বসি অধোমুখে বহুক্ষণ চিন্তা করে।।
তাঁহার এতেক ভাব করি দরশন।
সম্বোধিয়া কহে পরে ঋষি মহাত্মন।।
এত চিন্তাতুর তুমি কিসের কারণ।
অনুচিত বলেছি কি তোমার সদন।।
কন্যার বিবাহ যবে দিতে হবে রায়।
কৃতার্থ করহ মোরে দানিয়া আমায়।।
ঋষির বিনয়গর্ভ মধুর বচন।
মান্ধাতা আপন কর্ণে করিয়া শ্রবণ।।
অভিশাপ ভয়ে তাঁরে অতি ধীরে ধীরে।
সম্বোধিয়া কহিলেন নিবেদি তোমারে।।
সদ্বংশে উৎপন্ন হন এই মহাত্মন।
তাহারে অর্পিবে কন্যা কুলের ধরম।।
যাহা হোকএক কথা নিবেদি তোমারে।
ক্ষণেক প্রতীক্ষা করি থাক এর পরে।।
অচিরে করিব আমি কর্ত্তব্য নির্ণয়।
এই মাত্র নিবেদন ওহে মহোদয়।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে চিন্তা করে সৌভরি তখন।।
আমি তাই জরাগ্রস্ত ছলেতে রাজন।
প্রত্যাখ্যান করিবারে করেছে মনন।।
মনে মনে বিবেচনা করেছে নৃপতি।
"মনোনীত না করিবে যতেক যুবতী।।
রাজার মহলে আছে যত কন্যাগণ।
মোরে মনোনীত নাহি করিবে কখন।।"
তাই আমি যাতে পারি বিবাহ করিতে।
করিব উপায় তার ভাবি এক চিতে।।
এইরূপ চিন্তা করি ঋষি মহাত্মন।
নৃপতিরে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।
শুন শুন মহারাজ বচন আমার।
আমার বক্তব্য যাহা শুন গুণাধার।।
কর মোরে অনুমতি যাইতে অন্দরে।
যদি তব কন্যাগণ হেরিয়া আমারে।।
পতিত্বে বরিতে মোরে করয়ে মনন।
তাহলে করিব আমি তাহারে গ্রহণ।।
নতুবা বৃথাই কেন কাটাব সময়।
যাব চলি যথা ইচ্ছা শুন মহাশয়।।
এত বলি মৌন ভাবে রহে মুনিবর।
পরে ক্ষণকাল চিন্তা করি নরবর।।
অভিশাপ ভয়ে তাঁরে যাইতে অন্দরে।
দিলেন অনুজ্ঞা বৎস জানিবে অন্তরে।।
আদেশ পাইয়া তবে ঋষি মহাত্মন।
তপোবলে দিব্যরূপ করিল ধারণ।।
ধীরে ধীরে প্রবেশিয়া নৃপের অন্দরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া নন্দিনীনিকরে।।

রাজাবালাগণ মম শুনহ বচন।
বিবাহার্থী হয়ে আমি এসেছি এখন।।
নৃপতি পাঠায়ে দিল অন্দরে আমারে।
যদ্যপি পতিত্বে কেহ বরহ আমারে।।
তাহা হলে নরপতি করিবে প্রদান।
উচিত এখন যাহা করহ বিধান।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার মোহন রূপ করি দরশন।।
পরস্পর কন্যাগণ আপনা আপনি।
কলহ করিতে থাকে শুন গুণমণি।।
সবে বলে বিভা আমি করিব ইহারে।
এইরূপ গোল উঠে রাজার অন্দরে।।
সবে বলে ইনি হন সদৃশ আমার।
সৃজিয়াছে মোর তরে ওহে গুণাধার।।
বৃথা কেন বাঞ্ছা তুমি করিছ ইহারে।
অগ্রে এসেছেন নাথ আমার আগারে।।
এত বলি অন্তঃপুরে রাজকন্যাগণ।
পরস্পর করিছেন কলহ ভীষণ।।
নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া সকলে।
সেই ঋষিবরে বৎস ধারণ করিলে।।
হেনকালে নৃপপাশে গিয়া কোনজন।
অন্দরের কোলাহল করিলা কীর্ত্তন।।
আদ্যোপান্ত সব শুনি মান্ধাতা নৃপতি।
কিংকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন অতি।।
মুনিরে সকল কন্যা করিতে প্রদান।
অগত্যা স্বীকার করে রাজা মতিমান।।
যথাকালে ঋষিবর লভিয়া সবারে।
আপন আশ্রমে আসি হরিষ অন্তরে।।
দেবশিল্পী বিশায়েরে করি আহ্বান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান।।
প্রত্যেক নারীর জন্য তুমি হে এখন।
এক এক অট্টালিকা করহ গঠন।।
এক এক জলাশয় প্রত্যেকের তরে।
করিবে বিশাই তুমি একান্ত অন্তরে।।
হংস কারণ্ডব আদি জলচরগণ।
প্রতি জলাশয়ে রবে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
রমণীয় উপবন প্রত্যেকের তরে।
নির্ম্মাণ করিবে তুমি কহিনু তোমারে।।
অনুত্তম পরিচ্ছদ দিব্য শয্যা আর।
প্রতিটি নারীর তরে চাই হে আমার।।
বিশ্বকর্ম্মা হেনমতে আদেশ পাইয়া।
প্রস্তুত করিল সব একান্ত হইয়া।।
দৈবশক্তিবলে সব করিল গঠন।
অপূর্ব্ব কৌশল কিবা অতি মনোরম।।
প্রত্যেক নারীর তরে গড়িল আলয়।
কত ভোজ্য দাসদাসী তার মাঝে রয়।।
রাজসুতাগণ সেই দিব্য দিব্য ঘরে।
মনের সুখেতে থাকে ঋষি সমিভ্যারে।।
এইরূপে কিছুদিন করিলে যাপন।
কন্যাগণে দুঃখী ভাবি মান্ধাতা রাজন।।
স্নেহচিতে উপনীত ঋষির আশ্রমে।
হেরিলেন দিব্য শোভা আপন নয়নে।।
রমণীয় উপবন হইল শোভন।
অপূর্ব্ব প্রাসাদমালা অতি অনুপম।।
তাহা হেরি প্রবেশিয়া অট্টালিকা মাঝে।
প্রত্যক্ষ করিল এক কন্যা বসে আছে।।
স্নেহভরে কুমারীরে করি দরশন।
কোলে তুলি করে তার বদন চুম্বন।।
কন্যাদত্ত আসনেতে বসি তার পরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে।।
অসুখ নাহিক বৎসে কিছুই তোমার।
স্নেহচক্ষে দেখিলেন ঋষি গুণাধার।।
আমাদের গৃহ কি গো পড়িতেছে মনে।
হেনমতে জিজ্ঞাসিল কন্যার সদনে।।
এক কন্যা প্রতি রাজা এইরূপ ভনে।
ধীরে ধীরে সেই কন্যা কহিল বচনে।।
এই দেখ ওগো পিতা দিব্য উপবন।
সুরম্য প্রাসাদ এই কর দরশন।।
জলচরে পরিপূর্ণ দিব্য জলাশয়।
বস্ত্র অলঙ্কার কত হের মহোদয়।।
নানাবিধ ভোজ্য বস্তু কর দরশন।
কত আছে গন্ধদ্রব্য কে করে গণন।।

সুকোমল শয্যাদি দেখ গুণাধার।
অভাব নাহিক কিছু সকলি আমার।।
সর্ব্বদা সুখে কাল করিনু হরণ।
তবু নাহি জন্মভূমি হই বিস্মরণ।।
তোমার প্রসাদে আমি সুখ সমুদায়।
সদা পাইতেছি বটে ওহে গুণরায়।।
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ রাজন।
মোর প্রতি অনুরক্ত মম পতিধন।।
সদা থাকে ঋষিবর আমার আগারে।
কখনো না যান অন্য ভগ্নীর গোচরে।।
তাহাতে আমার যত ভগিনীর গণ।
দুঃখিত মনেতে কাল করেন যাপন।।
নরপতি হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া যতনে।।
অপর কন্যার গৃহে করিয়া গমন।
পূর্ব্ববৎ সব কথা করে জিজ্ঞাসন।।
তখন সে কন্যা কহে পিতার নিকটে।
পরম সুখেতে পিতা আছি হেথা বটে।।
যাহা চাই তাই পাই না হয় অভাব।
কিন্তু আশ্চর্য্য হেরি সদা ঋষির স্বভাব।।
আমার নিকট সদা করেন যাপন।
ভগিনীগণের পাশে না যান কখন।।
এতেক বচন শুনি ভাবে নরপতি।
একে একে সব ঘরে করিলেন গতি।।
পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসেন প্রতি জনে জনে।
একই উত্তর দেন সকলে রাজনে।।
তাহাতে বিস্মিত বড় মান্ধাতা নৃপতি।
নির্জ্জনে ঋষিরে কহে ওহে মহামতি।।
আপনার তপোবল করিনু শ্রবণ।
এরূপ ঐশ্বর্য্য নাহি শুনেছি কখন।।
এত বলি নানা কথা কহি তারপরে।
বিদায় লইয়া যান আপন আগারে।।
হেনমতে কিছুকাল করিয়া যাপন।
দেড়শত পুত্র ঋষি করে উৎপাদন।।
পঞ্চাশ নারীর গর্ভে তাহারা জন্মিল।
ঋষির সংসারে আরো আসক্তি বাড়িল।।
পুত্রগণে স্নেহবশ হইয়া তখন।
মনে মনে ঋষিবর করেন চিন্তন।।
কি মধুর বাক্য আহা পুত্রদের হয়।
ক্রমেতে হাঁটিতে সবে শিখিবে নিশ্চয়।।
সবাকার হবে যবে উদয় যৌবন।
দিব্য কন্যা লয়ে দিব বিবাহ তখন।।
পুত্রপৌত্রগণে আমি বেষ্টিত হইয়ে।
সুখেতে কাটাব কাল প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
এইরূপে বংশবৃদ্ধি যতই হইবে।
মম হৃদি সুখনীরে ততই ভাসিবে।।
হেনমতে চিন্তা যত করে মুনিবর।
দিব্যজ্ঞান তত জন্মে হৃদয়-ভিতর।।
তখন আক্ষেপ করি কহিতে লাগিল।
হায় হায় মম ভাগ্যে কি দশা ঘটিল।।
ভয়ানক মোহে আমি হয়েছি মগন।
অসংখ্য বরষে বাঞ্ছা না হবে পূরণ।।
এক বাঞ্ছা পূর্ণ হলে নরের অন্তরে।
অমনি বাসনা আর উদয় সবারে।।
ক্রমেতে হাঁটিলে শিক্ষা পাবে পুত্রগণ।
ক্রমেতে যখন হবে উদিত যৌবন।।
বিবাহ তখন আমি দিব সবাকারে।
নিরখিব পৌত্রমুখ আনন্দ অন্তরে।।
ক্রমেতে প্রপৌত্র পরে লভিবে জনম।
এরূপ বাসনা নিত্য নূতন নূতন।।
বাসনার শেষ আর কিছু নাহি হেরি।
কি মোহ হয়েছে মম যাই বলিহারি।।
নিশ্চয় বুঝিনু এবে যাবৎ মরণ।
বাসনার শেষ নাহি তাবৎ তখন।।
মনোরথে সমাসক্ত যদি হয় নর।
পরমার্থ সিদ্ধি তার পক্ষেতে দুষ্কর।।
হায় হায় কি নির্ব্বোধ আমি হীনমতি।
মৎস্যের সংসর্গে ছিনু বারিতে বসতি।।
সহসা এ মোহ হায় জন্মিল আমার।
কি আশ্চর্য্য হায় হায় অতি চমৎকার।।
কুকর্ম্ম করেছি দার করিয়া গ্রহণ।
অনন্ত বাসনা মম হৈল উৎপাদন।।

আগে দেহ হতে হয় দুঃখের উদয়।
পরেতে পঞ্চাশ নারী মম পত্নী হয়।।
পঞ্চাশ ভাগেতে দুঃখ হইয়া বৰ্দ্ধিত।
অসংখ্য পুত্রেতে বৃদ্ধি পেয়েছে নিশ্চিত।।
পুনঃ পৌত্র-প্রপৌত্রাদি লভিলে জনম।
অসংখ্য অসংখ্য ভাগে বাড়িবে তখন।।
নাহি যদি করিতাম রমণী বরণ।
এমন দুঃখেতে নাহি হতেম দহন।।
অতএব নারী হয় দুঃখের নিদান।
মায়াজালে বদ্ধ করে শাস্ত্রের বিধান।।
হায় হায় জলে আমি করি অবস্থিতি।
কঠোর তপস্যা পূর্ব্বে করেছিনু অতি।।
এসব ঐশ্বর্য্য হয় তার বিঘ্নকর।
ভাবিয়া এখন মম কাতর অন্তর।।
মৎস্যের সংসর্গে আমি করি অবস্থান।
পুত্র প্রতি হয়েছিনু অনুরাগবান।।
তাহাতে এরূপ মোহ জন্মেছে অন্তরে।
চিন্তিয়া কিছুই স্থির নারি করিবারে।।
নিশ্চয় অন্তরে আমি বুঝিনু এখন।
নিঃসঙ্গ যদ্যপি নাহি হয় নরগণ।।
কখনই মুক্তিলাভ করিবারে নারে।
সংসর্গ হইতে দোষ জনমে সংসারে।।
অল্পসিদ্ধ দূরে থাক যেই যোগীগণ।
সিদ্ধপ্রায় হয়ে হয় বিকশিত মন।।
সংসর্গ দোষেতে তারা অধঃপাতে যায়।
অতএব এবে কিবা করিব উপায়।।
নিঃসঙ্গ হইয়া আমি এহেতু এখন।
কঠোর তপস্যা পুনঃ করি আচরণ।।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম সেই হরি আরাধনে।
অবশ্য অর্পিব মন বিহিত বিধানে।।
সর্ব্বদোষশূন্য হয়ে আমার অন্তর।
আসক্ত হউক পুনঃ বিষ্ণুর উপর।।
আদি অন্তহীন সেই বিষ্ণু ভগবান।
অতুল তেজস্বী তিনি বিশ্বের নিদান।।
আসক্ত হউক তাহে আমার অন্তর।
তাঁর আরাধনা যেন করি নিরন্তর।।

অনাদি পুরুষ সেই বিষ্ণুর উপরে।
আসক্ত করিয়া চিত্ত একান্ত অন্তরে।।
তাঁর আরাধনা যেন করি সর্ব্বক্ষণ।
তাঁহাতে আমার আত্মা করি সমর্পণ।।
এত বলি পরাশর মৈত্রেয় সুজনে।
কহিলেন সম্বোধিয়া মধুর বচনে।।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে তপোধন।
তোমার নিকট তাহা করিনু বর্ণন।।
তারপর ঘটে যাহা বলিব তোমারে।
শুন বৎস মন দিয়া একান্ত অন্তরে।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুধা হতে সুধা।
ভক্তিতে করিলে পাঠ যায় ভবক্ষুধা।।

সর্পবিনাশ-মন্ত্র, অনরণ্যবংশ ও সগরোৎপত্তি কথা

মৈত্রেরে কহিলেন পরাশর মুনি।
সৌভরি এতেক চিন্তা করিয়া তখনি।।
প্রাসাদাদি পরিচ্ছদ অর্থরাশি আর।
অবহেলে সেইসব করি পরিহার।।
অখিল রমণীগণে লয়ে নিজ সনে।
গমন করিল সুখে গহন কাননে।।
দণ্ডাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে যে সকল।
কর্ম্ম সাধন হয় ওহে মহাবল।।
সকলি সাধিল ঋষি আনন্দিত মনে।
শুন শুন তারপর কহি তব স্থানে।।
বিশুদ্ধমানস হয়ে সেই ঋষিবর।
অগ্নিদেবে দেহমধ্যে স্থাপি তারপর।।
সন্ন্যাস আশ্রম সুখে করিল গ্রহণ।
কর্ম্মকলাপের যত করি আয়োজন।।
সনাতন বিষ্ণুপদ লভিলেন পরে।
সেই পদ নির্ব্বিকার বিদিত সংসারে।।

সৌভরি-চরিত এই করিনু কীর্ত্তন।
ভক্তিভরে যেই জন করে অধ্যয়ন।।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।
কিংবা ভক্তিভরে নিজ মনে মনে স্মরে।।
অষ্ট জন্মে মতি তার কু-পথে না যায়।
অসৎ করমে বাঞ্ছা কভু নাহি ধায়।।
যাহা হয় হেয় দ্রব্য এ ভব সংসারে।
কোন কালে স্নেহ নাহি থাকে তারপরে।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
মান্ধাতা-সুতার কথা কহিনু তোমায়।।
মান্ধাতা বংশের কথা শুনহ এক্ষণে।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচনে।।
শুন শুন বংশধর কহি তব স্থানে।
হারীত বংশের কথা শুনহ শ্রবণে।।
হারীতের বংশজাত মহাত্মা নিকর।
অঙ্গিরার প্রভাবেতে ওহে বিজ্ঞবর।।
মৌনেয় নামেতে তারা গন্ধর্ব্ব নিকরে।
জন্মিলেন শুনিয়াছি এ ভব সংসারে।।
ছয় কোটি সংখ্যা হয় তাদের গণন।
অসংখ্য হারীতবংশ শুন তপোধন।।
পরাজয় করি যত ভুজঙ্গ নিকরে।
সেই গন্ধর্ব্বেরা যত রত্ন আদি হরে।।
পাতালে একাধিপত্য করিল স্থাপন।
তাহা হেরি নাগগণ ব্যাকুলিত মন।।
জলশায়ী বিষ্ণুপাশে করিল গমন।
এক মনে স্তব তাঁর করিল তখন।।
ভুজঙ্গের স্তুতিবাদ শুনিয়া শ্রবণে।
নিদ্রাভঙ্গে উঠি হরি দেখেন নয়নে।।
তাহা হেরি নাগগণ করি নমস্কার।
কহে তাঁরে সম্বোধিয়া ওহে দয়াধার।।
গন্ধর্ব্বদিগের দ্বারা হয়ে নিরাকৃত।
যার পর নাই মোরা হইয়াছি ভীত।।
কৃপা করি নাশ প্রভু আমাদের ভয়।
নৈলে কোথা যাব মোরা ওহে দয়াময়।।
নাগপতিগণ যদি বলিল এমন।
সবারে সম্বোধি বিষ্ণু কহেন তখন।।
শুন শুন নাগেশ্বর তোমরা সকলে।
নাহি কোন ভয় তব এই মহীতলে।।
পুরুকুৎস নামে রয় মান্ধাতা-তনয়।
তার দেহ মধ্যে পশি জানিবে নিশ্চয়।।
তোমাদের শত্রুগণে করিব নিধন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
এভাবে কহিল যদি দেব ভগবান।
পুনশ্চ পাতালে যায় যত নাগগণ।।
তথা নর্ম্মদার কাছে করিয়া গমন।
তাঁহারে সম্বোধি সবে কহিল তখন।।
শুনহ নর্ম্মদে তুমি মোদের বচন।
ত্বরা তুমি পুরুকুৎসে কর আনয়ন।।
মোদের হইবে তাহে মঙ্গল বিধান।
ভক্তিভাবে তব মোরা করিহে প্রণাম।।
নর্ম্মদা তটিনী ইহা করিয়া শ্রবণ।
প্রবল তরঙ্গযোগে ওহে তপোধন।।
পুরুকুৎসে আনিলেন তবে সে পাতালে।
তাহা হেরি নাগগণ সানন্দ সকলে।।
এদিকেতে ভগবান বিষ্ণু সনাতন।
পুরুকুৎস দেহে তেজ করেন স্থাপন।।
সেই তেজে রাজসুত হয়ে আপ্যায়িত।
প্রবল বিক্রম হইল জানিবে নিশ্চিত।।
অপ্রমিত বলশালী হইয়া তখন।
গন্ধর্ব্বগণের প্রাণ করিল নিধন।।
তারপর পুনরায় গেল নিজধামে।
নাগেরা বিপদে ত্রাণ লভিল সেক্ষণে।।
নর্ম্মদারে নাগগণ করি সম্বোধন।
এই বর দিয়া কহে শুনহ বচন।।
এই কথা স্মরি হৃদে সেই সব নর।
স্মরিবে তোমার নাম ভারত ভিতর।।
"হে নর্ম্মদে প্রাতঃকালে আর সন্ধ্যাকালে।
করি তোমা নমস্কার ভকতির বলে।।
সর্পবিষ হতে মোরে করহ রক্ষণ।"
এ মন্ত্র করিবে যেবা মুখে উচ্চারণ।।
সর্পবিষ কভু নাহি রবে তার।
ইহার প্রসাদে হবে বিষেতে উদ্ধার।।

এ মন্ত্র মুখে যদি করি উচ্চারণ।
অন্ধকারময় স্থানে করয়ে গমন।।
তথাপি সর্পেতে তারে দংশিবারে নারে।
মৃত্যু তার নাহি হয় বিষপান তরে।।
নর্ম্মদারে এত বলি যত নাগগণ।
পুরুকুৎস উদ্দেশ্যেতে কহিল তখন।।
শুন শুন পুরুকুৎস বলিহে তোমারে।
বংশোচ্ছেদ নাহি তব হবে কারো তরে।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শুনহ হে মৈত্রেয় ঋষি বলিহে তোমায়।।
সেই পুরুকুৎস লভে একটি তনয়।
সদস্যু তাহার নাম ওহে মহোদয়।।
সদস্যু হইতে অনরণ্যের জীবন।
শুন বলি তারপর যা হয় ঘটন।।
গিয়েছিল অনরণ্য দিগ্‌বিজয় তরে।
মরিল সেখানে সেই পশিয়া সমরে।।
বরেন নামেতে ছিল বীর একজন।
তার করে অনরণ্য হইল নিপাতন।।
অনরণ্য পুত্র হয় পৃষদশ্ব নাম।
পৃষদশ্ব হতে জন্মে হর্য্যশ্ব ধীমান।।
বসুমনা হর্য্যশ্বের জানিবে তনয়।
বসুমনা হয়ে হয় ত্রিধন্বা উদয়।।
ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যযরুণ মহামতি।
তারপর সত্যব্রত জনমে সন্ততি।।
ত্রিশঙ্কু আখ্যান ধরি সত্যব্রত পরে।
চণ্ডালত্ব লাভ করে জানিবে অন্তরে।।
দ্বাদশ বরষ ধরি পূর্ব্বে কোনকালে।
হয়েছিল অনাবৃষ্টি এ বিশ্বমহলে।।
সেই কালে বিশ্বামিত্র শুন তপোধন।
দারা-পুত্র রক্ষিবারে হলেন অক্ষম।।
সেকালে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাবেন অন্তরে।
চণ্ডালের দান ঋষি নাহি লবে করে।।
এত ভাবি প্রতিদিন জাহ্নবীর তীরে।
মৃগমাংস রাখি আসে পাদপের পরে।।
সেই মাংস বিশ্বামিত্র করিয়া গ্রহণ।
জীবিকা নির্ব্বাহ করি পরিতুষ্ট হন।।

তৎপরে ত্রিশঙ্কু রাজা বিশ্বামিত্র-বরে।
সশরীরে চলি যান অমর নগরে।।
হরিশ্চন্দ্র মহামতি ত্রিশঙ্কু-নন্দন।
তার পুত্র রোহিতাশ্ব ওহে তপোধন।।
রোহিতাশ্ব হতে পরে হরিত জনমে।
হরিতের পুত্র চঞ্চু বিদিত ভুবনে।।
বিজয় চঞ্চুর পুত্র ওহে মহামতি।
বিজয়ের সুত ঋষে রুরুক সুমতি।।
রুরুক হইতে হয় বাহুর জনম।
শুন শুন তারপর মৈত্রেয় সুজন।।
হৈহয় তালজঙ্ঘাদি বিদিত ভুবনে।
পরাজিত হয়ে বাহু তাদের সদনে।।
মহিষী সহিতে করে কাননে গমন।
বিষপান মহিষীরে করান তখন।।
গর্ভবতী সেইকালে আছিলেন রাণী।
স্তম্ভিত হইবে গর্ভ হেন অনুমানি।।
বিষপান মহিষীরে করান রাজন।
তাহে সপ্তবর্ষ শিশু গর্ভমধ্যে রন।।
বার্দ্ধক্যেতে তারপর বাহু নরপতি।
ঔর্ব্বের আশ্রমে গিয়া রহে মহামতি।।
তথায় আপন প্রাণ করেন বর্জ্জন।
পতির মরণে পত্নী হয়ে ক্ষুণ্ণমন।।
চিতাপরে পতিদেহ করিয়া স্থাপন।
অনুগমনেতে স্থির করেন তখন।।
তত্ত্বদর্শী ভগবান ঔর্ব্ব হেনকালে।
বহির্গত হয়ে কহে রাজার রাণীরে।।
শুন শুন ওগো বৎস আমার বচন।
তব গর্ভে আছে পুত্র অতুল বিক্রম।।
সে জন করিবে ভূমে অরাতি নিধন।
পরম যাজ্ঞিক হবে ওহে মহাত্মন।।
অখিল ধরার হতে একমাত্র পতি।
অতএব ক্ষান্ত হও শুন ওগো সতী।।
অনুমরণ নির্ব্বন্ধ কর পরিহার।
এত বলি মৌন হন ঋষি গুণাধার।।
সেইকালে শুনি রাণী এতেক বচন।
নির্ব্বন্ধ হইতে ক্ষান্ত হলেন তখন।।

তারপর ঔর্ব্ব ঋষি আপন আশ্রমে।
আনিলেন রমণীরে অতীব যতনে।।
বিষের প্রভাবে ক্রমে গর্ভস্থ সুমতি।
ক্রমে ক্রমে তেজঃপুঞ্জ হইলেন অতি।।
অবশেষে ভূমিতলে লভিল জনম।
যত ক্রিয়া ঔর্ব্ব ঋষি করিল সাধন।।
জাতকর্ম্ম আদি ক্রিয়া করিয়া যতনে।
রাখিল সগর নাম বিদিত ভুবনে।।
যথাকালে উপনীত হইলে সগর।
বেদশাস্ত্র দিল তারে ঔর্ব্ব ঋষিবর।।
ভার্গবাখ্য আগ্নেয়াস্ত্র দিলেন যতনে।
শিখিল সকল নীতি থাকিয়া আশ্রমে।।
একদা মাতারে শিশু করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন মাতা মম নিবেদন।।
কি হেতু রয়েছি মোরা বলহ এখানে।
আমার জনক যিনি তিনি কোন স্থানে।।
আত্মপরিচয় যদি জিজ্ঞাসে নন্দন।
ধীরে ধীরে রাজদারা কহিল তখন।।
আদ্যোপান্ত সব কথা বলিল তাহারে।
শুনি পুত্র প্রফুল্লিত আপন অন্তরে।।
প্রতিজ্ঞাপাশেতে বদ্ধ হইয়া তখন।
শত্রুগণে এক একে করে নিপীড়ন।।
হৈহয় যবন শক কাম্বোজাদি আর।
সবাকারে প্রপীড়িত করে গুণাধার।।
তখন বিপদ দেখি হৈহয়াদিগণ।
বশিষ্ঠ সকাশে আসি লভিল শরণ।।
সগরের কুলগুরু সেই ঋষিবর।
সে ঋষি আসিল ত্বরা সগর গোচর।।
সম্বোধিয়া কহিলেন শুনহ রাজন।
সবাকারে কেন বৃথা করহ পীড়ন।।
জীবন্মৃত হয়ে দেখ রয়েছে সকলে।
কিসের কারণে বধ করহ সমূলে।।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কারণ।
ধর্ম্মভ্রষ্ট তাহাদিগে করেছি সৃজন।।
দ্বিজসঙ্গ পরিত্যাগী করেছি সবারে।
তবে কেন বল বৎস কি কাজ সংহারে।।
সগর গুরুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।।
তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বেশ নিরূপণ।
করিয়া দিলেন সুখে ওহে তপোধন।।
তাঁর মতে তদবধি যবনের দল।
মুণ্ডিতমস্তক হৈল শুন মহাবল।।
মুণ্ডনবিহীন হৈল যত শকগণ।
পারদেরা লম্বকেশ ওহে মহাত্মন।।
অপক্রূরগণ সব হৈল শ্মশ্রুধারী।
অন্য ক্ষত্র রহে স্বাধ্যায়াদি পরিহরি।।
বষট্‌কার শূন্য হয় অন্য ক্ষত্রগণ।
স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইল সব জন।।
দ্বিজ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সকলে।
ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় জানিবেক ছলে।।
তারপর মহারাজ সগর নৃপতি।
আপনার অধিষ্ঠানে বসি দ্রুতগতি।।
পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া স্থাপন।
মহানন্দে কতকাল করেন বঞ্চন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত লহরী।
দ্বিজ কালী সেই ভক্তি হৃদিমাঝে ধরি।।
পুরাণাদি ছন্দে যাহা করিল রচন।
ভক্তিভাবে সাধুগণ করে অধ্যয়ন।।

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও রামচন্দ্রাদির উৎপত্তি

মৈত্রেরে কহিলেন মুনি পরাশর।
দুই পত্নী সগরের সবার গোচর।।
সুমতি একের নাম কশ্যপ-নন্দিনী।
বিদর্ভ-তনয়া হয় নামেতে কেশিনী।।
পুত্র হেতু দুই নারী হয়ে এক মন।
ঔর্ব্বের শুশ্রূষা করে ওহে তপোধন।।

মহাত্মা ঔর্ব্ব প্রীত হয়ে দোঁহা পরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে।।
শুন ওহে রাণীগণ আমার বচন।
মহাভক্তি তোমাদের করি দরশন।।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি অন্তরে।
উভয়ে লভিবে পুত্র মম দত্ত বরে।।
একের গর্ভেতে হবে এক বংশধর।
ষাইট হাজার পুত্র পাইবে অপর।।
যে বর লইতে বাঞ্ছা হইবে যাহার।
প্রকাশ করহ তাহা নিকটে আমার।।
ঔর্ব্বের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
একমাত্র পুত্র চাহে কেশিনী তখন।।
ষাইট হাজার পুত্র চাহিল সুমতি।
তথাস্তু বলিয়া বর দিল মহামতি।।
অনন্তর কতিপয় দিবস মাঝারে।
গর্ভের লক্ষণ দেখা দিল কলেবরে।।
যথাকালে এক পুত্র প্রসবে কেশিনী।
অসমঞ্জ তার নাম ওহে গুণমণি।।
ষাইট হাজার পুত্র সুমতির হৈল।
বিদিত সকলে ভূমে বলে মহাবল।।
অসমঞ্জ হতে জন্মে পুত্র অংশুমান।
অতি দুষ্ট অসমঞ্জ খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
তাহারে দুর্ব্বৃত্ত হেরি সগর রাজন।
মনে মনে করেছিল এরূপ চিন্তন।।
বয়োবৃদ্ধি হলে পুত্র সুশীল হইবে।
সে আশা নিস্ফল হইল অন্তরে জানিবে।।
বয়োবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে হইল যখন।
অসমঞ্জ সচ্চরিত্র না হইল তখন।।
তাহা হেরি তারে ত্যাগ করিল সগর।
কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণধর।।
সুমতির পুত্রগণ ষাইট হাজার।
তাহারাও হৈল ক্রমে অতি দুরাচার।।
ক্রমে ক্রমে ধরামাঝে সৎকর্ম্ম নিচয়।
তাহাদের দ্বারা বৎস অপধ্বস্ত হয়।।
তাহা হেরি দেবগণ বিষণ্ণ অন্তরে।
উপনীত হন আসি কপিল গোচরে।।
শ্রীবিষ্ণুর অংশভূত কপিল সুজন।
তাঁহারে প্রণমি কহে যত দেবগণ।।
শুন শুন ভগবন নিবেদি তোমারে।
জনম ধরেছ তুমি বিশ্বহিত তরে।।
বিশ্বের উৎপাতরাশি শান্তির কারণ।
তোমার হয়েছে প্রভু ভূতলে জনম।।
ষাইট হাজার পুত্র সগর রাজার।
ধরায় হয়েছে তারা অতি দুরাচার।।
ইহার উপায় প্রভু করহ বিধান।
নতুবা মোদের আর নাহি পরিত্রাণ।।
দেবতার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কপিল সম্বোধি কহে মধুর বচন।।
শুন শুন সুরগণ বচন আমার।
মন হতে চিন্তা ভয় কর পরিহার।।
সগরের যত দুরাচার পুত্রগণ।
কালমুখে অবিলম্বে হবে নিপাতন।।
এত বলি মিষ্ট ভাবে আশ্বাসি সবারে।
বিদায় দিলেন বৎস জানিবে অন্তরে।।
কিছুদিন মধ্যে পরে সগর রাজন।
করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন।।
যজ্ঞীয় তুরঙ্গ তাহে হইল হরণ।
পাতালপুরেতে অশ্ব করিল গমণ।।
তারপর মহারাজ সগর নৃপতি।
আদেশ করিল যত পুত্রগণ প্রতি।।
তাড়াতাড়ি যাহ সবে পুত্র অন্বেষণে।
পিতার আদেশ তারা শুনিয়া শ্রবণে।।
পৃথিবীর নানা স্থান করি পর্য্যটন।
বসুন্ধরা অবশেষে করিয়া হরণ।।
পাতালপুরেতে সবে প্রবেশ করিল।
তথা অশ্ব বিচরণ করিতে দেখিল।।
অদূরে কপিল দেব করে অবস্থান।
শারদীয় সূর্য্যসম অতি তেজীয়ান।।
এতেক ব্যাপার চক্ষে করি দরশন।
সগরের যত দুরাচার পুত্রগণ।।
"বধ বধ" বাক্য মুখে করি উচ্চারণ।
অশ্ব-অপহারী বলি করে অস্ত্র উত্তোলন।।

ধাবমান হইল সবে কপিল উপরে।
তাহা হেরি ভগবান কুপিত অন্তরে।।
সেই অগ্নিতেজে যত সগর নন্দন।
ভস্মীভূত হয়ে গেল শমন ভবন।।
এতেক সংবাদ পেয়ে সগর ভূপতি।
অংশুমানে পাঠালেন অতি দ্রুতগতি।।
পিতামহ আজ্ঞা ধরি নিজ শিরোপরে।
গেল চলি অংশুমান অশ্ব আনিবারে।।
পিতৃব্যেরা যেই পথ করিল খনন।
সেই পথে উপনীত কপিল সদন।।
বিস্তর করিল স্তব ভক্তিভরে তাঁরে।
কপিল সন্তুষ্ট হয়ে কহিল তাঁহারে।।
শুন শুন ওগো বৎস আমার বচন।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন।।
অভিমত বর লহ আমার গোচরে।
অশ্ব লয়ে যাও তুমি আপন আগারে।।
পরিণামে তব পৌত্র অতি মহাত্মন।
স্বর্গ হতে গঙ্গারে করিবে আনয়ন।।
কপিলের হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
অংশুমান কহিলেন বিনীত বচনে।।
শুন শুন ভগবন মম নিবেদন।
ব্রহ্ম-কোপানলে দগ্ধ মম পিতৃগণ।।
যাহাতে স্বর্গেতে যায় কর মহামতি।
হেন বর দেহ প্রভু করি গো মিনতি।।
শুনিয়া কপিল কহে শুন বাছাধন।
পূর্ব্বেতে উপায় আমি করেছি কীর্ত্তন।।
তব পৌত্র ধরাতলে আনিয়া গঙ্গারে।
তব পিতৃগণ তাহে যাইবেন তরে।।
তাহার তরঙ্গে তব যত পিতৃগণ।
উদ্ধার পাইয়া যাবে অমর ভুবন।।
অনায়াসে সুরধামে যাইবে সকলে।
গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে।।
বিষ্ণু-পদাঙ্গুষ্ঠ হতে পতিতপাবনী।
বহির্গত হয়েছেন শুন গুণমণি।।
তাঁহার মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন।
যাহা বলি শুন শুন ওহে বাছাধন।।

অভিসন্ধি করি স্নান কৈলে গঙ্গানীরে।
কেবল তাহাতে নাহি যায় সুরপুরে।।
যে কোন প্রকারে হোক কৈলে গঙ্গাস্নান।
স্বর্গলোকে যায় সেই শুন মতিমান।।
মৃতের কেশাদি অস্থি ভস্ম কিংবা আর।
গঙ্গাজলে পড়ে যদি ওহে গুণাধার।।
অনায়াসে স্বর্গলোকে করে সে গমন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য যত করিয়া শ্রবণ।
অংশুমান কপিলেরে করিয়া বন্দন।।
অশ্ব লয়ে উপনীত হন যজ্ঞস্থলে।
নিবেদন করে পিতামহের মহলে।।
অশ্ব দরশনে সেই সগর নৃপতি।
অতি তুষ্ট হইলেন শুন মহামতি।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ তিনি করি সমাপন।
অসমঞ্জ সুতে পুনঃ করি সম্বোধন।।
গ্রহণ করিল তারে হরিষ অন্তরে।
অপূর্ব্ব ঘটনা বলি শুন তার পরে।।
অংশুমান হতে হয় দিলীপ সুজন।
দিলীপের পুত্র ভগীরথ মহাত্মন।।
ভগীরথ স্বর্গ হতে আনেন গঙ্গারে।
গঙ্গা তাই ভাগীরথী নাম তবে ধরে।।
ভাগীরথী সুত হয় শ্রুত অভিধান।
শ্রুতের তনয় সেই নাভাগ ধীমান।।
অম্বরীষ নাভাগের জানিবে নন্দন।
তার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ ওহে তপোধন।।
অযুতায়ু জন্মে পরে সিন্ধুদ্বীপ হতে।
অযুতায়ু পান পরে ঋতুপর্ণ সুতে।।
ঋতুপর্ণ লভে পুত্র নাম সর্ব্বকাম।
সর্ব্বকাম হতে হয় সুদাস ধীমান।।
সুদাসের পুত্র হয় সৌদাস সুমতি।
সৌদাসের কথা পরে শুন মহামতি।।
প্রসিদ্ধ হয়েন তিনি মিত্রসহ নামে।
তাঁর কথা কহিতেছি শুন অবধানে।।
মৃগয়ার্থে একদিন সৌদাস রাজন।
গহন অটবীমধ্যে করেন ভ্রমণ।।

হেরিলেন দুই ব্যাঘ্র ভীষণ আকারে।
গহন কানন মধ্যে বিচরণ করে।।
আছিল যতেক মৃগ কানন মাঝার।
সেই দুই ব্যাঘ্র সবে করেছে সংহার।।
সৌদাস সে ব্যাঘ্রদ্বয়ে করি দরশন।
একবাণে এক ব্যাঘ্রের বধিল জীবন।।
সেই ব্যাঘ্র মৃত্যুকালে করাল বদন।
বিস্তার করিল ঘোর রাক্ষস যেমন।।
তখন দ্বিতীয় ব্যাঘ্র করি অহংকার।
রাজারে সম্বোধি কহে শুন দুরাচার।।
প্রতিফল দিব আমি অবশ্য তোমারে।
এত বলি তিরোহিত হয় সেইবারে।।
তারপর কিছুকাল হইলে যাপন।
সৌদাস মহৎ যজ্ঞ করে আয়োজন।।
আচার্য্য বশিষ্ঠ ঋষি যজ্ঞ অবসানে।
নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল আপন ভবনে।।
তখন বশিষ্ঠরূপ করিয়া ধারণ।
নৃপপাশে সে রাক্ষস করি আগমন।।
কহিল শুনহ নৃপ তুমি গুণাধার।
মাংস ভোজনেতে ইচ্ছা হয়েছে আমার।।
পক্ক মাংস তুমি মোরে করহ প্রদান।
এখনি তোমার পাশে আসিব ধীমান।।
এত বলি তথা হতে চলিল অমনি।
সূরবেশ ধরি পুনঃ আসিল তখনি।।
নরমাংস পাক করি রাজার সদন।
উপনীত হইল আসি পুলকিত মন।।
মাংস হেরি মহামতি সৌদাস নৃপতি।
স্বর্ণপাত্রে রাখে তাহা অতি দ্রুতগতি।।
বশিষ্ঠের আগমন করি বহুক্ষণ।
অপেক্ষা করিয়া রহে তখনি রাজন।।
মহর্ষি বশিষ্ঠ পরে সমাগত হলে।
সেই মাংস সমর্পণ করেন তাহলে।।
মাংস হেরি ঋষিবর করেন চিন্তন।
মোরে মাংস আনি দিল নৃপতি যখন।।
তখন তাহার সম নাহি দুরাচার।
যাহা হোক ভালরূপে করিব বিচার।।

কি জীবের মাংসে মোরে করিলে অর্পণ।
এত চিন্তা করি হন ধ্যানে নিমগন।।
ধ্যানযোগে দেখিলেন নরমাংস আনি।
আহার কারণে তাঁরে দিল নৃপমণি।।
হেরি তাহা ক্রোধে তাঁর কাঁপে কলেবর।
অভিশাপ দিয়া কহে শুন রে বর্ব্বর।।
আমারে অবজ্ঞা করি অভোজ্য দানিলে।
তাহার উচিত ফল ভুঞ্জ এর ফলে।।
রাক্ষস আকার তুমি করিয়া গ্রহণ।
মাংসভোজী হয়ে কর সময় যাপন।।
এইরূপ শাপ দিলে সৌদাস নৃপতি।
বিস্ময়ে নিমগ্ন হয়ে কহে দ্রুতগতি।।
কি হয়েছে কি হয়েছে ওহে তপোধন।
কিসের লাগিয়া রোষ কর অকারণ।।
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুনরায় ঋষিবর কহে একমনে।।
সকল বৃত্তান্ত তাহে জানিয়া তখন।
নৃপতিরে কৃপা করি কহেন বচন।।
আদ্যন্ত কালের জন্য আমি হে তোমারে।
নাহি দিনু অভিশাপ জানিবে অন্তরে।।
দ্বাদশ বরষ তুমি রাক্ষস হইয়ে।
অবস্থান কর নৃপ আপন হৃদয়ে।।
এত বলি তুষ্ণী ভাব করিলে গ্রহণ।
সৌদাস উদকাঞ্জলি করিয়া তখন।।
মুনিবরে অভিশাপ করিতে প্রদান।
সমুদ্যত হইলেন ওহে মতিমান।।
তাহা হেরি দময়ন্তী রাজার রমণী।
নিবারিয়া কহে তাঁরে শুন নৃপমণি।।
কুলগুরু কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ সুজন।
তাহারে কখনো শাপ না দিও রাজন।।
এত বলি রোষ শান্তি করিল পতিরে।
ক্রমে ক্রমে সুস্থির হন নৃপবরে।।
শষ্যাম্বুদ রক্ষণার্থে আকাশে ভূতলে।
সলিল অঞ্জলি নৃপ নাহি দিল ফেলে।।
তাহা দ্বারা স্বীয় পদ করিল সিঞ্চন।
তাহাতে ঘটিল যাহা শুনহ এখন।।

ক্রোধাশ্রিত জল দ্বারা তাঁর পদদ্বয়।
দগ্ধ হয়ে কল্মাষতা পায় মহোদয়।।
শ্রীকল্মাষপদ্ম নামে তদবধি তিনি।
বর্ণিত হলেন বিশ্বে ওহে গুণমণি।।
দ্বাদশ বরষ ধরি রাক্ষস আকারে।
সেই নৃপ সদা থাকি কানন মাঝারে।।
সংখ্যাহীন কত নর করিল ভোজন।
কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন।।
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে।
নরপতি একদিন নয়নে হেরিলে।।
ঋতুমতী ভার্য্যাসহ বিপ্র একজন।
আনন্দসলিলে ভাসি করিছে রমণ।।
তাহা দেখি সম্মুখীন হলে নরপতি।
ভয়েতে বিত্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ দম্পতি।।
রাক্ষসের ভীম মূর্ত্তি করি দরশন।
প্রাণপণে দুইজনে করে পলায়ন।।
নিশাচররূপী রাজা পশ্চাতে পশ্চাতে।
ধাবমান হয়ে যায় বিপ্রেরে ধরিতে।।
তখন ব্রাহ্মণী তাঁরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন তুমি হে রাজন।।
ইক্ষ্বাকু-কুলের শ্রেষ্ঠ তুমি নরপতি।
বশিষ্ঠের অভিশাপে এ হেন দুর্গতি।।
ঋষিশাপে ধরিয়াছ রাক্ষস আকার।
নারী ধর্ম্মসুখ নাহি অজ্ঞাত তোমার।।
এত বলি নানারূপ করি অনুনয়।
পতির জীবন ভিক্ষা ব্রাহ্মণী করয়।।
কিন্তু তাহে কোন ফল না হইল তাঁহার।
না শুনিল কোন কথা রাজা দুরাচার।।
পশু ধরি গ্রাস করে ব্যাঘ্রেরা যেমন।
নৃপ তথা দ্রুতগতি করিল গমন।।
ভক্ষণ করিল সেই বিপ্রের কুমারে।
ব্রাহ্মণী কুপিত হয়ে কহে সেইবারে।।
শোন রে দুরাত্মা আজি আমার বচন।
যেমন পতিরে তুই করিলি নিধন।।
পরিতৃপ্ত নাহি আমি আজিকে হইতে।
পতিরে বধিলি তুই আমার সাক্ষাতে।।

তুই দুষ্ট নারী ভোগ করিবি যখন।
তখনি জীবন তোর হবে অবসান।।
এত বলি অভিশাপ করিয়া প্রদান।
অগ্নিতে পশিয়া নারী ত্যজিল পরান।।
দ্বাদশ বরষ ক্রমে অতীত হইলে।
সৌদাসের শাপমুক্তি হয় সেই কালে।।
সম্ভোগবাসনা হৃদে জন্মিল তাঁহার।
পত্নীরে স্মরণ কৈল রাজা গুণাধার।।
ব্রাহ্মণীর শাপ কিন্তু হইল স্মরণ।
নারীভোগে ক্ষান্ত কাজে রহিল রাজন।।
বংশরক্ষা হেতু পরে ডাকি বশিষ্ঠেরে।
পুত্র উৎপাদন হেতু অনুরোধ করে।।
বশিষ্ঠ রাজার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাজপত্নী সহবাস করেন তখন।।
দ্বাদশ বরষ গর্ভ ধরিয়া মহিষী।
প্রসবিল এক পুত্র শুন মহাঋষি।।
অশ্ম দ্বারা আপনার আঘাতি উদর।
প্রসব করিল ধনী এক পুত্রবর।।
অশ্মাঘাতে সমুৎপন্ন এই সে কারণে।
অশ্মক নামেতে পুত্র বিদিত ভুবনে।।
অশ্মকের পুত্র জানি মূলক আখ্যান।
মূলকের কথা শুন ওহে মতিমান।।
পৃথিবী নিঃক্ষত্র হলে সেই নৃপমণি।
বিবস্ত্রা স্ত্রীগণে বেড়ি ওহে মহামুনি।।
তাহাদের রক্ষাক্রিয়া করিয়া সাধন।
স্ত্রীকবচ নামে হন বিদিত ভুবন।।
দশরথ নামে পুত্র মূলকের হয়।
ইলবিল তার পুত্র নামেতে নিশ্চয়।।
বিশ্বসহ পুত্র হয় ইলবীল হতে।
বিশ্বসহ পুত্র জানি দিলীপ মহীতে।।
দিলীপের নাম হয় খট্টাঙ্গ আখ্যান।
খট্টাঙ্গের বিবরণ শুন মতিমান।।
দেব সুরে যুদ্ধ পূর্ব্বে হয় যেই কালে।
দেবগণ আসি সেই খট্টাঙ্গ মহলে।।
সাহায্য চাহিলে তাহা পালে নরপতি।
যাহে দেবগণ তুষ্ট হয়েছিল অতি।।

তখন খট্টাঙ্গ কহে শুন দেবগণ।
মম প্রতি তুষ্ট যদি হয়েছ এখন।।
মম পরামায়ু তবে কর নিরূপণ।
এত শুনি দেবগণ কহিল তখন।।
শুন শুন মহারাজ বলি হে তোমারে।
মুহূর্ত্ত জীবিত তুমি থাকিবে সংসারে।।
দেবতার হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিমানেতে নরপতি করি আরোহণ।।
ত্বরা করি নরপতি আসিয়া ভূতলে।
কহিলেন হেন বাক্য অতি উচ্চ বলে।।
"মম আত্মা যাহা আছে দেহের ভিতর।
বিপ্রাপেক্ষা যদি তা না হয় প্রিয়তর।।
করে নাহি থাকি যদি অধর্ম্মানুষ্ঠান।
দেব প্রতি যদি আমি হই ভক্তিমান।।
দেব নর পশু পক্ষী ইত্যাদি জীবেরে।
আমি যদি দেখে থাকি সমান প্রকারে।।
তাহা হলে আমি যেন চলিত না হয়ে।
পরম পুরুষে পাই সানন্দ হৃদয়ে।।"
এত বলি ইহলোক করি সম্বরণ।
পরাত্মাতে লীন হন নৃপতি তখন।।
পূর্ব্বে সপ্ত ঋষি ইহা করেছে কীর্ত্তন।
মুহূর্ত্ত জীবিত থাকি খট্টাঙ্গ রাজন।।
স্বর্গ হতে ধরাতলে আসিয়া অচিরে।
দানাদি করিয়া দান প্রফুল্ল অন্তরে।।
ত্রিলোককে পরিতৃপ্ত করেছিল তিনি।
তাঁর তুল্য কভু কোথা নাহি নৃপমণি।।
ঋষিদেব এই কথা অখিল ভুবনে।
প্রসিদ্ধ হইয়া আছে জানিবেক মনে।।
খট্টাঙ্গ হইতে রঘু লভেন জনম।
রঘুর তনয় আজ বিদিত ভুবন।।
অজপুত্র দশরথ জানেন সংসারে।
তারপর কি হইল বলি হে তোমারে।।
ভূভার হরিতে প্রভু বিষ্ণু ভগবান।
অংশ চতুষ্টয়ে আসে এই মর্ত্তধাম।।
দশরথ ঔরসেতে লভেন জনম।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি জানে সর্ব্বজন।।
বাল্যকালে সেই রাম বিশ্বামিত্র সনে।
যজ্ঞরক্ষা হেতু যান তাঁহার আশ্রমে।।
তাড়কা রাক্ষসী তথা করিত বসতি।
তাহারে করেন বধ রাম রঘুপতি।।
তাঁহার প্রক্ষিপ্ত শরে ঋষি যজ্ঞস্থলে।
নিশাচর মারীচেরে দূর দেশে ফেলে।।
সুবাহু প্রভৃতি করি রাক্ষসে তখন।
নিজ শরে অবহেলে করেন নিধন।।
গৌতমের ভার্য্যা ছিল অহল্যা সুন্দরী।
পাপহীনা হৈল সেই রামচন্দ্রে হেরি।।
শাপে মুক্ত হন তিনি জানে সর্ব্বজনে।
জনকের গৃহে যান শ্রীরাম তখনে।।
হরধনু ভঙ্গ করি জনক আগারে।
রঘুপতি লভিলেন জানকী দেবীরে।।
বিবাহ করিয়া যবে করে আগমন।
ভৃগুরাজ সহ দেখা পথেতে তখন।।
সে হয় কুলের কেতু শ্রীপরশুরাম।
তার দর্প চূর্ণ করে শ্রীগতি শ্রীরাম।।
রাজ্য করিয়া তুচ্ছ সেই রঘুপতি।
পালিবারে পিতৃসত্য বনে করে গতি।।
ভার্য্যা আর ভ্রাতা সহ যাইয়া কাননে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রহে বিদিত ভুবনে।।
কাননে সীতারে হরে রাক্ষস রাবণ।
তাহে ক্রুদ্ধ হন রাম ওহে তপোধন।।
বিরাধ দূষণ আদি বিবিধ রাক্ষসে।
করিলেন নিপাতিত থাকি বনবাসে।।
তারপর বালিরাজে করিয়া নিধন।
বানর সাহায্যে করে সাগর বন্ধন।।
উপনীত হয়ে পরে শ্রীলঙ্কা নগরে।
ধ্বংস করি রক্ষকুল সীতারে উদ্ধারে।।
তারপর সীতা আসি রামের সদন।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ওহে তপোধন।।
শুদ্ধ চরিত্রের করে পরীক্ষা প্রদান।
আসিলেন অযোধ্যাতে রাম মতিমান।।
অন্যদিকে তিন কোটি গন্ধর্ব্বের প্রাণ।
ভরত সংহার করে জানিবে ধীমান।।

শত্রুঘ্ন ও মধুপুত্র লবণেরে মারি।
তথায় স্থাপন করে মথুরা নগরী।।
এইরূপে চারি ভ্রাতা হইয়া মিলিত।
ধরাতলে মানবের করিবারে হিত।।
দুষ্টের জীবন ধন করিয়া সংহার।
পরিশেষে যান স্বর্গে ওহে গুণাধার।।
যখন স্বর্গেতে রাম করে আরোহণ।
যারা ছিল অনুরাগী তাঁহাতে তখন।।
তাহারাও মহাসুখে গেল সুরপুরে।
কহিনু তোমার পাশে জানিবে অন্তরে।।
রামের তনয় দুই কুশ লব নামে।
লক্ষ্মণের দুই পুত্র বিদিত সংসারে।।
ভরতের দুই পুত্র তার্ক্ষ্য ও পুস্কর।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র অতি গুণধর।।
সুবাহু একের নাম শূরসেন পরে।
কহিনু তোমার পাশে জানিবে অন্তরে।।
কুশের তনয় হয় অতিথি আখ্যান।
অতিথির এক পুত্র নিষধ ধীমান।।
নিষধের পুত্র নল জানে সর্ব্বজন।
নলপুত্র নভ নৃপ ওহে তপোধন।।
পুণ্ডরীক নভপুত্র জানে সর্ব্ব নরে।
পুণ্ডরীক ক্ষেমধন্যা পুত্র লাভ করে।।
দেবানীক তার পুত্র জানে সর্ব্বজন।
অহীনগু তারপর লভেন জনম।।
অহীনগু হতে রুরু জনমে ভূতলে।
রুরু হতে পারিপাত্র নিজ জন্ম ধরে।।
পারিপাত্র হতে শিল লভয়ে জনম।
শিল হতে উক্থ জন্মে ওহে তপোধন।।
উন্নাভ উক্থের পুত্র খ্যাত বসুমতী।
উন্নাভের পুত্র বজ্রনাভ মহামতি।।
বজ্রনাভ হতে জন্মে শঙ্খনাভ পরে।
ব্যুষিতাশ্ব জন্ম লভে ভূমে তারপরে।।
ব্যুষিতাশ্ব বিশ্বসহে করে উৎপাদন।
বিশ্বসহ লাভ করে একটি নন্দন।।
শ্রীহিরণ্যনাভ হয় তাহার আখ্যান।
হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য মতিমান।।

যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিপাশে করিয়া গমন।
যোগ শিক্ষা করে পুষ্য ওহে তপোধন।।
পুষ্য হতে ধ্রুবসন্ধি জনমিল পরে।
ধ্রুবসন্ধি সুদর্শনে পুত্রলাভ করে।।
সুদর্শন অগ্নিবর্ণে করে উৎপাদন।
অগ্নিবর্ণ হতে হয় শীঘ্রের জনম।।
শীঘ্রের তনয় মরু বিদিত ভুবনে।
অদ্যাপি সে মরু আছে কহি তব স্থানে।।
কলাপ গ্রামেতে মরু করি অবস্থান।
যোগ অবলম্বি আছে ওহে মতিমান।।
আগামী যুগেতে হবে যত ক্ষত্রগণ।
প্রবর্ত্তিতা হবে মরু জানিবে তখন।।
মরুর আছিল পুত্র পশুশ্রুত নাম।
পশুশ্রুত-সুত হন আত্মজ আখ্যান।।
আত্মজের পুত্র হয় অশ্বসন্ধি নাম।
অশ্বসন্ধি হতে জন্মে অমর্ষ ধীমান।।
সহস্রাংশু তামর্ষের জানিবে নন্দন।
বিশ্রুতবাণ তারপর লভেন জনম।।
বিশ্রুতবানের পুত্র বৃহদ্বল হয়।
তারপর শুন বলি ওহে সদাশয়।।
ভারত-সংগ্রাম পরে হয় যেই কালে।
সে ভীম সংগ্রামেতে মরে বৃহদ্বলে।।
মহাবল অভিমন্যু অর্জ্জুনকুমার।
বৃহদ্বল নৃপবরে করেন সংহার।।
ইক্ষ্বাকুবংশের যত ছিল রাজগণ।
তাদের বিষয় আজি করিনু কীর্ত্তন।।
তাঁদের চরিত্র শুনে যেই মহামতি।
অখিল পাতকে পায় সেজন নিষ্কৃতি।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী হরিষ অন্তর।।

নিমি রাজার-যজ্ঞ বিবরণ, সীতার উৎপত্তি ও কুশধ্বজ-বংশ-কথা

কহিলেন পরাশর মৈত্রেয় সুজন।
ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি বিদিত ভুবন।।
কোন কালে নিমি রাজা একান্ত অন্তরে।
সহস্র বরষব্যাপী যজ্ঞক্রিয়া করে।।
বশিষ্ঠেরে হোতৃকর্ম্মে করিলে বরণ।
বশিষ্ঠ রাজারে কহে শুনহ রাজন।।
ত্রিলোক-ঈশ্বর ইন্দ্র মহামতিমান।
করেছেন এক মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান।।
পঞ্চশত বর্ষব্যাপী সেই যজ্ঞ হয়।
বরণ করেছে মোরে তাহে মহোদয়।।
তাঁহার বচনে আমি করেছি স্বীকার।
অতএব অগ্রে তথা হব আগুসার।।
তাঁহার যজ্ঞের কর্ম্ম করি সমাপন।
তোমার ঋত্বিক কার্য্য করিব সাধন।।
এইরূপে মহাঋষি কহিলে রাজারে।
উত্তর না দিয়া রাজা মৌনভাব ধরে।।
এদিকে বশিষ্ঠ গিয়া ইন্দ্রের সদন।
তাঁহার যতেক যজ্ঞ করিল সাধন।।
নিমিরাজা গৌতমাদি ঋষিগণ সনে।
স্বীয় যজ্ঞ নির্ব্বাহিত করিল বিধানে।।
মহেন্দ্রের যজ্ঞক্রিয়া হলে সমাপন।
মহর্ষি বশিষ্ঠ আসি নিমির সদন।।
হেরিলেন গৌতমের কর্ত্তৃত্ব তথায়।
দেখিয়া রোষেতে কাঁপে তাপসের কায়।।
অভিশাপ দিয়া কহে রাজারে তখন।
গৌতমের প্রতি ভার করেছ অর্পণ।।
অতএব দেহত্যাগী হবে হে অচিরে।
হেনমতে শাপ ঋষি দিলেন রাজারে।।
নৃপতিরে শাপ দেন মহর্ষি যখন।
নিদ্রায় আচ্ছন্ন রাজা ছিলেন তখন।।
ক্ষণপরে গাত্রোত্থান করি নরপতি।
হইলেন মনে মনে রোষমতি অতি।।
ঋষির উদ্দেশ্যে শাপ করেন প্রদান।
দুষ্ট গুরু শাপ মোরে করিয়াছে দান।।
অবিলম্বে হবে তার শরীর পতন।
এত বলি শাপ দিল ঋষিরে রাজন।।
দেখিতে দেখিতে রাজা ত্যজিল জীবন।
তারপর শুন শুন অপূর্ব্ব ঘটন।।
বশিষ্ঠের তেজ যত যাইয়া অচিরে।
প্রবেশ করিল মিত্রাবরুণ শরীরে।।
অকস্মাৎ উর্ব্বশীরে করি দরশন।
মিত্রাবরুণের তেজ হইল স্খালন।।
তাহা দ্বারা মুনিবর পায় দেহান্তর।
এদিকে রাজার সেই মৃত কলেবর।।
তৈলগন্ধ আদি দ্বারা সংস্কৃত হইয়ে।
রহে সদ্যোমৃত সম জানিবে হৃদয়ে।।
ক্লেদাদিবিহীন হয়ে হয় মনোহর।
শুন শুন গুণমণি বলি তারপর।।
যেই কালে নিমিযজ্ঞ হয় সমাপন।
যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আসে দেবগণ।।
তাঁহাদিগে ঋত্বিকেরা করি দরশন।
কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ।।
বর দেহ ভূপালেরে করিয়া করুণা।
তোমাদের পাশে এই মোদের কামনা।।
এইরূপ দেবগণ করিয়া শ্রবণ।
নিমির চৈতন্য ক্রমে করেন সাধন।।
তখন নৃপতি কহে সম্বোধন করি।
নমো নমঃ দেবগণ চরণ উপরি।।
সংসারের দুঃখ যত ওহে দেবগণ।
তোমরা সমূলে সব করহ নিধন।।
দেহ হতে পরমাত্মার বিয়োগামী হয়।
তাহা হতে দুঃখ আর নাহিক নিশ্চয়।।
অতএব যাহে দেহ পাই পুনর্ব্বার।
এইরূপ বর দাও বাসনা আমার।।
নৃপতির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে যত দেবগণ।।
সকল ভূতের নেত্রে তাহার বসতি।
নিরূপণ করি দিলে ওহে মহামতি।।
সে হতে জীবের নেত্রে উন্মেষ নিমেষ।
লক্ষিত হইয়া থাকে কহিনু বিশেষ।।

শুন শুন তারপর মৈত্রেয় সুজন।
অপুত্রক হয়ে মরে নিমি মহাত্মন।।
অরাজক হবে রাজ্য এই আশঙ্কায়।
মিলিত হইয়া যত ঋষি সমুদয়।।
অরণিকাষ্ঠেতে করি নৃপ-কলেবর।
মথিতে আরম্ভ কৈল ওহে গুণধর।।
কিছুকাল হেনমতে মথিতে মথিতে।
এক পুত্র জনমিল নৃপদেহ হতে।।
কেবল জনক হতে জনম তাঁহার।
এ হেতু জনক নাম ধরিল কুমার।।
বিদেহ হয়েছে পিতা ঋষির শাপেতে।।
পুত্র তাই খ্যাত হইল বৈদেহ নামেতে।।
অরণিমন্থন দ্বারা হয়েছে জনম।
সেই হেতু নিমি নাম করিল ধারণ।।
উদাবসু নামে পুত্র জনকের হয়।
শ্রীনন্দিবর্দ্ধন উদাবসুর তনয়।।
নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র কেতু মহামতি।
দেবরাত কেতুপুত্র ধর্ম্মশীল অতি।।
বৃহদ্রথ নামে পুত্র দেবরাত পায়।
বৃহদ্রথ-সুত মহাবীর্য্য মহাকায়।।
মহাবীর্য্য হতে জন্মে সুধৃতি নন্দন।
সুধৃতির পুত্র ধৃষ্টকেতু মহাত্মন।।
ধৃষ্টকেতু হতে পরে হর্য্যশ্ব জনমে।
হর্য্যশ্বের পুত্র মরু বিদিত ভুবনে।।
শ্রীপ্রতিবন্ধক হয় মরুর তনয়।
প্রতিবন্ধকের পুত্র কৃতিরথ হয়।।
কৃতিরথ হতে দেবমীঢ়ের জনম।
দেবীমীঢ় পান পরে বিবুধ নন্দন।।
বিবুধের পুত্র হয় মহাধৃতি নাম।
কৃতিরাত তার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
কৃতিরাত হতে মহারোমের জনম।
মহারোমা হতে এক জনমে নন্দন।।
শ্রীসুবর্ণরোমা হয় তাহার আখ্যান।
তার পুত্র হ্রস্বরোমা খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
হ্রস্বরোমা হতে শীরধ্বজের জনম।
শীরধ্বজ বিবরণ করহ শ্রবণ।।

যজ্ঞভূমি করষণ করে নৃপরায়।
তাহার কারণ মাত্র পুত্র কামনায়।।
তাহে লাঙ্গলের ফলা লাগিলে ভূমেতে।
সীতা নামে এক কন্যা উঠে আচম্বিতে।।
সাকশ্য রাজ্যের রাজা কুশধ্বজ রায়।
শীরধ্বজ ভ্রাতা তিনি কহিনু তোমায়।।
তাঁহার পুত্রের নাম হয় ভানুমান।
শতদ্যুম্ন তার পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
শতদ্যুম্ন পুত্র শুচি ওহে মহাত্মন।
শুচিপুত্র ঊর্দ্ধবাহু বিদিত ভুবন।।
ঊর্দ্ধবাহু ভরদ্বাজে করে উৎপাদন।
ভরদ্বাজ দিয়াছেন কুনিরে জনম।।
কুনির তনয় হয় নামেতে অঞ্জন।
কৃতজিৎ তার পুত্র জানে সর্ব্বজন।।
অরিষ্টনেমির পুত্র পায় কৃতজিৎ।
অরিষ্টনেমির পুত্র শ্রতায়ু নিশ্চিত।।
সুপার্শ্ব তাহার পুত্র বিদিত সংসারে।
সঞ্জয় সুপার্শ্বসুত কহিনু তোমারে।।
ক্ষেমাবীরে জন্ম দেয় জানিবে সঞ্জয়।
অনেনা ক্ষেমাবিপুত্র আছে পরিচয়।।
অনেনার পুত্র মীনরথ মহামতি।
মীনরথ পায় সুত নামে সত্যরথি।।
সত্যরথি উপগুপ্তে করে উৎপাদন।
উপগুপ্ত পায় পুত্র ওহে তপোধন।
উপগুপ্ত শাশ্বতেরেকরে উৎপাদন।।
সুবর্চ্চা শাশ্বতসুত জানে সর্ব্বজন।।
সুবর্চ্চার পুত্র হয় সুভাষ আখ্যান।
শ্রুতকে জনম দেয় সুভাষ ধীমান।।
শ্রুতের জনমে পুত্র নাম তার জয়।
জয়ের তনয় জন্মে নামেতে বিজয়।।
বিজয়ের পুত্র ঋত ওহে মহামতি।
সুনয় ঋতের সুত খ্যাত বসুমতী।।
সুনয়ের পুত্র হয় বীতহব্য নাম।
সঞ্জয় তাহার পুত্র খ্যাত সর্ব্ব স্থান।।
ক্ষেমাশ্ব তাহার পুত্র বিদিত ভুবন।
ক্ষেমাশ্ব ধৃতিরে পরে করে উৎপাদন।।

বহুলাশ্ব ধৃতি-সুত জানিবে অন্তরে।
বহুলাশ্ব জন্ম পরে দিলেন কৃতিরে।।
কৃতিতে জনক বংশ আছে অবস্থিত।
কহিনু জনকবংশ করি বিস্তারিত।।
তারপর তাহাদের বংশেতে আবার।
জন্মিবেক আত্মদর্শী মহীপাল আর।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
দ্বিজ কালী কহে রাখ কৃষ্ণপদে মতি।।

চন্দ্রবংশ, তারাহরণ বার্ত্তা ও অগ্নিত্রয়োৎপত্তি

মৈত্রেয় বলেন শুন ওহে মহাত্মন।
প্রকাশ করিলে সূর্য্যবংশ বিবরণ।।
চন্দ্রবংশ শুনিবারে হতেছে বাসনা।
প্রকাশ করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
চন্দ্রবংশ নৃপগণ বিদিত ভুবন।
অদ্যাপি আছয়ে তার যে সকল জন।।
তাহাদের বিবরণ শুনিব শ্রবণে।
প্রকাশ করহ এবে কৃপা বিতরণে।।
শুনি কহে পরাশর শুন মহামতি।
বর্ণনা করিব সেই অপূর্ব্ব ভারতী।।
প্রসিদ্ধ চন্দ্রের বংশে নহুষ যযাতি।
কার্ত্তবীর্য্য-আদি করি যত নরপতি।।
জনম ধরিয়াছিল ওহে মহাত্মন।
তোমার নিকট তাহা করিব কীর্ত্তন।।
বিষ্ণুনাভি পদ্ম হতে ব্রহ্মা ভগবান।
প্রথমে জনম লয় শুন মতিমান।।
তারপর ব্রহ্মা হতে অত্রির জনম।
অত্রি হতে চন্দ্র পরে হয় উৎপাদন।।
এইরূপে চন্দ্রদেব জনম লভিলে।
ঔষধি ঈশ্বর ব্রহ্মা তাঁহারে করিলে।।
নক্ষত্রের পতি আর দ্বিজ অধীশ্বর।
ব্রহ্মা তারে করিলেন ওহে ঋষিবর।।
এইরূপে আধিপত্য করিয়া গ্রহণ।
চন্দ্রদেব রাজসূয় করেন তখন।।
ঐশ্বর্য্যমদেতে মত্ত হয়ে যজ্ঞশেষে।
গুরুপত্নী তারা হরি আনেন হরিষে।।
বৃহস্পতি ব্রহ্মা আর অন্য দেবগণ।
ঋষিগণ সহ আসি চন্দ্রের সদন।।
বিস্তর মিনতি সবে করিলেন তাঁরে।
তবু নাহি প্রত্যর্পণ করিল তাহারে।।
তারপর শুক্র আর রুদ্র ভগবান।
বৃহস্পতি পক্ষ হয়ে ওহে মতিমান।।
সাহায্য করিতে হইল উদ্যত তখন।
শুক্র সহ আসে কত দৈত্য অগণন।।
জম্ভ কুজম্ভাদি করি তাহাতে প্রধান।
তাহা হেরি মহামনা চন্দ্র মতিমান।।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে কুপিত অন্তরে।
যুদ্ধহেতু উন্মত্ত কহিনু তোমারে।।
দুই দলে যুদ্ধ ক্রমে বাধে ঘোরতর।
জগৎ হইল ক্ষুব্ধ তাহে নিরন্তর।।
তাহা হেরি ভয়ে যত বিশ্ববাসীগণ।
ব্রহ্মার নিকট গিয়া লভিল শরণ।।
পদ্মযোনি যুদ্ধ হতে নিবারি সবারে।
পত্নীদান করে পুনঃ দেব গুরুবরে।।
সেই কালে তারাদেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিল।
তাহা দেখি বৃহস্পতি সম্বোধি কহিল।।
শুন ওহে প্রিয়তমে আমার বচন।
কেন কর পরপুত্র উদরে ধারণ।।
ইহা কভু সমুচিত নহেব তোমার।
অবিলম্বে গর্ভ তুমি কর পরিহার।।
পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভর্ত্তার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।।
ঈষিকাস্তম্বেতে গর্ভ কৈল পরিহার।
তারপর জনমিল তাহাতে কুমার।।
ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই অপূর্ব্ব নন্দন।
স্বীয়তেজে দেবতেজ করে আবরণ।।

বালকের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে।
দেবতারা উপনীত তাহার সদনে।।
তারারে সম্বোধি কহে শুন গো কল্যাণী।
কাহার ঔরসজাত পুত্র গুণমণি।।
গুরুর ঔরসে কিংবা চন্দ্রের ঔরসে।
জন্মিয়াছে এই পুত্র কহ সবা পাশে।।
সন্দেহ মোদের মনে হতেছে এখন।
প্রকাশ করহ হোক সন্দেহ ভঞ্জন।।
এত শুনি গুরুদারা তারা গুণবতী।
মৌন ভাবে অধোমুখে রহে লজ্জাবতী।।
বারংবার জিজ্ঞাসিল যত দেবগণ।
তবু মৌন ভাবে সতী রহিল তখন।।
তাহা হেরি নব শিশু জননী উপরে।
শাপ দিতে সমুদ্যত হয় তার পরে।।
কহিলেন দুষ্টে তুমি আমার জননী।
আমার পিতার নাম বল দেখি শুনি।।
মম পিতৃনাম কেন না কর কীর্ত্তন।
কি কাজ অলীক লজ্জা করিয়া ধারণ।।
তব অপরাধে আমি নারীজাতি পরে।
অদ্য হতে অভিশাপ দানিনু সবারে।।
অদ্য হতে কোন নারী কভু কদাচন।
গোপন রাখিতে কিছু না হবে সক্ষম।।
এত যদি মহারোষে বলিল কুমার।
নিবারণ করে তারে ব্রহ্মা গুণাধার।।
তাহারে সম্বোধি পরে কহে পদ্মাসন।
শুন শুন সতী তুমি আমার বচন।।
বালকেরে পিতৃনাম বল ত্বরা করি।
তাহা শুনি লজ্জাবশে জড়িতা সুন্দরী।।
ধীরে ধীরে কহে পরে ওহে ভগবন্।
চন্দ্র হতে এই পুত্র লভেছে জনম।।
তাহার মুখেতে শুনি এতেক কাহিনী।
আনন্দে অধীর হন দেব নিশামণি।।
তখন শিশুরে তিনি করি আলিঙ্গন।
বুধ নাম তার পরে করিল অর্পণ।।
সেই বুধ হতে পরে ইলার উদরে।
পুরুরবা জন্ম লয় বলেছি সবারে।।

পুরুরবা যজ্ঞশীল বদান্য তেজস্বী।
রূপবান সত্যবাদী অতীব যশস্বী।।
মিত্রাবরুণের শাপে সেই সে রাজন।
পৃথিবীর আধিপত্য করেন গ্রহণ।।
যেই কালে ধরাতলে আসে নরপতি।
নজরে পড়িল তাঁর উর্ব্বশী যুবতী।।
একান্ত বিচল তাহে হৈল তার মন।
উর্ব্বশীর হৃদে দহে মদন দোহন।।
স্বর্গসুখ পরিহার করি রূপবতী।
উপনীত নৃপপাশে অতি দ্রুতগতি।।
হাস্য-বিলাসাদি তার করি দরশন।
অতি অনুরাগী নৃপ হলেন তখন।।
দোঁহাকারে প্রেমপাশে আবদ্ধ হইল।
আনভাবে কোনদিকে দৃষ্টি না রহিল।।
অন্য কাজে মন নাহি রহিল দোঁহার।
করিতে লাগিল দোঁহে সুখেতে বিহার।।
দোঁহে দোঁহাকার মুখ করি দরশন।
দিবানিশি মনসুখে করয়ে যাপন।।
একদিন উর্ব্বশীরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন।।
একান্ত আসক্ত আমি হয়েছি তোমায়।
তোমার অন্তর কিন্তু বলা নাহি যায়।।
যাহা হোক্ এবে মম হয়েছে মনন।
তোমারে বিবাহ করি জুড়াব জীবন।।
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমার উপরে।
পূর্ণ কর অভিলাষ কৃপাদৃষ্টি করে।।
এত বলি লজ্জাবশে মানব-রাজন।
মৌনাবলম্বন করি হেঁটমুখে রন।।
তখন তাঁহারে কহে উর্ব্বশী সুন্দরী।
শুনহ আমার বাক্য ওহে শত্রু অরি।।
আমার নিয়ম যদি করহ পালন।
তাহলে তোমারে পারি করিতে বরণ।।
এত শুনি রাজা কহে শুন প্রিয়তমে।
তোমার নিয়ম কিবা বলহ এক্ষণে।।
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া তখন।
উর্ব্বশী সুন্দরী কহে শুনহ রাজন।।

পুত্রের স্বরূপ মম এই মেষদ্বয়।
শয্যার পাশেতে রবে ওহে মহোদয়।।
কেহ যদি তাহাদিগে করয়ে হরণ।
অথবা তোমারে করি নগ্ন দরশন।।
সেকালে তোমারে আমি করি পরিহার।
অমনি চলিয়া যাব শুন গুণাধার।।
এত বলি রূপবতী মানব রাজনে।
নিয়মে আবদ্ধ করি রাখিল যতনে।।
উর্ব্বশীরে বিভা করি নৃপতি তখন।
অলকাপুরীতে গিয়া করেন ভ্রমণ।।
চৈত্ররথ আদি করি নানা স্থানে স্থানে।
বিহার করেন দোঁহে মাতিয়া মদনে।।
কমলিনীদলযুত মানসে কখন।
প্রেমভরে দুইজনে করেন ভ্রমণ।।
কভু গিয়া দুইজনে সরস্বতী তীরে।
বিহার করেন সুখে ভাসি প্রেমনীরে।।
ষাইট বর্ষগত এইরূপে হয়।
অনুরাগবতী ধনী নৃপপ্রতি রয়।।
সুরলোকে বসতির বাঞ্ছা নাহি করি।
রাজসনে সুখে রহে দিবা বিভাবরী।।
এরূপে উর্ব্বশী রহে অবনীমণ্ডলে।
এদিকে অপ্সরা সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি করে।।
সুরলোকে তারা সবে করে অবস্থান।
প্রীতির ব্যাঘাত দেখে ওহে মতিমান।।
বিশ্বাবসু নামে ছিল গন্ধর্ব্ব সুমতি।
সেই জন উর্ব্বশীর জানে নিয়মাদি।।
একদিন রাত্রিকালে শয্যাপার্শ্ব হতে।
এক মেষ অপহরি নিল আচম্বিতে।।
যখন হরিয়া মেষ করয়ে গমন।
উর্ব্বশী তাহার শব্দ শুনিল তখন।।
তখন করুণ স্বরে করে হায় হায়।
অনাথার পুত্রে বুঝি হরি লয়ে যায়।।
কেবা মম পুত্র ধন করিল হরণ।
হায় হায় কারে আমি লইব শরণ।।
এত বলি রূপবতী করয়ে রোদন।
তাহার বিলাপ শুনি নৃপতি তখন।।

মনে মনে চিন্তা করে আপন অন্তরে।
পাছে দেবী নগ্ন এবে হেরেন আমারে।।
এত ভাবি তার পাশে না করে গমন।
সহসা গন্ধর্ব্ব এক করি আগমন।।
অপর মেষেরে হরি লইয়া চলিল।
উর্ব্বশী পুনশ্চ শব্দ শুনিতে পাইল।।
হায় হায় করি সতী করয়ে রোদন।
রোষভরে এই কথা করে উচ্চারণ।।
কাপুরুষ জনে আমি করেছি আশ্রয়।
কার সাধ্য নইলে মম পুত্রে হরি লয়।।
এত ভাবি উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।
মহাক্রোধে নরপতি উঠিয়া তখন।।
মনে মনে ভাবে এই রাক্ষসী নিশিতে।
কভু না পারিবে দেবী আমারে দেখিতে।।
এত ভাবি দণ্ড পরে করিয়া গ্রহণ।
বলিলেন উচ্চরবে ওরে দুষ্টজন।।
এখনি করিব তোর জীবন সংহার।
এত বলি পাছু পাছু চলে গুণাধার।।
সেই কালে গন্ধর্ব্বেরা আকাশমণ্ডলে।
বিদ্যুৎ প্রকাশ করে জানিবেক ভালে।।
আলোকে রাজারে ধনী দেখি দিগম্বর।
পূর্ব্বের নিয়ম স্মরি হৃদয় ভিতর।।
অমনি সে স্থান ত্যজি করিল পয়ান।
গন্ধর্ব্বের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় মতিমান।।
উপনীত সবে আসি অমর নগরে।
ফেলি দিল মেষদ্বয় অবনীমণ্ডলে।।
পুরুরবা মেষদ্বয় করিয়া গ্রহণ।
পুলকে শয়নগৃহে উপনীত হন।।
কিন্তু আর তথা নাহি দেখি উর্ব্বশীরে।
ব্যাকুল হইয়া রহে কাতর অন্তরে।।
পরিধেয় বসনাদি করিয়া ধারণ।
পাগলের বেশে তিনি করেন ভ্রমণ।।
পরিশেষে কুরুক্ষেত্রে পদ্ম সরোবরে।
উপনীত হয়ে নৃপ স্বচক্ষেতে হেরে।।
সখীত্রয় সহ সেই উর্ব্বশী সুন্দরী।
ভ্রমণ করিছে তথা দিক আলো করি।।

উন্মত্ত নৃপতি তারে করি দরশন।
দ্রুতগতি সম্বোধিয়া কহিল তখন।।
শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
কৃপায় প্রতীক্ষা তুমি কিছুকাল কর।।
উর্ব্বশী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপোত্তম।।
বিবেকবিহীন হয়ে তুমি নরপতি।
কেন হেন বাক্য এবে কহ মম প্রতি।।
সসত্ত্বা হয়েছি আমি জানিবে এক্ষণে।
উদরে আছয়ে পুত্র কহি তব স্থানে।।
তোমার ঔরসে গর্ভ হয়েছে আমার।
উদর ভিতরে মম রয়েছে কুমার।।
এক বর্ষ পরে তুমি ওহে নরোত্তম।
পুনরায় এই স্থানে কর আগমন।।
এক রাত্রি আপনার রব সহবাসে।
এত শুনি রাজা গেল আপনার দেশে।।
নৃপতি আপন রাজ্যে করিলে গমন।
সঙ্গিনীগণেরে কহে উর্ব্বশী তখন।।
শুন শুন সখীগণ বচন আমার।
পরম সুন্দর ঐ নৃপ গুণাধার।।
অনুরাগী হয়ে আমি তাহার উপরে।
বাহিত করিনু কাল হরিষ অন্তরে।।
এতেক শুনিয়া যত অপ্সরীর গণ।
বলে আহা কিবা রূপ করিনু দর্শন।।
বাসনা মোদের সদা হতেছে অন্তরে।
মনসুখে বাস করি লইয়া উহারে।।
এত বলি উর্ব্বশীরে অপ্সরার গণ।
পরম সুখেতে কাল করয়ে হরণ।।
হেন মতে এক বর্ষ পরিপূর্ণ হলে।
সেই সরোবরে পুনঃ নৃপতি আসিলে।।
জন্মিয়াছে এক পুত্র ধনীর তখন।
সেই পুত্র রাজকরে করিল অর্পণ।।
নৃপসহ এক রাত্রি করে সহবাস।
পুনরায় গর্ভচিহ্ন হইল প্রকাশ।।
পাঁচ পুত্র সেই গর্ভে জনমিল পরে।
অগ্রেতে কহিনু তাহা তোমার গোচরে।।

গর্ভবতী হতে রানী বলিল রাজারে।
শুন শুন মহারাজ বলি হে তোমারে।।
তোমারেই বর দিতে গন্ধর্ব্বের গণ।
মহানন্দে হেথা করিয়াছে আগমন।।
অভিমত বর লহ ওহে মহামতি।
উর্ব্বশীর বাক্য শুনি তখন নৃপতি।।
গন্ধর্ব্বগণেরে পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন যত মহাত্মন।।
ধনধান্য সৈন্য আদি রয়েছে আমার।
ভূমণ্ডলে শত্রু মম নাহি কেহ আর।।
নির্ব্বিঘ্নে সময় আমি করেছি হরণ।
উর্ব্বশীরে চাই মাত্র এই আকিঞ্চন।।
আর কিছু বাঞ্ছা মম নাহিক অন্তরে।
নিতান্ত উৎসুক হৃদি উর্ব্বশীর তরে।।
অতএব মনোরথ করহ পূরণ।
এই বর চাহি আমি সবার সদন।।
নৃপতির হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
গন্ধর্ব্বেরা পুলকিত হয়ে মনে মনে।।
অগ্নিস্থালী নৃপতিরে করিয়া প্রদান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান।।
বেদ বিধি অনুসারে স্থালীর ভিতরে।
তিন ভাগ অগ্নি রাখি একান্ত অন্তরে।।
উর্ব্বশী লাভের ইচ্ছা করিয়া রাজন।
যথাবিধি করিবেক যজ্ঞ আচরণ।।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তাহাতে নিশ্চয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়।।
এত শুনি নরপতি অগ্নিস্থালী লয়ে।
বনমধ্যে চলিলেন প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
কিছুদূর অতিক্রম করিয়া তখন।
নররায় মনে মনে করেন চিন্তন।।
মম সম মূর্খ আর কে আছে সংসারে।
সঙ্গেতে না আনিলাম উর্ব্বশী প্রিয়ারে।।
মনসুখে অগ্নিস্থালী করি আনয়ন।
আমার সমান মূর্খ নাহি কোন জন।।
এত ভাবি অগ্নিস্থালী ত্যজিয়া কাননে।
প্রস্থান করিল শেষে আপন ভবনে।।

নিদ্রা আসি যথাকালে করিল আশ্রয়।
নিশীথ সময়ে পরে জাগরিত হয়।।
মনে মনে এই চিন্তা করেন তখন।
অগ্নিস্থালী দিয়াছিল গন্ধর্ব্বের গণ।।
ফেলিয়া আসিনু তাহা কানন মাঝারে।
ভাল কাজ করি নাই বুঝিনু অন্তরে।।
পুনশ্চ যহিয়া সেই গহন কানন।
অগ্নিস্থালী তুলি আমি করি আনয়ন।।
এইরূপ চিন্তা করি আপন অন্তরে।
প্রস্থান করিল ত্বরা কানন মাঝারে।।
তথা উপনীত হয়ে করেন দর্শন।
অগ্নিস্থালী যথা করেছিল নিক্ষেপণ।।
শমীগর্ভ সেই স্থানে আছে বিদ্যমান।
অশ্বত্থ পাদপ তথা হয় দৃশ্যমান।।
তাহা দেখি মনে মনে করেন চিন্তন।
অগ্নিস্থালী এইখানে করিনু ক্ষেপণ।।
কিরূপে অশ্বত্থ আর শমীগর্ভ হইল।
কি হেতু এরূপ কাণ্ড সহসা ঘটিল।।
যাহা হোক্ অগ্নিতুল্য এ সব দ্রব্যেরে।
লইয়া যাইব আমি আপন আগারে।।
তাহাতে অরণিকাষ্ঠ করিব নির্ম্মাণ।
সে কাষ্ঠ হতে অগ্নি হবে দৃশ্যমান।।
তার উপাসনা আমি করিব অন্তরে।
এত ভাবি সেই সব নিল যত্ন করে।।
আপন গৃহেতে পরে করিয়া গমন।
অরণি-কাষ্ঠাদি করি যতনে গঠন।।
গায়ত্রী জপিতে রাজা আরম্ভ করিল।
অরণি প্রস্তুত ক্রমে যথাবিধি হৈল।।
সেই কাষ্ঠ ঘষি অগ্নি করে উৎপাদন।
সেই অগ্নি তিন ভাগে করিয়া স্থাপন।।
উর্ব্বশী লাভের বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।
হোম আদি যত কাজ সমাহিত করে।।
সেই অগ্নি দ্বারা পরে বিহিত বিধানে।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি একান্ত যতনে।।
গন্ধর্ব্বলোকেতে ত্বরা করিয়া গমন।
উর্ব্বশীর সঙ্গে বাস করিল রাজন।।
অগ্নি পূর্ব্বে একমাত্র আছিল সংসারে।
পুরুরবা তিন ভাগ করিল তাহারে।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

পুরুরবা ও জহ্নুর বংশ বিবরণ

শুন মুনি তারপর অপূর্ব্ব ঘটন।
পুরুরবা ছয় পুত্র করে উৎপাদন।।
আদ্য অমাবসু বিশ্বাবসু শত-আয়ু।
শ্রায়ু ও তাহার পর হয় অযুতায়ু।।
অমাবসু এক পুত্র করে উৎপাদন।
ভীম নামে সেই জন বিদিত ভুবন।।
কাঞ্চন ভীমের পুত্র জানে সর্ব্বজনে।
সুহোত্র কাঞ্চন-সুত কহি তব স্থানে।।
জহ্নু নামে সুবিদিত যেই মহোদয়।
সুহোত্র তাঁহার পিতা জানিবে নিশ্চয়।।
জহ্নুর যজ্ঞীয় পাত্র যাহা কিছু ছিল।
গঙ্গার তরঙ্গে তাহা প্লাবিত হইল।।
তাহে জহ্নু রোষ করি লোহিত নয়ন।
আত্মাতে বিষ্ণুরে ক্রমে করি আরোপণ।।
সমুদয় গঙ্গাজল করিলেন পান।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই শুন মতিমান।।
তরঙ্গিণী পীত হলে দেব ঋষিগণ।
স্তবেতে জহ্নুরে করে সন্তোষ তখন।।
পুনশ্চ গঙ্গারে সবে করেন উদ্ধার।
সেহেতু জাহ্নবী নাম হয়েছে প্রচার।।
জহ্নুর তনয় হয় সুজহ্নু আখ্যান।
অজক সুজহ্নু পুত্র ওহে মতিমান।।
বলাকাশ্ব অজকের জানিবে তনয়।
বলাকাশ্ব হতে হয় কুশের উদয়।।
চারি পুত্র সেই কুশ করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।

কুশায়ু প্রথম হয় কুশনাভ পরে।
শ্রীঅমুত্তরায় পরে জানিবে অন্তরে।।
তারপর অমাবসু লভয়ে জনম।
এই চারি পুত্র হয় জানিবে সুজন।।
এই চারি জন মাঝে কুশায়ু সুমতি।
কঠোর তপস্যা করে লভিতে সন্ততি।।
ইন্দ্রের সমান পুত্র পাইবার তরে।
কঠোর তপস্যা করে একান্ত অন্তরে।।
তাঁহার কঠোর তপ করি দরশন।
মনে মনে ইন্দ্রদেবে করেন চিন্তন।।
পাছে আমা হতে কেহ হয় বলবান।
এত ভাবি দিনে দিনে ইন্দ্র মতিমান।।
পুত্ররূপে নিজে আসি লভিল জনম।
গাধি নামে সেই জন বিদিত ভুবন।।
সত্যবতী নামে কন্যা গাধীরাজ পায়।
ঋচীক রমণীরূপে লইল তাহায়।।
কুপিত স্বভাব বৃদ্ধ ঋচীক ব্রাহ্মণ।
তাহার করেতে কন্যা করিতে অর্পণ।।
প্রথমতঃ গাধীরাজ অস্বীকার করেন।
এই কথা বলে সেই বিপ্রের কুমারে।।
বায়ু-সম বেগগামী শ্যামল শ্রবণ।
সহস্র ঘোটক আনি যেই দিবে পণ।।
তাহারে তনয়া আমি করিব প্রদান।
তুমি যদি দিতে পার ওহে মতিমান।।
তাহা হলে আপনারে কন্যা দিতে পারি।
গাধীরাজ মৌন হন এই কথা বলি।।
মহর্ষি ঋচীক গিয়া বরুণ সদন।
সেরূপ সহস্র অশ্ব করে আনয়ন।।
তাহা পেয়ে গাধীরাজ হরিষ অন্তরে।
তাঁহার করেতে কন্যা সমর্পণ করে।।
এইরূপে পরিণয় হলে সমাপন।
পরম সুখেতে ঋষি করেন যাপন।।
পুত্রার্থী হইয়া পরে ঋচীক সুমতি।
ভার্য্যা হেতু চরু করে যতনেতে অতি।।
সত্যবতী প্রীত হয়ে কহেন তখন।
শুন বলি ওহে নাথ আমার বচন।।
তুমি মোরে কৃপা কর জননীর তরে।
চরু করি দাও নাথ নিবেদি তোমারে।।
নারীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চরু করে সেই বিপ্র করিয়া যতন।।
শাশুড়ীর জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়ে।
আপন কাজেতে যান কাননে চলিয়ে।।
সত্যবতী-মাতা যবে করেন ভোজন।
তনয়ারে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।
শুন শুন ওগো বৎসে বচন আমার।
পুত্রলাভ বাঞ্ছা হয় ভূমে সবাকার।।
সর্ব্ব গুণযুক্ত পুত্র লভিবার তরে।
তব হেতু চরু বুঝি করেছে সাদরে।।
মম চরু হতে বুঝি এ চরু তোমার।
অবশ্য হয়েছে শ্রেষ্ঠ সার হতে সার।।
যাহা হোক্ তুমি মম হতেছ নন্দিনী।
আমার বচন রাখ ওগো বিনোদিনী।।
স্বীয় চরু মোরে তুমি করহ প্রদান।
মম চরু লও তুমি কহি তব স্থান।।
মম গর্ভে যেই পুত্র লভিবে জনম।
অখিল অবনী সেই করিবে পালন।।
বিপ্রের কুমার হবে সেই মহামতি।
ঐশ্বর্য্যে কি কাজ তার ভাব দেখি সতী।।
মাতার এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
স্বীয় চরু জননীরে করিল অর্পণ।।
জননীর চরু নিজে করিল আহার।
শুন শুন তার পর অতি চমৎকার।।
এদিকে ঋচীক ঋষি আসি বন হতে।
আপন ভার্য্যারে দেখি অতি রোষচিতে।।
কহিলেন পাপীয়সী শুন রে বচন।
দেখিতেছি তব দেহে লাবণ্য যখন।।
নিশ্চয় তখন বুঝি আপন অন্তরে।
পশিয়াছে মহাচরু তোমার উদরে।।
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি চরুতে মাতার।
আরোপিত করেছিনু করিয়া বিচার।।
শান্তি জ্ঞান তিতিক্ষাদি যত গুণ আছে।
আরোপণ করেছিনু তব চরু মাঝে।।

বিপরীত কিন্তু তুমি করেছ তাহার।
অতএব শুন শুন বচন আমার।।
ক্ষত্রিয় আচারযুত প্রবল নন্দন।
তোমার গর্ভেতে আসি লভিবে জনম।।
রৌদ্র অস্ত্র সেইজন করিবে ধারণ।
তব মাতৃগর্ভে এক জন্মিবে ব্রাহ্মণ।।
শম গুণ-অবলম্বী হবে সে তনয়।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
পতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চরণে বন্দিয়া সতী কহিল তখন।।
শুন নাথ নিবেদন করিগো তোমারে।
সত্য আমি অপরাধী তব পদ পরে।।
অজ্ঞানে কুকর্ম্ম আমি করেছি সাধন।
প্রসন্ন হইয়া বর করহ অর্পণ।।
ক্ষত্রিয় আমার গর্ভে যেন না জনমে।
এইরূপ অনুনয় শুনিয়া শ্রবণে।।
তথাস্তু বলিয়া মুনি করিল স্বীকার।
তারপর ঘটে যাহা শুন গুণাধার।।
জমদগ্নি জন্মে সত্যবতীর উদরে।
বিশ্বামিত্র জন্মে আসি মাতার জঠরে।।
কৌশিকী তটিনীরূপে সেই সত্যবতী।
জগতে বিদিত হন শুন মহামতি।।
জমদগ্নি রেণুকারে করেন গ্রহণ।
রেণুর নন্দিনী সেই বিদিত ভুবন।।
ইক্ষ্বাকু কুলেতে রাজা রেণু নরপতি।
প্রকাশ করিনু তব শুন মহামতি।।
রেণুকার গর্ভে জন্মে শ্রীপরশুরাম।
অশেষ ক্ষত্রিয় হন্তা সেই মতিমান।।
নারায়ণ অংশে জন্ম জানিবে তাঁহার।
কহিনু তোমার পাশে শুন গুণাধার।।
দেবগণ আসি বিশ্বামিত্রের সদন।
শুনঃশেফে তাঁর করে করেন অর্পণ।।
ভৃগুকুল সমুদ্ভুত সেই মহামতি।
বিশ্বামিত্র লয় তারে যতনেতে অতি।।
কল্পনা করেন পুত্ররূপেতে তাহারে।
শুন শুন তার পর বলিহে তোমারে।।
দেবদত্ত সেই পুত্র এই সে কারণ।
দেবতার নামে খ্যাত বিদিত ভুবন।।
তাহা ছাড়া বিশ্বামিত্র ক্রমে ক্রমে পরে।
বহুপুত্র উৎপাদন ভূমণ্ডলে করে।।
মধুছন্দ দেবাষ্টক কচ্ছপ হারীত।
ইত্যাদি অনেক পুত্র নামে জয়কৃত।।
পৃথিবীর আধিপত্য বিশ্বামিত্র পায়।
প্রধান কাহিনী যত কহিনু তোমায়।।
কৌশিক গোত্রেতে পরে অসংখ্য ভূপতি।
জনম লভিবে আজি শুন মহামতি।।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তারা করিবে শাসন।
যতনে অনেক প্রজা করিবে পালন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সকলের সার।
বিরচিল দ্বিজ কালী ভাবি সারাৎসার।।

আয়ুর বংশ ও ধন্বন্তরির উৎপত্তি কথা

মৈত্রেরে সম্বোধিয়া কহে পরাশর।
শুন শুন তারপর ওহে বিজ্ঞবর।।
পুরুরবা যত পুত্র করে উৎপাদন।
আদ্য হয় জ্যেষ্ঠ তার করেছি কীর্ত্তন।।
বাহুর নন্দিনী সহ তার বিভা হয়।
ক্রমে ক্রমে পাঁচ পুত্র জনম লভয়।।
নহুষ তাহার মধ্যে জানিবে প্রধান।
ক্ষত্রবৃদ্ধ তারপর শুন মতিমান।।
রম্ভ রজি ও অনেনা ক্রমে ক্রমে পরে।
ক্ষত্রবৃদ্ধ সুনহোত্রে উৎপাদন করে।।
সুনহোত্র তিনপুত্র করে উৎপাদন।
কাশ্য লস্য গৃৎসমদ্ ওহে মহাত্মন।।
গৃৎসমদ্ হতে জন্মে শৌনক সুমতি।
কাশ্য হতে কাশীরাজ ওহে মহামতি।।
কাশীরাজ হতে পরে দীর্ঘতমা হয়।
ধন্বন্তরি তার পুত্র জানিবে নিশ্চয়।।

পূর্ব্বজন্মে ধন্বন্তরি জ্ঞানবান হলে।
নারায়ণ এই বর তাহারেই দিলে।।
কাশীরাজ বংশে তুমি লভিবে জনম।
আট ভাগে আয়ুর্ব্বেদ করিবে বন্টন।।
যজ্ঞেও তোমার অংশ রহে বিদ্যমান।
এইরূপ বর দেন ওহে মতিমান।।
কাশীরাজ বংশে তাই তাঁহার জনম।
তাঁর পুত্র কেতুমান বিদিত ভুবন।।
কেতুমান হতে পরে ভীমরথ হয়।
ভীমরথ হতে দিবোদাসের উদয়।।
দিবোদাস হতে পরে জন্মে প্রতর্দ্দন।
ভদ্রাশ্ব বংশেরে ধ্বংস করে সেই জন।।
অসংখ্য অসংখ্য শত্রু করে পরাজয়।
শত্রুজিৎ নামে তাই সুবিদিত হয়।।
তাঁহার পুত্রের নাম বৎস মহামতি।
তাহার কারণ বলি শুনহ সম্প্রতি।।
বৎস বলি পিতা তারে করিত আহ্বান।
সেই হেতু বৎস বলি খ্যাত সর্ব্ব স্থান।।
সত্যব্রত ছিল বলি ঋতধ্বজ নামে।
বিদিত হয়েন তিনি এ তিন ভুবনে।।
কুবলয় নামে অশ্ব আছিল তাঁহার।
শ্রীকুবলয়াশ্ব নাম এ হেতু প্রচার।।
বৎস হতে অনর্থের হয়েছে জনম।
এরূপ প্রসিদ্ধি আছে শুন মহাত্মন।।
ছয়টি বরষ রাজ্য সে অনর্থ করে।
সেই রূপ কোন রাজা করিবারে নারে।।
অনর্থের পুত্র হয় সন্নতি আখ্যান।
সুনীথ সন্নতিসূত খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
সুনীতের পুত্র খ্যাত সুকেতু নামেতে।
সত্যকেতু পুত্র তার বিদিত জগতে।।
সত্যকেতু হতে বিভু লভয়ে জনম।
বিভু হতে সুবিভুর হয় উৎপাদন।।
সুবিভু হইতে পরে জন্মে সুকুমার।
ধৃতকেতু তার পুত্র বিদিত সংসার।।
বৈনতহোত্রের জন্ম ধৃতকেতু হতে।
তার পুত্র হয় ভর্গ জানিবেক চিতে।।
ভর্গ হতে ভার্গ ভূমে লভয়ে জনম।
পর্য্যায়ক্রমেতে রাজা এই সব জন।।
কাশ্য বংশে সেইসব আছিল ভূপতি।
কহিনু তাদের কথা ওহে মহামতি।।
রজির বংশের কথা শুনহ এখন।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোরম।।

রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ

পরাশর কহিলেন করহ শ্রবণ।
মহারাজ রজি ছিল অতুল বিক্রম।।
পঞ্চশত পুত্র তার জনমে সংসারে।
তাদের বিষয় এবে কহিব তোমারে।।
দেবাসুর যুদ্ধ যবে সমারম্ভ হয়।
সেকালে দেবতা আর অসুর নিচয়।।
পরস্পর বধাশা হইয়া অন্তরে।
উপনীত হয় আসি ব্রহ্মার গোচরে।।
সম্বোধিয়া বিধাতারে কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।।
আমাদের মধ্যে বল ওহে মহোদয়।
কাহার হইবে জয় কার পরাজয়।।
এরূপ বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
কহিলেন শুন বলি দেবাসুরগণ।।
মহারাজ রজি অস্ত্র ধরি নিজ করে।
মিলিত হবেন আসি যে পক্ষে সমরে।।
সেই পক্ষে জয় হবে নাহিক সংশয়।
অপর পক্ষেতে শেষে হবে পরাজয়।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রজির নিকট যায় যত দৈত্যগণ।।
সাহায্য করিতে ভিক্ষা কহিল তাহারে।
তাহা শুনি রজি কহে সম্বোধি সবারে।।
শুন শুন দৈত্যগণ আমার বচন।
যদ্যপি ইন্দ্রত্ব মোরে করহ অর্পণ।।

তাহা হলে যুদ্ধ আমি করিবারে পারি।
নৈলে দৈত্যপক্ষে আমি যাইবারে নারি।।
রজির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যগণ নৃপতিরে কহিল তখন।।
মিথ্যা মোরা নাহি করি জানিবে অন্তরে।
শুনহ মনের কথা বলি হে তোমারে।।
ত্রিলোক ঈশ্বর হবে প্রহ্লাদ সুমতি।
সেজন্য যুদ্ধেতে মোরা মেতেছি সম্প্রতি।।
এত বলি তথা হতে করিল পয়ান।
কিছু না কহিল আর রজি মতিমান।।
তারপর দেবগণ মিলিয়া সকলে।
উপনীত হন আসি রজির মহলে।।
রাজারে সম্বোধি কহে যত দেবগণ।
শুন শুন মহারাজ মোদের বচন।।
মোদের পক্ষেতে থাকি তুমি মহামতি।
দৈত্যসহ যুদ্ধ কর মোদের মিনতি।।
ইন্দ্রত্ব তোমারে মোরা করিব অর্পণ।
মোদের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
এত শুনি রজি রাজা সৈন্যগণ সনে।
অসংখ্য মহাস্ত্র লয়ে মাতিলেন রণে।।
ক্রমে ক্রমে জয়লাভ হইল তাঁহার।
সেই কালে আসি ইন্দ্র ওহে গুণাধার।।
নিপতিত হয়ে সেই রজির চরণে।
কহিলেন শুন নৃপ কহি তব স্থানে।।
ভয়েতে মোদের তুমি করি পরিত্রাণ।
অবশ্য হয়েছ নৃপ পিতার সমান।।
আমি তব পুত্র হই ওহে মহাত্মন।
ত্রিলোকের অধিপতি আছি হে এখন।।
উচিত যা হয় নৃপ কহ এইক্ষণে।
অধিক বলিব কি তোমার সদনে।।
এত শুনি হাস্য করি রজি নরপতি।
কহিলেন শুন শুন দেবেন্দ্র সুমতি।।
শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ পারি করিবারে।
অবহেলা অনুচিত কভু প্রণতেরে।।
এত বলি নিজধামে চলিল রাজন।
নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করে দেবেন্দ্র তখন।।

তারপর রজি রাজা স্বর্গারূঢ় হলে।
নারদের আজ্ঞা লয়ে পুত্রগণ চলে।।
পিতৃ পুত্রভূত সেই ইন্দ্রের গোচর।
উপনীত হয় আসি ওহে গুণধর।।
ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে ইন্দ্রের সদন।
কিন্তু ফল নাহি হৈল ওহে তপোধন।।
তারপর বাহুবলে তাহারা সকলে।
দেবেন্দ্রেরে পরাজয় করি যুদ্ধবলে।।
নিজেরাই ইন্দ্রপদ করিল গ্রহণ।
হেনমতে কিছুকাল করিল যাপন।।
একদিন দেবরাজ গুরুর গোচরে।
উপনীত হয়ে কহে সুমধুর স্বরে।।
শুন শুন গুরুদেব করি নিবেদন।
যাহে মম তেজ বাড়ে ওহে ভগবন।।
তাহার উপায় করি অন্তত অনলে।
বদরী প্রমাণ ঘৃত অর্পহ সবলে।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বৃহস্পতি সম্বোধিয়া কহেন তখন।।
শুনহ দেবেন্দ্র তুমি আমার বচন।
কেন বল নাই পূর্ব্বে ওহে গুণবান।।
তব হেতু অকর্ত্তব্য কি আছে আমার।
স্বীয় পদ তোমা আমি দিব পুনর্ব্বার।।
এত বলি প্রতিদিন হরিষ অন্তরে।
আহুতি অর্পেণ গুরু অগ্নির মাঝারে।।
রাজপুত্রগণ যাহে মুগ্ধমতি হয়।
সেরূপ করেন হোম গুরু মহোদয়।।
যাহাতে ইন্দ্রের তেজ দিন দিন বাড়ে।
সেরূপ করেন হোম অনল মাঝারে।।
এইরূপ হোম যদি করে বৃহস্পতি।
ব্রহ্মদ্বেষ্টা ক্রমে হয় রাজার সন্ততি।।
মোহাক্রান্ত ক্রমে হয় রাজপুত্রগণ।
বেদবাদে পরাঙ্মুখ ক্রমে ক্রমে হন।।
হেনমতে ধর্ম্মভ্রষ্ট তাহারা হইলে।
সবাকারে বধে ইন্দ্র অতি অবহেলে।।
পুনর্ব্বার নিজ পদ করিয়া গ্রহণ।
পরম সুখেতে কাল করেন হরণ।।

যেরূপে ইন্দ্রের পদ পরিভ্রষ্ট হয়।
যেরূপে পুনশ্চ পায় ওহে মহোদয়।।
কীর্ত্তন করিনু তাহা তোমার গোচরে।
শুনিলে পাতক নাশ জানিবে অন্তরে।।
পদভ্রষ্ট সেইজন না হয় কখন।
দুর্ব্বিপাকে কভু নাহি পড়ে সেইজন।।
রজির বিষয় যাহা শুনিলে শ্রবণে।
রম্ভনাথ রজি-ভ্রাতা জ্ঞাত সর্ব্বজনে।।
অনপত্য ছিল সেই রম্ভ মহামতি।
ক্ষত্রবৃদ্ধ লভে এক তনয় সন্ততি।।
প্রতিক্ষত্র তার নাম ওহে মহোদয়।
প্রতিক্ষত্র হতে হয় সঞ্জয় উদয়।।
সঞ্জয় হইতে জয় লভয়ে জনম।
জয় পরে বিজয়েরে করে উৎপাদন।।
বিজয় হইতে কৃত জনমে ভূতলে।
শ্রীহর্ষবর্দ্ধন রায় কৃত হতে ফলে।।
হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব নাম।
সহদেব সুত হয় অহীন আখ্যান।।
অহীন হইতে জয়সেনের জনম।
জয়সেন সঙ্কৃতিরে করে উৎপাদন।।
সঙ্কৃতি হইতে ক্ষত্রধর্ম্মার উদয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়।।
ক্ষত্রবৃদ্ধ বংশকথা করিনু কীর্ত্তন।
পাতক বিনাশ পায় করিলে শ্রবণ।।
একমনে যেইজন অধ্যয়ন করে।
কদাচ পাপ নাহি তাহার শরীরে।।
শোক তাপ ভবভয় হয় বিনাশন।
রোগভয় তার দেহে না থাকে কখন।।
তারে কভু গ্রহদোষ ঘেরিবারে নারে।
দুঃস্বপ্ন বিনাশ পায় জানিবে অন্তরে।।
সত্য যাহা তব পাশে করিনু কীর্ত্তন।
নহুষের বংশ এবে করহ শ্রবণ।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া প্রফুল্ল অন্তর।।

নহুষ ও যযাতির কাহিনী

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
নহুষ যযাতি কথা করহ শ্রবণ।।
নহুষের ছয় পুত্র সবে মহামতি।
যযাতি শর্য্যাতি যোতি আয়াতি বিজাতি।।
কৃতি নামে আর পুত্র জানিবে নিশ্চয়।
রাজ্যভারে যযাতির না হয় প্রত্যয়।।
পিতৃদত্ত রাজ্য তিনি না করি গ্রহণ।
পরম আত্মাতে মন করিল স্থাপন।।
নহুষ শচীরে যবে করে অপমান।
ব্রাহ্মণশাপেতে মর্ত্ত্যে পড়ে মতিমান।।
অজগর রূপ ধরি রহে ধরণীতে।
যযাতির হাতে রাজ্য পড়ে বিধিমতে।।
রাজ্যভার ভ্রাতৃগণে করিয়া অর্পণ।
দেবযানি পানি রাজা করিল গ্রহণ।।
বৃষপর্ব্বা কন্যা এক শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
যযাতি তারেও করে আপনার নারী।।
এত শুনি মৈত্রেয় বলে ভগবন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিভা হয় কি কারণ।।
পরাশর বলে শুন কহি সে কাহিনী।
শর্ম্মিষ্ঠা একদা যায় সহ দেবযানী।।
শর্ম্মিষ্ঠা দানবকন্যা শুক্র গুরু তার।
দেবযানী গুরুকন্যা সখী ব্যবহার।।
একত্র করিছে জলে ক্রীড়া সন্তরণ।
পরস্পর গাত্রে জল করিছে ক্ষেপণ।।
হেনকালে বৃষারূঢ় শঙ্কর-পার্ব্বতী।
সেই পথে চলিছেন হৃষ্টমনে অতি।।
তাহা হেরি দুই সখী লজ্জিতা হইয়া।
তীরেতে উঠিল ত্বরা সলিল ত্যজিয়া।।

ভ্রমেতে শর্ম্মিষ্ঠা করে বস্ত্র পরিধান।
দেবযানী পরিধেয় না করি সন্ধান।।
ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী কঠোর বচনে।
দাসীতুল্যা বলি গালি দেয় সেইক্ষণে।।
আহত সর্পের মত দৈত্যের নন্দিনী।
কটুকথা বলিলেক লক্ষ্যি দেবযানী।।
অবশেষে বস্ত্র তার করিয়া হরণ।
সকলে করিল তারে কূপে নিক্ষেপণ।।
একদা যযাতি আসে মৃগয়া কারণ।
তৃষাতুর কূপ পাশে করিল গমন।।
কামিনীর আর্ত্তকণ্ঠ শুনিয়া তথায়।
উদ্ধারিল নৃপবর দৈত্যের কন্যায়।।
দেবযানী বলে তারে শুনহ রাজন।
উদ্ধারকালেতে পানি করেছ গ্রহণ।।
এই পানি অন্য কারে সঁপিতে না পারি।
তোমা বই অন্য কারো না হইব নারী।।
কচের শাপেতে কোন ব্রাহ্মণ তনয়।
বিবাহ না করে মোরে শুন সদাশয়।।
ক্ষত্রিয়সন্তান তুমি এই সে কারণ।
মোর পানি লাগি বুঝি আসিলে কানন।।
দেবযানী কথা শুনি যযাতি রাজন।
বিবাহ করিল তারে আনন্দিত মন।।
তারপর নৃপবর স্বীয় স্থানে যায়।
কাঁদি কহে দেবযানী আপন পিতায়।।
শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা-কথা দৈত্য-পুরোহিত।
পৌরোহিত্য-কর্ম্ম নিন্দা করিল বিহিত।।
দেবযানীসহ শুক্র ত্যজে দৈত্যপুরী।
দিন কাটাইবে তারা উঞ্ছবৃত্তি করি।।
দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বা শুনিল যখন।
শুক্রাচার্য্য পায়ে ধরি করে নিবেদন।।
তোমা বিনা শত্রু নাশ নাহি হবে কভু।
কোপ শান্ত করি গৃহে ফিরে যাও প্রভু।।
শুনিয়া দৈত্যের বাণী শুনিল গোঁসাই।
তোমা প্রতি রাজা কোন মোর ক্রোধ নাই।।
দেবযানী তুষ্ট তুমি কর সর্ব্বভাবে।
অভীষ্ট পূরণ তব নিশ্চিত হইবে।।
দেবযানী কহে শুন আমার বচন।
মোরে সম্প্রদান পিতা করিবে যখন।।
গর্ব্বিতা শর্ম্মিষ্ঠাসহ অনুচরিগণ।
আমার দাসীত্ব সেথা করিবে বরণ।।
সঙ্কটে পড়িয়া দৈত্য করিল স্বীকার।
দাসীসহ উপনীত করে শর্ম্মিষ্ঠার।।
তারপর শুক্রাচার্য্য তনয়া আপন।
যযাতি রাজার হস্তে করিল অর্পণ।।
নিষেধিল যযাতিরে এই কথা বলে।
শর্ম্মিষ্ঠা শয্যায় কভু নাহি যাবে ভুলে।।
দেবযানী পুত্র দুই জন্মিল সুন্দর।
যদু তুর্ব্বসু তারা অতি মনোহর।।
গোপনে শর্ম্মিষ্ঠা সহ কামার্ত্ত রাজন।
সহবাস ফলে জন্মে তিনটি নন্দন।।
দ্রুহ্য অনু পুরু নামে পরিচিত হয়।
যযাতির ঔরসেতে শর্ম্মিষ্ঠা তনয়।।
এ কাহিনী শুক্রাচার্য্য শুনিবারে পান।
যযাতিরে লক্ষ্য করি শাপ করে দান।।
জরা আক্রমণে তব যৌবন সুন্দর।
চলিয়া যাইবে দূরে শুন নৃপবর।।
শুক্রাচার্য্য শাপবাক্য শুনিয়া যযাতি।
চরণে পড়িয়া কৈল কাকুতি মিনতি।।
তবে শুক্রাচার্য্য বলে শুনহে রাজন।
জরাভার নেয় যদি তোমার নন্দন।।
তবে তো পাইবে মুক্তি নাহিক সংশয়।
ইহা ভিন্ন মুক্তিপথ আর কিছু নয়।।
যযাতি ডাকিল তার যতেক সন্তানে।
কহিল সকল কথা পুত্র সন্নিধানে।।
স্বীয় জরা-বিনিময়ে যযাতি নৃপতি।
যৌবন চাহিল সব পুত্রের সংহতি।।
যদু বলে কেন হব আনন্দ-বঞ্চিত।
যৌবন বিহনে সুখ আছে কোথা পিত।।
দ্রুহ্য অনু ও তুর্ব্বসু বলিল সকলে।
অকালেতে কেন প্রাণ যাইবে বিফলে।।
জরা বিনিময়ে দিতে নারিব যৌবন।
আমরা ভুঞ্জিব পিতা সকলে জীবন।।

অবশেষে পুরু পাশে হয়ে উপনীত।
যযাতি কহিল কথা যথা পূর্ব্বমত।।
জ্যেষ্ঠদের অনুগামী তুমিও কি হবে।
পিতারে যৌবন দিতে তুমি না পারিবে।।
পুরু বলে নরনাথ তোমারই প্রসাদে।
জন্মিয়াছি পাই রক্ষা আপদে বিপদে।।
পিতার আকাঙ্ক্ষা মনে বুঝি যে তনয়।
সেইমত কার্য্য করে শ্রেষ্ঠ পুত্র হয়।।
সেইজন পিতৃ-আজ্ঞা সদা মান্য করে।
মধ্যম তনয় সেই শাস্ত্র ব্যবহারে।।
অশ্রদ্ধা বশত পালে আকাঙ্ক্ষা পিতার।
অধম জানিবে তারে সকল প্রকার।।
আর যেই পিতৃ-আজ্ঞা কভু নাহি পালে।
পরিত্যাজ্য সেই পুত্র জানিবে সকলে।।
এ কথা বলিয়া পুরু যৌবন আপন।
পিতারে করিল দান সর্ব্বগুণধন।।
যযাতি যৌবন পেয়ে সানন্দ অন্তরে।
বিষয় বাসনা আদি সদা ভোগ করে।।
শুকদেব বলে শুন পাণ্ডুবংশধর।
ভুঞ্জিল যযাতি সুখ অনেক বৎসর।।
অতঃপর মনে তার হইল উদিত।
বিষয়ভোগেতে তিনি নষ্ট ও পতিত।।
দেবযানী লক্ষ্য করি বলিল বচনে।
ছাগ-ছাগী উপাখ্যান বিরস বদনে।।
ভোগ করে বহুকাল ছাগের নন্দন।
তবু তার কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন।।
বিষয় ভুঞ্জিয়া রাজা কাটায় বরষ।
তবু তার মনে নাহি জন্মিল হরষ।।
অতঃপর প্রিয় পুত্র পুরুরে ডাকিয়া।
যৌবন ফিরায়ে দিল হর্ষযুক্ত হিয়া।।
রাজ্যভার দিল তারে সহভ্রাতৃগণ।
বনেতে আপনি তবে করিল গমন।।
যথাকালে মুক্তিলাভ করিল যযাতি।
সে কারণে ব্রহ্মলোকে হল তার গতি।।
দ্বিজ কালী রচে গীত হরিকথা সার।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত আধার।।

যদুবংশ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জন্মকথা

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু মহাত্মন।।
তাঁহার বংশের কথা বলি এইবারে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত অন্তরে।।
যাঁহারে সতত চিন্তে সিদ্ধ যক্ষগণ।
একান্ত অন্তরে ভাবে অমরের গণ।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভিবার তরে।
নরগণ ভাবে যাঁরে একান্ত অন্তরে।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ পক্ষী ভুজঙ্গম।
গুহ্যক অপ্সরা আদি দেব ঋষিগণ।।
সর্ব্বদা চিন্তেন যাঁরে হৃদয়কমলে।
যাঁহার মাহাত্ম্য কেহ বর্ণিবারে নারে।।
যিনি আদি অন্তহীন সর্ব্বজগন্ময়।
যাঁহার ইয়ত্তা কভু নির্ণয় না হয়।।
এই বংশে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি।
শুনিলে পাতক নাশ ওহে মহামুনি।।
পরম বিশুদ্ধ এই বংশ পুরাতন।
জগতে কীর্ত্তিত আছে এরূপ বচন।।
যদুর বংশের কথা শুনি নরগণ।
অখিল পাতক হতে হবে বিমোচন।।
এই বংশে অবতীর্ণ দেব দেব হরি।
নিরাকার পরব্রহ্ম ভবের কাণ্ডারী।।
চারি পুত্র লাভ করে যদু মহাত্মন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।
সহস্রজিৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জানিবে অন্তরে।
ক্রুষ্টু নল রঘু হয় ক্রমে তার পরে।।
মহাব্রত হয় বৎস এই চারি জন।
সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ হন।।

শতজিৎ তিন পুত্র উৎপাদন করে।
হৈহয় ও রেণু হয় জানিবে অন্তরে।।
ধর্ম্মনেত্র নামে হয় হৈহয় নন্দন।
ধর্ম্মনেত্র-সূত কুণ্তি বিদিত ভুবন।।
কুণ্তি হতে সহাঞ্জির জন্ম হইল পরে।
সহাঞ্জি হইতে মহিষ্মান জন্ম ধরে।।
মহিষ্মান হতে ভদ্রশ্রেণ্যের জনম।
দুর্দ্দম তাঁহার পুত্র বিদিত ভুবন।।
ধনকেরে পুত্র পায় দুর্দ্দম সুমতি।
ধনকের চারি পুত্র খ্যাত বসুমতী।।
কৃতবীর্য্য কৃত অগ্নি কৃতবর্ম্মা পরে।
কৃতৌজা এই চারি পুত্র জানিবে অন্তরে।।
কৃতবীর্য্যসূত হয় অর্জ্জুন আখ্যান।
আছিল সহস্রবাহু এই মতিমান।।
সপ্তদ্বীপ অধিপতি অর্জ্জুন হইল।
ধর্ম্মপরায়ণ অতি খ্যাত ভূমণ্ডল।।
দত্তাত্রেয় নামে এক ছিল তপোধন।
অত্রিকুলে সেইজন লভেছে জনম।।
তাঁর আরাধনা করি অর্জ্জুন নৃপতি।
মাগিলেন যে যে বর শুন মহামতি।।
"শুন শুন ভগবন করি নিবেদন।
অধর্ম্মে কখনো যেন নাহি যায় মন।।
আমার সহস্রবাহু হইবে শরীরে।
এই বর দাও মোরে কৃপাদৃষ্টি করে।।
ধর্ম্ম অনুসারে থাকি সদা সর্ব্বক্ষণ।
কায়মনে করি যেন প্রজার পালন।।
শত্রু হতে ভয় যেন না রহে আমার।
আরো এক কথা বলি শুন গুণাধার।।
যে জন বিদিত হয় অখিল সংসারে।
হেন জন যেন মোরে বধিবারে নারে।।"
হেন বাক্য দত্তাত্রেয় করিয়া শ্রবণ।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখন।।
তারপর ধর্ম্মপথে থাকি মহামতি।
পালিতে লাগিল প্রজা জানিবে সুমতি।।
করিল অযুত যজ্ঞ সেই মতিমান।
তাহে এক গাথা আছে ভূমে বিদ্যমান।।

"তপে দমে যজ্ঞে আর বিনয়ে ও দানে।
অর্জ্জুন সমান কেহ নাহিক ভুবনে।।
অর্জ্জুনের রাজ্যে কভু না ছিল তস্কর।
তাঁহার মাহাত্ম্য হয় খ্যাত চরাচর।।
কমলা অচলা হয়ে তাঁহার আগারে।
মনোসুখে ছিল সদা জানিবে অন্তরে।।
বলবীর্য্যে তাঁর সম কেহ নাহি ছিল।
পঁচাশি হাজার বর্ষ রাজত্ব করিল।।
মাহিষ্মতী নামে ছিল তাঁহার নগরী।
নাহি আর কোন স্থানে হেন দিব্য পুরী।।
একদিন লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ।
দিগ্‌বিজয় হেতু ধরা করিয়া ভ্রমণ।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্বেরে করি পরাজয়।
একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হয় সেই দুরাশয়।।
ক্রমে উপনীত হয় অর্জ্জুন গোচরে।
অতি মত্ত দুরাচার সদা অহংকারে।।
যখন অর্জ্জুন পারে করয়ে গমন।
নর্ম্মদার জলে ছিল অর্জ্জুন তখন।।
করিতে আছিল ক্রীড়া সলিল মাঝারে।
বাহু দ্বারা নদীস্রোত অবরুদ্ধ করে।।
তাহাতে বাড়িয়া ওঠে ক্রমে সেই জল।
তাহা দিয়া ক্রীড়া করে নৃপতি প্রবল।।
হেনকালে দুরাচার রাক্ষস রাবণ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে করিল গমন।।
অর্জ্জুন দেখিয়া তারে কুপিত অন্তরে।
রজ্জুতে বন্ধনে রাখে নিজ কারাগারে।।
পঁচাশি হাজার বর্ষ অর্জ্জুন ভূপতি।
করিলেন রাজ্য রক্ষা খ্যাত বসুমতী।।
তারপর নারায়ণ অংশেতে জন্মিয়ে।
ছেদন করেন হস্ত জানিবে হৃদয়ে।।
তাহাতে অর্জ্জুন যায় শমন সদন।
তাঁহার আছিল শুন শতেক নন্দন।।
তার মাঝে পাঁচজন সবার প্রধান।
তাহাদের নাম বলি শুন মতিমান।।
শূর শূরসেন আর তৃতীয় বৃষণ।
মধুধ্বজ তারপর ওহে মহাত্মন।।

জয়ধ্বজ তারপর জানিবে অন্তরে।
এ পঞ্চ প্রধান হয় জানে সর্ব্ব নরে।।
তালজঙ্ঘ জন্মে পরে জয়ধ্বজ হতে।
তারপর বলি যাহা শুন অবহিতে।।
তালজঙ্ঘ হতে হয় শতেক নন্দন।
তালজঙ্ঘ নামে খ্যাত সেই সব জন।।
বীতিহোত্র নামে খ্যাত শ্রেষ্ঠজন হইল।
দ্বিতীয় ভরত নামে ভবে খ্যাত হল।।
ভরত হইতে হয় বৃষের জনম।
মধু হয় বৃষ-সূত বিদিত ভুবন।।
বৃষ্ণি আদি শত পুত্র মধু হতে হয়।
বৃষ্ণি হতে বৃষ্ণিগোত্র হয়েছে নির্ণয়।।
মধু হতে মধুবংশ হয়েছে প্রচার।
এই তো তোমার পাশে কহি গুণাধার।।
যদুবংশ বলি খ্যাত যাদব আখ্যানে।
নিগূঢ় কাহিনী এই কহি তব স্থানে।।
এইসব মন দিয়া করিলে শ্রবণ।
পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন।।
মনোরথ পূর্ণ হয় জানিবে তাহার।
সুজন তাহার নাম জগতে প্রচার।।
বিষ্ণুপুরাণ হতে অপূর্ব্ব কাহিনী।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-কথা অবহিতে শুনি।।
ভগবান শ্রীহরির লীলার সময়।
দ্বিজ কালী ভনে যাহা আনন্দ হৃদয়।।

ক্রোষ্টুবংশ বর্ণন

মৈত্রেরে কহিলেন পরাশর মুনি।
ক্রোষ্টুর বংশের কথা কহিব এখনি।।
ক্রোষ্টা নামে এক পুত্র যদুর জনমে।
বৃজিনীবান তৎপুত্র কহি তব স্থানে।।
তার পুত্র হয় পুনঃ স্বাহি অভিধান।
রুষদ্গু স্বাহির পুত্র খ্যাত সর্ব্ব স্থান।।
তারপর চিত্ররথ নিজে জন্ম ধরে।
শশবিন্দু তার পুত্র জানিবে অন্তরে।।
শশবিন্দু রাজা হয় বিদিত ভুবন।
চতুর্দ্দশ মহারত্ন পান এই জন।।
বলবীর্য্যবান সেই শশবিন্দু রায়।
ছিল এক লক্ষ পত্নী কহিনু তোমায়।।
দশ লক্ষ পুত্র সেই করে উৎপাদন।
ছয় পুত্র তার মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ হন।।
তাহাদের নাম বলি কর অবধানে।
পৃথুযশা পৃথুকর্ম্মা জানিবেক মনে।।
পৃথুজয় পৃথুদান পৃথুকীর্ত্তি আর।
পৃথুশ্রবা এই ছয় ওহে গুণাধার।।
পৃথুশ্রবা পুত্র লভে তম অভিধান।
উশনা তাহার পুত্র খ্যাত সর্ব্ব স্থান।।
সহস্রেক অশ্বমেধ সে উশনা করে।
শিতেষু তাহার পুত্র জানিবে অন্তরে।।
শ্রীরুক্মকবচ হয় শিতেষুতনয়।
পুরাবৎ তৎপুত্র জানিবে নিশ্চয়।।
পুরাবৃত পঞ্চপুত্র করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
শ্রীরুক্মেষু পৃথুরুক্ম জ্যামোঘ পালিত।
হরিৎ এ পাঁচপুত্র সর্ব্বত্র বিদিত।।
এইরূপ গাথা আছে সংসার মাঝারে।
সেই কথা বলিতেছি তোমার গোচরে।।
"নারীভক্ত নর যত আছয়ে সংসারে।
অথবা ভূমিতে জন্ম লইবেক পরে।।
সবার প্রধান সেই জ্যামোঘ সুমতি।
শৈব্যাগর্ভে জ্যামোঘের না হৈল সন্ততি।।
শৈব্যার ভয়েতে রাজা সদা ভীতমন।
অন্য নারী বিভা নাহি করিল রাজন।।
এক কালে এই নৃপ ভীষণ সমরে।
বহু অশ্ব হস্তী রথ নিপাতিত করে।।
অখিল বিপক্ষগণে কৈল পরাজয়।
মহাভীত হয় তাহে যত অরিচয়।।

পুত্র দারা বন্ধুজন ধন আপনার।
পুরী সৈন্য আদি যত করি পরিহার।।
নানাদিকে দ্রুতগতি কৈল পলায়ন।
শুন শুন তারপর ওহে তপোধন।।
অতি রূপবতী এক রাজার কুমারী।
কাঁদিতেছে ভীত হয়ে কত খেদ করি।।
যখন বলিছে তাত রক্ষ রক্ষ এবে।
জ্যামোঘ নৃপতি তারে হেরে এই ভাবে।।
তারে দেখি অনুরাগী নৃপের হৃদয়।
আপনি জ্যামোঘ রাজা চিন্তে সে সময়।।
বন্ধ্যা স্ত্রীর পতি আমি অতি মূঢ়মতি।
আমি ভাগ্যহীন হায় না জন্মে সন্ততি।।
এবে পুত্র দিতে বিধি আমারে ইচ্ছিল।
তাই বুঝি এই রত্ন মিলাইয়া দিল।।
তাহারে রমণীরূপে করিব গ্রহণ।
রথে তুলি নিজ রাজ্যে করিব গমন।।
রাণীর আদেশ লয়ে বিবাহ করিব।
পরম সুখেতে দোঁহে জীবন কাটাব।।
এত ভাবি রথে করি আপন নগরে।
কন্যারে লইয়া গেল হরিষ অন্তরে।।
দ্রুতগতি নরপতি আপন ভবনে।
যখন প্রবেশ করে পুলকিত মনে।।
তখন মহিষী তাঁর আনন্দের ভরে।
ভৃত্য বন্ধু আদিগণে লয়ে সমিভ্যারে।।
নৃপের সম্মান আদি করিতে বর্দ্ধন।
নগরীর দ্বারে ছিল ওহে তপোধন।।
রাজার বামেতে এক রাজসুতা হেরি।
মনে মনে হিংসাযুতা হলেন সুন্দরী।।
অধর কম্পিত তাঁর হইল ঈর্ষাভরে।
রাজারে কহেন নৃপ কে এ রথোপরে।।
ভয়েতে রাজার হইল বিচলিত মন।
উত্তর না দিয়া হন আনত বদন।।
ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে করেন উত্তর।
পুত্রবধূ এই মম রথের উপর।।
রাণী বলে পুত্র নাহি প্রসবিনু আমি।
তুমি ও না হলে নৃপ অন্য নারীস্বামী।।

তাহারে পুত্রের বধূ কহিছ রাজন।
কি সম্বন্ধে এই কন্যা পুত্রবধূ হন।।
এত বলি শৈব্যা রাণী নৃপতির প্রতি।
কোপ-ঈর্ষা প্রকাশিল ওহে মহামতি।।
তাহে সেই ভূপতির বুদ্ধিলোপ হয়।
বদনে না সরে বাণী পেয়ে অতি ভয়।।
ধীরে ধীরে তারপর ভাবিয়া অন্তরে।
কহিলেন নরনাথ রাণীর গোচরে।।
তোমার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
তার জন্য আনিয়াছি তনয়া রতন।।
কোপমতি রাণী শুনি রাজার ভারতী।
সহাস্য বদনে কহে ওহে নরপতি।।
ভাল ভাল তাই হবে ওহে মহোদয়।
নগরে পশিল নৃপ কিন্তু রইল ভয়।।
শৈব্যা সহ মনোসুখে করেন বিহার।
কালেতে রাণীর হৈল গর্ভের সঞ্চার।।
যথাকালে পুত্র এক প্রসবিল ধনী।
বিদর্ভ রাখিল নাম নৃপ গুণমণি।।
যে কন্যা আনিয়াছিল জ্যামোঘ রাজন।
পুত্রবধূ কৈল তারে হয়ে ফুল্লমন।।
বিদর্ভ হইতে সেই কন্যার জঠরে।
ক্রথ ও কৌশিক দোঁহে জন্মগ্রহণ করে।।
আরো এক পুত্র ধনী পরে প্রসবিল।
রোমপাদ নামে সেই প্রসিদ্ধ হইল।।
বভ্রু হয় তার পুত্র পৌত্র নাম ধৃতি।
কৌশিকের ছেদি নামে জন্মিল সন্ততি।।
চৈদ্য নামা রাজগণ এ বংশে জনমে।
ক্রথ হতে কুন্তী পরে জনমিল ভূমে।।
কুন্তীর নন্দন বৃষ্ণি বৃষ্ণির নিবৃত্তি।
নিবৃত্তির সুত হয় দশার্হ ভূপতি।।
দশার্হের ব্যোমা নামে জন্মিল নন্দন।
জীমূত ব্যোমার সুত বিদিত ভুবন।।
তাঁর সুত বংশকৃতি ওহে মহোদয়।
ভীমরথ তাঁর পুত্র আছে পরিচয়।।
ভীমরথ হতে নবরথ উৎপাদন।
তাঁর পুত্র দশরথ বিদিত ভুবন।।

দশরথ শকুনিরে উৎপাদন করে।
করম্ভি শকুনি-সুত বিদিত সংসারে।।
দেবরাত করম্ভির জানিবে নন্দন।
দেবক্ষত্র তাঁর পুত্র ওহে মহাত্মন।।
দেবক্ষত্র সুত হয় মধু অভিধান।
শ্রীঅনবরথ হয় তাহার সন্তান।।
অনবরথের সুত কুরুবৎস হয়।
অনুরথ তাঁর পুত্র ওহে মহোদয়।।
পুরুহোত্র হৈল অনুরথের নন্দন।
তাঁর পুত্র অংশ হয় বিদিত ভুবন।।
সত্বত অংশের পুত্র হয় মহামতি।
সাত্বত বংশের হয় ইহা হতে খ্যাতি।।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই মানবের গণ।
জ্যামোঘের বংশকথা করয়ে শ্রবণ।।
নাহি থাকে পাপরাশি তাহার শরীরে।
বংশলোপ নাহি তার হয় কোনকালে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

স্যমন্তক মণির উপাখ্যান এবং জাম্ববতী ও সত্যভামার বিবরণ

মৈত্রেয়েরে কহিলেন পরাশর মুনি।
সত্বত নৃপের বহু পুত্র হয় জানি।।
ভজিন ও ভজমান বিদ্যান্ধক পরে।
দেবাবৃধ মহাভোজ জানিবে অন্তরে।।
বৃষ্ণি এই ছয় পুত্র করে উৎপাদন।
ভজমান কথা এবে করহ শ্রবণ।।
দুই নারী ভজমান বিবাহ করিয়ে।
পুত্র উৎপাদন করে প্রফুল্ল হইয়ে।।
একের গর্ভেতে হয় তিনটি নন্দন।
অন্যের গর্ভেতে তিন শুন তপোধন।।
নিমি বৃষ্ণি ও কৃকন একের উদরে।
শতাজিৎ আদি করি অন্যের জঠরে।।
দেবাবৃধ যেই পুত্র করে উৎপাদন।
বভ্রু হয় তার নাম শুনহ কারণ।।
দেবাবৃধ নামে আর বভ্রুর নামেতে।
একথা প্রসিদ্ধি আছে শুন অবহিতে।।
"দেবাবৃধ আর বভ্রু দেবের সমান।
ইহারা উভয়ে হয় সবার প্রধান।।"
কিবা দূরে কিবা কাছে যেই কোন জন।
সকলের মুখে ইহা হইত উচ্চারণ।।
তারপর যাহা বলি শুন মহামতি।
রাজা ছিল মহাভোজ ধর্ম্মশীল অতি।।
তাঁহার বংশেতে ভোজ মার্ত্তিক আরত।
এই তিন জন জন্মে অতি ভাগবত।।
বৃষ্ণি হতে দুই পুত্র হয় উৎপাদন।
স্বমিত্র ও স্বঙ্গাজিৎ বিদিত ভুবন।।
স্বঙ্গাজিৎ দুই পুত্র ক্রমে লাভ করে।
অনুমিৎ আর শিনি হয় তার পরে।।
অনুমিৎ হতে হয় নিম্নের জনম।
নিম্নের যুগল পুত্র বিদিত ভুবন।।
প্রসেন ও সত্রাজিৎ তাহাদের নাম।
সত্রাজিৎ মিত্র পায় সূর্য্য ভগবান।।
সত্রাজিৎ একদিন সাগরের তীরে।
উপনীত হয়ে বৎস একান্ত অন্তরে।।
দিবাকর-স্তব পাঠ করিতে লাগিল।
তাহে দিনমণি অতি সন্তুষ্ট হইল।।
অস্পষ্ট আকার সূর্য্য করিয়া ধারণ।
উপনীত হন আসি তাহার সদন।।
সত্রাজিৎ সেই মূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে।
কহিলেন সম্বোধিয়া বিনয় বচনে।।
শুন শুন ভগবন করি নিবেদন।
প্রত্যহ আকাশে তোমা করি দরশন।।
বহ্নি-পিণ্ডময় রূপ হেরি হে নয়নে।
আজিও সেরূপ হেরি কহি তব স্থানে।।

তোমার প্রসাদ-চিহ্ন না হয় লক্ষিত।
বিবেচনা করি কর যা হয় বিহিত।।
তাহার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কণ্ঠ হতে স্যমন্তক করি উন্মোচন।।
এক পাশে দিবাকর করিল স্থাপন।
দিব্যরূপ সেই কালে হৈল দরশন।।
তখন প্রণাম করে সত্রাজিৎ রায়।
আরম্ভ করিল স্তব ভক্তিতে তাঁহায়।।
দিবাকর স্তব শুনি করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন।।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি তোমারে।
অভিমত বর লহ যা হয় অন্তরে।।
সত্রাজিৎ কহে শুন ওহে দিনমণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব এই মণি।।
তাঁহার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তুষ্ট হয়ে মণি তাঁরে করিয়া অর্পণ।।
অবিলম্বে আরোহিয়া রথের উপরে।
নিজ স্থানে গেল সূর্য্য প্রফুল্ল অন্তরে।।
সত্রাজিৎ কণ্ঠে মণি করিয়া গ্রহণ।
দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজা হন।।
আনন্দে চলিল পরে দ্বারকা নগরে।
তাঁহারে হেরিয়া সবে বিস্মিত অন্তরে।।
কৃষ্ণের নিকট সবে করিয়া গমন।
করযোড়ে কহিলেন ওহে ভগবন।।
দেখ ওই ভগবান দিবাকর যিনি।
দেখিতে আসিছে প্রভু তোমারেই তিনি।।
কেশব তাঁদের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উচ্চহাস্যে কহিলেন শুন সর্ব্বজন।।
আদিত্য নহেন উনি জানিবে সকলে।
সত্রাজিৎ আসিছেন মন কুতূহলে।।
সূর্য্যদত্ত স্যমন্তক করিয়া ধারণ।
মহানন্দে সত্রাজিৎ করে আগমন।।
তোমা সবে ভাল করি দেখহ নয়নে।
বুঝিতে পারিবে সবে কহি তোমা স্থানে।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিশ্চিত হইয়া সবে বসিল তখন।।

তারপর সত্রাজিৎ আপন আগারে।
প্রবেশ করিল আসি আনন্দের ভরে।।
প্রত্যহ সে মণি হতে স্বর্ণ আটভার।
বাহির হইত ঋষে অদ্ভুত ব্যাপার।।
মণির আশ্চর্য্য গুণ কি কব তোমারে।
সেই মণি ওহে ঋষে থাকে যেই ঘরে।।
তথা নাহি উপসর্গ হয় দরশন।
অনাবৃষ্টি হিংস্র জন্তু না আসে কখন।।
অনলের ভয় কভু না থাকে কোথায়।
দুর্ভিক্ষ কখনো নাহি সেই স্থানে যায়।।
জানিত মণির গুণ কৃষ্ণ ভগবান।
সেই হেতু মনে মনে করি অভিধান।।
উগ্রসেন মহারাজ অতি গুণাধার।
স্যমন্তক যোগ্য হয় কেবল তাঁহার।।
এইরূপ বিবেচনা করিয়া অন্তরে।
সে মণি পাইতে ইচ্ছা বাসুদেব করে।।
সমর্থ হয়েও সেই ওহে ভগবান।
হরণ না করে গোত্রভেদ ভাবমান।।
জানিলেন সত্রাজিৎ কৃষ্ণের অন্তরে।
ইচ্ছা জন্মিয়াছে ভাল মণি লাভ তরে।।
জানিয়া আপন ভ্রাতা প্রসেনে তখন।
সত্রাজিৎ সেই মণি করিল অর্পণ।।
পবিত্র ভাবেতে মণি ধরিলে শরীরে।
অসংখ্য সুবর্ণ হয় তাহার আগারে।।
কিন্তু শুদ্ধ ভাবে নাহি করিলে ধারণ।
সে মণি হইয়া থাকে নিধন কারণ।।
সেই মণি লাভ করি প্রসেন সুমতি।
গলে দিয়া বনমাঝে করিলেন গতি।।
মৃগয়ার্থ অশ্বোপরি করি আরোহণ।
গহন কাননে গেল প্রসেন তখন।।
এক সিংহ বনমাঝে করিত বসতি।
প্রসেনেরে নিরখিয়া সেই পশুপতি।।
অশ্বসহ নিপাতিত করিয়া তাঁহারে।
গমনে উদ্যত হয় কানন মাঝারে।।
সহসা ঋক্ষের রাজা বলী জাম্বুবান।
ঘটনাবশেতে উপনীত সেই স্থান।।

তথা আসি পশুরাজে করিয়া নিধন।
সবলে সে মণিরত্ন করিল গ্রহণ।।
অবশেষে প্রবেশিল আপন বিবরে।
সে মণি পরায়ে দিল আপন কুমারে।।
শ্রীসুকুমারক হয় কুমারের নাম।
তাহার গলায় দিল সেই জাম্বুবান।।
মণি লয়ে ঋক্ষশিশু সদা খেলা করে।
শুন শুন তারপর বলি হে তোমারে।।
এদিকে প্রসেন নাহি ফিরিয়া আসিল।
তাহা হেরি গুপ্ত ভাবে সকলে থাকিল।।
কৃষ্ণের বাসনা ছিল মণির কারণ।
কিন্তু তাঁর মনোরথ না হয় পূরণ।।
প্রসেনেরে বধ করি কৃষ্ণ মহামতি।
লয়েছেন সেই রত্ন লোভবশে অতি।।
পরস্পর এইরূপ কহে যদুগণ।
সেই কথা বাসুদেব করেন শ্রবণ।।
বৃথা অপবাদ হৈলে এই সে কারণে।
বনেতে গেলেন কৃষ্ণ খুঁজিতে প্রসেনে।।
অশ্বের ক্ষুরের চিহ্ন করি দরশন।
ক্রমে ক্রমে বনমাঝে করেন গমন।।
হেরিলেন মৃত অশ্ব রয়েছে পড়িয়া।
তারে মারি পশুরাজ গিয়াছে চলিয়া।।
সিংহের চরণ-চিহ্ন করি দরশন।
ক্রমে ক্রমে বহুদূর গেলেন তখন।।
দেখিলেন ঋক্ষ দ্বারা হয়ে নিপাতিত।
সিংহও রয়েছে তথা ভূতলে পতিত।।
তাহা হেরি মণিলাভ করিবার তরে।
ঋক্ষ-পদচিহ্ন ধরি চলেন সত্বরে।।
কিছুদূর অতিক্রম করিয়া তখন।
গহ্বর তাঁহার চক্ষে হয় দরশন।।
গিরিতটে সৈন্যগণে রাখি তারপরে।
প্রবেশ করিল কৃষ্ণ গহ্বর ভিতরে।।
গহ্বরের অর্দ্ধভাগ করিলে গমন।
নিজ কর্ণে এই কথা করেন শ্রবণ।।
ধাত্রী এক সুকুমার নামক কুমারে।
করিছে প্রবোধ দান এই কথা ধরে।।

সিংহ দ্বারা হত হয় প্রসেন ভূপতি।
জাম্বুবান মারিয়াছে সেই পশুপতি।।
তুমি আর কেন এবে করিছ রোদন।
এখন হয়েছে তব এমনি রতন।।
হেন বাক্য বাসুদেব শুনিয়া শ্রবণে।
লব্ধপ্রায় রত্ন বলি ভাবিলেন মনে।।
অবিলম্বে গর্ত্তমধ্যে পশিয়া এখন।
হেরিলেন ধাত্রী-করে সে মণি রতন।।
তাহা দিয়া ক্রীড়া করি ঋক্ষের কুমারে।
মিষ্ট কথা বলি কত সান্ত্বনা যে করে।।
কৃষ্ণেরে হেরিয়া ধাত্রী করিয়া চিৎকার।
কেবা আছ রক্ষা কর করে হাহাকার।।
কে কোথায় আছ আসি রক্ষহ আমারে।
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে সে চিৎকার করে।।
জাম্বুবান আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রবণ।
রোষভরে অবিলম্বে করে আগমন।।
সহসা কৃষ্ণের সহ বাধিল সমর।
ক্রমে দোঁহে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।।
একবিংশ দিন হয় যুদ্ধ বিভীষণ।
এদিকে সৈন্যরা করে মনেতে চিন্তন।।
নিধন হয়েছে কৃষ্ণ গহ্বর মাঝারে।
বাঁচিলে অবশ্য তিনি আসিতেন ফিরে।।
এত ভাবি গৃহে তারা করি আগমন।
কৃষ্ণের নিধনবার্ত্তা করিল ঘোষণ।।
কৃষ্ণের শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সমাধা হইল।
মনোদুঃখে বান্ধবেরা কাঁদিতে লাগিল।।
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ করে ঘোরতর রণ।
শরীর হইল ক্ষত যুদ্ধের কারণ।।
দারুণ প্রহারে তিনি অতি রোষভরে।
মারিতে লাগিল সেই ঋক্ষের শরীরে।।
দিন দিন ক্ষীণ ঋক্ষ ক্রমেতে হইল।
কেশবের জয়লাভ অবশ্য ঘটিল।।
তখন তাঁহার পদে পড়ি জাম্বুবান।
বলে রক্ষা কর প্রভু তুমি ভগবান।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ না জানে তোমারে।
ছার আমি পশুজাতি জানি কি প্রকারে।।

নারায়ণ অংশভূত অবশ্য আপনি।
অতএব কৃপা কর ওহে নীলমণি।।
তাহার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন তুষ্ট হয়ে ঋক্ষেরে তখন।।
ভূভার হরণে আমি এসেছি সংসারে।
আমি সেই হরি ঋক্ষ জানিবে অন্তরে।।
এত শুনি জাম্বুবান পুলকে মগন।
বলিয়া কৃষ্ণের গৃহে করে আগমন।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া বিধানে।
জাম্ববতী কন্যাদান করিল যতনে।।
স্যমন্তক মণি দিল করিয়া আদর।
মণি লয়ে আসে কৃষ্ণ দ্বারকা নগর।।
লয়ে আসে জাম্ববতী দ্বারকা নগরে।
তাঁহারে হেরিয়া সবে প্রফুল্ল অন্তরে।।
দ্বারকা নগরে ছিল যত বৃদ্ধজন।
কৃষ্ণেরে হেরিতে ধায় যুবার মতন।।
যাদব নিকর আর যত নারিগণ।
ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণ পাশে করিল গমন।।
আনন্দ প্রকাশ সবে করিতে লাগিল।
সবারে সম্বোধি কৃষ্ণ তখন কহিল।।
মণির কারণে হৈল যে সব ঘটন।
আদ্যোপান্ত সব কথা করিল বর্ণন।।
সত্রাজিৎ করে সেই মণি দান করি।
অলীক কলঙ্ক হতে ত্রাণ পায় হরি।।
জাম্ববতী রমণীরে স্থাপি অন্তঃপুরে।
বিহার করেন সুখে পুলক অন্তরে।।
কৃষ্ণে অপবাদ দিয়াছিল সত্রাজিৎ।
তাহে ভয় পেয়ে অতি হইয়া চিন্তিত।।
সত্যভামা নামে কন্যা করিলেন দান।
নারী পেয়ে কৃষ্ণধন সুখে ভাসমান।।
শতধন্বা কৃতবর্ম্মা অক্রূর সুমতি।
অন্য অন্য যাদবেরা ওহে মহামতি।।
সত্যভামা কামিনীরে লভিবার তরে।
বাসনা করিয়াছিল আপন অন্তরে।।
কৃষ্ণের সহিত বিভা যদি হৈল তার।
অপমান বোধ হইল হৃদয়ে সবার।।
শত্রুতা করিল সবে সত্রাজিৎ প্রতি।
অক্রূর করিয়া আদি যত মহামতি।।
শ্রীশতধন্বারে কহে করি সম্বোধন।
শুনহ মোদের বাক্য তুমি মহাত্মন।।
দুরাচার সত্রাজিৎ নাহিক সংশয়।
চাহিয়াছিলাম কন্যা ওহে মহোদয়।।
তুমিও মাগিয়াছিলে ভাবি দেখ মনে।
অবজ্ঞা করিল কিন্তু আমা সব জনে।।
অতএব দুষ্টে শীঘ্র করহ নিধন।
কিবা ফল রাখি আর দুষ্টের জীবন।।
ইহারে বিনাশি লহ স্যমন্তক মণি।
যদি তাহে শত্রু হন কৃষ্ণ গুণমণি।।
সাহায্য আমরা সবে করিব তোমার।
এত শুনি শতধন্বা করিল স্বীকার।।
এ যুক্তি জানিয়া হৃদে কৃষ্ণ ভগবান।
অগ্রেতে হস্তিনাপুরে করিল পয়ান।।
জতুগৃহে ভস্ম হৈল পাণ্ডুসুতগণ।
সে বার্তা সকল স্থানে হইল রটন।।
পাণ্ডবের শত্রু সেই রাজা দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের পরে নাহি তাহার যতন।।
পাণ্ডবের প্রেতকার্য্য করিবার তরে।
উপনীত হন আসি হস্তিনানগরে।।
শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলেন যখন।
শতধন্বা সুসময় জানিয়া তখন।।
সত্রাজিৎ নিদ্রাগত যখন আছিল।
সেই কালে শতধন্বা জীবন বধিল।।
স্যমন্তক মহামণি লইয়া তখন।
হইল সে শতধন্বা আনন্দিত মন।।
পিতৃনাশে সত্যভামা হৈল কোপান্বিতা।
রথে চড়ি হস্তিনাতে হন উপনীতা।।
রোষভরে কেশবেরে জানান তখন।
তব হস্তে মোরে পিতা করিল অর্পণ।।
শতধন্বা তাহা নাহি সহিবারে পারি।
পিতারে করিল নাশ ওহে বনমালী।।
স্যমন্তক মহামণি করেছে গ্রহণ।
উচিত এখন যাহা কর নারায়ণ।।

সত্যভামা হেনমত কৃষ্ণেরে বলিল।
শুনিয়া কেশব হৃদে সন্তুষ্ট হইল।।
বাহিরে ক্রোধের ভাব দেখায়ে তখন।
প্রেয়সীরে রক্তনেত্রে কহেন বচন।।
তোমার পিতার তাহে নাহি অপমান।
ইহাতে হইল মোর ঘোর অপমান।।
হেন অপমান নাহি সহিবারে পারি।
যাহা হোক বলি এবে শুনহ সুন্দরী।।
অবশ্য ইহার ফল দিব গো সম্প্রতি।
আমার কথায় শোক ত্যজ গুণবতী ।।
এত বলি প্রেয়সীরে লয়ে নিজ সনে।
উপনীত হন আসি দ্বারকা ভবনে।।
বলদেবে সম্বোধিয়া কাননে তখন।
কহিলেন শুন দেব আমার বচন।।
মৃগায়ার্থ বনে যায় প্রসেন যখন।
তথা তারে পশুপতি করেন নিধন।।
শতধন্বা সত্রাজিতে করেছে সংহার।
উভয়ে নিপাত হইল শুন গুণাধার।।
এখন এ স্যমন্তক আমাদের ধন।
উঠ ত্বরা রথোপরি কর আরোহণ।।
শতধন্বা দুষ্টমতি নাশিব তাহায়।
শুনিয়া তথাস্তু বলি রাম দিল সায়।।
দুই জনে সমরেতে উদ্যত হইল।
শতধন্বা এই কথা কর্ণেতে শুনিল।।
দ্রুতগতি গেল কৃতবর্ম্মার গোচরে।
সাহায্যের তরে কত অনুরোধ করে।।
শুনি কৃতবর্ম্মা কহে শুন ওহে ধীর।
রাম কৃষ্ণ সম বল আছে কোন বীর।।
তাঁদের সহিতে কভু কলহ করিতে।
সক্ষম না হব আমি কহিনু সাক্ষাতে।।
শতধন্বা শুনি যায় অক্রুর গোচরে।
অনুরোধ করে কত সমরের তরে।।
শুনিয়া অক্রুর কহে এরূপ বচন।
যাঁর পদভরে কাঁপে এ তিন ভুবন।।
মহাবল মহাবীর্য্য দানব নিকর।
যাঁর করে মরি যায় শমন নগর।।
সেই কৃষ্ণ সহ বল কে করিবে রণ।
সংসার-তারণ সেই প্রভু নিরঞ্জন।।
শত শত শত্রু ধ্বংস কটাক্ষে যাঁহার।
সৃজন করেন যিনি অখিল সংসার।।
যাঁর হল অস্ত্র আছে বিদিত ভুবনে।
বল দেখি তাঁর সহ কে মাতিবে রণে।।
নিখিল বিশ্বেতে আছে যত সুরগণ।
তাঁর সহ যুঝিবারে পারে কোন জন।।
তুচ্ছ মোরা হই অতি এই বিশ্ব মাঝে।
কিরূপে করিব রণ মহান সমাজে।।
তুমি গিয়া অন্য জনে লহ হে শরণ।
শুনি শতধন্বা মনে করেন চিন্তন।।
তারপর অক্রুরেরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
যদ্যপি সাহায্য নাহি করিবে সমরে।
তবে এক কাজ কর বলি হে তোমারে।।
স্যমন্তক মণি তুমি করিয়া গ্রহণ।
যত্ন করি নিজ স্থানে করহ রক্ষণ।।
অক্রুর বলেন যদি হয় হে মরণ।
তবু না রাখিব আমি এ মণি রতন।।
তবে এক কথা বলি শুনহ তোমারে।
যদি না প্রকাশ কর কাহারো গোচরে।।
তবে আমি রাখিবারে পারি এই মণি।
বিবেচিয়া যাহা হয় করহ এখনি।।
শতধন্বা বলে আমি করিনু স্বীকার।
কাহারো নিকটে নাহি হইবে প্রচার।।
তখন অক্রুর মণি করিয়া গ্রহণ
নিজ পাশে যত্ন করি করিল রক্ষণ।।
অবশেষে শতধন্বা অশ্বে আরোহিয়া।
পলায়ন করে বেগে শ্রীকৃষ্ণে হেরিয়া।।
এ দিকেতে রাম কৃষ্ণ করিল শ্রবণ।
অশ্বোপরি শতধন্বা করে পলায়ন।।
কৃষ্ণের ঘোটক ছিল চারিটি প্রধান।
শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প আর নাম।।
চতুর্থ বলাহক এই চারি অশ্ব হয়।
তাহাদিগে রথে জুড়ি চলে মহাশয়।।

শতধন্বা পিছে পিছে রাম কৃষ্ণ চলে।
শতধন্বা গেছে কিন্তু বহু দূরে চলে।
শতেক যোজন চলে তার পুরজন।
প্রতিদিন এইরূপ আছে নিরূপণ।।
বেগে ধায় শতধন্বা ভয় পেয়ে মনে।
দ্রুতগতি চালায় সে যত অশ্বগণে।।
মিথিলার বনে মরে তুরঙ্গ সকল।
পদব্রজে শতধন্বা চলিল কেবল।।
তখন শ্রীকৃষ্ণ কহে দাদা বলরামে।
অদ্য অভিযান যাহা থাক এইস্থানে।।
পদব্রজে পিছে পিছে করিয়া গমন।
এখনি দুষ্টেরে শীঘ্র করিব নিধন।।
অমঙ্গল দেখিয়াছে এই অশ্বগণ।
সেহেতু চলিতে আর না করে মনন।।
এই স্থানে তুমি দেব কর অবস্থান।
আমি তার পিছু পিছু হই ধাবমান।।
এত শুনি বলদেব তথাস্তু বলিয়ে।
রহিলেন সেই স্থানে রথে আরোহিয়ে।।
পদব্রজে বনমালী করিল গমন।
ক্রোশ দুই গিয়া করে চক্র নিক্ষেপণ।।
তাহে শতধন্বা-শির কাটিয়া পড়িল।
অমনি শ্রীকৃষ্ণ গিয়া নিকটে দাঁড়াল।।
অন্বেষণ করে হরি বসন ভূষণ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখে সে মণিরতন।।
ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ কহে হলধরে।
বৃথাই করিনু বধ শতধন্বা বীরে।।
ভুবনের সার সেই স্যমন্তক ধন।
তার পাশে নাহি পাই শুন ভগবন।।
এত শুনি কোপাবিষ্ট হইল হলধর।
কৃষ্ণেরে কহেন তুমি অতি লোভপর।।
এত লোভী হও তুমি ধিক হে তোমায়।
ক্ষমিলাম ভ্রাতা বলি ওহে যদুরায়।।
যথা ইচ্ছা তুমি এবে করহ গমন।
দ্বারকাতে আমি নাহি যাব কদাচন।।
কি কাজ আমার আর দ্বারকা নগরে।
তব সম ভ্রাতা লয়ে কিবা ফল পরে।।

বন্ধুবান্ধবেতে আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করিব গমন।।
শপথ করহ ভাই কেন বার বার।
এরূপে কৃষ্ণেরে রাম করে তিরস্কার।।
তথা হতে বলদেব করিল গমন।
বিনয়ে কহিল কত শ্রীমধুসূদন।।
তবু নাহি বলদেব দাঁড়ায়ে তথায়।
বিদেহ নগরে বলী দ্রুতগতি যায়।।
বিদেহ রাজার পাশে করিলে গমন।
জনক তাঁহারে করে বহু সম্বর্দ্ধন।।
অর্ঘ্য দিয়া বলদেবে বসান আসনে।
সেই সে স্থানেতে রহে পুলকেতে মনে।।
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ করে দ্বারকা গমন।
জনক ভবনে রহে বলাই তখন।।
অকস্মাৎ দুর্য্যোধন জনক আগারে।
উপনীত হয় আসি জানিবে অন্তরে।।
গদাযুদ্ধ শিখে তথা হয়ে ফুল্ল মন।
গদার কৌশল কত শিখিল রাজন।।
হেনমতে তিন বর্ষ বিগত হইল।
উগ্রসেন বভ্রু আদি বিদেহে রহিল।।
বুঝাইল বলরামে অনেক প্রকারে।
মণিরত্ন কভু নাহি জনার্দ্দন হরে।।
রামের হৃদয়ে হইল বিশ্বাস তখন।
দ্বারাকানগরে পরে করেন গমন।।
স্যমন্তক হতে জন্মে কাঞ্চনের ভার।
অক্রূরের কিবা হবে তাহা দ্বারা আর।।
মনে মনে নানা কথা করিয়া চিন্তন।
যজ্ঞ করে নানাবিধ অক্রূর সুজন।।
দ্বিষষ্টি বৎসর যজ্ঞ করে মহামতি।
অধিক বলিব কিবা শুন হে সুমতি।।
দুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু কিংবা কোন ভয়।
মণির প্রভাবে নাহি দ্বারকাতে রয়।।
সাত্বতের পুত্র ছিল শত্রুঘ্ন আখ্যান।
মহামতি মহাবল খ্যাত সর্ব্ব স্থান।।
একদা অক্রূর পক্ষ যত ভোজগণ।
কুপিত হইয়া করে শত্রুঘ্নে নিধন।।

তাহে অক্রূরের হৃদে হয় বড় ভয়।
ভোজগণ সহ গিয়া দেশান্তরে রয়।।
দ্বারকা ত্যজিল যদি অক্রূর সুজন।
দুর্ভিক্ষ অকালমৃত্যু ঘটিল তখন।।
হিংস্র জন্তুগণ আসি অত্যাচার করে।
নানা উপসর্গ হয় দ্বারকা নগরে।।
তাহা হেরি বলদেব আর ভগবান।
মন্ত্রণা করেন সবে শুন মতিমান।।
কি কারণে হয় এত দৈব উপদ্রব।
চিন্তা কর সবে আজি সকল যাদব।।
যদুগণ মধ্যে বৃদ্ধ অন্ধক আছিল।
একথা শুনিয়া সেই কহিতে লাগিল।।
অক্রূরের পিতা ছিল শ্বফল্ক ধীমান।
যথাযথা তিনি করিতেন অবস্থান।।
কোনকালে সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ না হয়।
অনাবৃষ্টি আদি করি না হয় উদয়।।
একদা অনাবৃষ্টি বারাণসী ধামে।
তাহাতে প্রজার হৃদে অতি কষ্ট জন্মে।।
তথায় শ্বফল্কে নিল কাশী নরবর।
যেমন পশিল তথা শ্বফল্ক সত্বর।।
আরম্ভিল সুররাজ করিতে বর্ষণ।
তাহে প্রজাকুল পুনঃ লভিল জীবন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিয়া আনন্দ অন্তর।।

গান্ধিনীর উপাখ্যান

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
তারপর কি হইল করিব বর্ণন।।
কাশীপত্নী নারী গর্ভে কন্যকা জন্মিল।
যখন প্রসবকাল বিগত হইল।।
তখন নন্দিনী সেই ভূমিষ্ঠ না হয়।
এইরূপে বার বর্ষ অতিক্রান্ত প্রায়।।
তথাপি নন্দিনী নাহি বাহির হইল।
কাশীপতি গর্ভস্থিত কন্যারে বলিল।।
কেন কন্যে ভূমিষ্ঠ না হইতেছ তুমি।
হেরিতে তোমার মুখ নাহি ইচ্ছি আমি।।
কেন বল জননীরে এত ক্লেশ দাও।
বাহির হইয়া মনে উল্লাস বাড়াও।।
এত শুনি কন্যা কহে উদরে থাকিয়া।
প্রতিদিন এক এক ধেনু দান দিয়া।।
পরিতুষ্ট কর যদি দ্বিজাতি নিকরে।
তবে তো ভূমিষ্ঠ হব তিন বর্ষ পরে।।
এত শুনি মহারাজ মহাবুদ্ধিমান।
প্রতিদিন বিপ্রে এক করে ধেনু দান।।
এইরূপে তিন বর্ষ হইলে বিগত।
তারপর সেই কন্যা হইল ভূমিষ্ঠ।।
গান্ধিনী তাহার নাম রাখে কাশীপতি।
একদিন গেল তথা শ্বফল্ক নৃপতি।।
উপকারী সে শ্বফল্ক জানিয়া তখন।
কাশীপতি তারে কন্যা করে সমর্পণ।।
যাবৎ জীবিত ছিল গান্ধিনী সুন্দরী।
প্রতিদিন এক ধেনু বিপ্রে দান করি।।
করিতেন সন্তোষিত বিবিধ বিধানে।
আলোকসামান্য তিনি জানে সর্ব্বজনে।।
তাঁহার গর্ভেতে জন্মে অক্রূর সুজন।
সদা ধর্ম্মে মতি তাঁর সত্যপরায়ণ।।
দ্বারকা ত্যজিল সেই অক্রূর সুমতি।
উৎপাত ঘটাল তাই দুর্ভিক্ষ আদি।।
অক্রূররে মম মতে কর আনয়ন।
অতিশয় গুণবান সেই মহাত্মন।।
তার আগমনে সব দোষ নষ্ট হবে।
দৈবদোষ দুর্ভিক্ষাদি কিছু নাহি রবে।।
কৃষ্ণ বলরাম উগ্রসেন আর যত।
যাদব সকলে মিলি হয়ে এক মত।।
অন্ধকের কথামত অক্রূর সুজনে।
আনিল দ্বারকাপুরে অভয় প্রদানে।।

অক্রুর আসিবামাত্র দ্বারকানগরে।
দুর্ভিক্ষের ভয় আদি সব গেল দূরে।।
হিংস্রে উপদ্রব অনাবৃষ্টি সমুদয়।
মণির প্রভাবে সব পাইল বিলয়।।
মনে মনে ভগবান ভাবিল তখন।
শ্বফল্ক গান্ধিনীপুত্র অক্রুর সুজন।।
ইহাই সামান্য হেতু বলি জ্ঞান হয়।
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষাদি যাহে পায় লয়।।
সে শক্তি নিশ্চয় অতিশয় গুরুতর।
বোধ করি আছে মণি তাহার গোচর।।
স্যমন্তক মণির এহেন শক্তি শুনি।
নতুবা অক্রুর কোথা দৈবনাশে গুণী।।
এ অক্রুর এক যজ্ঞ করি সমাপন।
পুনর্ব্বার আর যজ্ঞ করেন সাধন।।
সম্পত্তি তাহারে কিন্তু সমধিক নয়।
যাহে যজ্ঞ পরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।।
স্যমন্তক মণির প্রভাবে পায় ধন।
তাহে বারংবার যজ্ঞ করেন সাধন।।
এর কাছে মণিরত্ন আছে যে নিশ্চয়।
তাহে আর কিছুমাত্র নাহিক সংশয়।।
এইরূপে মনে ভাবি কৃষ্ণ গুণাকর।
প্রয়োজন বশে নিজ ভবন ভিতর।।
সমগ্র যাদবগণে একত্র করিল।
হৃষ্ট হয়ে যদুগণ সকলে বসিল।।
যে কারণ আহ্বান করি সংশোধন।
প্রসঙ্গেতে হরি কহে অক্রুরে তখন।।
কহিতে লাগিল কথা উপহাস ছলে।
অগণন যজ্ঞ তুমি সম্পন্ন করিলে।।
জিজ্ঞাসিব এক কথা নিকটে তোমার।
স্যমন্তক মণি সেই জগতের সার।।
অর্পিল তোমারে শতধন্বা সেইজন।
সকলে আমরা তাহা জানি বিবরণ।।
রাজ্যের করয়ে সেই মণি উপকার।
এবে রহে সেই মণি নিকটে তোমার।।
রাখিলে নিকটে তব সে মণি রতন।
তাহার মহিমা ফল পাই সর্ব্বজন।।

করেন সন্দেহ কিন্তু দাদা মম প্রতি।
দেখাইয়া কর ভঙ্গ সন্দেহ সম্প্রতি।।
আমার সন্তোষ তরে তুমি একবার।
আনহ সে মণিরত্ন নিকটে সবার।।
যখন কহেন হরি এরূপ বচন।
অক্রুরের কাছে ছিল সে মণিরতন।।
লাগিল চিন্তিতে অক্রুর নিজ মনে।
জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণ যদি কি করি এক্ষণে।।
মিথ্যা যদি বলি তাহা নাহি রক্ষা হবে।
অন্বেষিলে মণিরত্ন বাহির হইবে।।
তাহাতে আমার কিছু নাহিক মঙ্গল।
কহিলেন এত ভাবি কৃষ্ণেরে সকল।।
শতধন্বা দিল মোরে এমনি রতন।
তারপর শতধন্বা মরিল যখন।।
আজকাল মধ্যে তুমি যাচিবে এ মণি।
অন্তরেতে এইরূপ মনে অনুমানি।।
করিলাম অতি যত্নে এ মণি রক্ষণ।
অতি কষ্ট হয় তাহা করিতে ধারণ।।
বঞ্চিত যে সর্ব্বভোগে আমি অনিবার।
কিছুমাত্র আত্মসুখ নাহিক আমার।।
আপনি মনেতে যদি করেন এমন।
অক্রুর ধরিতে নারে এ মহা রতন।।
এই ভয় মনে করি না দিনু আপনি।
গ্রহণ করহ এবে স্যমন্তক মণি।।
যাহা তব ইচ্ছা যারে অভিলাষ হয়।
প্রদান করহ তারে ওহে মহোদয়।।
এত বলি বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই মণি।
কৌটা খুলি বাহিরেতে আনিলেন তিনি।।
মাধব সম্মুখে মণি খুলিয়া রাখিল।
জ্যোতির প্রভায় সভা উজ্জ্বল হইল।।
কহিল অক্রুর এই স্যমন্তক মণি।
রক্ষা করে শতধন্বা কৃষ্ণক্রোধ শুনি।।
যাঁর বস্তু ইহা তিনি করুন ধারণ।
বিস্ময়ে মগন শুনি যত যদুগণ।।
সাধুবাদ চারিদিকে সকলেতে করে।
আশা জন্মে মণি নিতে রামের অন্তরে।।

মনেতে চিন্তিল কৃষ্ণ পূর্ব অঙ্গীকার।
স্যমন্তক মণি হয় মোদের দোঁহার।।
সত্যভামা ভাবিতেছে নিজ মনে মন।
স্যমন্তক মণি হয় মম পিতৃধন।।
মণি প্রতি তাহার যে আশা অতিশয়।
বলদেবে নিরখিয়া কৃষ্ণ দয়াময়।।
সত্যভামা প্রতি আরো করি নিরীক্ষণ।
ভাবিলেন গোলে আমি পড়িনু এখন।।
তারপর ভাবি কৃষ্ণ কহে উচ্চ স্বরে।
শুনহ অক্রূর আমি বলি হে তোমারে।।
কলঙ্কের রাশি মম প্রক্ষালন তরে।
কহিলাম দেখাইতে যাদব গোচরে।।
বলদেব পাশে পূর্ব্বে কৈনু অঙ্গীকার।
এই মণিরত্ন হয় সম্পত্তি দোঁহার।।
কিন্তু সত্যভামার যে পিতৃধন হয়।
অধিকার অন্য কারো তাহে নাহি রয়।।
শুচি হয়ে সদা ব্রহ্মচর্য্য আলম্বনে।
ধারণ করিলে মণিরত্ন শুদ্ধ মনে।।
অবশ্য রাজ্যের হয় মঙ্গল নিশ্চয়।
ধরিলে অশুচি হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।।
তাই বলি আমি ইহা রাখিতে নারিব।
ষোড়শ সহস্র নারী কেমনে তুষিব।।
সত্যভামা ব্রহ্মচর্য্য করিয়া ধারণ।
ধরিতে নারিবে এই মণি কদাচন।।
হলধর এই মণি ধরিবার তরে।
সুরাপান আদি সব সম্ভোগ নিকরে।।
ত্যজিবারে পারিবেন মনে নাহি লয়।
অতএব অন্য চেষ্টা বিফল নিশ্চয়।।
অতএব হে অক্রূর তোমারে এখন।
এ যাদব সভামাঝে সর্ব্ব যদুগণ।।
এই বলভদ্র এই সত্যভামা আমি।
আর যত জন হন যাদবের স্বামী।।
তব পাশে অনুরোধ এই সমাচার।
পূর্ব্ববৎ ধর মণি তুমি পুনর্ব্বার।।
তাহার ধারণে অন্যে সমর্থ না হয়।
তব উপযুক্ত ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
তব পাশে থাকিলে এ মণি রত্নধন।
অখিল রাজ্যের হবে মঙ্গল ঘটন।।
অস্বীকার নাহি কর তুমি এ বিষয়।
শুনি যদুগণ কৃষ্ণে সাধু সাধু কয়।।
শুনিয়া অক্রূর সেই কৃষ্ণের বচন।
তথাস্তু বলিয়া মণি করিল গ্রহণ।।
তদবধি সেই মণি ধরে কণ্ঠস্থলে।
তার তেজে সূর্য্যসম অক্রূর উজ্জলে।।
শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যা এ কলঙ্ক মোচন।
যে জন শ্রবণ করে অথবা স্মরণ।।
তাহার কলঙ্ক কিছু কখনো না হয়।
সতেজ থাকয়ে তার ইন্দ্রিয় নিচয়।।
সর্ব্বাধিক পাপ হতে পায় পরিত্রাণ।
কল্যাণ করেন তারে দেব ভগবান।।
কবি বলে চিন্তামণি জান অনুক্ষণ।
অবোধের অন্ধকার করিতে নাশন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
যেই জন শুনে সেই হয় পুণ্যবান।।

শিনি, অন্ধক ও শ্রুতশ্রবার বংশকথা

পরাশর বলে শুন ওহে তপোধন।
অনুমিত্র-অনুজ যে শিনি মহাত্মন।।
সত্যক হইল সেই শিনির তনয়।
সত্যকের যুযুধান নামে পুত্র হয়।।
সাত্যকি বলিয়া সেই খ্যাত ত্রিভুবনে।
তার পুত্র অসঙ্গ যে শোভে নানা গুণে।।
তার পুত্র তুণি তুণি-পুত্র যুগন্ধর।
এই তো শিনির বংশ জান মুনিবর।।
অনুমিত্র বংশে পৃশ্নি উৎপন্ন হইল।
তাহার ঔরসে পুত্র শ্বফল্ক জন্মিল।।

তাহার প্রভাব পূর্ব্বে করিনু বর্ণন।
শ্বফল্কের কনিষ্ঠ সে চিত্রক সুজন।।
গান্ধিনীর গর্ভে আর শ্বফল্ক ঔরসে।
অক্রুর জন্মিল ক্ষিতি পূর্ণ যার যশে।।
আরো জন্মে উপমদ্গু মৃদয় বিসারি।
মেজয় ও গিরিক্ষত্র অতি গুণধারী।।
উপক্ষত্র ও শত্রুঘ্ন আর বিনর্দ্দন।
ধর্ম্মদৃক দৃষ্টশর্ম্মা ধর্ম্মপরায়ণ।।
গন্ধমোজ ও অবাহ আর প্রতিবাহ।
এ চোদ্দ শ্বফল্ক-পুত্র সবে মহোৎসাহ।।
শ্বফল্কের তারা নামে তনয়া হইল।
অক্রুরের দুই পুত্র জনম লভিল।।
দেবযান উপদেব উভয়ের নাম।
চিত্রকের বহু পুত্র হইল গুণবান।।
পৃথু ও বিপৃথু আদি নাম সে সবার।
অন্ধকের চারি পুত্র হইল গুণাধার।।
কুকুর ও ভজমান শ্রীশুচি কম্বল।
বর্হিষ এ চারি পুত্র সবে মহাবল।।
কুকুরের পুত্র সৃষ্ট বিখ্যাত ভুবন।
শ্রীকপোতরোমা হয় তাঁহার নন্দন।।
কপোতরোমার পুত্র বিলোমা হইল।
বিলোমা ঔরসে তব জনম লভিল।।
তুম্বুরুর সখা ভব হইল মহাশয়।
উদক ও দুন্দুভি হয় বিলোমা তনয়।।
অভিজিৎ নামে হইল তাহার নন্দন।
তার পুত্র পুনর্ব্বসু বিদিত ভুবন।।
তাহার আহুক নামে পুত্র এক রয়।
আহুকী নামেতে কন্যা সমুৎপন্ন হয়।।
দেবক ও উগ্রসেন আহুক নন্দন।
দেবকের চারি পুত্র সবে মহাত্মন।।
দেবমান উদেব সুদেব তিন আর।
শ্রীদেবরক্ষিত হয় গুণের আধার।।
দেবকের সাত কন্যা সবে গুণান্বিতা।
বৃকদেবা উপদেবা ও দেবরক্ষিতা।।
শ্রীদেবা ও কান্তিদেবা সহদেবা আর।
কনিষ্ঠা দেবকী হয় গুণের আধার।।

বসুদেব বিভা করে এ সপ্ত কন্যায়।
দেবকী সুপুণ্যবতী বিখ্যাত ধরায়।।
অনেক হইল উগ্রসেনের নন্দন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র কংস হয় মথুরারাজন।।
ন্যগ্রোধ সুনাম কঙ্কশঙ্কু স্বভূমি।
রাষ্ট্রপাল মন্দপুষ্টি সবে গুণমণি।।
পুষ্টিমান নাম হয় এই অষ্টজন।
উগ্রসেন কন্যা নাম শুন তপোধন।।
কংসা কংশবতী ও সুতনু রাষ্ট্রপালী।
কঙ্কা এই পঞ্চ কন্যা রূপেতে বিজলী।।
বিধূরথ হয় ভজমানের তনয়।
তার পুত্র শূর শূর-পুত্র শমী হয়।।
প্রতিক্ষত্র নামে হইল শমীর নন্দন।
তার পুত্র স্বয়ম্ভোজ বিখ্যাত ভুবন।।
হৃদিক হইল স্বয়ম্ভোজের তনয়।
হৃদিকের পুত্র কৃতবর্ম্মা মহোদয়।।
শতধন্বা হয় আরো হৃদিক নন্দন।
শ্রীদেবমেঢ়ুষ হয় তৃতীয় নন্দন।।
দেবমেঢ়ুষের পুত্র হইল শূর নামে।
মারিষা শূরের পত্নী খ্যাত ধরাধামে।।
শূরসেন হতে এই মারিষা-উদরে।
বসুদেব আদি দশ পুত্র জন্ম ধরে।।
বসুদেব জন্ম লাভ করে যেইক্ষণ।
দিব্য দৃষ্টি দ্বারা হেরিলেন দেবগণ।।
তাহার ভবনে দেব বিষ্ণু ভগবান।
অংশ দ্বারা অবতীর্ণ হবেন মহান।।
আনক দুন্দুভি যত দেবতা বাজাল।
আনক দুন্দুভি নাম তাহাতে হইল।।
দেবভাগ দেবশ্রবাঃ আদি নয়জন।
এ সকল বসুদেবের হয় ভ্রাতৃগণ।।
পৃথা শ্রুতদেবা শ্রুতকীর্ত্তি শ্রুতকথা।
শ্রীরাজাধিদেবী সবে দেবমনোলোভা।।
এই পঞ্চ কন্যা বসুদেবের ভগিনী।
পরমাসুন্দরী সবে বিদিত অবনী।।
কুন্তিভোজ নামে সখা সুরের আছিল।
কুন্তিভোজ নৃপতির পুত্র না জন্মিল।।

অপুত্রক কুন্তিভোজে শূর মহোদয়।
পৃথারে দত্তক কন্যা দিল সে সময়।।
কন্যা লভি কুন্তিভোজ প্রফুল্লিত মন।
পাণ্ডু সে পৃথার পাণি করিল গ্রহণ।।
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র হতে পৃথার উদরে।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন জন্মলাভ করে।।
পৃথার অনূঢ়া কালে দেব দিবাকর।
কর্ণ নামে কানীন তনয় গুণাকর।।
উৎপাদন করিলেন করহ শ্রবণ।
মহাবীর্য্য মহাদাতা কর্ণ মহাজন।।
মাদ্রী নামে পৃথার সপত্নী যে ছিল।
অশ্বিনীযুগল তার সংসর্গ হইল।।
তাহাতে নকুল আর সহদেব জন্মে।
পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম কহি তব স্থানে।।
করুষ দেশের রাজা বৃদ্ধশর্ম্মা ছিল।
শ্রুতদেবা সহ তার বিবাহ হইল।।
শ্রুতদেবা গর্ভে এক দন্তবক্র নামে।
জন্মিল সে মহাসুর খ্যাত ধরাধামে।।
নৃপতি কেকয় মহাবীর্য্যবান হন।
শ্রীশ্রুতকীর্ত্তিরে যেবা করিল গ্রহণ।।
পঞ্চপুত্র শ্রুতকীর্ত্তি প্রসব করিল।
সন্তর্দ্দন আদি পঞ্চ কৈকেয় হইল।।
রাজাধিদেবীর গর্ভে অবন্তী নৃপতি।
বিন্দ অনুবিন্দ নামে জন্মান সন্ততি।।
দমঘোর চেদীরাজ মহাবীর্য্য হন।
বিবাহ করিল শ্রুতশ্রবারে সে জন।।
দমঘোর হতে শ্রুতশ্রবার উদরে।
শিশুপাল নামে পুত্র জন্মলাভ করে।।
শিশুপাল পূর্ব্বজন্মে ছিল দুরাচার।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য অতি বলাধার।।
দৈত্যগণের আদি পুরুষ যে ছিল।
স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান তারে বিনাশিল।।
হিরণ্যকশিপু সেই দৈত্য পুনর্ব্বার।
রাবণ রূপেতে জন্মে অতি দুরাচার।।
শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি অগণিত তার।
অমর-ঐশ্বর্য্য সব কৈল অধিকার।।

বার বার হরি হতে হয় দেহ নাশ।
সে পুণ্যে রাবণ রূপে হইল প্রকাশ।।
নারায়ণ হতে সেই দুষ্ট হত হয়।
তারপর জন্মে দমঘোরের তনয়।।
শিশুপাল নামে আসি বিখ্যাত হইল।
শ্রীকৃষ্ণ উপরে তার বিদ্বেষ জন্মিল।।
ভূভার হরণ তরে কৃষ্ণ ভগবান।
অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপে শুন মতিমান।।
কৃষ্ণ প্রতি দ্বেষ তাই তাহার জন্মিল।
প্রভু কৃষ্ণ শিশুপালে বিনাশ করিল।।
পরমাত্ম কৃষ্ণে ছিল মানস তাহার।
তাই দ্বেষ ভাবে ছিল মগ্ন অনিবার।।
সেই হেতু কৃষ্ণে লীন হইল তপোধন।
শিশুপাল মুক্তিলাভ করে সে কারণ।।
হন যদি অনুকূল দেব ভগবান।
মনোরথ মুহূর্ত্তেকে করেন প্রদান।।
প্রতিকূল হয়ে যারে করেন বিনাশ।
তারে দেন দেবলোকে অনুপম বাস।।
সৌতি বলিলেন শুন যত মুনিগণ।
হরিপদে নিত্য মন করহ অর্পণ।।
হবে তাহে মুক্তি লাভ নাহিক সংশয়।
এ সংসার হয় জান সদা বিষময়।।
একমাত্র হরি হয় সংসারের সার।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে গুণ গান যার।।
অনন্ত অনন্তকাল সেবয়ে যাহারে।
এমন হরির গুণ কে বর্ণিতে পারে।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যিনি হন।
তাঁহার মহিমা-কথা কে করে বর্ণন।।
অনন্ত মহিমা তাঁর অসীম যে হয়।
গুণের অতীত নিরাকার সে অব্যয়।।
সকলের কর্ত্তা তিনি সর্ব্বশক্তিমান।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণরূপে দেব ভগবান।।
কলিযুগেতে তিনি আসিবেন হরি।
রাধা অঙ্গের রূপ লয়ে সাজি গৌরহরি।।
কলি যুগ পাপ যুগ পাপে সদা মন।
একমাত্র হরিনামে পাপের মোচন।।

যাগযজ্ঞ তপস্যাদি এই যুগে নাই।
একমাত্র হরিনাম কর সদা ভাই।।
জীবের কল্যাণ হেতু নিজে ভগবান।
নিজ নামগুণ ভবে করিল প্রদান।।
সর্ব্বদাই সকলের বন্ধু তিনি হয়।
তিনিই আপন জন জানিবে নিশ্চয়।।
অতএব মায়ামোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি কর হে সন্ধান।।
শ্রীবিষ্ণু-পুরাণকথা বিষ্ণুর আখ্যান।
শ্রীকবি রচিয়া সদা সুখে ভাসমান।।

শ্রীকৃষ্ণ ও শিশুপালের কাহিনী

মৈত্রেয় কহেন তবে শুন তপোধন।
হিরণ্যকশিপু আর দুরন্ত রাবণ।।
এই দুই জনে হরি নিজে বিনাশিল।
পরজন্মে পুনরায় কত যে ভুগিল।।
শ্রীহরির হাতে হত হয়ে দুইজন।
হরিতে বিলয় নাহি হয় কি কারণ।।
শিশুপাল কিসে হল হরিতে বিলয়।
বলহ কারণ তার ওহে মহাশয়।।
তাহাতে কৌতুক হইল ওহে মুনিবর।
কৃপা করি কহ তাহা আমার গোচর।।
পরাশর কহিলেন করহ শ্রবণ।
শিশুপাল-কথা আমি করিব বর্ণন।।
সৃজন পালন লয় করে নারায়ণ।
তাঁহার লীলার কথা অপূর্ব্ব কথন।।
হিরণ্যকশিপু বধ করিবার তরে।
নরসিংহ-মূর্ত্তি যিনি আচম্বিতে ধরে।।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য আপনার মনে।
বিষ্ণুবোধ নরসিংহে না করে সেক্ষণে।।
দৈত্যেন্দ্র করিল মনে এ অপূর্ব্ব প্রাণী।
এইরূপ পুণ্যবলে পাইল এখনি।।
রজোগুণে তার মন আচ্ছন্ন হইল।
পুনঃ সে নৃসিংহমূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল।।
বিনাশিল সেই কালে তারে লক্ষ্মীপতি।
পরজন্মে সেই হেতু সে দৈত্য দুর্ম্মতি।।
বিংশ বাহু হয়ে জন্মগ্রহণ করিল।
ত্রিলোকের অধিপতি তাহাতে হইল।।
মরণ সময়ে দেখ ব্রহ্মে তার মন।
হিরণ্যকশিপু তাই হয় দশানন।
সীতা প্রতি অনুরক্ত হয় তার মন।
এ সকল কথা পূর্ব্বে করেছ শ্রবণ।।
সেই হেতু হরিপদে নাহি পায় লয়।
বুদ্ধিদোষে এইরূপ অবস্থান হয়।।
যথা রামরূপী হরি নয়নে হেরিল।
মানব মনেতে রামে ভাবিতে লাগিল।।
যবে রাবণের মৃত্যু রামহস্তে হয়।
তখন সে বুদ্ধি তার রাম প্রতি রয়।।
রামহস্তে মৃত্যু হেতু মহাপুণ্য বলে।
জন্মেছিল শ্লাঘনীয় চেদীরাজকুলে।।
শিশুপাল নামে সেই বিখ্যাত হইল।
সেই হেতু ভগবানে বিদ্বেষ জন্মিল।।
এই জন্মে শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণে।
নানা সংঘটন ঘটে অনেক কারণে।।
হরি প্রতি হিংসাভাব সতত যে তার।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহা আছে অনিবার।।
কৃষ্ণে যবে শিশুপাল গর্জ্জিয়া উঠিল।
নানা ভাবে অপবাদ তাহার করিল।।
হরির যতেক নাম করি উচ্চারণ।
করিল অনেক নিন্দা সেই দুরাত্মন।।
প্রগাঢ় রূপেতে হিংসা হইল তার মনে।
গমনে ভোজনে স্নানে শয়নে স্বপনে।।
সকল কার্য্যেতে তার বিষ্ণুদ্বেষ মনে।
ভাবিত নিয়ত সে যে দেব নারায়ণে।।
দয়ার আধার সেই কমললোচন।
পীতাম্বরধারী বিষ্ণু কেয়ূর-ভূষণ।।

চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
তার মনে বিষ্ণুমূর্ত্তি রহে নিরন্তর।।
যে সময়ে শিশুপাল মহাক্রোধ ভরে।
বার বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে।।
কৃষ্ণমূর্ত্তি যেই কালে হৃদয়ে তাহার।
সেই কালে দয়াময় হরি গুণাধার।।
নাশিতে তাহারে চক্র করেন ক্ষেপণ।
শিশুপাল হেনকালে কৈল দরশন।।
চক্রের কিরণে উজলিল কলেবর।
ক্রোধ হিংসা বিবর্জ্জিত ব্রহ্মপরাৎপর।।
সেই ক্ষণে ভগবানে করি দরশন।
ত্যজিল সে চক্রেতে তাহার জীবন।।
এইভাবে শিশুপাল জীবন ত্যজিল।
সভাতলে মহারোলে হরিধ্বনি হৈল।।
বিষ্ণুর চিন্তায় যবে হয় পাপক্ষয়।
তখনি কাটেন তারে হরি দয়াময়।।
সেই হেতু শিশুপাল চেদীর ঈশ্বর।
হরিপদে লয় হয় ওহে মুনিবর।।
তব পাশে এই আমি কহিনু সকলি।
হিংসাভাবে কেহ যদি হরিনামাবলী।।
করে উচ্চারণ কিংবা করয়ে স্মরণ।
তাহাতেও মুক্তিলাভ পায় সেই জন।।
হরিভক্তি হৃদে রাখি নামসঙ্কীর্ত্তনে।
অথবা সতত স্মরণ করে যেই জনে।।
আশু মুক্তি লভে সেই নাহিক সংশয়।
কৃষ্ণেরে স্মরিলে দ্বেষে মুক্তি নিশ্চয়।।
আনক দুন্দুভি বসুদেব যে সুমতি।
তাহার অনেক দারা ছিল গুণবতী।।
পুরুবংশজাতা সতী রোহিণী সুন্দরী।
দেবকী মদিরা ভদ্রা সবে কৃশোদরী।।
বসুদেব ঔরসে ও রোহিণী উদরে।
শারণ শঠ মুষলী দুর্ম্মদ হয় পরে।।
জন্মিল যে চারি পুত্র ওহে তপোধন।
রেবতীর পাণি রাম করিল গ্রহণ।।
দুই পুত্র তার গর্ভে হলী উৎপাদিল।
উন্মুখ ও নিশঠ নাম সাদরে রাখিল।।
বহুপুত্র শারণের জন্মে মতিমান।
তাহাদের নাম হয় মার্ষ্টি মার্ষ্টিমান।।
শিশি শিশু সত্য ধৃতি এই কয় জন।
শ্রেষ্ঠ হইল তার মধ্যে ওহে গুণধন।।
ভদ্রবাহু ভদ্রাশ্ব দুর্দ্দম আর ভূত।
রোহিণীর গর্ভে এরা জন্মে গুণযুত।।
উপানন্দ নন্দ আর কৃতক প্রভৃতি।
মদিরার গর্ভে জন্ম লভে মহামতি।।
গদ উপনিধি আদি ভদ্রার তনয়।
কৈশিক একক পুত্র বৈশল্যার হয়।।
কৈশিক জন্মিল বসুদেবের ঔরসে।
দেবকীর গর্ভে ছয় হয় পরিশেষে।।
ভদ্রসেন সুষেণ উদাপি কীর্ত্তিমান।
ভদ্রদেহ ঋজুদাস এ ছয় সন্তান।।
এই ছয় পুত্রে নিজে কংস দুরাচার।
সবাকারে ক্রমে ক্রমে করিল সংহার।।
একদিন অর্দ্ধযাম হইল যখন।
যোগনিদ্রারে ভগবান কৈল প্রেরণ।।
দেবকীর সপ্তম গর্ভ সে আকর্ষণে।
রোহিণীর গর্ভে স্থাপি গেলেন স্বস্থানে।।
বলভদ্র জন্ম তাহে করিল গ্রহণ।
আকর্ষণ হেতু হইল নাম সঙ্কর্ষণ।।
এ বিশ্ব সংসারের বীজরূপ যিনি।
পশু পক্ষী দেবাসুর আদি যত প্রাণী।।
জ্ঞানাতীত হন যিনি মম অগোচর।
অনন্ত অনাদি তিনি হন পরাৎপর।।
সেই ভগবান আদিদেব সন্নিধানে।
বায়ু বহ্নি আদি করি যত দেবগণে।।
উপস্থিত হয়ে যবে করিয়া প্রণতি।
করিয়া প্রসন্ন তাঁরে কহিলা ভারতী।।
পৃথিবীর ভার হেতু হও অবতার।
অসহ্য সহিতে নারি দুরাচার-ভার।।
দেবাদির প্রার্থনা যে করিয়া পূরণ।
দেবকীর গর্ভে জন্ম লভে নারায়ণ।।
কৃপায় তাহার যোগনিদ্রার যে মান।
বাড়িল মহিমা তাঁর মৈত্রেয় ধীমান।।

যশোদা যে গোপপত্নী নন্দ গুণবান।
যশোদার গর্ভে নিদ্রা কৈলা অবস্থান।।
বিষ্ণু যবে করিলেন জনম গ্রহণ।
হয়েছিল সুপ্রসন্ন যত গ্রহগণ।।
হিংসা ভয় জগতে নাহি যে রহিল।
পাপ তাপ রোগ শোক সব পলাইল।।
দয়াময় হরি জন্ম করিয়া গ্রহণ।
সবাকারে সৎপথে কৈল আনয়ন।।
ভবভূমে ভগবান জনম লভিল।
ষোড়শ সহস্র আর এক পত্নী নিল।।
তাহাদের মধ্যে হয় রুক্মিণী সুন্দরী।
জাম্বুবতী আর সত্যভামা কৃশোদরী।।
সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা অষ্ট নারী।
সকল পত্নীতে পুত্র জন্মান মুরারী।।
এক লক্ষ অশীতি হাজার পুত্র যে হয়।
তার মধ্যে তেরটি যে প্রধান তনয়।।
চারুদেষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন শাম্ব আদি নাম।
মহাগুণযুত হয় মহাবীর্য্যবান।।
নৃপতি রুক্মির কন্যা সতী ককুদ্মতী।
বিবাহ করিল তারে প্রদ্যুম্ন সুমতি।।
জন্মে অনিরুদ্ধ ককুদ্মতীর উদরে।
রুক্মী রাজার পৌত্রী সুভদ্রা নাম ধরে।।
অনিরুদ্ধ মতিমান বিবাহ করিল।
যাঁর গর্ভে বজ্র নামে সন্তান জন্মিল।।
হইল বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু নামে।
তার পুত্র সুচারু খ্যাত ধরাধামে।।
এরূপ শত সহস্র সুত যদুকুলে।
বীর্য্যবন্ত জ্ঞানবন্ত হইল সকলে।।
নাম-সংখ্যা তাহাদের কে পারে বলিতে।
সহস্র বৎসরেও না পারি কহিতে।।
ইহাতে যে শ্লোক আছে শুন মুনিবর।
তৃপ্ত হবে শুনি তাহা তোমার অন্তর।।
অস্ত্রশিক্ষা যাদব কুমারগণে দিতে।
গৃহাচার্য্য যে সকল নিযুক্ত গৃহেতে।।
সংখ্যা শুন তাহাদের মিত্রযুতনয়।
তিন কোটি অষ্টাশি লক্ষ সংখ্যা হয়।।

যতেক যদুর বংশে হইল নন্দন।
সংখ্যা তার কে কহিবে কহ তপোধন।।
এক পদ্ম দশ কোটি এক শত নর।
হয়েছিল এই বংশে ওহে মুনিবর।।
দেবাসুর সংগ্রামেতে সব দৈত্যগণ।
প্রাণ ত্যজি নরলোকে লভিল জনম।।
তাহারাই সবে অত্যাচার আরম্ভিল।
বধিতে সে সবে বাঞ্ছা মাধব করিল।।
যদুকুলে তাই তিনি অবতীর্ণ হন।
ক্ষিতিভার অবতরি করেন হরণ।।
একাধিক শত অংশে এই যদুকুল।
বিভক্ত হইল তাহা ধরাতে অতুল।।
সবে কৈল যদুগণ বিষ্ণুর সম্মান।
সেই কৃষ্ণ প্রভু যদুবংশে ভগবান।।
কৃষ্ণের বশেতে রহে যাদব নিকর।
কৃষ্ণেরে করিত ভক্তি হয়ে একান্তর।।
যদুবীরগণের এ বংশ বিবরণ।
যে জন একান্ত মনে করেন শ্রবণ।।
পাপ হতে সেই জন মুক্তি লাভ করে।
বিষ্ণুলোকে যায় সেই মরণের পরে।।
নারায়ণ-বংশকথা শুনে যেই জন।
হীন নাহি তার বংশ হয় কদাচন।।
কালী বলে সর্ব্ব ত্যজি হরি বল মন।।
জ্ঞানদাতা বুদ্ধিদাতা হরি মহাত্মন।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত আধার।
যে জন শুনয়ে সেই হয় ভবপার।।

তুর্ব্বসুবংশ-কীর্ত্তন

কহিলেন পরাশর শুন মৈত্রেয় মুনি।
যদুবংশ বিবরণ শুনিবে এখনি।।

এবে তুর্ব্বসুর বংশ কহিব তোমারে।
মন দিয়া শুন বৎস একান্ত অন্তরে।।
যযাতি-নন্দন সেই তুর্ব্বসু সুমতি।
বহ্নি নামে হয় তাঁর তনয় সন্ততি।।
গোভানু নামেতে হয় বহ্নির নন্দন।
গোভানুর সুত ত্রৈশানু বিদিত ভুবন।।
করন্ধম জন্মে পরে ত্রৈশানু হইতে।
মরুত্ত তাহার পুত্র জানিবেক চিতে।।
অনপত্য ছিল সেই মরুত্ত সুজন।
পোষ্য-পুত্র পরে তিনি করেন গ্রহণ।।
মরুত্তের পোষ্য-পুত্র হয় সেই জন।
পুরুবংশে হয় তার জানিবে জনম।।
এইরূপে যযাতির অভিশাপ বশে।
তুর্ব্বসুর বংশ মিলিয়াছে পুরুবংশে।।
তুর্ব্বসুর বংশকথা করিনু কীর্ত্তন।
দ্রুহ্যবংশ-কথা এবে করহ শ্রবণ।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা পুরাণের সার।
শ্রীবিষ্ণু ভজনহেতু মানব উদ্ধার।।

দ্রুহ্যবংশ-কীর্ত্তন

কহিলেন পরাশর মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণনা করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী।।
যযাতির পুত্র দ্রুহ্য বিদিত সংসারে।
বভ্রুনামা পুত্র দ্রুহ্য উৎপাদন করে।।
বভ্রু হতে সেতু হয় জানিবে সুজন।
আনন্দ সেতুর পুত্র জানে সর্ব্বজন।।
আনন্দ হইতে পরে জনমে গান্ধার।
গান্ধারের পুত্র ঘর্ম্ম ওহে গুণাধার।।
ঘর্ম্মের নন্দন জানি অঘৃত নামেতে।
দুর্গম অঘৃত-সূত জানিবেক চিতে।।
দুর্গম হইতে হয় প্রচেতা-নন্দন।
প্রচেতার শত পুত্র বিদিত ভুবন।।
অধর্ম্মে নিরত হয়ে সে শত তনয়।
উদীচ্য ম্লেচ্ছের নৃপ হয় মহোদয়।।
একাধিপত্য তাহারা করয়ে স্থাপন।
এই ত দ্রুহ্যর বংশ করিনু কীর্ত্তন।।
এইসব কথা যেই ভক্তিভরে শুনে।
পাপ তাপ তার দেহে কভু না আক্রমে।।
অকালে মরণ তার বংশে নাহি হয়।
পরম সুখেতে ভূমে সেই জন রয়।।
বংশের বিচ্ছেদ তার না হয় কখন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

অনুবংশ ও অধিরথপুত্র কর্ণের কাহিনী

মৈত্রেয়ে কহিলেন শক্তির নন্দন।
যযাতির পুত্র অনু করেছ শ্রবণ।।
অনু পরে তিন পুত্র করে উৎপাদন।
তাহাদের পরিচয় করহ শ্রবণ।।
সভানব চক্ষুপর অক্ষম পরেতে।
এই তিন পুত্র হয় বিদিত জগতে।।
কালানর নামে পুত্র সভানব পায়।
সৃঞ্জয় তাহার পুত্র কহিনু তোমায়।।
সৃঞ্জয় হইতে পরে জন্মে পুরঞ্জয়।
পুরঞ্জয় হতে ক্রমে জন্মে জন্মেঞ্জয়।।
জন্মেঞ্জয়ের পুত্র হয় মহাশাল।
মহামনা তার পুত্র শুন গুণাধার।।
মহামনা হতে পরে দুই পুত্র জন্মে।
উশনীর ও তিতিক্ষু বিদিত ভুবনে।।

উশনীর পঞ্চপুত্র করে উৎপাদন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
শিবি নৃগ বল কৃমি খর্ব্ব তার পরে।
এই পঞ্চ নাম হয় জানিবে অন্তরে।।
শিবি হতে চারি পুত্র লভিল জনম।
শুন তাহাদের নাম ওহে তপোধন।।
বৃষ দর্ভ ও কেকয় মদ্রক পরেতে।
এই চারি পুত্র হয় বিদিত জগতে।।
উষদ্রথ নামে পুত্র তিতিক্ষুর হয়।
উষদ্রথ হতে হেন জানিবে নিশ্চয়।।
তাঁর হতে সুতপার হয় উৎপাদন।
সুতপার পুত্র বলি বিদিত ভুবন।।
দীর্ঘতমা বলি ক্ষেত্রে পাঁচটি তনয়।
ক্রমে উৎপাদন করে ওহে মহোদয়।।
অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ সুহ্ম বুহ্ম পরে।
এ পঞ্চ নাম হয় জানিবে অন্তরে।।
সেই পাঁচ অধিকৃত দেশ সমুদয়।
তাঁহাদের নিজ নামে সুবিখ্যাত হয়।।
অঙ্গের তনয় জন্মে নাম অপালন।
দিবিরথ তার পুত্র শুন মহাত্মন।।
দিবিরথ হতে পরে ধর্ম্মরথ হয়।
লোমপাদ তার পুত্র শুন মহোদয়।।
লোমপাদ অপুত্রক ছিলেন প্রথমে।
দশরথ দানে কন্যা কহি তব স্থানে।।
শান্তা নামে খ্যাত কন্যা শুন মতিমান।
সেই কন্যা দশরথ করেন প্রদান।।
লোমপাদ হতে পরে পৃথুলাক্ষ হয়।
পৃথুলাক্ষ-সুত চম্প শুন মহাশয়।।
চম্পা হতে চম্পা নামে হয়েছে নগরী।
এমন অপূর্ব্ব পুরী কভু নাহি হেরি।।
চম্প হতে হর্য্যঙ্গের হয় উৎপাদন।
হর্য্যঙ্গের পুত্র ভদ্ররথ মহাত্মন।।
ভদ্ররথ পরে বৃহৎকর্ম্মা পুত্র পায়।
তার পুত্র বৃহদ্ভানু কহিনু তোমায়।।
বৃহদ্ভানু হতে বৃহন্মনার জনম।
জয়দ্রথ তার পুত্র বিদিত ভুবন।।
জয়দ্রথ হতে ব্রহ্মক্ষত্র জন্মে পরে।
তাহা হতে তালজঙ্ঘ জানিবে অন্তরে।।
তালজঙ্ঘ পত্নী হয় সম্ভূতি আখ্যান।
সম্ভূতির গর্ভে জন্মে বিজয় ধীমান।।
বিজয় হইতে ধৃতি জনমিল পরে।
ধৃতব্রত ধৃতিসুত কহিনু তোমারে।।
সত্যকর্ম্মা হয় ধৃতব্রতের নন্দন।
তার পুত্র অধিরথ ওহে মহাত্মন।।
অধিরথ-পত্নী গিয়ে ভাগীরথী তীরে।
পুত্ররূপে লাভ করে কর্ণ দাতৃবরে।।
মঞ্জুষামধ্যেতে কর্ণে করিয়া স্থাপন।
পৃথী সতী করেছিল জলে বিসর্জ্জন।।
বৃষসেন কর্ণপুত্র বিদিত ধরায়।
অনুবংশ-কথা এই কহিনু তোমায়।।
অঙ্গবংশ-কথা মুনি করিলে শ্রবণ।
কহি শুন এবে পুরুবংশের কথন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
যেবা শুনে সেই জন হয় পুণ্যবান।।
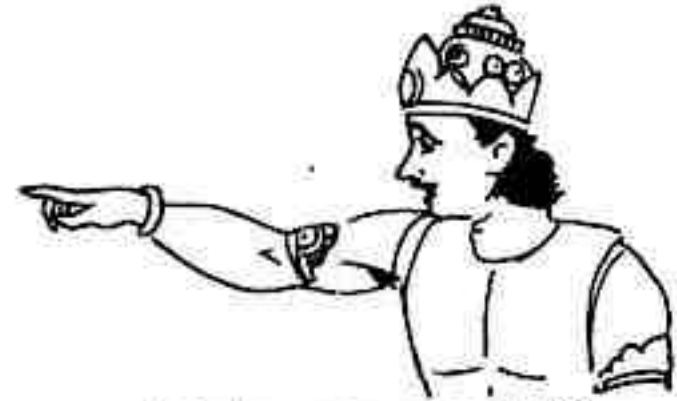
রাজা জন্মেজয়ের বংশপরিচয়

পরাশর কহিলেন মৈত্রেয় মহাশয়।
যযাতির পুত্র পুরু জান সদাশয়।।
জন্মেজয় নামে পুত্র পুরুর জনমে।
প্রচিন্বান্ তার পুত্র কহি সাবধানে।।
প্রচিন্বান্ হতে হয় প্রবীর সুজন।
মনস্যু প্রবীরসুত বিদিত ভুবন।।
অভয়দ তার পুত্র শুন তপোধন।
সুদ্যুম্ন তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজন।।
বহুরগ সুদ্যুম্নের জানিবে তনয়।
বহুরগ হতে জন্ম সংপাতির হয়।।

সংপাতি হইতে অহংপাতির জনম।
অহংপাতি হতে জন্ম রৌদ্রাশ্বনন্দন।।
রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র বিদিত ভুবনে।
শতেয়ু ঋতেয়ু আদি জানে সর্ব্বজনে।।
ঋতেয়ুর এক পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান।
নারের চারিটি পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
তংনু ও অপ্রতিরথ ধ্রুব আর চর।
এই চারি পুত্র জন্মে ওহে গুণধর।।
অপ্রতিরথের পুত্র কন্ব মহামতি।
কন্ব হতে জন্মে সুত নাম মেধাতিথি।।
কান্বায়ন নামে যত বিদিত ব্রাহ্মণ।
মেধাতিথি হতে হয় তাদের জনম।।
মহাত্মা তংসুর পুত্র ইলী অভিধান।
ইলীর চারিটি পুত্র খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
দুষ্মন্ত করিয়া আদি সে চারি তনয়।
ভরত দুষ্মন্ত-সুত ওহে মহোদয়।।
অখিল ধরার তিনি হয়েন ঈশ্বর।
প্রসিদ্ধ আছয়ে তাহা শুন গুণধর।।
ভরত-জননী যাঁর শকুন্তলা নাম।
দুষ্মন্তের সভাস্থলে যেই কালে যান।।
নরপতি প্রত্যাখ্যান করেছিল তাঁরে।
ওহে ঋষি দৈববাণী হয় হেন কালে।।
"শুন শুন মহারাজ বলি হে তোমায়।
জননী ভস্ত্রাস্বরূপ বিদিত ধরায়।।
অধিকারী পুত্রে হয় কেবল পিতার।
অধিক বলিব কিবা শুন গুণাধার।।
শুন নৃপ পিতৃ অংশে পুত্রের জনম।
তাই পিতা হতে ভিন্ন নহে পুত্র কদাচন।।
অতএব তব পুত্রে লহ দ্রুতগতি।
না কর অবজ্ঞা রাজা শকুন্তলা প্রতি।।
ঔরসজ পুত্র হতে ইহ লোক হতে।
সুরাধামে যায় পিতা জানিবেক চিতে।।
তোমার ঔরসজাত এই পুত্র হয়।
নাহিক সন্দেহ তাহে শুন মহাশয়।।"
হেনমত দৈববাণী করিয়া শ্রবণ।
দারা-পুত্রে নরপতি করেন গ্রহণ।।

ভরতের বহু পত্নী ছিল বুদ্ধিমতী।
তাঁদের গর্ভেতে জন্মে নয়টি সন্ততি।।
হেনমতে পুত্রগণ লভিল জনম।
ভরত রমণীগণে কহেন তখন।।
আমার ঔরসে তোমাদিগের উদরে।
অনুরূপ পুত্র আদি নাহি জন্ম ধরে।।
এত বলি মৌনভাব করেন ধারণ।
রাজরানিগণ মনে করেন চিন্তন।।
পাছে মহারাজ ত্যাগ করেন সবারে।
এত ভাবি বিনাশিল তনয়গণেরে।।
তখন পুত্রের হেতু ভরত নৃপতি।
দীর্ঘতমা ঋষিবরে আনি মহামতি।।
মরুৎস্তোম নামে যজ্ঞ করেন আচরণ।
শুন শুন তারপর ওহে তপোধন।।
বৃহস্পতিসুত দীর্ঘতমা মহাত্মন।
যজ্ঞক্রিয়া যেই কালে করেন সাধন।।
পিতার পার্শ্বেতে নৃপে বসায়ে যতনে।
করেন যতেক কর্ম্ম বিহিত বিধানে।।
যেই কালে যজ্ঞক্রিয়া হইল সমাপন।
বৃহস্পতি গুরু দ্বারা জানিবে তখন।।
প্রসাদের চিহ্ন নৃপ হলেন বিদিত।
ভরদ্বাজ নামে পুত্র লভিল নিশ্চিত।।
এরূপ প্রকাশ আছে সংসার মাঝারে।
ভরদ্বাজ মাতা বৃহস্পতির গোচরে।।
ভরদ্বাজ নামে পুত্রে করি সম্বোধন।
যথাস্থানে মনোসুখে করেন গমন।।
তাই ভরদ্বাজ নাম হইল তাঁহার।
আরো এক কথা বলি শুন গুণাধার।।
ভরতের পুত্র জন্ম বিতথ হইলে।
মরুদ্ব প্রসাদে ভরদ্বাজ জন্ম হলে।।
সে হেতু বিতথ নাম করেন ধারণ।
ভূমন্যু বিতথ-সুত বিদিত ভুবন।।
বৃহৎক্ষেত্র হয় পরে ভূমন্যুতনয়।
আরো পুত্র হয় তাঁর শুন পরিচয়।।
মহাবীর্য্য নর গর্গ ইত্যাদি আখ্যানে।
সেসব তনয় খ্যাত জানিবে ভুবনে।।

সংকৃতি নরের পুত্র ওহে মহামতি।
সংকৃতির দুই পুত্র প্রথম গুরুধি।।
দ্বিতীয় শ্রীরন্তিদেব ওহে তপোধন।
গর্গ হতে শিনি নামে জনমে নন্দন।।
গর্গ ও শৈন্য নামে যতেক ব্রাহ্মণ।
শিনি হতে তারা সবে লভয়ে জনম।।
মহাবীর্য্য লাভ করে একটি তনয়।
তার নাম উরুক্ষয় শুন মহাশয়।।
উরুক্ষয় হতে ত্রয্যারুণের জনম।
আরো দুই পুত্র হয় শুন মহাত্মন।।
পুষ্করিণ ও কপিল তাহাদের নাম।
ব্রাহ্মণত্ব পায় পরে এ তিন ধীমান।।
বৃহৎক্ষেত্র পুত্র হতে সুহোত্র নামেতে।
হাস্তিন নগর হয় সুহোত্র হইতে।।
তিন পুত্র সুহোত্রের লভিল জনম।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ় কুরুমীঢ় পরে।
এই তিন পুত্র জন্মে জানিবে অন্তরে।।
অজমীঢ় হতে কণ্ব লভয়ে জনম।
কণ্ব হতে মেধাতিথি সমুদ্ভূত হন।।
কাণ্বায়ন বিপ্রগণ মেধাতিথি হতে।
জনম ধারণ করে জানিবে জগতে।।
অজমীঢ় আরো এক লভেন তনয়।
বৃহদিষু তার নাম শুন মহোদয়।।
বৃহদ্ধনু হয় বৃহদিষুর নন্দন।
বৃহকর্ম্মা তার পুত্র ওহে তপোধন।।
বৃহকর্ম্মা হতে জয়দ্রথের জনম।
সেনজিৎ হয় জয়দ্রথের নন্দন।।
পাঁচ পুত্র সেনজিৎ উৎপাদন করে।
তাহাদের নাম আমি বলিব তোমারে।।
বিশ্বজিৎ রুচিরাশ্ব কাশ্য দৃঢ় হনু।
বৎস এই পাঁচ পুত্র তোমারে কহিনু।।
রুচিরাশ্ব এক পুত্র করে উৎপাদন।
পৃদুসেন নাম তার বিদিত ভুবন।।
পৃদুসেন পাব নামে পুত্র লাভ করে।
পাবের তনয় নীপ কহিনু তোমারে।।

নীপ হতে এক শত পুত্রের জনম।
সমর প্রধান তাহে ওহে মহাত্মন।।
কাম্পিল্যের অধিপতি সমর সুমতি।
কহিলাম তব পাশে ওহে মহামতি।।
তিন পুত্র সমরের লভয়ে জনম।
পার সংপার সদশ্ব এই তিন জন।।
পার হতে পৃথু পরে লভয়ে জনম।
সুকৃতি পৃথুর পুত্র জ্ঞাত সর্ব্বজন।।
বিভ্রাজ সুকৃতি-সুত বিদিত সংসারে।
অনুহার তার পুত্র কহিনু তোমারে।।
শুককন্যা কৃত্বী হয় বিদিত ভুবন।
অনুহারে পত্নীরূপে করেন গ্রহণ।।
অনুহার ব্রহ্মদত্তে পুত্র লাভ করে।
বিশ্বকসেন তার পুত্র জানিবে অন্তরে।।
উদকসেনের জন্ম বিশ্বকসেন হতে।
উদকসেনের পুত্র ভল্লাট নামেতে।।
দ্বিমীঢ়ের এক পুত্র লভয়ে জনম।
তার নাম যবীনর ওহে মহাত্মন।।
যবীনর হতে পরে জন্মে ধৃতিমান।
সত্যধৃতি তার পুত্র ওহে মতিমান।।
সত্যধৃতি হতে দৃঢ়নেমির জনম।
দৃঢ়নেমি হতে হয় সুপার্শ নন্দন।।
সুপার্শ হইতে পরে জনমে সুমতি।
সন্নতিমান সুমতির জানিবে সন্ততি।।
সন্নতিমানের পুত্র কৃত মহাত্মন।
কৃতের কাহিনী বলি করহ শ্রবণ।।
হিরণ্যনাভের কাছে করিয়া গমন।
করিয়াছিলেন কৃতযোগ অধ্যয়ন।।
চতুর্ব্বিংশ প্রাচ্য সামগান সংহিতারে।
প্রস্তুত করেন পরে অতি যত্ন করে।।
কৃত হতে উগ্রায়ুধ লভেন জনম।
তাঁহা হতে নীপবংশ হয় নিপাতন।।
উগ্রায়ুধ হতে ক্ষেম্য নিজ জন্ম ধরে।
ক্ষেম্য হতে সুবীরের জন্ম হয় পরে।।
সুবীর হইতে পরে জন্মে নৃপঞ্জয়।
নৃপঞ্জয় হতে বহুরথ জন্ম লয়।।

নীলিনী নামেতে এক আছিল রমণী।
অজমীঢ়ে পতি পায় সেই বিনোদিনী।।
নীল নামে পুত্র পরে জন্মে সাধারণ।
নীলের তনয় শান্তি বিদিত ভুবন।।
শান্তির তনয় হয় সুশান্তি আখ্যান।
পুরুজানু তার পুত্র ওহে মতিমান।।
পুরুজানু হতে চক্ষু জনমিল পরে।
হর্য্যশ্ব চক্ষুর পুত্র বিদিত সংসারে।।
হর্য্যশ্ব হইতে পরে জনমে মুদ্গল।
আরো চারি পুত্র হয় শুন মহাবল।।
বৃহদিষু যবীনর কাম্পিল্য সৃঞ্জয়।
হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্র আছে পরিচয়।।
হর্য্যশ্ব এরূপ কথা বলে কোন কালে।
পঞ্চ পুত্র মম এই হয় ভূমণ্ডলে।।
বিষয় রক্ষিতে সবে না হবে সক্ষম।
এইরূপ বলেছিল হর্য্যশ্ব সুজন।।
এ হেতু পাঞ্চাল নামে সব পুত্রগণ।
জগতে বিদিত হয় শুন মহাজন।।
মুদ্গলগণেরা খ্যাত মৌদ্গল্য নামেতে।
ক্ষত্রপেত বিপ্র তারা জানিবে জগতে।।
মুদ্গলের পুত্র হৈল বৃদ্ধাশ্ব সুমতি।
পুত্র তাঁর দিবোদাস হয় মহামতি।।
অহল্যা নামেতে কন্যা বৃদ্ধাশ্বের হয়।
অহল্যার পতি শারদ্বান মহাশয়।।
শতানন্দ নামে শারদ্বানের নন্দন।
শতানন্দ পুত্র সত্যধৃতি গুণধন।।
সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদ পারগ আছিল।
একদিন উর্ব্বশীরে দর্শন করিল।।
কামবশে হৈল তার শুক্রের স্খলন।
শরস্তম্বে সেই শুক্র পড়িল তখন।।
তাহে দুই ভাগ হয়ে সে শুক্র পড়িল।
এক কুমার এক কুমারী যে জন্মিল।।
হেন কালে নৃপতি শান্তনু মহামতি।
মৃগয়ার তরে বনে করিলেন গতি।।
সে কুমার কুমারীরে করে দরশন।
কৃপাবশে তাহাদের করিল গ্রহণ।।

কৃপা করি রাজপুত্র কন্যারে লইল।
তাই কৃপ কৃপী নাম উভয়ে পাইল।।
সেই কৃপী দ্রোণের বনিতা হন পরে।
অশ্বত্থামা নামে পুত্র প্রসব সে করে।।
মিত্রয়ু হইল দিবোদাসের নন্দন।
মিত্রয়ু হইতে জন্মে নৃপতি চ্যবন।।
সুদাস চ্যবন-পুত্র হইল মহামতি।
সৌদাস বা সহদেব তাঁহার সন্ততি।।
সোমক হইল সহদেবের তনয়।
সোমক রাজার একশত পুত্র হয়।।
তাদের জ্যেষ্ঠের নাম জন্তু তপোধন।
কনিষ্ঠ পৃষক নামে খ্যাত ত্রিভুবন।।
পৃষকের পুত্র হইল দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে হইল তাঁহার সন্ততি।।
ধৃষ্টকেতু হইল ধৃষ্টদ্যুম্নের নন্দন।
পাঞ্চাল বংশের এই জন্মবিবরণ।।
অজমীঢ়ের পুত্র এক হয় ঋক্ষ নাম।
ঋক্ষপুত্র সম্বরণ সর্ব্বগুণধাম।।
কুরু নামে হইল সম্বরণের তনয়।
কুরুক্ষেত্র সংস্থাপিল কুরু মহাশয়।।
দেবগণ প্রসাদে এ কুরুক্ষেত্র পরে।
ধর্ম্মক্ষেত্র হইল এ অবনী ভিতরে।।
কুরুর অনেক পুত্র হইল গুণাধর।
সুধনু ও জহ্নু পরীক্ষিৎ মুনিবর।।
সুহোত্র সুধনুপুত্র তৎপুত্র চ্যবন।
কৃতক চ্যবনপুত্র বিখ্যাত ভুবন।।
কৃতকের এক পুত্র নানা গুণময়।
নামে সে উপরিচরবসু মহাশয়।।
উপরিচরবসুর হয় সপ্ত সুত।
বৃহদ্রথ প্রত্যগ্র কুশাম্ব গুণযুত।।
মাবল্ল ও মাৎস্য আদি তাহাদের নাম।
বৃহদ্রথ তনয় কুশাগ্র গুণধাম।।
কুশাগ্র হইতে ঋষভ জন্ম লয়।
ঋষভের পুত্র পুষ্পবাণ মহাশয়।।
তার পুত্র সত্যধৃত সুধন্বা তৎসুত।
সুধন্বার পুত্র জন্তু নানা গুণযুত।।

বৃহদ্রথ নৃপতির আর পুত্র হয়।
জরাসন্ধ নাম তার মহাবীর্য্যময়।।
হইল যখন জরাসন্ধের জনম।
দ্বিখণ্ড কুমার জন্মে অদ্ভুত দর্শন।।
জরা নামে রাক্ষসী সে খণ্ডদ্বয় নিয়া।
সন্ধি হতে এক পুত্র হইল মিলিয়া।।
তাই জরাসন্ধ নাম হইল তাহার।
তাঁর পুত্র সহদেব গুণের আধার।।
সোমাপি হইল সহদেবের নন্দন।
সোমাপি হইতে শ্রুতশ্রবার জনম।।
সে সবে মগধদেশে সাজিল নৃপতি।
অমৃত সমান শুন পুরাণ ভারতী।।
পুরাণের তুল্য আর কি আছে ভুবনে।
মুক্তি পায় ভক্তিভরে শুনিলে শ্রবণে।।
একান্ত অন্তরে যদি করে অধ্যয়ন।
কি আছে দুর্ল্লভ তার এ তিন ভুবন।।
অসাধ্য সাধিতে পারে সেই মহামতি।
কভু নহে মিথ্যা এই বেদের ভারতী।।
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ় মন।
একান্ত অন্তরে কর পুরাণ শ্রবণ।।

জহ্নু ও পাণ্ডুর বংশকাহিনী

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
মহারাজা পরীক্ষিৎ ধর্ম্মপরায়ণ।।
চারি পুত্র ছিল তাঁর বিদিত ভুবনে।
তাহাদের পরিচয় শুন যেই নামে।।
জন্মেজয় শ্রুতসেন উগ্রসেন আর।
ভীমসেন এই চারি তাহার কুমার।।
কুরুপুত্র জহ্নুর সুরথ সুত হয়।
সুরথের সুত বিদুরথ মহাশয়।।
তার সুত সার্ব্বভৌম বিদিত ভুবনে।
তাঁর সুত জয়সেন গুণী নানা গুণে।।

তৎসুত আরাধী অযুতায়ু পুত্র তাঁর।
তাঁহার তনয় অক্রোধন গুণাধার।।
তাঁর পুত্র দেবাতিথি ঋক্ষ তাঁর সুত।
ঋক্ষ হতে ভীমসেন গুণবীর্য্যযুত।।
দিলীপ হইল ভীমসেনের তনয়।
প্রতীপ দিলীপ হতে উৎপন্ন হয়।।
প্রতীপের তিন সুত দেবাপি শান্তনু।
বাহ্লিক সকলে গুণযুত দিব্যতনু।।
বাল্যকালে দেবাপি কাননে কৈল গতি।
শান্তনু বিশাল রাজ্যে হইল অধিপতি।।
তাহার বিষয়ে লোকে শ্লোক গীত গায়।
বৃদ্ধে পরশিলে এ শান্তনু মহাশয়।।
সেই বৃদ্ধ সেই ক্ষণে লভয়ে যৌবন।
তাহা হতে শান্তি লাভ কৈল জনগণ।।
শান্তনু বলিয়া তাই বিখ্যাত ভুবনে।
শান্তনু মহান রাজা গুণী নানা গুণে।।
শান্তনুর রাজ্যে ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর।
বর্ষণ না করিলেন দ্বাদশ বৎসর।।
হেরিলেন যবে তাঁর রাজ্য নষ্ট হয়।
ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসে রাজা করিয়া বিনয়।।
কি হেতু দেবেন্দ্র রাজ্যে না হইল বর্ষণ।
কিবা মম অপরাধ বহ দ্বিজগণ।।
দ্বিজগণ বলে নৃপ ন্যায় অনুসার।
তব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এ রাজ্যে অধিকার।।
তুমি এই ক্ষিতি ভোগ করিছ এখন।
অতএব পরিবেত্তা তুমি হে রাজন।।
পুনর্ব্বার শান্তনু জিজ্ঞাসে দ্বিজগণে।
আমার কর্ত্তব্য কিবা বলহ এক্ষণে।।
দ্বিজ বলে যদবধি হলে নৃপবর।
দেবাপি পতিত নাহি হয় নরেশ্বর।।
তাবৎ এ রাজ্য তাঁর জানিহ নিশ্চয়।
তাঁরে রাজ্য দেহ এবে নৃপ মহাশয়।।
বিপ্রগণ এইরূপ বলিলে বচন।
শান্তনুর মন্ত্রী অশ্বসারা দুষ্টজন।।
বেদের বিরুদ্ধবাদী কয়েক মানবে।
দেবাপির জন্য বনে পাঠাইল তবে।।

বনে গিয়া সে সবে দেবাপি সন্নিধানে।
বেদের বিরুদ্ধবাদ তুলিয়া যতনে।।
সরল মানস সেই দেবাপির মন।
বেদের বিরুদ্ধ পথে করিল চালন।।
বিপ্রবাক্য মতে সেই শান্তনু নৃপতি।
দ্বিজগণ সঙ্গে লয়ে বনে করে গতি।।
পরিবিত্তি জন্য শোকে অনুতপ্ত মন।
জ্যেষ্ঠ দেবাপিরে রাজ্য করিতে অর্পণ।।
দেবাপির কাছে গিয়া অনুরোধ করে।
জ্যেষ্ঠ তুমি রাজ্য লহ যাইয়া নগরে।।
বিপ্রগণ বেদবাক্য বলিতে লাগিল।
বেদের বিরোধ বাক্য দেবাপি কহিল।।
বস্তুত বেদের বিরুদ্ধ বাক্য কয়।
শান্তনুরে সম্বোধিয়া কহে বিপ্রচয়।।
প্রত্যাগতি কর নৃপ শুনহ বচন।
অতীব নির্ব্বন্ধে আর নাহি প্রয়োজন।।
সেই অনাবৃষ্টির কারণ দোষ সব।
বিদূরিত হইল কৌরব পুঙ্গব।।
বেদবাক্য চিরকাল পূজ্য সম্মানিত।
তাহে দোষ দিয়া তিনি হলেন পতিত।।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত হইলে নৃপ তার।
পরিবিত্তি জন্য দোষ নাহি থাকে আর।।
হেন মতে আদেশ করিলে বিপ্রগণ।
আপন নগরে রাজা কৈল আগমন।।
যদিও দেবাপি বনে ছিল বর্ত্তমান।
করিল সে বেদবাদ বিরুদ্ধ আখ্যান।।
তাহাতে পর্জ্জন্য কৈল বারি বরিষণ।
শান্তনুর রাজ্যে সুখী হইল প্রজাগণ।।
বাহ্লিকের এক পুত্র সোমদত্ত নাম।
তাঁহার তনয় তিন গুণে অভিরাম।।
ভূরি ভূরিশ্রবা শৈল্য এই তিন জন।
মহাবীর্য্য মহাবল বিদিত ভুবন।।
শান্তনু হইতে সুরনদীর উদরে।
মহাকীর্ত্তি মহাবল ভীষ্ম জন্ম ধরে।।
সত্যবতী গর্ভে সেই শান্তনু নৃপতি।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্য সে মহামতি।।

এই দুই পুত্রবরে করে উৎপাদন।
বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদে করি মহারণ।।
গন্ধর্ব্ব নিধন কৈল মিত্রয়ু তনয়।
বিচিত্রবীর্য্য রাজত্ব করে মহাশয়।।
কাশীরাজ-তনয়া দু'জন গুণবতী।
অম্বিকা ও অম্বালিকা খ্যাত বসুমতী।।
বিচিত্রবীর্য্য বিবাহ কৈল দুই জনে।
ভুঞ্জিতে লাগিল রতি কামাসক্ত মনে।।
নিরন্তর কামিনীর সম্ভোগে তাঁহার।
রাজযক্ষ্মা নামে রোগ হইল দুর্ব্বার।।
সে বিচিত্রবীর্য্য তাহে পঞ্চত্ব পাইল।
এরূপে সে বংশ পুত্র-বিহীন হইল।।
অনন্তর পুত্র মোর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
অবজ্ঞা না করি সত্যবতীর বচন।।
মাতৃবাক্যে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে মুনি।
দুই পুত্র উৎপাদিল গুণীর অগ্রণী।।
ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দু'জনার নাম।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত খ্যাত ধরাধাম।।
বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী পাঠাইল দাসী।
তাহে উৎপাদিল পুত্র ব্যাস মহাঋষি।।
বিদুর তাঁহার নাম অতি গুণবান।
পরম ধার্ম্মিক সেই মহাবুদ্ধিমান।।
একশত হইল ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন।।
বনে গিয়া মৃগশাপে পাণ্ডু নৃপবর।
অপত্য-উৎপত্তিশক্তি হারায় তৎপর।।
প্রথমা পত্নী তাঁর কুন্তী গুণবতী।
ধর্ম্ম হতে যুধিষ্ঠিরে জন্মাইল সতী।।
বায়ু হতে ভীমসেনে কৈল উৎপাদন।
ইন্দ্র হতে অর্জ্জুন জন্মায় তখন।।
পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মাদ্রীর উদরে।
অশ্বিনীদ্বয় হতে দুই পুত্র জন্ম ধরে।।
নকুল ও সহদেব দু'ভাইয়ের নাম।
পাণ্ডুর এ পঞ্চপুত্র খ্যাত ধরাধাম।।
পঞ্চ পাণ্ডব হতে দ্রৌপদী উদরে।
গুণবান পঞ্চপুত্র জন্ম লাভ করে।।

যুধিষ্ঠির হতে প্রতিবিন্ধ্য জন্ম লয়।
ভীমসেন হতে পুত্র সোমসুত হয়।।
অৰ্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তির জনম।
শতানীক নামে হয় নকুলনন্দন।।
সহদেব হতে শ্রুতকর্ম্মা জন্ম লয়।
পঞ্চ পাণ্ডবের আরো অন্য পুত্র হয়।।
যুধিষ্ঠির হতে দেবী যৌধেয়ী জঠরে।
দেবক নামেতে পুত্র জন্ম লাভ করে।।
ভীম হতে হিড়িম্বার ঘটোৎকচ হয়।
কাশী গর্ভে সর্ব্বত্রগ ভীমের তনয়।।
বিজয়ার গর্ভে সহদেবের ঔরসে।
সুহোত্র নামেতে পুত্র খ্যাত বীর্য্যবশে।।
করেণু মতীর গর্ভে নকুল হইতে।
নিরমিত্র নামে পুত্র খ্যাত অবনীতে।।
অর্জ্জুনের নাগকন্যা উলুপী উদরে।
অতিবীর্য্য ইরাবান জন্ম লাভ করে।।
বাল্যকালে ইরাবান বীর বীর্য্যময়।
মহারথগণে রণে করে পরাজয়।।
মনিপুরপতি-পুত্রী চিত্রাঙ্গদা সতী।
তার গর্ভে অর্জ্জুনের পুত্র মহামতী।।
বভ্রুবাহন নামে খ্যাত ক্ষিতিতলে।
বিপুল বিক্রম সেই পূর্ণ বীর্য্যবলে।।
অর্জ্জুন হইতে দেবী সুভদ্রা উদরে।
মহাবীর অভিমন্যু জন্ম লাভ করে।।
সর্ব্বকুরুকুল ক্ষয় পাইল যখন।
উত্তরার উদরেতে শুনহ তখন।।
অভিমন্যু সহবাস জন্য পুত্র হয়।
নাম তার পরীক্ষিৎ সর্ব্বগুণময়।।
সেই পরীক্ষিৎ যবে গর্ভমধ্যে ছিল।
অশ্বত্থামা ব্রহ্মবাণ তখন হানিল।।
সেই বাণে গর্ভমধ্যে ভস্মীকৃত হয়।
তাঁরে বাঁচাইল গর্ভে কৃষ্ণ দয়াময়।।
ধর্ম্ম অনুসারে পরীক্ষিৎ এই ক্ষণে।
অখণ্ড পৃথিবী পালে পরম যতনে।।
শ্রীকালী ভাবিয়া বলে হরি বল মন।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমূল্য রতন।।

ভবিষ্য রাজবংশ ও পরীক্ষিৎ কথা

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
ভবিষ্য রাজবংশ কথা এখন শুন।।
এবে সেই পরীক্ষিৎ অবনীর পতি।
হইবে তাহার চারি পুত্র মহামতি।।
হইবে জন্মেজয় জ্যেষ্ঠ মতিমান।
শ্রুতসেন উগ্রসেন ভীম বলবান।।
জন্মেজয়ের পুত্র শতানীক হবে।
যাজ্ঞবল্ক্য স্থানে সেই বেদজ্ঞ হইবে।
অস্ত্রশিক্ষা করি কৃপাচার্য্যের গোচরে।
বিষয়ে বিরক্তচিত হইবেন পরে।।
শৌনকের উপদেশে লাভ আত্মজ্ঞান।
পরিশেষে লভিবেন পরম নির্ব্বাণ।।
শতানীক হতে অশ্বমেধ দত্ত হবে।
অধিসীম কৃষ্ণ তাঁর তনয় জন্মিবে।।
তাঁর পুত্র নিচক্ষু হবে মহাশয়।
এই নিচক্ষুর অধিকারের সময়।।
গঙ্গার গর্ভস্থ হবে হস্তিনা নগর।
কৌশাম্বিতে বসিবে সে নিচক্ষু তৎপর।।
নিচক্ষু হইতে উষ্ণ লভিবে জনম।
চিত্ররথ হবে সেই উষ্ণের নন্দন।।
তাঁর পুত্র শুচিরথ হইবে ধীমান।
তাহার তনয় হবে নামে বৃষ্ণিবান।।
তার পুত্র সুষেণ সুনীথ সুত তার।
তাঁর পুত্র ঋচ নামে হবে গুণাধার।।
ঋচ হতে নিচক্ষু হইবে মহাবল।
নিচক্ষুর পুত্র হবে নামে সুখাবল।।
তার পুত্র পরিপ্লব তৎপুত্র সুনয়।
তৎপুত্র মেধাবী তাঁর পুত্র নৃপঞ্জয়।।
তার পুত্র মৃদু তার পুত্র তীগ্ম হবে।
তীগ্ম হতে বৃহদ্রথ উৎপন্ন হইবে।।
তার পুত্র বসুদাম হইবে সুমতি।
পুত্র তার শতানীক হবে মহামতি।।

তাহার তনয় হবে নামে উদয়ন।
উদয়ন হতে অহীনরের জনম।।
অহীনর হতে খণ্ডপানি জন্ম লবে।
তাহা হতে নিরমিত্র জনম লভিবে।।
ক্ষেমক হইবে নিরমিত্রের তনয়।
ক্ষেমকের তরে এক শ্লোক গীত হয়।।
যেই বংশ বিপ্রে ক্ষত্রে করে উৎপাদন।
যে বংশ উজ্জ্বল কৈল রাজ-ঋষিগণ।।
যে বিস্তীর্ণ কুরুরাজবংশ কলিকালে।
এই সেই ক্ষেমক নামক মহিপালে।।
সমাপ্ত হইবে পরে কহিনু নিশ্চয়।
কহিলাম কুরুবংশ মিত্রযুতনয়।।
সমাপ্ত হইবে পরে জানিহ নিশ্চয়।
মন দিয়া ভক্তিভরে যে জন শুনয়।।
বহু পুণ্যলাভ হয় বেদের বচনে।
অন্তকালে নাহি যায় শমন সদনে।।
পুরাণের কথা অতি নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ।
মন দিয়া শুনে যেবা সেই জ্ঞানবান।।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় ভবিষ্যরাজের কাহিনী

পরাশর বলে আরো শুন মহাশয়।
ইক্ষ্বাকু বংশে যে যে হইবে তনয়।।
তোমার নিকট তাহা করিব বর্ণন।
বৃহৎকর্ণ হবে বৃহদ্বলের নন্দন।।
বৃহৎকর্ণ হতে উরুক্ষয় জন্ম লবে।
উরুক্ষয় হতে বৎশ নামে পুত্র হবে।।
উৎসব্যূহ তার পুত্র প্রতিব্যোম তার।
দিবাকর হবে প্রতিব্যোমের কুমার।।
সহদেব হবে দিবাকরের তনয়।
পুত্র তার বৃহদশ্ব হবে মহাশয়।।
ভানুরথ হবে বৃহদশ্বের নন্দন।
তাঁর পুত্র প্রতীত হইবে গুণধন।।
প্রতীতের সুপ্রতীক নামে পুত্র হবে।
সুপ্রতীক হতে মরুদেব জন্ম লবে।।
তার পুত্র স্বনক্ষত্র হবে গুণধর।
স্বনক্ষত্র হতে জন্ম লইবে কিন্নর।।
কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষ জন্ম লবে।
সুবর্ণ নামেতে পুত্র তাহার হইবে।।
সুবর্ণের পুত্র হবে মিত্রজিৎ নাম।
তার পুত্র বৃহদ্বাজ হবে গুণধাম।।
ধর্ম্মী নামে হবে বৃহদ্বাজের তনয়।
ধর্ম্মীর হইবে পুত্র নামে কৃতঞ্জয়।।
কৃতঞ্জয় হতে রণঞ্জয় জন্ম লবে।
রণঞ্জয় হতে শাক্য উৎপন্ন হইবে।।
শাক্য হতে শুদ্ধোদন জন্মিবে নন্দন।
রাহুল নামেতে তার পুত্র গুণধন।।
হইবে প্রসেনজিৎ রাহুলের সুত।
ক্ষুদ্রক তাহার পুত্র হবে গুণযুত।।
ক্ষুদ্রক হইতে পুত্র সুরথ জন্মিবে।
সুমিত্র তাঁহার পুত্র উৎপন্ন হইবে।।
এই বৃহদ্বল রাজ হইতে তপোধন।
ইক্ষ্বাকুর বংশধর করিনু বর্ণন।।
সেই সুমিত্রের যবে অবসান হবে।
ইক্ষ্বাকুর বংশ শেষ তখন জানিবে।।
ইক্ষ্বাকুর বংশকথা সুপবিত্র হয়।
শুনিলে নিষ্পাপ হয় নাহিক সংশয়।।
এই বংশে বুদ্ধদেব জনম লভিয়া।
গিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া।।
আর্য্যবংশাবলী যেবা করয়ে শ্রবণ।
অমঙ্গল নাশ হয় বেদের বচন।।

বৃহদ্রথ বংশীয় ভবিষ্যরাজগণের কাহিনী

পরাশর বলেন শুনহ বৎসবর।
ভবিষ্য মগধবংশ কহি তারপর।।

এই বংশে জরাসন্ধ আদি মহাবল।
জন্ম নিল যত মহাপুরুষ সকল।।
জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব মহাশয়।
সোমারি নামেতে হবে তাহার তনয়।।
সোমারির পুত্র হবে নামে শ্রুতবান।
অযুতায়ু তার পুত্র হবে মতিমান।।
তার পুত্র মিরমিত্র সক্ষেম তৎসুত।
সক্ষেমের পুত্র বৃহৎকর্ম্মা গুণযুত।।
তার পুত্র সেনজিৎ আর শ্রুতঞ্জয়।
বিপ্র নামে হবে শ্রুতঞ্জয়ের তনয়।।
বিপ্রপুত্র শুচি তাঁর পুত্র ক্ষেম্য হবে।
ক্ষেম্য হতে সুব্রত তনয় জন্ম লবে।।
সুব্রতের ধর্ম্ম নামে হইবে তনয়।
সুশ্রবা তাহার পুত্র হবে গুণময়।।
তার পুত্র দৃঢ়সেন তৎপুত্র সুমতি।
সুবলা তাহার পুত্র হবে মহামতি।।
সুনীত নামেতে হবে সুবলের সুত।
সত্যজিৎ তার পুত্র হবে গুণযুত।।
তার পুত্র বিশ্বজিৎ তার রিপুঞ্জয়।
হাজার বৃছর রবে এ বংশ নিশ্চয়।।
হাজার বছর যবে অতীত হইবে।
এ বংশ বিস্তার আর তখন না হবে।।
পুরাণ-বর্ণিত কথা মিথ্যা নাহি হয়।
শাস্ত্রমতে সবাকার দিনু পরিচয়।।
কালী বলে কৃষ্ণ পদে মতি যেন থাকে।
কৃষ্ণ বিনা বিপদেতে আর কেবা রাখে।।

প্রদ্যোৎ বংশীয় রাজগণের কাহিনী ও কলির প্রাদুর্ভাব বর্ণনা

পরাশর বলে শুন মিত্রয়ুতনয়।
বৃহদ্রথবংশে শেষ রাজা রিপুঞ্জয়।।
সুনীক নামেতে মন্ত্রী তাহার হইবে।
সেই দুষ্ট রাজ্যলোভে তাহারে বধিবে।।
নিজ সুত প্রদ্যোতে অর্পিবে রাজ্যভার।
পালক হইবে সেই প্রদ্যোৎকুমার।।
জন্মিবে বিশাখযুত পালক হইতে।
অজক তাহার পুত্র রাজা অবনীতে।।
হইবে নন্দিবর্দ্ধন অজকের সুত।
প্রদ্যোৎ প্রভৃতি পঞ্চ রাজা গুণযুত।।
রাজ্য করে এক শত আটাশ বৎসর।
পঞ্চত্ব পাইবে নন্দিবর্দ্ধন তৎপর।।
নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ রবে।
শিশুনাগ হতে কাকবর্ণ জন্ম লবে।।
তাঁর পুত্র ক্ষেমধর্ম্মা ক্ষত্রৌজা তৎসুত।
ক্ষত্রৌজার পুত্র বিম্বিসার গুণযুত।।
তাহার অজাতশত্রু হইবে নন্দন।
তৎপুত্র অভয় তার পুত্র উদয়ন।।
নন্দিবর্দ্ধন তাঁর তনয় হইবে।
মহানন্দী নামে তার তনয় জন্মিবে।।
শিশুনাগ আদি এই দশ ভূমিপাল।
রাজ্য ভুঞ্জি ত্রিশত বাষট্টি বর্ষকাল।।
পাইবে পঞ্চত্ব যবে এই সর্ব্বজন।
তখন ঘটিবে যাহা শুন তপোধন।।
সেই মহারাজ মহানন্দী নরেশ্বর।
শূদ্রাগর্ভে তার পুত্র মহাবীর্য্যধর।।
নন্দ উপাধি সংযুত মহাপদ্ম নামে।
পরশুরামের তুল্য বীর ধরাধামে।।
পৃথিবীতে থাকিয়া পালিবে প্রজাগণে।
তদবধি শূদ্র রাজা পৃথিবী-ভবনে।।
সেই শূদ্রাগর্ভজাত মহাপদ্ম রাজা।
সসাগরা পৃথিবীর তলে মহাতেজা।।
কেহ না লঙ্ঘিবে কভু তাঁহার শাসন।
অষ্ট পুত্র মহাপদ্ম পাইবে তখন।।
সুনাল প্রভৃতি হয় তাহাদের নাম।
কহিনু শাস্ত্রের কথা ওহে মতিমান।।
সেই মহাপদ্ম আর তাঁহার তনয়।
শত বর্ষ রাজ্যভোগ করিবে নিশ্চয়।।

কৌটিল্য নামেতে পরে জনৈক ব্রাহ্মণ।
সে নন্দগণের কৈলে উদ্ধার সাধন।।
মৌর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে স্থানে।
করিবেক অধিকার জানিবেক মনে।।
কৌটিল্য নামেতে বিপ্র জানিবে তখন।
রাজ্য দিবে চন্দ্রগুপ্তে শুন তপোধন।।
চন্দ্রগুপ্ত সুত হবে নাম বিন্দুসার।
বিন্দুসার পাবে পুত্র অতি গুণাধার।।
সেই পুত্র নাম ধরে অশোকবর্দ্ধন।
অশোকবর্দ্ধন পুত্র সুসপ্ত সুজন।।
দশরথ নামে হবে সুসপ্ত তনয়।
দশরথ হতে পরে সঙ্গহস্ত হয়।।
সঙ্গহস্ত হতে শালিহুকের জনম।
শালিহুকসুত সোমশর্ম্মা মহাত্মন।।
শতধন্বা জনমিবে সোমশর্ম্মা হতে।
বৃহদ্রথ হবে শতধন্বা ঔরসেতে।।
চন্দ্রগুপ্ত আদি এই দশ মৌর্য্যগণ।
যাবৎ ভুঞ্জিবে রাজা শুন তপোধন।।
একশত সপ্তত্রিংশ বরষ যাবৎ।
সুখে রাজ্য করিলেন জানিবে তাবৎ।।
তারপর রাজ্যে হবে শুঙ্গ অধিপতি।
বর্ণনা করিব পরে শুন মহামতি।।
একজন শুঙ্গ হবে পুষ্যমিত্র নামে।
বৃহদ্রথ সেনাপতি জানে সর্ব্বজনে।।
সেই শুঙ্গ বৃহদ্রথে করিয়া সংহার।
আপনি হরিয়া লবে রাজ্য অধিকার।।
পুষ্যমিত্র হতে হবে অগ্নিক্ষেত্র পরে।
সুজ্যেষ্ঠ তাহার পুত্র জানিবে অন্তরে।।
সুজ্যেষ্ঠ বসুমিত্রের দানিল জনম।
বসুমিত্র হতে হবে আদ্রকনন্দন।।
পুলিন্দক তার পুত্র বিদিত ভুবনে।
ঘোষবসু তার পুত্র জানে সর্ব্বজনে।।
ঘোষবসু হতে বজ্রমিত্রের জনম।
বজ্রমিত্র ভগবতে পাইবে নন্দন।।
ভগবত হতে দেবভূতি জন্ম ধরে।
এই দশ শুঙ্গ যাহা কহিনু তোমারে।।

তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ধরা-অধিপতি।
অবশ্য হইবে জান তুমি মহামতি।।
এক শত বার বর্ষ রবে অধিকার।
কন্বেরা হইবে রাজা পরেতে তাহার।।
ব্যসনে আসক্ত হলে রাজা দেবভূতি।
বাসুদেব নামা কন্ব আসি দ্রুতগতি।।
নৃপতিরে অবিলম্বে করিয়া সংহার।
আপনি হরিয়া লবে রাজ্য-অধিকার।।
বসুদেব হতে পরে ভূমিত্র জন্মিবে।
নারায়ণ ভূমিত্র-সুত মনেতে জানিবে।।
নারায়ণ হতে জন্মি সুশর্ম্মানন্দন।
করিবে পৃথিবীতলে প্রজার শাসন।।
এই চারি কান্বায়ন ওহে মতিমান।
পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ রবে বিদ্যমান।।
পরেতে চিবুক নামা অন্ধ্রজাতি জন।
মহারাজ সুশর্ম্মারে করিবে নিধন।।
স্বয়ং পৃথ্বী উপভোগ সে জন করিবে।
শুন শুন বলি যাহা পরেতে ঘটিবে।।
সুশর্ম্মার ভ্রাতা কৃষ্ণ বল প্রকাশিয়ে।
লইবে ভ্রাতার রাজ্য হরণ করিয়ে।।
শ্রীনাথকর্ণির জন্ম হবে কৃষ্ণ হতে।
পূর্ণোৎসঙ্গ তার পুত্র জানিবেক চিতে।।
পূর্ণোৎসঙ্গ হতে সাতকর্ণির জনম।
তার পুত্র লম্বোদর ওহে তপোধন।।
দিবীলতে পুত্র পাবে সেই লম্বোদর।
মেঘস্বাতি তার পুত্র ওহে গুণধর।।
মেঘস্বাতি হতে পরে হবে পটুমান।
শ্রীঅরিষ্টকর্ম্মা হবে তাহার সন্তান।।
অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র লোহ মহামতি।
পতনক লোহসুত জানিবে সুমতি।।
শ্রীপুলিন্দসেন জন্মে পতনক হতে।
সুন্দর তাহার পুত্র জানিবেক চিতে।।
চকোরের পুত্র পরে লভিবে সুন্দর।
শিবস্বাতি চকোরের পুত্র গুণধর।।
শ্রীগোমতীপুত্রে সুত পাবে শিবস্বাতি।
পুলিমান তার পুত্র ওহে মহামতি।।

শিবশ্রীরে সুত পাবে সেই পুলিমান।
শিরস্কন্ধ শিবশ্রীর জানিবে সন্তান।।
জন্মিবে যজ্ঞশ্রী পরে শিরস্কন্ধ হতে।
বিজয় তাহার পুত্র জানিবেক চিতে।।
চন্দ্রশ্রী নামক পুত্র পাইবে বিজয়।
পুলোমারি তার পুত্র ওহে মহোদয়।।
পর্য্যায়ক্রমেতে সবে লভিয়া জনম।
করিবে পরম সুখে ধরণী শাসন।।
ত্রিসহস্র চারি শত ছাপ্পান্ন বরষ।
করিবেক উপভোগ সুখে রাজ্যরস।।
পুলোমার নবাসনে হবে যে ঘটন।
প্রকাশ করিব তাহা করহ শ্রবণ।।
আভীর জাতীয় তাঁর ভৃত্য সাতজন।
গর্দ্দভিলাখ্য দশ ওহে মহাত্মন।।
করিবে মিলিয়া পরে রাজ্য অধিকার।
তারপর শুন বলি ওহে গুণাধার।।
অন্য ষোল ভূপতির অধিকার হবে।
তারপর বলিতেছি যে সব ঘটিবে।।
আটটি যবন আর চৌদ্দটি তুখার।
তেরটি সুরূণ্ড আর ওহে গুণাধার।।
একাদশ মৌল আর ওহে মহাত্মন।
যথাক্রমে করিবেক অবনী শাসন।।
সহস্র ত্রিশত বর্ষ ও নবনবতি।
তাহারা করিবে রাজ্য শুন মহামতি।।
এইসব নৃপতির হলে লোকান্তর।
পৌর আদি একাদশ হবে নৃপবর।।
ত্রিশত বরষ তারা অবনী শাসিবে।
যবন ভূপতি পুনঃ রাজ্য আক্রমিবে।।
কেলিকিল তার নাম ওহে তপোধন।
সে জন রাজত্ব আসি করিবে গ্রহণ।।
তারপর বিন্দাশক্তি নামে একজন।
বাহুবলে আধিপত্য করিবে স্থাপন।।
সে বিন্দাশক্তির পরে ওহে মহামতি।
যাহারা হইবে ভূমে ক্রমে অধিপতি।।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।
প্রথমতঃ পুরঞ্জয় ওহে তপোধন।।
তারপর রামচন্দ্র হবে নরপতি।
হবে তারপর রাত্রা ধর্ম্ম মহামতি।।

ধার্ম্মঙ্গক তারপর হবে নরবর।
শ্রীকৃষ্ণনন্দন পরে ওহে গুণাধর।।
শিশুনন্দি নরপতি হবে তার পরে।
নন্দিযশা তারপর কহিনু তোমারে।।
শিশুক হইবে পরে বিশ্বের ভূপাল।
প্রবীর তাহার পর ওহে গুণাধার।।
এক শত দুই বর্ষ তাহারা পর্য্যায়ে।
করিবে রাজত্ব ভোগ জানিবে হৃদয়ে।।
তারপর প্রবীরের তেরটি নন্দন।
বাহ্লিক বংশীয় আর বীর তিন জন।।
পুষ্পমিত্র পটুমিত্র পদ্মমিত্র আর।
তাহাদের স্থানে স্থানে হবে অধিকার।।
পৃথিবীর নানা স্থানে তাহারা সকলে।
হয়ে রবে অধিপতি মনোকুতূহলে।।
সেই কালে কোশলাস্থ বীর নয় জন।
কোশলাতে আধিপত্য করিবে স্থাপন।।
নিষধস্থ নয় জন নৈষধ রাজ্যেতে।
স্থাপিবেক আধিপত্য জানিবেক চিতে।।
শ্রীবিশ্বস্ফাটিক নামে হবে একজন।
সেইজন নানাবর্ণ করিতে সৃজন।।
কৈবর্ত্ত পুলিন্দ পটু ও ব্রাহ্মণগণে।
স্থাপিবে মগধ দেশে পুলকিত মনে।।
অকস্মাৎ নাগবংশ আসি নয় জন।
মগধস্থ ক্ষত্রগণে লইয়া তখন।।
কাপুরী মথুরা আর পদ্মাবতী দেশে।
স্থাপন করিবে ত্বরা মনের হরিষে।।
কতিপয় ক্ষত্রিয়েরে করিয়া গ্রহণ।
গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে করিবে স্থাপন।।
মগধেরা গুপ্তভাবে কোশল নগর।
ভুঞ্জিবেক ওড্র পুণ্ড্র ওহে গুণধর।।
কলিঙ্গেরা আর যত মাহিষিকগণ।
করিবে মাহেন্দ্রে গিয়া বসতি তখন।।
অধিকন্তু ভৌমগুহা করি অধিকার।
বসতি করিবে তারা তথা অনিবার।।
শ্রীদেবরক্ষিত নামা বীর একজন।
সাগরতীরস্থ পুরী করিবে রক্ষণ।।
মালবানবংশ লোক আসিয়া সকলে।
নৈষদ ও নৈমিষেকে রবে কুতূহলে।।

অধিকন্তু কালতোর নামা জনপদে।
ধীমান হইবে তারা জানিবে মনেতে।।
কনক-আহ্বয় নামা যত ব্যক্তিগণ।
ত্রৈরাজ্য জনপদেতে হইবে রাজন।।
মুষিক নামেতে যেই জনপদ হয়।
তাহারা তথায় রাজা হইবে নিশ্চয়।।
ব্রাত্য দ্বিজ শূদ্র আর আভীরাদি করি।
আধিপত্য পাবে যথা কৃপায় শ্রীহরি।।
অবন্তি সৌরাষ্ট্র শূর আভীর যে আর।
আনর্ত্ত অর্ব্বুদ মরু ওহে গুণাধার।।
এইসব দেশে তারা আধিপত্য পাবে।
শাস্ত্রের কথা ইহা মনেতে জানিবে।।
ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল ম্লেচ্ছাদির গণ।
সিন্ধুতটে আধিপত্য করিবে স্থাপন।।
দার্ব্বী কৌর্ব্বি চন্দ্রভাগা আর যে কাশ্মীরে।
আধিপত্য পাবে তারা জানিবে অন্তরে।।
যে সকল রাজাদের করিনু বর্ণন।
কাহারো ধর্ম্মেতে নাহি থাকিবেক মন।।
অল্পায়ুধ অল্পসার পরস্বাপহারী।
বহুকোপযুক্ত হবে তাহারা সর্ব্বরি।।
নারীহত্যা শিশুহত্যা গোহত্যা করিবে।
এসব কাজেতে কভু বিমুখ না হবে।।
নানা জনপদবাসী লোক সমুদয়।
ম্লেচ্ছত্ব লভিবে ক্রমে কহিনু তোমায়।।
কাজেই অকালে ক্ষীণ হইবে সকলে।
ধর্ম্মের আদর নাহি রবে কোন স্থলে।।
কৌলীন্যের হেতু হবে অর্থই তখন।
ধরমের হেতু বল হবে দরশন।।
অভিরুচি হবে মাত্র দাম্পত্যের হেতু।
স্ত্রীত্বই জানিবে বিশ্বে সম্ভোগের সেতু।।
বিপ্রত্বের হেতু হবে যজ্ঞসূত্রভার।
আদান ধর্ম্মের হেতু ওহে গুণাধার।।
দরিদ্র হইলে তারে অসাধু বলিবে।
স্নানাদি করিলে তারে পবিত্র কহিবে।।
মস্তক মুণ্ডন আদি চিহ্নের ধারণ।
আশ্রমের হেতু হবে ওহে তপোধন।।
হীনতার হেতু হবে দুর্ব্বলতা আর।
সুবেশ হেরিলে হবে সৎপাত্র বিচার।।

ভবগর্ভ বাক্য যদি হয় উচ্চারণ।
পাণ্ডিত্যের হেতু হবে ওহে মহাত্মন।।
দূরস্থ দেশেতে রবে যেই সব জল।
তীর্থ বলি গণনীয় হইবে সকল।।
এইরূপ নানা দোষ ঘেরিলে ধরারে।
ঘটিবে যে সব কাণ্ড বলিব এবারে।।
সকল বর্ণের মধ্যে যেই বলবান।
রাজা হবে সেই জন ওহে মতিমান।।
রাজ্য পেয়ে প্রজাগণে করিবে পীড়ন।
করভারে প্রপীড়িত হবে প্রজাগণ।।
রাজ্য পরিত্যাগ করি প্রজারা সকলে।
আশ্রয় করিবে গিয়া পর্ব্বতমহলে।।
মধু শাক ফলমূল করিবে ভোজন।
চীর পর্ণ বল্কলাদি করিবে ধারণ।।
শীত গ্রীষ্ম বরষার দারুণ যাতনা।
সহিতে হইবে সবে অশেষ যন্ত্রণা।।
হেনমতে মহাকষ্টে করিবে যাপন।
কহিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন।।
মানবেরা অল্প আয়ু হবে সেই কালে।
তেইশ বরষ মাত্র রবে ভূমণ্ডলে।।
কলির প্রভাবে সবে ক্রমে হবে ক্ষীণ।
ঘটিবে যাতনারাশি ক্রমে দিন দিন।।
কলির প্রভাব হেতু ওহে মহাত্মন।
ধর্ম্মবিপ্লব কত ঘটিবে তখন।।
নাম মাত্র ধর্ম্ম এই নিনাদ থাকিবে।
ধর্ম্ম এই নাম মাত্র শ্রুতিপথে যাবে।।
সেই কালে বিশ্বস্রষ্টা প্রভু নিরঞ্জন।
বিষ্ণুযশা বিপ্রগৃহে লভিবে জনম।।
সম্ভল গ্রামেতে সেই বিষ্ণুযশা ঘর।
কল্কি রূপে অবতীর্ণ হবে গদাধর।।
হেন মতে অবতীর্ণ হয়ে নারায়ণ।
দুরাচার ম্লেচ্ছগণে করিবে বারণ।।
অধার্ম্মিক সবাকারে করিবে শাসন।
ধর্ম্মে জগৎ পুনঃ করিবে স্থাপন।।
কল্কি রূপে অবতীর্ণ হবে গদাধর।
কলির প্রতাপ যাবে ওহে গুণধর।।
কলি আবির্ভাব আর না রবে তখন।
স্বধর্ম্মে সংসার পুনঃ হইবে স্থাপন।।

জনপদবাসী যত লোক সমুদয়।
পুনশ্চ প্রবুদ্ধ হবে নাহিক সংশয়।।
পুনশ্চ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লভিবে সকলে।
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি যাবে সবে কুতূহলে।।
পরিণত বয়সেতে মানব তখন।
করিবে রমণীগর্ভে অপত্যোৎপাদন।।
তাঁদের ঔরসে যারা হইবে সন্তান।
অধর্ম্মে না দিবে মতি ওহে গুণবান।।
সত্যযুগে যেইরূপ থাকয়ে ধরম।
সেইরূপ সুখে তারা করিবে যাপন।।
এরূপ প্রসিদ্ধি আছে বলি হে সকলে।
সত্যযুগ উপনীত হবে সেইকালে।।
চন্দ্র সূর্য্য বৃহস্পতি পুষ্যা ঋক্ষ আর।
এক রাশিগত হলে ওহে গুণাধার।।
সেই দিন সত্যযুগ করে আগমন।
কহিনু তোমার পাশে নিগূঢ় বচন।।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান নৃপতি বিষয়।
কীর্ত্তন করিনু আমি সেই সমুদয়।।
পরীক্ষিৎ যেই দিন জন্মে তার পর।
হইলে এক হাজার পঞ্চাশ বৎসর।।
সংসারেতে হবে মহাপদ্মের জনম।
নন্দোপাধি সমাযুক্ত সেই মহাত্মন।।
সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্যে যে নক্ষত্রদ্বয়।
আকাশমণ্ডলে আসি সমুদ্যত হয়।।
একটি নক্ষত্র তাহে রজনী যোগেতে।
দৃষ্ট হয় সমভাবে বিদিত জগতে।।
মিলিয়া তাহার সহ সপ্তর্ষিমণ্ডল।
শত বর্ষ অবস্থান করিবেন ভাল।।
পরীক্ষিৎ রাজা হলে ওহে মহাত্মন।
মঘা নক্ষত্রের সহ হবেন মিলন।।
সেই কালে কলিযুগ হয়েছে আগত।
কলির প্রভাব বৎস বলিব বা কত।।
বাসুদেব স্বর্গারূঢ় হলে তার পর।
কলির উদয় হয় সংসার ভিতর।।
যত দিন সেই হরি চরণ যুগলে।
এই দেবী বসুধারে স্পর্শিয়া আছিলে।।
তত দিন কোনরূপ কলি দুরাচার।
আসিবারে পারে নাই সংসার মাঝার।।

ভগবান বাসুদেব স্বর্গারূঢ় হলে।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ অন্তরে।।
দুর্নিমিত্ত নানাবিধ করিয়া দর্শন।
রাজ্য পরিহার করি সহ ভ্রাতৃগণ।।
পরীক্ষিতে অভিষিক্ত করে সিংহাসনে।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে।।
যেই কালে মহাপদ্ম পাবে অধিকার।
সপ্তর্ষিমণ্ডল নাহি রবে এ প্রকার।।
পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে হইবে মিলন।
কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে তখন।।
যেদিন কেশব কৈল লীলাসংবরণ।
সেইদিন কলি আসি দিল দরশন।।
সহস্রেক দুই শত বর্ষ দেবমানে।
রহিবে দুর্জ্জয় কলি এই ধরাধামে।।
পুনশ্চ কলির শেষ হইবে যখন।
সেই কালে সত্যযুগ দিবে দরশন।।
যুগের পরিবর্ত্তন হয় বার বার।
হইতেছে বিশ্বমাঝে ওহে গুণাধার।।
পূর্ব্বে যুগে যুগে সেই সকল ব্রাহ্মণ।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি লভিল জনম।।
পুনরুক্তি হেতু আর বাহুল্য কারণ।
তাহাদের সংখ্যা নাহি করিনু কীর্ত্তন।।
মনুবংশ বীজভূত দেবাপি সুমতি।
ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরু ধর্ম্মনিষ্ঠ অতি।।
দুই জন যোগবল করিয়া আশ্রয়।
কলাপ গ্রামেতে বাস করিছে নিশ্চয়।।
সত্যযুগ উপনীত হইবে যখন।
ক্ষত্রিয়ের প্রবর্ত্তক হবে দুই জন।।
আবার তখন ক্রমে মনুর তনয়।
হইবে ধরার রাজা শুন মহাশয়।।
এরূপে কাটাবে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর।
পুনশ্চ আসিবে কলি জগত ভিতর।।
যেমন দেবাপি আর পুরু এইক্ষণে।
করিছেন অবস্থিতি সে কলাপ গ্রামে।।
সেইরূপ কোন ক্ষত্র বীজভূত হয়ে।
রাখিবেক ভূমণ্ডলে জানিবে হৃদয়ে।।
ভবিষ্যৎ ভূপালবংশ করিনু কীর্ত্তন।
বিস্তার করিয়া বলে হেন কোন জন।।

বিস্তার করিয়া যদি বলি হে তোমারে।
শত বর্ষে শেষ নাহি পারি করিবারে।।
যেসব নৃপতি পূর্ব্বে লভেছে জনম।
মোহবশে ছিল সবে অতি ভ্রান্ত মন।।
সর্ব্বদা চিন্তিত তারা আপন অন্তরে।
কিরূপেতে বহুদিন থাকি ধরাপরে।।
ধরাভোগ চিরকাল কিরূপে করিব।
পুত্র-পৌত্র বহু সংখ্যক কিরূপে লভিবে।।
পুত্র-পৌত্র ধরাপতি কিরূপে হইবে।
পরম সুখেতে তারা জীবন কাটাবে।।
এইরূপ চিন্তা সবে করি অনুক্ষণ।
অকালে কালের মুখে হয়েছে পতন।।
তাহাদের পূর্ব্বে কত শত নরপতি।
ধরাভোগ করে গেছে ওহে মহামতি।।
বসুমতী তাহাদের করিয়া দর্শন।
শরৎ কালের মত হাস্যমুখী হন।।
অসিত নামেতে মুনি ছিল পূর্ব্বকালে।
একদিন যান তিনি জনক গোচরে।।
পৃথিবী কথিত কথা জনক-সদন।
কীর্ত্তন করেন সেই অসিত সুজন।।
সেই কথা তব পাশে কহিব এক্ষণে।
শুন শুন ওহে বৎস অবহিত মনে।।
পৃথিবী বলিয়াছিল এরূপ বচন।
বুদ্ধিমান নরশ্রেষ্ঠ যেই সব জন।।
তাহাদের মোহ জন্মে ইহা চমৎকার।
দেখিতে না পায় তারা ভ্রান্তি আপনার।।
আপনারে জয়শীল ভাবিয়া প্রথমে।
জয় করিবারে ইচ্ছা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণে।।
তারপর ভৃত্য আর পৌরজনগণ।
জয় করিবারে সবে করেন মনন।।
শত্রুগণে জয় হেতু পরে বাঞ্ছা হয়।
অবশেষে ইচ্ছা মোরে করিবারে জয়।।
সাগর যুক্ত হয় সদা জয়ের কারণ।
মনে মনে ইচ্ছা করি সে সব রাজন।।
পুরোবর্ত্তী মৃত্যুকেও দর্শন করিতে।
সক্ষম না হয় কভু জানিবেক চিতে।।
তাঁহারা আপন মনে করেন চিন্তন।
"এই যে নেহারি ভূমি সমুদ্রাবরণ।।
আমাদের বশবর্ত্তী এই সমুদয়।
কার সাধ্য আমাদের করে পরাজয়।।"
তাঁহাদের পিতৃগণ পূর্ব্বেতে যেমন।
অবহেলে মোক্ষপদ করিয়া বর্জ্জন।।
মম বশীভূত হয়ে কালের কবলে।
হয়েছেন নিপতিত বিদিত সকলে।।
তদ্রূপ তাঁহারা স্বীয় ভ্রান্তি নিবন্ধন।
মোরে জয় করিবারে করেন মনন।।
মোর মোহজালে পড়ি সে সব নৃপতি।
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্রগণে লইয়া সংহতি।।
বার বার জন্ম-মৃত্যু করেন গ্রহণ।
এইসব মনে মনে করেন চিন্তন।।
নিখিল ধরার মাঝে মোরা অধীশ্বর।
কভু না নৃপতি হবে আর কোন নর।।
এইরূপ মোহবুদ্ধি যাদের আছিল।
ক্রমে ক্রমে কালগ্রাসে সকলে পড়িল।।
পিতারে মরিতে দেখি যে রাজনন্দন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া করে আমারে বর্জ্জন।।
মম মায়াজালে সেই কভু নাহি পড়ে।
মমতাতে সমাকৃষ্ট না হয় সংসারে।।
সেই সব নরপতি সংসার ভিতর।
ভৃতের প্রেরণ করি বিপক্ষ গোচর।।
এই ধরা হয় মম তুমি হে অচিরে।
যেথা ইচ্ছা যাও তুমি পরিত্যাগ করে।।
এরূপ সংবাদ ত্বরা করেন প্রেরণ।
উপহাস করি আমি তারে সর্ব্বজন।।
তাহারে হেরিয়া হাস্য উপজে বদনে।
হায় কিবা মোহ বলি ভাবি নিজ মনে।।
পুনঃ দয়া হয় মম তাহাদের প্রতি।
সংসারে এরূপ হয় সবাকার গতি।।
এত বলি পরাশর কহে পুনরায়।
শাস্ত্রবাক্য পৃথ্বীকথা কহিনু তোমায়।।
এইসব কথা যিনি করেন শ্রবণ।
মমতাবিহীন হয় সেই সাধুজন।।
সন্তাপ বিনষ্ট হয় তাহার অচিরে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে।।
মহাত্মা মনুর বংশ করিলে শ্রবণ।
ভক্তিভরে আদ্যোপান্ত শুনে যেই জন।।

অখিল পাতক তার বিনাশিত হয়।
শাস্ত্রের বচন এই কভু মিথ্যা নয়।।
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ যে করে শ্রবণ।
অতুল সম্পদ পায় সেই মহাত্মন।।
মহাবল পরাক্রান্ত ইক্ষ্বাকু সুমতি।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মান্ধাতা নৃপতি।।
নহুষ যযাতি আর নৃপতি সাগর।
রঘুবংশে অন্য অন্য নৃপতিপ্রবর।।
কিংবা কাল ক্রমাগত যত নরপতি।
তাহাদের কথা শুনে যেই মহামতি।।
মমতা তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
পুত্র-দারা-গৃহ-ক্ষেত্রে আসক্ত না হয়।।
পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেই সব প্রবল ভূপতি।
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তপ কৈল নিরবধি।।
তাহারাও যথাকালে কালের কবলে।
নিপতিত হয়ে গেছে বিদিত ভূতলে।।
অখিল শত্রুর চক্র করি বিদারণ।
করিলেন যিনি সর্ব্বলোক বিচরণ।।
সেই সাধু কোথা গেল ভাবহ অন্তরে।
বিচিত্র আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখহ সংসারে।।
বাহুবলে করি যিনি শত্রুকুল ক্ষয়।
এক-আধিপত্য ভূমে স্থাপিল নিশ্চয়।।
কথার প্রসঙ্গে লোকে যে জনের নাম।
বদনে উল্লেখ করে থাকে অবিরাম।।
সেই কার্ত্তবীর্য্য দেখ কোথা গেল চলি।
এসব ভাবিয়া দেখ আর কিবা বলি।।
আরো দেখ বিশ্বত্রাস লঙ্কার রাবণ।
অথবা রঘুর বংশ অন্য নৃপগণ।।
অতুল সম্পত্তি পেয়ে কত কাণ্ড করে।
কোথায় রহিল তারা ভাবহ অন্তরে।।
তাহারা ঐশ্বর্য্য সহ হইল নিধন।
কাহার বিষয় বল রহিবে তখন।।
অতএব যেই ব্যক্তি বিষয়ে মজিয়ে।
ভ্রূভঙ্গী করয়ে কত অহঙ্কৃত হয়ে।।
কি হবে তাদের দশা বলহ সুজন।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন।।
অখিল ধরার পতি মান্ধাতা হইয়ে।
দুই দিন পরে যবে গেল হে চলিয়ে।।
তখন মমতাজালে কেন নরগণ।
আবদ্ধ হইয়া করে বিপদ ঘটন।।
ভগীরথ দশানন ককুৎস্থ সগর।
যুধিষ্ঠির আদি আর রাম রঘুবর।।
সবাকার একরূপ হইয়াছে গতি।
নাহি আর আন কথা শুন মহামতি।।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান নৃপের বিষয়।
কীর্ত্তন করিনু আমি শুন মহোদয়।।
এসব শ্রবণ করি যত জ্ঞানী জন।
মমতা হৃদয় হতে দিবে বিসর্জ্জন।।
যেই সব নরপতি পুত্র-পরিজনে।
বেষ্টিত হইয়া সুখে রয়েছে এক্ষণে।।
যথাকালে তাহাদিগে অন্য কলেবর।
গ্রহণ করিতে হবে ওহে গুণধর।।
অতএব মায়ামোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব হরিভক্তি করেন সন্ধান।।
মধুমাখা হরিনাম উচ্চারি বদনে।
জয় রাধাকৃষ্ণ বল পুলকিত মনে।।
শান্তি-প্রস্রবণ বহে নামের কৃপায়।
গোপনে গোলোকে ছিল যেই নাম হায়।।
নিজে হরি জনার্দ্দন জীবে কৃপা করি।
গুরুরূপে আসি যায় যে নাম বিতরি।।
আরো এক কথা বলি শুন মহাশয়।
কলিতে বিলাবে নাম হরি দয়াময়।।
শ্রীগৌর রূপ হরি ধরি ধরাতলে।
বেড়াইবে "বল হরি" সবাকারে বলে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
যে জন করয়ে পাঠ সেই মহামতি।।
এ বিশাল পর্ব্ব হেথা হল সমাপন।
জয় রাধাকৃষ্ণ সবে কর উচ্চারণ।।

ইতি রাজ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্ব

হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপেষু গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে।।

বসুদেব-দেবকীর পরিণয় এবং পৃথিবীর নিকট ব্রহ্মার কংসবধের অঙ্গীকার

কহিলেন মৈত্রেয় শুন হে মহাজন।
রাজবংশ-কথা যাহা করিনু শ্রবণ।।
তাঁদের চরিত্র-কথা কহিলে বিস্তার।
এবে নিবেদন করি শুন গুণাধার।।
বিষ্ণু অংশে বসুদেব জনম লভিল।
তাঁহার কাহিনী শুনিবারে স্পৃহা হল।।
বসুদেব কোন ভাবে অবতীর্ণ হয়ে।
কিবা লীলা করিলেন এ ভবে আসিয়ে।।
বিস্তারিয়া ওহে দেব করহ কীর্ত্তন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় হইতেছে মন।।
এত শুনি পরাশর কহে ধীরে ধীরে।
শ্রবণ করহ ঋষি বলি হে তোমারে।।
শ্রীকৃষ্ণ-চরিতকথা করিব কীর্ত্তন।
মনোযোগে মৈত্রেয় করহ শ্রবণ।।
দেবকের কন্যা হয় দেবকী সুন্দরী।
মহামনা বসুদেব লয় বিভা করি।।
পরিণয় দেবকীর হলে সমাপন।
দেবকীর ভাই কংস করি আগমন।।
বসুর সে মহারথে সারথি হইল।
তার পর যে ভাবেতে ঘটনা ঘটিল।।
একদা সে বসুদেব-দেবকী সহিতে।
আরোহণ করি যান আপন রথেতে।।
সারথি কংস রথ করেন চালন।
সহসা আকাশবাণী হইল তখন।।
"শুন শুন মূর্খ কংস আপন শ্রবণে।
পতি সহ আছে যেবা রথ আরোহণে।।
তাহার অষ্টম গর্ভে যে হবে নন্দন।
বধিবে তোমার প্রাণ জান সেইজন।।"
হেনমতে দৈববাণী শুনিয়া শ্রবণে।
হস্তে অস্ত্র লয়ে কংস ধাইল সঘনে।।

দেবকীর প্রাণবধে উদ্যত হইল।
হেরি তাহা বসুদেব নিবারি কহিল।।
শুন ওহে বীরবর আমার বচন।
নহেক কর্ত্তব্য তব দেবকী নিধন।।
যে যে পুত্র যবে হবে তাহার উদরে।
সেই সেই পুত্রে আমি দিব তব করে।।
এই কথা বসুদেব যখন বলিল।
বসুদেব-বাক্য শুনি সম্মত হইল।।
বধ নাহি দেবকীরে করিল তখন।
তারপর যা ঘটিল করহ শ্রবণ।।
হেথায় পাপের ভারে হইয়া পীড়িত।
সুমেরু গিরিতে ধরা আসি উপনীত।।
সেথা উপনীত হয়ে যত দেবগণে।
বন্দনা করিয়া কহে করুণ বচনে।।
শুন ওহে দেবগণ আমার বচন।
সুবর্ণের গুরু হন অগ্নি মহাত্মন।।
লোক সকলের গুরু হলেন ভাস্কর।
কিন্তু সবাকার গুরু বিষ্ণু গদাধর।।
পূজনীয় সবাকার তিনি সনাতন।
সেই বিষ্ণু সর্ব্বময় জানে সর্ব্বজন।।
তিনি কলা তিনি কাষ্ঠা নিমেষও তিনি।
তিনি স্থূল তিনি সূক্ষ্ম অন্তরেতে জানি।।
আমরা তাঁহার অংশে লভেছি জনম।
যত কেহ লোকধাতা হয় দরশন।।
আদিত্য মরুৎ সাধ্য রাক্ষস কিন্নর।
বসু পিতৃ যক্ষ দৈত্য পিশাচ নিকর।।
উরগ দানব গ্রহ তারকা গগন।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব জল বায়ু হুতাশন।।
রূপভেদ সকলেই জানিবে তাঁহার।
নাহি কিছুমাত্র ভেদ সহিত আমার।।
সেই বিষ্ণুপদে আমি নমস্কার করি।
সেই বিষ্ণু অন্তকালে ভবের কাণ্ডারী।।
হেনমতে স্তব করি ধরণী সুন্দরী।
কহে পুনঃ দেবগণে সম্বোধন করি।।
কেশী স্কন্ধ বাণ আর প্রলম্ব নরক।
অরিষ্ট ধেনুক আদি দৈত্য অসংখ্যক।।
ধরাতলে জনমিয়া ওহে দেবগণ।
যাবতীয় লোকগণে করিছে পীড়ন।।
প্রজারা সহিতে আর নারে অত্যাচার।
আমার উপর হইল অতি গুরুভার।।
শ্রীকালনেমিরে বিষ্ণু করিলে নিধন।
সেই দুষ্ট কংসরূপে লভেছে জনম।।
অপর দুরাত্মা কত জন্মেছে ভূতলে।
তাহাদের সংখ্যা বল কে গণিয়া বলে।।
দর্পিত দানব কত দিব্য মূর্ত্তি ধরি।
সদা বিচরণ করে আমার উপরি।।
তাহাদের ভার আর না হয় সহন।
আত্মারে ধরিতে আমি হতেছি অক্ষম।।
অতএব যাতে নাহি যাইব পাতালে।
উপায় নির্ণয় কর তোমরা সকলে।।
ভয়েতে বিহ্বলা হয়ে অবনী তখন।
এরূপে কহিল যদি কাতর বচন।।
শুনি প্রজাপতি তাঁর ভার নাশ তরে।
সম্বোধিয়া কহিলেন অমর নিকরে।।
শুন শুন দেবগণ আমার বচন।
বলিল পৃথিবী যাহা করিলে শ্রবণ।।
আমি কিংবা তোমা সবে অমর নিকর।
নারায়ণাত্মক হই খ্যাত চরাচর।।
যত কিছু দ্রব্য বিশ্বে হয় দরশন।
বিষ্ণুর বিভূতি হতে লভেছে জনম।।
বিভূতি-আধিক্য আর ন্যূনতা কারণে।
বাধ্যবাধকতা গুণ ভূতলে জনমে।।
অতএব চল সবে ওহে দেবগণ।
ক্ষীরোদের উত্তর দিকে করিয়া গমন।।
সবার আরাধ্য সেই দেব নারায়ণে।
নিবেদন করি গিয়া বিনয় বচনে।।
জগতের হিত হেতু সেই নারায়ণ।
অংশাংশে পৃথিবীতলে করিয়া গমন।।
করিবেন ধর্ম্মদেবে পূজনে স্থাপন।
সন্দেহ নাহিক তাহে শুন দেবগণ।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
দেবগণ মিলি সবে বিধাতার সনে।।

ক্ষীরোদ উত্তরকূলে করিয়া গমন।
বিষ্ণুরে করিল স্তব দেব পদ্মাসন।।
শুন শুন ওহে প্রভু নিবেদি তোমারে।
প্রকৃতি-পুরুষ তুমি বিদিত সংসারে।।
জীবাত্মা পরমাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্মময়।
তুমি বিদ্যা তুমি প্রভু চতুর্ব্বেদময়।।
শিক্ষাকল্প আদি করি যতকিছু আছে।
তৎস্বরূপ সেই সব বিদিত সমাজে।।
দেহাত্মবাদীরা সবে করিয়া বিচার।
যাহা কিছু বলে সবে ওহে কৃপাধার।।
তোমা হতে তাহা ভিন্ন না হয় কখন।
অধ্যাত্ম অব্যক্ত তুমি ওহে ভগবান।।
অনির্দ্দেশ্য অচিন্ত্যাত্মা নাহি পাণি পাদ।
নাম বর্ণ রূপহীন তোমা প্রণিপাত।।
তোমার পরমপদ কভু কোনকালে।
ক্ষয়প্রাপ্ত নাহি হয় জানিবেক ভালে।।
কর্ণহীন হয়ে তুমি করহ শ্রবণ।
নেত্রহীন হয়ে তবু কর দরশন।।
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু জানি হে অন্তরে।
তবু বহুবিধ রূপ ধরিছ সংসারে।।
হস্তহীন হয়ে কর পদার্থ গ্রহণ।
বিজ্ঞানবিহীন হয়ে জ্ঞানের কারণ।।
সূক্ষ্ম হতে অতি সূক্ষ্ম তুমি দয়াময়।
জগতে বিদিত তুমি সর্ব্বদ্রব্যময়।।
তোমার সাক্ষাৎ লাভ করে যেই জন।
বিজ্ঞান নিবৃত্তি পায় তাহার তখন।।
ধীরের ধৈরয তুমি ওহে বিশ্বপতি।
তুমি হও পরাৎপর জগতের পতি।।
ভুবনের গোপ্তা তুমি ওহে গুণাধার।
অখিল ভূতের বাস অন্তরে তোমার।।
স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচর।
তোমার অন্তরে আছে ওহে গদাধর।।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর তুমিই প্রকৃতি।
পুরুষ ও অদ্বিতীয় তুমি মহামতি।।
একমাত্র তবু তুমি হও ভগবান।
তোমা হতে নহে ভিন্ন চতুর্হুতাশন।।

বহ্নরি স্বরূপ হয়ে তুমি ভগবান।
অখিল ভূপতি বিশ্বে করিছ প্রদান।।
ব্রহ্মাণ্ডের যথা তথা করি নিরীক্ষণ।
সর্ব্বত্র তোমার চক্ষু আছে ভগবান।।
অনন্ত মূরতি বলি জানি হে তোমারে।
ত্রিপদ ধারণ কৈলে বামন আকারে।।
বিকারবিহীন প্রভো অনল যেমন।
বিকার ভেদেতে হয় বহুধা জ্বলন।।
সেইরূপ নির্ব্বিকার হইয়াও তুমি।
অলক্ষিতে সর্ব্বভূতে আছ চিন্তামণি।।
প্রধান পুরুষ তুমি অনন্ত মূরতি।
একমাত্র হও তুমি ওহে বিশ্বপতি।।
ধরাধামে যারা যারা হয় সুধীজন।
তোমার পরম ধাম করেন দর্শন।।
ভূত ভাবী যত কিছু পদার্থ নিকর।
তোমার স্বরূপ হয় শুন বিশ্বধর।।
তোমা হতে ভিন্ন কিছু নাহি কোন ঠাঁই।
ব্যক্তাব্যক্তরূপী তুমি শুনহ গোঁসাই।।
সমষ্টিস্বরূপ তুমি ব্যষ্টির স্বরূপ।
কে জানিবে তব তত্ত্ব ওহে বিশ্বভূপ।।
সর্ব্বদৃক তুমি হও সর্ব্বমতিমান।
সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানযুত ওহে ভগবান।।
হ্রাসবৃদ্ধি নাহি তব কভু কোনকালে।
স্বাধীন অনাদি তোমা সর্ব্বজনে বলে।।
ক্লম তন্দ্রা কাম ক্রোধ নাহিক তোমার।
জিতেন্দ্রিয় নিরবদ্য তুমি সারাৎসার।।
পরম পুরুষ তুমি সবার ঈশ্বর।
সর্ব্বময় ওহে দেব খ্যাত চরাচর।।
বিভূতিস্থাপক তুমি পুরুষ উত্তম।
তোমা হতে দূরে থাকে যত আবরণ।।
পরাধার পরধাম তোমার আখ্যান।
অক্ষয় তোমার নাম ওহে ভগবান।।
সামান্য কারণে তব দেহাবলম্বন।
কোন কালে কভু নাহি হয় দরশন।।
ধার্ম্মিকে উদ্ধার হেতু তুমি দয়াধার।
মাঝে মাঝে ধরাতলে হও অবতার।।

এরূপ বিধির স্তব করিয়া শ্রবণ।
বিশ্বরূপ ধরি বিষ্ণু কহেন তখন।।
দেবগণ সহ আসি ওহে পদ্মযোনি।
বলিলে যেসব কথা কর্ণে আমি শুনি।।
এখন বাসনা কিবা বলহ আমারে।
অবশ্য করিব পূর্ণ কহিনু তোমারে।।
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁর সেই বিশ্বরূপ করি দরশন।।
ভীত হৈল দেবগণ আপন অন্তরে।
কহিল তখন ব্রহ্মা দেব পরাৎপরে।।
শুন বলি ওহে প্রভো করি নিবেদন।
বাহু বক্ষ পদ তব হয় অগণন।।
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি হতেছে সংহার।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম তুমি ওহে পরাৎপর।।
চতুর্বিংশ তত্ত্ব যাহা বিদিত সংসারে।
তাহার আদিতে তুমি জানি হে অন্তরে।।
গুরু হতে গুরুতর পরামাত্মা তুমি।
তব পরিণাম বল কেবা জানে শুনি।।
তোমার প্রসাদ লাভ করিবার তরে।
আমরা বাসনা করি সতত অন্তরে।।
নিবেদন করি তব পদে হে এখন।
বসুধারে নাস্তিকেরা করিছে পীড়ন।।
সেই হেতু বসুমতী তোমার চরণে।
শরণ লয়েছে আসি কহি তব স্থানে।।
প্রসন্ন হইয়া তুমি ওহে দয়াধার।
বসুধার গুরুভার করহ সংহার।।
বরুণ অনল আদি রুদ্র বসুগণ।
অন্য দেবগণ সহ কৈনু আগমন।।
যেমন আদেশ দিবে আমা সবাকারে।
পালিব সে আজ্ঞা তব সাধ্য অনুসারে।।
হেন মতে ব্রহ্মা আদি করিল স্তবন।
শুনিয়া কহেন তবে দেব নারায়ণ।।
শুন মোর কথা যাহা ওহে দেবগণ।
ধরণীর ভার আমি করিব নাশন।।
অবতীর্ণ হয়ে আমি অবনীমণ্ডলে।
হরিব ধরার ভার জানিবে সকলে।।

নিজ নিজ অংশে সবে তোমরা এখন।
অবিলম্বে ভূমণ্ডলে লভহ জনম।।
ধরাধামে জনমিয়া দৈত্যগণ সনে।
অচিরে প্রবৃত্ত হবে নিদারুণ রণে।।
মম দৃষ্টিপাতে চূর্ণ হয়ে দৈত্যগণ।
অচিরে হইবে ধ্বংস কহিনু এখন।।
শুক্ল কৃষ্ণ কেশদ্বয় আছে মম শিরে।
জনমিবে এই কেশ দেবকী উদরে।।
দেবকীর অষ্টম গর্ভে লইয়া জনম।
দুরাচার কংসাসুরে করিবে নিধন।।
এত বলি অন্তর্হিত হলে ভগবান।
দেবগণ সুখনীরে হয় ভাসমান।।
বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পরে করি নমস্কার।
সুমেরু পর্ব্বতে সবে হন আগুসার।।
তারপর ক্রমে সবে অবতীর্ণ হয়ে।
জনম গ্রহণ করে ভূতলে আসিয়ে।।
তারপর একদিন দেব-ঋষিবর।
উপনীত হন আসি কংসের গোচর।।
কংসেরে সম্বোধি কন শুনহ রাজন।
দেবকীর গর্ভে হলে অষ্টম নন্দন।।
পৃথিবীর অধিকারী সেই জন হবে।
সন্দেহ নাহিক তাহে অন্তরে জানিবে।।
নারদের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষে অগ্নিশর্ম্মা হয় কংস দুরাত্মন।।
বসুদেব-দেবকীরে অবরুদ্ধ করে।
তখনি রাখিয়া দিল নিজ কারাগারে।।
যখন দেবকীগর্ভে জনমে নন্দন।
কংসে করে বসুদেব করে সমর্পণ।।
বসুদেব কংস করে করেন অর্পণ।
মহারোষে কংস তাহা করেন ধারণ।।
শিলা পরে আছাড়িয়া মারে সবাকারে।
একে একে ছয় পুত্র কংস যে সংহারে।।
শুনহ মৈত্রেয় ঋষি বলি তারপর।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য খ্যাত চরাচর।।
ছয় পুত্র লাভ করে সেই দৈত্যপতি।
তারপর মহামায়া যোগনিদ্রা সতী।।

শ্রীবিষ্ণু প্রেরিত হয়ে সেই ছয় সুতে।
আনে দেবকীর গর্ভে জানিবে ত্বরিতে।।
বৈষ্ণবী সে যোগনিদ্রা বিদিত ভুবন।
বলিয়া ছিলেন তাঁরে দেব নারায়ণ।।
শুন শুন যোগনিদ্রা বচন আমার।
পাতাল তলেতে তুমি কর আগুসার।।
শ্রীহিরণ্যকশিপুর ছয়টি কুমারে।
একে একে আন তুমি দেবকী-জঠরে।।
এই ছয় পুত্রে কংস করিলে নিধন।
আমার অংশাংশে হবে সপ্তম নন্দন।।
সেই নন্দনেরে তুমি আকর্ষণ করি।
রোহিণী-উদরে দিবে শুন গো সুন্দরী।।
হেন মতে দেবকীর সপ্তম নন্দন।
রোহিণীর গর্ভে যদি অধিষ্ঠিত হন।।
সমাজে এরূপ তবে হইবে প্রচার।
দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে এবার।।
এইরূপ জনশ্রুতি হলে তারপর।
রোহিণীর গর্ভে এক হবে বীরবর।।
শ্বেতাচল সম হবে তাহার বরণ।
বিদিত হবেন তিনি নামে সঙ্কর্ষণ।।
তব আকর্ষণ বশে সেই মহামতি।
সঙ্কর্ষণ নাম পাবে জানিবে গো সতী।।
তারপর দেবকীর পবিত্র জঠরে।
জনম লভিব আমি জানিবে অন্তরে।।
তুমিও গোকুলে গিয়া শুন গো সুন্দরী।
যশোদা-উদরে জন্ম লবে ত্বরা করি।।
বর্ষাকালে নভোমার্গ জলদ ঘটায়।
সমাচ্ছন্ন হলে পরে আমি গো ধরায়।।
কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীতে অর্দ্ধ রাত্রি পরে।
জনম লভিব গিয়া দেবকী-উদরে।।
নবমী তিথির যবে হইবে সঞ্চার।
জন্মিবে তুমিও গিয়া গর্ভে যশোদার।।
হেনমতে উভয়েতে জনম লভিলে।
মৎ প্রভাবে বসুদেব লয়ে মোরে কোলে।।
যশোদার ক্রোড়ে লয়ে করিবে স্থাপন।
তোমারে দেবকী-কোলে করিবে অর্পণ।।

তারপর ভোজরাজ কংস মূঢ়মতি।
গ্রহণ করিবে তোমা শুন ওগো সতী।।
তোমারে পাষাণতলে ফেলিবে যেমন।
অমনি গগনে তুমি করিবে গমন।।
কংসের হৃদয়ে হবে বিস্ময় সঞ্চার।
সঘনে কাঁপিবে দেবী অন্তর তাহার।।
আমার গৌরব হেতু দেবরাজ পরে।
ভগিনী রূপেতে তোমা লইবে সাদরে।।
শুম্ভ-নিশুম্ভাদি করি বহু দৈত্যগণ।
তোমার হাতেতে পরে হবে নিপাতন।।
ধরণীর উৎপাত তোমা হতে পরে।
ক্রমে ক্রমে শান্তি পাবে জানিবে অন্তরে।।
নানাবিধ নামে* পরে জগতের জন।
তোমারে করিবে স্তব সদা সর্ব্বক্ষণ।।
কতিপয় নাম তার শুন ওগো সতী।
ভূতি ক্ষান্তি কীর্ত্তি ধৃতি পৃথিবী সন্ততি।।
লজ্জা পুষ্টি আদি করি বিবিধ আখ্যানে।
তোমারে করিবে স্তব ঐকান্তিক মনে।।
প্রাতে কিংবা সন্ধ্যাকালে যেই সাধুজন।
আর্য্যা দুর্গা আদি নাম করিবে স্মরণ।।
আমার প্রসাদে তার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।
সত্য কথা কহিলাম অন্তরে জানিবে।।
নরলোকে সুরা মাংস দিয়া উপহার।
তব পূজা করিবেক সহ ভক্তিহার।।
বাসনা তাদের তুমি করিবে পূরণ।
আরো এক কথা বলি শুনহ এখন।।
যেই জন ভক্তি করি তোমারে পূজিবে।
পরম সুখেতে তারা সময় যাপিবে।।
এখন আমার বাক্যে করহ গমন।
উপদেশমত কার্য্যে হও নিমগন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
দ্বিজ কালী বিরচিল মধুর ভারতী।।

*নানাবিধ নামে—আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা, ভদ্রকালী, ক্ষেমা, ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি নাম।

যশোদার গর্ভে যোগমায়া এবং দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যোগনিদ্রা বিষ্ণু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।।
হিরণ্যকশিপুর ছয়টি কুমারে।
একে একে আনিলেন দেবকী-উদরে।।
দুষ্ট কংস তাহাদিগে করিলে নিধন।
সপ্তম গর্ভেরে পরে করি আকর্ষণ।।
করিল স্থাপন তারে রোহিণী-জঠরে।
সেই গর্ভমধ্যে পুত্র জন্মলাভ করে।।
জগতের হিত হেতু হরি ভগবান।
পরে দেবকীর গর্ভে করে অধিষ্ঠান।।
জন্মিলেন যোগনিদ্রা যশোদা-উদরে।
জন্মিল যখন হরি দেবকী-জঠরে।।
গ্রহগণ সুপ্রসন্ন হলেন তখন।
ঋতু-বৈপরীত্য নাহি হৈল দরশন।।
বিষ্ণুরে জঠরে ধরি দেবকী সুন্দরী।
তেজস্বিনী হন অতি আহা মরি মরি।।
তাঁর প্রতি নেত্রপাত করিতে তখন।
কেহ না সক্ষম হয় ওহে তপোধন।।
দেবগণ সমবেত হয়ে সেই কালে।
দেবকী সতীরে স্তুতিবাদ আরম্ভিলে।।
শুন দেবি তুমি হও পরমা প্রকৃতি।
জন্মেছিল তব গর্ভে ব্রহ্মা মহামতি।।
বাণীর স্বরূপা হয়ে তুমি তার পরে।
জগত ধারণ করি কৌতূহল ভরে।।
বেদ চতুষ্টয় তুমি কৈলে উৎপাদন।
সনাতনী বলি তুমি বিদিত ভুবন।।
সৃষ্টিভূতা বীজভূতা যজ্ঞগর্ভা নামে।
অভিহিত হও তুমি জানে সর্ব্বজনে।।
ফলগর্ভা ইজ্যা তুমি বহ্নিগর্ভারিণি।
দেবগর্ভা শ্রীঅদিতি তোমারে নমামি।।
ইচ্ছা লজ্জা মেধা তুষ্টি দিতি আর ধৃতি।
সন্নতি করিয়া আদি তুমি ওগো সতী।।
আকাশস্বরূপা তুমি জানি গো অন্তরে।
তোমা হতে চরাচর জন্মেছে সংসারে।।
কত যে বিভূতি আছে উদরে তোমার।
ইয়ত্তা করিতে পারে হেন সাধ্য কার।।
নদ নদী দ্বীপ গ্রাম সাগর ভূধর।
বহ্নি জল সমীরণ আকাশমণ্ডল।।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আর তত্রস্থিত জন।
দেব দৈত্য পশু ঋক্ষ পশু-পক্ষিগণ।।
ইত্যাদি সকলে স্থিত রয়েছে যাহাতে।
সেই বিষ্ণু অধিষ্ঠিত তোমার গর্ভেতে।।
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা স্বর্গ স্বরূপিণী।
জ্যোতিঃ স্বরূপিণী তুমি তোমারে নমামি।।
অখিল লোকের হিত সাধনের তরে।
তুমি সতী অবতীর্ণা অবনীর পরে।।
এখন প্রসন্ন হয়ে মোদের উপর।
নারায়ণে ধর গর্ভে যিনি সর্ব্বেশ্বর।।
হেন মতে করি স্তব যত দেবগণ।
আপন আপন ধামে করিল গমন।।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বসুদেবের গোকুলে গমন এবং কংসের মৃত্যু-সঙ্কেত শ্রবণ

মৈত্রেয়েরে সম্ভাষিয়া কহে পরাশর।
ওহে মহাশয় তুমি শুন তারপর।।

হেনমতে দেবগণ করিলে স্তবন।
দেবকী হরিকে গর্ভে করেন ধারণ।।
নিয়মিত কাল পরে উপস্থিত হলে।
তনয় প্রসবে সতী মনোকুতূহলে।।
ভগবান যেই কালে অবতীর্ণ হন।
দিঙ্মুখ নির্ম্মল হইল জানিবে তখন।।
জগত আনন্দময় হইয়া উঠিল।
আনন্দে প্রজাকুল মগন হইল।।
মন্দ মন্দ প্রবাহিত কিবা সমীরণ।
প্রসন্নতা নদিগণ করিল ধারণ।।
সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল গন্ধর্ব্বের পতি।
নৃত্য আরম্ভিল সুখে অপ্সরা সংহতি।।
মনোহর বাদ্য কৈল যত সিদ্ধগণ।
পুষ্পরাশি দেবগণ করে বরিষণ।।
প্রকাণ্ড আকার ধরে জ্বলন্ত অনল।
মন্দ মন্দ গরজিল জলদ পটল।।
বসুদেব সেই কালে আপন মন্দিরে।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে।।
কংস ভয়ে জিজ্ঞাসিয়া কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।।
তুমি বিষ্ণু শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী।
জেনেছি মনেতে তাহা ওহে নরহরি।।
এখন প্রসন্ন হয়ে আমার উপর।
দিব্যরূপ সংবরণ কর দ্রুততর।।
অবতীর্ণ হলে তুমি আমার মন্দিরে।
এইসব কথা দুষ্ট কংস শুনিয়া অন্তরে।।
আমারে যাতনা দিবে নাহিক সংশয়।
অতএব কৃপা কর ওহে দয়াময়।।
তখন দৈবকী কহে ওহে তপোধন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপী তুমি সনাতন।।
অনন্ত সর্ব্বাত্মা তুমি হও সর্ব্বময়।
তোমার গুণের কথা ইয়ত্তা না হয়।।
গর্ভবাসকালে তুমি গর্ভস্থ জনেরে।
নিরন্তর রক্ষা কর অতি যত্ন করে।।
মায়াবলে শিশুরূপ করেছ ধারণ।
ত্বরা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কর সংবরণ।।

দুরাচার কংস নৈলে জানিতে পারিবে।
যাতনা কত যে দিবে প্রমাদ ঘটাবে।।
এত শুনি ভগবান কহেন তখন।
শুন গো জননী আমি করি নিবেদন।।
পুত্রার্থিনী হয়ে তুমি আপন অন্তরে।
পূর্ব্বকালে বহু স্তব করেছিলে মোরে।।
সেই পুণ্যে তবোদরে লভিনু জনম।
এত বলি শিশুভাব করেন ধারণ।।
বসুদেব তারপর সেই রাত্রি কালে।
গৃহ হতে বাহিরিল লয়ে তারে কোলে।।
যোগনিদ্রাবশে যত দ্বারপালগণ।
সবে বিমোহিত হয়ে রহিল তখন।।
বারি বর্ষে অবিরল জলদের জাল।
ঘন ঘন উল্কাপাত আকার বিশাল।।
অনন্ত আপন ফণা করি উত্তোলন।
বসুদেবে আচ্ছাদিয়া করিল গমন।।
বসুদেব কৃষ্ণধনে করি নিজ কোলে।
যমুনা হলেন পার অতি অবহেলে।।
বিষ্ণুর প্রভাব আহা কি করি বর্ণন।
জানু মাত্র জলে তাঁর হৈল নিমগন।।
উপনীত হয়ে তিনি যমুনার পারে।
নন্দাদি গোপের গৃহ নয়নে নেহারে।।
সেই কালে যোগনিদ্রা ওহে তপোধন।
যশোদার গর্ভে আসি লভেছে জনম।।
শ্রীযোগনিদ্রার মায়া কি বলি তোমায়।
বিমোহিত হয়েছিল সকলে তথায়।।
সেই কালে বসুদেব যশোদার ঘরে।
তাহার শয্যার পাশে অতি দ্রুত চলে।।
শিশুরূপী নারায়ণে করিয়া স্থাপন।
কন্যারে আপন ক্রোড়ে করিয়া গ্রহণ।।
অবিলম্বে প্রত্যাগত হইল কারাগারে।
যশোদার নিদ্রাভঙ্গ হয় তারপরে।।
নীলোৎপলদলশ্যাম দেখি পুত্রধন।
আনন্দ সাগরে সতী হয় নিমগন।।
এদিকেতে বসুদেব আসি নিজ ঘরে।
রাখিলেন সেই কন্যা দেবকীর ক্রোড়ে।।

সদ্যোজাত শিশুধ্বনি উঠিল তখন।
চমকিত হয়ে শুনে যত রক্ষিগণ।।
দ্রুতগতি গিয়া কহে কংসের গোচরে।
কংস ত্বরান্বিত হয়ে আসে সেই ঘরে।।
সবেগে আসিয়া কন্যা করিল গ্রহণ।
নানা মতে বসুদেব কৈল নিবারণ।।
তাহে কর্ণপাত নাহি করে দুরাচার।
শিলার নিকট ক্রমে হয় আগুসার।।
যেমন শিলাতে কন্যা করিল ক্ষেপণ।
অমনি শূন্যেতে কন্যা উঠিয়া তখন।।
দিব্য রূপ ধরি কহে উচ্চহাস্য করি।
শোন শোন দুরাত্মন অমরের অরি।।
আমারে শিলাতে ফেলি কি ফল হইবে।
গোকুলে আছেন সেই যেজন মারিবে।।
পূর্ব্বজন্মে যেই তোরে করেছে নিধন।
ইহজন্মে সেই প্রভু লভেছে জনম।।
তাঁর হস্তে দুরাচার হইবে নিধন।
দ্রুতগতি নিজ চিন্তা করহ আপন।।
এত বলি অন্তর্হিতা হলেন সুন্দরী।
বিচিত্র হরির লীলা যাই বলিহারি।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
শ্রীকালী কহেন যেবা শুনে পুণ্যবান।।

অনুচরবর্গের প্রতি কংসের আদেশ

কহিলেন পরাশর মৈত্রেয় সুজন।
যোগমায়া তিরোহিতা হইলে তখন।।
উদ্বিগ্ন হইয়া কংস ডাকি দৈত্যগণে।
কহিলেন সভামাঝে ডাকিয়া পুতনে।।
শুনহ পুতনে এবে আমার বচন।
মম নাশ হেতু যত্নবান দেবগণ।।
কিন্তু আমি ভয় নাহি তাহাদিগে করি।
তুচ্ছ করি সেই সবে জানিবে সুন্দরী।।
হরি হর বায়ু ইন্দ্র আদিত্য অনল।
মম বাক্যে সদা ভীত তাঁহারা কেবল।।
যবে গিয়াছিনু আমি দারুণ সংগ্রামে।
মম বাণ বহে ইন্দ্র আছে তার মনে।।
বারি বরিষণে মানা করেছিনু যবে।
পেলেছিল সেই আজ্ঞা ইন্দ্র এই ভবে।।
আমার বাণের ভয়ে জলদ নিকর।
বর্ষণ না করে সেই ধরণী উপর।।
পৃথিবীর সর্ব্বভূতে করিয়াছি জয়।
জরাসন্ধ গুরু বিনা কেবা ভীত নয়।।
নিয়ত অবজ্ঞা করি যত দেবগণে।
কভু না সক্ষম তারা আমার নিধনে।।
তাহারা মারিবে মোরে শুনি হাসি পায়।
তাদের দমন কর তোমরা সবায়।।
যেই সব তপস্বীরা দেব উপকারে।
যখন হইবে রত মারিবে সবারে।।
যে কন্যা দেবকীগর্ভে লভিল জনম।
সেই জন বলে গেছে এ হেন বচন।।
পূর্ব্বে যেই জন তোরে করেছিল নাশ।
সে জন বধিবে তোরে হয়েছে প্রকাশ।।
তাই বলি শুন শুন আমার বচন।
পৃথিবীতে যথা যথা আছে শিশুগণ।।
সবার পরীক্ষা করা অবশ্য উচিত।
বিপুল বিক্রম যার দেখিবে নিশ্চিত।।
তাহারে বধিবে সবে জানিবে অন্তরে।
এইরূপ দৈত্যগণে আদেশিয়া পরে।।
অবিলম্বে গৃহমধ্যে পশিয়া তখন।
বসুদেব দেবকীরে করিয়া মোচন।।
কহিল শুনহ বলি তোমা দুই জনে।
বৃথা বধিয়াছি আমি তোমার নন্দনে।।
রোষভরে যাহাদিগে করেছি নিধন।
তারা অপরাধী নহে জানিনু এখন।।
আমার বিনাশ হেতু শিশু একজন।
অন্যত্র আপন জন্ম করেছে ধারণ।।

অপত্য শোকেতে দোঁহে না হও কাতর।
মরে জীব আয়ুশেষে সংসার ভিতর।।
হেন মতে প্রবোধিয়া বলেন সবারে।
ভয়ত্রস্ত মনে কংস যান অন্তঃপুরে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

নন্দের কংসালয়ে গমন ও পুতনা বধ

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
তারপর কি করিল শ্রীনন্দ-নন্দন।।
নন্দ মহারাজ যবে লইয়া স্বজনে।
কংসালয়ে উপনীত রাজস্ব প্রদানে।।
কর দিয়া শকটেতে উঠিলে তখন।
তাঁর পাশে বসুদেব করিয়া গমন।।
কহিলেন শুন নন্দ বলি হে তোমারে।
বৃদ্ধকালে ভাগ্যবশে পুত্রলাভ করে।।
যে কার্য্যে এখানে তব হইল আগমন।
নিষ্পন্ন হয়েছে তাহা ওহে মহাত্মন।।
অবিলম্বে গোকুলেতে করহ পয়ান।
এখানে বিলম্ব করা না হয় বিধান।।
রোহিণীর গর্ভজাত তনয় আমার।
বসতি করিছে তথা শুন গুণাধার।।
স্বীয় পুত্র সম জ্ঞানে করিও রক্ষণ।
তোমার নিকট মম এই আকিঞ্চন।।
এতেক বলিয়া দিল নন্দকে বিদায়।
শুনি নন্দ গোকুলেতে দ্রুতগতি যায়।।
একদিন রাত্রিকালে কৃষ্ণ নীলমণি।
শয়ন করিয়া আছে শুন মহামুনি।।
সহসা পুতনা আসি তাঁহার সদন।
নিজ স্তন শিশুমুখে করিল অর্পণ*।।

দৃঢ়রূপে ধরি স্তন কৃষ্ণ মহামতি।
করিতে লাগিল পান জানিবে সুমতি।।
তাহে বিকলাঙ্গী হয়ে পুতনা তখন।
ভয়ঙ্কর শব্দ করি ত্যজিল জীবন।।
সেই শব্দে ব্রজবাসী লোক সমুদয়।
জাগরিত হয়ে দেখে মৃত পুতনায়।।
তাহার কোলেতে খেলা করে কৃষ্ণধন।
হেরিয়া যশোদা তাহা ভয়ে নিমগন।।
কৃষ্ণকে লইয়া কোলে গোপুচ্ছ ভ্রমণে।
বালকের দোষ দূর করে সেই ক্ষণে।।
গোকরীষ বান্ধি পরে কৃষ্ণের মাথায়।
গোপপতি নন্দ ইহা বলিল সবায়।।
সকল জীবের সৃষ্টি করে যেই জন।
যাঁর নাভিপদ্মে হয় ব্রহ্মার জনম।।
বরাহ আকার ধরি যেই চিন্তামণি।
অবহেলে মনোসুখে উদ্ধারে অবনী।।
নৃসিংহ আকার যিনি করিয়া ধারণ।
হিরণ্যকশিপু বক্ষ করে বিদারণ।।
যেই জন আসি বিশ্বে বামন আকারে।
ত্রিপদে এ তিন বিশ্ব সমাক্রান্ত করে।।
সর্ব্বময় সেই হরি নিত্য সনাতন।
সতত তোমার রক্ষা করুন সাধন।।
গোবিন্দ মস্তক রক্ষা করুন তোমার।
গুহ্য ও জঠর দেশ বিষ্ণু দয়াধার।।
কেশব তোমার কণ্ঠ করুন রক্ষণ।
রক্ষুন জঙ্ঘা ও পদ দেব জনার্দ্দন।।
মুখ বাহু মন আর প্রবাহু সকল।
ভগবান নারায়ণ রক্ষুন কেবল।।
কুষ্মাণ্ড রাক্ষস প্রেত দুরাশয়গণ।
নারায়ণ-শঙ্খনাদে হউক নিধন।।
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর তোমা দিক সমুদয়ে।
বিদিকে মধুসূদন জানিবে হৃদয়ে।।
হৃষীকেশ আকাশেতে করুন রক্ষণ।
ভূমিতে রক্ষুন মহীধর মহাত্মন।।
হেন রূপে মঙ্গলার্থ করি স্বস্ত্যয়ন।
পর্য্যঙ্ক উপরে কৃষ্ণ করান শয়ন।।

* পুতনার স্তন অতি বিষাক্ত। সে যাহার মুখে স্তন যে সেই শিক্ষা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কংসের আদেশে পুতনা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

শকটের নিম্নে সেই পর্য্যঙ্ক আছিল।
কৃষ্ণেরে লয়ে তাহে শোয়াইয়া দিল।।
এদিকে পুতনা-দেহ করি দরশন।
ভয়েতে বিকল হয় ব্রজবাসিগণ।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত সমান।
শ্রীকালী রচিয়া বলে শুন পুণ্যবান।।

শকটভঙ্গ, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোচারণ

শকটের অধোভাগে হইয়া শয়ান।
চরণ উর্দ্ধেতে তুলি কৃষ্ণ মতিমান।।
স্তন্যপান হেতু করে কতই রোদন।
তাহাতে অপূর্ব্ব কাণ্ড হয় সংঘটন।।
শকটস্থ কুম্ভ আর ভাণ্ড সমুদয়।
পদাঘাতে বিপরীত ভাবে পড়ে রয়।।
তাহাতে শকট প্রায় হইল ভঞ্জন।
গোপ-গোপী আসি তথা করে দরশন।।
কৃষ্ণকে উত্তানশায়ী দেখিয়া সকলে।
কে করিল কে করিল সকলেই বলে।।
তাহা শুনি গোপশিশু যত জন ছিল।
দেখেছি দেখেছি বলি সকলি উঠিল।।
কৃষ্ণরে দেখায়ে বলে যত শিশুগণ।
চরণ আঘাতে কৃষ্ণ করেছে এমন।।
শুনি তাহা সবে হয় বিস্মিতহৃদয়।
দ্রুতগতি নন্দ কৃষ্ণে কোলে তুলি লয়।।
ভগ্ন ভাণ্ড তাড়াতাড়ি করিয়া গ্রহণ।
যথাস্থানে রাখে পুনঃ যশোদা তখন।।
আতপ তণ্ডুল আর ফলমূল দিয়ে।
শকটের পূজা করে একান্ত হইয়ে।।
এইরূপে কিছুদিন করিলে যাপন।
গোকুলে আগত হন গর্গ তপোধন।।
শ্রীবাসুদেব প্রেরিত হয়ে মহামুনি।
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যথা নীলমণি।।
রাম কৃষ্ণ দোঁহাকার সম্পাদে সংস্কার।
রাম কৃষ্ণ নাম রাখে সেই গুণাধার।।
এইরূপে দুই জন হইয়া সংস্কৃত।
শিখে হামাগুড়ি বয়োবৃদ্ধির সহিত।।
ছাই মাখি ধূলি মাখি সদা দোঁহে গায়।
ইতস্ততঃ চারিদিকে খেলিয়া বেড়ায়।।
যশোদা রোহিণী দোঁহে করে নিবারণ।
কর্ণপাত কিছুতেই না করে দু'জন।।
গোবাটে বা বৎসবাটে করিয়া গমন।
সদ্যোজাত বৎসপুচ্ছ ধরে আকর্ষণ।।
নিতান্ত চঞ্চল দোঁহে এরূপ হইল।
যশোদার বারণ তারা কভু না শুনিল।।
যশোমতী একদিন অতি রোষভরে।
দামেতে বাঁধিয়া কৃষ্ণে রাখে উদুখলে।।
বান্ধিয়া বলেন বাছা হয়েছ চঞ্চল।
এখন দেখাও দেখি আছে কত বল।।
এত বলি যশোমতী গৃহকার্য্যে গেল।
কৃষ্ণ মহামতি উদুখল আকর্ষিল।।
যমল অর্জ্জুন দুই তরুর মাঝারে।
উপনীত হন আসি হরিষ অন্তরে।।
যেমন তথায় কৃষ্ণ করেন গমন।
উদুখল তির্য্যগ ভাগ করিল ধারণ।।
বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন কৃষ্ণ অমনি করিল।
ব্রজবাসী সেই শব্দ সকলে শুনিল।।
তথা গিয়া দ্রুতগতি করে দরশন।
মহাবৃক্ষদ্বয় ভাঙি হয়েছে পতন।।
অর্দ্ধ বিনির্গত দন্ত করিয়া বাহির।
করিছে মধুর হাস্য কৃষ্ণ শিশুবীর।।
এ কাণ্ড যখন হেরে ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণের উদর ছিল দামেতে বন্ধন।।
তদবধি দামোদর নাম হয় তাঁর।
তারপর শুন বলি ওহে গুণাধার।।
এইসব কাণ্ড হেরি গোপ-বৃদ্ধগণ।
উৎপাত-পাতের ভয় করিয়া তখন।।

নন্দ সনে পরামর্শ সকলেই করে।
বসতি উচিত আর নহে এই ঘরে।।
এসো মোরা অন্য বনে করিব গমন।
ব্রজধামে মহোৎপাত হতেছে দর্শন।।
শকটের বিপর্য্যয় পুতনা বিনাশ।
ঘটেছে অশুভ কত না বুঝি আভাস।।
বিনা বাতে বৃক্ষদ্বয় হইল পতন।
অতএব শীঘ্র চল করি পলায়ন।।
হেনমতে পরামর্শ করিয়া সকলে।
গোধন শকট আদি লয়ে কুতূহলে।।
তথা হতে অবিলম্বে করিল গমন।
শূন্যময় ব্রজপুরী হইল তখন।।
সবে রহে বৃন্দাবনে মনোকুতূহলে।
রাম কৃষ্ণ দোঁহে কত বাল্যখেলা খেলে।।
বৎস সহ ধেনুগণে করেন চারণ।
ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইল তখন।।
কভু হাস্য কভু ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে।
হেন মতে কাটে কাল গোপশিশু সনে।।
সপ্তম বয়সে ক্রমে করে পদার্পণ।
বর্ষাকাল ক্রমে আসি দিল দরশন।।
অকস্মাৎ মেঘজাল গভীর গর্জ্জনে।
প্রবল বেগেতে রত বারি বরিষণে।।
নব শস্যে পরিপূর্ণ হইল ধরণী।
গোপগণ করে স্তব ধরার তখনি।।
রাম কৃষ্ণ দোঁহে সেই দিব্য বর্ষাকালে।
গোপালগণের সহ ভ্রমে কুতূহলে।।
কখন সঙ্গীত করে কভু তাল দেয়।
কদম্বের মালা কভু গলেতে দোলায়।।
বৃক্ষের ছায়ায় কভু লভেন আশ্রয়।
ময়ূরের পুচ্ছ কভু শিরোপরি লয়।।
গিরি ধাতু করে কভু অঙ্গে বিলোপন।
পর্ণশয্যাতলে হন নিদ্রিত কখন।।
মেঘের গর্জ্জন কভু শুনিয়া শ্রবণে।
হাহাকার শব্দ করে পুলকিত মনে।।
কেকারব তুল্য ধ্বনি করেন কখন।
কভু বা মোহন বেণু করেন বাদন।।

এইরূপ প্রতিদিন করিয়া দিবায়।
বিকাল হইলে শিশুসনে গৃহে যায়।।
গৃহেতে যাইয়া পুনঃ লয়ে শিশুগণে।
করেন কতই লীলা শিশুগণ সনে।।
সদা আনন্দিত মন কহনে না যায়।
বিচিত্র হরির লীলা বিস্ময় জাগায়।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত আধার।
যে জন ভক্তিতে শুনে হয় ভবপার।।

কালীয় দমন ও কালীয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
বৃন্দাবনে একদিন সেই কৃষ্ণধন।।
বনফুলে মালা গাঁথি ধরি গলদেশে।
বৃন্দাবনে লীলা করে মনের হরিষে।।
সঙ্গে সঙ্গে গোপশিশু আছে অগণন।
কালিন্দী তীরেতে আসি উপনীত হন।।
অপূর্ব্ব কালীয় হ্রদ দেখিতে সুন্দর।
বিষানলে পরিপূর্ণ কিন্তু জল তার।।
তীরস্থিত যত বৃক্ষ বিষ বরিষণে।
হয় যেন দগ্ধীভূত দেখেন নয়নে।।
বৃক্ষের উপরে থাকি যত বিহঙ্গম।
বিষবায়ু বশে যেন হয় জ্বালাতন।।
কালীয়ে কৃতান্ত সম হেরি সেই হরি।
চিন্তা করে মনে মনে ক্ষণকাল ধরি।।
অবশ্য কালীয় নামে দুষ্ট বিষধর।
বসতি করিছে সুখে হ্রদের ভিতর।।
আমা দ্বারা বিনির্জ্জিত পরিত্যক্ত হয়ে।
পূর্ব্বে দুষ্ট বাস কৈল সাগরেতে গিয়ে।।
হেন মতে চিন্তা করি কৃষ্ণ বনমালী।
দ্রুতগতি উঠিলেন বৃক্ষের উপরি।।

তথা হতে মহাবেগে হ্রদের ভিতর।
কালীয়ে করিয়া লক্ষ্য পড়েন সত্বর।।
মহাহ্রদ ক্ষুব্ধ হয় তাঁহার পতনে।
তাহে বিষজ্বালা উঠে অতীব সঘনে।।
দিগন্তর সেই বিষে জ্বলিয়া উঠিল।
এদিকে হ্রদের মধ্যে শ্রীহরি পশিল।।
তথা গিয়া করে প্রভো বাহু আস্ফোটন।
দুরাত্মা কালীয় তাহা করিল শ্রবণ।।
অমনি অসংখ্য নাগে হইয়া বেষ্টিত।
লোহিত লোচনে ফণা করি বিস্তারিত।।
কৃষ্ণের সমীপে দ্রুত করি আগমন।
নাগকন্যা পিছু পিছু আসে অগণন।।
কিবা শোভা তাহাদের আহা মরি মরি।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মরি কি মাধুরী।।
এইরূপে নাগগণ করি আগমন।
ভোগবন্ধনেতে বেড়ে কৃষ্ণেরে তখন।।
দংশিতে আরম্ভ কৈল অতি রোষভরে।
গোপগণ এদিকেতে ব্যাকুল অন্তরে।।
নাগভোগে নিপীড়িত কৃষ্ণেরে নেহারি।
রোদন করিতে থাকে মুক্তকণ্ঠ করি।।
গৃহেতে সকলে ত্বরা করিয়া রোদন।
কৃষ্ণের নিধনবার্ত্তা করে নিবেদন।।
নিদারুণ কথা শুনি যত গোপকুল।
কালীয় হ্রদেতে আসে শোকেতে আকুল।।
গোপিকাগণের সাথে দেবী যশোমতী।
শূন্যহৃদে ধাবমান হয় দ্রুতগতি।।
কোথা বৎস হায় বৎস শুন অনিবার।
আলুলিত কেশপাশ উন্মাদ আকার।।
নন্দ আদি গোপগণ পিছু পিছু ধায়।
মহাবল বলরাম সঙ্গে সঙ্গে যায়।।
দ্রুতগতি যমুনাতে করিয়া গমন।
দেখে নাগভোগে বেড়ি আছে কৃষ্ণধন।।
নন্দ যশোমতী দোঁহে এই কাণ্ড হেরি।
অজ্ঞানে কৃষ্ণেরে হেরে একদৃষ্টি করি।।
কৃষ্ণের এতেক দশা করি দরশন।
গোপীরা বলিতে থাকে করিয়া রোদন।।

এসো এসো যশোমতী তোমার সহিতে।
অবিলম্বে পশি মোরা কালীয় হ্রদেতে।।
গৃহে আর কেন বল করিব গমন।
কৃষ্ণ বিনা শূন্য গৃহ শ্মশান যেমন।।
শশাঙ্কবিহীন নিশা কোথা শোভা পায়।
বৃষহীন ধেনুগণ শোভে কি কোথায়।।
কৃষ্ণ বিনা আর মোরা নাহি যাব ঘরে।
পশিব সুখেতে মোরা হ্রদের ভিতরে।।
শুনহ গোপালগণ বলি হে সবায়।
কৃষ্ণ বিনা বল সবে রহিবে কোথায়।।
গোষ্ঠেতে কিরূপে রবে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে।
বিমুগ্ধ করিবে মন কাহার বচনে।।
হের দেখ সর্পরাজ করেছে বেষ্টন।
তবু যেন হাসিছেন মদনমোহন।।
এরূপে গোপিকাগণ কাঁদিয়া কাতর।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে দেব হলধর।।
মানুষের ভাব ধরি কেন ওরে ভাই।
এরূপ অবস্থা নিজে দেখাও সদাই।।
আপনারে বুঝি তব না হয় স্মরণ।
জগতের নাভি তুমি ওহে কৃষ্ণধন।।
সকল লোকের হও তুমিই আশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তুমি ত্রয়ীময়।।
ইন্দ্র রুদ্র বায়ু অগ্নি আদিত্য নিকর।
রূপভেদ মাত্র তব ওহে গুণধর।।
যোগিগণ নিরন্তর চিন্তেন তোমারে।
হও অবতীর্ণ ধরাভার নাশিবারে।।
জ্যেষ্ঠরূপে তব অংশে আমার জনম।
ধরাধামে জন্মিয়াছে যত দেবগণ।।
মানুষ-লীলার তব সহযোগী হবে।
এ হেতু এসেছে ভাই দেবগণ ভবে।।
লীলা সম্পাদন হেতু তুমি হে প্রথমে।
পাঠায়েছ মর্ত্ত্যলোকে সুরনারিগণে।।
তারপর নিজে আসি লভেছ জনম।
মিত্রভাবে গোপ-গোপী কর দরশন।।
ইহাদিগে কষ্ট দিতে না হয় উচিত।
শৈশব চাপল্য তব হতেছে দর্শিত।।

এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ।
দুরাত্মা কালীয়ে শীঘ্র করহ দমন।।
রামের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
আস্ফোটন করি কৃষ্ণ সহাস্য বদনে।।
নাগভোগ বন্ধ হতে হইয়া মোচন।
কালীয়ের ফণা পরি করি আরোহণ।।
করেতে মধ্যম ফণা আনত করিয়ে।
আরম্ভিল মহানৃত্য প্রফুল্ল হইয়ে।।
নাগপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদ-নিপীড়নে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রক্ত উদ্‌গারে বদনে।।
ভগ্নশিরা ভগ্নগ্রীব হৈল নাগপতি।
তাহা দেখি নাগনারী যতেক যুবতী।।
ভীত হয়ে কৃষ্ণপদে লভিয়া শরণ।
স্তব বাক্যে কহে পরে ওহে ভগবন।।
দেবগণ সর্ব্বোত্তম তুমি মহাজ্যোতি।
অচিন্ত্য পরম ঈশ পরাৎপর গতি।।
তব স্তবে দেবগণ না হন সক্ষম।
ছার মোরা নারীজাতি কি করি বর্ণন।।
পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব না দেখি নয়নে।
তব অল্প অংশে জাত জানে সর্ব্বজনে।।
তখন কিরূপে মোরা করিব স্তবন।
কেমনে করিব তব সন্তোষ সাধন।।
যোগবলে বলবান যাহারা সংসারে।
তাহারাও তব তত্ত্ব বুঝিবারে নারে।।
পরমাণু হতে সূক্ষ্ম তুমি পরাৎপর।
স্থূল হতে স্থূল তুমি খ্যাত চরাচর।।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা ক্ষমতা তোমার।
সর্ব্বজীবে করিতেছ রক্ষা অনিবার।।
কিছুমাত্র নাহি ক্রোধ দেখি হে তোমাতে।
শরণ লভিনু মোরা তব রাঙা পদে।।
নারীজাতি হয় যারা কিংবা মূর্খজন।
তাহাদিগে দয়া করা সাধুর লক্ষণ।।
অতএব তুমি দেব প্রসন্ন হইয়ে।
ক্ষমা কর কালীয়েরে প্রসন্ন হৃদয়ে।।
অখিল বিশ্বের তুমি হও হে আধার।
স্বল্পবল এই সর্প ওহে গুণাধার।।
তোমার চরণে যদি নিপীড়িত হয়।
নিমেষে হইয়া যাবে জীবন বিলয়।।
তোমার প্রভেদ কত ইহার সহিতে।
ইয়ত্তা করিবে তার কে বল জগতে।।
কিবা দ্বেষ কিবা প্রীতি ওহে দয়াময়।
তব পাশে সমভাবে রয়েছে উভয়।।
প্রসন্ন হইয়া তুমি আমা সবা পরে।
প্রাণভিক্ষা দিয়া নাথ রক্ষহ নাগেরে।।
হেন মতে স্তব করি নাগনারিগণ।
করপুটে কৃষ্ণপাশে দাঁড়ায় তখন।।
কালীয় কাতর স্বরে সম্বোধি হরিরে।
করিতে লাগিল স্তব প্রণিপাত করে।।
অষ্ট গুণে পরিপূর্ণ তুমি ভগবান।
পরাৎপর বলি তোমা কহে সুরিগণ।।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য নিকর।
তোমা হতে সমুৎপন্ন ওহে গদাধর।।
তোমার সূক্ষ্মাংশ হতে এ বিশ্ব ভুবন।
সৃজিত হয়েছে নাথ জানে সর্ব্বজন।।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কভু কোন বারে।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবারে নারে।।
আমি মূঢ়মতি স্তব কিরূপে করিব।
তোমার অন্তরে প্রীতি কেমনে সাধিব।।
নন্দনকাননজাত কুসুম দ্বারায়।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পূজয়ে তোমায়।।
তখন অজ্ঞান আমি অতীব অধম।
কিরূপে তোমার পূজা করিব সাধন।।
তব অবতার যত বিদিত সংসারে।
দেবরাজ সেই সব সদা পূজা করে।।
তথাপি তোমার তত্ত্ব না জানে সে জন।
কেমনে বুঝিব আমি ওহে ভগবন।।
বিষয়বাসনা ত্যজি যোগীরা অন্তরে।
নিরন্তর তব রূপ অনুধ্যান করে।।
তথাপি তোমার তত্ত্ব না বুঝে কখন।
আমি মূঢ়মতি কিসে হইব সক্ষম।।
ওহে দেব নিবেদন তোমার চরণে।
কভু না সক্ষম আমি তোমার পূজনে।।

তব স্তব করিবারে না হই সক্ষম।
প্রসন্ন হইয়া কর কৃপা বিতরণ।।
ক্রুর হয় স্বভাবতঃ ভুজঙ্গম জাতি।
জন্মিয়াছি সেই বংশে ওহে বিশ্বপতি।।
কাজে কাজে ক্রুর আমি শুন গো গোঁসাই।
তাহাতে আমার কিছু অপরাধ নাই।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি নিরঞ্জন।
তুমিই স্বভাব সবে করেছ যোজন।।
তুমিই ভুজঙ্গজাতি করেছ আমারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে।।
যেরূপ করেছ জাতি ওহে ভগবন।
সেরূপ স্বভাব আমি করেছি ধারণ।।
যেরূপ নিয়ম তুমি করেছ সংসারে।
তাহার অন্যথা যদি করি কোন বারে।।
তাহলে শাসন করা উচিত তোমার।
অধিক বলিব কিবা ওহে কৃপাধার।।
ন্যায় অনুগত যথা তোমার বচন।
তব দত্ত দণ্ড প্রভু জানি হে তেমন।।
যে দণ্ড আমারে দিলে ওহে বিশ্বপতি।
সকলি সহিনু আমি জানিবে সুমতি।।
সামর্থ্য এখন মম নাহি কিছু আর।
হীনবীর্য্য দেখ আমি প্রহারে তোমার।।
বিষহীন হয়ে ভিক্ষা চাহি ভগবান।
প্রসন্ন হইয়া কর জীবন প্রদান।।
যেরূপ আদেশ তুমি করিবে আমারে।
পালিব সর্ব্বথা তাহা একান্ত অন্তরে।।
হেন মতে স্তব যদি কালীয় করিল।
শ্রীমধুসূদন তারে সম্বোধি কহিল।।
শুন শুন সর্পরাজ আমার বচন।
যমুনা-বসতি তুমি কর বিসর্জ্জন।।
পরিজন লয়ে আর ভৃত্যগণ সনে।
সাগর ভিতরে গিয়া থাকহ এক্ষণে।।
মম পদচিহ্ন রইল মস্তকে তোমার।
হেরিয়া গরুড় নাহি আক্রমিবে আর।।
এত বলি কালীয়রে করিল মোচন।
কালীয় হরির পদে করিয়া বন্দন।।

দারা পুত্র বন্ধু আদি লয়ে নিজ সনে।
যাইল সাগরজলে পুলকিত মনে।।
গোপগণ তীরে ছিল বিষাদে মগন।
গোচরে তাদের হরি উপনীত হন।।
কৃষ্ণেরে হেরিয়া পাশে করি দরশন।
ঘন ঘন প্রেম-অশ্রু করে বরিষণ।।
বিষহীন নদীজল হেরিয়া নয়নে।
বিস্মিত হইয়া সবে থাকে সেই ক্ষণে।।
কৃষ্ণেরে করিয়া স্তব পুলকিত মন।
গোপিকারা হরিলীলা করেন কীর্ত্তন।।
যমুনার তীরে পরে থাকি ক্ষণকাল।
সবে গেল কৃষ্ণ সনে আপন আগার।।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা যে করে শ্রবণ।
অথবা ভকতি ভরে করে অধ্যয়ন।।
সিদ্ধ হয় মনোরথ জানিবে তাহার।
সে জন অন্তিমে যায় বৈকুণ্ঠ আগার।।
যথা তথা হরিগুণ করিলে কীর্ত্তন।
মনের বিষাদ তার হয় বিমোচন।।
কলুষ তাহারে আর ঘেরিবারে নারে।
তাহারে হেরিলে মুক্তি লভে যত নরে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল হরিষ অন্তর।।

ধেনুকাসুর বধ

মৈত্রেয়রে কহিলেন পরাশর মুনি।
শুন শুন কৃষ্ণ লীলা যাহাই বাখানি।।
একদিন রাম কৃষ্ণ সহ শিশুগণ।
গোধন চরাতে যান গহন কানন।।
গোধন চারণ করে নানা স্থানে স্থানে।
ক্রমে উপনীত হন আসি তালবনে।।

বিচিত্র তালের বন অতি মনোহর।
দৈত্যভয়ে সেথা নাহি যায় কোন নর।।
ধেনুক নামেতে দৈত্য অতি দুরাচার।
সদা সেই দুষ্ট ধরি গর্দ্দভ আকার।।
কাননের মৃগগণে করিয়া নিধন।
নিত্য উদরের জ্বালা করয়ে পূরণ।।
নিরন্তর থাকে দুষ্ট সেই তালবনে।
উপনীত শিশুগণ সহসা সেখানে।।
পক্ক ফল সমন্বিত যত তরুগণ।
কত শোভা সেই বনে করে সম্পাদন।।
তাহা দেখি ফল আশে বালক নিকর।
রাম কৃষ্ণে সম্বোধিয়া কহে তারপর।।
শুন শুন বীরদ্বয় মোদের বচন।
দুরাত্মা ধেনুক করে এ বন রক্ষণ।।
দেখ দেখ তাল ফল পরিপক্ক হয়ে।
আমোদিত করিতেছে দিক সমুদয়ে।।
দুরাত্মার ভয়ে কেহ না করে গ্রহণ।
বাসনা হতেছে কিন্তু করিতে ভক্ষণ।।
ইচ্ছা হয় যদি ইহা পাড়িয়া ভূতলে।
ভোজন করহ দোঁহে মনোকুতূহলে।।
কুমারগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাম কৃষ্ণ দ্রুতগতি করি আরোহণ।।
রাশি রাশি তাল ফল পাড়িল ভূতলে।
জানিতে পারিল তাহা দানব সেকালে।।
রোষেতে লোহিত করি যুগল নয়ন।
চতুর্থ পদেতে করি ভূতল খনন।।
অবিলম্বে উপনীত হয় সেই স্থানে।
কৃষ্ণেরে বধিতে যায় পুলকিত মনে।।
তখন শ্রীহরি তারে করিয়া ধারণ।
শূন্যপথে তুলি দ্রুত করান ভ্রমণ।।
দেখিতে দেখিতে করে জীবন সংহার।
তৃণের উপরে বেগে ফেলে দয়াধার।।
ভীষণ শব্দেতে দৈত্য পড়িল তখন।
যতেক তাহার ছিল জ্ঞাতিবন্ধুগণ।।
গর্দ্দভ আকারে সবে আসিল তথায়।
অবহেলে মারিলেন কৃষ্ণ সবাকায়।।

এরূপে নির্ভয় হইল সেই তালবন।
ব্রজবাসী সবে হন আনন্দে মগন।।
তদবধি নিরুদ্বেগে ধেনু সমুদয়।
মহানন্দে সেই বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
ধেনুকের পূর্ব্বতত্ত্ব করিব বর্ণন।।
অনুচম্পক নামে পূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব আছিল।
শুন কহি যে রূপেতে অসুর হইল।।
নর্ম্মদা নদীর কূলে বিরিঞ্চি-নন্দন।
নির্জ্জনেতে তপস্যা করে তপোধন।।
একদিন বনমধ্যে করিয়া কৌতুক।
জলক্রীড়া হেতু গেল সে অনুচম্পক।।
তপস্যা করেন মুনি মুদিয়া নয়ন।
ব্যঙ্গ করিলেন তাঁরে গন্ধর্ব্ব-নন্দন।।
জলেতে ঝাঁপিয়া যবে গন্ধর্ব্ব পড়িল।
নারদের গাত্রে আসি জল যে লাগিল।।
নয়ন মেলিল মুনি ভঙ্গ হল ধ্যান।
সম্মুখেতে গন্ধর্ব্ব দেখিল বিদ্যমান।।
কোপেতে নারদ তবে বলেন তখন।
এত অহংকার তব গন্ধর্ব্ব-নন্দন।।
তপস্যা করি যে আমি সলিলের ধারে।
চক্ষে না দেখহ তুমি কোন অহংকারে।।
মদে মত্ত হয়ে যেন কৈলে হেন কর্ম্ম।
সেই পাপে অসুরকুলেতে হবে জন্ম।।
নির্ঘাত বচনে মুনি তাহারে শাপিল।
মুনির চরণে তবে গন্ধর্ব্ব পড়িল।।
কৃপাবলোকন কর শুন তপোধন।
এত বলি নানা স্তব করেন তখন।।
গন্ধর্ব্বের স্তবে মুনি কৃপাবান হইল।
হাসিয়া গন্ধর্ব্বে তবে শাপান্ত করিল।।
অবশ্য অসুরকুলে জনম লইবে।
বৃন্দাবনে তালবনে চিরদিন রবে।।
ধেনুক বলিয়া তব নাম হবে খ্যাতি।
তালবনের তুমি হইবে অধিপতি।।
শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই দেব সঙ্কর্ষণ।
যবে তুমি পাইবে তাঁহার দরশন।।

তাঁহার হস্তেতে তুমি হইবে নিধন।
তবে তুমি হেন পাপে হইবে বিমোচন।।
এত বলি মহামুনি গমন করিল।
মুনিশাপে গন্ধর্ব্ব সে অসুর হইল।।
চিরকাল বিশ্রাম করিল তালবনে।
অন্তকাল প্রাপ্তি তার হৈল এতদিনে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুধা হতে সুধা।
ভক্তিতে শুনিলে যায় সব ভবক্ষুধা।।

প্রলম্বাসুর বধ

মৈত্রেয়েরে কহে পরাশর তপোধন।
হেনমতে হৈল যদি ধেনুক নিধন।।
ব্রজবাসিগণ রহে পরম হরিষে।
কোন বিঘ্ন নাহি আর সেই বনদেশে।।
পরম সুখেতে থাকি ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণেতে ঈশ্বর বুদ্ধি করয়ে স্থাপন।।
সখাগণ সবে ক্রমে হয়ে পুলকিত।
হরির আশ্রয় ত্যাগ না করে কিঞ্চিত।।
একত্রে শয়ন করে একত্রে আহার।
একত্রে খেলেন আর একত্রে বিহার।।
গোপ গোপী গাভী বৎস আর বৃষগণ।
সকলে হরিরে ত্যাগ না করে কখন।।
চক্ষের আড়াল কেহ করিবারে নারে।
সন্তুষ্ট করয়ে সবে নানা উপহারে।।
এইরূপ দৃঢ়ভক্তি ক্রমে প্রেম হয়।
একদিন লীলাখেলা ছলে দয়াময়।।
ভীষণ গ্রীষ্মের ঋতু প্রখর তপন।
পশু-পক্ষী সকাতর দুঃখিত জীবন।।
নদীতে নাহিক জল ভূমে তৃণ নাই।
প্রচণ্ড রবির তাপে কাতর সবাই।।
শুকাল মাধবীলতা কুঞ্জে নাহি ফুল।
সবাই গ্রীষ্মের দাহে প্রাণেতে ব্যাকুল।।
শ্রীকৃষ্ণের মহিমার অন্ত কেবা পায়।
রামের সহিত কৃষ্ণ ছিলেন তথায়।।
মহাকষ্ট হেরি তবে দেব নারায়ণ।
সন্তুষ্ট করিতে মায়া ধরিল তখন।।
অপূর্ব্ব বসন্ত দেখা দিল বৃন্দাবনে।
মৃদু মৃদু রবিতেজ হইল সেই ক্ষণে।।
জলপূর্ণ হৈল নদী বৃক্ষে কিশলয়।
একদিনে ফুল ফলে কত শোভা হয়।।
নির্ঝরের জল দ্বারা বৃক্ষ সমুদয়।
সুস্নিগ্ধ হইয়া নব পত্রে শোভা পায়।।
প্রস্রবণ সরোবর সরিৎ আদির।
তরঙ্গে সঙ্গত হয়ে শীতল সমীর।।
কমল কহলার-রেণু করিয়া হরণ।
বহিতে লাগিল তথা সুগন্ধ পবন।।
যেখানে হরিৎ তৃণ না ছিল কখন।
গ্রীষ্মনাশে হয় তথা নব তৃণগণ।।
পাইল কোমল তাপ ব্রজবাসিগণে।
অনিন্দিত বসন্তের উদয় কারণে।।
যে সকল নদ-নদী অত্যন্ত গভীর।
প্রবল তরঙ্গ হয় তার যত নীর।।
মধুর হিল্লোল তার তরঙ্গ নিচয়।
পুলিন করিয়া স্পর্শ সতত নাচয়।।
ক্ষণপূর্ব্বে রবিতেজ হইয়া বর্দ্ধন।
রসহীন ছিল ভূমি যাহার কারণ।।
বসন্তে সরস তাহা হইয়া উঠিল।
দিব্য শোভা বৃন্দাবন ধারণ করিল।।
নানাবিধ পুষ্পে পূর্ণ হইল কানন।
অপূর্ব্ব শোভিত হইল তাহে পক্ষিগণ।।
বিচিত্র রবেতে করে বন আন্দোলিত।
ভ্রমর-ভ্রমরী গায় সুমধুর গীত।।
পিক ও সারসগণ অব্যক্ত রবেতে।
আনন্দের ধ্বনি করে প্রফুল্ল মনেতে।।
তম্মধ্যে যে বন সর্ব্ব প্রাধান্যে গণন।
সেই বনে ক্রীড়া ইচ্ছা করি নারায়ণ।।

গোপ ও গোধন সহ বেষ্টিত হইয়া।
বলরাম সহ কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া।।
প্রবেশ করেন কুঞ্জে আনন্দিত মনে।
শুন শুন তারপর অবহিত জ্ঞানে।।
সেই বৃন্দাবনে সবে করিয়া প্রবেশ।
যত গোপশিশু আর রাম হৃষীকেশ।।
নবপত্র শিখিপুচ্ছ বনমালা আর।
গৈরিক ধাতুতে ভূষা করি চমৎকার।।
নৃত্যগীত মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া করে সবে।
আরম্ভ করেন ক্রমে পরম উৎসবে।।
যখন করেন নৃত্য হরি হর্ষান্তরে।
তখন কতক শিশু মিলি বাদ্য করে।।
কখন বালক গায় সুমধুর গীত।
কতক বালক পরে হইয়া মিলিত।।
বংশী করতাল আর শৃঙ্গী বাজাইয়া।
প্রশংসিল উৎসবেতে মগন হইয়া।।
কি বলিব ওহে মুনি যত দেবগণ।
গোপালরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হন।।
হরির বিরহ তারা না পারি সহিতে।
সেই হেতু নিত্যলীলা করে আনন্দেতে।।
ব্রজের গোপালরূপী প্রভু দোঁহাকার।
স্তব করি পূজা করি আনন্দ অপার।।
হলধর হল ধরি পরিয়া ভূষণ।
হরি তাহে শিখিপুচ্ছ করিয়া ধারণ।।
চরণে নূপুর বাজে নাসিকায় মণি।
বক্ষেতে কৌস্তুভ দোলে যেন দিনমণি।।
গলে দোলে বনমালা অতি শোভাকর।
চরণেতে রবি শশী হয়েছে কিঙ্কর।।
সুবংশী সংযোগে ধ্বনি করি বার বার।
হলধর সহ খেলা করে চমৎকার।।
বিশ্ববিমোহন লীলা করি নারায়ণ।
আপনার বশে রাখে ভক্তের জীবন।।
ত্রিতাপ গ্রীষ্মের তাপ করিয়া হরণ।
বসন্ত-প্রেমের ভাবে মজাইয়ে মন।।
ইচ্ছা করে কৃষ্ণলীলা করিবারে আর।
তাঁর সহ সঙ্কর্ষণ আনন্দ অপার।।

কুঞ্জে কুঞ্জে নানা লীলা করে নারায়ণ।
সঙ্গে সঙ্গে নাচে গায় যত সখিগণ।।
গায়ক বাদক হয়ে কোন শিশুগণে।
সাধুবাদ দেয় কৃষ্ণ সবে হর্ষমনে।।
বিল্ব কুসুমের আর আমলকী ফলে।
করেন বালক সবে ক্রীড়া কোন স্থলে।।
কোথাও ভিখারী আর অন্ধ রূপ ধরি।
করেন আশ্চর্য্য ক্রীড়া ইচ্ছায় শ্রীহরি।।
কোথা মৃগ পক্ষাদির থাকি অন্বেষণে।
ক্রীড়ারসে হন মগ্ন গোপশিশু সনে।।
কোন স্থানে লম্ফ দিয়া ভেকের সমান।
হাস্য পরিহাস করি বেড়ান ধীমান।।
কোথা ইচ্ছা অনুসারে দোলেন দোলায়।
রাজাদের সম কার্য্য করেন কোথায়।।
কোন সখা হয় মন্ত্রী কেহ সেনাগণ।
কেহ বা হইয়া প্রজা করেন শাসন।।
কেহ বা চামর ধরে নব কিশলয়ে।
কেহ ছত্র ধরে সুখে মুকুল ভাঙিয়ে।।
হেনমতে মনোসুখে রাম আর হরি।
ব্রজগোপশিশু সনে নানা ক্রীড়া করি।।
নব নদ কুঞ্জ হ্রদ গহ্বর কাননে।
ভ্রমণ করেন ব্রজে সদা সুখমনে।।
হেনমতে একদিন খেলে নারায়ণ।
হেরিল দূরেতে এক দৈত্য দুর্জ্জন।।
প্রলম্ব তাহার নাম অতি মহাবীর।
কৃষ্ণেরে মারিবে বলে মনে কৈল স্থির।।
যেদিন প্রলম্ব দৈত্য শিশুরূপ ধরি।
রাম কৃষ্ণে হরিবার মনে ইচ্ছা করি।।
সেই বনে প্রবেশিলে হরি দয়াময়।
জানিলেন অসুরের মন্তব্য বিষয়।।
বিনাশ করিব তারে ভাবিয়া এমন।
সখা বলি করিলেন দৈত্যে সম্বোধন।।
দেখিতে হইল দৈত্য ব্রজের কুমার।
শিখিপুচ্ছ সেই বেণু পীতবাস আর।।
কহিলেন দেখাইয়া শিশু সবাকারে।
এসো ভাই বয়স ও বল অনুসারে।।

দ্বন্দ্বীভূত হয়ে ক্রীড়া করিব এক্ষণে।
সকলে প্রস্তুত হও আমার বচনে।।
করিবারে মল্লখেলা করি আয়োজন।
কপটতা ক্রূর সহ ইচ্ছিলেন রণ।।
এক পক্ষে রাম রহে সহ সখাচয়।
আর এক পক্ষে হরি আছেন নিশ্চয়।।
কত হুড়াহুড়ি আর কত শব্দ হয়।
সকলি ছলনা তাঁর এই বিশ্বময়।।
সকলে সম্বোধি হরি করিলেন পণ।
হারিলেও জয়ী জনে করিবে বহন।।
করেন সুন্দর ক্রীড়া হয়ে হরষিত।
সুধার অধিক সুধা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।।
যে সকল শিশু জয়ী হইল ক্রীড়ায়।
চাপিল বিজিত যত পৃষ্ঠে সবাকার।।
বাহক করিল সেই পরাজিতগণে।
আনন্দে বহন করে উপযুক্ত জনে।।
এই শ্রীকৃষ্ণাদি আর গোপাল সকলে।
বাহ্য ও বাহক হয়ে তথা কুতূহলে।।
গোচারণ করি ক্রমে মিলি সর্ব্বজন।
ভাণ্ডীর বনেতে গিয়া উপনীত হন।।
রামের পক্ষেতে ছিল যত শিশুদল।
ক্রীড়াকালে যদি জয়ী হইত সকল।।
শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যত অন্য শিশুগণ।
পৃষ্ঠের উপরে সবে করিত বহন।।
একবার পরাজিত হইয়া মুরারী।
শ্রীদামকে পৃষ্ঠে লয়ে যান দ্রুত করি।।
এইরূপ পণ করি ছলনায় হরি।
বলরামে শিক্ষা দেন সঙ্গোপন করি।।
অসুরেরে এইবার কর পরাজয়।
তাহলে বহিবে পৃষ্ঠে তোমায় নিশ্চয়।।
বহনকালেতে দুষ্ট করিবে হরণ।
সেইকালে কর বধ দুষ্টের জীবন।।
হেনকালে বুঝে রাম অসুরে ধরিয়া।
আপনি ছলেতে দুষ্ট যাইল হারিয়া।।
মায়াবী প্রলম্ব তবে পরাজিত হয়।
বহন কারণে রামে পৃষ্ঠদেশে লয়।।

সময় পাইয়া সেই প্রলম্ব তখন।
অসহ্য অন্তরে ভাবি কৃষ্ণের দর্শন।।
বলভদ্রে পৃষ্ঠে লয়ে অমনি সত্বরে।
দেখিতে দেখিতে গিয়া পড়ে দূরান্তরে।।
অনন্ত যাঁহার নাম হরির আশ্রয়।
গোপনে এ বৃন্দাবনে ক্ষুদ্রাকারে রয়।।
নাহি জানি দৈত্য তার ভার কিবা হয়।
বহিয়া কতক দূর শেষে ক্লান্ত হয়।।
বালদেহ ধরি তাঁরে করিতে বহন।
প্রলম্বের বল আর থাকে না তখন।।
রামেরে বহিতে নাহি পারি দৈত্যবর।
আসুরিক কলেবর ধরিল সত্বর।।
আসুরিক কলেবর দৈত্যের তখন।
সুবর্ণে ভূষিত হয় সুন্দর শ্রবণ।।
স্থির সৌদামিনী যেন শোভিল গগনে।
কিংবা শরতের শশী পূর্ণ সুদর্শনে।।
অথবা মেঘের পৃষ্ঠে মণ্ডল যেমন।
প্রলম্বের পৃষ্ঠে রাম শোভেন তেমন।।
অসুরের নেত্রদৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল।
তীক্ষ্ণদন্ত ভীমদৃষ্টি তখন হইল।।
আর তার মস্তকের কেশ সমুদয়।
জ্বলন্ত অনলশিখা সম দৃষ্টি পায়।।
বিশেষতঃ কুণ্ডলাদি কিরীটিতে তার।
প্রকাশ হইল এক জ্যোতি চমৎকার।।
গগনবিহারি তার দেহ দরশনে।
পুলকিত হন রাম নিজ মনে মনে।।
অপরে হরির কথা করিয়া স্মরণ।
বলদেব হইলেন কুপিত তখন।।
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধরি দেব সঙ্কর্ষণ।
ইচ্ছিলেন হরিবারে অসুর-জীবন।।
আত্ম-অপহারী সেই দৈত্যের মাথায়।
সুভীষণ মুষ্ট্যাঘাত করেন ত্বরায়।।
যেমন দেবের রাজ বজ্র ধরি করে।
আঘাত করেন বেগে পর্ব্বত উপরে।।
কাতর হইল দৈত্য আঘাত পাইয়া।
অমনি বিশীর্ণশির তাহাতে হইয়া।।

জ্ঞান হারাইয়া রক্ত করিয়া বমন।
ঘোর রব করি ভূমে হইল পতন।।
ইন্দ্র বজ্রাঘাতে যথা পর্ব্বতের শির।
তেমনি প্রলম্ব পড়ে হইয়া অস্থির।।
দৈত্যের বুকেতে চাপে প্রভু সঙ্কর্ষণ।
দেখিল বালক সবে আর নারায়ণ।।
অন্য অন্য লোক যত হাহাকার করে।
পুতুলের সম রহে বিস্মিত অন্তরে।।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি সবে কহিল তখন।
ঘুচাও বিপদ তুমি বিপদভঞ্জন।।
গোপশিশু সবে মিলি আনন্দের ভরে।
রামে আলিঙ্গন করে সার্থক অন্তরে।।
এইরূপে দুষ্ট দৈত্য হইলে নিধন।
দেবগণ সুরপুরে পুলকিত মন।।
রামের উপরে কত পুষ্পবৃষ্টি করে।
ধন্যবাদ দিয়া স্তব করে ভক্তিভরে।।
হরির অপূর্ব্ব লীলা কে করে বর্ণন।
ভাবিলে হৃদয় হয় বিস্ময়ে মগন।।
হরির চরণে যেই শরণ লভয়।
শোক তাপ তার দেহে কভু নাহি রয়।।
এমন হরির লীলা বুঝে যেই জন।
অবহেলে তরে সেই ভবের বন্ধন।।
অতীব অধম আমি মন রে আমার।
হরি রাঙ্গাপদ মাত্র হৃদে কর সার।।
দ্বিজ কালী রচে গীত হরিকথা সার।
হরিই সংসারের একমাত্র আধার।।

গোপগণের ইন্দ্রপূজা

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
অপূর্ব্ব গোপের লীলা করিব বর্ণন।।

এইরূপে রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জনে।
যাপিলেন বর্ষাকাল সেই ব্রজধামে।।
ক্রমেতে শরৎ আসি হইল উদয়।
গগনে জলদজাল ছিন্নভিন্ন হয়।।
আকাশে অপূর্ব্ব শশী দেখা তাহে যায়।
পরিপূর্ণ চতুর্দ্দিক তাহার শোভায়।।
সলিলে কমল ফোটে কুমুদকাননে।
নব পুষ্প-ফলে শোভে যত বৃক্ষগণে।।
হেনকাল সমুদিত করিয়া শ্রীহরি।
সুখময় বৃন্দাবনে থাকে বাস করি।।
বরষা বিগত হলে প্রকৃতি তখন।
আনন্দে শরৎ রূপে দিল দরশন।।
নিরমল হৈল আহা জলাশয় যত।
অপরূপ ভাবে বহে সমীর সতত।।
শরতের সমাগমে যত জলাশয়।
কমল সঞ্জাত হয়ে শোভা প্রকাশয়।।
হেনকাল সমুদিত হইল যখন।
জলাশয়স্থিত জল বিমল তখন।।
যোগসেবা ফলে নর যথা আপনার।
বিশুদ্ধি করয়ে লাভ অন্যথা কি তার।।
শ্রীহরি সেবনরূপ ভক্তিতে যেমন।
আশ্রমিগণের করে সন্তাপ নাশন।।
সেরূপ শরৎঋতু হয়ে প্রকাশিত।
পবিত্র করিল আকাশাদি পঞ্চভূত।।
কর্দ্দম না রহিল কভু আর কোন স্থানে।
নব শোভা যথা তথা নেহারি নয়নে।।
কামাদি বাসনারূপ যতিদের মল।
যেমন উদয় হলে কৃষ্ণভক্তি বল।।
সেরূপ শরৎঋতু হইলে উদয়।
সেই মল অবিলম্বে বিনাশিত হয়।।
সলিলের কলুষতা অচিরে তখন।
বিনাশিত হয়ে স্বচ্ছ হয় যে জীবন।।
হেনকালে মেঘজাল নীলিমা ছাড়িয়া।
অবিলম্বে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া।।
শূন্যভরে চারিদিকে দেয় দরশন।
যেরূপ বিমল চিত্ত যত ঋষিগণ।।

দারা সুত বিষয়ক কামনা ত্যজিয়া।
যেমন সংসারী রহে নিশ্চল হইয়া।।
এই কালে সেইরূপ ভূধর সকল।
কোথাও মোচন করে হীন ধারাজল।।
কোন স্থানে কিছু নাহি করয়ে মোচন।
যে প্রকার বহুদর্শী জ্ঞানী মহাত্মন।।
করুণার বশ হয়ে কাহার উপর।
জ্ঞানসুধা করে দান হয়ে অকাতর।।
কারে বা কিছুই নাহি করয়ে প্রদান।
অধিকারী ভেদে যথা দয়ার বিধান।।
সেই কালে ভাস্করের সুমৃদু কিরণ।
জলাশয় সকলের জল সর্ব্বক্ষণ।।
বিশুদ্ধ করিতে থাকে ওহে মহোদয়।
যেই যেই মৎস্য কিন্তু অল্প জলে রয়।।
বুঝিতে কিছুই তারা না পারে তখন।
যেমন মায়ায় বদ্ধ ভ্রমে নরগণ।।
দিন দিন পরমায়ু যত হ্রাস হয়।
জানিতে না পারে চিতে কভু সে সময়।।
যেরূপ অজিতেন্দ্রিয় দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
সন্তাপ সংপ্রাপ্ত হয় ওহে মহাত্মন।।
সেইরূপ অল্প জলবাসী মীনচয়।
শরতের তাপে সবে প্রাণহারা হয়।।
শরতের সমাগমে ওহে মহাত্মন।
সাগর নিশ্চল হয় অতি বিমোহন।।
তরঙ্গ নাহিক আর সাগর উপরে।
আহা মরি কিবা স্বচ্ছ জনমন হরে।।
শরতের সমাগমে যত কৃষি-জন।
ক্ষেত্রমাঝে সেতুবন্ধ করিয়া স্থাপন।।
জল উত্তোলন করে ক্ষেত্রের ভিতরে।
তাহে কিবা শোভা আহা জনমন হরে।।
শরতের সমাগমে তারকা নিচয়।
বিমল হইয়া হয় আকাশে উদয়।।
মীমাংসার বলে করি ব্রহ্ম দরশন।
পুলকিত হয় যথা মুক্ত মুনিজন।।
ব্রহ্মের প্রভাব যথা অন্তরে সবার।
আলোকিত হয়ে খুলে মোহ অন্ধকার।।

সেইরূপ এই কালে চন্দ্রমা কিরণ।
শীতল করয়ে স্বীয় করে ত্রিভুবন।।
শরতের সমাগমে গগনমণ্ডল।
চন্দ্রমা পাইয়া যেন করে ঝলমল।।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে চন্দ্র গ্রহরাজ।
আকাশে নক্ষত্র সহ করেন বিরাজ।।
কৃষ্ণচন্দ্র সমুদিত হয়ে বৃন্দাবনে।
আপন দয়ায় থাকি হৃদয়গগনে।।
আপন আত্মীয় তুল্য গ্রহ গোপগণ।
গোপিকারা ধরে যত কমল-নয়ন।।
শরৎ হেরিয়া সবে প্রেমেতে আবেশ।
কৃষ্ণচন্দ্রে হেরি পায় আনন্দ বিশেষ।।
কতই নবীন ভাব প্রকৃতির সনে।
উদিত হইল আসি সেই বৃন্দাবনে।।
হরিপ্রেমে বৃন্দাবন হইল পুলকিত।
হরিণ-হরিণী নাচে হয়ে আনন্দিত।।
ধেনু-বৎস কৃষ্ণ ত্যজি থাকিতে না চায়।
গৃহকাজ ত্যজি কৃষ্ণে দেখে গোপিকায়।।
শরতের সমাগমে প্রেম পরিমল।
লভিয়া গোপিকা হৃদি হইল চঞ্চল।।
কি যেন নূতন ভাব হইল উদয়।
তারা কভু নাহি বুঝে কোন রস হয়।।
বসন্তে বিটপী যত নব পত্রাঙ্কুরে।
আপনা হইতে শোভে বিটপীর ভরে।।
যেইমত বৃন্দাবনে ঘটিল কেমন।
কৃষ্ণ প্রতি ধায় যত গোপগোপিগণ।।
আর শরৎকাল হয়ে সমাগত।
ফুটায় কুমুদ সহ জলপুষ্প যত।।
প্রফুল্ল হইয়া তাহা শোভিল এমন।
খসিল নক্ষত্র যেন ত্যজিয়া গগন।।
পুর গ্রাম আদি যত স্থান সমুদয়।
লৌকিক ও বৈদিকাদি উৎসব দ্বারায়।।
কত শস্য কত ফল পুষ্পেতে শোভিল।
কভু নাহি বৃন্দাবন সে শোভা হেরিল।।
যেই শোভা হেরিবারে মত্ত দেবগণ।
জীবের অন্তরে তাহা দিল জনার্দ্দন।।

ব্রজে রাম কৃষ্ণ হয় দোঁহার দ্বারায়।
সেই সমুদয় স্থল দিব্য শোভা পায়।।
সকলে হইল হৃষ্ট বর্ষা হলে গত।
শরতে সবার প্রাণ হয় পুলকিত।।
শরতের শোভা হেরি মাতিল ভুবন।
সকলেই ভাবে মনে কৃষ্ণ দরশন।।
ফলে ফুলে যেন হরি রহে বৃন্দাবনে।
ধেনুগণে যেন হরি আর সখিগণে।।
স্থলে জলে সর্ব্বভূতে যেন হরিময়।
বৃন্দাবনবাসী সবে হেরে সে সময়।।
হরিময় দৃষ্টি লাভ করি বৃন্দাবন।
মাহাত্ম্য দেখায় মিলি এ তিন ভুবন।।
হেন মতে শরৎকাল সমুদিত হলে।
বৃন্দাবনবাসী সবে মনোকুতূহলে।।
ইন্দ্রোৎসবে সমুদ্যত হইল তখন।
ইন্দ্রপূজা হেতু সবে করে আয়োজন।।
সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ কৃপাময়।
জানিতে পারিয়া সেই যজ্ঞের বিষয়।।
বিনয়েতে নম্র ভাব ধরি সেই ক্ষণে।
নন্দ আদি বয়োবৃদ্ধ যত গোপগণে।।
জিজ্ঞাসা করেন পিতঃ বল কি কারণ।
সবে মিলি করিতেছ এত আয়োজন।।
বুঝি বা সামান্য কাজ না হবে নিশ্চয়।
এত আয়োজন প্রভু সামান্যে না হয়।।
যদি কোন যজ্ঞ হয় ওহে গুণাধার।
এই যজ্ঞে কিবা ফল দেবতা কে তার।।
অধিকারী এই যজ্ঞ হয় কোন জন।
কি ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞ করিবে সাধন।।
ওহে পিতঃ এই যজ্ঞে দেখি আপনার।
আছয়ে কামনা অতি তরিতে সংসার।।
এখনো সংসারে সুখ-দুঃখ প্রতি মন।
বুঝে নাই পূজ্য যেবা পূজা বা কেমন।।
তাই বলি ত্বরা করি বলহ আমারে।
কেন এত আয়োজন কিবা যজ্ঞ তরে।।
আরো বলি শুন পিতা আত্মদর্শী নর।
যাহাদের নাহি ভেদ আত্মীয় বা পর।।

ভেদজ্ঞানাভাব জন্য যাহারা নিশ্চিত।
মিত্র উদাসীন আর অরি-বিবর্জ্জিত।।
সে সব পুরুষ মুক্ত নামে গণনীয়।
তাহাদের কোন কাজ নাহি গোপনীয়।।
সেবন ভবনে নাহি নিজে জনার্দ্দন।
আপন আত্মার চর্চ্চা করে সর্ব্বক্ষণ।।
ভেদজ্ঞানী নর যদি উদাসীন হয়।
তথাপি সে শত্রুতুল্য নাহিক সংশয়।।
আত্মজ্ঞান নাহি তার নাহি কোন ভয়।
ভেদবুদ্ধি বশে মত্ত মোহেতে সংশয়।।
তাই বলি হও পিতঃ তুমি সাধু জন।
আমার নিকট কেন করহ গোপন।।
সুহৃর্জ্জন আত্ম সম মন্ত্রণা সময়।
তারে পরিত্যাগ করা সমুচিত নয়।।
কিন্তু সুহৃদের সহ করিয়া বিচার।
জানিয়াই কাজ করা উচিত সবার।।
জানিয়া করিলে কাজ তাহাতে নিশ্চয়।
পণ্ডিতের বাক্যমতে কর্ম্মফল হয়।।
বিদ্যাহীন অনুষ্ঠানে তেমন না ঘটে।
সে হেতু জিজ্ঞাসি আমি তোমার নিকটে।।
যে কাজ করিতে ইচ্ছা তোমা সবাকার।
করেছেন এ বিষয়ে কেমন বিচার।।
শাস্ত্র উক্ত কিংবা ইহা হয় লোকাচার।
জানিতে বাসনা বড় হতেছে আমার।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে নন্দ ঘোষ কহিল তখন।।
মেঘরূপী হন সেই দেব সুরপতি।
জলধর সব তাঁর জানিবে মূরতি।।
মেঘ হয় ভূমিতলে প্রাণ সবাকার।
জীবন কারণ মেঘ কহিলাম সার।।
সময়ে সলিলরাশি করয়ে বর্ষণ।
অতএব মেঘ হয় জনম কারণ।।
ব্রজবাসী যত মোরা মিলিয়া সকলে।
বর্ষে বর্ষে ইন্দ্রপূজা করি কুতূহলে।।
তাঁহার বর্ষিত সেই জলের দ্বারায়।
তৃণ শস্য আর যত দ্রব্যাদি জন্মায়।।

সেই সব দ্রব্য দ্বারা অতীব যতনে।
তাঁহার অর্চ্চনা করি পুলকিত মনে।।
তাঁর পূজা কৈলে বাপু করহ শ্রবণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন।।
সমস্ত প্রাণীর যাহে জীবিকা কল্পিত।
নিশ্চয় তাঁহার পূজা করাই বিহিত।।
গোবৎস কৃষ্যাদি দ্বারা জীবিকা যে হয়।
এ কথা বলিলে হয় দোষের উদয়।।
পর্জ্জন্যই পুরুষের আহার কারণ।
সমুদয় ফলাফল করে উৎপাদন।।
অর্থাৎ মেঘের বারি বর্ষণ বিহনে।
তৃণ ফল নাহি হয় ভেবে দেখ মনে।।
ইন্দ্রপূজা ধর্ম্ম এই ক্রমে ক্রমান্বয়ে।
বিখ্যাত হইয়া আছে মানব আলয়ে।।
কাম দ্বেষ ভয় আর লোভের কারণ।
এই ইন্দ্র পূজনেতে বিরত যে জন।।
কখনো কল্যাণ তার নাহি হয় আর।
পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবে তাহার।।
এইরূপ বলে নন্দ আদি গোপগণ।
একমনে কৃষ্ণ সব করিয়া শ্রবণ।।
হাসিয়া কহেন রামে করিয়া গোপন।
অদ্যাপি না পায় জ্ঞান ব্রজের রাজন।।
এখনো সংসারসুখে রয়েছে মগন।
ভেদভাবে অদ্যাপিও দেবতা পূজন।।
সর্ব্বদেবময় আমি নাহি বুঝি মনে।
ইন্দ্রেরে ভাবিল পূজ্য আমার সদনে।।
কর্ম্মসূত্রে জীবে আমি যোগাই আহার।
ইন্দ্র আদি উপলক্ষ্য বিশ্বের মাঝার।।
দেখাব ব্রজেতে ইন্দ্র হয় কোন জন।
বুঝাইব মম শক্তি হয় বা কেমন।।
এরূপ কল্পনা হরি করি মনে মনে।
কহেন যেমন কথা নন্দের সদনে।।
নন্দ প্রতি কহিলেন হরি দয়াময়।
জীবমাত্রে কর্ম্মসূত্রে সমুৎপন্ন হয়।।
কর্ম্মের দ্বারায় এই যত জীবগণ।
বিলয় পাইয়া থাকে বিদিত ভুবন।।

সুখ দুঃখ পাপ আর মুক্তি যে কথিত।
লাভ করে জীব নিজ কর্ম্মেই নিশ্চিত।।
সংসারে দেবতা যত সিদ্ধ ও কিন্নর।
মায়ার অধীন সবে সবে কর্ম্মপর।।
কর্ম্মী হয়ে নিজে অন্য জীব সবাকার।
কর্ম্মফলদাতা কোন দেব নাহি আর।।
মায়াবশে হয় কর্ম্মী বিধি মহেশ্বর।
মায়াতে মিশিলে হরি কর্ম্মের কিঙ্কর।।
কার্য্যের অধীন যেই আশা করে ফল।
অন্যে ফল দিতে তার বল কিবা বল।।
একমাত্র কর্ত্তা হয় সর্ব্বফলদাতা।
তিনি বিনা এ জগতে নাহি কেহ ত্রাতা।।
বুঝিয়া দেখহ পিতা তিনি কোন জন।
দূরে কিংবা কাছে দেখি কর উপাসন।।
কর্ম্মবশে ফললাভ কথিত হইল।
ইন্দ্র যদি কর্ম্মবশ হইয়া পড়িল।।
তাহলে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণী সবাকার।
ইন্দ্রের পূজনে আছে ফল কিবা আর।।
অজ গলদেশে স্তন থাকয়ে যেমন।
তাহে কভু দুগ্ধ কার্য্য না হয় দর্শন।।
কর্ম্মবশে ভাগ্যলাভ করি মহাজন।
পূজিয়া সুফল পায় দেব নারায়ণ।।
তাহাতে সাহায্য নাহি কোন দেবতার।
উচিত না হয় বলা ইন্দ্রের পূজার।।
মন্দভাগ্য কিরূপেতে করিলে সাধন।
উপযুক্ত সুখফল পায় সেই জন।।
অন্যথা করিতে তাহা ইন্দ্র কি অপর।
দেবতার সাধ্য নাহি করিনু গোচর।।
সমস্ত প্রাণীই এক অদৃষ্টেতে রত।
অদৃষ্টের অনুগত হয় প্রাণী যত।।
অতএব সুরাসুর মনুষ্য সহিত।
সমস্ত বিশ্বই হয় অদৃষ্টেতে স্থিত।।
অতএব জীব যত কর্ম্মের দ্বারায়।
উচ্চ নীচ নানা দেহ ধরে পুনরায়।।
এক কর্ম্মে লাভ হয় যদিও কুশল।
অন্য কর্ম্মে বিশোধিত অদৃষ্ট কেবল।।

অতএব কর্ম্ম এক গুরু সবাকার।
কর্ম্মেরে প্রধান বলি মীমাংসা সবার।।
শুভাশুভ নিষ্পাদিত কর্ম্মেতে নিশ্চিত।
সকল কারণে এক কর্ম্মহি পূজিত।।
অতএব স্বভাবস্থ হয়ে কর্ম্মিগণ।
অবশ্যই করিবেন কর্ম্মের পূজন।।
বস্তুতঃ যে যার দ্বারা সুপালিত হয়।
তাহাই দেবতা তার কহিনু নিশ্চয়।।
নতুবা যে জন কর্ম্ম সেবনে বিরত।
অসতী নারীর জার সেবনের মত।।
এক দোষ নাহি নাশি অন্য মন হয়।
তাহাতে তাহার কভু নাহি শুভোদয়।।
বেদ অধ্যয়ন দ্বারা দ্বিজ সমুদয়।
আপনি পালন দ্বারা ক্ষত্রিয় নিচয়।।
কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা বৈশ্যাদি সকল।
দ্বিজ-শুশ্রূষার দ্বারা শূদ্রেরা কেবল।।
শুভ ভাগ্য লাভ করে বিদিত এরূপ।
তন্মধ্যেতে বৈশ্যদের বৃত্তি চারি রূপ।।
বাণিজ্য গোরক্ষ কৃষি ঋণদান আর।
আমরা তো গোপজাতি আমা সবাকার।।
কেবল জানি গো এক বৃত্তি গোরক্ষণ।
তজ্জন্য আমরা করি গোপনে পালন।।
সত্ত্ব রজঃ আর তমঃ এই গুণত্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কেবল আশ্রয়।।
রজোগুণ দ্বারা বিশ্ব হয় উৎপাদিত।
তারপর পরস্পর স্থলেতে নিশ্চিত।।
অন্যান্য জগৎ বহু সমুৎপন্ন হয়।
সেই রজোগুণ দ্বারা মেঘ সমুদয়।।
প্রেরিত হইয়া করে জল বরিষণ।
মেঘ দ্বারা প্রাণ ধরে যত জীবগণ।।
প্রকৃতির বিধি ইহা কে করিবে আন।
ইন্দ্রের কর্ত্তৃত্ব মাত্র কহিনু প্রমাণ।।
কিবা করিবেন সেই সহস্রলোচন।
অনর্থক হবে মাত্র তাহার পূজন।।
ওগো পিতঃ বনবাসী আমরা সকলে।
আমাদের বনবাস বনে ও জঙ্গলে।।

পত্তন ও দেশ গ্রাম এই সমুদয়।
আমাদের উপকারে কেহ নাহি হয়।।
বরঞ্চ অরণ্য শৈল আমা সবাকার।
যোগের শুভদ বলি করিব স্বীকার।।
অতএব গো ব্রাহ্মণ পর্ব্বতের আর।
ভজন পূজন করা হয় সুবিচার।।
ইন্দ্রযজ্ঞ সাধনার্থ গোপেরা এখন।
করেছেন যেই সব দ্রব্য আয়োজন।।
সে সব দ্রব্যের দ্বারা অতীব যতনে।
করহ গিরির পূজা পুলকিত মনে।।
পায়স সুস্বাদু অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
যথামত দিব্যরূপে হউক রন্ধন।।
গোদুগ্ধাদি মিষ্ট দিয়া পিঠা নানা রূপ।
গব্য খাদ্য আয়োজন কর ওহে ভূপ।।
ব্রজবাসী দ্বিজগণ সম্যক প্রকারে।
অগ্নিতে করুন হোম ভক্তি অনুসারে।।
দিব্য অন্ন আর দিব্য ধেনুর সহিত।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দান করুন বিহিত।।
পতিত প্রভৃতি আর শ্বপচ চণ্ডাল।
অন্য অন্য ব্যক্তি যারা বিশেষ কাঙ্গাল।।
সেই সব জন প্রতি হয়ে দয়াবান।
যে যেমন তারে দাও যথাযোগ্য দান।
গো-গণে তৃণ দিয়া ভক্তি সহকারে।
পর্ব্বতের পূজা কর নানা উপহারে।।
উত্তম রূপেতে সবে আহার করিয়া।
বহু মূল্যবান নিজ বস্ত্রাদি পরিয়া।।
দিব্য দিব্য অলঙ্কার ধরি কলেবরে।
অগুরু চন্দনে দেহ অনুলিপ্ত করে।।
গো-ব্রাহ্মণ অগ্নি আর গিরি আদি সবে।
বেষ্টন করুন ত্বরা পরম উৎসবে।।
মম এই মত সবে মনোমত হলে।
করুন পর্ব্বত-যজ্ঞ লয়ে গোপদলে।।
গো-বিপ্রাদির এ যজ্ঞ হয় মনোনীত।
কি আর বলিব মোর যজ্ঞ অভিপ্সিত।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ লয়ে গোপগণ।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে করেন পূজন।।

শ্রীহরি নামগান ভরসা করিয়া।
আনন্দে বিহুল কালী সংগীত রচিয়া।।

গোপগণের গোবর্দ্ধন পূজা

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
মহাকালরূপী সেই দেব নারায়ণ।।
বুঝাতে ইন্দ্রের বল ছলিয়া মায়ায়।
এরূপ ব্যবস্থা তিনি দিলেন পিতায়।।
নানামতে ইন্দ্রপূজা করি নিবারণ।
শিখালেন সবে হরি প্রকৃতি-পূজন।।
শুন শুন তারপর ওহে মতিমান।
ব্রজেতে হরির লীলা কেমন বিধান।।
নন্দ আদি গোপগণ এ কথা শুনিয়া।
সকলে তাহার বাক্য গ্রহণ করিয়া।।
যাহা যাহা বলিলেন হরি যজ্ঞময়।
তেমতি করিল কার্য্য মিলি গোপচয়।।
স্বস্তি-বাচনাদি কার্য্য অগ্রেতে করিয়া।
ইন্দ্র-যজ্ঞানীত যত দ্রব্যাদি লইয়া।।
ভূধর ভূদেবগণে দিল বহু দান।
গোদিগকে নব তৃণ করিল প্রদান।।
অনন্তর অগ্রে অগ্রে লইয়া গোধন।
করিলেন প্রদক্ষিণ গিরি গোবর্দ্ধন।।
দিব্য অলঙ্কার ধরি সবে কলেবরে।
বৃষভ সংযুক্ত বহু শকট উপরে।।
আরোহণ করি সবে পুলকিত মন।
গোপীরাও শকটেতে করি আরোহণ।।
ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদের সহিত।
গাহিতে আছিল গীত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।।
কৃষ্ণপ্রাণ গোপগোপী হইয়া তখন।
সবে পূজে হরিজ্ঞানে গিরি-গোবর্দ্ধন।।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ বিশ্ব প্রকাশক।
ব্রজবাসী গোপদের বিশ্বাস জনক।।
কৃষ্ণ আশে গিরিবরে করিলে পূজন।
ধরিলেন গিরিমূর্ত্তি প্রভু জনার্দ্দন।।
গোবর্দ্ধন মাঝে হরি থাকি সেই কালে।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে প্রেম কুতূহলে।।
পর্ব্বত হইতে দুই বাহিরায় কর।
সেই করে পূজা যত করেন ভূধর।।
করে ধরি বলি সব করেন আহার।
বিশাল আকৃতি হয় তখন তাঁহার।।
এক ভাবে হন হরি পর্ব্বত আকার।
আর ভাবে কৃষ্ণ রূপে প্রত্যক্ষ সবার।।
পর্ব্বতের ভাব হেন করি দরশন।
বিস্ময়ে হইল মগ্ন গোপগোপিগণ।।
তারপর ব্রজবাসিগণের সহিত।
নিজের প্রণাম নিজে করেন বিহিত।।
এইরূপ বাক্য হরি কহেন তখন।
দরশন কর সব ব্রজবাসিগণ।।
এক আশ্চর্য্য গিরিবর হয়ে মূর্ত্তিমান।
আমা সবে করিছেন করুণা প্রদান।।
বনবাসী যারা সবে জ্ঞানহীন অতি।
অবজ্ঞা করিতেছিল পর্ব্বতের প্রতি।।
কামরূপী এই অদ্রি ধরি সর্পাকার।
করিতেছে সেই সব দুর্জ্জনে সংহার।।
এত বলি করি হরি মায়ার বিস্তার।
একাধারে ধরি নিজে সর্পের আকার।।
করিল দংশন যেন কত দুষ্টজনে।
তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় গোপগণে।।
বিস্মিত সবারে দেখি দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ দেবতা দেখ গিরি-গোবর্দ্ধন।।
ব্রজের মঙ্গল যদি করহ বাসনা।
শৈলরাজে প্রণমিয়া করহ কামনা।।
আনত মস্তকে কর পদে নমস্কার।
নতুবা হইবে পরে অমঙ্গল আর।।
এত শুনি ব্রজবাসী গোপগণ যত।
হরির মন্ত্রণা মতে হয়ে সবে নত।।

যথাযথ যজ্ঞকার্য্য করি সমাপন।
পুনর্ব্বার ব্রজে আসি উপনীত হন।।
অপূর্ব্ব কাহিনী বৎস শুনিলি শ্রবণে।
হরিলীলা নাহি বুঝে মায়ামুগ্ধ জনে।।
বিশ্বময় নিজরূপে করিতে পূজন।
শিখান যাহাতে বাড়ে ভক্ত জ্ঞানধন।।
ইন্দ্র চন্দ্র বিধি হয় নারায়ণ পর।
ভক্তের যত্নের ধন সেই গদাধর।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
দ্বিজ কালী বিরচিল পুলকিত মতি।।

গোবর্দ্ধন ধারণ

পরাশর বলে মুনি শুন একমনে।
এইমত নিত্যলীলা হয় বৃন্দাবনে।।
দেখাতে মহিমা নিজ দেব জনার্দ্দন।
কেবা ইন্দ্র আর তিনি হন কোন জন।।
শচীপতি পূজা বন্ধ যখন শুনিল।
শ্রবণে আপন নিন্দা ক্রোধিত হইল।।
আপন পূজার ধ্বংস দেখি দেবরায়।
হইল বিষম ক্রোধ শান্তি নাহি তায়।।
ক্রোধেতে অধীর হল দেব পুরন্দর।
হুঙ্কার করিয়া ইন্দ্র কহে অতঃপর।।
পাপমতি গোপজাতি ব্রজবাসী যত।
অহঙ্কারে একেবারে হল জ্ঞানহত।।
ধনমদে মত্ত অতি হল সর্ব্বজন।
মম পূজা নাহি করে পূজে গো-ব্রাহ্মণ।।
বংশানুক্রমেতে মোরে করিত পূজন।
কৃষ্ণের কথায় আজি করিল হেলন।।
মানবের বাক্যে আজ মোরে না পূজিয়া।
পর্ব্বতে পূজিল সবে আমারে নিন্দিয়া।।
গোপালক গোপজাতি তাহে বনচারী।
কৃষ্ণবাক্যে সকলেই হল অহঙ্কারী।।
কৃষ্ণেরে আশ্রয় করি যত গোপগণ।
আমারে করিল হেলা দুরাশয়গণ।।
গোপকুল মাঝে কর্ত্তা নীলমণি জানি।
নারদের মুখে সব শুনিয়াছি বাণী।।
সহজে গোয়ালাজাতি কিবা জানে তত্ত্ব।
তারা কি জানিবে বল আমার মহত্ত্ব।।
একি হেরি গোয়ালার বুদ্ধি চমৎকার।
পর্ব্বত পূজিয়া হবে ভবসিন্ধু পার।।
বালকের বাক্যে তারা ভুলিল আমায়।
আমারে অবজ্ঞা করে শিশুর কথায়।।
নন্দের কুমার সেই হয় অল্পমতি।
তার বাক্যে অনাদর করে আমা প্রতি।।
এখনি করিব আমি হত দেবগণে।
নিশ্চয় বলিনু দেখি রাখে কোন জনে।।
করিব সে ব্রজপুর আমি ছারখার।
রাখুক এখন সেই নন্দের কুমার।।
এত বলি দেবরাজ ঘূর্ণিত নয়নে।
ক্রোধভরে ডাকে তবে যত মেঘগণে।।
সঙ্গে করি মেঘগণে লইয়া তখন।
ব্রজমাঝে শচীপতি করিল গমন।।
মেঘগণ প্রতি ইন্দ্র অনুমতি করে।
ওহে মেঘগণ শুন বচন সত্বরে।।
এই ব্রজ মাঝে কর বারি বরিষণ।
যেন এক প্রাণী হেথা না পায় জীবন।।
যতেক গোয়ালা আর ধেনুবৎস যত।
একবারে সবাকারে কর শীঘ্র হত।।
পবন সহিত আজ্ঞা করহ পালন।
তাহার অন্যথা যেন না হয় কখন।।
অহঙ্কারে মত্ত সবে যত গোপগণ।
অহঙ্কার চূর্ণ কর করি বরিষণ।।
সত্বরে তোমরা গিয়া গোপ সবাকার।
ধনমদ মহাগর্ব্ব খর্ব্ব কর আর।।
আর তাহাদের পশু যথা আছে যত।
সকলে করিয়া ফেল বারিতে নিহত।।

দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে যত মেঘগণ।
অন্ধকার করি ব্রজে ধাইল তখন।।
ঘনঘটা ঘন শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
চঞ্চলা চপলা তাহে শোভিত সুন্দর।।
বিপরীত বেগে বহে দুরন্ত পবন।
ভয়ঙ্কর মেঘ করে ভীষণ গর্জ্জন।।
হেনমতে মেঘ যত হুঙ্কার ছাড়িল।
ব্রজমাঝে বিপরীত বারি বরষিল।।
বহিল বিষম বায়ু করি ঘোর রব।
তাহে গৃহ বৃক্ষ আদি পতিত যে সব।।
আবহ প্রবহ বায়ু প্রবৃত্ত হইয়া।
বহিল প্রবলবেগে গোকুল ধ্বংসিয়া।।
ঘোরনাদে অশনি যে পড়িতে লাগিল।
শিলাবৃষ্টি ঘন ঘন কতই হইল।।
মেঘে আচ্ছাদিত নভঃ ঘোর অন্ধকার।
ঝলকে অশনি ঘন তাহাতে আবার।।
ঘোরনাদে মহাশব্দে বারি বরিষণ।
তাহাতে ভীষণ হয় জলদ গর্জ্জন।।
পর্ব্বতশিখর যত খসিল বাতাসে।
কত যে মরিল পক্ষী মেঘের তরাসে।।
ভাসিল গোকুল জলে প্রলয়ের প্রায়।
চারিধারে নিশা সম আঁধার ঘনায়।।
শীতবাতে গোপ যত কাঁপিতে লাগিল।
গোপগোপিগণে সবে চিন্তিত হইল।।
ব্রজপতি ভীমমতি হইল তখন।
কম্পিত হইল নন্দ শুনিয়া গর্জ্জন।।
এইরূপে ব্রজমাঝে প্রমাদ পড়িল।
যত গোপগোপিগণ একত্র হইল।।
সবে বলে একি দায় হল সংঘটন।
অকস্মাৎ কেন এত দৈব বিড়ম্বন।।
শুনিয়া বালক-বাক্য বিপাকে পড়িনু।
ইন্দ্রপূজা ভঙ্গ করি কি কাজ করিনু।।
কি করি এখন মোরা না হেরি উপায়।
সকাতরে নন্দরাজ কহে যশোদায়।।
বিষম বিপদ এবে হয় দরশন।
কেন হেন ঝড়বৃষ্টি না জানি কারণ।।
শীতেতে কম্পিত তনু হইল বিকল।
বজ্রপাত শিলাবৃষ্টি একি অমঙ্গল।।
কি করি উপায় এবে কহ যশোমতী।
রামকৃষ্ণ লয়ে তুমি পলাও সম্প্রতি।।
এদিকে গোকুলবাসী হয়ে সকাতর।
ভয়েতে কম্পিত সবে চিন্তিত অন্তর।।
আপন আপন শিশু বক্ষেতে করিয়া।
বেগে ধায় সকলেই বস্ত্র আচ্ছাদিয়া।।
ক্রন্দন করিয়া যথা নন্দের ভবন।
উর্দ্ধশ্বাসে তথা সবে করিল গমন।।
কহে নন্দ একি মন্দ ঘটিল এখন।
বিষম বিপাকে এবে যায় যে জীবন।।
তোমা ছাড়া মোরা আর নাহি জানি আন।
এ ঘোর বিপদে এবে কর পরিত্রাণ।।
ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট করে তোমার নন্দন।
তাই দেবরাজ করে এত বিড়ম্বন।।
বাণী শুনি নন্দরাজ চিন্তিত হইল।
করযোড়ে ইন্দ্র প্রতি স্তব আরম্ভিল।।
সুরপতি তুমি গতি অধম জনার।
অবোধ বালক হয় আমার কুমার।।
ক্ষম দোষ ছাড়ি রোষ ওহে শচীপতি।
কৃপা কর সুরেশ্বর অগতির গতি।।
না জানি তোমায় দেব নিন্দিল নন্দন।
মোরে ক্ষমা করি রক্ষা কর দেবগণ।।
সহস্রাক্ষ পরিত্রাণ করহ সকলে।
এখনি করিব পূজা মিলি গোপদলে।।
এইরূপে স্তব করে নন্দ যোড়করে।
দেবরাজ-স্তুতি করে অতি ভক্তিভরে।।
ইন্দ্র বিষ্ণু আদি নামে করিছে স্তবন।
হেনকালে কৃষ্ণ আসি কহিছে তখন।।
কার স্তব কর পিতা অজ্ঞান সমান।
কেন বৃথা শোকাকুল কেন ভীতপ্রাণ।।
কার স্তুতি কর পিতা সম্মুখে আমার।
গোপকুল বধে ইন্দ্র সাধ্য কি তাহার।।
কি ছার সে দেবরাজ তারে কিবা ভয়।
কটাক্ষেতে শত ইন্দ্র হতে পারে ক্ষয়।।

পূজা হেতু ক্রোধ তার অন্তরে উদয়।
কহ পিতা দেবেন্দ্রের কিবা শক্তি হয়।।
শুন ব্রজপতি তব নাহি কিছু ভয়।
দেখিব সে দেবরাজ হতে কিবা হয়।।
মূঢ়মতি দেবপতি কিছুই না জানে।
ঝড়বৃষ্টি করে সদা ক্রোধপূর্ণ মনে।।
আমি যথা আছি তথা কি করিতে পারে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যত জানিবে এবারে।।
শুন মহারাজ বলি প্রকৃত বচন।
ইন্দ্রের শকতি কত হেরিব এখন।।
ব্রজবাসিগণ সবে অভয় অন্তর।
মনে মনে জনার্দ্দনে ডাকে নিরন্তর।।
হে কৃষ্ণ হে মহাভাগ গোকুল-ঈশ্বর।
ভকতবৎসল তুমি করুণাসাগর।।
দেবেন্দ্র কুপিত আজ হল অতিশয়।
তার হাত হতে রক্ষা কর দয়াময়।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে ভীত কি কারণ।
কাহারে বা কর স্তব শুন বিবরণ।।
কেবা সেই দেবরাজ ভয় কর কারে।
অকারণ কেন স্তুতি করিছ তাহারে।।
কোথাকার ইন্দ্র সেই কিবা শক্তি তার।
কেন বৃথা আরাধনা কর বার বার।।
যাহারে করিলে পূজা সেই হবে সহায়।
এ মহাবিপদে সেই রাখিবে সবায়।।
দেব পুরন্দর নিজে মাতি অহঙ্কারে।
সবার ঈশ্বর বলি ভাবে আপনারে।।
গর্ব্বেতে নিজেরে ইন্দ্র ভাবে ভগবান।
অবশ্য করিব দূর তার অভিমান।।
গোষ্ঠের শরণ্য আমি গোকুলের স্বামী।
অবশ্য এ গোষ্ঠ রক্ষা করিব যে আমি।।
ধেনু শিশু আদি লয়ে যত গোপগণ।
পর্ব্বতগহ্বরে কর প্রবেশ এখন।।
শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতে কি করিতে পারে।
এই কথা জনার্দ্দন বলিয়া সবারে।।
পর্ব্বত ধরিয়া হাতে তখনি টানিল।
শৈলবরে একেবারে উপরে তুলিল।।

উপাড়িয়া ছত্রাকারে করিল ধারণ।
বালকেরা খেলে ছত্র লইয়া যেমন।।
সেইমত ধরি হরি গিরি-গোবর্দ্ধনে।
কহিতে লাগিল কত কথা গোপগণে।।
আমার বচন শুন তোমরা সকলে।
পর্ব্বতগহ্বরে রবে সবে কুতূহলে।।
ধেনু বৎস সহ কর প্রবেশ ভিতরে।
শিশুগণ সহ রহ নির্ভয় অন্তরে।।
গোপগোপী আর ধেনুবৎস যত ছিল।
সবাকারে পর্ব্বতেতে আবৃত করিল।।
পর্ব্বতগুহায় সবে নির্ভয়েতে রয়।
তখন সে দেবরাজ ভাবে অতিশয়।।
ক্রোধিত হইয়া তবে ডাকি মেঘগণে।
আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে ঘোর বরিষণে।।
মেঘগণ অনুক্ষণ করে বরিষণ।
ঘন ঘন বজ্রপাত ভীষণ গর্জ্জন।।
মেঘেতে আবৃত হয় দিবাকর-কর।
মহা অন্ধকার হয় গোকুল নগর।।
বিষম গর্জ্জনে মেঘ বরিষণ করে।
গোপগণ রহে সবে গুহার ভিতরে।।
প্রবল পবন বহে দৃশ্য ভয়ংকর।
তৃণমাত্র নাহি রহে নগর ভিতর।।
বড় বড় বৃক্ষ সব পড়িল ভূতলে।
এইরূপে ইন্দ্র কার্য্য করে কুতূহলে।।
হেরিল সে গোপগণে কিছু না হইল।
ক্রোধে গিরিবরে তবে বজ্র নিক্ষেপিল।।
ঘন ঘন করে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপণ।
চুরমার হয় বজ্র হইয়া পতন।।
সাত দিন সাত রাত্রি এরূপ হইল।
দরশনে গোপগণ ভাবিতে লাগিল।।
কম্পিত হইল যত ব্রজবাসিগণ।
গোপিনী যতেক কৃষ্ণে করে দরশন।।
চিত্রপুত্তলীর মত হেরে কৃষ্ণমুখ।
মুখশশী ম্লান হেরি প্রাণে জাগে দুখ।।
দেখ সখী কৃষ্ণমুখ মলিন হইল।
হের সখী চন্দ্রমুখে ঘর্ম্ম নিঃসরিল।।

গোকুলে গোপের কুলে জীবনে বাঁচাতে।
যে গোবিন্দ গোবর্দ্ধন ধরিলেন হাতে।
দেখ পিয়া কি অদ্ভুত হয় দরশন।
বাম করে গিরি ধরে যেই মহাজন।।
কৃষ্ণমুখ হেরি গোপী আনন্দ হৃদয়।
ক্ষীর ননী দিতে তারে মনে আশা হয়।।
পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ হতেছে কাতর।
ক্ষুধাতে মলিন হল বদনসুন্দর।।
নন্দ যশোমতী দোঁহে আকুল হইল।
সখ্যভাবে শিশুগণ তথায় রহিল।।
হেনমতে ব্রজবাসী যত গোপগণ।
যার যেই ভাবে সবে চিন্তিত তখন।।
ব্রজবাসিগণে কৃষ্ণ হেরিয়া চিন্তিত।
মধুর বচনে তবে কহে সমুচিত।।
কেন বৃথা চিন্তা কর গোপগোপিগণ।
আমার কারণে চিন্তা নাহি প্রয়োজন।।
নির্ভয় হইয়া রহ পর্ব্বতগুহায়।
পড়িবে না এই গৃহ ভয় নাহি তায়।।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে আকুল অন্তর।
তাহাতে চঞ্চল মম মন নিরন্তর।।
দুঃখ শেষ হইয়াছে জানিবে নিশ্চয়।
এক রাত্রি মাত্র শেষ বাকী আর রয়।।
কল্য প্রাতে সকলেতে পাবে পরিত্রাণ।
নিশ্চয় জানিও সবে দুঃখ অবসান।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দিয়া বিসর্জ্জন।
অবিচ্ছেদ সপ্তদিন শ্রীনন্দ-নন্দন।।
বাম করে স্থিত ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারায়।
ধরিয়া রহেন গিরি আপন ইচ্ছায়।।
কৃষ্ণের বিক্রম হেরি দেব পুরন্দর।
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল অন্তর।।
সাত দিন সাত রাত্রি করি বরিষণ।
জলধির যত জল ফুরায় তখন।।
এত জল বরিষণ গোকুলে হইল।
বিন্দুমাত্র জল নাহি কোথাও রহিল।।
এত জল কোথা গেল না জানি কারণ।
উপায় না পাই কিছু ভাবিয়া এখন।।
মম বজ্র ব্যর্থ হবে জেনেছি নিশ্চয়।
যোগেতে জানিল ইন্দ্র তবে সমুদয়।।
অকস্মাৎ যোগচিন্তা করিল যখন।
চারি দিকে কৃষ্ণময় করে দরশন।।
যেদিকে ফিরায় আঁখি রূপ মনোহর।
নবীন নীরদ রূপ দেখে পীতাম্বর।।
করেতে মোহন বাঁশি মোহন মূরতি।
চারি দিকে নবঘন হেরে সুরপতি।।
মোহিত হইয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মনে।
অন্তরে হেরিল তার সেই নবঘনে।।
সুবিমল রূপরাশি শ্যামল বরণ।
শিরে গুঞ্জমালা তাহে চূড়ায় বেষ্টন।।
শিখিপুচ্ছ সম্বলিত শোভিত সুন্দর।
বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর।।
বক্ষেতে কৌস্তুভ শোভে শোভা সমুজ্জ্বল।
মালতীর মালা তাহে করিছে উজ্জ্বল।।
নূপুর শোভিত পদ মনোহর তায়।
রতন ভূষিত অঙ্গ দেখে সুররায়।।
মোহন মুরলীধারী নন্দের নন্দন।
অন্তরে বাহিরে ইন্দ্র করে দরশন।।
দেখিল যে দয়াময় গোপ কুলোদ্ভব।
গোপরূপে গোকুলেতে জন্মে শ্রীমাধব।।
তখন সে সুরপতি করজোড় করি।
স্তব করে ভক্তিভাবে অন্তরে শ্রীহরি।।
ওহে রাধাপতি তুমি দেব জনার্দ্দন।
না জেনে করেছি আমি এত বিড়ম্বন।।
তোমার আজ্ঞাতে আমি দেব সুরেশ্বর।
ক্ষম অপরাধ প্রভু জগত ঈশ্বর।।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি মূলাধার।
সৃজন পালন দেব আজ্ঞায় তোমার।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ তব অংশে হয়।
অনাদি অনন্ত তুমি সবার আশ্রয়।।
পরব্রহ্ম পরাৎপর ওহে যদুপতি।
গোপিকার মন হরি তুমি সর্ব্বগতি।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি যে কারণ।
তোমাতে উৎপত্তি হয় যত দেবগণ।।

যুগে যুগে তুমি হরি হও অবতার।
তোমা হতে হয় কত অসুর সংহার।।
অবনীর ভার হরি করি নিবারণ।
কত বার কত রূপে কর আগমন।।
কভু শ্বেতকায় প্রভু কভু বর্ণ পীত।
কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণরূপ কভু বা লোহিত।।
কভু কূর্ম্ম কভু মৎস্যরূপ ধর তুমি।
বরাহ হইয়া দন্তে ধর পৃথ্বীভূমি।।
নরসিংহ রূপ হরি করিলে ধারণ।
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলে বামন।।
হেনমতে হলে দেব কত অবতার।
এবে কৃষ্ণরূপে হরি ব্রজেতে প্রচার।।
যশোদা-নন্দন এবে এ ব্রজ মাঝেতে।
পূর্ণতম পরব্রহ্ম তুমি গোকুলেতে।।
মোহন মূরতি হরি করেছ ধারণ।
মোহন মুরলি করে গোপিকামোহন।।
অনুক্ষণ খেলা কর ব্রজশিশু সাথে।
গোপাঙ্গনাকুল সদা মোহিত তোমাতে।।
তত্ত্বময় তত্ত্ব তব কহিতে কে পারে।
তব গুণ বীণাপানি বর্ণিতে না পারে।।
পঞ্চানন পঞ্চাননে অশক্ত বর্ণিতে।
গণপতি অন্ত কিছু নাহি চায় চিতে।।
তব যোগরত হয় সিদ্ধ যোগিগণ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না বুঝে কখন।।
আমি কি করিব স্তব ওহে চক্রপানি।
আমি অতি হীনমতি কিছুই না জানি।।
না জানি তোমারে হরি করেছি এমন।
ক্ষম দোষ যত রোষ গোপিকামোহন।।
এইরূপে সুরপতি করে কত স্তব।
স্তবেতে সন্তুষ্ট তবে হইল মাধব।।
দেবরাজে দয়া তবে শ্রীহরি করিল।
আপন নিকটে ইন্দ্রে তখনি আনিল।।
দেবরাজ জনার্দ্দন দয়া করি তবে।
আপন আবাসে তবে পাঠায় বাসবে।।
ইন্দ্রের হইল চূর্ণ যত অহঙ্কার।
দেবরাজ অভিমান করে পরিহার।।

আনন্দ অন্তরে ইন্দ্র গেল নিজালয়।
ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত আর নাহি হয়।।
দিবাকর কর তাহে হয় সুপ্রকাশ।
একেবারে অন্ধকার হইল বিনাশ।।
তবে গোপগণে কহে নন্দের নন্দন।
ভয় না করিও আর শুন সর্ব্বজন।।
পর্ব্বতগহ্বর হতে হয়ে নিঃসরণ।
পুত্র কন্যা লয়ে গৃহে করহ গমন।।
আর নাহি হবে ঝড় বারি বরিষণ।
যাও সবে নিজ বাসে লইয়া গোধন।।
কৃষ্ণের বচনে সবে প্রফুল্ল হইল।
ত্যজি ভয় সকলেতে বাহিরে আসিল।।
সূর্য্যের প্রকাশ তথা দেখে সর্ব্বজন।
জলমাত্র নাহি শুষ্ক গোকুল তখন।।
সকলে প্রফুল্ল মনে নিজগৃহে ধায়।
আবার পূর্ব্বের মত রহিল সেথায়।।
অতঃপর হরি সেই গিরিকে তখন।
করিলেন অনায়াসে স্বস্থানে স্থাপন।।
কত লীলা করে হরি দেখি গোপগণ।
নিমগ্ন আনন্দনীরে হইল তখন।।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করে আনন্দ অন্তরে।
বৃদ্ধ গোপগণ সবে আশীর্ব্বাদ করে।।
যশোদা রোহিণী প্রেমে কৃষ্ণ কোলে নিল।
ঘন ঘন চুম্বন তার চাঁদমুখে দিল।।
বলরাম আসি কৃষ্ণে দেয় আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করে আসি আর কত জন।।
কেহ বলে কৃষ্ণ হতে পাই পরিত্রাণ।
সকলে আসিয়া করে মঙ্গল বিধান।।
গিরি-গোবর্দ্ধন ধরে কৃষ্ণ নারায়ণ।
সে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন।।
কৃষ্ণলীলা যেই নর একমনে শুনে।
সে জন না যায় কভু শমন সদনে।।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা মহিমা অপার।
যে জন শুনয়ে মহাজ্ঞান হয় তার।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হয় অমৃত সমান।
কালীর কবিতা ছন্দ শুনে পুণ্যবান।।

ইন্দ্র-কৃষ্ণ কথোপকথন

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
পর্ব্বত ধারণ দেখি দেবেন্দ্র তখন।।
আরোহিয়া ঐরাবতে পুলকিত মনে।
উপনীত হন আসি কৃষ্ণের সদনে।।
দেখিলেন গোপশিশু সহিত মিলিয়ে।
গোচারণ করে কৃষ্ণ প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
গরুড় উভয় পক্ষ করিয়া বিস্তার।
কৃষ্ণশির আচ্ছাদিয়া আছে অনিবার।।
তাহা দেখি দেবরাজ সম্বোধি কৃষ্ণেরে।
কহিলেন শুন হরি বলি হে তোমারে।।
ধরার দুর্ব্বার ভার করিতে বিনাশ।
তুমি অবতীর্ণ বিশ্বে ওহে শ্রীনিবাস।।
মম যজ্ঞে ক্ষান্ত হৈল যত গোপগণ।
তাহা দেখি হইলাম অতি ক্রুদ্ধ মন।।
ব্রজনাশে আজ্ঞা দিনু যত মেঘগণে।
তুমি কিন্তু রক্ষা কৈলে পর্ব্বত ধারণে।।
তোমার বিচিত্র কাণ্ড করি দরশন।
জানিলাম দেবকাজ হবে সুসাধন।।
গো-গণ কর্ত্তৃক আমি প্রেরিত হইয়ে।
তব পাশে আসিয়াছি জানিবে হৃদয়ে।।
গোপালত্ব সম্পাদন করার কারণ।
অভিষিক্ত তোমা ধনে করিব এখন।।
গোপালন নিবন্ধন অদ্য হতে তুমি।
গোবিন্দ নামেতে খ্যাত হবে নীলমণি।।
এত বলি দেবরাজ ঐরাবত হতে।
অবিলম্বে ঘণ্টা লয়ে আপন করেতে।।
পবিত্র জলেতে পূর্ণ করিয়া তখন।
কৃষ্ণ-অভিষেক ক্রিয়া কৈল সম্পাদন।।
তখন গো-গণ যত দুগ্ধের দ্বারায়।
অভিষিক্ত করে সবে পুলকে ধরায়।।
দেবরাজ পুনঃ কহে বিনীত বচনে।
শুন শুন ভগবান নিবেদি চরণে।।
মম অংশে পৃথাগর্ভে জন্মেছে তনয়।
অর্জ্জুন তাহার নাম ওহে দয়াময়।।
তোমার আত্মার তুল্য সেই বীরবর।
তোমার সহায় সেই হবে নিরন্তর।।
সতত তাহারে তুমি করিবে রক্ষণ।
তোমার নিকটে মম এই আকিঞ্চন।।
কৃষ্ণ বলে জ্ঞাত আমি সে সব কাহিনী।
আমার পরম সখা বীর সে ফাল্গুনী।।
যত দিন রব আমি এ হেন ধরায়।
তত দিন আমি দেব রক্ষিব তাহায়।।
আমি বিদ্যমানে তারে করে পরাজয়।
নাহি কেহ হেন জন জানিবে নিশ্চয়।।
অরিষ্ট নরক বংশ কেশী কুবলয়।
ইত্যাদি দানব যত গেলে যমালয়।।
ভারতে ভারত যুদ্ধ হবে বিভীষণ।
তখন ধরার ভার করিব হরণ।।
অর্জ্জুনের জন্য পরে পঞ্চ পাণ্ডবেরে।
অর্পণ করিব দিয়া কুন্তীর গোচরে।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবরাজ পুলকেতে করি আলিঙ্গন।।
ঐরাবতে আরোহিয়া হরিষ অন্তর।
পুনশ্চ চলিয়া গেল অমর নগর।।
গোপগণে মিলি পরে কৃষ্ণও নিরঞ্জন।
মনানন্দে ব্রজধামে করিল গমন।।
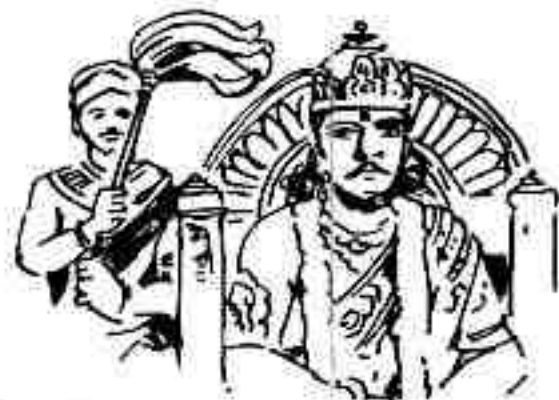
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
দেবেন্দ্র অমরপুরে করিল গমন।।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র করিলে গমন।
কৃষ্ণকে সম্বোধি কহে যত গোপগণ।।
গোবর্দ্ধন গিরি ধরি তুমি মহামতি।
রক্ষা কৈলে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্প্রতি।।
তব বাল্যলীলা কৃষ্ণ করি দরশন।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ মোরা হয়েছি এখন।।
গোপালের বেশ তুমি ধরি ওহে হরি।
কি কাজ করিলে আহা যাই বলিহারি।।
প্রলম্ব নিধন আর কালীয় দমন।
তারপর এই কাণ্ড পর্ব্বত ধারণ।।
তোমার বিচিত্র কার্য্য করিয়া দর্শন।
শঙ্কাতে আকুল সদা আমাদের মন।।
শপথ করিয়া মোরা বলি হে এখন।
মানব বলিয়া তোমা না করি চিন্তন।।
ব্রজধামে নরনারী শিশু আদি করি।
যত কেহ বাস করে ওহে নরহরি।।
তোমার প্রসাদ দেখি সবার উপরে।
দেবের অসাধ্য কার্য্য করেছ গোকুলে।।
কোন জন হও তুমি বুঝিবারে নারি।
তোমার চরণে মোরা নমস্কার করি।।
এইরূপ গোপগণ বলিলে বচন।
প্রণয়ের কোপ কৃষ্ণ করি প্রদর্শন।।
কহিলেন শুন শুন গোপাল নিকর।
বলিতেছি সেই কথা অবধান কর।।
আমার সহিত সবা সম্বন্ধ থাকিতে।
লজ্জা যদি নাহি ভাব আপনার চিতে।।
তাহা হলে আমি হই যে কোন প্রকার।
সে বিষয়ে কিবা কাজ করিয়া বিচার।।
শ্লাঘ্য হই কিংবা হই নিন্দনীয় অতি।
সে কাজে নাহিক আর শুনহ ভারতী।।
শ্লাঘ্য জ্ঞানে তুষ্ট যদি হও মম পরে।
দেখাও বন্ধুর মত সব কাজ করে।।
গন্ধর্ব্ব দানব নহি অথবা অমর।
বান্ধব বলিয়া মোরে ভাব অতঃপর।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিরুত্তর হয়ে সবে করিল গমন।।
দেখিতে দেখিতে আসি আগত রজনী।
গগনে উদিত হন দেব নিশামণি।।
কুমুদিনী বিকশিত হয় সর্ব্বস্থানে
গুন গুন স্বরে যত মধুকর ভ্রমে।।
তখন গোপিকা সহ করিতে বিহার।
বাসনা করিয়া হৃদে কৃষ্ণ দয়াধার।।
বলদেব সহ মিলি পুলকিত মনে।
মধুর সঙ্গীত করি মোহে সর্ব্বজনে।।
মধুর সঙ্গীতধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
গৃহকাজ ফেলি আসে যত গোপীজন।।
কেহ আসি কৃষ্ণরূপ দরশন করে।
তাল দেয় কেহ কেহ আনন্দের ভরে।।
কেহ কেহ কৃষ্ণ সুখে করে কত গান।
কৃষ্ণ বলি কারো হৃদে প্রেমের উজান।।
কৃষ্ণে চাহি কেহ হয় লজ্জায় মগন।
লজ্জা ত্যজি কেহ হয় প্রেমান্ধ তখন।।
কেহ কেহ গুরুজনে দেখিয়া নয়নে।
অন্তরালে থাকি দেখে সেই কৃষ্ণধনে।।
গোপিগণ সহ মিলি এইরূপে হরি।
বাঞ্ছিলেন রাসলীলা সে গৌরহরি।।
গোপিকারা চারি দিকে করিয়া বেষ্টন।
শ্রীকৃষ্ণের পিছে পিছে করেন গমন।।
এইরূপ ক্রমে কৃষ্ণ নানা স্থানে স্থানে।
গোপিকারা পুলকিত প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।।
তার মাঝে এক গোপী রূপের আধার।
ঘন ঘন কাঁপে অঙ্গ জানিবে তাঁহার।।
সখিগণে সেই ধনী সম্বোধিয়া পরে।
কহিলেন শুন শুন বলি হে সবারে।।
দেখ দেখ মাধবের কমলচরণে।
ধ্বজ বজ্র কুশ চিহ্ন বিরাজে কেমনে।।
কেহ বলে দেখ দেখ কর দরশন।
হরির চরণচিহ্ন অতি বিমোহন।।

হেনমতে নানা কথা গোপিগণ কয়।
তাড়াতাড়ি এদিকেতে চলে দয়াময়।।
পলায়ন করি যথা পশিল কাননে।
কোন গোপী আর নাহি হেরিল নয়নে।।
কৃষ্ণহারা হয়ে সবে করয়ে রোদন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করে বিচরণ।।
নিরাশ হইল সবে যমুনার তীরে।
উপনীত হয় আসি বিষণ্ণ অন্তরে।।
হরিগুণ গান করে সেইখানে বসি।
অকস্মাৎ উপনীত তথা কালশশী।।
কৃষ্ণের মোহন রূপ করি দরশন।
বিকশিত মুখপদ্ম গোপবালাগণ।।
কটাক্ষ বিস্তার করি কোন কোন নারী।
বলে কোথা গিয়েছিলে ওহে বংশীধারী।।
অনিমেষে কেহ কেহ করে দরশন।
কৃষ্ণমুখ-সুধাপান করে অনুক্ষণ।।
গোপিকা সহিত মিলি এ হেন প্রকারে।
বিহার করেন হরি পুলকিত ভরে।।
শ্রীরাসমণ্ডল করি দেব নারায়ণ।
গোপিকাগণের কর করিয়া ধারণ।।
কতরূপে লীলা করে আহা মরি মরি।
মধুময় গীত গায় গোপিনী সুন্দরী।।
কেহ কেহ হরিস্কন্ধে বাহুলতা দিয়ে।
ঠমকে ঠমকে চলে হরিষ হৃদয়ে।।
কেহ কেহ বাহুপাশে করি আলিঙ্গন।
ঘন ঘন কৃষ্ণমুখে করয়ে চুম্বন।।
হেন মতে প্রতিদিন যামিনী যোগেতে।
গোপীরা বিহার করে কৃষ্ণের সহিতে।।
যত গোপী তত কৃষ্ণ মহা প্রেমময়।
হেরিলে শ্রীরাসলীলা আনন্দ হৃদয়।।
সর্ব্বাত্মা স্বরূপ সেই দেব কৃষ্ণধন।
তাঁহার মহিমা জানে হেন কোন জন।।
অখিল জগৎব্যাপী আছে দয়াধার।
তাঁহার চরণে মতি রাখ অনিবার।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
শ্রীকালী রচিয়া গীত আনন্দ অন্তর।।

অরিষ্টাসুর বধ

পরাশর কহিলেন মৈত্রেয় সুজন।
তারপর কি ঘটিল করহ শ্রবণ।।
একদা প্রদোষকালে কৃষ্ণ মহামতি।
রাসরসে মগ্ন আছে জানিবে সুমতি।।
অরিষ্ট নামেতে মহা দৈত্য হেন কালে।
মহাবল বৃষরূপ ধরি কুতূহলে।।
ক্ষুরাঘাতে ধরাতল করি বিদারণ।
পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠদ্বয় করিয়া লেহন।।
গোষ্ঠস্থিত প্রাণিগণে করিয়া ত্রাসিত।
লোহিত লোচনে তথা হয়ে উপনীত।।
লাঙ্গুল উন্নত তার আছে ক্রোধভরে।
উত্থিত ককুদদেশ স্কন্ধের উপরে।।
পৃষ্ঠভাগে বিষ্ঠামূত্র আছে বিলেপন।
তরুর আঘাতে ক্ষত ভীষণ বদন।।
কটিদেশ আলম্বিত হতেছে লক্ষিত।
ভয়ঙ্কর শব্দ মুখে করি আচম্বিত।।
অকস্মাৎ সেই স্থানে করে আগমন।
শব্দ শুনি হয় গোর গরভ-পতন।।
এইরূপে দুরাচার উপনীত পরে।
গোপ-গোপী সবে হয় শঙ্কিত অন্তরে।।
কৃষ্ণনাম মুখে সবে করে উচ্চারণ।
রক্ষ রক্ষ বলি কৃষ্ণে চাহে ঘন ঘন।।
সবারে ব্যাকুল হেরি কৃষ্ণ মতিমান।
সিংহনাদ তলশব্দ করে অবিরাম।।
সেই শব্দ শ্রুতিপথে করিয়া শ্রবণ।
দুরাত্মা অসুর হয় রোষে নিমগন।।
শৃঙ্গেতে কৃষ্ণের কুক্ষি লক্ষ্য করি পরে।
ধাবিত হইল দুষ্ট অতি রোষভরে।।

তাহাতে চঞ্চল নাহি হয়ে কৃষ্ণধন।
হাস্যমুখে যথাস্থানে রহেন তখন।।
যেমন নিকটে আসে সেই দুরাচার।
অমনি ধরিল হরি শৃঙ্গদ্বয় তার।।
নিজ কুক্ষিদেশে তারে করিয়া স্থাপন।
করিতে লাগিল হরি জানুতে পীড়ন।।
তাহে শৃঙ্গদ্বয় তার উৎপাটিত হলে।
সেই শৃঙ্গ লয়ে হরি তাহারেই মারে।।
কটিদেশ' পরে তারে ধরি জনার্দ্দন।
মহাবেগে ঘন ঘন করেন পেষণ।।
শোণিত বমন দুষ্ট করিয়া তাহায়।
পঞ্চত্ব পাইয়া ত্বরা পড়িল ধরায়।।
হেনমতে দুষ্ট দৈত্য হলে নিপাতন।
আনন্দে মগন হয় যত গোপগণ।।
কৃষ্ণ-স্তব করে সবে ভক্তি সহকারে।
অপূর্ব্ব হরির লীলা শুন তার পরে।।
হরিলীলা যেবা শুনে সভক্তি হৃদয়ে।
এ দাস প্রণতি করে তাঁর পাদদ্বয়ে।।

কংসের নিকট নারদের আগমন

পরাশর মুনি কহে মৈত্রেয় সুজন।
কংস-নারদ বার্ত্তা করহ শ্রবণ।।
বাঁচাতে নিজের প্রাণ কংস দুরাশয়।
হরিরে বধিবে কিসে সতত চিন্তয়।।
একে একে যত বীর কৃষ্ণহস্তে মরে।
তাহা দেখি কংসরাজ চিন্তিত অন্তরে।।
একদা নারদ আসি কংসের আলয়।
কহিল নিগূঢ় কথা শুন দৈত্যরায়।।
দেবকী তোমার ভগ্নী শুনহ রাজন।
অষ্টম গর্ভেতে তার জন্মিল যে জন।।
কন্যা যে জন্মিল তাহা সত্য কভু নয়।
যশোদার কন্যা সেই জেনেছি নিশ্চয়।।
ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু লইয়া নন্দনে।
গোপনেতে বসুদেব গিয়া বৃন্দাবনে।।
যশোদার কোলে দিয়া আপন সন্তানে।
কন্যাটিকে এনে রাখে আপনার স্থানে।।
আরো এক গুপ্তকথা শুন নরপতি।
ব্রজের রোহিণীপুত্র রাম মহামতি।।
তাঁহারেও ভাবিও না রোহিণী-নন্দন।
দেবকী সপ্তম গর্ভে জন্মে সেই জন।।
দুই গর্ভে জন্ম লবে উভয়ে নিশ্চিত।
তোমার নিধন হেতু ব্রজেতে বর্দ্ধিত।।
খলমতি বসুদেব ছলনা করিয়া।
দুটি পুত্রে রেখে আসে ব্রজধামে গিয়া।।
রাম আর কৃষ্ণ নামে যাহারা এখন।
সর্ব্বদা করিছে তারা অনিষ্ট সাধন।।
তাহারাই দেবকীর যুগল তনয়।
এ বিষয়ে কিছুমাত্র নাহিক সংশয়।।
এত যে অনিষ্ট রাজা ঘটিছে তোমার।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই তার মূলাধার।।
দেখিতে বালক সম দুই ভাই হয়।
বিক্রমে অতুল আমি কহিনু নিশ্চয়।।
ভোজপতি কংস ইহা করিয়া শ্রবণ।
কোপেতে কম্পিতদেহ হইয়া তখন।।
বসুদেবে বধিবারে ভাবিয়া অন্তরে।
সত্বরে শাণিত অসি ধরিল স্বকরে।।
তাহা দেখি ঋষি কহে কি কর রাজন।
বসুদেবে প্রাণে বধ করিলে এখন।।
এ সংবাদ যদি শুনে উভয় তনয়।
নিশ্চয় পলায়ে যাবে মনে পেয়ে ভয়।।
বসুদেবে বধ রাজা না হয় উচিত।
রাম কৃষ্ণ বধ হেতু করহ বিহিত।।
এরূপ মন্ত্রণা দিয়া নারদ তখন।
রাখিল কৌশলে বসুদেবের জীবন।।
কিন্তু দুরাচার কংস কুপিত হইয়া।
অবিলম্বে লৌহময় পাশ আনাইয়া।।

দেবকী ও বসুদেবে করিয়া বন্ধন।
রাখিলেন কারাগারে দোঁহারে তখন।।

কংসের ধনুর্যজ্ঞ

নারদ বিদায় লয়ে গেলে কিছুদূর।
কেশী নামে মহাদৈত্যে কহে কংসাসুর।।
হতেছ আমার তুমি জ্ঞাতি মহাজন।
মম আজ্ঞা অবহেলা না কর কখন।।
অবিলম্বে ব্রজপুর গমন করিয়া।
রাম কৃষ্ণে বধ করি আসিবে চলিয়া।।
এত বলি ডাকি কংস সুমন্ত্রী সকল।
চানুর মুষ্টিক আর শল্য মহাবল।।
তোষণক আদি যত অমাত্য সুজনে।
প্রধান প্রধান আর বুদ্ধিমানগণে।।
আহ্বান করিয়া কংস কহেন তখন।
উপায় বিধান এবে করহ এখন।।
রাম আর কৃষ্ণ উভে মম শত্রু হয়।
বৃন্দাবনে থাকি মম জ্ঞাতি করে ক্ষয়।।
আর কেহ নহে তারা করিনু শ্রবণ।
নারদের মুখে বসুদেবের নন্দন।।
বৃন্দাবনে রহিয়াছে নন্দের সদনে।
তাঁহাদের হস্তে আমি মরিব জীবনে।।
দেবর্ষি এ সমাচার দিলেন আমায়।
আমার জন্মেছে ভয় তাঁহার কথায়।।
চানুর মুষ্টিক ইহা শুনিয়া তখন।
উদ্যত হইল ব্রজে করিতে গমন।।
বলে তুমি দৈত্যপতি কিবা তব ভয়।
মোদের সম্মুখে বল কে জীবিত রয়।।
কংস কহে শুনিয়াছি দোঁহে মহাবীর।
নারায়ণ রূপে দোঁহে বুদ্ধিতে গভীর।।

বৃন্দাবনে নিজ স্থানে থাকি দুই জন।
পুতনাদি কত দৈত্যে করিল নিধন।।
কৌশলে আনিতে হবে দুয়ে মথুরায়।
মল্ললীলা ক্রমে বধ করহ ত্বরায়।।
মল্লভূমি মধ্যে সবে সত্বরে এখন।
বিবিধ প্রকার মঞ্চ করহ রচন।।
আরো এ সংবাদ দাও সবে স্থলে স্থলে।
ব্রজ আর জনপদবাসীরা সকলে।।
মল্লযুদ্ধ দেখে সবে আসি মথুরায়।
যাহার হইবে ইচ্ছা বাধা নাহি তায়।।
চানুরে কহিল রাজা তুমি শুন আর।
কুবলয়াপীড় মম হস্তী যে দুর্ব্বার।।
রঙ্গদ্বারে রাখি সবে তাহার দ্বারায়।
বধিবে জীবন মম বৈরি দোঁহাকায়।।
আগামী যে চতুর্দ্দশী তিথি সম্মুখেতে।
ধনুর্যজ্ঞারম্ভ হোক সেই দিবসেতে।।
ভূতরাজ ঈশ্বরের প্রীতির কারণ।
বিশুদ্ধ পশ্বাদি বলি হউক এখন।।
এইরূপে দৈত্যপতি সিদ্ধান্ত করিয়া।
মন্ত্রিগণে বলিলেন কৌশল করিয়া।।
যাঁহার কৌশলে জীবে এই চরাচর।
কিবা থাকে বল দেখি তাঁর অগোচর।।
দৈত্যপতি মন্ত্রী প্রতি এই আজ্ঞা দিয়ে।
যদুশ্রেষ্ঠ অক্রুরেরে ত্বরিত ডাকিয়ে।।
স্বীয় কর দ্বারা কর ধরিয়া তাহার।
কহিল অক্রুর তুমি অতি সদাচার।।
আজি কর বন্ধুকার্য্য আমার কারণ।
আমাকে যদ্যপি থাক ভাবিয়া আপন।।
ভোজ বৃষ্ণি বংশ মধ্যে তুমি হে আমার।
তোমা ভিন্ন হিতকারী কেহ নহে আর।।
অমরগণের প্রতি বাসব যেমন।
বিষ্ণুকে আশ্রয় করি স্বার্থপ্রাপ্ত মন।।
তোমাকে আশ্রয় করি আমি মহাশয়।
সংসারে স্বকার্য্য আজি সাধিব নিশ্চয়।।
ওহে সৌম্য নন্দব্রজে যাহ একবার।
তথা আছে দুই বসুদেবের কুমার।।

রাম কৃষ্ণ উভয়ের নাম দুই হয়।
দুই না কি মহাবীর শুনি মহাশয়।।
সেই দুই বীর পুত্রে তুলি রথোপরে।
অচিরে আসিবে মম মথুরা নগরে।।
নারদের মুখে আমি করেছি শ্রবণ।
আমারে বধিতে যত দুষ্ট দেবগণ।।
তাহাদের কৃপাকর্ত্তা দুষ্ট নারায়ণে।
পূজিয়া সৃজিল ওই যুগল নন্দনে।।
আপনি গোলোক ত্যজি দৈত্য নিসূদন।
শিশুরূপে ব্রজমাঝে করিছে ভ্রমণ।।
অতএব বলিতেছি তোমাকে এক্ষণে।
ব্রজের নন্দাদি যত গোপগণ সনে।।
সেই দুই বালকেরে আনহ সত্বরে।
আনীত হইলে তারা মথুরা নগরে।।
কালান্তক যম সম হস্তীর দ্বারায়।
নিধন করিব সেই ভাই দোঁহাকায়।।
হস্তীবল হতে যদি রক্ষা পায় তারা।
বজ্রের সদৃশ মম মল্লদেশ দ্বারা।।
বিনাশিব পরে দুই শিশুরে নিশ্চয়।
নিহত হইয়া তারা যাবে যমালয়।।
তাহাদের পিতামাতা বন্ধু যে সকল।
কাঁদিবেক বৃষ্ণি ভোজ হারাইয়া বল।।
বৃদ্ধ উগ্রসেন যিনি জনক আমার।
মম রাজ্য লইবারে বাসনা তাঁহার।।
তার সহ তদনুজ দেবক দুর্জ্জনে।
অপর অপর মম যত দ্বেষ্টাগণে।।
জীবিত কাহারে আমি না রাখিব আর।
অনায়াসে সবাকারে করিব সংহার।।
সকলে অনিষ্ট মম করিছে চিন্তন।
সহজেই এ সকলে করিব নিধন।।
ওহে মিত্র তারপরে ধরণী আমার।
কন্টক বিহনে হবে সুখের আগার।।
যদ্যপি এমত বল আত্মীয়স্বজনে।
বধিলে এ রাজ্য রক্ষা করিব কেমনে।।
সেহেতু কিছুই চিন্তা নাহি মম মনে।
মম গুরু জরাসন্ধ বিখ্যাত ভুবনে।।
দ্বিবিধ আমার সখা মহাবলবান।
সম্বর নরক সখা সবে মতিমান।।
এই তিন মহাসুর ভূষণ ধরার।
তাহাদের সহ আছে প্রণয় আমার।।
এই সব মহাত্মারে সহায় লইয়া।
অমর কিঙ্করে আমি আহত করিয়া।।
অনায়াসে রাজ্য ভোগ করিব ধরায়।
আমার উদ্দেশ্য যাহা কহিনু তোমায়।।
কহিনু সকল কথা তোমারে এক্ষণে।
সত্বর গমন কর সেই বৃন্দাবনে।।
ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কিংবা মথুরায়।
শোভা দেখাইব তাহা করিয়া প্রচার।।
রাম কৃষ্ণ নামে দুই দেবকীনন্দনে।
আনয়ন কর মম মথুরা ভবনে।।
কংসাসুর অক্রূরেরে কহিলে এমন।
শ্রবণ করিয়া কহে অক্রূর তখন।।
বলিলে নৃপতি যাহা আমার নিকটে।
সত্য সত্য এ বিষয় হিতকর বটে।।
তাহাতে রবে না তব মৃত্যুভয় আর।
যদ্যপি বধিতে পার দেবকীকুমার।।
ওহে নৃপ হেন কার্য্য কর কি কারণে।
কর্ত্তব্য বলিয়া মম নাহি লয় মনে।।
অনন্তর ভবিতব্য ভাবনা করিয়া।
কহেন অক্রূর সেই দৈত্যে সম্বোধিয়া।।
মম মতে শুভ ইহা না বুঝি রাজন।
দৈবের লিখন জানি স্থির কর মন।।
সিদ্ধি আর অসিদ্ধিরে জ্ঞান করি সম।
থাকিলে মঙ্গল হয় বোধ হয় মম।।
যেহেতু দৈবই ফলদাতা হয়ে থাকে।
দৈব অবহেলি নাশ করে আপনাকে।।
দৈব দ্বারা মনোরথ হইলে বিফল।
তাহারে ভাবয়ে ধীরে দৈবের কৌশল।।
দৈববলে অবহেলা করে যেই জন।
আপনিই কর্ত্তা হয়ে করে বিচরণ।।
দেবতার প্রতিকূল কহিলাম রায়।
শাস্ত্রের বচন যাহা কহিনু তোমায়।।

জন্মি জীবে পায় হর্ষ শোক বা কখন।
দৈববলে এ বিধান কহে সাধুজন।।
তথাপি যে আজ্ঞা তুমি করিলে আমায়।
নিশ্চয় সে আজ্ঞা তব সাধিব ত্বরায়।।
কিন্তু রাজা নিজ হিত ভাব ভাল করি।
না করিও কোন কাজ দৈব পরিহরি।।
এত শুনি দৈত্যপতি না করি চিন্তন।
অক্রূরে কহিল বন্ধু যাও বৃন্দাবন।।
স্বকার্য্য সাধন জন্য করিয়া আদেশ।
নিজ অন্তঃপুর মধ্যে করিল প্রবেশ।।
অক্রূর তখন বহু চিন্তা করি মনে।
উপস্থিত হইলেন আপন ভবনে।।
নিকট হইল মৃত্যু ভাবি সেই জন।
প্রস্তুত হইল যাইবারে বৃন্দাবন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

কেশী দৈত্য বধ

পরাশর বলেন মৈত্রেয় মহাশয়।
অপূর্ব্ব হরির লীলা অতি মধুময়।।
পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি করেছ শ্রবণ।
কেশী নামে মহাদৈত্যে করি সম্বোধন।।
ব্রজেতে পাঠাল তারে বধিবারে হরি।
মায়ার কৌশলে নানা মায়া ভাব করি।।
কংসের কথায় দৈত্য আসি বৃন্দাবন।
মায়ায় অশ্বমূর্ত্তি করিল ধারণ।।
বায়ু সম বেগগামী অশ্বরূপ ধরি।
ক্ষুরাঘাতে অবনীরে বিদারণ করি।।
কেশর চালনে তার ওহে মহাবল।
যে সকল মেঘ আর বিমান সকল।।
বিক্ষিপ্ত হইতেছিল তাহার দ্বারায়।
উর্দ্ধ অধঃ ছেদি দৈত্য গর্জ্জিয়া বেড়ায়।।
হ্রেষারব করি আসে গ্রামেতে তখন।
ত্রাসিত হইল তাহে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
ব্রজবাসিগণ তার নিষ্ঠুর নিনাদ।
শ্রবণ করিয়া মনে গণিল বিষাদ।।
পুচ্ছরোম দ্বারা তার জলধর যত।
ঘূর্ণিত হইতেছিল গগনে সতত।।
আর সেই দুরাচার শ্রীকৃষ্ণের সনে।
সংগ্রাম করিবে ইহা স্থির করি মনে।।
গর্জ্জন করিয়া করে হরি অন্বেষণ।
জানিলেন মনে মনে দেব নারায়ণ।।
অবিলম্বে গিয়া কৃষ্ণ কেশীর গোচরে।
আহ্বান করে তারে সংগ্রামের তরে।।
কৃষ্ণের গর্জ্জন কেশী যেমন শুনিল।
সিংহবৎ সিংহনাদ করিয়া উঠিল।।
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে করিয়া দর্শন।
সুখেতে গ্রাসিবে যেন এ ভাবে বদন।।
বিস্তার করিয়া হরি অভিমুখে গিয়া।
অতি রোষে পশ্চাতের দুই পদ দিয়া।।
আঘাত করয়ে মনে ভাবিয়া এমন।
নিশ্চয় তাঁহাকে প্রাণে করিতে নিধন।।
কংসের প্রেরিত সেই দৈত্য দুরাচার।
অত্যন্ত বিক্রম আর অতি মদভার।।
কিন্তু অবলীলাক্রমে হরি পরাৎপর।
তাহার আঘাতে নাহি হলেন কাতর।।
শ্রীকৃষ্ণে বধিতে কেশী স্থির করি মনে।
আঘাত করিতেছিল যে দুই চরণে।।
সেই দুই পদ তার দুই করে ধরি।
লাগিলেন ঘুরাইতে বনমালী হরি।।
সিন্ধুমাঝে সর্প ধরি গরুড় যেমন।
ক্রীড়াবশে তটদেশে করয়ে ক্ষেপণ।।
সেইরূপ তুচ্ছ ভাবি শ্রীহরি অন্তরে।
একেবারে ফেলিলেন শতধনু দূরে।।
এতটুকু ভয় হরি মনে না ভাবয়ে।
যথায় ছিলেন তথা রহিল দাঁড়ায়ে।।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুষ্ট লভিয়া চেতন।
পুনশ্চ দাঁড়ায়ে করে ভীষণ গর্জ্জন।।
পুনর্ব্বার দুরাচার মুখ বিস্তারিয়া।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধায় কুপিত হইয়া।।
হাসিতে হাসিতে হরি নির্ভীক অন্তরে।
যেরূপে প্রবেশে সর্প অন্য গহ্বরে।।
সেইরূপে বাম বাহু মুখ মধ্যে তার।
প্রবেশি দিলেন কিবা অতি চমৎকার।।
সামান্য মানব নহে প্রভু জনার্দ্দন।
কেশীর দশন ভাঙে করিতে চর্ব্বণ।।
যেমন কৃষ্ণের বাহু দশনে ধরিল।
তপ্ত লৌহ সম কর তখন হইল।।
শ্রীকৃষ্ণের বাহু তার কণ্ঠের ভিতর।
প্রবিষ্ট হইল সেই কেশীর উদর।।
উদরী রোগের তুল্য বাড়িয়া উঠিল।
তাহে তার যাতনার সীমা না রহিল।।
যাহা ইচ্ছা তাহা কৃষ্ণ করেন ইচ্ছায়।
দৈত্যের উদরে হস্ত ক্রমে বৃদ্ধি পায়।।
কেশীর হৃদয়-বায়ু হইল নিরোধ।
তাহাতে কাতর বড় দানব অবোধ।।
স্নিগ্ধ হৈল কলেবর স্থির দু'নয়ন।
এলায়ে চরণ চারি করিয়া ক্ষেপণ।।
বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে।
প্রাণ বিসর্জ্জিয়া থাকে পড়িয়া ধরাতে।।
কর্কটিকা ফল দেখ যেমন প্রকার।
পরিপক্ক হলে হয় আপনি বিদার।।
সেরূপ বিদীর্ণ হলে গতাসু কেশীর।
দেহ হতে বাহু হরি করেন বাহির।।
যদিও সহজে শত্রু হইল সংহার।
তথাচ না গর্ব্ব করি কৃষ্ণ দয়াধার।।
মৌনভাবে সেই স্থানে রহেন তখন।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।।
ব্রজের গোপিনী যত চাহি কৃষ্ণপানে।
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে আনন্দিত মনে।।
হেনমতে গোপগোপী হইয়া মিলন।
শ্রীকৃষ্ণেরে নিত্য নিত্য করেন পূজন।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
শ্রীকালী রচিয়া হন প্রফুল্ল অন্তর।।

অক্রূরের বৃন্দাবনে আগমন

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
এদিকে অক্রূর রথে করি আরোহণ।।
গমন করিল ত্বরা গোকুল নগরে।
যাইবার পথে সদা কৃষ্ণচিন্তা করে।।
মনে মনে ভাবে ভক্ত অক্রূর সুমতি।
হেরিব সৌভাগ্যবশে সেই বিশ্বপতি।।
মোর মত ভাগ্যবান কেহ নাহি আর।
জনম সার্থক আজি হেরিনু আমার।।
যাঁহার নামের গুণ করিলে স্মরণ।
অখিল পাতক হয় সমূলে নিধন।।
অখিল বেদাঙ্গ হৈল যেই মুখ হতে।
সে মুখ হেরিব আজি আপন চক্ষেতে।।
সকলে যাঁহারে বলে পুরুষ উত্তম।
যাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয় আচরণ।।
যাঁহার প্রীতির জন্য ইন্দ্র মতিমান।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।।
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র বসু যত দেবগণ।
যাঁহার স্বরূপ নাহি জানেন কখন।।
সেই বাসুদেবে আজি আপন নয়নে।
সার্থক হইব দেখি পুলকিত মনে।।
সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বরূপী সর্ব্বাত্মা অব্যয়।
এইসব নামে যারে ডাকে সুধীচয়।।
সেই হরি আজি আহা মধুর বচনে।
করিবেন আলাপন কত মম সনে।।
মৎস্য কূর্ম্ম আদি রূপ করিয়া ধারণ।
বিশ্বের মঙ্গল করে যেই সনাতন।।

সেই জন মম সনে আলাপ করিবে।
তাহা হতে কি সৌভাগ্য আছে মম ভবে।।
মনোমত বাঞ্ছা সিদ্ধি করার কারণ।
মানুষ আকার ধরি সেই জনার্দ্দন।।
ব্রজধামে অবস্থিতি করিছে এক্ষণে।
যে জন ধরিল ধরা পুলকিত মনে।।
আমারে অক্রূর বলি সেই সনাতন।
ডাকিলেন সম্বোধিয়া মধুর বচন।।
তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে।
সংসারে আছয়ে বন্দী তাঁর মায়াজালে।।
তাঁহার কৃপায় হয় অজ্ঞান বিনাশ।
যজ্ঞীয় পুরুষ যিনি যাজ্ঞিকের ভাষ।।
সনাতন সেই বিষ্ণু বিশ্বের ঈশ্বর।
ভক্তিভরে নমি তাঁর চরণ উপর।।
সদসৎ সব যাঁহে আছে প্রতিষ্ঠিত।
প্রসন্ন হউন তিনি আমাতে নিশ্চিত।।
নির্ব্বিকার তুমি হরি ওহে ভগবন।
পরম পুরুষরূপী বেদের বচন।।
শরণ লভিনু আমি জানিবে তোমার।
তোমা ভিন্ন কেবা বল ভবে করে পার।।
এইরূপে হরিচিন্তা করিতে করিতে।
অক্রূর গোকুলে আসে সন্ধ্যার পূর্ব্বেতে।।
দেখিলেন তথা আসি কমললোচন।
করিছেন হাস্যমুখে সুখে গোদোহন।।
আজানুলম্বিত বাহু অতি মনোহর।
নীলোৎপলদলশ্যাম অতীব সুন্দর।।
শ্রীবৎস শোভিছে কিবা বক্ষের উপরে।
মরি কিবা বনমালা বিরাজিছে গলে।।
কটিদেশে শোভা পায় কিবা পীতাম্বর।
তাঁহার পশ্চাতে আছে দেব হলধর।।
মেঘমালা পরিবৃত কৈলাস সমান।
শোভিছেন মরি কিবা রাম মতিমান।।
এইরূপে রাম কৃষ্ণে হেরিয়া নয়নে।
অক্রূর প্রফুল্ল হন নিজ মনে মনে।।
মনে মনে চিন্তা করে অক্রূর তখন।
সৌভাগ্যবশেতে হরি করিনু দর্শন।।
যে জন দাঁড়ায়ে আছে পশ্চাতে তাঁহার।
দ্বিতীয় হরির মূর্ত্তি সেই গুণাধার।।
নয়ন সার্থক মম হইল এতদিনে।
জনম সফল মম জানিনু এক্ষণে।।
কৃষ্ণ আজি মম পৃষ্ঠে দিবে নিজ কর।
নাশ হবে স্পর্শে তাঁর পাতক নিকর।।
এই হরি সদা রহে যাঁহার অন্তরে।
অগোচর কিবা তাঁর এ ভব সংসারে।।
যাহা হোক এবে হয়ে ভক্তিপরায়ণ।
দ্রুতগতি গিয়া লই কৃষ্ণের শরণ।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-গীতি সুললিত অতি।
বিরচিল দ্বিজ কালী পুলকিত মতি।।
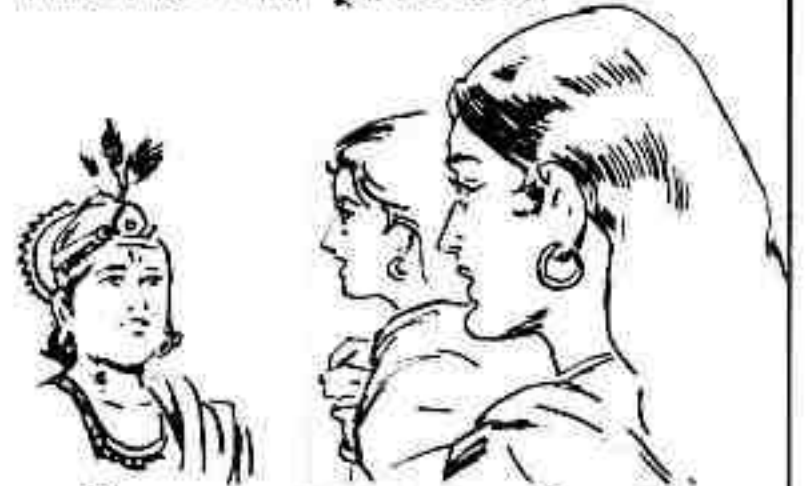
শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের বিলাপ

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
অক্রূরের সহ হরির কথোপকথন।।
গোপনে ডাকিয়া হরি অক্রূর সুজনে।
জিজ্ঞাসে একত্রেতে বলরাম সনে।।
তুমি দেব আমাদের দাও পরিচয়।
কেমনে আছেন মাতা পিতা মহাশয়।।
পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসিয়া প্রভু নারায়ণ।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে কৌশলে তখন।।
হে পিতৃব্য করিতেছি তোমারে জিজ্ঞাসা।
সুখেতে হয়েছে তব ব্রজধামে আসা।।
সুখে বা সম্পদে তাতঃ কুশল তোমার।
সুহৃদ সপিণ্ড সহ বান্ধবাদি আর।।
সবে তো সুখেতে কাল করিছে হরণ।
সবে তো নীরোগ দেহে আছেন এখন।।

নাম মাত্র মাতুল যে কংস দুরাশয়।
আমাদের কুলনাশী কন্টক নিশ্চয়।।
চক্রবর্ত্তী থাকিতে সে জ্ঞাতি সবাকার।
প্রজ সবাকার আর সুখী সমাচার।।
জিজ্ঞাসা বৃথাই করা জানিতেছি মনে।
সকলেই কষ্ট পায় খলের কারণে।।
যে যা হোক ওগো তাত মহাদুঃখ গণি।
আমা দোঁহাকার জন্য জনক-জননী।।
বহু দুঃখে করিছেন জীবন যাপন।
জীবিত পুত্রের শোক তাঁরা প্রাপ্ত হন।।
শুনেছি আছেন তাঁরা বন্ধন-দশায়।
আমরা কষ্টের মূল কিবা করি হায়।।
হে পূজ্য আপনি বন্ধু আমাদের হন।
ভাগ্যক্রমে অদ্য আসি মিলে দরশন।।
ভালই হইল তাহা কি আর বলিব।
আমারও বাসনা ছিল সাক্ষাৎ করিব।।
যে যা হোক ওগো তাত জিজ্ঞাসি এখন।
কি কারণে হইয়াছে ব্রজে আগমন।।
ছলেতে কহিল হরি এ হেন ভারতী।
মধুবংশোদ্ভব সেই অক্রূরের প্রতি।।
যে কথা জিজ্ঞাসে তায় প্রভু নারায়ণ।
যথামতে কহে সাধু সকল তখন।।
যেই কালে সেই ভাবে কংস দুরাচার।
যাদবগণের প্রতি করে অত্যাচার।।
বসুদেব বধিবারে যথা কৈল মন।
উভয়ে শৃঙ্খলে বাঁধি রাখিল যেমন।।
পাষাণ চাপায়ে বুকে রাখি নিরাহারে।
প্রহরী সহিতে রাখে ঘোর কারাগারে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদে যথা দুই জন।
হরি হেরিবারে মাত্র রাখিল জীবন।।
ছলে ধনুর্যজ্ঞারম্ভ করে যে কারণ।
একে একে কহিলেন অক্রূর সুজন।।
যেমন চানুর আর মুষ্টিক দ্বারায়।
হরিবধ্যভূমি হইল সেই মথুরায়।।
আপনি আসেন ব্রজে কংস-দূতরূপে।
বসুদেব-পুত্র তিনি হন যেইরূপে।।

কংস-কথা শুনে যাহা নারদের মুখে।
সমস্ত অক্রূর কহে শ্রীহরি সম্মুখে।।
এই সমুদয় কথা করিয়া শ্রবণ।
দৈত্য-নিসূদন হরি আর সঙ্কর্ষণ।।
হাস্য করি উঠিলেন তখন সত্বরে।
বলে তাত ভয় কিবা তোমার অন্তরে।।
দুষ্ট-নিসূদন মোরা ভাই দুই জন।
অবশ্য আত্মায় দুঃখ করিব মোচন।।
এত বলি দুই ভাই হরিষ অন্তরে।
উপনীত হন আসি নন্দের গোচরে।।
কংসাসুর নিমন্ত্রণ করিল যেমন।
বিজ্ঞাপন করিলেন তাঁহাকে তখন।।
বিদিত হইয়া নন্দ যত গোপগণে।
আহ্বান করিয়া আনি আপন ভবনে।।
কহিলেন শুন ওহে গোপের সমাজ।
ধনুর্যজ্ঞ করিছেন কংস মহারাজ।।
পাঠাইয়া দিয়াছেন অক্রূর সুজনে।
চল সবে যাই মধুপুরে নিমন্ত্রণে।।
ক্ষীরাদি গোরস করি সংগ্রহ এখন।
উত্তম উত্তম আর লয়ে উপায়ন।।
শকট যোজন সবে করহ সত্বরে।
নিশ্চয়ই যাইতে হবে মথুরা নগরে।।
দেখা যাবে তথা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান।
চেয়ে দেখ কত লোক করিছে পয়াণ।।
এইরূপ বলি নন্দ প্রহরী দ্বারায়।
সংবাদ দিলেন ক্রমে ব্রজে সবাকায়।।
নন্দের অনুজ্ঞা মতে ব্রজবাসীজন।
মথুরা যাইতে সবে করে আয়োজন।।
এ কথা শুনিয়া যত গোপাঙ্গনাগণ।
কি ভাব ধরিল বৎস করহ শ্রবণ।।
অক্রূর আসিয়া ব্রজে নন্দের নন্দনে।
লইয়া যাইবে ধনুর্যজ্ঞ নিমন্ত্রণে।।
প্রভাত হইলে নিশি যত গোপগণ।
হরি সহ মথুরায় করিবে গমন।।
এ কথা শুনিল যবে গোপাঙ্গনাগণ।
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িল তখন।।

অক্রুর রথেতে আসি হৈল উপনীত।
শ্রবণ করিয়া হৈল অত্যন্ত ব্যথিত।।
হৃদয়ে বিরহ হয় এমত প্রবল।
নিঃশ্বাসে দেখায় তাহা গোপিনীর দল।।
প্রফুল্ল কমল তুল্য দিব্য হাস্যানন।
একেবারে শুষ্ক হৈল বিরহ কারণ।।
শোকাবেগ হেতু বহু বহু গোপিকার।
দুকুল বলয় হার কেশ-গ্রন্থি আর।।
খুলিয়া ভূমেতে পড়ে নাহি তাহে মন।
বোধ হয় দেহে যেন নাহিক জীবন।।
শ্রীহরির ধ্যান তরে গোপিকা নিকর।
অধীর ইন্দ্রিয় সবে প্রেমেতে কাতর।।
বাহ্য বৃত্তি সমুদয় নিরুদ্ধ তখন।
মুক্তজন সম তাঁরা সমাহিত হন।।
ভাবেতে আপন দেহ জানিবারে পারে।
ভাবী বিরহেতে মুগ্ধ হয় একেবারে।।
কোন কোন গোপাঙ্গনা ভাবিল তখন।
শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ সুহাস্য আনন।।
উচ্চারিত শ্রীহরির সপ্রেম বচন।
একে একে স্মরি হয় মোহিত তখন।।
কোন কোন গোপী তাঁর সুন্দর বদন।
প্রেম চেষ্টা মধুভাবে সহাস্য দর্শন।।
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আর উদার চরিত।
চিন্তা করি বিরহের ভয়ে হয় ভীত।।
বিহ্বল হইল ভাবি সবে মনোদুঃখে।
দলবদ্ধ হয়ে কাঁদে ত্যজি গৃহসুখে।।
বিলাপ করয়ে স্নেহে হইয়া মগন।
নিজ নিজ মন করি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ।।
শ্রীহরি করিয়া প্রেম মজায়ে সকলে।
মনপ্রাণ হরি যায় মথুরামণ্ডলে।।
হরি অদর্শন-কষ্ট ভাবিয়া তখন।
কাঁদিতে লাগিল বসি যত গোপিগণ।।
বিধাতার প্রতি কোপ প্রকাশিয়া কয়।
ওহে বিধি দয়াশূন্য তোমার হৃদয়।।
মৈত্র প্রেম স্নেহরসে সৃজি নারীজন।
প্রথমে দেখায়ে ভোগ প্রেম স্নেহ ধন।।

সমাপ্ত না হতে ভোগ করহ হরণ।
মূর্খ বলি তোমা মোরা সবে সে কারণ।।
বুদ্ধিহীন বালকের চেষ্টা যে প্রকার।
তোমার অবোধ চেষ্টা ধরে সে আকার।।
মাধবের শ্যামবর্ণ সুন্দর বদন।
কুন্তলে আবৃত যাহা হয় সুশোভন।।
কপোল শশাঙ্ক সম কেমন সুন্দর।
উন্নত নাসিকা আহা কিবা মনোহর।।
গূঢ় হাস্য নেহারিলে মোহ যায় দূরে।
সে পদকমল ভাবে ভবসুখ ছেড়ে।।
সে মুখ দেখায়ে বিধি সবে একবার।
মায়ায় ঢাকিছ কেন তাহা পুনর্ব্বার।।
অতীব নির্দ্দয় তুমি তোমারে কি কব।
সাধু তুল্য কভু নহে এই কার্য্য তব।।
অতিশয় ক্রূর তুমি জেনেছি বিশেষ।
তুমিই এসেছ ধরি অক্রুরের বেশ।।
গোপিগণে দিয়েছিলে তুমি যেই ধন।
বিশ্বাসঘাতক সম করিছ হরণ।।
দয়া করি দিয়া বিধি সবে নেত্রদান।
দেখাও কৃষ্ণের দেহ কত ভঙ্গী স্থান।।
কভু নেত্র কভু হেরি সুন্দর বদন।
হেরিয়া আনন্দে থাকি যত গোপিগণ।।
সৃষ্টির নৈপুণ্য তাহে ছিল চমৎকার।
করিতাম নেত্রলোভী প্রশংসা তোমার।।
সবে মোরা বুঝিয়াছি তব অভিপ্রায়।
দেখিতে দিবে না আর কৃষ্ণে গোপিকায়।।
তাহাতেই ওহে বিধি হয়ে ক্রুদ্ধ মন।
স্থানান্তরে করিতেছ মাধবে প্রেরণ।।
আমাদের নেত্র হন শ্রীনন্দকুমার।
সে আঁখি হরিলে তুমি আমা সবাকার।।
এইরূপে গোপিগণ বিধির উপর।
হরিপ্রেমে তিরস্কার করে পরস্পর।।
কোন গোপী সকাতরে আর জনে কহে।
শ্রীহরির ভালবাসা স্থির কভু নহে।।
পতি পুত্র গৃহ ধন আর পরিজন।
সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া এখন।।

লভিয়াছি দাস্য তার ভাবি প্রাণধন।
বসে আছি প্রেতমূর্ত্তি করি দরশন।।
এমন বন্ধুত্ব ত্যজি দেখহ কেমনে।
আমা সবে ভুলি যান মথুরা ভবনে।।
আমরা পাব না আর দরশন তাঁর।
কপট পিরীতি তাঁর বুঝিনু এবার।।
যুক্তি স্থির কর সখী সকলে এখন।
কেমনে মথুরাগতি হবে নিবারণ।।
অন্য গোপী কহে মম অনুভব হয়।
মথুরাবাসিনী যত যুবতী নিচয়।।
রাত্রি সুপ্রভাত হোক এমন বলিয়া।
আশীষ প্রার্থনা করে ঈশ্বরে পূজিয়া।।
পূরাইতে হরি সবে বাসনা যেমন।
নিশি শেষে করিবেক মথুরা গমন।।
শ্রীহরির মুখপদ্ম কটাক্ষ সহিত।
প্রেম হাসি প্রেম মধু তাহে সংযোজিত।।
সে অধর মধুপান করিতে পাইবে।
দেবের অমৃত তুচ্ছ তাহাতে ভাবিবে।।
মৃদু প্রেমবাক্যে সেই যুবতী নিচয়।
মুকুন্দের চিত্ত লয়ে হরিয়া নিশ্চয়।।
শ্রীহরি তাদের হেরি ভাব সুকোমল।
বিনয়েতে ভুলিবেন গোপিনী সকল।।
আর নাহি তুষিবারে আমা সবাকার।
এই স্থানে আসিবেন হরি পুনর্ব্বার।।
হায় হায় আমাদের প্রেমভোগ্য ধন।
অপরে করিবে সখী সম্ভোগ এখন।।
দাশার্হ অন্ধক আদি যত সাধুজন।
সকলে করিবে পূজা হেরি নারায়ণ।।
আনন্দে পূরিবে সেই মথুরা নগর।
যেমন যাবেন তথা শ্যাম নটবর।।
দর্শন করিব সবে হরিষ অন্তরে।
কতই করিবে পূজা যশোদাকুমারে।।
যাইলে পথেতে হরি যাহারা তখন।
পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে করিবে দর্শন।।
তাহাদের নয়নেতে বাড়িবে উৎসব।
আজি হতে মথুরার বাড়িল গৌরব।।
ব্রজের গৌরব গেল মোরা হৈনু পর।
আমাদের ধনে শোভে মথুরা নগর।।
এরূপে বিলাপ করি ব্রজাঙ্গনাগণ।
অক্রূরের প্রতি কোপ করিয়া তখন।।
মনে মনে কহে যার এরূপ ব্যাভার।
যার নাহিক লেশ অন্তরে যাহার।।
তাহার অক্রূর নাম না ধরা উচিত।
অতি নিদারুণ সেই অক্রূর নিশ্চিত।।
বিরহ অনলে ফেলি ব্রজ গোপিকারে।
না বুঝায়ে না জানায়ে ইচ্ছা অনুসারে।।
যেই জন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অতি।
সেই হরি লয়ে যাবে ক্রূরমতি অতি।।
এত বলি কাঁদে গোপী বসিয়া অঙ্গনে।
প্রভাত হইল নিশি ক্রমে সেই ক্ষণে।।
সুদীর্ঘ যামিনী যেন পলকে অতীত।
নেহারি কাতর হয় গোপীজন-চিত।।
একে একে গিয়া সবে নিকুঞ্জ কাননে।
মনের দুঃখেতে কাঁদে হরির কারণে।।
প্রভাত হইল সেই দুঃখের যামিনী।
অধীরা হইয়া কুঞ্জে যতেক গোপিনী।।
একত্র হইয়া কহে কি ঘটিল সই।
কপালের গুণে শশী হীনপ্রভ ওই।।
বিধাতা পাঠায়ে রবি বিকট কিরণে।
চন্দ্রে গ্রাস করি লয় মোদের জীবনে।।
ওই শোন ভেরি-রব হয় ঘন ঘন।
মৃদঙ্গ পণব বাজে ভেদিয়া গগন।।
চেয়ে দেখ রথে আসি ব্রজের মাথার।
ব্রজকুল রবি ঢাকি করিল আঁধার।।
দেখ রে বিবিধ সাজে সাজি গোপদল।
অক্রূর সহিত লয়ে চলিল গোপাল।।
রথে উঠিবারে হরি হলেন তৎপর।
পশ্চাতে পশ্চাতে যায় গো-পাল নিকর।।
শকট লইয়া ত্বরা করিছে গমন।
বৃদ্ধেরাও কেহ নাহি করিছে বারণ।।
দেখিতেছি ব্রজ সহ গোপী সবাকার।
বিধি প্রতিকূল চেষ্টা করে অনিবার।।

অনুকূল হইলে কি এ ঘটনা হয়।
দৈব প্রতিকূল বলি বিপদ নিশ্চয়।।
আয় সখী বলে দৈব বল কি করিত।
হয় বজ্রপাত নয় অনিষ্ট হইত।।
তাহা হলে নিবারিত হইত গমন।
ভাল যদি প্রাণ গিয়া থাকে কৃষ্ণধন।।
অনন্তর কোন গোপী এইরূপ কয়।
সাহসে আশ্রয় এসো করি এ সময়।।
সকলে মিলিয়া চল রথ সমীপেতে।
মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে দেব না যাইতে।।
কুলবৃদ্ধ আত্মীয়েরে কিবা লজ্জা ভয়।
শ্রীহরি হইতে সখা শ্রেষ্ঠ তারা নয়।
হরির বিরহ অর্দ্ধ নিমিষ কখন।
সহিতে নারিব আর থাকিতে জীবন।।
ভাবি কষ্টে ভাবি সবে চিত্ত এই ক্ষণে।
কিরূপ হয়েছে সখী ভেবে দেখ মনে।।
এরূপ অবস্থা দেখি হয়েছে যখন।
মান লজ্জা ভয়ে বল কি কাজ তখন।।
সখিগণ দেখ যার জন্য সুললিত।
মনোহর প্রেমলীলা সর্ব্ব মনোনীত।।
প্রেম-আলিঙ্গনে রাসক্রীড়ায় সবায়।
যাপিনু সমস্ত রাত্রি যেন ক্ষণপ্রায়।।
প্রেমের রতন সেই শ্রীকৃষ্ণ বিহনে।
বিরহসাগরে পার হইব কেমনে।।
দিবা অবসানে সেই হরি গুণান্বিত।
ব্রজ শিশুগণ দ্বারা হইয়া বেষ্টিত।।
আসিতেন ব্রজমাঝে প্রেমের রতনে।
বাঁশরী বাজায়ে অতি পুলকিত মনে।।
ব্রজে আসি চারি দিকে দৃক্‌পাত করি।
আমাদের চিত্ত যিনি লয়েছেন হরি।।
তাঁহার অভাবে বল আমরা কেমনে।
জীবন ধরিয়া রব ধিক এ জীবনে।।
সেই কৃষ্ণধন বনে করি বিচরণ।
দিবাশেষে ব্রজধামে আসেন যখন।।
গাভীদের পদধূলি দ্বারায় তাহার।
বেশ সহ গলস্থিত বনফুলহার।।
অতি মনোহর রূপে হয় ধূসরিত।
সে রূপ বিহনে থাকি কিরূপে জীবিত।।
কৃষ্ণসিক্ত চিত্ত ছিল ব্রজনারিগণ।
ক্রমেতে বিরহাতুরা হইয়া তখন।।
লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে।
আসি রথপাশে হয় মূর্চ্ছিত সবারে।।
উচ্চরবে কহে ওহে শ্রীমধুসূদন।
মোদের ভুলিয়া কোথা করিছ গমন।।
আমাদের পরিহরি গমন করিলে।
তখনি মরিব মোরা পড়িয়া সলিলে।।
ওহে হরি মথুরায় মঙ্গল হবে না।
পদাশ্রিতা দাসিগণে প্রাণে বধিও না।।
কুলমান লোকলজ্জা সব পরিহরি।
রয়েছি কেবল তব শ্রীচরণ ধরি।।
হায় হায় মনোদুঃখ বলিব কাহায়।
কার ধন কেবা আসি হরি লয়ে যায়।।
ওগো ব্রজভূমি কব কি তোমারে আর।
যে হরির পদচিহ্ন ভূষণ তোমার।।
যে ভূষা হৃদয়ে তুমি ধারণ করিয়া।
ভাগ্যবতী হয়ে আছ বৈকুণ্ঠে নিন্দিয়া।।
না জানি মথুরাপুরী কি সাধনা কৈল।
তোমার সৌভাগ্য আজি হরিয়া লইল।।
এইরূপে গোপিকারা করয়ে রোদন।
তাহাদের দুঃখে দুঃখী না হবে তপন।।
উদয় অচলে আসি হলেন উদিত।
হেরিয়া অক্রূর মনে হয় আনন্দিত।।
সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম করি সমাপন।
রাম কৃষ্ণ লয়ে রথে করি আরোহণ।।
ক্ষণেক বিলম্ব আর ব্রজে না করিয়ে।
মথুরার দিকে রথ দিলেন চালায়ে।।
নন্দ আদি গোপগণ হয়ে হরষিত।
অসংখ্য কলস করি দুগ্ধেতে পূর্ণিত।।
শকটে তুলিয়া আর লয়ে উপায়ন।
পশ্চাতে পশ্চাতে তার করিল গমন।।
গোপিকারা বিরহেতে ব্যাকুল হইয়া।
বিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়া।।

একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের চাহিয়া বদন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রবে করিল রোদন।।
কভু শিরে কর হানে কভু বা মূর্চ্ছিত।
নেত্রজলে ভক্তি-নদী হয় প্রবাহিত।।
একবার কাঁদে আর মুছিয়া নয়ন।
তখনি উঠিয়া হেরে হরির চরণ।।
রথ হতে হেরি হরি সেই গোপিগণে।
চাহিলেন একদৃষ্টে কমল নয়নে।।
মায়ামূর্ত্তি ধরি হরি কাতরে তখন।
গোপীর হৃদয়ে আসি সমুদিত হন।।
এক ভাব রথে রৈল আর ভাব ধরি।
দেখা দিয়া কহিলেন হৃদয় ভিতরি।।
স্থির হয়ে ভাব সবে মোরে দিয়া মন।
কভু না ত্যজিব আমি এই বৃন্দাবন।।
বিরহে পাইলে সিদ্ধি মম প্রেমধন।
নিরাকার ভাবে দিব মনে দরশন।।
প্রেম-সিদ্ধি ফল ইহা ভাবিও না আর।
বিরহে ভাবিলে মোরে পাইবে আবার।।
সন্তাপিতা গোপিগণে সপ্রেম বচনে।
সেই কথা কহি হরি যান সেই ক্ষণে।।
তাহাতে আশ্বস্ত হয়ে ব্রজাঙ্গনাগণ।
কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইয়া তখন।।
রথের পতাকাচিহ্ন দেখে যতক্ষণ।
একদৃষ্টে চাহি সবে রহে ততক্ষণ।।
যখন সেসব আর না হয় দর্শন।
তখন বিরহ-চিত্তে ব্রজাঙ্গনাগণ।।
শ্রীকৃষ্ণের গুণ গাহে মোহিত হইয়া।
নিজ নিজ বাসে সবে আসিল ফিরিয়া।।
আসিবেন নটবর কিছুদিন পরে।
এইরূপ গোপিগণ ভাবিয়া অন্তরে।।
যেই দুই দিন থাকে বিরহে মগন।
দুই যুগ সম ভাবি করয়ে যাপন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ কালী কহে যেবা শুনে পুণ্যবান।।

অক্রূরের যমুনাজলে অবগাহন ও দিব্যরূপ দর্শন

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
তারপর কি করিল প্রভু নারায়ণ।।
ভগবান রাম হরি অক্রূরের সনে।
বায়ু সম বেগশালী রথ আরোহণে।।
পাপক্ষয় যমুনার তটে উত্তরিয়া।
বিমান হইতে নামি স্নানাদি করিয়া।।
করিলেন যমুনার মিষ্ট জলপান।
পান করি করিলেন শীতল পরাণ।।
বৃক্ষাদির নিকটেতে একবার গিয়া।
সেই সব তরুগণে দরশন দিয়া।।
বলভদ্র সহ আসি রথের উপরে।
বসিলেন হৃষীকেশ হরিষ অন্তরে।।
অনন্তর রাম কৃষ্ণে অক্রূর সুমতি।
রথোপরি রাখে শেষে লয়ে অনুমতি।।
যমুনার তীরে যান স্নানের কৌশলে।
করিতে যমুনা-পূজা অতি কুতূহলে।।
তীরে গিয়া ভাবে তবে সেই সাধুজন।
শুনিয়াছি কৃষ্ণধন ব্রহ্ম সনাতন।।
মায়াময় নরমূর্ত্তি হেরিনু নয়নে।
আমারে বঞ্চিয়া মূর্ত্তি রাখে সঙ্গোপনে।।
আমি অতি মূঢ়মতি সেই হেতু হরি।
নাহি দেখা দিল মোরে ব্রহ্মমূর্ত্তি ধরি।।
এই তো যমুনাজল সুপবিত্র হয়।
স্নান করি পূজি তাহে শ্রীহরি নিশ্চয়।।
নিমগ্ন হইয়া নীরে অক্রূর তখন।
সনাতন ব্রহ্মরূপ করেন চিন্তন।।

হেরিলেন সাধু তবে জলের ভিতরে।
রাম কৃষ্ণ বিরাজেন কমল উপরে।।
বিস্মিত হইয়া ভাবে অক্রুর তখন।
রথে বসি রয়েছেন হরি সঙ্কর্ষণ।।
পুনশ্চ উভয়ে হেরি সলিল ভিতরে।
তবে কি তাঁহারা নাই রথের উপরে।।
জল হতে উঠি সাধু এরূপ বলিয়া।
হেরিলেন রথে দোঁহে আছেন বসিয়া।।
বিস্ময় ভাবিল মনে অক্রুর তখন।
সলিলে কি করিলাম মিথ্যা দরশন।।
পুনর্ব্বার জলমধ্যে নিমগন হয়ে।
দেখেন অনন্ত রূপ রোহিণীতনয়ে।।
সুরাসুর নাগ যক্ষ আর সিদ্ধগণ।
কায়মনে করিতেছে তাঁহারে স্তবন।।
সহস্র মস্তক তাঁর অতি সুশোভিত।
সমস্ত মাথায় আছে কিরীট স্থাপিত।।
পরিধানে নীলাম্বর অতি সুশোভন।
মৃণালের সম তার কোমল গণন।।
হেন বুঝি মরকত শিখর সহিত।
কৈলাস ভূধর যেন আছে বিরাজিত।।
তাঁরি ক্রোড়ে অন্য এক পুরুষ সুন্দর।
বরণ নিবিড় শ্যাম ধরি পীতাম্বর।।
চারি বাহু অলঙ্কৃত অতি মনোহর।
অমল কমল সম নয়ন সুন্দর।।
অতিশয় শান্ত মূর্ত্তি করিলে দরশন।
দূরে যায় ভব-তাপ পুত্র কিংবা ধন।।
মনোহর ভুরুযুগ প্রসন্ন আনন।
হাস্য ও কটাক্ষ তাহে মোহন শোভন।।
কামের কটাক্ষপূর্ণ ভুরু মনোহর।
নাসিকা উন্নত তাহে শ্রবণ সুন্দর।।
কপোল দেখিতে যেন অষ্টমীর শশী।
বদন-গগনে রহিয়াছে যেন বসি।।
আজানুলম্বিত বাহু ক্ষীণ কটিবর।
বিশাল সুবক্ষ তাহে শোভে মনোহর।।
বক্ষঃস্থলে স্থির হয়ে আছেন কমলা।
কণ্ঠদেশে কম্বুরেখা অতি মনোহরা।।
ত্রিবলী শোভিত কিবা উদর সুন্দর।
সংসার আধার নাশে কিরণে নখর।।
চম্পকের সম কিবা অঙ্গুলি সহিত।
হস্ত হতে পাদপদ্ম অতি বিরাজিত।।
মহাশূন্য মণিময় কিরীট তাঁহার।
শিরেতে বিরাজে হৃদে মুকুতার হার।।
কুণ্ডল অঙ্গদ আর নূপুর দ্বারায়।
মোহিত করিল যেন আপন শোভায়।।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুন্দর কমল।
শ্রীবৎস কৌস্তভে কিবা শোভে বক্ষঃস্থল।।
বনমালা গলে শোভে অতি চমৎকার।
সুনন্দ নন্দাদি আছে পারিষদ তাঁর।।
সনক নারদ আদি বিধি পঞ্চানন।
সুরেশ্বর মরীচ্যাদি যত দেবগণ।।
প্রহ্লাদ ও ধ্রুব আর বসুগণ যত।
চারি ধারে ভাগবত শোভে কত শত।।
ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে পরম যতনে।
উত্তম উত্তম বাক্যে তাঁহার সদনে।।
প্রেমপূর্ণ চিত্তে সবে মুদিয়া নয়ন।
করিতেছিলেন যত্নে তাঁহার স্তবন।।
মাতৃকাগণের সহ মহামায়া আর।
করিতেছিলেন প্রেমে সেবন তাঁহার।।
জলমধ্যে এইরূপ অক্রুর সুমতি।
দরশন করি মনে লভি প্রেম অতি।।
পুলকে পূর্ণিত দেহ হইল তাঁহার।
ভাবেতে কাঁপিল দেহ নেত্র অশ্রুভার।।
প্রেমেতে ভুলিল তাঁর নিজ প্রাণ মন।
মনে মনে ভাবিলেন তখন এমন।।
আমাদের এই কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর।
সঙ্কর্ষণ হন রাম রূপে সহোদর।।
অক্রুর দিলেন শির কৃষ্ণের চরণে।
প্রণাম করিয়া অতি পুলকিত মনে।।
সুপ্রেম আশ্রয় করি অতীব বিনয়ে।
গদগদ বচনেতে কৃতাঞ্জলি হয়ে।।
ধীরে ধীরে কায়মনে করেন স্তবন।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে নারায়ণ।।

আপনি বালক নহ পুরুষ প্রধান।
আদি অন্ত নাহি তব তুমি ভগবান।।
তাহার কারণ এই শুন যদুমণি।
অখিল কার্য্যের মাঝে কারণ আপনি।।
ওহে প্রভু আপনিই দেব নারায়ণ।
নাভিপদ্ম হতে তব জন্মে পদ্মাসন।।
সেই ব্রহ্মা হতে পরে ওহে দয়াময়।
ত্রিভুবন সমুদ্ভুত হয়েছে নিশ্চয়।।
ওহে ভগবান হরি দেব পীতবাস।
তুমি জল বহ্নি আর অনিল আকাশ।।
মহতত্ত্ব অহঙ্কার অন্য তত্ত্বচয়।
প্রকৃতি-পুরুষ মন ইন্দ্রিয়-নিচয়।।
ইন্দ্রিয়-নিচয় আর শক্তি দেবগণ।
যে সব পদার্থ হয় বিশ্বের কারণ।।
আপনার মহামূর্ত্তি হতে সমুদয়।
উৎপন্ন নাহি হয় তাহাতে সংশয়।।
মায়া আদি যেই সব শক্তি নারায়ণ।
বিশ্বকার্য্য দ্বারা হয়ে থাকে দরশন।।
জড় সব সেই সব হয় দয়াময়।
তুমি কিবা বস্তু তারা কিছু জ্ঞাত নয়।।
ব্রহ্মাণ্ড মায়ার গুণে আবৃত থাকায়।
গুণাতীত রূপ তব দেখিতে না পায়।।
তাহারা স্বরূপ তব না জানে কখন।
কিরূপে জানিবে তোমা অন্য দেবগণ।।
যদিও কাহারও নহ গোচর শ্রীহরি।
তথাচ যে কোন পথ সমাশ্রয় করি।।
ভজনা করিলে তুমি তাহার মাঝারে।
দেখা দাও কৃপা করি ভক্তে তুষিবারে।।
আমিই অধ্যাত্মবল ধরি এ সংসার।
ভৈআত অধিভূদেব করহ প্রচার।।
যোগী তোমা হেরে যোগে ভাবে মুনিগণ।
নানা মূর্ত্তিময়ে ভাবে তোমা ভক্তজন।।
ত্রিভুবন সাক্ষী তুমি অন্তর্যামী রূপ।
সবার নিয়ন্তা তুমি বিশ্বের স্বরূপ।।
তব উপাসনা করি পরম যতনে।
আজীবন সঁপে মন তোমার চরণে।।

তুমি বাসুদেব তুমি রোহিণীকুমার।
তুমিই প্রদ্যুম্ন তুমি অনিরুদ্ধ আর।।
এই চতুর্ব্যূহে আর বিশ্বের মাঝারে।
কোটি কোটি নমস্কার করি হে তোমারে।।
প্রেমিকা জনের বশ তুমি নারায়ণ।
তব পাদপদ্মে করি সতত বন্দন।।
দানবগণের তুমি হও নাশকারী।
ওহে দেব তুমি শুদ্ধ বুদ্ধরূপ-ধারী।।
নমস্কার তব পদে তুমি জনার্দ্দন।
বীর্য্যশালী কল্কিরূপ করিয়া ধারণ।।
ম্লেচ্ছপ্রায় যাবতীয় ক্ষত্রিয় নিচয়ে।
নাশকারী তুমি হরি নমি পদদ্বয়ে।।
এইরূপে নানা মতে করিয়া স্তবন।
আপন মোচন জন্য অক্রূর তখন।।
কহিলেন ওহে দেব লোক সমুদয়।
মোহিত হইয়া রহে তোমার মায়ায়।।
সহজে ইহারা এই মিথ্যা দেহাদিতে।
কর্ম্মমার্গে যত্নযোগে ভ্রমে মুগ্ধ চিতে।।
কেবল তাহারা নাহি করিছে ভ্রমণ।
আমিও হইয়া মূঢ় ওহে ভগবন।।
দেহ গেহ দারা আদি তনয়েতে আর।
স্বজন ও ধন যাহে বুঝিনু অপার।।
সেই সব সত্য বুদ্ধি করিয়া এখন।
নিরর্থক করিতেছে সংসারে ভ্রমণ।।
যে কারণ মূঢ় আমি শুন দয়াময়।
অনিত্য অনাত্মা ভাবে দুঃখ এই হয়।।
এইসব পদার্থেতে আমার এখন।
বিপরীত বুদ্ধি যোগে হতেছে ধারণ।।
মায়াতে অনিত্য কর্ম্মফলে রমাপতি।
নিত্য জ্ঞান করিতেছ কি মম দুর্গতি।।
অনাত্মা এ দেহে বরিতেছি আত্মজ্ঞান।
এ বিষয়ে আমি প্রভু অতীব অজ্ঞান।।
দুঃখরূপ দেহাদিতে সুখ ভাবি মনে।
অতিশয় মূঢ় আমি তাহার কারণে।।
সুখ আর দুঃখ আদি দ্বন্দ্বেই আমার।
কল্যাণ হতেছে বোধ কারণ তাহার।।

তমোগুণে সমাবৃত আছি একেবারে।
প্রেমাস্পদ আপনাকে না ভাবি অন্তরে।।
যেমন অবোধ জন বুঝিতে না পারি।
না দেখি জলজ তৃণে ঢাকা স্বাদু বারি।।
মৃত্তৃষ্ণিকায় দূরেতে করি দরশন।
ধাবিত হইয়া থাকে তেমতি এখন।।
আপনাকে নাহি দেখি খুঁজিয়া হৃদয়ে।
সংসারেতে রহিয়াছি অনুরক্ত হয়ে।।
ওহে পরাৎপর প্রভু দেব সারাৎসার।
বিষয়-বাসনাযুক্ত বুদ্ধি যে আমার।।
বিশুদ্ধ করিতে আমি আপনার মনে।
সক্ষম না হইতেছি কুভাগ্য কারণে।।
বিষয়-সংসারে মন মম মত্ত করি।
কাম্য কর্ম্মে সংযোজিত দিবা বিভাবরী।।
বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ মনে ইতস্ততঃ।
আকর্ষণ করি করে বিষয়ে নিরত।।
ওহে ভগবান হরি ভুবনে আরাধ্য।
মনের নিরোধ করি কিবা মম সাধ্য।।
মায়ার অধীন আমি অতি মূঢ়জন।
লইলাম আপনার চরণে শরণ।।
হে ঈশ্বর হে অন্তর্যামী তোমার চরণে।
শরণ লইতে নাহি পারে দুরজনে।।
আমি যে শরণ প্রাপ্ত শ্রীপদে তোমার।
অনুগ্রহ তব মাত্র ওহে গুণাধার।।
ওহে পদ্মনাভ হরি কৃপায় তোমার।
অনুগ্রহ তব মাত্র ওহে গুনাধার।
ওহে পদ্মনাভ হরি কৃপায় তোমার।
জীবের যখন হয় সমাপ্তি সংসার।।
সাধুসেবারত জীব হয় সে সময়।
তব প্রতি মতি তার সেই ক্ষণে হয়।।
নাহি হলে তব কৃপা ওহে বিশ্বপতি।
সাধুসেবা অথবা কি তব প্রতি মতি।।
কভু কোন ক্রমে নাহি হয় সমুদ্ভব।
সহজে তোমার প্রেম লাভ অসম্ভব।।
অক্রুর এতেক বলি পড়িয়া চরণে।
প্রার্থনা করিয়া কহে বিনয় বচনে।।

বিজ্ঞান যাহার মূর্ত্তি কহে যোগীগণ।
শাস্ত্র মাঝে যিনি সর্ব্বজ্ঞানের কারণ।।
অপর যিনিই সর্ব্ব পুরুষের সার।
সৃষ্টি মাঝে কাল কর্ম্ম স্বভাবাদি আর।।
সেই সমূহের যিনি নিয়ন্তা নিশ্চয়।
পরিপূর্ণ থাকি সদা বিশ্বরূপী হয়।।
যাঁহার অনন্ত শক্তি যিনি সর্ব্বসার।
তাঁহার চরণে আজি করি নমস্কার।।
ওহে ভগবান তুমি ধাতার বিধাতা।
তুমি বাসুদেব সর্ব্বচিত্ত অধিষ্ঠাতা।।
সকল প্রাণীর তুমি আশ্রয় সদন।
অহঙ্কার অধিষ্ঠাতা তুমি সঙ্কর্ষণ।।
ওহে হরি তুমি সর্ব্ব ভুবনের সার।
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার।।
ওহে হৃষীকেশ তুমি জগতের পিতা।
বুদ্ধির মনের তুমি হও অধিষ্ঠাতা।।
প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামেতে কথিত।
কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ নাম তুমিই নিশ্চিত।।
তোমার শরণাগত হলাম এখন।
ভবে মুক্ত কর কৃপা করি বিতরণ।।
তুমি সত্য সনাতন বুঝিনু এখন।
মায়াবলে নানা মূর্ত্তি করহ ধারণ।।
সত্য মূর্ত্তি যাহা প্রভু করহ গ্রহণ।
জলে স্থলে তার সত্ত্বা থাকে অনুক্ষণ।।
যেখানে যে জন ভাবে করিয়া যেমন।
দেখা তুমি দাও হরি তাহারে তেমন।।
ফলে ফুলে লতা-বৃক্ষে এই বৃন্দাবনে।
সতত রয়েছ তুমি প্রেম আচ্ছাদনে।।
কলাপী-কলাপে আর যমুনার জলে।
পিকের কণ্ঠেতে আর কদম্বের তলে।।
গগনে পবনে কুঞ্জে গৃহে সবাকার।
রয়েছ নিয়ত গোপী হৃদয় মাঝার।।
সর্ব্বব্যাপী বোধ মম হইল উদয়।
বৃন্দাবনে আসি স্পষ্ট হইল সংশয়।।
আর কি কহিব হরি তুমি নারায়ণ।
অন্তিম কালেতে দিও যুগল চরণ।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, রজক বধ ও মালাকার-গৃহে গমন

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বলিব তাহার পর অপূর্ব্ব ভারতী।।
নানাবিধ পুষ্প দিয়া অক্রূর সুজন।
ভগবান নারায়ণে করিয়া অর্চ্চন।।
চরিতার্থ আপনারে করি অনুমান।
যমুনা সলিল হতে করি গাত্রোত্থান।।
রথের নিকটে পুনঃ করিয়া গমন।
হেরিলেন রাম কৃষ্ণ আছে দুই জন।।
দেখিয়া অক্রূরহৃদে লাগিল বিস্ময়।
অক্রূরে সম্বোধি কহে কৃষ্ণ দয়াময়।।
বিস্ময়ে যমুনাজলে ওহে মহামতি।
দেখিতে আসিলে কিবা কহ দ্রুতগতি।।
তোমার তাদৃশ ভাব করি দরশন।
হইয়াছি আমি অতি বিস্ময়ে মগন।।
এত্তেক বচন শুনি অক্রূর সুমতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে বিশ্বপতি।।
যমুনার জলে যাহা করিনু দর্শন।
প্রত্যক্ষে এখন তাহা করি নিরীক্ষণ।।
কিছুই বিচিত্র নহে নিকটে তোমার।
অধিক তোমার পাশে কি কহিব আর।।
এখন বিলম্ব নহে করা শ্রেয়স্কর।
চল হরি যাই দ্রুত মথুরা নগর।।
পরপিণ্ডে যেই করে জীবন ধারণ।
ধিক্ ধিক্ তারে ধিক্ ওহে নারায়ণ।।
কংসে হতে মম হৃদে হইতেছে ভয়।
এখন চলহ প্রভু মথুরা আলয়।।

এত বলি অশ্বগণে করিল চালন।
তীব্রবেগে অশ্বগণ চলিল তখন।।
সায়াহ্ন সময়ে রথ আসে মথুরায়।
অক্রূর সম্বোধি কহে ভাই দু'জনায়।।
শুন শুন বীরদ্বয় আমার বচন।
এক্ষণে একাকী আমি করিব গমন।।
পদব্রজে তোমা দোঁহে কর আগমন।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ।।
বসুদেব তব পিতা আছে কারাগারে।
কদাচ গমন নাহি করিবে সে পুরে।।
অক্রূর এতেক বলি পশে মধুপুরী।
রথ হতে অবতীর্ণ রাম আর হরি।।
নগরে পশিয়া দোঁহে করেন গমন।
নরনারী সবে রূপ করে দরশন।।
গজেন্দ্র গমনে দোঁহে চলে ধীরে ধীরে।
কিছুদূর অতিক্রম হলে তার পরে।।
জনৈক রজকে নেত্রে করিয়া দর্শন।
চাহিলেন রাম কৃষ্ণ বাঞ্ছিত বসন।।
কংসের রজক সেই আছে অহঙ্কার।
ব্যঙ্গোক্তি করিল কত সেই দুরাচার।।
তাহে কোপাবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
করতলাঘাতে শির করেন ছেদন।।
হেনমতে রজকেরে বধিয়া শ্রীহরি।
বসন লইয়া হন পীতাম্বরধারী।।
বলদেব নীলাম্বর করেন গ্রহণ।
মালাকার গৃহে পরে করেন গমন।।
মোহন মূরতিদ্বয় দেখিয়া নয়নে।
সবিস্ময়ে মালাকার ভাবে মনে মনে।।
কোথা হতে এই দুই আসিল কুমার।
কাহার তনয় এরা মোহন আকার।।
মানব বলিয়া কভু নাহি হয় জ্ঞান।
সুরশিশু হবে বলি হয় অনুমান।।
মালাকার এইরূপ করিয়া চিন্তন।
দোঁহাকার প্রতি ভক্তি করিল তখন।।
রাম কৃষ্ণ গিয়া কহে সেই মালাকারে।
কিঞ্চিৎ কুসুম দাও আমা দোঁহাকারে।।

এত শুনি মালাকার করিয়া প্রণাম।
করযোড়ে কহে শুন ওহে ভগবান।।
কৃপা করি মম গৃহে এসেছ দু'জনে।
সৌভাগ্য আমার আজি বুঝিলাম মনে।।
চরিতার্থ হৈনু আমি সার্থক জীবন।
এত বলি নানা পুষ্প করিল অর্পণ।।
তাহার ভকতি দেখি কৃষ্ণ মহামতি।
তুষ্ট হয়ে বর দিয়ে কহেন ভারতী।।
তোমার ভক্তিতে প্রীতি লভিনু এখন।
কমলা অচলা রবে তোমার ভবন।।
পুত্রশোক কভু নাহি হেরিবে তোমারে।
পরিণামে হৃদিমাঝে স্মরিয়া আমারে।।
দিব্যলোকে অবহেলে করিবে গমন।
ধর্ম্ম প্রতি মতি তব রবে অনুক্ষণ।।
তোমার সন্তানগণ দীর্ঘজীবী হয়ে।
পরম সুখেতে রবে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
যাবৎ গগনে রবে দেব দিবাকর।
তাবৎ তোমার বংশ রবে স্থিরতর।।
কোনরূপ উপসর্গ করি আগমন।
তব বংশে কভু নাহি করে আক্রমণ।।
এইরূপ বর দিয়া সেই মালাকারে।
রাম সহ যান কৃষ্ণ প্রফুল্ল অন্তরে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

কুব্জার প্রতি অনুগ্রহ ও কংস বধ

রাজমার্গে কৃষ্ণ পরে করিছে গমন।
কুব্জা এক পথিমাঝে করেন দর্শন।।
অনুলেপনের পাত্র আছে তার করে।
সম্বোধি কহেন কৃষ্ণ সুমধুর স্বরে।।
সুন্দরি আমার বাক্য করহ শ্রবণ।
অনুলেপ হস্তে তব কাহার কারণ।।
শ্রীহরি সুধামাখা শুনিয়া কাহিনী।
অনুরাগবতী হয়ে কুবুজা রমণী।।
কোমল বচনে কহে শুন ওহে নাথ।
মথুরার রাজা কংস দানবের নাথ।।
তাঁর তরে অনুলেপ লইয়া যতনে।
জান না কি যাইতেছি রাজার ভবনে।।
অন্যে কেহ অনুলেপ কংসরাজে দিলে।
তাহা নাহি নৃপতির কভু মনে বলে।।
আমার উপরে সদা তুষ্ট নরপতি।
দিয়াছে যথেষ্ট ধন ওহে মহামতি।।
কুব্জার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে বাসুদেব কহেন তখন।।
রাজযোগ্য গন্ধদ্রব্য আছে তব করে।
কৃপা করি দাও ইহা আমা দোঁহাকারে।।
সুগন্ধ ভোগের যোগ্য মোরা দুই জনে।
দেখ দেখ বরাননে কর দরশনে।।
হরির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
অনুলেপ দিল কুব্জা অতীব যতনে।।
কুব্জার পরম ভক্তি করি দরশন।
রাম কৃষ্ণ দোঁহে হন আনন্দে মগন।।
অনুলেপ বিলেপন করি কলেবরে।
কিবা শোভা ধরে দোঁহে কে বর্ণিতে পারে।।
তারপর দয়াময় কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
অঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা করি আকর্ষণ।।
কুব্জার কুব্জত্ব দূর করেন হরিষে।
ঋজুত্ব পাইয়া ধনী ভাসে প্রেমরসে।।
নবীন যৌবনা ধনী হয়ে রূপবতী।
কৃষ্ণের বসন ধরি কহিল ভারতী।।
সুন্দরী করিলে মোরে ওহে ভগবন।
এখন আমার গৃহে কর আগমন।।
তাহা শুনি হাস্যমুখে কহেন শ্রীহরি।
শুন শুন মম বাক্য শুন গো সুন্দরি।।
তব গৃহে যাব আমি কিছুকাল পরে।
এখন যাও গো ধনী আপন আগারে।।

এত বলি কুবুজারে করিয়া বিদায়।
সহাস্য বদনে কৃষ্ণ রাম প্রতি চায়।।
তারপর ধীরে ধীরে করিয়া গমন।
ধনুঃশালা-মধ্যে ক্রমে পশিল তখন।।
আয়োগব নামে ধনু আছিল তথায়।
ধনুরত্ন দেখি হরি ঘন ঘন চায়।।
কংস আজ্ঞা আছে যাহা ধনুর বিষয়ে।
রক্ষীমুখে শুনি কৃষ্ণ প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
সবলে সে শরাসন করিয়া গ্রহণ।
আকর্ণ টানিয়া ভগ্ন করেন তখন।।
মহাশব্দে প্রপূরিত হইল তখন।
দ্বাররক্ষা হেতু ছিল যত দ্বারিগণ।।
দ্বাররক্ষা হেতু তারা না হইল সক্ষম।
রাম কৃষ্ণ রক্ষী সৈন্য করি বিদারণ।।
বাহির হলেন সেই ধনুঃশালা হতে।
সংবাদ পৌঁছিল হেথা কংসের সাক্ষাতে।।
ধনুর্ভঙ্গ বিবরণ করিয়া শ্রবণ।
চানুর মুষ্টিক দোঁহে করি সম্বোধন।।
কহিলেন কংসরাজ শুন বীরদ্বয়।
আসিয়াছে হেথা যেই গোপশিশুদ্বয়।।
আমার প্রাণের হন্তা সেই দুই জন।
তাহাদিগে মম পাশে কর আনয়ন।।
মল্লযুদ্ধে নিপাতিত কর দুই জনে।
যা চাহিবে দিব তাহা কহিনু এক্ষণে।।
ন্যায়ত বা অন্যায়ত যেইরূপে হয়।
তাহাদিকে কর বধ ওহে বীরদ্বয়।।
রাজ্যের বাসনা যদি করহ অন্তরে।
তাহাও অর্পিব আমি তোমা দোঁহাকারে।।
এইরূপ মল্লদ্বয়ে দিয়া অনুমতি।
সম্বোধিয়া হস্তীপালে কহে নরপতি।।
নামে কুবলয়াপীড় প্রমত্ত বারণ।
মল্ল-সমাজের দ্বারে করহ স্থাপন।।
গোপশিশু দুইজন আসিলে তথায়।
বধিবে কারণবর তাহা দোঁহাকায়।।
আসন্নমরণ কংস দিয়া অনুমতি।
প্রভাতে দর্শন করে ভাস্করের প্রতি।।
নির্দ্দিষ্ট মঞ্চেতে বসে নাগরিকগণ।
রাজমঞ্চে আরোহণ করে রাজগণ।।
মল্ল ও প্রাশ্নিকগণ রঙ্গের মাঝারে।
কংসের নিকটে বৈসে আজ্ঞা অনুসারে।।
কংস নিজে উচ্চ মঞ্চে কৈল আরোহণ।
যথাস্থানে বৈসে অন্তঃপুরচারিগণ।।
নগরযোষিৎ আর যত বীরনারী।
সকলে বসিল ক্রমে মঞ্চের উপরি।।
মঞ্চ সকলের প্রান্তে অক্রূর সুজন।
বসুদেব সহ রহে হয়ে হৃষ্টমন।।
নগরবাসিনী নারী আছে যেইখানে।
দেবকী তাদের মাঝে আছে ক্ষুণ্ণমনে।।
তূরী ভেরী নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল।
মুষ্টিক চানুর দোঁহে উঠিয়া দাঁড়াল।।
ঘন ঘন লম্ফ তারা দেয় দুই জন।
স্পর্দ্ধা করি ঘনে ঘনে করে আস্ফালন।।
হস্তীপাল মত্ত হস্তী করিয়া চালন।
রাম কৃষ্ণ দোঁহা প্রতি করিল প্রেরণ।।
রাম কৃষ্ণ সেই গজে করিয়া নিধন।
তাহার শোণিত অঙ্গে করিয়া লেপন।।
গজদন্তদ্বয় লয়ে সিংহের সমান।
মহারঙ্গ মধ্যে পশে ওহে মতিমান।।
হাহাকার ধ্বনি উঠে রঙ্গের মাঝারে।
পৌরগণ সেই কথা বলে সেই বারে।।
"এই কৃষ্ণ এই রাম কর দরশন।
প্রবল প্রতাপী হয় এই দুই জন।।
পুতনারে যেই জন করিল সংহার।
যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গে সেই বলাধার।।
শকট বিক্ষিপ্ত করে যেই মহাত্মন।
কালীয় নাগেরে যিনি করেন দমন।।
সপ্তরাত্রি গোবর্দ্ধন যেই জন ধরে।
অরিষ্ট ধেনুর কেশী যার হাতে মরে।।
এই সেই কৃষ্ণ দেখ কর দরশন।
তাঁহার অগ্রজ রাম ওই মহাত্মন।।
আহা মরি দেখ দেখ রূপের বাহার।
নারীজন মনোহরা অতি চমৎকার।।

জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ করেছে বর্ণন।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় দেব নিরঞ্জন।।
ধরার দুর্ব্বহ ভার হরিবার তরে।
রাম কৃষ্ণ অবতীর্ণ অবনী ভিতরে।।
দোঁহার মহিমা বল কি বলিব আর।
দোঁহে করিবেন যদুবংশের উদ্ধার।।
পৌরগণ এইরূপ কহিছে বচন।
দেবকীর স্তনদুগ্ধ হয় নিপাতন।।
পুত্রমুখ বসুদেব হেরিয়া নয়নে।
চেয়ে দেখে ঘন ঘন শ্রীকৃষ্ণের পানে।।
পুরনারী আর যত নগরবাসিনী।
কৃষ্ণেরে হেরিয়া কহে পরস্পর বাণী।।
"ওহে সখী একবার কর দরশন।
কৃষ্ণের কোমল মুখ অতি বিমোহন।।
পরিশ্রম হেতু আহা মাতঙ্গ সমরে।
স্বেদাম্বু-কণিকা দেখ বদনের পরে।।
শারদীয় পদ্ম সম কিবা মনোহর।
নয়ন সফল কর একবার হের।।
শ্রীবৎস শোভিছে দেখ হরি বক্ষঃস্থলে।
ভুজশোভা দেখ দেখ দু'নয়ন ভরে।।
আর দেখ ওগো হরি সুশুভ্র বদন।
নীলাম্বরধারী কৃষ্ণ পুরুষরতন।।
চানুর মুষ্টিক সহ সমরের তরে।
সেই বীর উপনীত জানিবে অন্তরে।।
দেখ দেখ মল্লযুদ্ধে হয়ে অভিলাষী।
চানুরেরে ধরিয়াছে সেই কালশশী।।
বৃদ্ধ যুবা আদি কেহ নাহি সেইখানে।
তাদের নিবৃত্ত করে না হেরি নয়নে।।
কিশোর বয়স আহা কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
বজ্র হতে সুকঠিন চানুর দুর্জ্জন।।
নবযুবা হয়ে এই কুমার যুগল।
সমর করিতে বল কি হেতু আসিল।।"
পরস্পর নারিগণ এইরূপ বলে।
গূঢ়ভাবে হাস্য করি করেন অন্তরে।।
রঙ্গমধ্যে লম্ফঝম্প করে ঘন ঘন।
বলদেব বেগভরে করে আস্ফালন।।

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ বাধে দুই দলে।
রণে মাতিলেন কৃষ্ণ লইয়া চানুরে।।
মুষ্টিকের সহ যুদ্ধ করে বলরাম।
দুই জন শক্তিশালী নাহিক বিরাম।।
বজ্র সম মুষ্ট্যাঘাত করে পরস্পরে।
নখাঘাত পদাঘাত ক্রমে তারপরে।।
ক্রমেতে দুর্ব্বল হয় চানুর দুর্জ্জন।
ক্রমে মহাতেজ ধরে দেব সনাতন।।
চানুরের বলক্ষয় হেরিয়া নয়নে।
তূর্যধ্বনি বন্ধ কংস করে রুষ্টমনে।।
শূন্যমার্গে মৃদঙ্গাদি বাজে ঘন ঘন।
আনন্দেতে দেবগণ কহেন তখন।।
"চানুরে পরাজয় করহ মাধব।
অসুরেরে কর জয় তুমি হে কেশব।।"
হেনমতে ক্ষণকাল করিয়া সমর।
চানুরে তুলি কৃষ্ণ শূন্যের উপর।।
ঘুরায় বলেতে তারে করে ঘন ঘন।
তাহে দুষ্ট দৈত্য করে প্রাণ বিসর্জ্জন।।
তাহারে ভূতলে ফেলি দিল কৃষ্ণ হরি।
শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায় গড়াগড়ি।।
রক্তধারা অবিরল হয় বরিষণ।
পঙ্কিল হইল ভূমি ওহে তপোধন।।
এদিকেতে বলদেব মুষ্টিকের সনে।
করিছে দারুণ রণ প্রফুল্লিত মনে।।
মস্তকেতে মুষ্ট্যাঘাত করে ঘন ঘন।
জানুর প্রহার বক্ষে অতীব ভীষণ।।
তারপর ফেলি তারে ধরার উপরে।
অবহেলে প্রাণ তার বিনাশিত করে।।
মুষ্টিকের কলেবর ধরাতলে ফেলে।
পেষিত করিল সুখে দেবদেব হলে।।
এদিকেতে মল্লরাজ আছিল তোষণ।
তাহারে করিল বধ কৃষ্ণ সনাতন।।
এইরূপে তিনজন নিপাতিলে পরে।
প্রাণভয়ে আর সবে পলায়ন করে।।
রঙ্গমধ্যে রাম কৃষ্ণ ভাই দুই জন।
সমবয়া শিশুগণে করি আকর্ষণ।।

করিতে লাগিল নৃত্য আনন্দের ভরে।
তাহা হেরি কংসরাজ সরস অন্তরে।।
অনুচরগণে দ্রুত করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
এই দুই গোপশিশু অতি দুরাচার।
দূর কর সভা হতে বচনে আমার।।
পাপাত্মা নন্দেরে ত্বরা করিয়া ধারণ।
লৌহপাশে বন্দী করি করহ স্থাপন।।
দণ্ডাঘাতে বসুদেবে করহ সংহার।
যেসব গোপীরা আছে নন্দ সমিভ্যার।।
তাহাদের ধনরত্ন করিয়া হরণ।
মম কোষাগারে সব করহ রক্ষণ।।
কংসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য হরি করি উল্লম্ফন।।
মঞ্চের উপরে ত্বরা করি আরোহণ।
কিরীটশোভিত কেশ করি আকর্ষণ।।
ভূমিতলে নিপতিত করিয়া তাহারে।
মনোসুখে বসিলেন তাহার উপরে।।
গুরুভারে প্রপীড়িত হয়ে কংসরায়।
জীবন ত্যজিয়া রহে পতিত ধরায়।।
তখন দুষ্টের কেশ করিয়া ধারণ।
রঙ্গমধ্যে আকর্ষণ করে জনার্দ্দন।।
পরিখা হইল তার দেহ আকর্ষণে।
প্রবাহিত জলরাশি হইল সঘনে।।
কংসের আছিল ভ্রাতা সুনামা আখ্যান।
ভ্রাতৃশোকে দেহ তার হয় কম্পমান।।
যুদ্ধার্থী হইয়া আসে রঙ্গের মাঝারে।
বলদেব নিপতিত করিল তাহারে।।
কংসের নিধন হইল করি দরশন।
রঙ্গমধ্যে হাহাকার উঠিল তখন।।
তারপর কৃষ্ণ আর রাম দুই জনে।
প্রণাম করিল মাতা-পিতার চরণে।।
সেই কালে বসুদেব দেবকী সুন্দরী।
জন্ম-অন্তরীণ কথা মনে মনে স্মরি।।
কৃষ্ণকে তুলিয়া তাঁরা করেন স্তবন।
তুমি হরি দেব দেব নিত্য সনাতন।।
প্রসাদ করহ দেব মোদের উপরে।
এ ঘোর সঙ্কটে তুমি দাও ত্রাণ করে।।
জন্মান্তরে আরাধিয়া আছিনু তোমায়।
সেই হেতু পুত্ররূপে এসেছ ধরায়।।
আত্মারূপে আছ তুমি সবার অন্তরে।
অচিন্ত্য অচ্যুত তুমি খ্যাত চরাচরে।।
বসুদেব কহে কৃষ্ণ তুমি গদাধর।
তোমা প্রতি পুত্রজ্ঞান নাহি অতঃপর।।
ব্রহ্মাণ্ড মোহিত আছে তোমার মায়ায়।
অন্তর্য্যামী আর কিবা কহিব তোমায়।।
মথুরা হইতে আমি লইয়া তোমারে।
ভয়েতে রাখিয়াছিনু যাই গোপপুরে।।
দেবগণ মরুগণ অশ্বিনীকুমার।
রুদ্র বায়ু অগ্নি ইন্দ্র অন্য দেব আর।।
যে কর্ম্ম করিতে কভু না হন সক্ষম।
প্রত্যক্ষে সে সব কার্য্য করিলে সাধন।।
মায়ামোহ এবে দূর হয়েছে আমার।
তুমি হে সাক্ষাৎ বিষ্ণু জগতের সার।।
জগতের হিত হেতু আমার আগারে।
তুমি হরি অবতীর্ণ জানিনু অন্তরে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

উগ্রসেনের অভিষেক

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
বলিতেছি তারপর কথা মনোরম।।
পুনশ্চ বৈষ্ণবী মায়া করিয়া বিস্তার।
বাসুদেবে সম্বোধিয়া কহে পুনর্ব্বার।।
শুন মাতঃ শুন পিতঃ আমার বচন।
কংস ভয়ে ব্রজধামে ছিনু দুই জন।।

তোমা দোঁহা দরশনে আছিনু বঞ্চিত।
বিষম উদ্বেগে কাল হয়েছে যাপিত।।
মাতাপিতা সেবা নাহি যতদিন হয়।
বিফল জীবন তার তত দিন রয়।।
ইহলোকে জন্ম লয়ে যেই সাধুজন।
দেব গুরু দ্বিজে করে সতত পূজন।।
মাতাপিতার সেবা অনুক্ষণ করে।
সার্থক জনম তার এ ভব সংসারে।।
কংসভয়ে পরাধীন হয়ে দুই জন।
আছি মোরা অপরাধী তোমার সদন।।
সেই সব ক্ষমা কর আনন্দিত মনে।
এইমাত্র নিবেদন দোঁহার চরণে।।
এত বলি পিতৃপদে করিয়া প্রণাম।
যদুবৃদ্ধগণে করি বিহিত সম্মান।।
পুর অভিমুখে গিয়া করেন দর্শন।
ভূতলে পড়িয়া যত কংস-পত্নিগণ।।
পতি-মৃতদেহ বেড়ি বিষণ্ণ অন্তরে।
বিলাপ করিছে কত সকাতর স্বরে।।
তাহা হেরি হন হরি তাপিত হৃদয়।
সবারে প্রবোধ দেন হইয়া সদয়।।
উগ্রসেন পাশে পরে করিয়া গমন।
তাহার বন্ধন হরি করিয়া মোচন।।
রাজ্যে অভিষিক্ত তাঁরে করেন সাদরে।
উগ্রসেন রাজ্য পেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে।।
তনয়ের প্রেতকার্য্য করে সম্পাদন।
আত্মীয়গণের ক্রিয়া করেন সাধন।।
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া হরি তারপরে।
কহিলেন শুন প্রভু বলি হে তোমারে।।
কি কাজ করিব তুমি দাও অনুমতি।
কোন শঙ্কা তাহে নাহি করিও ভূপতি।।
যযাতির শাপে বংশ অরাজ্যার্হ আছে।
আমি ভৃত্য বিদ্যমান আছি তব কাছে।।
যত দিন আমি প্রভু রব বিদ্যমান।
সবারে আদেশ তুমি করিবে প্রদান।।
অন্যান্য রাজার কথা কি বলিব আর।
দেবগণ আজ্ঞাবহ রহিবে তোমার।।

এত বলি সনাতন কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
পবনেরে মনে মনে করেন স্মরণ।।
উপনীত হয় আসি পবন সুমতি।
সম্বোধিয়া কহে তারে কৃষ্ণ যদুপতি।।
শুন শুন মম বাক্য তুমি হে পবন।
অবিলম্বে ইন্দ্রপুরে করহ গমন।।
ইন্দ্রেরে বলিবে তুমি ওহে সুরপতি।
গর্ব্ব পরিহার তুমি কর দ্রুতগতি।।
সুধর্ম্মা নামক সভা দাও উগ্রসেনে।
তিনি হন যোগ্য পাত্র বিদিত ভুবনে।।
কৃষ্ণের এতেক আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ।
দ্রুতগতি ইন্দ্রপুরে যাইয়া পবন।।
সুধর্ম্মা নামক সভা আনে মথুরায়।
যাদবের সভা পেয়ে পুলকিত কায়।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত আধার।
ভক্তিতে শুনিলে হয় ভবনদী পার।।

গুরুদক্ষিণা দান

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
তারপর কি করিল দুই মহাজন।।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই ভাবি মনে মনে।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু যান অবন্তী ভবনে।।
অবন্তীপুরেতে থাকে কাশ্য সান্দীপনি।
তাঁহার সদনে গেল রাম নীলমণি।।
শিষ্যরূপে সেই স্থানে করি অবস্থান।
দেখালেন গুরু শিষ্যাচারের বিধান।।
সরহস্য ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন ক্রমে।
সমগ্র শিখেন দোঁহে চতুঃষষ্টি দিনে।।
হেন অলৌকিক কার্য্য করি দরশন।
সান্দীপনি মুনি হয় বিস্ময়ে মগন।।

মনে মনে ঋষিবর ভাবেন অন্তরে।
চন্দ্র সূর্য্য সমুদিত আমার আগারে।।
অস্ত্র নিয়ে সুশিক্ষিত হয়ে দুই জন।
দক্ষিণার্থ গুরুপাশে করে নিবেদন।।
রাম কৃষ্ণে সম্বোধিয়া সেই ঋষিবর।
কহিলেন শুন বলি দোঁহার গোচর।।
একমাত্র পুত্র মম আছিল আগারে।
প্রভাসে মরিল গিয়া লবণসাগরে।।
সেই মৃত পুত্রে আনি করহ প্রদান।
তাহাই দক্ষিণা মম জানিবে ধীমান।।
গুরুর আদেশ শুনি ভাই দুই জন।
অস্ত্র করে অবিলম্বে করিল গমন।।
উপনীত হলে দোঁহে সাগরের তীরে।
সাগর সম্মুখে আসি কহে যোড়করে।।
ঋষিপুত্র আমি নাহি করিনু হরণ।
পাঞ্চজন্য দৈত্য তারে করেছে নিধন।।
অদ্যাপি সাগরে আছে সেই দৈত্যবর।
শুনিয়া পশিল জলে কৃষ্ণ হলধর।।
পঞ্চজন্যে ধ্বংস করি সাগর ভিতরে।
তদস্থি-নির্ম্মিত শঙ্খ দিলেন সাদরে।।
সে শঙ্খের মহাশব্দ করিয়া শ্রবণ।
হয়ে উঠে মহাতেজা যত দেবগণ।।
অধর্ম্মের ক্ষয় হইল নাহিক সংশয়।
তারপর রাম সহ হরি দয়াময়।।
নিরন্তর শঙ্খ শব্দ করিতে করিতে।
উপনীত হন আসি শমনপুরীতে।।
বৈবস্বত যমরাজে করি পরাজয়।
লইলেন মনোসুখে ঋষির তনয়।।
অবিলম্বে আনি পুত্রে গুরুর সদনে।
দক্ষিণা দিলেন তাঁরে পুলকিত মনে।।
গুরুর নিকটে পরে লইয়া বিদায়।
মনোসুখে দুই ভাই মথুরাতে যায়।।
মথুরানিবাসী দোঁহে করি দরশন।
আনন্দ জলধিনীরে হন নিমগন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

যদুবংশ পর্ব্ব

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।

জরাসন্ধের কাহিনী

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণনা করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী।।
শ্রীজরাসন্ধের দুই তনয়া জনমে।
অস্তি আর প্রাপ্তি নাম জ্ঞাত সর্ব্বজনে।।
কংসের সহিত বিভা সে দোঁহার হয়।
দোঁহে হন কংসরাণী আছে পরিচয়।।
যখন করিল হরি কংসেরে নিধন।
শুনিয়া জরাসন্ধ হয় রোষে নিমগন।।
যাদব সহিত কৃষ্ণে নিধনের তরে।
সমর কারণে চলে মথুরা নগরে।।
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত।
মথুরাতে জরাসন্ধ হৈল উপনীত।।
মথুরাতে অবরোধ করিলে সে জন।
মনে মনে রাম কৃষ্ণ করিয়া চিন্তন।।
অল্পমাত্র সৈন্য লয়ে জরাসন্ধ সনে।
সমরে মাতিল দোঁহে পুলকিত মনে।।
হেনকালে শূন্য হতে অস্ত্র পুরাতন।
দোঁহা পাশে দেবগণ করিল প্রেরণ।।
কৌমোদকী গদা আর অক্ষয় তূণীর।
ধরিলেন শার্ঙ্গধনু কৃষ্ণ মহাবীর।।
জ্বলিত লাঙ্গল আর সৌনন্দ মুষল।
ধরিলেন মনোসুখে দেব মহাবল।।
সেই সব অস্ত্র লয়ে রাম আর হরি।
হারালেন জরাসন্ধে মহারণ করি।।
পরাজিত হয়ে তাহে জরাসন্ধ রায়।
সৈন্যগণ সহ দ্রুত নিজ পুরে যায়।।
এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল।
পুনর্ব্বার জরাসন্ধ সমরে আসিল।।
পুনরায় রাম কৃষ্ণ করে পরাজয়।
পুনশ্চ হারিয়া দুষ্ট গেল নিজালয়।।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে অষ্টাদশবার।
রাজা জরাসন্ধ হয় রণে আগুসার।।
যাদবগণের দ্বারা পরাজিত হয়ে।
প্রতিবারে পলায়ন করে প্রাণভয়ে।।
ক্রমে ক্রমে যাদবেরা আনন্দিত মনে।
বহু সেনা স্থাপিলেন মথুরা ভবনে।।
যবে ইচ্ছা শত্রুগণ করে আগমন।
যাদবের কাছে হারি করে পলায়ন।।
তাহার কারণ শুদ্ধ দেব দেব হরি।
বিষ্ণুর সন্নিধি মাত্র কারণ ইহারি।।
সকলি হরির লীলা অতি চমৎকার।
কে আছে বুঝিবে তাহা সংসার মাঝার।।
নিমেষে জগৎ ধ্বংসে যে জন সক্ষম।
শত্রুনাশে তাঁর কেন এত আয়োজন।।
এইরূপে লীলা করি দেব গদাধর।
উপদেশ দিয়াছেন সংসার ভিতর।।
মানবে করি সন্ধি বলবান সনে।
মাতিবে দুর্ব্বল সব ভয়ঙ্কর রণে।।
সাম দান ভেদ দণ্ড আছে যেই নীতি।
প্রয়োগিবে স্থানভেদে সেসব নৃপতি।।
স্থানভেদে পলায়ন করিবে সুজন।
সেই সব শিক্ষা দিল দেব জনার্দ্দন।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুললিত অতি।
দ্বিজ কালী বিরচি পুলকিত মতি।।

কালযবনের উৎপত্তি এবং মুচুকুন্দ রাজার কাহিনী

পরাশর বলে মৈত্র করহ শ্রবণ।
অপূর্ব্ব ঘটনা এবে করিব বর্ণন।।
একদিন গোষ্ঠমধ্যে দেবদেব হরি।
কটূক্তি করেন কত জরাসন্ধোপরি।।
শ্যাল ষণ্ড আদি করি কর্কশ বচন।
মগধ ঈশ্বরে কহে দেব সনাতন।।
এরূপে বিদ্রুপ যদি করে গদাধর।
হাসিয়া উঠিল তাহে যাদব নিকর।।
মগধ ঈশ্বর তাহা শুনিয়া শ্রবণে।
দক্ষিণাপথেতে গেল প্রকুপিত মনে।।
যদুচক্র ভেদক্রম সন্তান ইচ্ছায়।
আরম্ভ করিল তপ সেই নররায়।।
অয়শ্চূর্ণ সেই কালে করিয়া ভক্ষণ।
মহাদেবে আরাধনা করিল রাজন।।
দ্বাদশ বরষ তপ এরূপে করিলে।
আশুতোষ সুপ্রসন্ন হয়ে সেই কালে।।
বর দিতে উপনীত নৃপতি সদন।
নৃপতি মাগিল বর বাসনা যেমন।।
শিবের বরেতে জরাসন্ধের রমণী।
প্রসবিল মহাবল পুত্র গুণমণি।।
শ্রীকালযবন নাম ধরে সে নন্দন।
পুত্র পেয়ে জরাসন্ধ আনন্দিত মন।।
যথাকালে পুত্র প্রতি দিয়া রাজ্যভার।
জরাসন্ধ গেল তপে কানন মাঝার।।
শ্রীকালযবন রাজ্য পেয়ে তার পরে।
বীর্য্যমদে মত্ত অতি হইল সংসারে।।
নারদেরে একদিন করি সম্বোধন।
জিজ্ঞাসিল কোথা আছে বলিষ্ঠ রাজন।।
তাহা শুনি দেব-ঋষি কহিল তাহারে।
যাদবেরা মহাবল বিদিত সংসারে।।
এই কথা শুনি ক্রুদ্ধ শ্রীকালযবন।
ম্লেচ্ছ সৈন্য বহুসংখ্যা করিয়া গ্রহণ।।
চতুরঙ্গ সৈন্যগণ লয়ে সমিভ্যারে।
করিল সমরযাত্রা মথুরা নগরে।।
সেই স্থানে উপনীত হইয়া দুর্জ্জন।
বহুসংখ্য যদুসৈন্য করিল নিধন।।
ক্ষীণক্রমে বহু সৈন্য হেরিয়া নয়নে।
যদুনাথ চিন্তা করে নিজ মনে মনে।।

বিস্তীর্ণ মগধ সৈন্য নাহি হলে ক্ষয়।
যবন সহিত যুদ্ধ সমুচিত নয়।।
একে মহাবলবান শ্রীকালযবন।
যাদব নিধনে সেই উদ্যত এখন।।
যদুগণে পরিত্রাণ করিবার তরে।
দুর্গ এক আবশ্যক ভেবেছি অন্তরে।।
হেন দুর্গ বিনির্ম্মাণ করা সমুচিত।
নারীরাও যার মধ্যে হয় অবস্থিত।।
সংগ্রাম করিতে পারে হরিষ অন্তরে।
হেন দুর্গ প্রয়োজন হতেছে সমরে।।
যদি আমি মত্ত হই কিংবা প্রবাসিত।
শত্রু আক্রমণ যাহে হয় নিবারিত।।
হেন দুর্গ অবশ্যই এবে প্রয়োজন।
এইরূপে মনে মনে ভাবি জনার্দ্দন।।
সাগরেরে সম্বোধিয়া আপন গোচরে।
দ্বাদশ যোজন স্থান চাহেন সাদরে।।
তাহা শুনি জলনিধি করিল প্রদান।
কৃষ্ণ তথা করিলেন দ্বারকা নির্ম্মাণ।।
অমরাবতীর সম পুরী মনোহর।
প্রাকার বেষ্টিত কিবা দেখিতে সুন্দর।।
শতেক তড়াগ তথা হয় সুশোভিত।
মহোদ্যান কত শত সদা বিরাজিত।।
এইরূপে নিরমিয়া দ্বারকা নগরী।
মথুরার সব জনে আনিলেন হরি।।
নগরীর বহির্ভাগে সৈন্য সমুদয়।
নিবেশিত করি কৃষ্ণ আনন্দিত কায়।।
নিরস্ত্র হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ।
শ্রীকালযবন তাঁরে করিল দর্শন।।
কৃষ্ণ হেরি অস্ত্র লয়ে সেই দুরাচার।
কৃষ্ণের পিছনে দ্রুত হয় আগুসার।।
নারায়ণ হেরি তাহা করি পলায়ন।
পর্ব্বতগুহায় ত্বরা পশিল তখন।।
পিছনেতে দুরাচার গমন করিল।
রাজা মুচুকুন্দ তথা শয়নে আছিল।।
কৃষ্ণজ্ঞানে মুচুকুন্দ শ্রীকালযবন।
পদাঘাত ঘন ঘন করিল তখন।।

প্রজ্বলিত হয়ে রোষানলে নরপতি।
চাহিল যেমন কালযবনের প্রতি।।
অমনি সে দুরমতি ভস্মীভূত হয়ে।
পড়িল সে ভূমিতলে বিকলিত কায়ে।।
পরাশর এত বলি কহে পুনরায়।
শুনহ মৈত্রেয় বৎস বলি হে তোমায়।।
মুচুকুন্দ রাজা পূর্ব্বে দেবাসুর রণে।
করেছিল পরাজিত মহাসুরগণে।।
নৃপতি নিদ্রায় আকুল হইয়া তখন।
দীর্ঘ নিদ্রা হেতু বর করিল প্রার্থন।।
তাহে বর দিয়া যত অমর নিকর।
বলেছিল শুন শুন ওহে নৃপবর।।
যেই জন নিদ্রা হতে তুলিবে তোমারে।
ত্বদীয় দেহজ বহ্নি দহিবে তাহারে।।
সেই হেতু ভস্ম হৈল শ্রীকালযাবন।
পরে মুচুকুন্দ কৃষ্ণে জিজ্ঞাসে তখন।।
কোথায় থাক কে তুমি বলহ আমারে।
কি হেতু এসেছ এই পর্ব্বতকন্দরে।।
তাহা শুনি কৃষ্ণ কহে ওহে নররায়।
সমুদ্ভূত যদুকুলে জানিবে আমায়।।
মম পিতা বসুদেব শুন মহাত্মন।
চন্দ্রবংশে যদুকুলে লভেছি জনম।।
নৃপতি যেমন ইহা শুনিল শ্রবণে।
গর্গের বচন তার সমুদিল মনে।।
কৃষ্ণকে তখন তিনি করিয়া বন্দন।
কহিলেন ভগবন তুমি নারায়ণ।।
বলিয়াছিলেন গর্গ পূর্ব্বেতে আমারে।
দ্বাপরান্তে অষ্টাবিংশ যুগ হলে পরে।।
যদুবংশে আবির্ভূত হইবেন হরি।
প্রত্যক্ষ হেরিনু তাহা ওহে বংশীধারী।।
জগতের হিত হেতু তুমি ভগবন।
অবতীর্ণ যদুকুলে হয়েছ এখন।।
তোমার অতুল তেজ সহিবারে নারি।
ওহে শ্যাম নবঘন ভবের কাণ্ডারী।।
তোমার প্রভাবে আমি ওহে ভগবন।
দেবাসুর যুদ্ধে জয় করিনু অর্জ্জন।।

তব পদে প্রপীড়িত হয়ে দৈত্যগণ।
আমার সহিত যুদ্ধে না হৈল সক্ষম।।
যাহারা পতিত আছে সংসার সাগরে।
তাদের আশ্রয় তুমি জানিবে অন্তরে।।
এখন প্রসন্ন হও আমার উপর।
মঙ্গল বিধান কর ওহে চক্রধর।।
পৃথিবী আকাশ বায়ু সলিল অনল।
অরণ্য পর্ব্বত নদী অথবা সাগর।।
তোমার স্বরূপ হয় নাহিক সংশয়।
তুমি বিনা কেহ কিছু জগতেতে নয়।।
মন বুদ্ধি প্রাণ সব তুমি জীবগণ।
অজয় অমর তুমি নিত্য সনাতন।।
ক্ষয়বৃদ্ধি জন্ম আদি নাহিক তোমার।
পুরুষ অতীত তুমি সার হতে সার।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিংবা অপ্সর কিন্নর।
পিতৃযক্ষ পশু নর জঙ্গম স্থাবর।।
তোমা হতে এই সব হয়েছে সৃজন।
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম ওহে জনার্দ্দন।।
মায়াময় বিশ্বে আমি ভ্রমি নিরন্তর।
তাপত্রয়ে অভিভূত ওহে গদাধর।।
নিবৃত্তি লাভেতে নাহি হতেছি সক্ষম।
সুখজ্ঞানে দুঃখরাশি করেছি গ্রহণ।।
রাজ্য বল কোষ বন্ধু দারা সুত আর।
সুখের কারণ ভাবি ওহে দণ্ডধর।।
গ্রহণ করিয়াছিনু পরম হরিষে।
সন্তাপে পুড়িয়া তাই দহিনু বিশেষে।।
এখন তোমারে প্রভু লভিনু শরণ।
তুমিই জীবের হও মুক্তির কারণ।।
পরম পুরুষ প্রভু তুমি বিনা আর।
কে আছে দ্বিতীয় বল সংসার মাঝার।।
এখন প্রসন্ন হয়ে আমার উপরে।
সর্ব্ব আশা পূর্ণ কর কৃপাদৃষ্টি করে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
কবি বলে সদা রাখ কৃষ্ণপদে মতি।।

বলদেবের গোকুলে গমন

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
অনাদি নিধন সেই নন্দের নন্দন।।
মুচুকুন্দ নৃপ দ্বারা হয়ে স্তূয়মান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান।।
মম বরে দিব্যলোকে করহ গমন।
জাতিস্মর হয়ে তুমি লভিবে জনম।।
দিব্যভোগ উপভোগ করি পরিণামে।
করিবেক মোক্ষলাভ জানিবে অন্তিমে।।
এত শুনি মুচুকুন্দ করিয়া প্রণাম।
গিরি হতে বহির্গত হলেন ধীমান।।
হেরিলেন খর্ব্বকায় যত নরগণ।
কলিযুগ উপস্থিত জানিয়া তখন।।
অবিলম্বে উপনীত শ্রীগন্ধমাদনে।
নরনারায়ণ যথা আছে হৃষ্টমনে।।
বিবিধ উপায়ে হেথা কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
সমূলে অরাতিগণে করিয়া নিধন।।
মথুরা হইতে যত যদু সৈন্যগণে।
দ্রুতগতি আনিলেন দ্বারকা ভবনে।।
উগ্রসেনে আধিপত্য করিলা প্রদান।
নির্ব্বিঘ্নে যাদবকুল করে অবস্থান।।
বলদেব এই দিকে জ্ঞাতি সন্দর্শনে।
উৎসুক হইয়া গেল গোকুল ভবনে।।
গোপ-গোপী তাঁরে হেরি আনন্দে মগন।
প্রেমভরে করে কত প্রেম-আলাপন।।
গোপ-গোপী আলিঙ্গন করে সমাদরে।
কেহ কেহ হাস্য করে কত কথাচ্ছলে।।
প্রিয়ালাপ করে তথা যত গোপগণ।
কেহ কেহ জিজ্ঞাসিল ওহে মহাত্মন।।

চপল প্রেমিক কৃষ্ণ বিদিত সংসারে।
সুখেতে আছেন তিনি বলহ সবারে।।
করিলাম পুর্ব্বে কত সুমধুর গান।
স্মরণ করেন কি গো কৃষ্ণ মতিমান।।
জননী-দর্শনে কি হে সেই কৃষ্ণধন।
বারেক না আসিবেন গোকুল ভবন।।
কিংবা সে কথায় আর কিবা প্রয়োজন।
যেই জন আমাদিগে না করে স্মরণ।।
তাহার বিরহে কেন হইব কাতর।
ভাল ভাল বল দেখি ওহে হলধর।।
যার জন্য পিতা মাতা ভাই বন্ধু করি।
অবহেলে মনোসুখে ছিনু পরিহরি।।
অকৃতজ্ঞ নহে কি হেন কৃষ্ণধন।
বল দেখি সত্য করি তুমি মহাত্মন।।
বল দেখি সত্য করি ওহে হলধর।
গোকুলের কথা কিবা জিজ্ঞাসে তৎপর।।
পুরনারী প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া।
সেই দামোদর আছে প্রেমেতে মজিয়া।।
কিন্তু মোরা মনে মনে হেন বোধ করি।
মোসবারে ত্যজি সুখী কভু নহে হরি।।
এরূপে আক্ষেপ করি গোপবধূগণ।
কৃষ্ণ বলি হরিগুণ করয়ে কীর্ত্তন।।
বলদেব তাহাদের প্রবোধ বচনে।
সান্ত্বনা করিয়া পরে গোপগণ সনে।।
মধুর আলাপে করি কথোপকথন।
গোকুলে থাকেন সুখে হয়ে হৃষ্টমন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
দ্বিজ কালী বিরচিল আনন্দিত মতি।।

বলদেবের বিনোদন ও বারুণীর বৃন্দাবনে আবির্ভাব

হেনমতে বলদেব গোকুল মাঝারে।
বিহার করেন সদা প্রফুল্ল অন্তরে।।
তাঁর উপভোগ হেতু বরুণ সুমতি।
বারুণীরে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী।।
শুনহ বারুণীদেবী আমার বচন।
বলদেব পাশে তুমি করহ গমন।।
বরুণের আজ্ঞামাত্রে বারুণী সুন্দরী।
বলদেব পাশে আসি অতি দ্রুত করি।।
কদম্বকোটরে রাম ছিলেন তখন।
মদিরার ঘ্রাণ পেয়ে সেই মহাত্মন।।
মদিরা পানের বাঞ্ছা করেন অন্তরে।
অমনি মদিরাধারা কদম্বেতে ঝরে।।
তাহা দেখি ফুল্ল মনে সেই মহাত্মন।
গোপ-গোপী সহ মদ্য করিয়া সেবন।।
মধুর স্বরেতে করে নানা রূপ গান।
শুন শুন তারপর ওহে মতিমান।।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হয় রামের শরীরে।
মুক্তজাল সম আহা কিবা শোভা ধরে।।
এইরূপে মদ্যপানে হইয়া বিহ্বল।
যমুনারে সম্বোধিয়া কহে হলধর।।
শুনহ যমুনে তুমি আমার বচন।
স্নান হেতু অভিলাষ করেছি এখন।।
অতএব আগমন করহ হেথায়।
যমুনা না দিল কান রামের কথায়।।
উন্মত্ত ভাবিয়া তাঁরে যমুনা সুন্দরী।
অবজ্ঞা করিল নাহি কর্ণপাত করি।।
তাহে ক্রোধাবিষ্ট হয়ে দেব হলধর।
মদিরাবিহ্বল চিত্তে ধরি করে হল।।

তাহাতে যমুনা-তীরে করি আকর্ষণ।
কহিলেন পাপীয়সি শুন রে বচন।।
যেমন অবজ্ঞা তুমি করিলে আমারে।
তেমতি চলিয়া যাও দ্রুত অন্য স্থলে।।
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে আকর্ষণ।
তাহাতে যমুনা ভীত হইয়া তখন।।
যেই স্থানে আছিলেন দেব হলধর।
জলেতে প্লাবিত করি সেই সব স্থল।।
মূর্ত্তিমতী হয়ে পরে রামের গোচরে।
কহিল প্রসন্ন প্রভো হও হে আমারে।।
তখন বলাই কহে শুন হে যমুনে।
দেখিলে শকতি মম প্রত্যক্ষ এক্ষণে।।
হল নিপীড়নে তোমা সহস্রধা আমি।
বিভক্ত করিব দ্রুত দেখিবে এখনি।।
তাহাতে যমুনা ভীত হইয়া তখন।
বিবিধ বিনয় করে রামের সদন।।
তখন প্রসন্ন হয়ে রোহিণী-কুমার।
যমুনারে সেই ক্ষণে করে পরিহার।।
যমুনা-সলিলে স্নান করি তার পরে।
হইল অপূর্ব্ব কান্তি রামের শরীরে।।
লক্ষ্মীদেবী সেই কালে করি আগমন।
পদ্মমালা বস্ত্রযুগ্ম করিল অর্পণ।।
অবতংশোৎপল আর সুচারু কুণ্ডল।
দিলেন কমলাদেবী করিয়া আদর।।
সেই সব ধরি রাম আপন শরীরে।
ধরিয়া বিচিত্র শোভা ব্রজেতে বিহরে।।
দুই মাস হেন মতে করিয়া বিহার।
পুনশ্চ আসিল রাম দ্বারকা আগার।।
রৈবত রাজার কন্যা রেবতী যুবতী।
তাহারে করিল বিভা রাম মহামতি।।
রামের ঔরসে আর রেবতী উদরে।
মনোহর দুই পুত্র জন্মে ক্রমে পরে।।
নিশঠন আর খুক দোঁহাকার নাম।
বলিনু তোমার পাশে মৈত্রেয় ধীমান।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

রুক্মিণীর বিবাহ

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
বর্ণনা করিব পরে অপূর্ব্ব ঘটন।।
বিদর্ভ দেশেতে ছিল ভীষ্মক নৃপতি।
এক পুত্র এক কন্যা পায় সে ভূপতি।।
রুক্মি নামা পুত্র আর রুক্মিণী নন্দিনী।
অনুপম রূপবতী কমলা রূপিণী।।
রুক্মিণীরে বিভা হেতু বাঞ্ছিলেন হরি।
রুক্মিণীও অনুরক্তা হরির উপরি।।
কিন্তু কৃষ্ণ-দ্বেষা রুক্মি শ্রীকৃষ্ণের করে।
ভগিনী অর্পিতে নাহি বাঞ্ছেন অন্তরে।।
শিশুপালে কন্যা দিতে জরাসন্ধ রায়।
করিলেন অনুরোধ ভগ্নীরে রাজায়।।
তাহাতে ভীষ্মক রাজা করেন স্বীকার।
অসংখ্য নৃপতি আসে বিদর্ভ আগার।।
শিশুপালে বরিবেক রূপসী রুক্মিণী।
আসে নিমন্ত্রণে ক্রমে যত নৃপমণি।।
রাম কৃষ্ণ এদিকেতে যদুবীর সনে।
বিবাহ দেখিতে আসে বিদর্ভ ভবনে।।
বিবাহের পূর্ব্বদিন কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
বরারোহা রুক্মিণীরে করিল হরণ।।
তাহাতে পৌণ্ড্রক শাল্ব শিশুপাল আর।
বিদুরথ দন্তবক্র আদি বলাধার।।
কুপিত হইয়া সবে কৃষ্ণের নিধনে।
পিছু পিছু ধাবমান হইল সঘনে।।
ক্রমে দুই দলে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
যদুসেনা হয় জয়ী করিয়া সমর।।
একরূপ প্রতিজ্ঞা রুক্মী করিল তখন।
যতদিন কৃষ্ণে নাহি করিব নিধন।।

চতুরঙ্গ সেনা তার না বধি যাবৎ।
পুরীতে প্রবেশ নাহি করিব তাবৎ।।
এরূপ প্রতিজ্ঞা করি সে রুক্মী যেমন।
কৃষ্ণ পুরোভাগে আসি উপনীত হন।।
অমনি তাহারে হরি করি পরাজয়।
ভূতলে পতিত কৈল শুন মহাশয়।।
রক্ষোবিধি অনুসারে শ্রীহরি তখন।
রুক্মিণীরে রমণীত্বে করিল গ্রহণ।।
তারপর যথাকালে রুক্মিণী উদরে।
প্রদ্যুম্ন মদন অংশে নিজ জন্ম ধরে।।
সম্বর অসুর তারে করিলে হরণ।
প্রদ্যুম্ন সে দৈত্যবরে করে নিপাতন।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা সুধার লহরী।
বিরচিল দ্বিজ কালী হরিপদ স্মরি।।

সম্বরাসুর কর্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ ও সম্বরাসুর বধ

মৈত্রেয় মুনি জিজ্ঞাসে ওহে মহাত্মন।
সম্বর প্রদ্যুম্নে কেন করিল হরণ।।
কি হেতু প্রদ্যুম্ন সেই সম্বরে সংহারে।
কৃপা করি সেই কথা বলহ আমারে।।
পরাশর বলে শুন ওহে তপোধন।
প্রদ্যুম্ন ধরায় হয় ভূমিষ্ঠ যেমন।।
সংহারী জ্ঞানেতে তাঁরে অসুর সম্বর।
হরিয়া নিক্ষেপ করে লবণসাগর।।
সূতিকা-আগারে দুষ্ট গিয়া ষষ্ঠ দিনে।
হরণ করিয়া আনে প্রদ্যুম্ন নন্দনে।।
লবণসাগরে আনি ফেলিল যেমন।
মৎস্য এক তাঁরে গ্রাস করিল তখন।।
ঘটনাচক্রেতে কিন্তু মীনের জঠরে।
জীবিত রহিল বৎস দীপ্ত কলেবরে।।

একদিন জালে মৎস্য ধরিয়া ধীবর।
উপহার দিল আনি সম্বর গোচর।।
সম্বরের পত্নী ছিল নাম মায়াবতী।
পশ্চাতে রান্ধিতে মৎস্য দিল গুণবতী।।
যেমন সে মৎস্য সবে করিল কর্ত্তন।
বাহির হইল এক অপূর্ব্ব নন্দন।।
তাহা হেরি মায়াবতী ভাবে চমৎকার।
মৎস্যের উদরে পুত্র এ কোন ব্যাপার।।
হেনকালে দেব-ঋষি করি আগমন।
রাণীরে সম্বোধি কহে শুন রে এখন।।
নহেক সামান্য এই শিশু মহামতি।
কৃষ্ণের তনয় ইনি ওগো মায়াবতী।।
সূতিকা-আগার হতে করিয়া হরণ।
লবণসাগরে ফেলে সম্বর রাজন।।
ভক্ষণ করিয়াছিল তাহে মীনবর।
অভিনব রত্ন এই তনয় প্রবর।।
রক্ষা কর সাবধানে অতীব যতনে।
এত বলি দেব-ঋষি গেল নিজ স্থানে।।
কুমারেরে মায়াবতী করিয়া গ্রহণ।
পরম যত্নেতে করে লালন পালন।।
বাল্যাবধি কুমারের লাবণ্য দর্শনে।
সঞ্চারিল অনুরাগ মায়াবতী মনে।।
প্রদ্যুম্ন পড়িল ক্রমে যৌবনদশায়।
অপূর্ব্ব হইল কান্তি বলা নাহি যায়।।
মায়াবতী রাজরাণী গজেন্দ্রগামিনী।
প্রদ্যুম্ন উপরে হয় প্রণয়-কাহিনী।।
একদৃষ্টে একদিন সেই মায়াবতী।
নেত্রপাত করি কাছে প্রদ্যুম্নের প্রতি।।
তাহা দেখি সম্বোধিয়া প্রদ্যুম্ন তখন।
কহিলেন শুন আর্য্যে আমার বচন।।
মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনি।
ধরিছেন ভাবান্তর কেন নাহি জানি।।
মায়াবতী কহে শুন প্রাণের ঈশ্বর।
তোমার জননী নহি ওহে গুণধর।।
কৃষ্ণের তনয় তুমি অমূল্য রতন।
সম্বর অসুর তোমা করিয়া হরণ।।

ফেলেছিল ওহে নাথ লবণসাগরে।
ভক্ষণ করিয়াছিল মৎস্য এক পরে।।
মৎস্যরে ধরিয়া পরে আনিল ধীবর।
পেয়েছি তাহাতে তোমা ওহে প্রাণেশ্বর।।
আহা মরি স্নেহময়ী তোমার জননী।
অদ্যাপি শোকেতে দহে দিবস যামিনী।।
এতেক বৃত্তান্ত শুনি প্রদ্যুম্ন তখন।
সমরের জন্য সম্বরে করে সম্বোধন।।
ক্রমে দুই জনে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
ক্রমে দৈত্যসেনা ধ্বংস করি বীরবর।।
সপ্তমায়া অতিক্রম করি তার পরে।
অষ্টমী মায়াতে বধ সম্বরেরে করে।।
এরূপে সম্বরাসুরে করিয়া নিধন।
মায়াবতী সহ যান দ্বারকা ভবন।।
প্রদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টি করি সেই কালে।
কৃষ্ণ বলি সব নারী ভাবিল তাহারে।।
কেবল রুক্মিণী দেবী করি দরশন।
কহিলেন স্নেহ অশ্রু করি বিসর্জ্জন।।
এরূপ কুমার যার আহা মরি মরি।
সার্থক জন্মেছে ভবে সেই ধন্যা নারী।।
প্রদ্যুম্ন যদ্যপি মোর থাকিত জীবিত।
রূপে গুণে ঠিক হতো এরূপ নিশ্চিত।।
এত ভাবি প্রদ্যুম্নেরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন বাছা আমার বচন।।
তব জননীর সম অতি ভাগ্যবতী।
রমণী নাহিক ভূমে ওহে মহামতি।।
তোমার অপূর্ব্ব রূপ করিয়া দর্শন।
বাৎসল্য হৃদয়ে মম হতেছে এখন।।
অঙ্গের সৌষ্ঠব তব যেরূপ নেহারি।
তাহে বুঝি তব পিতা হবেন শ্রীহরি।।
রুক্মিণী এরূপ বাক্য জিজ্ঞাসে যখন।
কৃষ্ণ সহ দেব ঋষি করে আগমন।।
নারদ কহেন দেবী শুনহ শ্রবণে।
বধ করি অবহেলে সম্বর দুর্জ্জনে।।
তোমার তনয় এই কৈল আগমন।
দেখ দেখ ওগো দেবী কর দরশন।।
সূতিকা-আগার হতে দুরাত্মা সম্বর।
হরণ করিয়া ফেলে লবণসাগর।।
এই সাধ্বী মায়াবতী হেরিছ নয়নে।
পুত্রবধূ হয় তব জানিবেক মনে।।
সম্বরের ভার্য্যা নহে এই তো সুন্দরী।
বলিতেছি আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বিবরি।।
হরকোপানলে ভস্ম হইবে মদন।
মায়াবতী রূপ ধরি শ্রীরতি তখন।।
ভবপরায়ণা হয়ে নিজ মায়াবলে।
মোহিত করিয়াছিল সম্বর অসুরে।।
সম্বর তাহার সহ না কৈল বিহার।
মায়াতে মোহিত ছিল কহিলাম সার।।
এই তব সেই পুত্র জানিবে মদন।
কন্দর্পের পত্নী তিনি রতি সতী হন।।
তব পুত্রবধূ এই মায়াবতী সতী।
সন্দেহ নাহিক তাহে কহিনু ভারতী।।
এরূপ বলিল যদি দেব-ঋষিবর।
আনন্দে ভাসিল কৃষ্ণ রুক্মিণী অন্তর।।
নগরনিবাসী সবে আনন্দে মগন।
বিস্ময়ে নিমগ্ন হয় দ্বারকার জন।।
হরি হরি ধ্বনি হলো দ্বারকানগরে।
স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

অনিরুদ্ধের বিবাহ

কহিলেন পরাশর মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণনা করিব পরে অপূর্ব্ব ভারতী।।

কৃষ্ণের ঔরসে আর রুক্মিণী উদরে।
নয় জন পুত্র* এক কন্যা হয় পরে।।
চারুদেষ্ণ আদি করি পুত্রদের নাম।
চারুবতী নামে কন্যা অতীব সুঠাম।।
রুক্মিণী ব্যতীত আরো সাতটি রমণী।
প্রধানা মহিষী পায় কৃষ্ণ নীলমণি।।
মিত্রবিন্দা আদি করি তাহাদের নাম।
বহু নারী ছিল আরো শুন মতিমান।।
ষোড়শ হাজার সংখ্যা আছয়ে গণন।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন।।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন স্বয়ম্বরে করিয়া গমন।
রুক্মি দুহিতার পাণি করেন গ্রহণ।।
অনিরুদ্ধ জন্ম লয় তাঁহার উদরে।
রুক্মি-পৌত্রী সহ বিভা অনিরুদ্ধ করে।।
এ বিবাহে রাম কৃষ্ণ করেন গমন।
সঙ্গে সঙ্গে যায় যত যদুবীরগণ।।
ভোজপুরে যত রাজা সম্বোধি রুক্মিরে।
কহিলেন শুন নৃপ কহি হে তোমারে।।
দ্যুতক্রীড়া ভাল নাহি জানে হলধর।
খেলাতে আসক্ত কিন্তু বড়ই অন্তর।।
এত শুনি ভোজপতি বলদেব সনে।
খেলাতে প্রবৃত্ত হয় আনন্দিত মনে।।
প্রথমে হারিয়া তাহে রোহিণী নন্দন।
সহস্রেক নিষ্ক পণ করিল অর্পণ।।
এরূপে দ্বিতীয়বার হারিলেন রাম।
পুনশ্চ তৃতীয়বার হারে মতিমান।।
কলিঙ্গ-নৃপতি তাহা করি দরশন।
দশন বাহির করি হাসেন তখন।।
রুক্মি বলে বলদেব খেলা নাহি জানে।
বারে বারে হারিলেন খেলি মম সনে।।
পুনরায় ক্রীড়া করি কিবা প্রয়োজন।
পাশা আর কেন রাম করেন ধারণ।।
এত শুনি ক্রোধভরে দেব হলধর।
কোটি নিষ্ক পণে খেলা করে তারপর।।
অক্ষ ফেলি হলধর বলেন তখন।
এই দেখ জয় আমি করিনু অর্জ্জন।।

রুক্মি বলে তব জয় হইল কেমনে।
পরাজয় করিলাম দেখ না নয়নে।।
এরূপে বিবাদ করে সেই দুই জন।
দৈববাণী অকস্মাৎ হইল তখন।।
"বিবাদ করিছ রুক্মি কিসের কারণে।
প্রকৃত বলাই জয়ী দেখহ নয়নে।।"
শুনি দৈববাণী রাম উঠিয়া তখন।
অষ্টাপদ রোষ ভরে করিয়া গ্রহণ।।
তাহার প্রহারে কৈল রুক্মিরে সংহার।
কলিঙ্গ নৃপের দন্ত ভাঙ্গি পুনর্ব্বার।।
রুক্মিপক্ষে যারা যারা আছিল তখন।
তাহাদের বধ হেতু করিয়া মনন।।
স্বর্ণকুম্ভ আকর্ষণ করি বেগভরে।
তাহা দিয়া মহাবেগে সকলেরে মারে।।
তাহা দেখি রাজগণ করি হাহাকার।
পলায়ন করে সবে ওহে গুণাধার।।
কৃতোদ্বাহ অনিরুদ্ধে লয়ে তার পরে।
যদুগণ সহ কৃষ্ণ গেল নিজ পুরে।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
দ্বিজ কালী কহিছেন শুনে পুণ্যবান।।

নরকাসুর বধ

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
নরকাসুরের কথা করিব বর্ণন।।
একদা দেবেন্দ্র চড়ি ঐরাবত পরে।
উপনীত হন আসি দ্বারকা নগরে।।
নরক দৈত্যের কথা করে নিবেদন।
বলে নাথ তুমি হও নিত্য সনাতন।।
নরদেহ ধরি তুমি আসিয়া সংসারে।
নাশিলে দৌরাত্ম্য যত কে বলিতে পারে।।

* নয়জন পুত্র—চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, সুষেণ, চারুদেহ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুবিন্দু, সুচারু ও চারু।

অরিষ্ট ধেনুক কেশি করিয়া নিধন।
তাপসগণের ভয় করেছ বারণ।।
কুবলয়াপীড় গজে করিয়া সংহার।
পুতনারে নাশ করি ওহে গুণাধার।।
কংস আদি সব দুষ্টে করিয়া নিধন।
জগতের উপদ্রব করেছ বারণ।।
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে তব বুদ্ধিবলে আর।
প্রশান্ত হয়েছে বিশ্ব ওহে গুণাধার।।
এখন যেহেতু মম হেথা আগমন।
শুনি প্রতিকার তার কর নারায়ণ।।
নরক পৃথ্বীর পুত্র হইয়া প্রবল।
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে সে পায় রাজবল।।
সর্ব্বভূতে নিরন্তর করিছে পীড়ন।
দেবকন্যা রাজকন্যা করিছে হরণ।।
প্রচেতার চক্র দুষ্ট লয়েছে হরিয়ে।
মণিগিরি হরি আনি রেখেছে আলয়ে।।
অদিতির দ্বি-কুণ্ডল করেছে হরণ।
ঐরাবত গজ লাভে এবে তার মন।।
যাহে হয় ওহে প্রভু বিপদ উদ্ধার।
তাহার উপায় কর এ ভিক্ষা আমার।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হস্তে হস্ত ধরি উঠে দেব জনার্দ্দন।।
স্মৃতিমাত্র খগপতি আসিল তথায়।
সত্যভামা সহ কৃষ্ণ উঠেন তাহায়।।
প্রাগ্জ্যোতিষপুরে যাত্রা করেন তখন।
অমর নগরে ইন্দ্র করিল গমন।।
প্রাগ্জ্যোতিষের চারি দিকে যত স্থান।
ক্ষুরান্ত মোরব পাশে ঢাকা মতিমান।।
সুদর্শন চক্র হরি করিয়া গ্রহণ।
অবহেলে সেই পাশ করিল ছেদন।।
যুদ্ধপ্রার্থী হয়ে মুরু আসিলে সেখানে।
নিপাতিত করে তারে দেব জনার্দ্দনে।।
সপ্তসহস্র ছিল মুরুর তনয়।
সমরে উদ্যত তারা সেই কালে হয়।।
চক্রধারী তাহাদিগে করিয়া নিধন।
নরকের পুরে ক্রমে করেন গমন।।

এদিকে নরক আসি সৈন্যগণ সনে।
হরি প্রতি অস্ত্র বর্ষে প্রকোপিত মনে।।
হরি তারে সুদর্শন করিয়া ক্ষেপণ।
দ্বিখণ্ড করিয়া ভূমে ফেলেন তখন।।
নরক নিহত হলে দেবী বসুমতী।
কুণ্ডল যুগল হস্তে লয়ে সেই সতী।।
কৃষ্ণ পাশে আসি কহে শুনহ ঈশ্বর।
উদ্ধার করিলে মোরে হইয়া শূকর।।
সেই কালে তব স্পর্শে এই পুত্র পাই।
তুমিই তাহার প্রাণ বধিলে গোঁসাই।।
এখন কুণ্ডলদ্বয় করহ গ্রহণ।
ইহার অপত্যগণে করহ রক্ষণ।।
সনাতন নারায়ণ তুমি গুণাধার।
ইহলোকে অবতীর্ণ হরিতে ভূভার।।
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি হে অব্যয়।
কি বলি করিব স্তব ওহে দয়াময়।।
যে সব দৌরাত্ম্য কৈল নরক-নন্দন।
প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করহ এখন।।
পৃথ্বীর এতেক বাক্য শুনি যদুরায়।
তথাস্তু বলিয়া তাঁরে দিলেন বিদায়।।
তারপর নরকের যত রত্ন ধন।
সমস্ত লইতে হরি সমুদ্যত হন।।
যোড়শ সহস্র কথা দেখিলেন পরে।
বন্দী হয়ে কারাগারে আছে কন্যাপুরে।।
পুরমধ্যে চতুর্দ্দন্ত সহস্র বারণ।
একবিংশতি নিযুত অশ্ব মনোরম।।
এই সব রহিয়াছে করি দরশন।
কারা হতে কন্যাগণে করিয়া মোচন।।
তাহাদিগে হস্তিগণে আর অশ্বগণে।
প্রেরণ করিল হরি দ্বারকা ভবনে।।
বরুণের ছত্র আর মণি গিরিবর।
তারপর সংস্থাপিয়া গরুড় উপর।।
তদুপরি আরোহিয়া সত্যভামা সনে।
কুণ্ডলে অর্পিতে যান অদিতি ভবনে।।
তারপর কি হইল করহ শ্রবণ।
গরুড় সবারে পৃষ্ঠে করিয়া বহন।।

ক্রমে আসি উপনীত স্বরগের দ্বারে।
তাহা হেরি দেবগণ অর্ঘ্য লয়ে করে।।
বিধানে কৃষ্ণের পূজা করিল তখন।
অদিতির গৃহে কৃষ্ণ করেন গমন।।
ইন্দ্র সহ সেই স্থানে করিয়া গমন।
অদিতির পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।।
কুণ্ডলযুগল দিয়া তাঁহার গোচরে।
আদ্যোপান্ত সব কথা নিবেদন করে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সর্ব্বশাস্ত্র সার।
শ্রবণ করিলে নর পাইবে উদ্ধার।।

পারিজাত হরণ ও কৃষ্ণ সহ ইন্দ্রের সংগ্রাম

অদিতি কহেন শুন ওহে জনার্দ্দন।
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি নিত্য সনাতন।।
সতত রয়েছ তুমি সবার অন্তরে।
তুমি দিবা সন্ধ্যা রাত্রি খ্যাত চরাচরে।।
তোমার লাগিয়া মুগ্ধ হয়ে জীবগণ।
তোমারে বুঝিতে নারে ওহে ভগবন।।
পুনঃ পুনঃ আমি তোমা করি নমস্কার।
তোমার পরম রূপ বোঝা অতি ভার।।
এইরূপে স্তব করে অদিতি সুন্দরী।
হাসিয়া বলেন তারে গোকুলবিহারী।।
আপনি জননী হন আমা সবাকার।
অতএব লহ বর এ ভিক্ষা আমার।।
তাহা শুনি হাস্য করি কহেন অদিতি।
বাসনা হউক পূর্ণ ওহে বিশ্বপতি।।
মম বরে তুমি কৃষ্ণ বিশ্বের মাঝারে।
অজেয় হইয়া রবে জানিবে অন্তরে।।
সত্যভামা অদিতিরে করিয়া বন্দন।
কহিল প্রসন্না আর্য্যে হও হে এখন।।
অদিতি বলেন বৎসে কহি গো তোমারে।
অভিলাষ পূর্ণ তব হবে মম বরে।।
তব জ্যোতিঃ সমভাবে রবে চিরদিন।
মম বরে নাহি হবে কখনো মলিন।।
হেন মতে বর যদি দিলেন অদিতি।
অদিতির আজ্ঞা লয়ে দেব সুরপতি।।
সত্যভামা সহ কৃষ্ণে বিহিত বিধানে।
সৎকার করিল কত আনন্দিত মনে।।
তারপর সত্যভামা আর জনার্দ্দন।
নন্দনকানন হেরি করেন ভ্রমণ।।
পারিজাত তরু তথা হেরিল নয়নে।
সুবর্ণ সমান ত্বক না যায় বর্ণনে।।
তাম্রবর্ণ অভিনব পল্লব সুন্দর।
গন্ধে আমোদিত করে দিকদিগন্তর।।
অমৃত মন্থন পূর্ব্বে হয় যেই কালে।
সাগরে উঠিল তরু জানিবে সেকালে।।
সেই তরু সত্যভামা করি দরশন।
কৃষ্ণকে সম্বোধি কহে শুন নারায়ণ।।
"সত্যভামা প্রণয়িনী নিতান্ত আমার।"
মুখে মাত্র এই কথা বল বার বার।।
তাহা যদি সত্য হয় ওহে যদুরায়।
এই তরু লয়ে তবে চল দ্বারকায়।।
আমার গৃহেতে তাহা হবে বিভূষণ।
মোর মনে আছে নাথ এই আকিঞ্চন।।
ইহার মঞ্জরী কেশে বাঁধিয়া যতনে।
বিরাজ করিব আমি সপত্নী সদনে।।
এতেক বচন শুনি দেব জনার্দ্দন।
হাস্যমুখে পারিজাত করিয়া গ্রহণ।।
স্থাপন করেন তাহা গরুড় উপরে।
তাহা দেখি রক্ষকেরা কহিল হরিরে।।
এই পারিজাত হয় শচীর গৃহীত।
ইহারে হরণ করা না হয় উচিত।।
অমৃত মন্থন যবে হইল সাগরে।
সেই পারিজাত বৃক্ষ উঠে সেইবারে।।
শচীর হইল ভূষা এই সে কারণ।
দেবগণ ইন্দ্ররাজে করিল অর্পণ।।

যদ্যপি হরণ তুমি করহ ইহায়।
কুশলে না পাবে যেতে কভু দ্বারকায়।।
মূঢ়তা বশতঃ তুমি ওহে জনার্দ্দন।
ইন্দ্র-মহিষীর বৃক্ষ করেছ গ্রহণ।।
কোন ব্যক্তি আছে বল জগত সংসারে।
কুশলে যাইবে লয়ে পারিজাত হরে।।
সুনিশ্চয় প্রতিফল ইন্দ্র দেবে তারে।
যদি ইন্দ্র বজ্র হস্তে নামেন সমরে।।
অনুগামী হবে তাঁর যত দেবগণ।
সে হেতু বিরোধ করি কিবা প্রয়োজন।।
পরিণামে অনুতাপ যেই কাজে হয়।
তাহাদের প্রশংসা নাহি করে সুধীচয়।।
রক্ষকগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কোপভরে সত্যভামা কহেন তখন।।
কেবা সেই শচী আর কেবা পুরন্দর।
পারিজাত জন্ম নিল সাগর ভিতর।।
পারিজাত জন্ম নিল মন্থনের কালে।
একা ইন্দ্র কেন পাবে মোরে দাও বলে।।
ইন্দ্র লক্ষ্মী রক্ষী কিংবা অন্য দেবগণ।
সবে সম অধিকারী তাহে সর্ব্বজন।।
ভর্ত্তার বাহুর বলে যদ্যপি ইন্দ্রাণী।
অবরুদ্ধ করে থাকে হয় গরবিনী।।
বল বল তারে বল ওহে রক্ষিগণ।
সত্যভামা পারিজাত করেছে হরণ।।
ক্ষমা যেন নাহি করে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
বলিবে এসব কথা মম বাক্য শুনি।।
এই কথা বলো তারে ওহে রক্ষিগণ।
গর্ব্বভরে সত্যভামা বলিছে বচন।।
"ভর্ত্তার প্রেয়সী যদি তুমি শচী হও।
দেখিব ভর্ত্তার বল কিরূপেতে লও।।
তব পতি দেবরাজ তাহা আমি জানি।
মানুষী হইয়া কিন্তু হরিলাম আমি।।"
এরূপ গর্ব্বিত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শচীপাশে গিয়া কহে বনরক্ষগণ।।
ইন্দ্রাণী শুনিয়া কহে স্বামীর গোচরে।
যুদ্ধার্থ উদ্যত ইন্দ্র হয় তার পরে।।

বজ্র যদি দেবরাজ করিল ধারণ।
অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল দেবগণ।।
ঐরাবতে আরোহিয়া দেব শচীপতি।
সমরার্থ সমাগত দেখি যদুপতি।।
শঙ্খের নিনাদ করি অতি ঘন ঘন।
আরম্ভিল শরজাল করিতে বর্ষণ।।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অমর নিকর।
ছেদন করেন সব দেব গদাধর।।
বরুণের পাশ হরি করেন ছেদন।
গদাক্ষেপে যমদণ্ড করেন খণ্ডন।।
কুবেরের শিবিকাতে সুদর্শন মারি।
তিল সম খণ্ড খণ্ড করিলেন শ্রীহরি।।
সূর্য্যতেজ অগ্নিপ্রভা বিশীর্ণ হইল।
বসুগণ নানাদিকে পলায়ে চলিল।।
চক্রেতে বিচ্ছিন্ন হলে শূলাগ্র তখন।
ভূমিতলে নিপতিত হৈল রুদ্রগণ।।
সাধ্য বিশ্বদেব বায়ু গন্ধর্ব্ব নিকর।
কৃষ্ণবলে হয়ে সবে ক্ষত কলেবর।।
শাল্মলি তুলার ন্যায় পড়ে স্থানে স্থানে।
পক্ষিরাজ পক্ষাঘাত করে দেবগণে।।
হরি আর দেবরাজ দোঁহে তারপর।
সমাচ্ছন্ন হইলেন শরে পরস্পর।।
ঐরাবত সহ যুদ্ধ গরুড়ের হয়।
হরি সহ যুদ্ধ করে ইন্দ্র মহোদয়।।
অস্ত্রশস্ত্র ক্রমে ভিন্ন হলে তারপর।
সুদর্শন চক্র ধরে দেব গদাধর।।
ত্বরান্বিত হয়ে ইন্দ্র বজ্র নিল করে।
ত্রিলোকেতে হাহাকার উঠে উচ্চৈঃস্বরে।।
সুরপতি বজ্র যদি করিল ক্ষেপণ।
বাসুদেব করে তাহা করিয়া গ্রহণ।।
চক্র পরিত্যাগ নাহি করে সেই কালে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ এই বাক্য দেবরাজে বলে।।
বজ্র যদি নষ্ট হইল দেখি সুরপতি।
পলায়ন করিলেন তবে দ্রুতগতি।।
তাহা দেখি সত্যভামা করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন ত্রিলোক রাজন।।

শচীপতি পলায়ন করেন সমরে।
যুক্তিযুক্ত নহে তাহা ভাবহ অন্তরে।।
পারিজাত পুষ্প ভূষণ করিয়া ধারণ।
যে শচী তোমার সেবা করে অনুক্ষণ।।
পারিজাতে অলঙ্কৃত না হেরি তাঁহারে।
করিতেছ পলায়ন কেমন প্রকারে।।
ফের ফের ওহে ইন্দ্র কি হেতু লজ্জিত।
এমন করম তব নহেক উচিত।।
এই পারিজাত তুমি করহ গ্রহণ।
প্রশান্ত হৃদয় হোক যত দেবগণ।।
যবে গিয়াছিনু আমি তোমার আলয়।
গর্ব্বিত হইয়া শচী না চাহে আমায়।।
সে হেতু পতির শ্লাঘা করিয়া বদনে।
প্ররোচিত করেছিনু মাধবেরে রণে।।
পারিজাত পর ধন নাহি প্রয়োজন।
লহ লহ মহাশয় করহ গ্রহণ।।
শচী যে কেবল রূপে গর্ব্বিতা তা নয়।
পতির গৌরবে নারী গরবিনী হয়।।
সত্যভামা কহে যদি এরূপ বচন।
ফিরি দেবরাজ কহে করি সম্বোধন।।
ওগো চণ্ডি খেদ তুমি নাহি কর আর।
যে জন করেন সৃষ্টি পালন সংহার।।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড জয় যদি করেন তিনি।
তাহে মম কিবা লজ্জা ওহে বিনোদিনী।।
সমস্ত জগত স্থিত রয়েছে যাঁহাতে।
সর্ব্বভূত সমুদ্ভূত হয় যাঁহা হতে।।
আদি-মধ্যহীন যিনি নিত্য নিরঞ্জন।
তাঁর কাছে পরাভবে কি লজ্জা এমন।।
যাঁর তত্ত্ব নাহি জানে মহাত্মা নিকর।
সত্য বটে নররূপে সেই গদাধর।।
কিন্তু তাঁরে পরাজিত কে করিতে পারে।
নাহি হেরি হেন জন ত্রিলোক সংসারে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল প্রফুল্ল অন্তর।।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন

হেনমতে স্তুতিবাদ কৈলে শচীপতি।
বাসুদেব কহে তাঁরে মধুর ভারতী।।
ত্রিলোকের নাথ তুমি ওহে বজ্রধর।
মর্ত্ত্যলোকে থাকি মোরা হই মাত্র নর।।
অতএব অপরাধ যাহা কিছু হয়।
ক্ষমিয়া এ পারিজাত লহ মহোদয়।।
তব উপভোগ-ভোগ্য এই তরুবর।
অতএব লহ তুমি ওহে বজ্রধর।।
শ্রীসত্যভামার বাক্যে আমি তব সনে।
সংগ্রাম করিনু ইহা ভাবি দেখ মনে।।
বজ্র যাহা মেরেছিলে আমার উপর।
এই লহ সেই বজ্র ওহে বজ্রধর।।
এই অস্ত্রে অরিগণে করহ সংহার।
নিজ হস্তে ধরি লহ ওহে গুণাধার।।
এত শুনি দেবরাজ কহেন তখন।
জানি আমি তোমা সব ওহে ভগবন।।
মানব বলিয়া কেন দাও পরিচয়।
জানি তব সূক্ষ্মভাব ওহে মহোদয়।।
যে কেহ হও না তুমি ওহে নিরঞ্জন।
পারিজাত লয়ে কর দ্বারকা গমন।।
করিবে গো তুমি যবে ধরা পরিহার।
কভু না রহিবে ভূমে এই বৃক্ষ আর।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পারিজাত লয়ে কৃষ্ণ করেন গমন।।
উপনীত হন আসি দ্বারকা নগরে।
দ্বারকাবাসীরা তুষ্ট হেরিয়া তাঁহারে।।
যথাস্থানে পারিজাত করেন স্থাপন।
আশ্চর্য্য তাহার গুণ করহ শ্রবণ।।

তরুর নিকট যদি যায় কোন জন।
পূর্ব্ব জন্মকথা পড়ে মনেতে তখন।।
নরকেরে পরাজয় করি গদাধর।
হস্তী অশ্ব ধন আদি আনে বহুতর।।
গ্রহণ করিয়া তাহা যাদব সকলে।
মনোসুখে দ্বারকাতে রহে কুতূহলে।।
ষোড়শ সহস্র আর এক শত নারী।
গ্রহণ করিয়া সুখে থাকেন শ্রীহরি।।
অসংখ্য আকার ধরি প্রভু নিরঞ্জন।
সকলের মনস্তুষ্টি করেন সাধন।।
সকলেই মনে করে দেব যদুমণি।
আমারে লইয়া যাপে দিবস রজনী।।
হেনমতে লীলা করে কৃষ্ণ মহাজন।
যাহার যেমন কর্ণ করয়ে শ্রবণ।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুধার ভাণ্ডার।
কালী বলে হরিপদ ভবে কর্ণধার।।

বাণকন্যা উষা হরণ

পরাশর কহেন মৈত্রেয় সুজন।
প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীপুত্র করেছ শ্রবণ।।
দুই পুত্র সত্যভামা প্রসবিল পরে।
ভানু ভৈমবিক নাম জানিবে অন্তরে।।
এইরূপে কৃষ্ণ হতে অন্য অন্য নারী।
পুত্রকন্যা প্রসবিল* রূপের মাধুরী।।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীপ্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের কুমার।
অনিরুদ্ধ তার পুত্র শুন গুণাধার।।
অনিরুদ্ধ হতে বজ্র লভয়ে জনম।
অনিরুদ্ধ-কথা এবে করহ শ্রবণ।।
সংগ্রামেতে অবরুদ্ধ হন গুণাধার।
বাণকন্যা উষা সহ বিভা হয় তাঁর।।
হরহরি যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।
অতীব বিচিত্র কথা শুন গুণধর।।
সেই যুদ্ধে দেব দেব কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
বাণের সহস্র বাহু করেন ছেদন।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবন।
হর-হরি যুদ্ধ হয় কিসের কারণ।।
বাণের সহস্র বাহু ছেদিলেন হরি।
শুনিতে কারণ তার অভিলাষ করি।।
পরাশর কহে শুন ওহে তপোধন।
শিব সহ কেলি করে পার্ব্বতী যখন।।
তাহা দেখি বাণকন্যা উষা করে মনে।
কবে আমি হব সুখী প্রিয়-সমাগমে।।
উষার মনের ভাব জানিয়া তখন।
বর দিয়া হরনারী কহেন বচন।।
মনোমত পতি তুমি পাইবে অচিরে।
তাহা শুনি উষা সতী মনে মনে করে।।
কে পতি কবে বা হবে আমার মিলন।
তাহা শুনি উষা পুনঃ কহেন তখন।।
বৈশাখের শুক্লপক্ষে দ্বাদশীর দিনে।
নেহারিবে স্বপ্নে যেই পুরুষ রতনে।।
তোমারে করিবে সতী তিনি পরাজয়।
তোমার হইবে পতি সে জন নিশ্চয়।।
তারপর সেই দিনে স্বপনের বশে।
পুরুষের সহ উষা মাতে প্রেমরসে।।
কেলিতে পুরুষ তারে করে পরাজয়।
তাহে অনুরাগী হইল উষার হৃদয়।।
নিদ্রাভঙ্গে পুরুষেরে না করি দর্শন।
কহে ধনী কোথা নাথ করিলে গমন।।
বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা সুরূপিণী।
চিত্রলেখা নাম তার উষার সঙ্গিনী।।

*পুত্রকন্যা প্রসবিল — রোহিণীর গর্ভে প্রশস্তাদি দীপ্তিমান পুত্রগণ, জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব প্রভৃতি বিশালবাহু পুত্রগণ, নাগজিতীর গর্ভে সংগ্রামজিৎ প্রধানক ভদ্রবিন্দ প্রভৃতি পুত্রগণ, শৈব্যার গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্রগণ, লক্ষ্মণার গর্ভে মাতৃ নাম্নী কন্যা ও গোত্রবৎ প্রমুখ সন্তানগণ এবং কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত প্রভৃতি সন্তানগণ জন্মে। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণের অন্যান্য নারীর গর্ভে অষ্টাযুত শত সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হয়।

সেই সখী সম্বোধিয়া কহিল উষারে।
কোথা গেলে বলিতেছ উদ্দেশ্যে কাহারে।।
লজ্জাবশে উষা নাহি দিলেন উত্তর।
চিত্রলেখা মিষ্টবাক্য কহে বহুতর।।
কহে উষা তারপর সব বিবরণ।
পার্ব্বতীর বর আর স্বপন ঘটন।।
বলিয়া কহেন পুনঃ ওগো সহচরি।
কি হবে উপায় এবে কহ স্থির করি।।
উষার বচন শুনি চিত্রলেখা পরে।
আঁকিলেন চিত্রপট একান্ত অন্তরে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে যারা যারা রয়।
সবাকার প্রতিমূর্ত্তি ক্রমেতে করয়।।
তাহা দেখি একে একে উষা বিনোদিনী।
অনিরুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি দেখেন তখনি।।
অমনি সখীরে কহে মধুর বচন।
ওগো সখী এই মম মনোচোর ধন।।
উষার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
সান্ত্বনা করিলা তাঁরে প্রবোধ বচনে।।
যোগবলে চিত্রলেখা যায় দ্বারকায়।
বিষ্ণুপুরাণের কথা অমৃত যোগায়।।

বাণরাজার যুদ্ধ

পরাশর বলেন মৈত্রেয় মহাশয়।
বাণরাজা শিবভক্ত ছিল অতিশয়।।
একদিন প্রণিপাত করি মহেশ্বরে।
বাণরাজা কহিলেন সুমধুর স্বরে।।
শুন শুন ভগবন করি নিবেদন।
এক হাজার বাহু বটে করেছি ধারণ।।
যুদ্ধ বিনা তাহা কিন্তু সকলি বিফল।
তুমি মম সমযোদ্ধা ভুবনমণ্ডল।।

এই কথা শুনি কহে দেব ত্রিনয়ন।
শুন শুন দৈত্যরাজ আমার বচন।।
তোমার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হবে যবে।
তখন তোমার সহ সংগ্রাম ঘটিবে।।
এত শুনি বাণ নৃপ করিল গমন।
কালেতে ময়ূরধ্বজ হইল ভঙ্গন।।
তাহা হেরি বাণরাজা আনন্দে ভাসিল।
তখন ঘটনা এক তথায় ঘটিল।।
চিত্রলেখা যোগবিদ্যা করিয়া আশ্রয়।
লয়ে যায় অনিরুদ্ধে উষার আলয়।।
হৃদয়রঞ্জনে পেয়ে উষা গুণবতী।
বিহার করেন সুখে লয়ে প্রাণপতি।।
কালেতে জানিয়া তাহা পুররক্ষগণ।
রাজার নিকট গিয়া করে নিবেদন।।
আদেশ দিলেন নৃপ রুদ্ধ করিবারে।
আজ্ঞা পেয়ে রক্ষকেরা চলে দ্রুত করে।।
অনিরুদ্ধে ধরিবারে করিল গমন।
সবাকারে অনিরুদ্ধ করিল নিধন।।
তাহা শুনি বাণরাজা রথ আরোহণে।
অনিরুদ্ধ সহ পরে মাতিলেন রণে।।
তাহে অনিরুদ্ধ নৃপে করিলেন জয়।
পরে মায়াযুদ্ধ করে নৃপ মহোদয়।।
নাগপাশে বন্দী করে অনিরুদ্ধে পরে।
রক্ষিলেন মনোসুখে নিজ কারাগারে।।
এদিকে যাদবগণ ভাবিয়া আকুল।
নাহি পায় অনিরুদ্ধে নাহি দেখে কূল।।
তখন দেবর্ষি তথা করি আগমন।
আদ্যোপান্ত সব কথা করেন বর্ণন।।
তাহা শুনি হরি আর দেব বলরাম।
প্রদ্যুম্ন সনেতে ত্বরা করেন পয়াণ।।
গরুড় উপরে সবে করি আরোহণ।
বাণপুরে অবিলম্বে উপনীত হন।।
পুরদ্বারে রক্ষকেরা করিত বসতি।
প্রথমতঃ যুদ্ধ বাধে তাদের সংহতি।।
তাহাদিগে নিপাতিত করি জনার্দ্দন।
রাজপুর সমীপস্থ হলেন তখন।।

বাণনৃপে রক্ষাহেতু হয়ে মূর্ত্তিমান।
মাহেশ্বর জ্বর তথা করে অবস্থান।।
ত্রিপদ ত্রিশিরা জ্বর অতীব ভীষণ।
সেই জ্বর রণ হেতু উদ্যত তখন।।
এদিকে বৈষ্ণব জ্বর কৃষ্ণদেহ হতে।
যুদ্ধ হেতু বাহিরিল অতি আচম্বিতে।।
শৈব জ্বরে আকুলিত করে সেই জ্বর।
এদিকে সৈন্যেরে মারে দেব চক্রধর।।
তাহা দেখি কৃষ্ণে কহে দেব পদ্মাসন।
ক্ষমা কর ওহে প্রভু তুমি ভগবন।।
বৈষ্ণব জ্বরেরে শীঘ্র কর সম্বরণ।
এত শুনি জ্বরে ক্ষান্ত করে নারায়ণ।।
শৈব জ্বর কৃষ্ণে কহে নমস্কার করি।
শুন শুন ভগবন গোকুলবিহারী।।
এই যুদ্ধ যেই জন করিবে স্মরণ।
বিজ্বর হইবে সেই আমার বচন।।
এত বলি শৈব জ্বর শিবদেহে গেল।
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য বধিতে লাগিল।।
তারপর দৈত্যরাজ আর মহেশ্বর।
কার্ত্তিক এ তিন আসে করিতে সমর।।
হরি-হর যুদ্ধ ক্রমে বাধিল ভীষণ।
তাহে লোক সব হয় অতি ক্ষুব্ধ মন।।
দেবগণ ভাবে সবে ঘটিল প্রলয়।
জৃম্ভণার্থ হরি ত্যাগ করে সে সময়।।
জৃম্ভিত হইয়া তাহে রহিল শঙ্কর।।
মরিতে লাগিল দৈত্যসেনা বহুতর।।
জৃম্ভিত হইয়া শিব রহে রথোপরে।
যুদ্ধেতে সক্ষম নয় কৃষ্ণের গোচরে।।
প্রদ্যুম্ন সনেতে যুদ্ধ করি ষড়ানন।
ভয়েতে সমর ত্যজি করে পলায়ন।।
শঙ্কর-জৃম্ভিত সব পলায়িত হলে।
বলিপুত্র বাণ আসি সমরে পশিলে।।
বহু শর বলরাম করি বরিষণ।
বাণসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিল তখন।।
নারায়ণ সনে যুঝে বাণ নরপতি।
ভীষণ সমর সেই শাস্ত্রের ভারতী।।
যত শর মারে কৃষ্ণ বাণের উপরে।
অন্য শরে ছেদ তাহা নরপতি করে।।
কৃষ্ণেরে শরেতে বিদ্ধ কভু করে বাণ।
বাণে বিদ্ধ করে কভু কৃষ্ণ মতিমান।।
এরূপে জিগীষা বশ হয়ে দুই জন।
রণ করে পরস্পর নিধন কারণ।।
তারপর বাণ-বধে করিয়া মনন।
করে হরি সুদর্শন করেন গ্রহণ।।
নগ্না দৈত্যবিদ্যা আসি হেনকালে।
আচম্বিতে আবির্ভূত হরির নাগালে।।
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ লয়ে সুদর্শন।
নৃপ প্রতি সুদর্শন করেন ক্ষেপণ।।
বাণ-বাহু ছেদি চক্র দেখিতে দেখিতে।
উপনীত হয় পুনঃ কৃষ্ণের হাতেতে।।
তখন ভবানী-পতি করি আকর্ষণ।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে শুন ভগবন।।
অনাদি-নিধন তুমি পুরুষ উত্তম।
ধরাতলে নররূপে লভেছ জনম।।
তুমি দেব লীলাময় কি বলিব আর।
এখন প্রসন্ন হও দেব গুণাধার।।
বাণেরে করহ ক্ষমা ওহে ভগবন।
আমিই তাহারে বর করেছি অর্পণ।।
এত শুনি তুষ্ট হৃদে দেব চক্রধর।
সম্বোধিয়া কহিলেন শুনহ শঙ্কর।।
তব বাক্যে আজ আমি ক্ষমিনু রাজারে।
প্রাণে না মারিনু হর জানিবে ইহারে।।
তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
রাখিনু তোমার কথা কহি তব ঠাঁই।।
অবিদ্যা-মোহিত হয়ে যত জীবগণ।
তোমাতে আমাতে ভেদ করে বিবেচন।।
এত বলি অনিরুদ্ধ আবদ্ধ যেখানে।
বাসুদেব দ্রুতগতি চলেন সেখানে।।
গরুড়-নিঃশ্বাসে যত পন্নগ নিকর।
নষ্ট হয়ে গেল সবে শমন-নগর।।
তখন শ্রীকৃষ্ণ রাম প্রদ্যুম্ন সকলে।
ঊষা আর অনিরুদ্ধে লয়ে রথোপরে।।

দ্বারকাভবনে পুনঃ করেন গমন।
পুরাণে অপূর্ব্ব কথা পাতক-নাশন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
বিরচিল দ্বিজ কালী প্রফুল্ল অন্তর।।

পৌণ্ড্রক বধ কথা

মৈত্রেয় জিজ্ঞাসিলেন ওহে ভগবন।
আর কিবা লীলা করে দেব জনার্দ্দন।।
পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
বর্ণনা করিব এবে অপূর্ব্ব ভারতী।।
যেরূপে নাশেন কৃষ্ণ কপটাবতারে।
দগ্ধ করে বারাণসী বিদিত সংসারে।।
সেই কথা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন এবে ওহে তপোধন।।
পৌণ্ড্রক নামেতে যেই ছিল পূর্ব্বকালে।
কপটে কৃষ্ণের রূপ সেই দুষ্ট ধরে।।
অজ্ঞানবশেতে যত জগতের জন।
বাসুদেব বলি তারে করিত কীর্ত্তন।।
যাবতীয় বিষ্ণু-চিহ্ন ধরি কলেবরে।
দূতেরে পাঠায় দুষ্ট কৃষ্ণের গোচরে।।
দূত দ্বারা এই কথা করিল প্রেরণ।
"বাসুদেব-চিহ্ন তুমি করহ বর্জ্জন।।
জীবনের আশা যদি থাকে তব মনে।
অচিরে শরণ আসি লও মম স্থানে।।"
দূতের মুখেতে ইহা করিয়া শ্রবণ।
সাহাস্য বদনে হরি কহেন তখন।।
"যাও যাও দূত গিয়া বলহ প্রভুরে।
যাব আমি অবিলম্বে তাঁহার গোচরে।।
আদেশ তাঁহার আমি করিব পালন।
তাঁর চিহ্ন তাঁর প্রতি করিব বর্জ্জন।।
তাঁহা হতে ভয় যেন না হয় আমার।
যাও যাও দূত তুমি যাও এইবার।।"
দূতেরে বিদায় দিয়া প্রভু জনার্দ্দন।
অবিলম্বে গরুড়েরে করেন স্মরণ।।
গরুড় তখনি আসি উপনীত হয়।
তাহে আরোহণ করে হরি দয়াময়।।
অবিলম্বে যদুসৈন্য লয়ে নিজ সনে।
দ্রুতগতি চলিলেন পৌণ্ড্রক নিধনে।।
কাশীরাজ হেন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ হেতু করে আয়োজন।।
এদিকে পৌণ্ড্রক নিজ সৈন্যগণ লয়ে।
কাশীরাজ সনে মিলে ত্বরায় আসিয়ে।।
পৌণ্ড্রকের পীতবাস আছে পরিধান।
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষ সুন্দর সুঠাম।।
মনোহর শিখি-চূড়া শোভিতেছে শিরে।
গরুড়ের ধ্বজ শোভে রথের উপরে।।
এসব কৃত্রিম চিহ্ন করি দরশন।
মৃদু মৃদু হাস্য করে দেব জনার্দ্দন।।
গদা শক্তি আদি করি লয়ে তার পরে।
মাতেন পৌণ্ড্রক সহ দারুণ সমরে।।
ক্ষণমধ্যে কাশী-সৈন্য হয়ে গেল ক্ষয়।
পৌণ্ড্রকেরে সম্বোধিয়া কহে দয়াময়।।
ধরিয়াছ মম রূপ ছল করিবারে।
আমার এ চক্র তাহা খণ্ডিবারে পারে।।
তোমার চরিত্র-কথা করেছি শ্রবণ।
তব সঙ্গে যুদ্ধ হেতু করেছি মনন।।
শুনহ পৌণ্ড্রক তুমি আমার বচন।
তব আজ্ঞা দূতমুখে করেছি শ্রবণ।।
সেই হেতু আসিয়াছি তোমার গোচরে।
এই চক্র তেয়াগিব তোমার উপরে।।
এত বলি চক্র ত্যাগ করেন যেমন।
অমনি পৌণ্ড্রক হয় সমরে পতন।।
তাহা দেখি হাহাকার করে সব জনে।
কাশীপতি পুনঃ আসি মাতিলেন রণে।।
তাহা হেরি ক্রোধভরে দেব জনার্দ্দন।
বাণেতে তাহার শির করেন ছেদন।।

হেনমতে দুই জনে করিয়া সংহার।
পুনরায় আসে ফিরি মথুরা আগার।।
কাশীপতি এইরূপে হইলে নিধন।
তাঁর পুত্র কাশীক্ষেত্রে করে আগমন।।
সেই স্থানে দেব দেব প্রভু দিগম্বরে।
সেবিতে লাগিল সদা সভক্তি অন্তরে।।
তাহা হেরি তুষ্ট হয়ে দেব ত্রিলোচন।
বর দান হেতু আসি উপনীত হন।।
তখন তাঁহারে কহে রাজার কুমার।
তুষ্ট যদি হয়ে থাক ওহে গুণাধার।।
তাহা হলে এই বর দাও গো আমারে।
যাহে বাসুদেবে বধ করিবারে পারে।।
হেন কৃত্যা সমুদিত হউক এখন।
তথাস্তু বলিয়া বর দিল পঞ্চানন।।
দেখিতে দেখিতে অগ্নি নিবেশন হতে।
মহাকৃত্যা সমুদিত হইল আচম্বিতে।।
জ্বালা সম হয় তার করাল বদন।
মস্তকে জ্বলন্ত কেশ অতীব ভীষণ।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে কৃত্যা বলিতে বলিতে।
ধাবমান হয় দ্রুত দ্বারকা-মুখেতে।।
তাহারে দেখিয়া যত দ্বারকার জন।
ভীত হয়ে আসি কৃষ্ণে লইল শরণ।।
অন্তরে জানিয়া সব দেব দেব হরি।
এই কথা বলে সুদর্শন ত্যাগ করি।।
বলে শুন সুদর্শন আমার বচন।
অচিরে কৃত্যারে জয় করহ এখন।।
তাহা শুনি সুদর্শন করিল গমন।
সুদর্শনে হেরি কৃত্যা করে পলায়ন।।
পিছু পিছু সুদর্শন হয় ধাবমান।
বারাণসী প্রান্তে ক্রমে করিল পয়াণ।।
কাশীরাজ-সৈন্য আর প্রমথের গণ।
সুদর্শন অভিমুখে করিল গমন।।
বিষ্ণুচক্রতেজে কিন্তু সৈন্য সমুদয়।
দেখিতে দেখিতে দগ্ধীভূত হয়ে যায়।।
বারাণসী ধামে পরে পশি সুদর্শন।
কৃত্যা সহ বারাণসী করিল দাহন।।
হস্তী-অশ্ব আদি যুক্ত যত বীরচয়।
চক্রতেজে সেই সব ভস্মীভূত হয়।।
এইরূপে কাশীপুরী করিয়া দাহন।
ফিরিয়া আসিল পুনঃ চক্র সুদর্শন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী রচিলেন প্রফুল্ল অন্তর।।
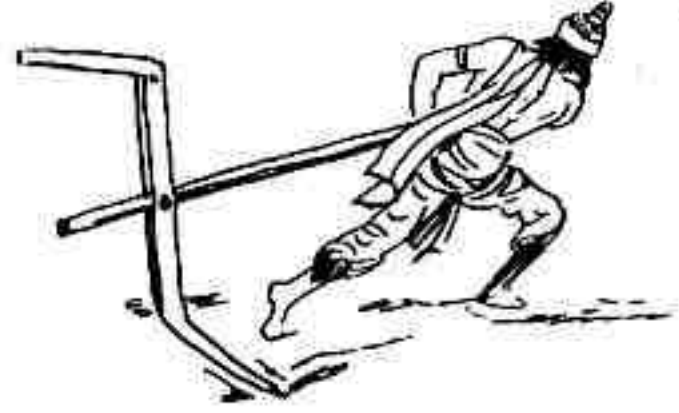
দুর্য্যোধনের নিকট বলরামের গমন ও হল দ্বারা হস্তিনা বিদারণ

জিজ্ঞাসা করিলেন মৈত্রেয় মহাজন।
পুনরায় রামবার্ত্তা করিব শ্রবণ।।
তাঁহার বলের কথা কহ পুনর্ব্বার।
শুনিতে বাসনা বড় হতেছে আমার।।
পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সাক্ষাৎ অনন্তদেব রাম মহাত্মন।।
জাম্বুবতী-সূত শাম্ব স্বয়ম্বর-স্থলে।
দুর্য্যোধন-তনয়ারে দেখিয়া সকলে।।
গ্রহণ করিলে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি।
সংগ্রাম করিল পরে ওহে মহামতি।।
শাম্বেরে রাখেন সবে করিয়া বন্ধন।
জানিতে পারিল তাহা যত যদুগণ।।
কুপিত হইয়া যত যাদব নিকর।
সমুদ্যত হয় ত্বরা করিতে সমর।।
বলদেব তাহাদিগে করিয়া বারণ।
কহিলেন ক্ষান্ত হও সমরে এখন।।
আমি এবে যাইতেছি কৌরব-গোচরে।
এত বলি যান রাম হস্তিনা নগরে।।
পুরেতে প্রবেশ নাহি করি বলরাম।
বাহ্য উপবনে গিয়া করেন অবস্থান।।

দুর্য্যোধন আদি যত মহীপালগণ।
বলদেবে সমাগত জানিয়া তখন।।
পাদ্য অর্ঘ্য গাভীদান করিয়া সাদরে।
অভ্যর্থনা করিলেন বিধি অনুসারে।।
তারপর রাম কহে শুন কুরুগণ।
উগ্রসেন যেই আজ্ঞা করেছে প্রেরণ।।
শাম্বেরে তোমরা মুক্ত করহ অচিরে।
এত শুনি দ্রোণ আদি কহে কোপভরে।।
শুন শুন হলায়ুধ মোদের বচন।
তব বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে কদাচন।।
যদুবংশ রাজযোগ্য কভু নাহি হয়।
আরো এক কথা বলি শুন মহাশয়।।
কুরুগণে আজ্ঞা করে হেন কোন জন।
বীর বলি গণ্য হয় এ তিন ভুবন।।
উগ্রসেন কৌরবেরে দেন অনুমতি।
কি আছে তাহার বল এমন শকতি।।
রক্ষিত পাণ্ডবছত্রে বল যে তাহার।
এখন ফিরিয়া তুমি যাও নিজাগার।।
তোমরা কেমন বলী সকলি তা জানে।
বৃথা কেন বাক্যব্যয় করিছ আপনে।।
অন্যায় করম শাম্ব কৈল আচরণ।
তাহার উচিত ফল পেতেছে এখন।।
উগ্রসেন আজ্ঞা দিবে মোরা সেই ভয়ে।
শাম্বেরে ছাড়িয়া দিব না ভাব হৃদয়ে।।
এত বলি কৌরবেরা পশিলেন পুরে।
উঠিলেন বলদেব অতি রোষভরে।।
পার্ষ্ণির আঘাতে পৃথ্বী কৈল বিদারণ।
ভীষণ নিনাদ করি কহেন তখন।।
অসুরগণের এত মদগর্ব্ব হায়।
আশ্চর্য্য অতীব ইহা জানিনু ধরায়।।
কৌরবের আধিপত্য কাল সহকারে।
অবশ্য আয়ত্ত হবে মোদের গোচরে।।
দেবগণ যার আজ্ঞা না করে লঙ্ঘন।
সেই উগ্রসেনে ঘৃণা করে দুষ্টগণ।।
পারিজাত পুষ্পভূষা যার নারী ধরে।
তাঁহারে এসব দুষ্ট অবহেলা করে।।

উগ্রসেন মহারাজ ধরার ঈশ্বর।
কৌরব রাখিব নাহি ধরার উপর।।
নিষ্কৌরবা পৃথ্বী করি পশিব পুরীতে।
সস্ত্রীক শাম্বেরে লয়ে যাব দ্বারকাতে।।
কিংবা ভাগীরথী-নীরে হস্তিনা নগর।
নিক্ষেপিয়া ধরাভার হরিব সত্বর।।
এত বলি হল দিয়া হস্তিনা নগরী।
আকর্ষিতে আরম্ভিল দেব হলধর।।
তাহে আঘূর্ণিত হয় হস্তিনা নগর।
ভীত হয়ে কৌরবেরা কহে তারপর।।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর ওহে বলরাম।
পত্নী সহ শাম্বে মোরা করিনু প্রদান।।
তখন সন্তুষ্ট হয়ে দেব হলধর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃষ্ণে বন্দি কহে তারপর।।
শুন শুন বীরগণ আমার বচন।
তোমাদের অপরাধ ক্ষমিনু এখন।।
হস্তিনা নগরী রাম আকর্ষণ করে।
সে হেতু নগরী আছে আঘূর্ণিতাকারে।।
রামের বিক্রম যত করিনু বর্ণন।
এরূপ স্বভাব তাঁর করি দরশন।।
শাম্বের সৎকার করি কৌরব নিকর।
বিধানে বিবাহ দিয়া ওহে গুণধর।।
দ্বারকা নগরে তারে করিল প্রেরণ।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা করিলে শ্রবণ।।

বাসুদেব কর্ত্তৃক দ্বিবিধ বানর নিধন

পরাশর কহেন শুন মৈত্রেয়বর।
পূর্ব্বকথা কহি শুন অতি মনোহর।।
নরক দৈত্যের সখা দ্বিবিধ বানর।
সুগ্রীবের মন্ত্রী সেই মহাবলধর।।

যেইদিন নারায়ণ নরকে বধিল।
শ্রবণে শোকার্ত্ত তবে দ্বিবিধ হইল।।
তবে তো দ্বিবিধ মনে করিল চিন্তন।
মিত্র-বৈরি কিরূপেতে করিব নিধন।।
কৃষ্ণ সহ বিরোধেতে বাসনা হইল।
প্রথমে আপন রাজ্যে উৎপাত করিল।।
পরেতে অপর দেশে অত্যাচার করে।
ঘরের বাহিরে কেহ নাহি যায় ডরে।।
সাগরের জল কভু দু'হাতে তুলিয়া।
তীরেতে লইয়া যায় বলেতে ঠেলিয়া।।
সাগর-তরঙ্গ দিয়া দ্বিবিধ বানর।
প্লাবিত করিল কভু গ্রাম ও নগর।।
ঋষির আশ্রম যত যেখানেতে ছিল।
একেবারে সেই সব উচ্ছন্ন করিল।।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল যত পুষ্পের কানন।
উপাড়িল ফলবান যত তরুগণ।।
মূত্রে যজ্ঞকুণ্ড যত নির্ব্বাণ করিল।
অত্যাচারে মুনিগণ অস্থির হইল।।
রমণী-পুরুষে ধরি পর্ব্বত-কন্দরে।
চাপা দিয়া রাখে সেই গুহার ভিতরে।।
কুলনারী বলে ধরি মান নষ্ট করে।
অতীব দৌরাত্ম্য করে দ্বিবিধ বানরে।।
এই মত সর্ব্বদেশে দৌরাত্ম্য করিল।
সকলে তাহার ভয়ে অস্থির হইল।।
একদিন রৈবতক মাঝে হলধর।
কামিনী সহিত ক্রীড়া করে নিরন্তর।।
মধুপানে বলদেব উন্মত্ত হইল।
আনন্দেতে হলপাণি গান আরম্ভিল।।
কামিনী সহিত গান করে হলধর।
তাহা শুনি দ্রুত ধায় দ্বিবিধ বানর।।
পর্ব্বত উপরে গিয়া করিল দর্শন।
যদুপতি বলরাম সুন্দর বদন।।
রমণী-বেষ্টিত হয়ে আছেন বসিয়া।
সুমধুর গীতবাদ্যে মোহিত হইয়া।।
হংসীমধ্যে খেলে যথা দিব্য হংসবর।
কামিনীকুলের মধ্যে দেব হলধর।।

তবে সে দুর্ব্বৃত্ত কপি বৃক্ষেতে উঠিল।
পাদপের শাখা যত নাড়িতে লাগিল।।
বিকট মুখেতে হাসে বানরের পতি।
করিল বিষম ভঙ্গী বলদেব প্রতি।।
নানারূপ শব্দ করে দ্বিবিধ বানর।
রঙ্গ করি মুখভঙ্গী করে নিরন্তর।।
এরূপ হেরিয়া তবে হাসে নারী যত।
দ্বিবিধ বানর তাহে ভঙ্গী করে কত।।
বৃক্ষ হতে লম্ফ দিয়া তবে সে বানর।
রমণীগণের কাছে আসিয়া সত্বর।।
মুখভঙ্গী করিয়া সে দেখায় সবারে।
লম্ফঝম্প করে কত বিকট আকারে।।
মলদ্বার দেখাইল যত নারীগণে।
উপেক্ষা করিল সবে রামের সদনে।।
দেব হলধর তাহা করি দরশন।
ক্রোধেতে হইল তার আরক্ত লোচন।।
বানরে মারিতে তবে ছুঁড়িল প্রস্তর।
লম্ফ দিয়া বাঁচাইল নিজ কলেবর।।
পরে মদ্যকুম্ভ লয়ে পথে ছড়াইল।
খল খল করি কপি হাসিতে লাগিল।।
আছাড় মারিয়া কুম্ভ ভাঙে সেইক্ষণে।
কুপিত হইল রাম তাহা দরশনে।।
গোপীদের কাছে কপি আসি তারপরে।
টানাটানি করে বস্ত্র আমোদের ভরে।।
কাহারো অঞ্চল ধরে করে বিদারণ।
এরূপে দ্বিবিধ সবে করে জ্বালাতন।।
বিষম কোপেতে রাম কাঁপে অতিশয়।
দুই চক্ষু একেবারে রক্তচক্ষু হয়।।
বধিতে বানরে রাম করেন চিন্তন।
মুষল ও হল হস্তে করেন ধারণ।।
দরশনে মহাকপি ক্রোধযুক্ত হয়।
শালতরু লয়ে ধায় ক্রোধে অতিশয়।।
বলদেব-শিরে তরু পড়িল যখন।
শতখান হয়ে তরু পড়িল তখন।।
ক্রোধেতে কম্পিত তবে দেব হলধর।
মুষল প্রহার করে মস্তক উপর।।

বানর মুষলাঘাতে অস্থির হইল।
শির হতে বেগে তার রুধির বহিল।।
মহাবীর কপিবর নির্ভয় অন্তর।
মহাকোপে উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।।
সেই বৃক্ষ বলদেব-শিরেতে মারিল।
মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল।।
শতখান হয়ে তরু পড়িল ভূতলে।
তবে কপি আর বৃক্ষ উপাড়িল বলে।।
পুনঃ বলদেব তাহা অস্ত্রেতে কাটিল।
এইরূপ মহাযুদ্ধ দু'জনে করিল।।
যত বৃক্ষ উপাড়িল সংখ্যা নাহি তার।
বৃক্ষহীন হলো বন বৃক্ষ নাহি আর।।
তবে কপি বৃক্ষশূন্য হেরিয়া কানন।
পর্ব্বত উপরে লম্ফে উঠিল তখন।।
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ বিষম কোপেতে।
প্রহার করিল কপি রামের বক্ষেতে।।
মুষল প্রহারে রাম তাহা নিবারিল।
হেলায় পর্ব্বতশৃঙ্গ বিচূর্ণ করিল।।
অনন্তর কপিরাজ না হেরি উপায়।
দু'বাহু তুলিয়া উচ্চে রাম প্রতি ধায়।।
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ অতিশয়।
তাহাতে ধরিল মুষ্টি কপি সে সময়।।
বেগে ধায় কপিবর বদ্ধমুষ্টি করে।
বলরামে প্রহারিতে ধাইল সত্বরে।।
বজ্র সম মুষ্ট্যাঘাত করিল যখন।
বলদেব বক্ষে বাজে বজ্রের মতন।।
তবে রাম মহাক্রোধে কাঁপিতে লাগিল।
ভয়ঙ্কর মুষ্ট্যাঘাত বানরে করিল।।
বিষম প্রহারে কপি অস্থির হইল।
ঝলকে ঝলকে রক্ত বমন করিল।।
ভূমে পড়ি ছটফট করিল তখন।
মহাশব্দ করি কপি ছাড়িল জীবন।।
বলরাম মারিলেন দুষ্ট কপিবরে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।।
আনন্দেতে নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নর।
স্তুতি করে মহানন্দে যত ঋষিবর।।

হেনমতে বধি রাম সেই কপিবরে।
সাতিশয় পাইলেন আনন্দ অন্তরে।।
স্বগণ সহিত সবে দ্বারকা আইল।
বানর-নিধনবার্ত্তা সকলে শুনিল।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
শ্রীকালী রচিল গীত শুন সাধু নর।।

যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বরণ

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
এইরূপে বলরাম সনে জনার্দ্দন।।
কত দৈত্য কত দুষ্ট রাজগণে আর।
বধিয়া হরিল ক্রমে ধরণীর ভার।।
ব্রহ্মশাপচ্ছলে হরি আশ্চর্য্য কৌশলে।
আত্মকুল সমুচ্ছেদ পরেতে করিলে।।
শুন বৎস যদুকুল কিরূপে মজিল।
কিরূপে শ্রীভগবান এ ধরা ত্যজিল।।
বিচিত্র কাহিনী বলি শুনহ এখন।
যদুবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল যখন।।
একদা যৌবনে মত্ত যদু-শিশুগণ।
শাম্বেরে নারীর বেশ করায়ে ধারণ।।
ঋষিগণ পাশে গিয়া অতি দ্রুতগতি।
তাঁহাদের পদতলে করিয়া প্রণতি।।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
গর্ভবতী বভ্রু-পত্নী কর দরশন।।
কি পুত্র জন্মিবে বল তাহার উদরে।
ছলনা শুনিয়া ঋষিগণ কহে পরে।।
শুন শুন যদুকুল কুমার নিকর।
মুষল জন্মিবে এক উদরে ইহার।।
যদুকুলধ্বংসী সেই মুষল হইবে।
মোদের বচন সত্য অন্তরে জানিবে।।

এই কথা শুনি যত কুমার নিকর।
উপনীত হয় উগ্রসেনের গোচর।।
উগ্রসেন পাশে সব করে নিবেদন।
শুনি হন উগ্রসেন চিন্তায় মগন।।
মুষল জন্মিলে পরে শাম্বের উদরে।
উগ্রসেন আজ্ঞা দিল বধিতে সবারে।।
আজ্ঞা পেয়ে সবে মিলি করিয়া ঘর্ষণ।
চূর্ণিতে উদ্যত হয় সবাকার মন।।
তোমর আকৃতি মাত্র রহে যেই কালে।
আর না ঘষিয়া ক্ষয় করিবারে পারে।।
তখন ফেলিয়া দিল সাগর ভিতর।
তাহা এক মৎস্য গ্রাস করিল সত্বর।।
জরা নামে ব্যাধ সেই মীনটিরে ধরে।
মুষল পাইল তার উদর ভিতরে।।
হেনকালে জনার্দ্দন বিজন কাননে।
বসিয়াছিলেন একা পুলকিত মনে।।
অকস্মাৎ দেবদূত করি আগমন।
প্রণতি করিয়া কহে ওহে ভগবন।।
দেবতারা পাঠায়েছে তোমার গোচর।
নিবেদন করি সব শুন চক্রধর।।
ভূ-ভার হরিতে তুমি আসিয়া ধরায়।
দুর্ব্বৃত্ত দানব বধ করিলে হেলায়।।
বর্ষ শত সমাতীত হয়েছে এখন।
তুমি প্রভু ধরাধামে কৈলে আগমন।।
এখন চলহ পুনঃ অমর নগরে।
দেবেরা সন্তুষ্ট হবে হেরিয়া তোমারে।।
দূতের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৃষ্ণ কহে শুন দূত আমার বচন।।
যা বলিলে সত্য বটে নাহিক সংশয়।
যদুকুল এইবার হয়ে যাবে ক্ষয়।।
সপ্ত রাত্রি মাঝে সব হবে নিপতন।
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ।।
যে স্থান লয়েছি আমি সাগর সদনে।
তাহা পুনঃ ফিরি দিব পুলকিত মনে।।
তারপর যদুকুল হলে নিপতন।
রাম সনে এই দেহ করি বিসর্জ্জন।।
অবিলম্বে গিয়া আমি অমর নগরে।
মিলিব দেবেন্দ্র সহ হরিষ অন্তরে।।
এই সব বল গিয়া দেবতা সদন।
যাও যাও দূত এবে করহ গমন।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দূত গিয়া ইন্দ্র পাশে করে নিবেদন।।
এদিকে উৎপাত দৃষ্ট হয় দ্বারকায়।
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে যাদব সবায়।।
শুন শুন মম বাক্য যদুবীরগণ।
দুর্নিমিত্ত যত সব হতেছে দর্শন।।
অতএব এইসব শান্তির কারণে।
প্রভাস তীর্থেতে চল যাই সব জনে।।
শুনিয়া উদ্ধব কহে ওহে ভগবন।
আমার কর্ত্তব্য কিবা বলহ এখন।।
দুর্নিমিত্ত দেখি বোধ মনে মনে করি।
স্বীয় কুল নাশ তুমি করিবে হে হরি।।
শুনিয়া উদ্ধবে কহে কৃষ্ণ নিরঞ্জন।
বদরিকাশ্রমে তুমি করহ গমন।।
নর-নারায়ণ স্থানে গিয়া সেইখানে।
মোরে চিত্ত সমর্পিয়া ঐকান্তিক মনে।।
তপস্যা-সাধনে রত হও হে সুজন।
লভিবে পরম গতি কহিনু বচন।।
আত্মকুল সংহারিয়া আমি এই দিকে।
অমর নগরে ত্বরা যাব মনোসুখে।।
দ্বারকা ছাড়িলে আমি প্রবল সাগর।
প্লাবিত করিবে ইহা ওহে বিজ্ঞবর।।
উদ্ধব এতেক শুনি করিয়া বন্দন।
নর-নারায়ণ স্থানে করিলা গমন।।
এদিকে যাদবগণ চড়ি রথোপরে।
প্রভাস তীর্থেতে চলে অতি দ্রুত করে।।
কুকুর অন্ধকগণ রাম কৃষ্ণ সনে।
উপনীত হয় আসি প্রভাস-সদনে।।
প্রফুল্ল অন্তরে তথা করিলেক স্নান।
কৃষ্ণের আদেশে পরে করে মদ্য পান।।
সুরাপানে মত্ত হয় সবে পরস্পর।
অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষে কত আর ঘোরতর।।

অস্ত্র-শস্ত্র ক্রমে ক্ষয় হয় যেই কালে।
আসন্ন এরকা লয় নিজ করতলে।।
তাহা দিয়া পরস্পর করয়ে প্রহার।
একে একে ক্রমে সবে হইল সংহার।।
তাহা হেরি ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ সনাতন।
এরকার মুষ্টি এক করিয়া গ্রহণ।।
মারিতে লাগিল তাহা যাদব নিকরে।
তারাও প্রহার করে সবে পরস্পরে।।
শ্রীকৃষ্ণের রথ পরে সাগরে ডুবিল।
শঙ্খ চক্র গদা আদি যত অস্ত্র ছিল।।
কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ করি তাহারা সকলে।
আদিত্যপথেতে গেল অতি ত্বরা করে।।
শ্রীকৃষ্ণ দারুক ভিন্ন অন্য যদুগণ।
একে একে সবে ক্রমে হয় নিপতন।।
এদিকে তরুর মূলে ছিল বলরাম।
অপূর্ব্ব ঘটনা তথা কর অবধান।।
ভীষণ ভুজঙ্গ এক দেখিতে দেখিতে।
বাহির হতেছে বলদেব মুখ হতে।।
সেই সর্প বাহিরিয়া সাগর ভিতর।
আশ্রয় লইল আসি ওহে গুণধর।।
সিদ্ধ আদি সবে মিলি একান্ত অন্তরে।
পূজিতে লাগিল সেই পন্নগপ্রবরে।।
অর্ঘ্য লয়ে জলনিধি করি আগমন।
অনন্ত দেবের পূজা করেন সাধন।।
এইরূপে পূজা লয়ে অনন্ত সুজন।
সাগর-সলিলে পশে ওহে তপোধন।।
রামের নির্ব্বাণ হেরি গোলোকবিহারী।
দারুকেরে সম্বোধিয়া কহে ত্বরা করি।।
রামের নির্ব্বাণ আর যদুকুলক্ষয়।
পিতার নিকটে বল ওহে মহোদয়।।
উগ্রসেন পাশে ত্বরা কর নিবেদন।
অচিরে এ দেহ আমি দিব বিসর্জ্জন।।
সমুদ্র দ্বারকাপুরী করিবে প্লাবিত।
দ্বারকাতে সবে তুমি করিবে বিদিত।।
সজ্জিত করিয়া রথ পার্থের কারণ।
প্রতীক্ষা করিবে তুমি ওহে মহাত্মন।।

অর্জ্জুন নিষ্ক্রান্ত হলে সেই দ্বারকায়।
আর না থাকিও তুমি কখনো তথায়।।
ধনঞ্জয় যেইখানে করিবে গমন।
তুমিও তথায় যাবে ওহে মহাত্মন।।
প্রকাশ করিও তুমি পার্থের সদনে।
পালন করেন যেন মম পরিজনে।।
বজ্রেরে যাদবরাজ্যে করিও নৃপতি।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহামতি।।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দারুক তাঁহার পদে করিয়া বন্দন।।
প্রদক্ষিণ করি পরে হইল বিদায়।
উপনীত হয় আসি ক্রমে দ্বারকায়।।
অর্জ্জুনেরে সেই স্থানে করি আনয়ন।
কৃষ্ণের যতেক কথা করে নিবেদন।।
এদিকেতে বাসুদেব নিজ জানুদেশে।
পদ রাখি যোগযুক্ত হইয়া হরিষে।।
আত্মাতে পরম ব্রহ্ম করেন স্থাপন।
হেনকালে জরাব্যাধ করে আগমন।।
যে ব্যাধ তোমর দ্বারা কৃষ্ণপদতল।
ভ্রমবশে একেবারে বিদ্ধ যে করিল।।
তারপর চতুর্ব্বাহু দেব জনার্দ্দনে।
নিরখিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণমে চরণে।।
বলে প্রভু ক্ষমা কর তুমি দয়াধার।
গর্হিত করম কৈনু ওহে সারাৎসার।।
হরিণ ভাবিয়া আমি মেরেছি তোমর।
প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর গদাধর।।
তখন কহেন কৃষ্ণ নাহি তব ভয়।
আমার প্রসাদে যাও অমর নিলয়।।
হেনকালে দিব্যরথ করে আগমন।
তাহে চড়ি গেল ব্যাধ অমর ভবন।।
এদিকেতে বাসুদেব ত্যজি কলেবর।
মনের হরিষে যান গোলোকনগর।।
কৃষ্ণ-তিরোভাব কাল হইলে উদয়।
দেবেন্দ্র যোগেন্দ্র সবে উপনীত হয়।।
দেবগণ আদি সহ ভবানী ও ভব।
প্রজাপতি পিতৃগণ আর মুনি সব।।

সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি আর যক্ষ বিদ্যাধর।
যোগী ঋষি আদি আর অপ্সর কিন্নর।।
ভগবান-তিরোভাব করিতে দর্শন।
অতীব উৎসুক চিত্তে করে আগমন।।
কৃষ্ণের চরিত্র গুণ কর্ম্ম সমুদয়।
গাহিতে গাহিতে তথা উপনীত হয়।।
মহাভক্তিযুত সবে বিমানে গমন।
রাশি রাশি করে সবে পুষ্প বরিষণ।।
তবে নারায়ণ ব্রহ্মা আদি দেবগণে।
দর্শন করেন সবে আপন নয়নে।।
সর্ব্বত্র যাঁহার স্থিতি যিনি সর্ব্বাধার।
যেই জন মহাযোগী যোগের আধার।।
আপনি সে নিজধামে গমন করিল।
স্বর্গেতে দুন্দুভি-বাদ্য বাজিতে লাগিল।।
স্বর্গ হতে পুষ্পরাশি বরিষণ হয়।
পৃথিবীর ধর্ম্ম যত পাইল বিলয়।।
তোমারে প্রকৃত কথা কহি মুনিবর।
নিজ ধামে প্রবেশিল যবে দামোদর।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায় দর্শন।
কহি শুন মৈত্রেয় তাহার কারণ।।
নারায়ণ-গতি কেহ জানিতে না পারে।
সেই হেতু দেবগণ না হেরিল তাঁরে।।
আকাশ-গমনকারী ছাড়ি মেঘগণ।
বিদ্যুতের গতি নাহি করে দরশন।।
সেইমত মেঘগণ শ্রীকৃষ্ণের গতি।
কেহ না জানিতে পারে শুনহ সুমতি।।
ব্রহ্মা রুদ্রদেব যত চিন্তিয়া তখন।
শ্রীহরির যোগগতি ভাবে মনে মন।।
তবে সেই দেবগণ বিস্ময় মানিল।
হরিনামে মত্ত হয়ে স্বধামে চলিল।।
অতএব সারবাক্য শুনহ সুজন।
নিদ্রা হতে প্রাতঃকালে উঠি যেই জন।।
শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী করয়ে কীর্ত্তন।
সেই জন সর্ব্বগ্রাসে হয় বিমোচন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা পরম কারণ।
কালী ভাষে হরিপদে রহে যেন মন।।

যদুমহিলা হরণ ও ব্যাসদেবের নিকট অর্জ্জুনের খেদ

পরাশর বলেন মৈত্রেয় মুনিবর।
যদুবংশ-কথা মুনি শুন তারপর।।
অর্জ্জুন প্রভাসে পরে করিয়া গমন।
রাম ও কৃষ্ণের দেহ করি অন্বেষণ।।
সৎকার করিল তাহা বিহিত বিধানে।
সৎকার করিল পরে অন্য যদুগণে।।
সৎসঙ্গ পাইয়া যত আসিল কামিনী।
পতি সনে সহমৃতা হলেন তখনি।।
ব্রজ আর দ্বারকার বাসী যত জনে।
অর্জ্জুন লইয়া সঙ্গে বিষাদিত মনে।।
দ্বারকা ছাড়িয়া ক্রমে করেন গমন।
দ্বারকা হইল শূন্য ওহে তপোধন।।
যখন শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ কৈল কলেবর।
পারিজাত ত্যজি গেল দ্বারকা নগর।।
সুধর্ম্মা ত্যজিয়া গেল অমর ভবনে।
কলি আসি দিল দেখা মানব সদনে।।
দ্বারকা সাগরজলে হইয়া প্লাবিত।
একমাত্র দেবালয় রহে পূর্ব্বমত।।
বিধবা রমণিগণে লয়ে নিজ সনে।
এদিকে অর্জ্জুন যায় বিষাদিত মনে।।
পঞ্চনদ দেশে যবে উপনীত হন।
যতেক আভীর দস্যু করে আগমন।।
বিধবা রমণিগণে দরশন করি।
কামেতে উন্মত্ত হয়ে ধায় দ্রুত করি।।
তাহা হেরি কোপবশে অর্জ্জুন তখন।
বদন ফিরায়ে কহে কর্কশ বচন।।

দুরাচার নরাধম তোমরা সকলে।
আসিয়াছ যাবে বলি যমালয়ে চলে।।
এত বলি করে ধরি গাণ্ডীব তখন।
তাহে গুণ দিতে পার্থ করে আয়োজন।।
কিন্তু গুণ দিতে নাহি হলেন সক্ষম।
বহু কষ্টে দিল পরে ওহে তপোধন।।
তথাপি শিথিল হয়ে পড়িতে লাগিল।
অস্ত্ররাজি মন হতে বিস্মৃত হইল।।
এদিকে আভীর দস্যু মিলিয়া সকলে।
রমণিগণেরে হরি যায় কুতূহলে।।
তাহা দেখি পার্থ করে সঘনে রোদন।
হায় হায় কোথা কৃষ্ণ করিলে গমন।।
কৃষ্ণবলে বল ছিল আমার শরীরে।
সকলি বিফল মম এখন সংসারে।।
এত বলি বহুক্ষণ করিয়া রোদন।
ক্ষুণ্নমনে মথুরাতে করেন গমন।।
বজ্রে অভিষিক্ত পরে করিয়া তথায়।
ব্যাসের নিকটে পার্থ দ্রুতগতি যায়।।
পার্থের মলিন মুখ করি দরশন।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস তপোধন।।
কেন পার্থ বিষাদিত নেহারি তোমারে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ কি হে ঘিরিল তোমারে।।
অথবা কাহারো আশা করেছ ভঞ্জন।
অথবা করেছ তুমি অগম্যাগমন।।
কিংবা বিপ্রজনে নাহি করিয়া প্রদান।
মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ মতিমান।।
সুর্পের বাতাস কিংবা লেগেছে শরীরে।
হয়েছ অথবা সিক্ত নথস্পৃষ্ট নীরে।।
কিংবা যুদ্ধে কেহ তোমা করিয়াছে জয়।
বল বল সেই কথা বিনাশ সংশয়।।
ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আদ্যোপ্রান্ত সব পার্থ করে নিবেদন।।
বলিলেন হায় হায় সকলি অসার।
কৃষ্ণ বিনা সব মিথ্যা জানিলাম সার।।
যে শরে ভীষ্মাদি সবে বধিনু সমরে।
কৃষ্ণ বিনা সেই শর বিফল সংসারে।।

সামান্য আভীরগণ করি পরাজয়।
রমণী লইল কাড়ি ওহে মহাশয়।।
তাহাপেক্ষা লজ্জা দুঃখ কিবা আছে আর।
অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার।।
এত শুনি মিষ্টবাক্যে কহে তপোধন।
বৃথা কেন দুঃখ কর কুন্তীর নন্দন।।
কালে পরাভব হয় কালে হয় জয়।
কালেরে খণ্ডিতে কেহ কভু সক্ষম নয়।।
ধরণীর ভার দুর করিবার তরে।
অবতীর্ণ হন কৃষ্ণ মানব-সংসারে।।
বিধর্মী নৃপতিগণে করিয়া সংহার।
হরিলেন ধরণীর যত গুরুভার।।
আপন করম তিনি করিয়া সাধন।
পুনশ্চ গেলেন চলি গোলোকভবন।।
তাঁহার বলেতে বলী ছিলে ধনঞ্জয়।
তাই ভীষ্ম আদি বীরে কৈলে পরাজয়।।
নৈলে কিবা সাধ্য আছে বলহ তোমার।
তেমন তেমন বীরে করিতে সংহার।।
প্রত্যক্ষ এখন দেখ যত দস্যুগণ।
তোমারে জিনিয়া নারী করিল হরণ।।
অতএব লজ্জা দুঃখ নাহি কর চিতে।
কালের ঈদৃশী গতি কহিনু সাক্ষাতে।।
যে কারণে নারী হরি নিল দস্যুগণ।
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ।।
একদা সুমেরু-শিরে মিলি দেবগণ।
মহোৎসব করে এক ওহে বাছাধন।।
রম্ভা তিলোত্তমা আদি অপ্সরা সকলে।
উপস্থিত ছিল তথা মনোকুতূহলে।।
সেই স্থানে জলমগ্ন হয়ে বহুদিন।
ধ্যানরত অষ্টাবক্র আছিল প্রবীণ।।
অপ্সরীরা করযোড় করিয়া তখন।
নানা মতে ঋষিবরে করয়ে স্তবন।।
স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষি বর দিতে চায়।
করযোড়ে অপ্সরীরা কহিল তাঁহায়।।
যদি তুষ্ট হয়ে থাক ওহে ঋষিবর।
কৃষ্ণে যেন পতি পাই দাও এই বর।।

তথাস্তু বলিয়া বর দিয়া তপোধন।
সলিল মাঝার হতে উঠিল তখন।।
বক্র দেহ দেখি তাঁর অপ্সরা সকলে।
হাসিয়া বিদ্রুপ করে ইঙ্গিতে সকলে।।
তাহে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই মহা তপোধন।
অভিশাপ দিয়া কহে কর্কশ বচন।।
সত্য বটে কৃষ্ণধনে পাবে প্রাণপতি।
কিন্তু দস্যুহস্তে পড়ি লভিবে দুর্গতি।।
ইহা শুনি অপ্সরীরা করিয়া রোদন।
ঋষিরে করয়ে স্তব ধরিয়া চরণ।।
তাহে তুষ্ট হয়ে মুনি কহে পুনর্ব্বার।
আমার বচন কভু নহে খণ্ডিবার।।
তোমা সবে দস্যুগণ করিবে হরণ।
পুনশ্চ আসিবে কিন্তু অমর ভবন।।
এইরূপে অভিশাপ দেয় ঋষিবর।
সেহেতু হরিল নারী আভীর প্রবর।।
তাহে লজ্জা দুঃখ নাহি করিও অন্তরে।
এখন তপেতে মন দাও যত্ন করে।।
জন্ম মৃত্যু ক্ষয় বৃদ্ধি বিধির লিখন।
তাহা ভাবি শোক ত্যজে যত সুধীজন।।

যুধিষ্ঠির পাশে তুমি যাও দ্রুতগতি।
মম উপদেশ সব জানাও সুমতি।।
ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দ্রুতগতি গিয়া পার্থ হস্তিনা ভবন।।
ভ্রাতৃগণ পাশে ক্রমে এক এক করি।
কহিলেন সব কথা করিয়া বিস্তারি।।
যুধিষ্ঠির সব কথা করিয়া শ্রবণ।
পরীক্ষিতে রাজ্যভার করি সমর্পণ।।
ভাই সকলের সহ সানন্দ অন্তরে।
আশ্রয় লয়েন আসি কানন মাঝারে।।
হরির মাহাত্ম্য এই করিনু কীর্ত্তন।
শুনিলে পাতক-নাশ শাস্ত্রের বচন।।
যদুবংশ পর্ব্ব-কথা হইল সমাপন।
হরি হরি বল হয়ে আনন্দিত মন।।
হরি বিনা গতি নাই এ ভব সংসারে।
মোক্ষদাতা হন সেই এ তিন সংসারে।।
নামে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।
কালী বলে হরিপদে পাই যেন লয়।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
যদুবংশ পর্ব্ব-কথা করিলাম ইতি।।

ইতি যদুবংশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

কল্কি পর্ব্ব

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

কলিধর্ম্ম কথা

পরাশর কহিলেন মৈত্রেয় সুজন।
কলিধর্ম্ম-কথা শুন করিব কীর্ত্তন।।
মানবের একমাস হয় যত দিনে।
পিতৃগণ অহোরাত্র তাহারেই ভণে।।
মানুষের একবর্ষে ওহে তপোধন।
এক অহোরাত্রি ধরে যত দেবগণ।।
দ্বিসহস্র চতুর্যুগ হলে অবসান।
ব্রহ্মার দিবস হয় শুন মতিমান।।
এইরূপে কত শত চতুর্যুগ হয়।
কি বলি তোমার পাশে ওহে মহাশয়।।
তাহার প্রথম কাল সত্যের অধীন।
কলির আয়ত্ত শেষে কহেন প্রবীণ।।
প্রথমতঃ সত্যযুগে করিয়া সৃজন।
শেষ কলিযুগে ব্রহ্মা করেন নিধন।।
মৈত্রেয় জিজ্ঞাসে পুনঃ এইসব শুনি।
কলির স্বরূপ বল ওহে মহামুনি।।
পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সমাসন্ন কলিযুগ কর দরশন।।
বেদোক্ত বর্ণ আর আশ্রম আচার।
কলিকালে একে একে হইবে সংহার।।
বলবান হলে সেই হবে সর্ব্বেশ্বর।
ধনী হলে কন্যাদানে হবে যোগ্য বর।।
গুরুশিষ্য মর্য্যাদাদি না রবে কখন।
ধর্ম্মোক্তি বিবাহ আর না হবে দর্শন।।
প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়াকাণ্ডে নিয়ম না রবে।
শাস্ত্র বলি যাহা ইচ্ছা গণনা করিবে।।
ধনমদে মত্ত হবে যত নরগণ।
ভয়ে যোগ উপবাস করিবে কখন।।
স্বর্ণ মণি রত্ন আদি ক্রমে হবে ক্ষয়।
কেশমাত্র হবে ভূষা নারীর নিশ্চয়।।

পতিরে করিয়া ত্যাগ যতেক রমণী।
আশ্রয় লইবে গিয়া যেখানেতে ধনী।।
স্বৈরিণী হইবে নারী সংসার মাঝারে।
অর্থলোভী হবে নর প্রতি ঘরে ঘরে।।
কপর্দ্দক নাহি কেহ দিবে বন্ধুজনে।
অন্য জাতি সমজ্ঞান করিবে ব্রাহ্মণে।।
যে গাভী নাহিক দুগ্ধ করিবে প্রদান।
ভ্রমেতেও তার নাহি থাকিবে সম্মান।।
অনাবৃষ্টি নিরন্তর হইবে সংসারে।
প্রজাবর্গ পাবে কষ্ট ক্ষুধার্ত্ত অন্তরে।।
সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ ভূমে দিবে দরশন।
অস্নাত হইয়া লোক করিবে ভোজন।।
দেবপূজা পিতৃপূজা অতিথিসংকার।
এসবে প্রবৃত্তি নাহি রহিবে কাহার।।
বহুবার দিবাভাগে করিবে ভোজন।
হ্রস্ব দেহ লুব্ধ হবে যত নরগণ।।
ভর্ত্ত্-আজ্ঞা গুরু-আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
দুশ্চরিত্রা হবে ভূমে যত নারিগণ।।
ঘোর কলি যবে হবে ওহে মুনিবর।
প্রজার হরিবে বিত্ত যত নরবর।।
চতুর মানব যত মন্ত্রীপদ পেয়ে।
করিবে অর্থের নাশ নানাদিকে ধেয়ে।।
প্রভুগণ পোষ্যে নাহি করিবে পালন।
বলীরা সবলে রাজ্য করিবে হরণ।।
বৈশ্যগণ কৃষিকার্য্য করি পরিহার।
করিবেক কারুকর্ম্ম ওহে গুণাধার।।
পাষণ্ড আচার বৃদ্ধি হইবে সংসারে।
ঘটিবে অকালমৃত্যু ক্রমে বারে বারে।।
সপ্তবর্ষে রমণীর হইবে সন্তান।
দশবর্ষে পুরুষেরা হবে পুত্রবান।।
দ্বাদশ বরষে বৃদ্ধ হবে জনগণ।
বিংশতি বরষ মাত্র ধরিবে জীবন।।
সাধুর মর্য্যাদা হানি হইবে যখন।
ঘোর কলি তারে বলি জানিবে সুজন।।
কৃষ্ণপূজাহীন নর যেই কালে হবে।
কলির প্রাবল্য ঋষি তখনি ঘটিবে।।
ফলহীন সেই কালে হবে তরুগণ।
শ্যালকের বশ হবে যত নরগণ।।
একমাত্র বন্ধুজ্ঞান করিবে ভার্য্যারে।
শ্বশুরের অনুগত রহিবে সাদরে।।
সতত করিবে কত পাপ আচরণ।
ব্রহ্মণ্য বিলুপ্ত হবে ওহে তপোধন।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মহাত্মন।
সত্যযুগে বহু তপ করিলে সাধন।।
যেই পুণ্য উপার্জ্জন তাহা দ্বারা হয়।
অল্প যত্নে কলিকালে সে পুণ্য সঞ্চয়।।
অল্প যত্নে বহু ফল হয় এই কালে।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রে যাহা বলে।।
বিষ্ণুপুরাণে কহে কলির কাহিনী।
একমনে শুন নর যত জ্ঞানীগুণী।।
চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর।
কলি পরমায়ু হয় জানিবেক নর।।
কলি মহাকলি আর ঘোরকলি হবে।
কলিশেষে ধরণীতে প্রলয় হইবে।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতীব বিস্ময়।
কালী বলে মন যেন কৃষ্ণপদে রয়।।

কলি যুগাদির মাহাত্ম্য

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
মম পুত্র ব্যাসদেব খ্যাত বসুমতী।।
কলিযুগ সম্বন্ধে যেই দ্বৈপায়ন।
বর্ণন করিল যাহা শুনহ এখন।।
কোন কালে অল্প ধর্ম্মে মহাফল হয়।
তাহা লয়ে তর্ক করে যত মুনিচয়।।
সন্দেহ নিরাস হেতু ব্যাসের সদনে।
উপনীত হয় সবে ভাগীরথী স্থানে।।

অর্দ্ধ স্নাত সেই কালে ছিল দ্বৈপায়ন।
তাহা দেখি তীরে রহে যত মুনিগণ।।
স্নান করি ব্যাসদেব আপন বদনে।
"ধন্য ধন্য কলিযুগ" এই কথা ভণে।।
পুনর্ব্বার জলমধ্যে করিয়া মার্জ্জন।
"ধন্য ধন্য শূদ্রজাতি" করি উচ্চারণ।।
আবার সলিলে স্নান করি তারপরে।
"নারীজাতি ধন্যা" বলে বদনবিবরে।।
তাহা শুনি সবিস্ময় যত মুনিগণ।
স্নান অন্তে উঠে পড়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।।
ঋষিগণে জিজ্ঞাসিল কি হেতু সকলে।
একত্রেতে আসিয়াছ আমার নাগালে।।
তাহা শুনি কহে যত তাপস-নিকর।
আসিয়াছি যেই জন্য ওহে মুনিবর।।
সে কথা এখন থাক তাহে কাজ নাই।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা বলহ গোঁসাই।।
প্রথমে সলিলে স্নান করি মহাত্মন।
করিলেন কলিকেই ধন্যবাদ দান।।
তারপর শূদ্রে আর রমণী জাতিরে।
প্রশংসা করিলে কত বদনবিবরে।।
তাহার কারণ কিবা করহ বর্ণন।
বিস্মিত হয়েছি মোরা ওহে ভগবন।।
শুনিয়া সহাস্যে কহে ব্যাস মহামতি।
শুন শুন ঋষিগণ আমার ভারতী।।
সত্যকালে দশবর্ষ ধর্ম্ম আচরিলে।
একবর্ষ ত্রেতাযুগে মাসৈক দ্বাপরে।।
এইরূপে ধর্ম্মকর্ম্ম কৈলে আচরণ।
যেই পুণ্য তাহে লাভ করে জীবগণ।।
অহোরাত্রি ধর্ম্মকর্ম্ম কৈলে কলিকালে।
সেই পুণ্য উপার্জ্জন হয় অবহেলে।।
তপশ্চর্য্যা ব্রহ্মচর্য্যা জপ আদি আর।
যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম সংসার মাঝার।।
তাহার যতেক ফল আছে নিরূপণ।
একদিনে কলিকালে হয় উপার্জ্জন।।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞক্রিয়া কৈলে অনুষ্ঠান।
সত্যকালে একমনে যদি করে ধ্যান।।
দ্বাপরে অর্চ্চনা আর করিলে বিধানে।
তাহে যেই ফল হয় বিধির নিয়মে।।
কলিতে শ্রীহরিগুণ করিলে কীর্ত্তন।
সেই ফল অবহেলে হয় উপার্জ্জন।।
এ হেতু কলিরে ধন্য বলেছি বদনে।
তারপর শুন শুন বলি তব স্থানে।।
কত কষ্টে নিজধর্ম্ম করিলে পালন।
তবে তো পুণ্যের ফল লভয়ে ব্রাহ্মণ।।
বৃথা বাক্য বৃথা ভোজ্য যদি কভু করে।
বিপ্রের পতন হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
সুমহৎ ক্লেশ সহ্য করি অনুক্ষণ।
নিজ লোক জয় করে দ্বিজাতি-নন্দন।।
কিন্তু শূদ্রজাতি হের প্রত্যক্ষ নয়নে।
দ্বিজসেবা করি তারা আনন্দিত মনে।।
অনায়াসে নিজ লোক করে তারা জয়।
এ হেতু তাহারা ধন্য নাহিক সংশয়।।
বহু কষ্টে করে জীব পুণ্য উপার্জ্জন।
কিন্তু দেখ রমণীরা ওহে মহাত্মন।।
একমাত্র পতিসেবা কর্ম্ম দ্বারায়।
অবহেলে মনোসুখে মুক্তিপদ পায়।।
এই হেতু নারিগণে ধন্য বলি মানি।
বলিনু সকল কথা শুন যত মুনি।।
এখন কি হেতু সবে এসেছ হেথায়।
বল বল সেই কথা শুনিব ত্বরায়।।
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে মুনিগণ।
কিছুই জিজ্ঞাস্য আর নাহি ভগবন।।
জিজ্ঞাসা করিব যাহা ভেবেছিনু মনে।
অগ্রেতে শুনিনু তাহা তোমার বদনে।।
এত শুনি হাস্য করি কহে দ্বৈপায়ন।
শুন ওহে ঋষিগণ আমার বচন।।
যে জন্য এসেছ হেথা তোমরা সকলে।
জেনেছি সকল আমি তাহা ধ্যানবলে।।
স্নানকালে তিন কথা কৈনু উচ্চারণ।
এখন আপন স্থানে করহ গমন।।
ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক কাহিনী।
তুষ্ট হয়ে চলি গেল যত মহামুনি।।

অধিক বলিব কিবা মৈত্রেয় সুজন।
প্রলয়ের বিবরণ শুনহ এখন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
রচিয়শ্রীকালীহয় আনন্দ অন্তর।।

প্রলয় বর্ণন

নৈমিত্তিক আত্যন্তিক প্রাকৃতিক আর।
ভূতের প্রলয় হয় এ তিন প্রকার।।
কল্পান্তে প্রলয় যাহা হয় ব্রাহ্ম নাম।
তার নাম নৈমিত্তিক ওহে মতিমান।।
মোক্ষরূপ প্রলয়েরে আত্যন্তিক বলি।
প্রাকৃতিক দ্বিপারার্দ্ধ শাস্ত্রের সকলি।।
এত শুনি কহে পুনঃ মৈত্রেয় সুজন।
কাহারে পরার্দ্ধ কহে করহ কীর্ত্তন।।
পরাশর কহে বৎস শুন অবহিতে।
এক হতে দশগুণ গণিলে ক্রমেতে।।
অষ্টাদশ স্থানে হয় পরার্দ্ধ গণন।
শাস্ত্রের নিয়ম এই ওহে তপোধন।।
স্বহেতুতে লয় হয় প্রকৃতি সেকালে।
মানুষিক মাত্রামাত্রে নিমেষ যে বলে।।
পঞ্চদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা জানিবে নিশ্চয়।।
পনের কলায় এক নাড়ী* নিরূপণ।
দ্বিদণ্ডে এক মুহূর্ত্ত শাস্ত্রের বচন।।
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্রি হয়।
ত্রিশ দিনে এক মাস আছে পরিচয়।।

*নাড়ী— অর্থাৎ দণ্ড। দণ্ড পরিমিত সময় নির্দ্ধারণের নিয়ম এই যে, মাষচতুষ্টয় স্বর্ণে নির্ম্মিত চতুরঙ্গুলি প্রমাণ শলাকী দ্বারা জলপাত্র বিশেষ ছিদ্রাম্বিত করিয়া জলোপরি নিবেশিত করিলে যে সময় মধ্যে উহা একপ্রস্থ জলে পূর্ণ হয়, তৎকালং কেহ নাড়ী অর্থাৎ দণ্ড কহে।

দ্বাদশ মাসেতে করি বরষ গণন।
এক বর্ষে অহোরাত্রি ধরে দেবগণ।।
ষষ্ট্যাধিক তিনশত বর্ষ নর মানে।
দেবতার এক বর্ষ শাস্ত্রে হেন ভণে।।
দ্বাদশ সহস্র দিব্য বর্ষ হলে পর।
চারি যুগহয় তাহে ওহে বিজ্ঞবর।।
সহস্র এ চতুর্যুগ হলে তারপরে।
ব্রহ্মার দিবস হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
চতুর্দ্দশ মনু শেষ এই দিনে হয়।
নৈমিত্তিক নামা হয় এই তো প্রলয়।।
প্রাকৃতিক লয় এবে করহ শ্রবণ।
চতুর্যুগ সহস্রান্তে ওহে তপোধন।।
মহীতল ক্ষীণপ্রায় হয় সেই কালে।
ভয়ংকর অনাবৃষ্টি জন্মে মহাবলে।।
রুদ্ররূপী হয়ে হরি ওহে তপোধন।
আত্মস্থ করিতে থাকে যত প্রজাগণ।।
হরি অবস্থান করি সূর্য্যের রশ্মিতে।
সকল সলিল পান করেন ক্রমেতে।।
পৃথিবীর সব রস ক্রমে শুষ্ক হয়।
হরিতেজে সূর্য্যরশ্মি বাড়য়ে নিশ্চয়।।
সপ্ত সূর্য্য রূপে ক্রমে হয় প্রকাশিত।
তাহাতে ত্রিলোক দগ্ধ হয় আচম্বিত।।
সাগর পর্ব্বত নদী স্নেহশূন্য হয়।
কূর্ম্মপৃষ্ঠ সহ এই বসুমতী রয়।।
শ্রীকালাগ্নি রুদ্ররূপী হইয়া তখন।
শ্রীহরি পাতাল অধঃ করেন দহন।।
পাতাল হইতে অগ্নি উঠি তারপরে।
বসুধা ব্যাপিয়া ফেলে ভীষণ আকারে।।
জ্বালাবর্ত্তে তিন লোক সমাকীর্ণ হয়।
মহর্লোকে যায় ভয়ে স্বর্গবাসীচয়।।
মহর্লোকবাসী সবে পরে তপ্ত হয়ে।
জনলোকে যায় চলি সন্তপ্ত হৃদয়ে।।
এরূপে জগৎ দগ্ধ কৈলে নারায়ণ।
তাঁহার নিঃশ্বাসে হয় মেঘের সৃজন।।
সম্বর্ত্ত নামক ঘোর মেঘ সমুদয়।
গভীর গর্জ্জন করি গগনে বেড়ায়।।

নানা বর্ণ ধরে সেই জলধরগণ।
প্রবল সলিল দ্বারা করে বরিষণ।।
তাহাতে ভীষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।
এইরূপে শতবর্ষ সেই বৃষ্টি রয়।।
জগৎ প্লাবিত করি যত দেবগণ।
ভুবর্লোক তারপর করয়ে প্লাবন।।
স্থাবর জঙ্গম হয় অন্ধকারময়।
তারপর মহামেঘ মিলি সমুদয়।।
পুনর্ব্বার শতবর্ষ করে বরিষণ।
যাহা সত্য বলি তাহা করহ শ্রবণ।।

নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিক প্রলয় বর্ণন

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত জল করে অতিক্রম।।
লোকত্রয় একার্ণব সেই হেতু হয়।
তখন শ্রীব্রহ্মারূপী হরি দয়াময়।।
জলোপরি শেষোপরি হইয়া শয়ান।
যোগনিদ্রাগত হন ওহে মতিমান।।
জনলোক-ব্রহ্মলোকস্থিত সিদ্ধগণ।
সেই কালে তাঁর স্তব করে অনুক্ষণ।।
যখন নিমিত্তপ্রার্থী হন জনার্দ্দন।
নৈমিত্তিক লয় ঘটে জানিবে তখন।।
জাগরিত হন যবে প্রভু দয়াময়।
চেষ্টাযুক্ত হয় বিশ্ব তখন নিশ্চয়।।
শেষশয্যা যেই কালে করেন আশ্রয়।
নিমীলিত থাকে বিশ্ব ওহে মহোদয়।।
লোকত্রয় একার্ণব এরূপে হইলে।
হরির রজনী হয় জানিবে সেকালে।।
যবে পুনঃ সেই রাত্রি হবে অবসান।
পুনঃ সৃষ্টিকার্য্যে রত হন ভগবান।।
নৈমিত্তিক লয় এই করিনু কীর্ত্তন।
শুন শুন তারপর মৈত্রেয় সুজন।।

অনাবৃষ্টি বশে আর অগ্নির যোগেতে।
লোক সব ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ক্রমেতে।।
মহতত্ত্ব আদি ক্ষয় হয় নিবন্ধন।
প্রাকৃতিক লয় ঘটে ওহে তপোধন।।
প্রথমেতে জলরাশি জানিবে তখন।
পৃথিবীর গন্ধগুণ করে আকর্ষণ।।
গন্ধশূন্য হয়ে ভূমি হয়ে যায় লয়।
জলাত্মিকা হয় পৃথ্বী শুন মহোদয়।।
রস তন্মাত্রেতে জল পরিণত হয়।
ক্রমে বৃদ্ধি পায় জল সে হেন সময়।।
মহাশব্দে সেই জল থাকে কোন স্থানে।
বিচলিত হয়ে কভু কোথাও না ভ্রমে।।
তরঙ্গ তাহার হয় অতীব ভীষণ।
মহাবেগে ব্যাপ্ত করে অখিল ভুবন।।
জলগুণ আকর্ষণ তেজ করে পরে।
রস তন্মাত্রের ধ্বংস হয় সেই বারে।।
সলিল বিনষ্ট হয়ে জ্যোতিরূপ হয়।
সেই তেজে ব্যাপ্ত হয় দিক চতুষ্টয়।।
তার পর সমীরণ সে তেজে সংহারে।
রূপহীন হয়ে তেজ ক্ষয় হয় পরে।।
অন্ধকারময় হয় জগত সংসার।
জগতে কেবল বায়ু বহে অনিবার।।
তারপর ঘোর শব্দে নিজ সমীরণ।
অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয় তপোধন।।
বায়ুর যতেক গুণ আকাশ সংহারে।
বায়ুরাশি নষ্ট হয় এ হেন প্রকারে।।
আকাশ কেবলমাত্র অবশিষ্ট রয়।
রূপ রস আদি গুণ সব হয় ক্ষয়।।
তারপর একাদশ ইন্দ্রিয় যখন।
অহঙ্কারে লয় পায় ওহে তপোধন।।
অহঙ্কার শব্দগুণ বিনাশে তখন।
অহঙ্কার মাত্র হয় সংসারে দর্শন।।
বুদ্ধিরূপ মহতত্ত্ব আসি তার পরে।
গ্রাস করে তমোগুণযুত অহঙ্কারে।।
জগতের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্ষিতি।
মহতত্ত্ব আবরিণ রূপে প্রান্তে স্থিতি।।
এ সপ্তে প্রকৃতি হয় কহে সাধুগণ।
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ।।

মধ্যস্থলে ক্ষিতি আছে ওহে মহামতি।
চারি দিকে আবরণ জলের বিস্তৃতি।।
তার চতুর্দ্দিকে আছে তেজ আবরণ।
তার পরে চারি দিকে আছে সমীরণ।।
তার চারি দিকে হয় আকাশের স্থিতি।
অহঙ্কার তারপর শুন মহামতি।।
মহতত্ত্ব তারপর চারি দিকে রয়।
এ সপ্ত প্রকৃতি হয় কহে সাধুচয়।।
মহাপ্রলয়ের কাল উপজে যখন।
এ সপ্ত প্রকৃতি ক্ষয় পায় সেই ক্ষণ।।
প্রবেশ করয়ে পর পর আবরণে।
বিশেষ করিয়া বলি শুন অবধানে।।
ভূতল বিলীন হয় প্রথমে সলিলে।
সলিল প্রবেশে পরে তেজের ভিতরে।।
সমীরণে তেজ পরে প্রবেশিত হয়।
সমীরণ পায় শেষে গগনে বিলয়।।
গগন বিলীন পরে হয় অহঙ্কারে।
অহঙ্কার মহতত্ত্বে লীন হয় পরে।।
মহতত্ত্বে গ্রাস করে পরেতে প্রকৃতি।
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা জানিবে প্রকৃতি।।
সৃষ্টির কারণ ঋষি এ প্রকৃতি হয়।
ইহা হতে বিশ্ব সৃষ্ট জানিবে নিশ্চয়।।
কার্য্য ও কারণ ভেদে এই যে প্রকৃতি।
দ্বিরূপ হইয়া থাকে ওহে মহামতি।।
ব্যক্ত ও অব্যক্ত নাম উভয়ের হয়।
অব্যক্তেতে ব্যক্ত পরে লভেন বিলয়।।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষ উত্তম।
নিরূপম শুদ্ধ নিত্য জানিবে সুজন।।
পরাত্মার অংশ তিনি ওহে তপোধন।
পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর জানে সর্ব্বজন।।
পরাৎপর বিভু আত্মা হইতে প্রধান।
তিনি ব্রহ্ম নিত্যানন্দ ওহে মতিমান।।
অখিল সংসার হয় রূপভেদ তাঁর।
মুমুক্ষুরা লয় পায় তাঁহাতে আবার।।

প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে পরম আত্মাতে।
বিলীন হইয়া থাকে জানিবেক চিতে।।
পরমাত্মা বিশ্বাধার আছে পরিচয়।
পরম ঈশ্বর তাঁরে বেদাদিতে কয়।।
বিষ্ণুরূপী হন তিনি ওহে তপোধন।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন।।
দ্বিবিধ বৈদিক কর্ম্ম শাস্ত্রে হেন ভণে।
প্রবৃত্তিমূলক এক কহি তব স্থানে।।
সুখের সাধক ইহা স্বর্গাদি কারণ।
নিবৃত্তিমূলক হয় মোক্ষের সাধন।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপ এ দুই করমে।
বিষ্ণু আরাধনা করে ভুবনের জনে।।
প্রকৃতি পথেতে গিয়ে করিলে অর্চন।
স্বর্গলাভ সুখলাভ করে সেই জন।।
নিবৃত্তি পথেতে যায় যদি নরবর।
জ্ঞানযোগ লভি হয় বিশুদ্ধ অন্তর।।
জ্ঞানমূর্ত্তি বিষ্ণু দেবে যে করে পূজন।
তাহে বিষ্ণু মোক্ষ তারে করেন অর্পণ।।
পরমাত্মা হন বিষ্ণু সর্ব্ববিশ্বময়।
প্রকৃতি প্রধান তাহে লীন হয়ে রয়।।
পুরুষ তাহাতে লীন হয় তপোধন।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের বচন।।
বিপরার্দ্ধ কাল যাহা বলিনু তোমারে।
বিষ্ণুর দিবস তাহে জানিবে অন্তরে।।
প্রকৃতি পুরুষ লীন বাসুদেবে হলে।
বিষ্ণুর রজনী হয় শাস্ত্রে হেন বলে।।
দিবারাত্রি ভেদ বটে নাহিক তাঁহার।
কেননা পরম আত্মা সেই সারাৎসার।।
তথাপি মহত্ত্ব তার প্রচার করিতে।
দিবারাত্রি ব্যবহার কহিনু সাক্ষাতে।।
প্রাকৃতিক লয় এই করিনু বর্ণন।
আত্যন্তিক লয়-কথা শুনহ এখন।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত অতি।
শ্রীকালী সে বিরচিল পুলকিত মতি।।

জীবের গর্ভবাসাদির যন্ত্রণা বর্ণন

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
আধ্যাত্মিক আদি তাপ* জানে যেই জন।।
বৈরাগ্য উদিত হয় তাদের অন্তরে।
আত্যন্তিক লয় লাভ করে তার পরে।।
মোক্ষ হয় তার নাম ওহে তপোধন।
জীবের যতেক কষ্ট কে করে বর্ণন।।
জীবগণ করে যবে গর্ভমধ্যে বাস।
কত যে লভয়ে কষ্ট করিব প্রকাশ।।
ভগ্নপৃষ্ঠ ভগ্নগ্রীব ভগ্ন-অস্থি হয়ে।
অতি কষ্টে থাকে গর্ভে জানিবে হৃদয়ে।।
মাতৃভুক্ত কটু অম্ল রসাদি দ্বারায়।
তাপিত হইয়া কষ্ট নানা মতে পায়।।
হস্ত পদ প্রসারিতে কভু নাহি পারে।
বিষ্ঠা মূত্র পথে শুয়ে সদা কাল হরে।।
সূতিবায়ু দ্বারা পরে অধোমুখ হয়।
জঠর হইতে হয় ভূমেতে উদয়।।
কিছুমাত্র সেই কালে নাহি রহে জ্ঞান।
করাতে দারিত অঙ্গ করে অনুমান।।
পার্শ্ব পরিবর্ত্তন গাত্র কণ্ডুয়ন।
কভু না করিতে পারে সেই শিশুজন।।

স্নান পান আহারাদি অন্য দ্বারা হয়।
এরূপে আধিভৌতিক দুঃখের উদয়।।
কোথা হতে আসিলাম যাইব কোথায়।
কিছু না বুঝিতে পারে এই অবস্থায়।।
অজ্ঞানেতে দুঃখ ভোগ করে নরগণ।
বার্দ্ধক্যে অশেষ ক্লেশ করয়ে ভুঞ্জন।।
শিথিলাঙ্গ শীর্ণদন্ত সেই কালে হয়।
নাসারন্ধ্রে রোমপুঞ্জ হয় সমুদয়।।
পৃষ্ঠ অস্থি নত হয় কাঁপে কলেবর।
অবসাদগ্রস্ত হয় জঠর অনল।।
শ্রুতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি খর্ব্ব হয়ে যায়।
সর্ব্বদা বদন হতে লালা বাহিরায়।।
বার্দ্ধক্যে এরূপ কষ্ট পেয়ে নরগণ।
মৃত্যুকালে দুঃখ পুনঃ করয়ে ভুঞ্জন।।
মৃত্যুকালে গ্রীবা হস্ত পদ শ্লথ হয়।
পুনঃ পুনঃ গ্লানি আর মন্ত্রের উদয়।।
ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য আদি ধনের মায়ায়।
মুগ্ধ চিত্ত হয় নর ব্যাকুলিত কায়।।
হস্ত পদ ক্ষিপ্ত হয় ঘুরয়ে নয়ন।
তালু ওষ্ঠ শুষ্ক হয় ভীম দরশন।।
কণ্ঠ হতে ঘর ঘর শব্দ বাহিরায়।
শ্লেষ্মরুদ্ধ কণ্ঠে হয় সকাতর কায়।।
যমদূত দ্বারা পরে তাড়িত হইয়ে।
সে দেহ করয়ে ত্যাগ জানিবে হৃদয়ে।।
মরণের অন্তে করে নরকে গমন।
কত যে দুর্গতি তথা কি করি বর্ণন।।
কখন করাতে তথা করয়ে ছেদন।
কভু ভূমিগর্ভে তারে পোঁতে দূতগণ।।
কখন নিক্ষেপ করে ব্যাঘ্রের বদনে।
তপ্ত তৈলে ফেলে কভু আনন্দিত মনে।।
এইরূপে কত কষ্ট দেয় দূতগণ।
ইয়ত্তা নাহিক আর ওহে তপোধন।।
কেবল যাতনা পায় নরক ভিতরে।
তাহা না ভাবিও ঋষি কখন অন্তরে।।
স্বর্গেও নিষ্কৃতি নাহি পায় নরগণ।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।।

---

*আধ্যাত্মিক আদি তাপ— তাপ ত্রিবিধ— আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। **আধ্যাত্মিক তাপ দ্বিবিধ**— শারীরিক ও মানসিক। **শরীর-সন্তাপ বহুবিধ**—শিরঃরোগ, প্রতিশ্যায়, জ্বর, শূল, গুল্ম, ভগন্দর, অর্শ, শ্বাস, শোথ, সর্দ্দি, অক্ষিরোগ, অতিসার, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শারীরিক সন্তাপ। মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস ও সরীসৃপ প্রভৃতি দ্বারা যে সন্তাপ জন্মে, তাহার নাম **আধিভৌতিক**। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বাত ও বিদ্যুতাদি দ্বারা যে তাপ জন্মে তাহার নাম **আধিদৈবিক**। তাছাড়া গর্ভজন্ম, জ্বরা, অজ্ঞান, মৃত্যু ও নরকগমন নিবন্ধন জীবের দুঃখ সহস্র রূপে বিভিন্ন হইয়াছে।

পুণ্যক্ষয় হলে জীব স্বর্গ হতে পড়ে।
পুনশ্চ জনমে আসি জননী জঠরে।।
পুনরায় সেইরূপ লভয়ে মরণ।
মরণ নিশ্চয় ইহা জ্ঞাত সর্ব্বজন।।
জীবের কিছুতে সুখ না আছে কখন।
এ হেতু মুকতি লাভে করিবে যতন।।
একমাত্র হরিভক্তি ইহার উপায়।
পাপনাশে মহৌষধ জানিবে তাহায়।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি জ্ঞানময়।
ভক্তিতে করিলে পাঠ যত পাপক্ষয়।।

ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ ও ভগবৎ শব্দের মাহাত্ম্য

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ভবে কৃষ্ণভক্তি ধন।।
সেই ভক্তি লাভ হয় যেরূপ প্রকারে।
করিবে সে কাজ জীব একান্ত অন্তরে।।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ আছে পথদ্বয়।
জ্ঞান ভক্তি লাভ জ্ঞান তাহা হতে হয়।।
আগমোক্ত বিবেকজ দুই রূপ জ্ঞান।
আগমোক্ত শব্দ ব্রহ্ম ওহে মতিমান।।
বিবেকজ পরব্রহ্ম জানিবে অন্তরে।
সূর্য্য সম প্রভা সেই বিবেকজ ধরে।।
পাপালোক সম হয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান।
মনুর বচন এবে শুনহ ধীমান।।
মনুর মতেতে জ্ঞান হয় দ্বিপ্রকার।
শব্দজ্ঞান প্রথমতঃ ওহে গুণাধার।।
পরমার্থ জ্ঞান আর জানিবে অন্তরে।
এই দুই রূপ হয় কহিনু তোমারে।।
শব্দজ্ঞান বিনা নাহি হয় পরজ্ঞান।
ঋগ্বেদাদিম হয় সেই শব্দজ্ঞান।।

পরব্রহ্ম প্রবোধক পরজ্ঞান হয়।
এই জ্ঞান লাভ করি পণ্ডিতনিচয়।।
অচিন্ত্য অব্যয় সেই পুরুষ রতনে।
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে আপন নয়নে।।
সেই বিষ্ণু ধ্যেয় বস্তু পরব্রহ্ম হন।
অতি সূক্ষ্ম তার পদ ওহে তপোধন।।
ভগবান নামে তিনি বিদিত ভূতলে।
তাঁর স্বরূপেরে শাস্ত্রে ভগবৎ বলে।।
তাঁর তত্ত্ব জানা যায় যাহার দ্বারায়।
তাহাই পরম জ্ঞান কহিনু তোমায়।।
তাহা ভিন্ন অন্য জ্ঞান পরজ্ঞান হয়।
ভগবান শব্দ অর্থ শুন মহোদয়।।
ভরণের কর্ত্তা যিনি ভর্ত্তা সবাকার।
সকলের গময়িতা স্রষ্টা সারাৎসার।।
ষড়ৈশ্বর্য্য সমাযুক্ত হয় যেই জন।
সর্ব্বভূত যাতে বাস করে অনুক্ষণ।।
তাঁহারেই শাস্ত্রে ঋষি কহে ভগবান*।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মতিমান।।
সর্ব্বভূত পরাত্মাতে করে অবস্থিতি।
বাসুদেব নাম তাই খ্যাত বসুমতী।।
কেশিধ্বজ রাজা পূর্ব্বে খাণ্ডিক্য গোচরে।
বাসুদেব নাম ব্যাখ্যা যেই রূপে করে।।
বলিতেছি সেই কথা শুন তপোধন।
নৃপতি বলিল শুন খাণ্ডিক্য সুজন।।
জগত-বিধাতা হন এই সে কারণে।
সর্ব্বভূত আছে তাঁহে জানিতেছ মনে।।
সেই হেতু বাসুদেব হয় তাঁর নাম।
প্রকৃতিস্বরূপ তিনি ওহে মতিমান।।

*ভগবান— ভগবান শব্দের প্রথম অক্ষর "ভ"। সনাতন বিষ্ণু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক ভরণকর্ত্তা ও ভর্ত্তা বলে তাঁর নামের প্রথমে ভ-কার আছে। তারপর গ-কার থাকার তাৎপর্য্য তিনি সর্ব্ববিষয়ের গময়িতা ও স্রষ্টা। উক্ত "ভ" ও "গ" এই দুটি অক্ষরের এরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হয় যে, তিনি ভগ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যসিম্পন্ন। তাৎপর্য্য সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শ্রী, যজ্ঞ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাহাতে নিবেশিত আছে। ব-কারের অর্থ হল অখিলাত্মা বিষ্ণুরত সর্ব্বভূতে বাস করে। এরূপে সর্ব্বভূতাত্মা সনাতন বিষ্ণু 'ভগবান'নামে কীর্ত্তিত হয়ে থাকেন। পরব্রহ্মভূত বাসুদেব ব্যতীত 'ভগবান' শব্দ আর কাহারও সংযুক্ত হয় না।

অখিলাত্মা হন তিনি আর নির্ব্বিকার।
কল্যাণ গুণের তিনি হয়েন আধার।।
সর্ব্বপ্রাণী সৃষ্টি করি নিজ শক্তিবলে।
আবৃত করিয়া তিনি আছেন সকলে।।
অভিমত দেহ তিনি করিয়া ধারণ।
জগতের হিতকার্য্য করেন সাধন।।
তাঁর তেজ বল আর ঐশ্বর্য্য দ্বারায়।
ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ব্যাপ্ত কহিনু তোমায়।।
শক্তি আদি গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ তিনি।
পরাৎপর তাঁরে বলি ওহে মহামুনি।।
ক্লেশ কভু তাঁর পাশে না করে গমন।
ব্যক্তাব্যক্তরূপী তিনি নিত্য সনাতন।।
পরম ঈশ্বর তিনি সর্ব্বশক্তিমান।
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববেত্তা জানিবে ধীমান।।
সেই ব্রহ্ম যাহে হন প্রকাশ অন্তরে।
তাহই যথেষ্ট জ্ঞান কহিনু তোমারে।।
তদ্ভিন্ন সমস্ত ঋষি জানিবে অজ্ঞান।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গাঁথা অপূর্ব্ব আখ্যান।।

যোগ বিষয়ক প্রশ্ন

স্বাধ্যায় সংযম দ্বারা বিষ্ণু সনাতন।
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে শুন তপোধন।।
তৎপ্রাপ্তি কারণ ব্রহ্ম ওহে মহামতি।
ব্রহ্মভূত আর কিছু নাহি বসুমতী।।
বেদজ্ঞান হতে ঋষি যোগপ্রাপ্তি হয়।
বেদজ্ঞান লাভে হয় সযত্ন হৃদয়।।
বেদজ্ঞান যোগ ইহাদের সমবায়ে।
পরমাত্মা স্ফূর্ত্তি হয় জানিবে হৃদয়ে।।
বেদজ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা জীবগণ।
পরব্রহ্ম দৃষ্টি করে ওহে তপোধন।।

মাংসময় নেত্রে তাঁরে দেখিবারে নারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে।।
মৈত্রেয় কহেন শুন ওহে ভগবন।
যোগের বিষয় এবে করহ বর্ণন।।
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
কেশিধ্বজ নামে পূর্ব্বে আছিল নৃপতি।।
খাণ্ডিক্য নিকটে তিনি যোগের বিষয়।
কীর্ত্তন করিয়া ছিল ওহে মহোদয়।।
মৈত্রেয় শুনিয়া কহে ওহে ভগবন।
কেশিধ্বজ কেবা আর খাণ্ডিক্য কে হন।।
কি কারণে দুই জনে যোগের বিষয়।
আন্দোলন করেছিল ওহে মহোদয়।।
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
জনক বংশেতে পূর্ব্বে আছিল রাজন।।
ধর্ম্মরাজ জনক তাহার আখ্যান।
দুই পুত্র ছিল তাঁর অতি মতিমান।।
মিতধ্বজ কৃতধ্বজ দুই নাম ধরে।
জ্ঞানী অতি কৃতধ্বজ জানিবে অন্তরে।।
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে রত ছিল সেই জন।
তাঁর পুত্র কেশিধ্বজ ওহে তপোধন।।
কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যের বিস্তৃত কাহিনী।
যাহা শুনিয়াছি তোমা প্রকাশিব আমি।।
শুনিলে সে সব কথা পাপক্ষয় হয়।
শাস্ত্রের কঠোর বাক্য অন্যথা না হয়।।
বিষ্ণুপুরাণ-কথা অমৃত সমান।
শ্রীকালী বলেন যেবা শুনে পুণ্যবান।।

কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্য সংবাদ

পরাশর বলে শুন মৈত্রেয় সুজন।
তারপর জন্ম লয় খাণ্ডিক্যনন্দন।।

মিত্রধ্বজ খাণ্ডিক্যেরে পুত্র লাভ করে।
কর্ম্মমার্গে পটু ছিল সে পুত্র সংসারে।।
আত্মবিদ্যা পারদর্শী কেশিধ্বজ ছিল।
জিগীষার বশ দোঁহে হইয়া রহিল।।
খাণ্ডিক্যেরে পুরোহিত মন্ত্রিগণ সাথে।
কেশিধ্বজ বহিষ্কৃত করে রাজ্য হতে।।
রাজ্যচ্যুত হয়ে পরে খাণ্ডিক্য তখন।
রহিলেন দুর্গমধ্যে ওহে তপোধন।।
কেশিধ্বজ মৃত্যু হতে ত্রাণের কারণে।
রত হৈল বহু কর্ম্মকাণ্ড আচরণে।।
একদা করিছে নৃপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
অকস্মাৎ ব্যাঘ্র এক ওহে মতিমান।।
কামধেনু পেয়ে তাঁর বিজন কাননে।
সংহার করিল ত্বরা পুলকিত মনে।।
সংবাদ পাইয়া রাজা বিষাদে মগন।
ঋত্বিকগণেরে ডাকি কহেন তখন।।
এ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।
কৃপা করি অনুমতি দাও তোমা সবে।।
ঋত্বিকেরা কহে শুন ওহে মহীপতি।
পরিজ্ঞাত নহি মোরা প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।।
জিজ্ঞাসা করহ নৃপ কশেরু সদনে।
এত শুনি নৃপ গেল কশেরুর স্থানে।।
কশেরু শুনিয়া কহে ওহে মহীপতি।
প্রায়শ্চিত্ত-বিধি মম নহে অবগতি।।
জনক সমীপে তুমি করহ গমন।
এত শুনি নৃপ কহে শুনক সদন।।
শুনক কহিল শুন ওহে মহীপতি।
পৃথিবীতে কারো ইহা নহে অবগতি।।
কেবল খাণ্ডিক্য জানে শুনহ রাজন।
তাঁহার নিকটে তুমি করহ গমন।।
এত শুনি কেশিধ্বজ কহিল তাঁহারে।
চলিনু এখন আমি খাণ্ডিক্য গোচরে।।
মোরে বধ নাহি যদি করে সেই জন।
তবে তো হইবে মম এ যজ্ঞ সাধন।।
এত বলি গেল নৃপ কানন মাঝারে।
যেখানে খাণ্ডিক্য সুখে অবস্থান করে।।

কেশিধ্বজ সমাগত করি দরশন।
কার্ম্মুক করেতে ধরি খাণ্ডিক্য তখন।।
কহিলেন শুন মূঢ় বচন আমার।
নিবসতি করি আমি কানন মাঝার।।
শত্রুতা সাধিতে তুমি এসেছ হেথায়।
রাজ্য অপহারী আমি জানি হে তোমায়।।
অবশ্য তোমার প্রাণ করিব নিধন।
এত শুনি কেশিধ্বজ কহেন তখন।।
বধিতে তোমারে আমি ওহে মহাত্মন।
আসি নাই কভু এই গহন কানন।।
কোন এক বিষয়েতে হয়েছে সংশয়।
সন্দেহ নাশিতে আসি তোমার আলয়।।
অতএব কোপ তুমি কর সম্বরণ।
আমার উপরে শর না কর ক্ষেপণ।।
শুনিয়া খাণ্ডিক্য নিজ অমাত্য নিকরে।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিবা জিজ্ঞাসে সবারে।।
মন্ত্রিগণ শুনি কহে শুনহ রাজন।
প্রবল শত্রুরে বধ করহ এখন।।
ইহারে মারিলে ধরা হইবে তোমার।
আর না থাকিতে হবে কানন মাঝার।।
শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহে শুন মন্ত্রিগণ।
যদ্যপি ইহারে আমি করি হে নিধন।।
সত্য বটে মমাধীন হবে বসুমতী।
কিন্তু তাহে হবে মম সুবিস্তর ক্ষতি।।
সত্য বটে হবে মম বসুন্ধরা জয়।
পরলোক-জয়ী কিন্তু কেশিধ্বজ হয়।।
ইহারে যদ্যপি আমি করি হে সংহার।
পরলোক-জয় তাহে না হইবে আমার।।
এ হেতু ইহারে আমি না করি নিধন।
ইহার সংশয় এবে করিব ছেদন।।
এত বলি কেশিধ্বজে করি সম্বোধন।
খাণ্ডিক্য কহেন শুন আমার বচন।।
জিজ্ঞাস্য কি আছে তব বলহ আমায়।
সমুচিত প্রত্যুত্তর দিব হে তোমায়।।
এত শুনি কেশিধ্বজ আদ্যোপান্ত করি।
কহিলেন সব কথা খাণ্ডিক্যে বিবরি।।

তাহা শুনি যথা প্রায়শ্চিত্তের বিধান।
খাণ্ডিক্য কহিল সব ওহে মতিমান।।
কেশিধ্বজ তুষ্ট হয়ে আপন ভবনে।
আসিয়া করিল কার্য্য বিহিত বিধানে।।
যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য করি সমাপন।
মনে মনে নরনাথ করেন চিন্তন।।
খাণ্ডিক্যে না করি যদি দক্ষিণা প্রদান।
করম নিষ্ফল হবে তাহে নাহি আন।।
এত ভাবি রথোপরি করি আরোহণ।
উপনীত হন আসি খাণ্ডিক্য সদন।।
পুনঃ কেশিধ্বজে দেখি খাণ্ডিক্য সুমতি।
করেতে ধরিল অস্ত্র অতি দ্রুতগতি।।
তাহা হেরি কেশিধ্বজ কহিল তখন।
হৃদি হতে ক্রোধ তুমি কর সম্বরণ।।
তব উপদেশে যজ্ঞ করেছি সাধন।
শ্রীগুরু-দক্ষিণা দিতে এসেছি এখন।।
বাসনা কি আছে তব বলহ আমারে।
যা চাহিবে তাহা আমি দিব অকাতরে।।
খাণ্ডিক্য এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মন্ত্রিগণে পরামর্শ জিজ্ঞাসে তখন।।
মন্ত্রিগণ বলে নৃপ কি বলিব আর।
রাজ্য চাহি লহ তুমি বচনে সবার।।
শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহে সহাস্য বদনে।
পৃথ্বীরাজ্যে কিবা ফল ভাব দেখি মনে।।
অল্পকাল স্থায়ী মাত্র এই রাজ্য হয়।
এ রাজ্যে বাসনা মম নাহিক নিশ্চয়।।
তোমরা নাহিক জান পরমার্থ জ্ঞান।
এত বলি কেশিধ্বজে কহে মতিমান।।
শুন শুন কেশিধ্বজ আমার বচন।
অধ্যাত্ম বিদ্যায় তুমি অতি বিচক্ষণ।।
দক্ষিণা যখন তুমি দিবে হে আমারে।
তবে যা জিজ্ঞাসি তাহা বলহ সাদরে।।
কি কর্ম্ম করিলে আর দুঃখ নাহি হয়।
সেই কথা কহ তুমি ওহে সদাশয়।।
পরমার্থ জ্ঞান বল আমার গোচরে।
এই তো দক্ষিণা চাহি জানিবে অন্তরে।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা অতি মনোহর।
দ্বিজ কালী বিরচিল আনন্দ অন্তর।।

খাণ্ডিক্যের নিকট কেশিধ্বজের অধ্যাত্ম বিষয় বর্ণন

কহিলেন কেশিধ্বজ শুনহ সুমতি।
কেন না মাগিলে রাজ্য বলহ সম্প্রতি।।
ক্ষত্রিয়ের একমাত্র রাজ্য প্রিয় ধন।
হাসিয়া কহিল তবে খাণ্ডিক্য তখন।।
অবিবেকী নর যারা এখন সংসারে।
ভোগ হেতু সকলেই অভিলাষ করে।।
রাজ্যলাভে বাঞ্ছা করে সেই সব জন।
তুচ্ছ রাজ্য নাহি চাহি যারা বুধ জন।।
ধর্ম্মে থাকি প্রজা রক্ষা ক্ষত্রিয় করিবে।
ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুগণে রণেতে জিনিবে।।
শত্রুগণে জয় করি কহে মহাত্মন।
অকণ্টকে রাজ্য আদি করিবে ভুঞ্জন।।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের বিধানে।
তুমিও লয়েছ রাজ্য মোরে জিতি রণে।।
কি আছে ক্ষমতা মোর জিতিব তোমারে।
কিরূপে রক্ষিব রাজ্য বলহ আমারে।।
তাহে মম ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ নাহি হয়।
কেন বা প্রার্থনা করি ওহে মহোদয়।।
প্রার্থনা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম না হয় কখন।
তাহলেই রাজ্য কেন করিব প্রার্থন।।
অহঙ্কার মান ধনে মত্ত যেই জন।
মমত্বে আকৃষ্ট যারা ওহে মহাত্মন।।
তারা রাজ্য পেতে চায় সতত অন্তরে।
সেরূপ আমি তো নহি কহিনু তোমারে।।

শুনিয়া পরম তুষ্ট কেশিধ্বজ রায়।
কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমায়।।
ভাগ্যেতে বিবেক তব উদিয়াছে মনে।
অবিদ্যা স্বরূপ এবে কহি তব স্থানে।।
এই জড় দেহ শুন ওহে মতিমান।
যেরূপ আপন বলে হয় মনে জ্ঞান।।
তাহারে অবিদ্যা কহে বিচক্ষণগণ।
অবিদ্যা দ্বিবিধ হয় করহ শ্রবণ।।
বৃক্ষের বীজের সম দ্বিভাগে মিলিত।
অবিদ্যা সংসারে কর্ম্ম করিছে নিশ্চিত।।
ভৌতিক দেহেতে থাকি যত জীবগণ।
মোহপাশে বদ্ধ তারা হয়ে অনুক্ষণ।।
"আমি খাই আমি এই দেহ যে আমার।
মম কলেবর আর আমি সর্ব্বেশ্বর।।"
মায়াতে এরূপ বুদ্ধি হয় সর্ব্বক্ষণ।
সকলি কহিলে নাহি হয় সমাপন।।
পঞ্চভূত হতে ভিন্ন জানিবে আত্মারে।
নির্ম্মল পরম জ্যোতি নিত্য বলি তারে।।
দেহকে বলয়ে আত্মা মূর্খ সেই জন।
ভাগ্যেতে দেহ গেহ হয় মহাত্মন।।
দেহ হতে আত্মা ভিন্ন হইবে যখন।
কিরূপে আমার গৃহ হইবে তখন।।
কেমনে আমার বলি হবে অভিমান।
ভালভাবে বুঝে দেখ ওহে মতিমান।।
আত্মা হতে দেহ ভিন্ন হতেছে যখন।
সেই দেহ হতে জন্মে পুত্র আদি জন।।
বল দেখি হবে তবে কেমনে আমার।
অবিদ্যা-সাগরে মূর্খ ভাসে অনিবার।।
দেহের ভোগের জন্য সব কাজ করে।
বন্ধনের হেতু কিন্তু হয় তার পরে।।
মৃত্তিকা লেপিয়া যথা মৃন্ময় আগারে।
সদা রক্ষা করে নর অতি যত্ন করে।।
সেরূপ মৃত্তিকা লেপে দেহ রক্ষা হয়।
বুঝিয়া দেখহ হৃদে ওহে মহোদয়।।
মল মূত্র আদি দ্বারা পূর্ণ কলেবর।
তার জন্য অহঙ্কার কেন নরবর।।

বিফল সংসারে মুগ্ধ হয়ে জীবগণ।
ভ্রমে পঙ্কময় পথে ওহে মহাত্মন।।
তাহাদের মন নহে পরিশুদ্ধময়।
জ্ঞানজল যদি পড়ে ওহে মহোদয়।।
সংসারের মোহ-ভ্রম হয় বিনাশন।
পরম নির্ব্বাণ শেষে করয়ে ভুঞ্জন।।
পরম নির্ব্বাণময় আত্মা নিরন্তর।
সুখ দুঃখ নাহি তার ওহে নরবর।।
সুখ দুঃখ নহে কভু আত্মার ধরম।
প্রকৃতির ধর্ম্ম উহা জানিবে রাজন।।
স্থালীমধ্যে বারি যথা থাকে বিদ্যমান।
অগ্নি সম সম্পর্ক নাহি মতিমান।।
শব্দ স্ফীতি আদি ধর্ম্ম কিন্তু তার হয়।
সেরূপ প্রকৃতি সহ আত্মার নিশ্চয়।।
অভিমান আদি দোষ হয় সংঘটন।
লাভ করে ওহে নৃপ প্রকৃতি ধরম।।
ফল কথা আত্মা সেই ধর্ম্মযুক্ত নয়।
অব্যয় সে আত্মা হয় আর জ্ঞানময়।।
অবিদ্যার মূল বীজ করিনু বর্ণন।
বিচার করিয়া দেখ ওহে মহাত্মন।।
সংসারের যত দুঃখ বিনাশিতে হয়।
তাহলে করিবে নৃপ যোগের আশ্রয়।।
জন্ম তব নিমিবংশে ওহে মহীপতি।
শ্রেষ্ঠ যোগী বলি গণ্য তুমি হে সুমতি।।
তব পাশে যোগশাস্ত্র করিব বর্ণন।
এত বলি কেশিধ্বজ কহিল তখন।।
মুনিগণ যোগবলে লাভ করে মুক্তি।
বিনাশ করেন তাঁরা সংসারের গতি।।
মনে হয় জ্ঞান মোক্ষ বন্ধের কারণ।
বন্ধ হেতু বিষয়েতে আসক্তি জনম।।
বিষয়-বাসনাশূন্য যেই কালে হয়।
মনেতে জানিবে সেই কালে মুক্তি পায়।।
মুক্তি যখন পায় সে জানিবে অন্তরে।
দেহ মন পরিশুদ্ধ হয় সেই বারে।।
যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী হন সংসার মাঝার।
বিষয় ত্যজিয়া তাঁরা ওহে গুণাধার।।

ব্রহ্মরূপ ঈশ্বরেরে করিবে চিন্তন।
দৃঢ়চিত্তে নিষ্ঠামাত্র করিবে ধারণ।।
চুম্বক লৌহেরে যথা করে আকর্ষণ।
সেইরূপ ব্রহ্ম তারে করি আকর্ষণ।।
একীভূত করি দেয় জানিবে অন্তরে।
তাহাতে নির্ব্বাণ লাভ জীবগণ করে।।
ব্রহ্ম প্রতি লীন নৃপ হয় যবে মন।
তাহ্যকেই যোগ কহে যত বুধগণ।।
সেই যোগ থাকে যাহে যোগী বলে তাঁরে।
মোক্ষে অধিকারী তিনি জানিবে অন্তরে।।
বাসনা তাজিয়া তিনি শুদ্ধ করি মন।
যোগের অভ্যাস করেন অগ্রেতে রাজন।।
যোগযুক্ত কহে তারে ওহে মহামতি।
শুন শুন তারপর নিগূঢ় ভারতী।।
যোগ ক্রমে অনেকাংশে অভ্যাস হইলে।
যুঞ্জান তাঁহার নাম বুধগণ বলে।।
ব্রহ্মের সহিত যাঁর দরশন হয়।
নিষ্পন্ন সমাধি তাঁরে কহে সুধীচয়।।
যদি বিঘ্ন নাহি আসি করে আক্রমণ।
যোগাভ্যাসে রত তবে থাকে সেই জন।।
এক জন্মে নাহি হোক জন্ম-জন্মান্তরে।
অবশ্য মুকতি পাবে কহিনু তোমারে।।
নিষ্পন্ন সমাধি হয় যদি যোগীবর।
মুক্তি পায় এক জন্মে ওহে নরবর।।
যোগানলে দগ্ধ হয় সকল করম।
বন্ধশূন্য হয়ে রহে জানিবে সুজন।।
যোগের অষ্ট অঙ্গ* শাস্ত্রেরই বিধান।
যোগীর কর্ত্তব্য যাহা ওহে মতিমান।।
বিষয়-বাসনা ছাড়ি ব্রহ্মধ্যান কৈলে।
অনুত্তম যোগ হয় সুধিগণ বলে।।
শৌচ তপ ও সন্তোষ বেদ অধ্যয়ন।
এসব করিয়া ব্রহ্মে দিবে নিজ মন।।
যম ও নিয়ম এই কহিনু তোমারে।
তাহা আচরিলে ফল অবশ্যই ফলে।।

*যোগের অষ্ট অঙ্গ— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

কামনা ত্যজিয়া ইহা কৈলে আচরণ।
অবশ্য মুকতি লাভ শাস্ত্রের বচন।।
যে-কোন আসন করি একান্ত অন্তরে।
প্রাণবায়ু জয় যদি করিবারে পারে।।
প্রাণায়াম বলে তারে যত বুধগণ।
দ্বিবিধ ও প্রাণায়াম ওহে মহাত্মন।।
সবীজ নির্ব্বীজ আর এই দুই হয়।
অভ্যাসে হৃদয়ে হয় ব্রহ্মরূপোদয়।।
যোগবিৎ হয় যারা এ ভব সংসারে।
নেত্রকে নিগ্রহ তারা করিয়া সাদরে।।
চিত্তেরে আয়ত্ত করিবেন অনুক্ষণ।
প্রত্যাহার হয় এই ওহে মহাত্মন।।
খাণ্ডিক্য জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে মহাত্মন।
শুভাশ্রয় মম পাশে করহ কীর্ত্তন।।
চিত্তের আধার হয় যেই শুভাশ্রয়।
দোষরাশি ধ্বংস করে ওহে মহোদয়।।
কেশিধ্বজ বলে শুন খাণ্ডিক্য সুজন।
চিত্তের আশ্রয়ীভূত শুভাশ্রয় হন।।
তাঁহারেই ব্রহ্ম বলে জানিবে অন্তরে।
দ্বিবিধ সে ব্রহ্ম হন কহিনু তোমারে।।
মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত নাম জানিবে রাজন।
বিশেষ করিয়া বলি শুনহ এখন।।
সগুণ ব্রহ্মের হয় মূর্ত্ত অভিধান।
পরব্রহ্ম অমূর্ত্তেরে জানিবে ধীমান।।
যোগীগণ ব্রহ্মে চিত্ত করি সমর্পণ।
ভাবনা করেন তাঁর জানিবে রাজন।।
ত্রিবিধ ভাবনা হয় কহি যে তোমারে।
ব্রহ্মাখ্যা ও কর্ম্মসংজ্ঞা জানিবে অন্তরে।।
কর্ম্ম-ব্রহ্ম-দ্বয়াত্মিকা এই তিন হয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়।।
বিষ্ণুর অমূর্ত্ত রূপে সৎ বলি কয়।
তাহা যোগিগণ ধ্যেয় শুন মহাশয়।।
সৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুর শকতি।
অমূর্ত্ততে বিশ্বরূপ হিত মহামতি।।
জগতের হিতকার্য্য করিবার তরে।
সেই বিষ্ণু দেবযোনি লীলাচ্ছলে ধরে।।

তাঁহার মহিমা বল বুঝে কোন জন।
কভু নর কখন বা তির্য্যকরূপী হন।।
অপ্রমেয় রূপ তিনি নিত্য সনাতন।
কর্ম্মের অধীন তিনি কভু নাহি হন।।
তাঁহার স্বরূপ চিন্তা যোগীগণ করে।
পাপরাশি ধ্বংস হয় এই চিন্তাদ্বারে।।
পাইয়া পরম পদ ব্রহ্মময় হয়।
কহিনু তোমার পাশে শুন মহাশয়।।
বিষ্ণুরূপ যোগীহৃদে হইয়া সদয়।
মানসিক পাপ যত নাশে সমুদয়।।
ধারণা আখ্যা হয় শুন তপোধন।
ধারণা করিয়া যোগ করিবে সাধন।।
বিষ্ণু হন সমুদয় কল্যাণ আধার।
নিরাকার নিত্য তিনি আশ্রয় সবার।।
তাঁহার কৃপায় যোগী লভয়ে মুকতি।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-শূন্য সেই বিশ্বপতি।।
বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান এবে করহ শ্রবণ।
ধারণা মূরতি ভিন্ন না হয় কখন।।
কমললোচন তাঁর প্রসন্ন বদন।
শ্রীবৎসে শোভিত তাঁর বক্ষ মনোরম।।
ভূষণে ভূষিত কিবা শ্রবণযুগল।
ললাটফলক মরি অতীব উজ্জ্বল।।
কপোলপ্রদেশ কিবা মনোহর অতি।
পরিধানে পীতবাস ওহে মহামতি।।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-অসি শোভে শিরে।
সুরম্য কিরীট শোভে মস্তক উপরে।।
চতুর্ভুজ মরি মরি অতি মনোহর।
যোগীর অবশ্য ধ্যেয় অতীব সুন্দর।।
যোগপরায়ণ যারা এ ভব সংসারে।
ধারণা যাবৎ দৃঢ় নাহি তারা করে।।
আত্মচিত্ত ততদিন করি সমাধান।
শ্রীবিষ্ণুরে চিন্তা করে শুন মতিমান।।
স্বেচ্ছা অনুসারে কর্ম্ম কৈলে আচরণ।
সে ধারণা নাহি ভুলে যাঁহাদের মন।।
তাদের ধারণা সিদ্ধ জানিবে নিশ্চয়।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়।।

ধারণা সুদৃঢ় হলে সেই যোগীজন।
বিষ্ণুর প্রশান্ত রূপ করিবে চিন্তন।।
কিরীটাদি বিবর্জ্জিত যেই রূপ হয়।
তখন চিন্তিবে তাহা যোগীরা নিশ্চয়।।
এক অবয়ব বিষ্ণু চিন্তিবেন পরে।
এক অবয়বে মন যোজিবে সাদরে।।
এক রূপে সুবিস্তৃত করি নিজ মন।
অন্য দ্রব্যে স্পৃহাহীন হইলে তখন।।
শ্রীবিষ্ণুর এক অঙ্গ করিবেক ধ্যান।
তারপর যাহা বলি শুন মতিমান।।
অবয়বহীন ব্রহ্ম মূর্ত্তি হয় পরে।
পরমপুরুষে হেরে ধ্যানেতে অন্তরে।।
ইহারে সমাধি কহে শাস্ত্রের বচন।
সমাধির বলে হয় বিজ্ঞান জনম।।
এই যে বিজ্ঞান যাহা বলিনু তোমারে।
ব্রহ্মজ্ঞান বলি ইহা জানিবে অন্তরে।।
পরব্রহ্মপ্রাপ্তি নৃপ এই জ্ঞানে হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়।।
ব্রহ্মজ্ঞান বলে আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়।
ভাবনা-বিহীন হয় ওহে মহোদয়।।
বিজ্ঞান ব্যতীত নৃপ কোনই প্রকারে।
ব্রহ্মধনে যোগীজন লভিবারে পারে।।
বিজ্ঞান-প্রভাবে হয় আত্মার মুকতি।
বিজ্ঞান করয়ে মূর্ত্তি জানিবে সুমতি।।
পরাত্ম্য চিন্তাতে আত্মা সমাবৃত বলে।
ভেদজ্ঞানশূন্য হয় জানিবে অন্তরে।।
ভেদজ্ঞান নাশ হলে ওহে মহাত্মন।
আত্মাতে ব্রহ্মেতে ভেদ না রহে তখন।।
কি আর খাণ্ডিক্য আমি কহিব তোমারে।
কহিনু যোগের কথা তোমার গোচরে।।
অন্য কিছু শ্রবণেতে বাঞ্ছা যদি হয়।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মহোদয়।।
শুনিয়া খাণ্ডিক্য কহে ওহে মহাত্মন।
যোগের বিষয় যাহা করিলে কীর্ত্তন।।
শুনি উপকার মম যথেষ্ট হইল।
আমার অশেষ পাপ বিনাশ পাইল।।

তব উপদেশে আমি ওহে মহামতি।
অশেষ পাতক হতে লভিনু নিষ্কৃতি।।
আমিও আমার যাহা বলিনু বদনে।
সর্ব্বদা অসৎ উহা কহি তব স্থানে।।
অবিদ্যার কর্ম্ম উহা নাহিক সংশয়।
ব্যবহার হেতু কিন্তু প্রয়োজন হয়।।
পরমার্থ অসংলাপ্য বাক্য অগোচর।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণধর।।
তব উপদেশে মম হইল কল্যাণ।
যোগের বিষয় এবে জানিনু ধীমান।।
জানিতে পারিনু এবে মুক্তির কারণ।
আমার জিজ্ঞাস্য আর নাহি মহাত্মন।।
গমন করহ এবে আপন নগরে।
এত বলি সে খাণ্ডিক্য প্রসন্ন অন্তরে।।
কেশিধ্বজে যথাবিধি করিলে সম্মান।
নিজপুরে নরপতি করিল পয়ান।।
এদিকে খাণ্ডিক্য যোগসিদ্ধির কারণ।
ভগবানে নিজ চিত্ত করি সমর্পণ।।
কানন-নিবাস পরে করিয়া আশ্রয়।
শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হন মহোদয়।।
মন আদি গুণশুদ্ধ হয়ে তারপরে।
পরব্রহ্মে লীন হৈল হরিষ অন্তরে।।
এদিকেতে কেশিধ্বজ মুক্তির কারণ।
ভাল অভিসন্ধি হৃদে করিয়া বর্জ্জন।।
রাজ্যভোগ করি ক্রমে ধর্ম্ম অনুসারে।
পাপশেষ শুদ্ধচিত্ত হইয়া অন্তরে।।
লভিলেন মহাসিদ্ধি ওহে তপোধন।
কহিনু তোমার পাশে অপূর্ব্ব কথন।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা সুললিত হয়।
বিরচিয়া সানন্দিত কালী মহাশয়।।

কলির জীবের দুরবস্থা ও উদ্ধারের উপায়

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
আত্যন্তিক লয় কথা করিনু বর্ণন।।
স্বাশ্বত পরম ব্রহ্মে যদি হয় লয়।
আত্যন্তিক লয় তারে কহে বিজ্ঞচয়।।
সর্গ প্রতিসর্গ বংশ আর মন্বন্তর।
বংশানুচরিত আমি কহিনু সকল।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ হয় পাতকনাশন।
পুরুষার্থ সিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বশাস্ত্রোত্তম।।
সমগ্র পুরাণ আমি কহিনু তোমারে।
শুনিতে বাসনা কিবা বলহ আমারে।।
মৈত্রেয় কহিল এক আকাঙ্ক্ষা আমার।
কলি দুরবস্থা কথা শুনিব আবার।।
কয় ভাগে কলিযুগ বিভক্ত হইবে।
সেই সব কথা গুরু আমারে কহিবে।।
কলির জীবের বল অবস্থা কেমন।
সব কথা প্রকাশিয়া বলহ এখন।।
কেমনে উদ্ধার পাবে সে অবস্থা হতে।
সমুদয় প্রকাশিয়া বলহ আমাতে।।
তাহাদের দোষ যত কলুষ সকল।
কিরূপে বিনাশ পাবে কহ অবিকল।।
বিস্তারিয়া সেই কথা বলহ এখন।
যুগ সহ যুগধর্ম্ম করিব শ্রবণ।।
সংহার ও স্থিতিকাল পরিমাণ তার।
বিভুরূপী কাল বিষ্ণুগতি কথা আর।।
এইসব কথা মোরে বল দয়া করি।
তব কৃপাবলে ভবসাগরেতে তরি।।
রাজার বচনে তবে শুকদেব কয়।
সত্য যেই ধর্ম্ম সদা লোক আচরয়।।
চতুষ্পাদ বলি তাহা জানিবে রাজন।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহিব এখন।।
সত্য দয়া তপস্যা ও অভয় প্রদান।
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম এই শুন মতিমান।।
সত্যযুগে লোক হবে সন্তুষ্ট-হৃদয়।
দয়াবান মৈত্রিযুক্ত শান্ত সদাশয়।।

ক্ষমাশীল আত্মার জীবে সমগতি।
সত্যযুগে এইরূপ শুন নরপতি।।
ত্রেতাযুগে মিথ্যা হিংসা কলহ অধর্ম্ম।
এই সব যাহা হয় শুন তার মর্ম্ম।।
ত্রেতায় ধর্ম্মের এক পদ নষ্ট হয়।
ধর্ম্মের ত্রিপাদ রহে শুন মহাশয়।।
তখন জগতে জীব অতি নিষ্ঠ হয়।
অসম্পূর্ণ ভাবে সবে তপস্যা করয়।।
বেদজ্ঞ সকলে এই ত্রেতাযুগে হয়।
বিপ্রের সংখ্যাই বেশী রহে সে সময়।।
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্ম আর নাশ পায়।
সেই কথা আজি তোমা কহি নররায়।।
মিথ্যা হিংসা অসন্তোষ কলহ বিশেষ।
তাহাতে ধর্ম্মের পাদ হয় হে নিঃশেষ।।
সত্য দয়া তপস্যা অভয়দান যত।
তাহাতে ধর্ম্মের হয় এক পাদ হত।।
বর্ণমধ্যে মান্যগণ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়।
এ যুগের লোক সব হয় তপঃপ্রিয়।।
মহৎ স্বভাব হয় বেদ পাঠ করে।
ধনবান সবে থাকে সানন্দ অন্তরে।।
কলিতে চতুর্থ অংশ অবশিষ্ট তায়।
অধর্ম্ম কারণ সব অতি বৃদ্ধি পায়।।
তাহাতেই অবশিষ্ট হয় হে নিধন।
এই কালে বৃদ্ধি পায় শূদ্র জাতিগণ।।
ইহারা নির্দ্দয় লোভী হয় দুরাচার।
বৃথা দর্পকারী সবে করে অহঙ্কার।।
দুর্ভাগ্য ও স্পৃহাশীল হয় সর্ব্বক্ষণ।
চারি যুগে এইরূপে শুনহ রাজন।।
সত্ত্ব রজঃ আর তমঃ এই গুণত্রয়।
পুরুষের মধ্যে এই গুণ দৃষ্ট হয়।।
ইহাতে প্রেরিত হয় মানব নিকর।
আত্মা অনুগত তায় সবার অন্তর।।
সত্ত্বগুণে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় যখন।
দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করে হে রাজন।।
তখন মনেতে ভুল জানিবে নিশ্চয়।
সত্যের উৎপত্তি তাহে কহি মহাশয়।।

জ্ঞানযোগে থাকে ঋষি জানিবে তখন।
কাম্যকার্য্যে ভক্তি সবে থাকে অনুক্ষণ।।
আর যবে রজোবৃত্তি প্রধান জানিবে।
ত্রেতাযুগ বলি তাহে মনেতে মানিবে।।
লোভ দম্ভ অসন্তোষ অভিমানাসক্তি।
অহঙ্কার কাম্যকর্ম্মে সদা থাকে ভক্তি।।
রজঃ আর তমঃ গুণ প্রধান যখন।
দ্বাপর বলিয়া মনে জানিবে তখন।।
মিথ্যা নিদ্রা হিংসা দুঃখ শোক মহাভয়।
আলস্য ও ছল দৈন্য যে কালেতে হয়।।
প্রবল তমের গুণ হেরিবে যখন।
কলিকাল বলি তারে বুঝিবে রাজন।।
কলির প্রভাবে যত মনুষ্যের গণ।
অল্প ভাগ্য ক্ষুদ্র দশ আশাতে মগন।।
অধিক আহারী জীব কলিতে হইবে।
ধনহীন জীবগণ নিশ্চয় জানিবে।।
কলিতে অসতী সব হইবে রমণী।
দস্যুপূর্ণ নগরী যে শুন নরমণি।।
পাষণ্ডে দূষিত হবে সকল নগর।
প্রজারে পীড়িবে সদা ভূমির ঈশ্বর।।
কামেতে উন্মত্ত যত ব্রাহ্মণ হইবে।
অসন্তুষ্টচিত্ত বহু ভোজন করিবে।।
শৌচশূন্য হবে তবে যত ব্রহ্মচারী।
ভিক্ষুক হইবে সবে বহু পরিবারী।।
তপস্বী সকলে রবে নগর ভিতর।
লোভে পরিপূর্ণ হবে সন্ন্যাসী অন্তর।।
খর্ব্বকায়া লজ্জাহীনা হবে নারিগণ।
বহু পুত্রবতী বহু করিবে ভোজন।।
তাহারা কহিবে কটু কথা নিরন্তর।
তস্করগণের হবে সাহসী অন্তর।।
বণিকেরা ছলকারী হবে সর্ব্বক্ষণ।
ক্রয়-বিক্রয়ে তারা করিবে বঞ্চন।।
মানবে বিপদ নাহি হলে উপস্থিত।
বুঝিতে না পারে কভু নিজ হিতাহিত।।
সর্ব্বোত্তম স্বামী যদি হয় হে নিধন।
তারে ত্যজি ভৃত্যগণ করে পলায়ন।।

বিপদে পড়িলে ভৃত্য প্রভুরা ত্যজিবে।
দুগ্ধ লয়ে গাভিগণে তাড়াইয়া দিবে।।
দরিদ্র হইয়া হবে রমণী আসক্ত।
সুহৃদ ভাবিয়া তাহে হবে অনুরক্ত।।
তাদের সৌহার্দ্য হবে রমণ কারণ।
মন্ত্রণা করিবে ভার্য্যাসহ অনুক্ষণ।।
শূদ্রগণ তপোবেশী সতত হইবে।
অধার্ম্মিক জন ধর্ম্ম আসনে বসিবে।।
তাহারা কহিবে সদা ধর্ম্মের কথন।
কলিকালে সবে হবে এরূপ ঘটন।।
প্রজাগণে অন্নহীন নয়নে দেখিবে।
তাহাদের মন সদা উদ্বিগ্ন থাকিবে।।
সর্ব্বক্ষণ প্রজা হবে দুর্ভিক্ষে পীড়িত।
অনাবৃষ্টি পৃথিবীতে হবে সংঘটিত।।
অশন বসন পান শয্যা ব্যবহার।
স্নান ও ভূষণহীন হয়ে অনিবার।।
পিশাচের ন্যায় সবে হইবে দর্শন।
বিবাহ করিবে সদা লয়ে তুচ্ছ ধন।।
আপনার প্রিয় প্রাণ বর্জ্জন করিবে।
আত্মীয়স্বজন নাশে প্রবৃত্ত হইবে।।
বৃদ্ধ পিতামাতাগণে না করি পালন।
সর্ব্বদাই আত্মসুখে হইবে মগন।।
ভার্য্যারত সকলেতে হবে নীচাশয়।
পাষণ্ড দুর্ম্মতি সবে হইবে নিশ্চয়।।
এইরূপে লোক সবে চিত্তভ্রম হবে।
পরম ঈশ্বরে পূজা না করিবে সবে।।
যাঁর নামে সর্ব্ব জীবে বিপদ খণ্ডন।
যাঁর কৃপাবলে ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন।।
যাহাতে উত্তম গতি জীব সবে পায়।
কলিতে মানবগণ না পূজিবে তাঁয়।।
শুনহ মৈত্রেয় কহি অপূর্ব্ব ভারতী।
যার চিত্ত মগ্ন হয় নারায়ণ প্রতি।।
কলিকৃত দোষ তার তখনি খণ্ডন।
কহিলাম সত্য কথা তোমারে এখন।।
চিন্তন করিলে হরি আপন অন্তরে।
বহু পাপ বিনাশিত ক্ষণেকের তরে।।

অগ্নিতে সুবর্ণ যথা সুনির্ম্মল হয়।
চিত্তস্থিত বিষ্ণু তথা অশুভ নাশয়।।
অতএব শুন কহি ওহে মহামতি।
একান্ত হইয়া ভাব সেই বিশ্বপতি।।
হৃদয় অর্পণ কর নিয়ত কেশবে।
অন্তরে কলুষ আর কিছুই না রবে।।
মহাপাপী দুরাচার হয় যেই জন।
অন্যথা না হয় কভু কৃষ্ণের বচন।।
এই কলিকাল হয় দোষের আকর।
কিন্তু এক গুণ আছে শুন নরবর।।
যেই মাত্র কৃষ্ণনাম বদনে লইবে।
এ ভববন্ধন হতে মুক্তি সে পাইবে।।
পরমপুরুষে সেই পাবে সেই ক্ষণে।
কলির মাহাত্ম্য এই জানিবে হে মনে।।
সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান করিবে নিয়ত।
ত্রেতায় যজ্ঞেতে কৃষ্ণ অর্চ্চিবে সতত।।
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা শুনহ রাজন।
কলিতে জানিবে মাত্র নাম উচ্চারণ।।
কলির মহামন্ত্র নামকীর্ত্তন করিবে।
নামে ভক্তি নামে মুক্তি অবশ্য পাইবে।।
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"
এই নাম জীবগণের মুক্তির কারণ।
শ্রীকবি মাগিছে সদা হরিপদে মন।।
কহিনু কলির জীবের উদ্ধার-উপায়।
নাম বিনা গতি নাই শুন মহাশয়।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ-কথা কল্কি-পর্ব্বে হল।
প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ হরি হরি বল।।

বিষ্ণুপুরাণের ফলশ্রুতি

মৈত্রেয় বলেন গুরু তুমি ভগবন।
বিষ্ণুপুরাণের-কথা করিনু শ্রবণ।।
তব উপদেশ মম নাশিল সংশয়।
জানিনু নিখিল বিশ্ব হয় বিশ্বময়।।
পুরাণ বর্ণিয়া ক্লেশ হইল তোমার।
কৃপা করি ক্ষমাবান হও হে আমার।।
পুত্রে শিষ্যে নাহি ভেদ কহে সাধুগণ।
এত বলি মৌনব্রত করেন ধারণ।।
পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুমতি।
যেই জন শুনে বিষ্ণুপুরাণ ভারতী।।
সর্ব্বপাপ হতে মুক্তি পায় সেই জন।
নাহিক সন্দেহ তাহে ওহে মহাত্মন।।
হরির মাহাত্ম্য আমি বলেছি তোমারে।
নামের গুণেতে পাপ চলি যায় দূরে।।
যাহা কিছু আছে এই সংসার মাঝারে।
শ্রীবিষ্ণুর অংশ সব জানিবে অন্তরে।।
সেই পাপ-বিনাশন বিষ্ণুর কাহিনী।
বলিলাম এ পুরাণে ওহে মহামুনি।।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন মহাস্বস্ত্যয়ন।
তাহার সমান নাহি কল্যাণ কারণ।।
যজ্ঞশেষে স্নানদানে হয় যেই ফল।।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ পাঠে লভে সে সকল।।
কুরুক্ষেত্রে অর্ব্বুদেতে প্রয়াগে পুষ্করে।
উপবাস স্নান কৈলে যেই পাপ হরে।।
এ পুরাণ শ্রবণেতে সেই ফল হয়।
সন্দেহ নাহিক তাহে শুন মহাশয়।।
অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কৈলে যেই ফল হয়।
এ পুরাণপাঠে তাহা ফলিবে নিশ্চয়।।
পরম সুশ্রাব্য ইহা দুঃস্বপ্ন-নাশন।
একমাত্র উদ্ধারের শ্রীনাম কারণ।।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহা রচনা করিল।
বিধাতা কীর্ত্তন করি ঋভুরে শুনাল।।
কলিশেষে তুমি ইহা শমীক ঋষিরে।
প্রদান করিও বৎস কহিনু তোমারে।।

প্রত্যহ যে জন ইহা করয়ে শ্রবণ।
পিতৃ-স্তুতি ফল পায় সেই মহাত্মন।।
দেব-স্তুতি ফল হয় জানিবে তাহার।
অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার।।
একটি পর্ব্ব যদি করয়ে স্মরণ।
কপিলা দানের ফল লভে সেই জন।।
বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধরি যেই মহাজন।
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ শোনে হয়ে একমন।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ-ফল পায় সেই জন।
হরি আরাধিলে নাশে জনম মরণ।।
পিতৃরূপে কব্য তিনি করেন গ্রহণ।
দেবরূপে হব্য তিনি করেন ভোজন।।
তিনি স্বধা তিনি স্বাহা জানিবে অন্তরে।
তাঁর মাহাত্ম্যের সীমা কে কহিতে পারে।।
বারেক শ্রীহরিনাম করিলে শ্রবণ।
অখিল পাতক তার হয় বিনাশন।।
বৃদ্ধি নাশ সমুৎপত্তি নাহিক যাঁহার।
সেই পুরুষ-উত্তমে করি নমস্কার।।
বহু মূর্ত্তি হয়ে যিনি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
একা বলি দৃষ্ট হন নমামি তাঁহারে।।
জ্ঞানের কারণ তিনি নিষ্কৃতি কারণ।
ত্রিগুণ আত্মক তিনি জগত কারণ।।
সোঽহং রূপেতে যেবা বসি প্রাণায়ামে।
হৃদপদ্মে একান্তে ত্যজি সর্ব্বকামে।।
হরিতে সমর্পি মন হরিময় হয়।
'ধন্য সেই শ্রেষ্ঠ জীব' পুরাণেতে কয়।।
হরি হন ত্রাণকর্ত্তা গোলোকবিহারী।
হরিনাম কর সার বল হরি হরি।।
হরি মাতা হরি পিতা হরি মূলাধার।
হরি বন্ধু হরি সখা হরি সর্ব্বাধার।।
জন্মাদি-বিহীন যিনি বিকারবর্জ্জিত।
পঞ্চভূত যাঁর সৃষ্টি আছয়ে কীর্ত্তিত।।
যাঁহার কৃপার গুণে ওহে তপোধন।
শব্দাদি বিষয় ভোগ করে জীবগণ।।
সেই নারায়ণে আমি করি নমস্কার।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তাঁহার।।

জনম-রহিত হয়ে যেই নিরঞ্জন।
অসংখ্য রূপেতে ভবে প্রকাশিত হন।।
প্রকৃতি-পুরুষ রূপী সেই ভগবান।
দুঃখবন্ধে মুক্তি তিনি করুন প্রদান।।
বিষ্ণুপুরাণ ভবে অমৃত পাথার।
যেবা পাঠ নাহি করে জীবন অসার।।
যত দিন নাহি পড়ে করি সমাদর।
অথবা এ মহাগ্রন্থে করে অনাদর।।
জীবনেই মহাদুঃখ নিরন্তর পাবে।
বেদের বচন ইহা অন্যথা না হবে।।
কলির পাপেতে মোরা আছি জরজর।
পুরাণের নীরে করি শুদ্ধ কলেবর।।
এসো সবে শুদ্ধ হয়ে লাভি পরিত্রাণ।
প্রীতি-ভক্তি চক্ষে হেরি হরির বয়ান।।

বিষ্ণুভক্তি সম ভক্তি আর কিছু নাই।
বিষ্ণুতে হইলে ভক্তি সর্ব্বফল পাই।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় হরিনাম বলে।
যমেরে দিয়া সে ফাঁকি যায় সুখে চলে।।
হরিনাম অর্থ যাহা করহ শ্রবণ।
যাহাতে কলুষনাশ হয় সর্ব্বক্ষণ।।
'হ'-তে হরণ করে শোক তাপ আদি।
'রি'-তে রিপুগণে নাশে নিরবধি।।
'না'-তে করয়ে নাশ কালিমার রাশি।
'ম'-তে মঙ্গল হয় অমঙ্গল নাশি।।
এ হেন হরির নাম করে যেই জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় বেদের বচন।।
শ্রবণের ফলকথা হল সমাপন।
বল সবে হরি হরি ভরিয়া বদন।।

ইতি কল্কি পর্ব্ব সমাপ্ত।

সপ্ত-পর্ব্ব শ্রীবিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ

সারাংশ

(শ্রীমদ্ভাগবতের মত বিষ্ণুপুরাণও বৈষ্ণবতন্ত্রের একখানি প্রধান পুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত তেইশ হাজার শ্লোক সমন্বিত এই পুরাণের বিশুদ্ধতা লক্ষ্য করে সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণ অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা এর প্রাচীনত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। এর সমস্ত ভাগই প্রসাদগুণসম্পন্ন। অধিকন্তু, পুরাণের সবকিছু লক্ষণই সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত।

এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রলয়, পৃথিবীর বিস্তার, দ্বীপ, বর্ষ ও দেশবিভাগ, সমুদ্র, পর্বত, নদ-নদীর সংস্থান, সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও প্রমাণ, দেব ও রাজর্ষিদিগের বংশবর্ণন, মনু ও মন্বন্তর কথন, কল্প ও বিকল্প যুগবিভাগ, যুগধর্ম্ম কল্পান্ত স্বরূপ, দেব, ঋষি ও রাজাদিগের চরিত্র, বেদ ও তার শাখাবিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় পৌরাণিক বিষয়ই বিবৃত হয়েছে। এক কথায়, এই গ্রন্থটি পাঠ করলে ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায়।)

একদা শক্তিপুত্র পরাশর (বশিষ্ঠের পৌত্র) প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করে আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁর নিকট গিয়ে উপনীত হলেন প্রিয় শিষ্য মৈত্রেয় মুনি।

গুরুপদে প্রণাম করে তিনি নিবেদন করলেন—হে ধর্ম্মবিশারদ! ধর্ম্মকথা অনেক শ্রবণ করলাম কিন্তু এই বিশ্বজগৎ কিসে জন্ম এবং কিসে লীন হচ্ছে, দেবতাদি কিভাবে সমুৎপন্ন, সমুদ্র পর্ব্বত ও পৃথিবীর স্থিতি, আকাশাদির পরিমাণ, সূর্য্যের আদিমতম রূপ, বিবিধ বর্ণাশ্রম ও মনুবংশাদির কথাগুলি জানতে বড় আগ্রহী। কৃপাবলোকন করে অধীনকে ব্যাখ্যা করে বলুন, আমি শ্রবণ করে কৃতার্থ হই।

ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পরাশর বললেন—তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তাই প্রাচীন বিষয় আলোচনা করার জন্য আমাকে স্মরণ করলে। আমি বলছি, তুমি শ্রবণ কর।

বিশ্বামিত্র-প্রেরিত রাক্ষস যখন আমার পিতাকে ভক্ষণ করেছে বলে লোকমুখে শুনলাম, তখন আমার মনে ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হল। তাই রক্ষোকুল নিধনের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করি। কিন্তু পিতামহ বশিষ্ঠ আমাকে বাধা দিয়ে

বললেন ক্রোধ করা উচিত নয়। ক্রোধে মহাপাপ জন্মে ও তার ফলে সমস্ত কর্ম্মের সুফল বিনষ্ট হয়। স্বর্গে মোক্ষে ক্রোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তোমার পিতার ভাগ্যে যা ছিল তা ঘটে গেছে। তার জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার কোন কারণ নেই।

পিতামহের উপদেশে যখন যজ্ঞ ক্ষান্ত করলাম, তখন সেখানে এসে উপনীত হলেন ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য। তিনি মহান পুরুষ। আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—শত্রুভাব থাকা সত্ত্বেও তুমি যে ক্রোধ সম্বরণ করে রক্ষোকুল রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছ সেজন্য আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, সকল শাস্ত্রবিজ্ঞানে তোমার যথাযোগ্য জ্ঞানলাভ হবে। তুমি হবে পুরাণ-সংহিতার কর্ত্তা এবং পরমার্থ-তত্ত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্ম্মে হবে বিমল বুদ্ধিলাভ।

পিতামহও আমাকে তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ করায় এবং তোমার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার মানসপটে যে ব্রহ্মবিজ্ঞানতত্ত্ব উদিত হয়েছে, সেগুলি তোমার নিকট পূর্ণরূপে প্রকাশ করছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তাঁতেই জগৎ স্থিত। তাঁরই সৃষ্টি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং দেবদেবীবৃন্দ ও পশু, পক্ষী, মানবাদি।

ভগবান সনাতন পুরুষ তাঁর নিজের রূপেই সৃষ্টি করেছেন মানবজাতিকে। বুদ্ধি, বিবেক সবকিছু দিয়েছেন। এক এবং অদ্বিতীয় হলেন ভগবান স্বয়ং প্রভু ও মহাপ্রভু আর তাঁরই সৃষ্টি সমস্ত জীবগণ তাঁরই দাস। দাসের একমাত্র কর্ত্তব্য তাদের প্রভুর সেবা করা। এই সেবা-আচরণকে বলা হয় সনাতন-ধর্ম্ম। ভগবান যেমন একজন তেমনি ধর্ম্মও হল একটি। সেটা হল সনাতন-ধর্ম্ম।

"পৃথিবীতে যত কিছু ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।।"

যার সৃষ্টি আছে তার লয়ও আছে। সনাতন পুরুষ ভগবানের যেমন সৃষ্টি ও লয় নেই, তেমনি সনাতন-ধর্ম্মেও সৃষ্টি ও লয় নেই। ধীরে ধীরে পরাশর মৈত্রেয়কে বিষ্ণু-স্তোত্র ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেন। আলোচনা করলেন সৃষ্টি-কারিণী ব্রহ্মশক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মার পরমায়ু।

কল্পান্তে সৃষ্টিবিবরণ, দেবাদির চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি, রুদ্র-সৃষ্টি, লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য ও চতুর্ব্বিধ প্রলয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র হলেন লক্ষ্মীছাড়া। তাই লক্ষ্মীকে উদ্ধার করতে দেবাসুর মিলিত হয়ে মন্থন করলেন মহাসিন্ধু। লক্ষ্মী সহ উঠলেন ধন্বন্তরি, অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি। ইন্দ্র লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বহু স্তব করলেন।

ভৃগুর ঔরসে ও খ্যাতির উদরে জন্ম নিলেন দুই পুত্র—ধাতা ও বিধাতা। লক্ষ্মীরূপে জন্ম নিলেন একমাত্র কন্যা। তাঁদের হতে ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি হল মহর্ষিগণের।।

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বিমাতার অবহেলার কারণে তপস্যাবলে লাভ করলেন ভগবান বিষ্ণুকে।

প্রচেতাগণ কর্তৃক ধরামাঝে সুশৃঙ্খল বিধান ও দক্ষ কর্তৃক সৃষ্টি হল পৃথিবীতে অগণিত প্রজাবর্গ। আর কশ্যপমুনি হতে আদিত্যাদি ও দৈত্যগণের উদ্ভব হল।

হরিভক্তিহীন হিরণ্যকশিপুর চার পুত্র। তাদের মধ্যে প্রহ্লাদ কনিষ্ঠ। বাল্যকাল থেকে প্রহ্লাদ অতিশয় কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণের নাম স্মরণ করতেই তার চোখে জল আসে। কৃষ্ণের প্রতি যাতে তার মন বিরূপ হয় সেজন্য হিরণ্যকশিপু তাকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুই গুরুর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু তাতেও প্রহ্লাদের কৃষ্ণভক্তি দূর হল না। হিরণ্যকশিপু তখন প্রহ্লাদকে হত্যা করার সংকল্প করে হাতীর পায়ের তলায় ফেললেন। মহাসমুদ্রে ফেলে দিলেন, বিষ খাওয়ানো হল; তাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হল না। কৃষ্ণনাম করে প্রহ্লাদ মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেলেন। প্রহ্লাদ জানালেন কৃষ্ণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, এমনকি স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যেও তিনি আছেন। তাই শুনে হিরণ্যকশিপু স্ফটিকস্তম্ভে পদাঘাত করতেই তার ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন ভগবানের চতুর্ভুজ নৃসিংহমূর্ত্তি। সেই বিকটাকার মূর্ত্তি হিরণ্যকশিপুকে ঊরুর উপর রেখে তাঁর উদর চিরে তাঁকে হত্যা করলেন। প্রহ্লাদ তপোযোগে বিষ্ণুপদ লাভ করলেন। তারপর পরাশর মুনি মৈত্রেয়কে দৈত্যবংশ, কশ্যপ হতে পশুপক্ষী সরীসৃপাদির সৃষ্টি ও বায়ুর উৎপত্তির কথা ব্যাখ্যা করলেন। সেই সাথে জানা গেল নারায়ণের শ্রীবৎস-চিহ্নধারণের মাহাত্ম্য।

প্রিয়ব্রত কথা ও ভরতবংশ হতে ভারতবর্ষের বিবরণ সহ সপ্ত পাতাল, অনন্তের গুণ বর্ণন, নরক বর্ণন ও হরিনাম

স্মরণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তের কথা ব্যাখ্যা করলেন।

দিবাকরে বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাব ও বিষ্ণুর শিশুমারাকৃতি দিব্যরূপ এবং চন্দ্রাদির রথ বর্ণিত হল।

ঋষভপুত্র ভরত যৌবনে পঞ্চজনী নামক কন্যাকে বিয়ে করেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগ করার পর পুত্রদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বৈরাগ্য লাভ করেন। গণ্ডকীতীরে তিনি যখন সাধনে রত ছিলেন তখন একদিন সিংহের মুখ থেকে এক হরিণশিশুকে রক্ষা করার পর লালনপালন করেন। হরিণের চিন্তায় মেতে থাকার জন্য দূরে গেল তাঁর ভজন-সাধন। হরিণের মৃত্যুর পর তিনি হরিণ-চিন্তা করতে করতে মারা যান ও লাভ করেন হরিণের দেহ। পরে গণ্ডকীতে আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে তিনি হরিণদেহ ত্যাগ করে এক ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতারা তাঁকে জড় অথচ বলিষ্ঠ দেখে নিযুক্ত করল কৃষিকর্ম্মে। একদা চোরেরা তাকে ধরে নিয়ে গেল কালীর নিকট বলিদান দেবার জন্য। মহাকালী হরিভক্ত ভরতকে রক্ষা করে চোরেদের প্রাণনাশ করলেন।

তারপর সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহুগণ ভরতের দ্বারা পালকি বহালেন। এই সময় সুযোগ পেয়ে ভরত জড়ত্ব ত্যাগ করে রহুগণকে তত্ত্বজ্ঞান দান করলেন। এই ভরতই পুরাণে জড় ভরত নামে খ্যাত। ভরত হতেই ভারতবংশের উৎপত্তি। পাণ্ডবগণ এই বংশের সন্তান।

শাস্ত্রবিশারদ পরাশর আলোচনা করলেন সাবর্ণাদি মন্বন্তর ও কল্পপরিমাণ। যুগভেদে বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়ে বেদ-বিভাগ করেন। জৈমিনিও করেন বেদশাখার বিভাগ।

ভৃগুকুল-সমুদ্ভূত ঔর্ব্ব ও সাগরের কাহিনী ব্যাখ্যা করে পরে মহামুনি চতুরাশ্রম ধর্ম্ম, জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া, কন্যালক্ষণ ও বিবাহবিধির উপদেশ দিলেন। গৃহস্থের সদাচার-বিধি ও স্ত্রী-সংসর্গের কথাও ব্যাখ্যা করলেন গৃহস্থের নিত্যক্রিয়া, দাহ, অশৌচ, একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডকরণ ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধবিধি, শ্রাদ্ধীয় মাংস নিরূপণ, লগ্ন-লক্ষণ প্রভৃতি।

যুবনাশ্ব রাজা মুনিদের মন্ত্রঃপূত বারি সন্তানসম্ভবা কারণে তাঁর স্ত্রীকে না পান করতে দিয়ে ভুলবশতঃ পিপাসাহেতু নিজে সেই জল পান করে হলেন গর্ভবান। তাঁর গর্ভে জন্ম নিলেন রাজা মান্ধাতা। তিনি বাল্যকালে মায়ের স্তনের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের অঙ্গুলি চুষে দেহ ধারণ করেছিলেন। আলোচিত হল জলনিবাসী সৌভরিমুনির অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী।

শক্তিশালী হৈহয় ও তালজঙ্ঘের পাশে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার রাজা বাহু যখন পত্নী সহ বনগমন করেন তখন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মহামুনি ঔর্ব্ব। বাহু-পত্নীর গর্ভে সাত মাসের সন্তান থাকা সত্ত্বেও রাজা তাঁকে বিষ পান করান। কিন্তু রাজা বাহু প্রাণ ত্যাগ করার পর তাঁর পত্নী সহমৃতা হতে গেলে ঔর্ব্ব বাধা দিয়ে রক্ষা করেন। তত্ত্বদর্শী মহামুনি ঔর্ব্ব জানতেন রাণীর গর্ভে আছে অতি বিক্রমশালী সন্তান। কালে গরল সহ সন্তান প্রসব হলে তাঁর নাম রাখলেন সগর। ঔর্ব্ব তাকে বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের সাথে সাথে ভার্গব্যাখ্য আগ্নেয়াস্ত্র দান করলেন। তার পর মায়ের নিকট পিতার দুরবস্থার কথা শুনে সগর যুদ্ধ করে নিহত করলেন তাঁর পিতৃ-বৈরিদের।

এক সময় সগর অযোধ্যায় রাজা থাকাকালীন আরম্ভ করলেন অশ্বমেধযজ্ঞ। কপিলমুনি কর্ত্তৃক সেই অশ্বের কারণে ভস্ম হলেন সগররাজার ষাট হাজার সন্তান। পরে তাঁর সুযোগ্য বংশধর ভগীরথ বৈকুণ্ঠ থেকে তপস্যাযোগে পতিত-পাবনী গঙ্গাকে পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। উদ্ধার হলেন তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ।

তারপর চন্দ্রবংশ-কথা প্রসঙ্গে তারা হরণ, অত্রিত্রয়োৎপত্তি পুরুরবা ও জহ্নুমুনির বংশবিবরণ আলোচনা করলেন। রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ, ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলী আর নহুষ ও যযাতির উপাখ্যান প্রকাশ করলেন। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যবংশীয় নৃপতি ভগবান রামচন্দ্রের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করে পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তারপর যযাতির বিবরণ, পুরুবংশকথা, রন্তিদেবের কাহিনী, জরাসন্ধ, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের মনোরম উপাখ্যান বললেন।

এইরূপে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের সমুদয় কাহিনী ব্যাখ্যা করার পর যদুবংশের কাহিনী আরম্ভ করলেন।

চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যযাতি। তার পাঁচজন পুত্র— যদু, তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য এবং পুরু। যদু হতে বংশের উৎপত্তি বলে যদুবংশ নাম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পৃথিবী যখন অধর্ম্মের ভারে পীড়িতা, তখন দেবতাগণকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ক্ষীরোদের কূলে ভগবানের উদ্দেশ্যে তপস্যা আরম্ভ করলেন। ভগবান শ্রীহরি তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বললেন—দুষ্টকে দমন ও শিষ্টকে পালন বা রক্ষা করার জন্য আমি যদুবংশের মহাভাগবতপ্রবর বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হব। এক অংশে কৃষ্ণরূপে দেবকীগর্ভে ও অন্য অংশে সংকর্ষণ রূপে রোহিণীর আলয়ে উদয় হব।

সেই বাক্য অনুযায়ী ভগবান যথাসময়ে ভক্তিমতী মায়ের জঠরে আশ্রয় নিলেন।

তখন মথুরার রাজা ছিলেন দুষ্টমতি কংসাসুর। তাঁর ভগিনী দেবকীর সাথে হয় বসুদেবের শুভপরিণয়। বিবাহের শেষে কংস যখন তাঁদের নবদম্পতিকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আকাশবাণী শোনা গেল। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হতে হবে কংসের নিধন। সেই কথা শুনে কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ রাখলেন। কারাগারে দেবকীর ছটি সন্তানকে হত্যা করেন কংস। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেব এসেই চলে গেলেন রোহিণীর উদরে। কংস এটা বুঝতে পারল না। তারপর দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবির্ভাব হলেন স্বয়ং ভগবান নারায়ণ। তাঁর মায়ায় বিশ্বসংসার মুগ্ধ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর বৃষ্টিমুখর গভীর নিশীথে বসুদেব সেই নবজাত শিশুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন গোকুলে নন্দ মহারাজার গৃহে। সেইদিন মহাবিষ্ণুকে সাথে নিয়ে স্বয়ং মহামায়া আবির্ভূতা হয়েছিলেন মা যশোদার জঠরে। বসুদেব কৃষ্ণকে সেখানে সূতিকাগৃহে যশোদার কাছে রেখে নিয়ে এলেন শিশুকন্যারূপিণী যোগমায়াকে। এসব গোপন সংবাদ কেউ জানতে পারেনি।

পরদিন কংসাসুর কারাগারে প্রবেশ করে দেখেন তাঁর ভগিনী দেবকী প্রসব করেছেন এক শিশুকন্যা। ক্রোধবশতঃ কংস সেই কন্যাকে শিলাতলে আছড়ে মারতে উদ্যত হলে কন্যা আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' কথাটা শুনে কংস বিস্মিত হলেন।

এদিকে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে মা রোহিণীর গর্ভে উদয় হলেন সিদ্ধযোগী স্বয়ং অনন্তদেব বলদেবরূপে। মহাভয়ে ভীত হলেন কংস। কোথায় সেই নারায়ণ শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছে? পুতনা নাম্নী এক ভীষণা রাক্ষসীকে আদেশ করলেন কৃষ্ণকে মারবার জন্য। পুতনা মায়াবলে সুন্দরী ব্রজকুলরমণীর বেশ ধারণ করে স্তনে বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ না মরে মরল পুতনা রাক্ষসী।

বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ বহু রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করেছেন। তিনি বধ করেছিলেন কংসের বহু চর-অনুচরকে। তাঁর হাতে নিহত হল তৃণাবর্ত্তাসুর। শকট ভঞ্জন করলেন তিনি। যমলার্জ্জুন উদ্ধার করেছেন বালক শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভগবান হলেও অপরাপর গোপবালকের মত ব্রজধামে লালিতপালিত হতে থাকেন। গোপ বালকদের সাথে গোচারণে গিয়ে কংসপ্রেরিত বৎসাসুর, বকাসুর আর অঘাসুরকে হত্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর দুরন্ত ও বিষাক্ত কালীয় নাগকে দমন করলেন। তাই গোপিগণ ছিলেন কৃষ্ণগতপ্রাণা।

বৃষ্টির জন্য গোপগণ প্রতিবছর ইন্দ্রপূজা করতেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ সে পূজা বন্ধ করায় ইন্দ্রের ক্রোধ হল। সেজন্য ইন্দ্র এত বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত ঘটাতে লাগলেন যে তাতে ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়লেন গোপগণ। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন বৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক কারণে।

অবশেষে অনেক চেষ্টা করেও কংস যখন শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে সমর্থ হলেন না, তখন তিনি মনে মনে এক কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অক্রূরকে ব্রজধামে পাঠালেন কৃষ্ণ-বলরামকে নিমন্ত্রণ করে আনবার জন্য। অক্রূর ব্রজধাম থেকে ব্রজগোপীদের মনে ব্যথা দিয়ে কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে এলেন কংসের যজ্ঞালয়ে। সেই যজ্ঞস্থলে রাম-কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস বহু শক্তিশালী যোদ্ধা নিযুক্ত করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম অনায়াসে কুবলয় হস্তী ও চানুর-মুষ্টিকাদি বড় বড় বীরদের মেরে অবশেষে হত্যা করলেন মহাবীর কংসকে। তারপর বসুদেব ও দেবকীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে কংস-পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কংসনিধন হওয়ার পর তাঁর শ্বশুর জরাসন্ধ বার বার মথুরাপুরী আক্রমণ করায় কৃষ্ণ-বলরাম তাঁকে পরাস্ত করেন। অগণিত ম্লেচ্ছ সৈন্যসহ কালযবনও মথুরাপুরী আক্রমণ

করেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রমধ্যে অপূর্ব্ব দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করে জ্ঞাতিদের রক্ষা করলেন এবং কৌশলে কালযবনের প্রাণ সংহার করলেন মুচুকুন্দের সাহায্যে।

তারপর বলরাম আনর্ত্তরাজ রৈবতের কন্যা রেবতীকে বিয়ে করলেন। শ্রীকৃষ্ণও বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী, সত্রাজিৎ রাজার কন্যা সত্যভামা, জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেন।

আবার কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতি আদি অষ্ট রমণীকেও কৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন।

বিষ্ণুর ঔরসজাত ও ধরিত্রীর গর্ভজাত মহাবীর নরকাসুর ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করলে কৃষ্ণ নরককে বধ করে তাঁর এক হাজার কন্যাকে বিবাহ করেন।

একদা কৃষ্ণপুত্র শাম্ব চঞ্চলমতি যাদব বালকদের সাথে নারীরূপ ধারণ করে এবং বালকরা মুনিদের প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করল—এই নারীবেশী শাম্বের কি সন্তান হবে? ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুনিদের ক্রোধ জন্মাল এবং অভিশাপ দিল যে, এই নারীর গর্ভে মুষল উৎপত্তি হবে ও সেই মুষল দ্বারা সংঘটিত হবে যদুবংশ ধ্বংস। সত্য-সত্যই মুষল প্রসব হতেই সকলে মিলে তাকে ঘষে ক্ষয় করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। এক মাছ সেটা খেয়ে ফেলল। মাছটি একদা এক ধীবরের জালে ধরা পড়লে ধীবর মাছের পেট থেকে লোহা বের করে কর্ম্মকারের কাছে দিল। কর্ম্মকার তার দ্বারা দুটি ধারাল শলাকা প্রস্তুত করল।

তারপর এক সময় যাদবংশীয়গণ ব্রত-পূজানুষ্ঠানের জন্য এসে হাজির হল প্রভাসতীর্থে। সেখানে বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে তারা অতিরিক্ত সুরা পান করে জ্ঞানবুদ্ধি হারাল এবং সমুদ্রতীর থেকে মুষলজাত শর আহরণ করে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এভাবে মুনিদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হল।

একদা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট আছেন। অদূর থেকে এক ব্যাধ তাঁর চরণকমল দেখতে পেয়ে হরিণজ্ঞানে তীরবিদ্ধ করল। লৌহমুষলের অবশিষ্ট অংশে নির্ম্মিত শলাকা এই তীরে সংযুক্ত ছিল। কৃষ্ণ আর পৃথিবীতে রইলেন না; তিনি বৈকুণ্ঠ হতে আগত স্বর্ণময় রথারোহণে চলে গেলেন নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে। যদুবংশে আর কেউ রইলেন না। বলদেবও একসময় স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলেন।

এভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করার পর পরাশর মুনি মৈত্রেয়র অনুরোধে কিভাবে কলিকালে অধর্ম্মের সঞ্চার ঘটবে, কলির যুগধর্ম্ম ও উদ্ধারের উপায় কেমন হবে, প্রলয়-সংযোগের কথা ইত্যাদি ঘটনাও সেই প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন।

সর্ব্বশেষে বিষ্ণুপুরাণের ফলশ্রুতি বর্ণনা করে তাঁর বক্তব্য সমাধা করলেন।

— বিষ্ণুপুরাণের সারাংশ সমাপ্ত —

বিষ্ণোঃ শতনাম-স্তোত্রম্

নারদ উবাচ।

ওঁ বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম্।
জনার্দ্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীপতিং গরুড়ধ্বজম্ ॥১
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকান্তকম্।
অব্যক্তং শাশ্বতং বিষ্ণুমনন্তমজমব্যয়ম্ ॥২
নারায়ণং গদাধ্যক্ষং গোবিন্দং কীর্ত্তিভাজনম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম্ ॥৩
বেত্তারং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞেশং যজ্ঞবাহকম্।
চক্রপাণিং গদাপাণিং শঙ্খপাণিং নরোত্তমম্ ॥৪
বৈকুণ্ঠদুষ্টদমনং ভূগর্ভং পীতবাসসম্।
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্ত্তিং নন্দনন্দনম্ ॥৫
রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবেস্তবম্।
শ্রীনাথং শ্রীধরং শ্রীশং মঙ্গলং মঙ্গলায়ুধম্ ॥৬
দামোদরং দামোপেতং কেশবং কেশিসূদনম্।
বরেণ্যং বরদং বিষ্ণুং মানদং বসুদেবজম্ ॥৭
হিরণ্যরেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নির্গুণং গুণশাশ্বতম্ ॥৮
হিরণ্যতনুসঙ্কাশং সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
মেঘশ্যামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম্ ॥৯
জ্যোতিরূপরূপঞ্চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম্।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বরূপস্থং সর্ব্বেশং সর্ব্বতোমুখম্ ॥১০
জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ্ঞানদং পরমং প্রভুম্।
যোগীশং যোগনিষ্ণাতং যোগিনং যোগরূপিণম্ ॥১১
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতেশং বন্দে ভূতময়ং বিভুম্।
ইতি নামশতং দিব্যং বৈষ্ণবং খলু পাপহম্ ॥১২
ব্যাসেন কথিতং পূর্ব্বং সর্বপাপপ্রণাশনম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স ভবেৎ বৈষ্ণবো নরঃ ॥১৩
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসায়ুজ্যমপ্নুয়াৎ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু-শতনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

দশাবতার-স্তোত্রম্ (জয়দেবকৃতম্)

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং,
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥১
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে,
ধরণি-ধরণ-কিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কচ্ছপরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥২
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব-ধৃত-শূকররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥৩
তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং,
দলিত হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ,
জয় জগদীশ হরে ॥৪
ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুতবামন,
পদ-নখ-নীর-জনিত জনপাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥৫
ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপম্।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে ॥৬
বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতি-কমনীয়ম্,
দশমুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥৭
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং,
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ
জয় জগদীশ হরে ॥৮
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহশ্রুতিজাতং,
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥৯
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥১০

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ
জয় জগদীশ হরে।।১১
বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্‌বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।১২

ইতি পরমভাগবত শ্রীজয়দেবকৃতং শ্রীবিষ্ণোর্দশাবতার স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশিব স্তোত্রম্

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন ভ্রাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিত্তং ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।১
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
না জানামি শাস্ত্রং ন চ স্তোত্র মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাস জপং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।২
ভবাব্ধিমপারে মহাদুঃখভীরুঃ
প্রপঞ্চপ্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গী কুনিদ্রেঽপবুদ্ধঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।৩
ন জানামি তীর্থং ন জানামি পুণ্যং
ন জানামি ভক্তিং লয়ং বা কিমন্যৎ।
ন জানামি মুক্তিং ন জানামি ভক্তিম্
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।৪
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীন।
কুদৃষ্টিঃ কুসখ্যঃ সদা ত্বাং ভজামি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।৫
প্রজেশং মহেশং রমেশং সুরেশং
গণেশং দিনেশং নিশেশং পরং বা।
ন জানামি চান্যং শরণ্যং ভজামি।
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।৬
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলেবাঽনলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শ্মশানে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।৭
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনস্তথা ক্ষীণচেতাঃ।
অঘৌঘপ্রবিষ্টঃ সদা ত্বাং ভজামি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে।।৮
য ইহ পঠতি ভক্ত্যা স্তোত্রমেতৎ সমগ্রং
স ভবতি নরপূজ্যো माননীয়ো নৃপাণাম্।
বহুকুলজনভর্ত্তা পূর্ণকামঃ কবীন্দ্রঃ
সকলভুবনধাতস্ত্রাহি মাং ভো নমস্তে।।৯

ইতি শিবস্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্।

মধুসূদন-স্তোত্রম্

ওমিত্যুচ্চারতো মোহনিদ্রা দূরং পলায়তে।
তথা প্রস্তুং জগন্নাথ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
ন গতির্ব্বিদ্যতে নাথ! ত্বমেব শরণং মম।
পাপ-পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
মোহিতোঽজ্ঞান-জালেন পুত্র-দারাগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ-সংসার-বর্ত্মসু,
পুনর্নাগন্তুমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বহবো হি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাস-মহাদুঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থস্ত্বৎপরায়ণঃ।
দুঃখার্ণবে-নিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্ম নোপপাদিতম্।
তৎপাপাব্ধিনিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।

সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণব-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
দেহান্তর-সহস্রেষু প্রাপিতং ভ্রমতা ময়া।
তির্য্যক্‌তং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জরা-মরণ-ভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
যত্র তত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু রা পুরুষেষু বা।
দেহি তত্রাচলং ভক্তি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
কদাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।।
সন্তি স্তোত্রানি বহবো বাঞ্ছিতার্থপ্রদানি বৈ।
দ্বাদশার্ণাং পরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতম্।।
দ্বাদশার্ণাং মহাস্তোত্রং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদম্।
গর্ভবাস-নিরাসায় শুকেন পরিভাবিতম্।।
দ্বাদশার্ণাং নিরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্‌বৈষ্ণবং ধাম যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ।।

ইতি শ্রীশুকদেব-বিরচিতং মধুসূদন-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্

চতুর্ম্মুখাদিসংস্তুতং সমস্তসাত্বতানুতম্।
হলায়ুধাদি-সংযুতং নমামি রাধিকাধিপম্।।১
বকাদিদৈত্যকালং, সগোপ-গোপিপালকম্।
মনোহরাসিতালকং নমামি রাধিকাধিপম্।।২
সুরেন্দ্র-গর্ব্বগঞ্জনং বিরিঞ্চি-মোহভঞ্জনম্।
ব্রজাঙ্গনানুরঞ্জনং নমামি রাধিকাধিপম্।।৩
ময়ূরপুচ্ছমণ্ডনং গজেন্দ্র-দন্তখণ্ডনম্।
নৃশংস কংস দণ্ডনং নমামি রাধিকাধিপম্।।৪
প্রদত্ত বিপ্রদারকং সুদামধাম্-কারকম্।
সুরদ্রুমাপহারকং নমামি রাধিকাধিপম্।।৫

ধনঞ্জয়জয়াবহং মহাচমুক্ষয়াবহম্
পিতামহব্যথাপহং নমামি রাধিকাধিপম্।।৬
মুনীন্দ্রশাপকারণং যদুপ্রজাপহারণম্।
ধরাভারাবতারণং নমামি রাধিকাধিপম্।।৭
সুবৃক্ষমূলশায়িনং মৃগারি-মোক্ষদায়িনম্।
স্বকীয়ধামমায়িনং নমামি রাধিকাধিপম্।।৮
ইদং সমাহিতো হিতং বরাষ্টকং সদা মুদা।
জপন্ জনো জনুর্জরাদিতো দ্রুতং প্রমুচ্যতে।।৯

ইতি শ্রীমৎপরমহংস স্বামী ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতং
শ্রীকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীরাধিকা-স্তোত্রম্

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা পরমাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।।১।।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি।
সর্ব্বদা বিষ্ণুমায়া চ সত্যাসত্যা সনাতনী।।২।।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্ত নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনে চ বিজয়া যমুনাতটবাসিনী।।৩।।
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপিকা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী।।৪।।
বৃষভানুসুতা কান্তা শান্তিদানপরায়ণা।
কামা কলাবতী কন্যাতীর্থপূতা সনাতনী।।৫।।
শুভানি সপ্তত্রিংশচ্চ বেদোক্তানি শতানি চ।
সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামসু নারদ।।৬।।

ইতি শ্রীরাধিকা-স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্।

সমাপ্ত